জগত্তারক

প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার

বাঙ্গালা ভাষাতে

রচিত

এবং পরমেশ্বরের বাণী গ্রন্থ প্রচারার্থে
যে সকল মহাশয়েরা ইংলণ্ড দেশ ও রুস
জার্ম্মনী প্রভৃতি পরদেশে একযুক্তি হইয়া
প্রবৃত্ত থাকে তাহারদিগের প্রতি নিবেদিত

কলিকাতা হিন্দুস্তানি ছাপাখানায় ছাপাহইল
প্রীণ্টর মেং ফিলিপ পেরেরা সাহেব
ইং ১৮১৯ সাল।

মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত

প্রথম অধ্যায়

আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান য়িশু
২ খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্বপুরুষাখ্যান। আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব ও য়াকুব হইতে য়িহুদা ও তাহার ভ্রাতাগণের উদ্ভব।
৩ ও য়িহুদা হইতে তামরের উদরে ফরস ও জরখের উদ্ভব ও ফরস হইতে হসরোণের উদ্ভব ও হসরোণ
৪ হইতে রামের উদ্ভব। ও রাম হইতে আমিনদবের উদ্ভব ও আমিনদব হইতে নাথশোনের উদ্ভব ও
৫ নাথশোন হইতে শলমার উদ্ভব। ও শলমা হইতে রখবের উদরে বয়াজের উদ্ভব ও বয়াজ হইতে রোতের উদরে ওবেদের উদ্ভব ও ওবেদ হইতে

২৩ যে দেখ একটী কুমারী গর্ব্ভ ধারণ করিবে ও পুত্র প্রসব হইবে ও তাহার নাম আমনুএল রাখা যাইবে ইহার অর্থভাষাভঙ্গ করিলে ঈশ্বর আমারদের সঙ্গে।
২৪ তখন য়ুশফ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের দূত যেমত তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন সেইমত
২৫ করিয়া আপন স্ত্রীকে স্বস্থানে লইলেক। কিন্তু তাহাকে জানিলনা যাবৎ পর্য্যন্ত সে আপন প্রথম জাত পুত্র প্রসব না হইয়াছিল পরে ইহার নাম য়িশু রাখিলেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনন্তর হেরোদ রাজার সময়ে য়হুদিয়ার বীতলহমে য়িশুর জন্ম হইলে পরে দেখ কতেক পণ্ডিত পূর্ব্ব
২ দিক হইতে য়িরোশলমে আসিয়া কহিলেক। যে য়হুদীরদের রাজা হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন তিনি কোথায় কেননা আমরা পূর্ব্বদিক থাকিয়া তাহার নক্ষত্র দেখিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে দণ্ডবৎ করিতে
৩ আসিয়াছি। হেরোদ রাজা একথা শুনিয়া তিনি সমুদায়
৪ য়িরোশলমের সঙ্গে বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি প্রধান যাজক ও লোকের অধ্যাপক গণের দিগকে একত্র করিয়া তাহারদিগকে সুধাইলেন যে খ্রীষ্টের
৫ জন্ম কোন স্থানে হইবে। তাহারা কহিল য়হুদীয়ার বীতলহমে কেননা ভবিষ্যৎ বক্তার দ্বারাতে এইমত
৬ লেখা আছে। যে হে য়হুদা দেশস্থ বীতলহম তুমি

য়িহুদার অধিপগণের মধ্যে কদাচ লঘুতর নহ কেননা তোমার মধ্য হইতে এক অধিপতি বাহিরাইবেন যিনি আমার লোক য়িশরাইলকে প্রতিপালন করিবেন।
৭ তখন হেরোদ সে পণ্ডিতেরদিগকে সংগোপনে ডাকাইয়া সে নক্ষত্র কোন সময়ে দেখা দিয়াছিল তাহার নিরাকরণ তিনি তাহারদের স্থানে নিশ্চয়
৮ রূপে সুধাইয়া লইলেন। পরে তাহারদিগকে বীতলহমে পাঠাইয়া কহিলেন যাও ঐ বালকের অন্বেষণ যত্নরূপ করিয়া তাহার উদ্দেশ পাইলে পরে আমাকে সংবাদ দেহ তাহাতে আমিও আসিয়া তাহাকে যেন প্রণাম
৯ করি। তখন রাজার কথা শুনিয়া তাহারা প্রস্থান করিল পরে দেখ যে নক্ষত্র তাহারা পূর্ব্বদিকে দেখিয়াছিল সে তাহারদের অগ্রে ২ চলিয়া গিয়া যেখানে বালক
১০ ছিল সে স্থানের উপর স্থকিত হইল। এবং নক্ষত্র দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দে আনন্দিত হইলেক।
১১ অতঃ পরে ঘরেতে প্রবিষ্ট হইয়া সে নবীন বালককে তাহার মাতা মারিয়ার সঙ্গে দেখিলেক এবং দণ্ডবৎ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেক পরে তাহারদের ধন সম্পত্য খুলিয়া স্বর্ণ ও লবান ও মর্ই লইয়া তাহাকে
১২ ভেট দিলেক। অনন্তর স্বপ্ন যোগে হেরোদ রাজার স্থানে পুনশ্চ যাইতে ঈশ্বরে নিষেধিত হইয়া তাহারা অন্যপথদিয়া আপনারদের স্বদেশে গমন করিলেক।

১৩ তাহারদের প্রস্থান হইলে পরে দেখ ঈশ্বরের দূত স্বপ্ন যোগে য়ুশফের নিকট দেখা দিয়া কহিলেন উঠ তাহার মাতার সহিৎ পৌগণ্ডকে লইয়া মিসরদেশে পলাইয়া যাও ও যাবৎ আমি তোমাকে সংবাদ নাদি তাবৎ সেখানে থাক কেননা ছোট বালককে ১৪ নষ্ট করিতে হেরোদ তাহার অন্বেষণ করিবে। তখন সে গাত্রোত্থান করিয়া ছোট বালক ও তাহার মাতাকে ১৫ লইয়া রাত্রি যোগে মিসরে চলিয়া গেল। এবং হেরোদের মরণ কাল পর্য্যন্ত সেখানে থাকিল তাহাতে যেন তাহাই পূর্ণ হয় যে ঈশ্বর ভবিষ্যৎ বক্তার দ্বারায় কহিয়াছিলেন যে আমি আপন সন্তানকে মিসর ১৬ দেশ হইতে ডাকিয়াছি। অনন্তর যখন হেরোদ দেখিলেন যে আপনি সে পণ্ডিতেরদিগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তখন তিনি অত্যন্ত উষ্মান্বিত হইয়া যে সময়ে নিরাকরণ সে পণ্ডিতেরদের স্থানে নিশ্চয় রূপে সুধাইয়া লইয়াছিলেন তদনুসারে লোক পাঠাইয়া দ্বিতীয় বৎসরাবধি ও তাহার কমতর বয়ঃক্রমে যত ছাওয়াল বীতলহম ও তাহার সকল সীমানাতে ছিল সমস্তকেই ১৭ বধ করাইলেন। তখন সেই কথা পূর্ণ হইল যে ১৮ য়রমীহা ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে উক্তছিল। যে রামাতে এক রব শুনা গেল ক্রন্দন ও রোদন ও বড়ই শোক বিলাপ রাহেল আপন ছাওয়ালেরদের কারণ রোদন

করিতে ২ প্রবোধ কথা মানেনা কেননা তাহারা নাই।
১৯ কিন্তু হেরোদের মৃত্যু পরে দেখ মিসর দেশে ঈশ্বরের দূত স্বপ্ন দ্বারাতে য়ুশফের স্থানে দর্শন দিয়া কহিতেছেন।
২০ গাত্রোত্থান কর এবং তাঁহার মাতার সহিৎ পৌগণ্ডকে লইয়া য়িশরাল দেশে যাও কেননা শিশুর প্রাণ লইতে যাহারা অন্বেষণ করিয়া ছিল তাহারা মরিয়া
২১ গিয়াছে। তখন সে গাত্রোত্থান করিয়া শিশুকে আপন মাতার সঙ্গে লইয়া য়িসরাল দেশে আইল।
২২ কিন্তু যখন সে শুনিল যে অর্খেলায়স আপন পিতার স্থানে য়হুদাদেশে রাজত্ব করিতেছেন সে সেখানে যাইতে ত্রাস করিল কিন্তু স্বপ্ন যোগে ঈশ্বরে চেতনা
২৩ পাইয়া সে গালিলির অঞ্চলে গেল। এবং নাজরেত নামেতে এক নগরে গিয়া অবস্থিতি করিল তাহাতে সেই যেন পুর্ণ হয় যে ভবিষ্যৎ বক্তাগণের দ্বারায় উক্ত ছিল তাহাকে নাজরেণ কহিবে।—

তৃতীয় অধ্যায়

সেই সময়ানুক্রমে য়োহন বাপ্টাইজক য়হুদিয়ার
২ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা দিতে লাগিল। ও কহিল যে মন ফিরাও কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট আছে।
৩ এই সে ব্যক্তি যাহার বিষয়ে য়িশাইয়া ভবিষ্যৎ বক্তা কহিয়া ছিলেন যে প্রান্তরের মধ্যে চীৎকারায়মান এক জনের রব আছে ঈশ্বরের পথ প্রস্তুত করহ

৪ তাহার সড়ক সকল সমান করহ। এই য়োহনের বস্ত্র উটের লোমের বুনা ও তাহার কোমরে চর্ম্মের পটুকায় বেষ্টিত এবং তাহার ভক্ষ্য পঙ্গপাল ফরিঙ্গ
৫ ও বনমধু ছিল। তখন য়িরোশলম ও সমস্ত য়হুদিরা ও য়ির্দনের চতুর্দ্দিক নিবাসীরা বাহিরাইয়া তাহার
৬ নিকটে গেল। এবং তাহারদের পাপ স্বীকার করিয়া
৭ তাহার দ্বারায় য়ির্দনে বাপ্টাইজিত হইল। কিন্তু অনেক ফারসী ও শাদুকীরদিগকে তাহার বাপ্‌টিস্মে আসিতে দেখিয়া তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আরে সর্পের ছা সকল তোমারদিগকে আগত কোপ হইতে পলায়ন
৮ করিতে কেটা চেতাইয়া দিয়াছে। অতএব মন
৯ ফিরাণের উপযুক্ত ফল ফলহ। আর আপনারদের মনে ইহা কহিতে ভাবিওনা যে আবরহাম আমারদের পিতা আছেন কেননা আমি তোমারদিগকে কহি যে ঈশ্বর এই প্রস্তর গুলাই দিয়া আবরহামের
১০ প্রতি সন্তানের উদ্ভব করিতে পারেণ। অপর বৃক্ষের মূলে কুঠার এখন ও লাগিয়া আছে অতএব প্রতি বৃক্ষে যে ভাল ফল ধরে না সে কাটা যায় ও অগ্নিতে
১১ ফেলা যায়। আমি তোমারদিগকে মন ফিরাণের প্রতি জলেতে বাপ্টাইজ করিতেছি বটে কিন্তু যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন তিনি আমা হইতে মহৎ আছেন তাঁহার জুতা বহিতে আমি যোগ্য নহি

তিনি তোমারদিগকে ধর্ম্মাত্মাতে ও অগ্নিতে বাপ্টাইজ
১২ করিবেন। তাহার কুলা স্বহস্তগত আছে এবং
তিনি আপন খামার শুদ্ধমত ঝাড়িয়া দিবেন ও
তাহার গোম একত্র করিয়া গোলাতে রাখিবেন কিন্তু
১৩ ভূশী সকল অনির্ব্বানলে পোড়াইয়া দিবেন। তখন
য়িশু য়োহনের দ্বারাতে বাপ্টাইজিত হওনের কারণ
১৪ গালিলি হইতে তাহার নিকট য়ির্দনে আইলেন। কিন্তু
য়োহন তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন তোমার দ্বারায়
আমার বাপ্টাইজ হওনের আবশ্যক আছে ইহাতে
১৫ তুমি না কি আমার স্থানে আসিতেছ। য়িশু তাহাকে
উত্তর দিয়া কহিলেন এখন তাহা হইতে দেও কেননা
এই মতে সকল ধর্ম্ম পূর্ণ করিতে আমারদের উপযুক্ত
১৬ আছে তখন তিনি হইতে দিলেন। পরে য়িশু বাপ্টাইজত
হইয়া জল হইতে বাহির হইবা মাত্র দেখ তাহার
প্রতি স্বর্গেতে শূণ্য পথ হইল এবং তিনি ঈশ্বরের
আত্মাকে কবুতরের ন্যায় নামিতে ও আপনার
১৭ উপর বসিতে দেখিলেন। পরে দেখ স্বর্গ হইতে
এক উক্তমান শব্দ আইল যে এই আমার প্রিয় পুত্র
যাহাতে আমার পরম সন্তোষ

চতুর্থ অধ্যায়

তখন য়িশু শয়তান হইতে পরীক্ষিত হইবার
কারণ আত্মার দ্বারাতে প্রান্তরে আকর্ষিত হইলেন।

২ এবং চল্লিশ দিবা রাত্রি অনাহারে থাকিলে পরে তিনি
৩ ক্ষুধিত হইলেন। অনন্তর পরীক্ষক তাঁহার নিকটে
আসিয়া কহিল তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে
এই পুস্তর গুলা যেন রুটি হয় তাহার আজ্ঞা দেও।
৪ কিন্তু তিনি উত্তর দিয়া কহিলেন লেখা আছে যে
মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবেক না কিন্তু প্রতিবাক্য
৫ যে ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত হয় তাহাতেই। তখন
শয়তান তাঁহাকে পুণ্যনগরে লইয়া গেল এবং মন্দিরের
৬ এক চূড়ার উপর রাখিয়া দিল। পরে তাঁহাকে
কহিল যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে নীচে ঝম্প
দিয়া পড় কেননা লিপি আছে যে তিনি তোমার
বিষয়ে আপন দূতগণেরদিগকে ভার দিবেন ও তাহারা
তোমাকে হাতে ধরিয়া রাখিবে যেন তোমার পা
৭ পাষানের উপর আছাড় না খায়। য়িশু তাহাকে
কহিলেন ইহাও লেখা আছে যে তুমি আপন প্রভু
৮ ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিবানা। পুনশ্চ শয়তান তাঁহাকে
অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তাঁহাকে
জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহারদের ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
৯ এবং তাঁহাকে কহিল যদি তুমি ভূমিতে পড়িয়া
আমাকে ভজনা করিবা তবে আমি এসকল তোমাকে
১০ দিব। তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন দূর যাও
শয়তান লেখা আছে যে তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে

১১ ভজনা করিবা এবং তাহারি সেবা করিবা কেবল। তখন শয়তান তাঁহাকে ছাড়িয়াগেল পরে দেখ স্বর্গীয়
১২ দূতগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনন্তর যখন য়িশু শুনিয়াছিলেন যে য়োহন কারাগারেতে
১৩ রাখা গিয়াছে তিনি গালিলিতে চলিয়া গেলেন। পরে নাজরেত ছাড়িয়া তিনি কফরনহমে আসিয়া বাস করিলেন তাহা সমুদ্রের তটে জবুলন ও নপ্তলীমের
১৪ সীমানাতে। তাহাতে সেই যেন পূর্ণ হয় যে য়িশাইহা
১৫ ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে উক্ত ছিল। যে জবুলন দেশও নপ্তলীম দেশ সমুদ্রের পথদিয়া য়িৰ্দনের অন্য পার ভিন্ন
১৬ দেশীরদের গালিলি। যে লোক অন্ধকারে বসিয়া থাকিত সে লোক মহা আলো দেখিয়াছে ও যাহারা মৃত্যুর দেশ ও ছায়াতে বসিয়াছিল তাহারদের
১৭ প্রতি দীপ্তি উদিত হইয়াছে। সেকাল হইতে য়িশু প্রচার করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন যে মন
১৮ ফিরাও কেননা স্বর্গের রাজ্য সমীপে আছে। অনন্তর য়িশু গালিলি সাগরের তীরে চলিতে২ শীমন যাহাকে পিতর বলে ও তাহার ভাই আন্দ্রু দুই ভ্রাতাকে সাগরের মধ্যে জাল ফেলিতে দেখিলেন
১৯ কেননা তাহারা মাছুয়া ছিল। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস ও আমি তোমার
২০ দিগকে মনুষ্য ধরা করিব। এবং তৎ ক্ষণাৎ তাহারা

জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।
২১ পরে সেখান হইতে যাইতে২ আর দুই ভ্রাতা জেবদীর পুত্র য়াকুব ও তাহার ভাই য়োহনকে এক নৌকায় তাহারদের পিতা জেবদীর সহিৎ জাল সারিতে দেখিলেন এবং তিনি তাহারদিগকে
২২ ডাকিলেন। ও তাহারা তৎ ক্ষণে নৌকা ও আপনারদের পিতাকে ছাড়িয়া তাঁহার পশ্চাৎ গামি
২৩ হইল। পরে য়িশু তাহারদের সিনগগে শিখাইতে২ ও রাজ্যের মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে২ এবং লোকেরদের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার রোগ ও সর্ব্ব প্রকার পিড়া সুস্থ করিতে২ গালিলি দেশ সমুদায় ভ্রমণ করিলেন এবং তাঁহার খ্যাতি সিবিয়ার আদ্যোপান্ত ব্যাপিল পরে যে সকল লোক নানান প্রকার রোগেতে ও ব্যথাতে পীড়িত ছিল এবং ভুত গ্রস্থ ও উন্মাদ ও অর্দ্ধাঙ্গী এই সকলেরদিগকে লোকেরা তাঁহার নিকটে আনিল এবং তিনি তাহারদিগকে
২৪ সুস্থ করিলেন। এবং গালিলি ও দেকাপোলিষ ও য়িরোশলম ও য়িহুদীয়া ও য়ির্দনের ওপার হইতে বহু লোকারণ্য তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

পঞ্চম অধ্যায়

এবং লোকারণ্য সকল দেখিয়া তিনি এক পর্ব্বতে গেলেন ও বসিলে পরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার

২ নিকটে আইল। পরে আপন মুখ খুলিয়া তিনি
৩ তাহারদিগকে শিখাইতে লাগিলেন। যে দরিদ্রাত্মারা
৪ ধন্য কেননা স্বর্গের রাজ্য তাহারদের আছে। খিদ্যমান
৫ লোকেরা ধন্য কেননা তাহারা সান্তনা পাইবে। ক্ষান্ত
স্বভাবেরা ধন্য কেননা তাহারা পৃথিবীর অধিকার
৬ ভোগ করিবে। ধর্ম্মের প্রতি যাহারা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত
হয় তাহারা ধন্য কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।
৭ দয়ালু সকল ধন্য কেননা তাহারা দয়া পাইবে।
৮ নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য কেননা তাহারা ঈশ্বরকে
৯ দেখিতে পাইবে। মিলনসায়ীরা ধন্য কেননা তাহারা
১০ ঈশ্বরের সন্তান কহা যাইবে। ধর্ম্মের হেতু যাহারা
তাড়িত হয় সে ধন্য কেননা স্বর্গের রাজ্য তাহারদের।
১১ যখন মনুষ্যেরা আমার প্রযুক্তে তোমারদিগকে
নিন্দা করে ও তাড়না করে এবং মিথ্যায় তোমারদের
প্রতি সকল প্রকার মন্দ বলে তখন ধন্য তোমরা।
১২ উল্লাস করহ এবং অত্যন্ত আনন্দিত হও কেননা
স্বর্গেতে তোমারদের প্রতিফল বড় কেননা এই মতে
তাহারা ভবিষ্যৎ বক্তাগণেরদিগকে তোমারদের পূর্ব্বে
১৩ তাড়না করিল। তোমরা পৃথিবীর লবন কিন্তু যদি
লবনের স্বাদ যায় তবে কিসেতে স্বাদ যুক্ত হইবে সে
আর কোন কার্য্যের নহে কেবল ফেলিবার ও মনুষ্যের
১৪ দের পদতলে দলিত হইবার কারণ। তোমরা জগতের

দীপ্তি গিরিস্থিত নগর যে সে গুপ্ত হইতে পারিবেকনা।
১৫ এবং মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে থোয়না
কিন্তু দীপদানের উপর তাহাতে ঘরের মধ্যকার
১৬ সকলেরদিগকে দীপ্তি দেয়। তোমারদের দীপ্তি
মনুষ্যেরদের গোচরে এমৎ প্রকাশ হউক যে তাহারা
তোমারদের সুক্রিয়া দেখিয়া তোমারদের স্বর্গস্থ পিতার
১৭ গৌরব যেন করে। এই অনুভব করিওনা যে
আমি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বাণী নিবর্ত্ত করিতে
আসিয়াছি আমি নিবর্ত্ত করিতে আসি নাই কিন্তু
১৮ পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমারদিগকে
সত্য কহি যাবৎ স্বর্গ ও পৃথিবী লুপ্ত না হয় তাবৎ
সমূহ পূর্ণ না হইলে ব্যবস্থা হইতে এক মাত্রা কিম্বা
১৯ এক বিন্দুর লোপ হইবে না। অতএব যে কেহ এই
আজ্ঞার মধ্যে সকলের লঘুতর কোন এক আজ্ঞার
লঙ্ঘন করে ও মনুষ্যেরদিগকে তদনুসারে শিখায়
সে স্বর্গের রাজ্যের মধ্যে সকলের লঘুতর গণিত
হইবে কিন্তু যে কেহ তাহা পালে ও শিখায় সেই
স্বর্গের রাজ্যের মধ্যে গুরুতর কহা যাইবে।
২০ কেন না আমি তোমারদিগকে কহি যে তোমারদের
ধর্ম্ম অধ্যাপক ও ফারিসি বর্গের ধর্ম্ম হইতে অধিক
না হইলে তোমরা কোন ক্রমে ঈশ্বরের রাজ্যেতে
২১ প্রবেশ হইতে পাইবানা। তোমরা শুনিয়াছ যে

পূর্ব্বকার লোকেরদিগকে কহা গিয়াছিল তুমি বধ করিবানা আর যে কেহ বধ করে সে দণ্ডের
২২ দায়ী হইবে। কিন্তু আমি তোমারদিগকে কহি যে কেহ আপনার ভ্রাতার প্রতি অকারণে ক্রুদ্ধ হয় সেই দণ্ডের দায়ী হইবে আর যে কেহ আপনার ভাইকে রাকা করিয়া কহিবে সে মন্ত্রী সভার দায়ী হইবে কিন্তু যে কেহ কহিবে তুই বরবর সে
২৩ নরকানলের দায়ী হইবে। অতএব তুমি আপনার নৈবেদ্য যজ্ঞ কুণ্ডের নিকট আনিতে প্রবর্ত্ত হইলে যদি সেখানে তোমার স্মরণে পড়ে যে তোমার প্রতি
২৪ তোমার ভ্রাতার কোন দাওয়া থাকে। তবে সে যজ্ঞ কুণ্ডের অগ্রে তোমার নৈবেদ্য রাখিয়া প্রস্থান কর এবং প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিৎ মিলন করহ তার পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।
২৫ তোমার দায়কের সহিৎ শীঘ্র মিলন করহ যাবৎ তুমি পথের মধ্যে তাহার সঙ্গে আছ নতুবা কি জানি দায়ক তোমাকে বিচার কর্ত্তার নিকট সমর্পণ করে ও বিচার কর্ত্তা তোমাকে কোটালের স্থানে সোঁপিয়া দেয় ও তুমি কারাগারেতে ফেলা যাও।
২৬ সত্য আমি তোমাকে কহি যে শেষেক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে তুমি সেখান হইতে
২৭ কোনক্রমে বাহির আসিতে পাইবানা। তোমরা

শুনিয়াছ যে পূর্ব্বকার লোকেরদিগকে কহা গিয়াছিল
২৮ তুমি পরদার করিবা না। কিন্তু আমি তোমারদিগকে
কহি যে কেহ কাম ভাবেতে স্ত্রীর উপর অবলোকন
করে সে আপন মনেতে তখনি তাহার সঙ্গে পরদার
২৯ করিয়াছে। অতএব যদি তোমার দক্ষিণ চক্ষু তোমার
উচোট লাগাইবার ঠেস হয় তবে তাহাকে উপড়াইয়া
আপনার নিকট হইতে ফেলিয়া দেও কেননা তোমার
ভাগ্যে তোমার সমস্ত শরীর নরকে ফেলা যাওন
হইতে তোমার এক ইন্দ্রিয়ের নষ্ট হওয়া ভাল।
৩০ এবং যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমার উচোট লাগাইবার
ঠেস হয় তবে তাহাকে ছেদন করিয়া আপনার
নিকট হইতে ফেলিয়া দেও কেননা তোমার ভাগ্যে
তোমার সমস্ত শরীর নরকে ফেলা যাওন হইতে
৩১ তোমার এক ইন্দ্রিয়ের নষ্ট হওয়া ভাল। উক্ত আছে
যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে সে
৩২ তাহাকে এক বর্জ্জন লিপি দিউক। কিন্তু আমি
তোমারদিগকে কহি যে কেহ ব্যভিচার হেতু ব্যতিরেক
আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সে তাহার ব্যভিচার
কর্ম্ম করাইতেছে এবং যে কেহ সে বর্জ্জিত স্ত্রীকে
৩৩ বিবাহ করে সে পরদার করিতেছে। পুনশ্চ তোমরা
শুনিয়াছ যে পূর্ব্বকার লোকেরদিগকে কহা গিয়াছিল
যে তুমি মিথ্যা দিব্য করিবা না কিন্তু আপনার দিব্য

৩৪ সকল ঈশ্বরের প্রতিপালন করিবা। কিন্তু আমি তোমার
দিগকে কহি কিছুই কিরা করিওনা স্বর্গ লইয়াওনা
৩৫ কেননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন। পৃথিবী লইয়াওনা
কেননা এই তাহার পায়ের পিঁড়ি য়িরোশলম লইয়াও
৩৬ না কেননা সেই মহারাজার পুরী। আপনার মস্তক
লইয়াও কিরা করিবানা কেননা এক চুল শুক্লবর্ণ কিম্বা
৩৭ কৃষ্ণবর্ণ করিতে তোমার অসাধ্য। কিন্তু তোমারদের
কথোপকথন হাঁ হাঁ না না হউক কেননা ইহার অধিক
৩৮ যাহা হয় সে মন্দ হইতে আইসে। তোমরা শুনিয়াছ
যে উক্ত হইয়াছিল চক্ষুর কারণ চক্ষু ও দন্তের কারণ
৩৯ দন্ত। কিন্তু আমি তোমার দিগকে কহি যে তোমরা
উপদ্রবীকে বারণ করিওনা কিন্তু যে কেহ তোমার
দক্ষিণ গালে চড় মারে তাহার প্রতি অন্যকে ফিরাইয়া
৪০ দেও। এবং যে কেহ তোমার উপর আদালতে দাওয়া
করিয়া তোমার কাবা লইয়া যায় তাহাকে তোমার
৪১ জামাও লইতে দেও। এবং যে কেহ তোমাকে এক
ক্রোশ যাইতে বেগার ধরে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ
৪২ যাও। যে জন তোমার স্থানে যাচে তাহাকে দেও ও
যে তোমার ঠাঁই ধার লইতে ইচ্ছাকরে তাহার প্রতি
৪৩ তুমি পরাঙ্মুখ হইওনা। তোমরা শুনিয়াছ যে উক্ত
হইয়াছিল তুমি আপন পড়সীর প্রতি সদ্ভাব করিবা
৪৪ কিন্তু শত্রুর প্রতি দ্বেষ ভাব রাখিবা। কিন্তু আমি

তোমারদিগকে কহি যে তোমরা আপনারদের শত্রুর দিগকে সদ্ভাব করহ তোমার দিগকে যাহারা শাঁপদেয় তাহারদিগকে তোমরা আশীর্ব্বাদ দেও যে তোমার দিগকে মন্দ বাসে তাহারদিগকে ভাল করহ এবং যে সকল তোমারদিগকে অপমান দেয় ও তাড়না করে
৪৫ তাহারদের কারণ প্রার্থনা করহ। ইহাতে তোমরা আপনারদের স্বর্গীয় পিতার সন্তান যেন হও কেননা তিনি মন্দ ও ভাল লোকের উপর আপন সূর্য্যের উদয় করাইতেছেন এবং সৎ ও অসৎ লোকের উপর বৃষ্টি
৪৬ বর্ষাইতেছেন। কেননা যদি তোমরা তাহার দিগকে প্রেম করহ যাহারা তোমারদিগকে প্রেম করে তবে তোমারদের প্রতিফল বা কি পাটওয়ারীরাও এই মৎ
৪৭ প্রকার করেনাকি। আর যদি তোমরা কেবল আপনার দের ভ্রাতার দিগকে নমস্কার করহ তবে তোমরা কোন বড় কর্ম্ম করিতেছ কি পাটওয়ারীরাও এই মৎ করে
৪৮ না। অতএব তোমরা সিদ্ধ হও যে মৎ তোমারদের স্বর্গীয় পিতা সিদ্ধ আছেন—

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাবধান তোমরা আপনারদের দানাদি মনুষ্যেরদের দেখিবার জন্যে তাহারদের সাক্ষাতে না কর নতুবা তোমারদের স্বর্গীয় পিতা হইতে তোমারদের প্রতিফল
২ হয়না। অতএব যখন তুমি ভিক্ষা দেও তখন তোমার

অগ্রে বাঁক বাজাইওনা যেমৎ কপটীরা মনুষ্যেরদিগ হইতে প্রশংসিত হইবার কারণ সভাতে ও সরানেতে বাজায় সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা
৩ আপনারদের প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি ভিক্ষা দেও তখন তোমার দক্ষিণ হাত কিকর্ম্ম করিতেছে তাহা তোমার বাম হাত যেন জানিতে না পারে।
৪ তাহাতে তোমার দান সকল যেন গোপনে হয় ও তোমার পিতা যিনি গোপনের মধ্যে দেখিতেছেন
৫ তিনি তোমাকে ব্যক্ত রূপে প্রতিফল দিবেন। অপর যখন তুমি প্রার্থনা করহ তখন তুমি কপটীবর্গের মত হইবানা কেননা তাহারা সভাতেও সরানের কোনাতে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করে মনুষ্যেরদের স্থানে যেন দৃষ্ট হয় সত্য আমি তোমারদিগকে কহি
৬ তাহারা আপনারদের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করহ তখন আপনার অন্তরাগারে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার গুপ্তমান পিতাকে আরাধনা করহ ও তোমার পিতা যিনি গোপনের মধ্যে দেখিতেছেন তিনি তোমাকে প্রকাশ
৭ রূপে প্রতিফল দিবেন। কিন্তু যখন তোমরা প্রার্থনা করহ তখন বৃথা পুণরুক্তি করিওনা যেমত ভিন্নদেশী বর্গ করে কেননা তাহারা বুঝে যে তাহারদের বিস্তারিত কহাতে তাহারদের প্রার্থনা শুনা যাইবে। অতএব

৮ তোমরা তাহারদের মত হইওনা কেননা তোমারদের কিং আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের পূর্ব্বে
৯ তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা এইমত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিত তোমার নাম
১০ পুণ্য জ্ঞানে মান্য যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে
১১ পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই
১২ দিবসে দেও। ও যে মত আমরা আপনারদের দায়ীর দিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া
১৩ সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইওনা কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদাসর্ব্বক্ষণে আমেন।
১৪ অতএব যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপরাধ
১৬ ও মক্ষা করিবেন না। অপর যখন তোমরা উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষন্ন বদন হইওনা কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাইবার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য আমি কহি তোমারদিগকে তাহার আপনারদের প্রতিফল
১৭ পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ তখন

আপন মস্তকে তৈল মর্দন কর ও মুখ প্রক্ষালন কর।
১৮ তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসীমৎ
নাদেখাও কিন্তু তোমার গুপ্তমান পিতার প্রতি এবং
তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখিতেছেন তিনি
১৯ তোমাকে ব্যক্তরূপে প্রতিফল দিবেন। পৃথিবীর উপর
আপনারদের কারণ ধন সঞ্চয় করিওনা যেখানে কীট
ও মর্চ্যা ক্ষয় করে ও যেখানে চোরেরা সিন্ধ দিয়া চুরি
২০ করে। কিন্তু স্বর্গেতে ধন সঞ্চয় করহ যেখানে কীট
ও মর্চ্যা ক্ষয়ও করেনা এবং সেখানে চোরেরা সিন্ধ
২১ দিয়া চুরি ও করিতে পারেনা। কেননা যেখানে
তোমারদের ধন সেই খানে তোমার দের মনও হইবে।
২২ চক্ষু শরীরের প্রদীপ আছে অতএব যদি তোমার চক্ষু
প্রসন্ন হয় তবে তোমার সমুদায় শরীর দীপ্তিতে পূর্ণ
২৩ হইবে। কিন্তু যদি তোমার চক্ষু মন্দ হয় তবে তোমার
সমস্ত শরীর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে অতএব যদি তোমার
অন্তরস্থ দীপ্তি অন্ধকার হয় তবে সেই অন্ধকার কেমন
২৪ বড়। দুই কর্ত্তার সেবা কোন মনুষ্য করিতে পারিবেক
না কিন্তু সে এক জনকে মন্দ বাসিয়া অন্যকে ভাল
বাসিবেক কিম্বা সে একের প্রতি মনযুক্ত হইয়া অন্যের
প্রতি অবহেলা করিবেক তোমরা ঈশ্বরের ও ধনের
২৫ দুয়ের সেবা করিতে পারিবানা। অতএব আমি
তোমারদিগকে কহি তোমরা আপনারদের জীবনার্থে

কি খাইবা কিম্বা কি পান করিবা ও আপনারদের শরীরার্থে কি পরিধান করিবা ভাবিৎ হইওনা ভক্ষ্য হইতে প্রাণ এবং বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় নহে।
২৬ শূন্যের পক্ষী সকল দেখ তাহারা বুনেওনা কাটেও না এবং গোলাতে সঞ্চয় করেওনা তত্রাপি তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তাহারদিগকে খাওয়াইতেছেন তাহার
২৭ দিগ হইতে তোমরা কি অতি শ্রেষ্ঠ নহ। তোমারদের মধ্যে কেটা ভাবনা করিলে আপনার কায় একহাত
২৮ বৃদ্ধি করিতে পারে। এবং বস্ত্রের কারণ কেন ভাবিৎ হও ভূমির সুসন পুষ্প আলোচনা করহ সে কেমন
২৯ বাড়িতেছে সে কর্ম্মও করেনা সূতও কাটেনা। তথাচ আমি তোমার দিগকে কহি যে শলমা আপন সমস্ত ঐশ্বর্য্যেতে এই এক পুষ্পের মত বিভূষিত ছিলনা।
৩০ অতএব ভূমির তৃণ যে অদ্য বর্ত্তমান আছে ও কল্য আখাতে ফেলা যায় তাহাকে যদি ঈশ্বর এমৎ পরাইয়া দেন তবে কি তোমারদিগকে ততোধিকে পরাইয়া
৩১ দিবেননা আরে অল্প প্রত্যয়ী। অতএব ভাবিৎ হইও না যে আমরা কি খাইব কিম্বা কি পীব কিম্বা কি
৩২ পরিধান করিব। কেননা ভিন্ন দেশীরা এসকলের কারণ সচেষ্ট থাকে এবং তোমারদের স্বর্গীয় পিতা জানেন যে এই সকলের কারণ তোমারদের আবশ্যক
৩৩ আছে। কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্ম

অনুসন্ধান করহ পরে এসকল বস্তু তোমারদিগকে
৩৪ বাড়া দেওয়া যাইবে। অতএব কল্যকার হেতু ভাবিৎ
হইওনা কেননা কল্য আপনার বিষয়ে আয়োজন
করিবে বর্ত্তমান দিবসের কারণ আপনার মন্দ প্রচুর

সপ্তম অধ্যায়

দোষ বিচার করিওনা যেন তোমরা দোষ বিচারিত
২ নাহও। কেননা যে বিচারেতে তোমরা বিচার করহ
তদনুসারে তোমরা বিচারিত হইবা এবং যে পরিমানে
তে তোমরা পরিমান করহ তাহা দিয়াই পুনশ্চ তোমার
৩ দের স্থানে পরিমিত হইবে। কিন্তু তোমার ভ্রাতার
চক্ষুতে যে কনিকা আছে তাহার প্রতি অবলোকন
করিয়া আপন নিজ চক্ষুতে যে কাণ্ডী আছে তাহার
৪ আলোচনা কেন করহনা। কিম্বা আপনার ভ্রাতাকে
কিরূপে কহিতে পারিবা যে থাক ভাই আমি তোমার
চক্ষু হইতে কনিকা বাহির করিয়া দি ও তাবৎ দেখ
৫ তোমার নিজ চক্ষুতে একটা কাণ্ডী আছে। হে কপটী
প্রথমে আপন নিজ চক্ষু হইতে কাণ্ডী বাহির করিয়া
দেও তবে তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কনিকা বাহির
৬ করিতে তোমার দৃষ্টি প্রসন্ন হইবে। কুকুরেরদিগকে
পুণ্য বস্তু দিওনা ও শূকরের অগ্রে তোমারদের মুক্তা
ফেলিয়া দিওনা যে কি জানি তাহারদের পায়ের তলে
তাহা দলাইয়া দেয় এবং ফিরিয়া তোমারদিগকে চিরে।

৭ যাচঞ্ঞা কর তবে তোমারদিগকে দেওয়া যাইবে অন্বেষণ কর তবে উদ্দেশ পাইবা দ্বারে ঘা দেও তবে
৮ সে তোমারদের প্রতি খোলা যাইবে। কেননা যাহারা যাচঞ্ঞা করে তাহারা প্রত্যেক জন প্রাপ্ত হয় ও যে জন অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায় এবং যে দ্বারেতে
৯ ঘা দেয় তাহার প্রতি সে খোলা যাইবে। বরং তোমারদের মধ্যে কোন জন যদি আপন পুত্র তাহার
১০ স্থানে রুটি চাহে তাহাকে পাথর দিবে। কিম্বা যদি
১১ সে মৎস্য চাহে তাহাকে সর্প দিবে। অতএব তোমরা মন্দ হইয়া যদি আপনারদের ছাওয়ালেরদিগকে ভাল দান দিতে জানহ তবে তোমারদের স্বর্গস্থ পিতা তিনি আপন যাচকেরদিগকে কতোধিকে উত্তম সামগ্রী
১২ দিবেন। অতএব যে সকল কর্ম্ম তোমরা চাহ যে মনুষ্যেরা তোমারদিগকে করে সেই মত কর্ম্ম তোমরা ও তাহারদিগকে কর কেননা এই ব্যবস্থাও ভবিষ্যৎ
১৩ গ্রন্থের সার। সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করহ কেননা সেই দ্বার চৌড়া ও সেই পথ প্রসর যাহা সর্ব্বনাশেতে
১৪ যায় এবং অনেকে তাহাতে প্রবেশ করে। কিজন্যে না সেই দ্বার সঙ্কীর্ণ ও সেই পথ ছোট যাহা জীবনে
১৫ যায় এবং অল্প লোক তাহার উদ্দেশ পায়। মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তাগণের প্রতি সাবধান থাক সে তোমার দের নিকট মেষের পরিচ্ছেদে আইসে কিন্তু আভ্যান্তরে

১৬ তাহারা গিলন্যা কেঁদুয়া। তাহারদের ফলেতে তোমরা তাহারদিগকে চিনিতে পারিবা কাঁটাগাছে দ্রাক্ষা ফল কিম্বা শিয়াল কাঁটাতে আঞ্জীর ফল না কি মনুষ্যেরা
১৭ পাড়ে। সেই মত পুতি উত্তম বৃক্ষ উত্তম ফল ধরে কিন্তু মন্দ বৃক্ষ মন্দ ফল ধরে। ভাল বৃক্ষ মন্দ ফল
১৮ ফলিতে পারে না এবং মন্দ বৃক্ষ ভাল ফল ফলিতে
১৯ পারে না। যে সকল বৃক্ষ উত্তন ফল ফলেনা সে কাটা যায় ও অগ্নিতে ফেলা যায়। অতএব তাহারদের
২০ ফলেতে তোমরা তাহারদিগকে জানিবা। আমাকে
২১ পুভো২ কবিয়া যাহারা কহে তাহারা পুত্যেক জন স্বর্গের রাজ্যেতে পুবেশ করিতে পাইবেনা কিন্তু সেই জন যে
২২ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে। সেই দিবসে অনেকে আমাকে বলিবে হে পুভো২ আমরা কি তোমার নামেতে ভবিষ্যৎ বাণী কহি নাই ও তোমার নামেতে ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দি নাই ও তোমার নামেতে নানান আশ্চর্য্য
২৩ কর্ম্ম করি নাই। তখন আমি তাহারদিগকে নিতান্ত বলিব যে আমি তোমারদিগকে কখন জানি নাই আমার নিকট হইতে দূর হও দুষ্কৃতি কারীরা।
২৪ অতএব যে কেহ আমার এই সকল কথা শুনে ও তাহা পালন করে তাহাকে আমি এক বুদ্ধিমন্ত মনুষ্যের সহিৎ তুলনা করি যে আপন ঘর

২৫ পাষানের উপর নির্ম্মান করিয়াছিল। পরে বৃষ্টি পড়িল ও বন্যা আইল ও বাতাস বহিল এবং সে ঘরের উপর তাহার চোট পড়িল কিন্তু সে অধঃ পতন হইল না কেননা তাহার ভিৎ পাষানের
২৬ উপর ছিল। কিন্তু পুত্যেক জন যে আমার এই সকল কথা শুনে ও তাহার পালন না করে তাহার তুলনা এক নির্ব্বুদ্ধি লোকের সহিৎ করিতে হইবে যে আপন ঘর বালীর উপর নির্ম্মাণ করিয়াছিল।
২৭ পরে বৃষ্টি পড়িল ও বন্যা আইল ও বাতাস বহিল ও সেই ঘরের উপর চোট পড়িল এবং সে অধঃপতন
২৮ হইল ও তাহার ভাঙ্গ্যা পড়া বিপরীত ছিল। পরে ঘটনাক্রমে যখন য়িশু এই সকল উপদেশ সাঙ্গ করিলেন তখন লোক সকল তাহার শিক্ষাতে চমৎ
২৯ কৃত হইল। কেননা তিনি এক সাধ্যমান ব্যক্তির মত তাহারদিগকে শিখাইলেন ও অধ্যাপকেরদের মত নহে

অষ্টম অধ্যায়

পরে তিনি সে পর্ব্বত হইতে নামিতে ২ বহু
২ লোকারণ্য তাহার পশ্চাৎ চলিল। ও দেখ একজন কুষ্ঠী আসিয়া তাহাকে পুণাম করিয়া কহিল হে পুভো আপনি যদি ইচ্ছা করেণ তবে আমাকে
৩ পরিষ্কৃত করিতে পারেণ। তখন য়িশু হস্ত বিস্তার

করিলেন ও তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা আছে তুমি পরিষ্কৃত হও এবং তৎক্ষণাৎ
৪ তাহার কুষ্ঠ পরিষ্কৃত হইল । পরে য়িশু তাহাকে কহিলেন সাবধান তুমি কোন মনুষ্যকে কহিও না কিন্তু পুস্থান করিয়া যাজকের স্থানে দেখাদিয়া যে দান মোশা নিরূপণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন তাহা তাহারদের পুতি সাক্ষীর নিমিত্তে নিবেদন করহ ।
৫ অনন্তর য়িশু কফরনহমে পুবিষ্ট হইলে একজন শত সেনারপতি তাহার নিকটে আইল ও কাকুতি
৬ করিয়া কহিল । হে পুভো আমার নফর অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিতে ব্যাধিত ও অত্যন্ত বেদনাকুল হইয়া ঘরেতে
৭ শুইয়া আছে । য়িশু তাহাকে কহিলেন আমি
৮ যাইয়া তাহাকে সুস্থ করিব । সে শতসেনারপতি পুত্যুত্তর করিয়া বলিতে লাগিল হে পুভো আমি এমত যোগ্য পাত্র নহি যে আপনি আমার ছাতের নীচে আইসেন কিন্তু কথা মাত্র বলুন তাহাতে
৯ আমার নফর সুস্থ হইবে । কেননা আমি এক মনুষ্য আজ্ঞার বশীভূত হইয়া আপন আজ্ঞার বশে সেনাগণকেও রাখিতেছি তাহাতে আমি একজনকে যাও বলিলে সে যাইতেছে ও অন্যকে আইস বলিলে সে আসিতেছে এবং আপনার নফরকে এই কর্ম্ম কর বলিলে সে তাহা করিতেছে ॥

১০ য়িশু এই কথা শুবণ করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং পশ্চাৎ গামীরদিগকে কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি এইমৎ পুত্যয় বরং য়িশরালের
১১ মধ্যে আমি পাই নাই। এবং আমি তোমারদিগকে কহি যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ হইতে অনেক লোক আসিয়া আবরহাম ও য়িশহক ও য়াকুবের সহিৎ
১২ স্বর্গের রাজ্যেতে বসিবে। কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা বহির্ভুত অন্ধকারে পরিত্যাগ হইবে সেখানে ক্রন্দন
১৩ ও দন্তের কিড়ি মিড়ি। পরে য়িশু সে শতসেনার পতিকে কহিলেন চলিয়া যাও ও যেমৎ তুমি পুত্যয় করিয়াছ সেইমৎ তোমাকে ঘটুক এবং সেই দণ্ডেই
১৪ তাহার নফর সুস্থ হইল। অনন্তর য়িশু পিতরের ঘরেতে আসিয়া তাহার শাশুড়ীকে জ্বরেতে অসুস্থা
১৫ শয়নে দেখিলেন। এবং তিনি তাহার হাত স্পর্শ করিলে জ্বর তাহাকে ছাড়িয়া দিল ও সে গাত্রোত্থান
১৬ করিয়া তাহারদের সেবা করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকাল হইলে তাহারা অনেক ভূতগুস্তেরদিগকে তাহার নিকটে আনিল এবং তিনি সে ভূত সকল কথার দ্বারায় বাহির করিয়া দিলেন ও যত ব্যাধিত ছিল
১৭ সমস্তকে সুস্থ করিলেন। তাহাতে সেই কথা যেন পূর্ণ হয় যে য়িশাইহা ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে উক্ত ছিল যে তিনি আমারদের দুর্ব্বলতা সকল ধারণ

করিলেন ও আমারদের ব্যাধি সকল লইয়া গেলেন ।
১৮ অনন্তর য়িশু বহু লোকারণ্য আপন চক্ষুষপার্শে দেখিয়া তিনি অন্য পারে চলির্তে আজ্ঞা করিলেন ।
১৯ পরে এক অধ্যাপক আসিয়া তাহাকে কহিলেক হে গুরো আপনি যথা তথা যান আমি আপনকার
২০ পশ্চাৎ বর্ত্তী হইব । য়িশু তাহাকে কহিলেন খেঁকসেয়ালীর গর্ত্ত আছে ও শূন্যের পক্ষীসকল খোঁন্দা রাখে কিন্তু মনুষ্য পুত্র আপন মস্তক রাখিবার স্থান ধরেনা ।
২১ তাহার অন্যেক শিষ্য তাহাকে কহিল প্রথমে আমার পিতার কবর দিতে আমাকে যাইতে দেন । কিন্তু য়িশু
২২ তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাতে আইস ও মরা লোকের কবর মরারা দিউক । পরে তিনি নৌকাতে
২৩ প্রবিষ্ট হইলে তাহার শিষ্যগণ তাহার পশ্চাৎ চলিল ।
২৪ এবং দেখ সাগরের মধ্যে বড় এক আঁধি উঠিল এমৎ যে নৌকা তরঙ্গে ঢাকা গেল কিন্তু তিনি নিদ্রিত ছিলেন ।
২৫ তখন তাহার শিষ্যগণ আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া কহিলেক হে প্রভো ২ আমারদিগকে রক্ষা করুণ আমরা মরিতেছি তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
২৬ আরে অল্প বিশ্বাসক তোমরা কেন শঙ্কাকুল হইয়াছ তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বাতাস ও সমুদ্রকে
২৭ ধমকাইয়া দিলেন তাহাতে বড় শান্তি হইল । কিন্তু সে মনুষ্যেরা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া কহিলেক এ কি

প্রকার মনুষ্য যে বাতাস ও সমুদ্র তাহার আজ্ঞা
২৮ বহ আছে। অনন্তর তিনি পার হইয়া গর্গসেন
দেশে উপস্থিত হইলে দুইব্যক্তি ভূতগ্রস্ত কবরস্থান
হইতে বাহিরাইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তাহারা
এমত তেজাল যে সেই স্থান দিয়া কেহ যাইতে পারিত
২৯ না। এবং দেখ তাহারা চিৎকার করিয়া কহিলেক হে
য়িশু ঈশ্বরের পুত্র তোমার সহিত আমারদের বিষয় কি
তুমি না কি কালের পূর্ব্বে আমারদিগকে জন্ত্রণা দিতে
৩০ আসিয়াছ। ইহাতে কতক দূরে বড় এক শূকরের পাল
৩১ চরাই করিতেছিল। অতএব সে ভূতেরা তাঁহাকে
কাকুতি করিয়া কহিল যদি তুমি আমারদিগকে বাহির
করিবা তবে আমারদিগেকে শূকরের পালে যাইয়া
৩২ প্রবেশ করিতে দেও। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
যাও অতএব বাহির হইলে পরে তাহারা শুকরের
পালে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল পরে দেখ সমুদায়
শূকরের পাল আড়ারী দিয়া মহাবেগে ধাইয়া
৩৩ সমুদ্রে পড়িল ও জলের মধ্যে নষ্ট হইল। তখন
তাহার রক্ষকেরা পলায়ন করিয়া নগরে গিয়া
সমস্ত বৃত্তান্ত এবং ভূতগ্রস্তেরদিগকে কি ২ ঘটিয়াছে
৩৪ তাহা কহিয়া দিল। এবং দেখ সে নগর সমূহ
য়িশুর সহিৎ সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আইল ও
তাহাকে দেখিলে পরে তাহারা কাকুতি করিল যে

তিনি তাহারদের সীমান্তরে প্রস্থান করেণ।

নবম অধ্যায়

এবং তিনি এক ডিঙ্গায় চড়িয়া পার হইয়া
২ আপন নগরে আসিয়া পৌছিলেন। পরে দেখ
তাহারা এক জনকে অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিতে ব্যাধিত খট্টার
উপরে শোয়া তাঁহার নিকটে আনিলেক ও য়িশু
তাহারদের প্রত্যয় দেখিয়া সেই অর্দ্ধাঙ্গীকে কহিলেন
হে পুত্র সুস্থির হও তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে।
৩ এবং দেখ কএক জন অধ্যাপক আপনারদের মধ্যে২
কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্য ঈশ্বরাপমানক
৪ কথা কহিতেছে। য়িশু তাহারদের অনুভব জানিয়া
কহিলেন তোমরা কি জন্যে আপনারদের মধ্যেতে
৫ কুচিন্তা করহ। কি তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে
বলিতে কিম্বা গাত্রোত্থান করিয়া চল বলিতে
৬ ইহার কোন কথা সহজ। কিন্তু পৃথিবীতে পাপ
ক্ষমা করিতে মনুষ্য পুত্রের শক্তি আছে ইহা
যেন তোমরা জ্ঞাত হও তখন তিনি সে অর্দ্ধাঙ্গীকে
কহিলেন উঠ তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া আপন
৭ বাটীতে যাও। এবং সে উঠিয়া আপন ঘরেতে
৮ চলিয়া গেল। কিন্তু লোক সকল দেখিয়া চমৎ
কৃত হইল এবং ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল
যে তিনি এই মত শক্তি মনুষ্যের দিগকে দিয়াছেন।

৯ অনন্তর য়িশু সেখান হইতে জাইতে২ তিনি এক জনকে মাতিউ নামে করের কাছারীতে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন ও তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ চলিয়া আইস এবং সে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল।
১০ পরে ঘটনাক্রমে যখন য়িশু ঘরের মধ্যে ভোজনে বসিয়া ছিলেন তখন দেখ অনেক পাটওয়ারী ও পাপী লোক আসিয়া তাহার এবং তাহার শিষ্য গণের সঙ্গে
১১ বসিল। যখন ফারিসি সকল দেখিল তখন তাহারা তাহার শিষ্যেরদিগকে কহিলেক যে কি জন্যে তোমারদের গুরু পাটওয়ারী ও পাপী বর্গের সঙ্গে খাইতে
১২ ছেন। য়িশু তাহা শুনিয়া তাহারদিগকে কহিলেন চিকিৎসকে সুস্থ লোকের প্রয়োজন নহে কিন্তু অসুস্থ
১৩ লোকের। কিন্তু তোমরা যাইয়া এই গ্রন্থের অর্থ শিক্ষা কর আমি দয়া চাহি যজ্ঞ কর্ম্ম নয় কেননা আমি মন ফিরাইবার কারণ প্রকৃতার্থিক লোকেরদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই কিন্তু পাপীলোকেরদিগকে।
১৪ তখন য়োহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেক আমরা ও ফারিসিরা অনেকবার উপবাস করিতেছি কিন্তু তোমার শিষ্যেরা উপবাস করে না
১৫ ইহার কারণ কি। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন কন্যার সখীগণ যাবৎ বর তাহারদের সঙ্গে থাকে তাবৎ কি তাহারা বিলাপ করিতে পারে কিন্তু সময় আসিবে

যখন তাহারদের নিকট হইতে বর লওয়া যাইবে
১৬ তখন তাহারা উপবাস করিবেক। পুরাতন বস্ত্রে নূতন
কাপড় কেহ লাগায় না কেননা তাহার পূর্ণ হইবার
কারণ যাহা লাগানি আছে তাহা সে বস্ত্রের কাপড়
১৭ টানিয়া লয় এবং সে ছিদ্র আরও মন্দ হয়। এবং
মনুষ্যেরা নূতন দ্রাক্ষা রস পুরাতন কূপাতেও রাখে
না তাহা করিলে কূপা ফাটিয়া যায় ও দ্রাক্ষা রস
চুইয়া পড়ে এবং কূপা সকল নষ্ট হয় কিন্তু তাহারা
১৮ নূতন দ্রাক্ষা রস নূতন কূপাতে রাখে তাহাতে উভয়ের
রক্ষা হয়। তাহারদিগকে এই কথা কহিতে২ দেখ
এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া
কহিলেক আমার কন্যা এখন মৃতা হইল প্রায় কিন্তু
আইসুন আপনকার হস্ত তাহার উপর দিউন তবে
১৯ সে বাঁচিবে। তখন য়িশু উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিলেন
২০ এবং তাহার শিষ্যগণও। ইহাতে দেখ এক স্ত্রীলোক
দ্বাদশ বৎসর হইতে রোহিনি ব্যাধিতে ব্যাধিতা য়িশুর
পশ্চাৎ দিগে আসিয়া তাহার বস্ত্রের আঁচলা স্পর্শ
২১ করিল। কেননা সে আপনার মনে২ কহিয়াছিল যদি
২২ আমি কেবল তাহার বস্ত্র ছুইতে পাই তবে আমি সুস্থা
হইব। কিন্তু য়িশু আপন মুখ ফিরাইয়া যখন তাহাকে
দেখিলেন তখন তিনি কহিলেন কন্যা গো সুস্থির হও
২৩ তোমার প্রত্যয় তোমাকে সুস্থা করিয়া দিয়াছে। এবং

২৪ সে স্ত্রীলোক সেই দণ্ড হইতেই সুস্থা হইল। পরে
য়িশু সে অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া বাদ্যকর ও লোক
সকল কলরব করিতে দেখিয়া তিনি তাহারদিগকে
কহিলেন পথ ছাড় কন্যাটি মৃতা নহে কিন্তু নিদ্রিতা
আছে তখন তাহারা তাঁহাকে পরিহাস করিতে লাগিল।
২৫ কিন্তু লোক সকল বাহির করাগেলে পরে তিনি ভিতরে
২৬ গিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলে কন্যা উঠিল। এবং
তাহার খ্যাতি সে দেশাবধি প্রকাশিত হইল। পরে
২৭ যখন য়িশু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন তখন দুই
অন্ধ মনুষ্য চেঁচাইতে লাগিল এবং হে দাউদের সন্তান
২৮ আমারদের উপর দয়া করুন কহিতে ২ তাহার পশ্চাৎ
চলিল। এবং তিনি ঘরেতে প্রবিষ্ট হইলে পরে সেই
দুই অন্ধ মনুষ্য তাহার নিকটে আইল তখন য়িশূ
তাহারদিগকে কহিলেন আমি যে একর্ম্ম করিতে পারি
তোমরা না কি প্রত্যয় করহ তাহারা বলিল হাঁ প্রভু।
২৯ তখন তিনি তাহারদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া কহিলেন
৩০ তোমারদের প্রত্যয়ানুসারে তোমারদিগকে হউক। এবং
তাহারদের চক্ষু খুলিয়া গেল ও য়িশূ তাহারদিগকে
দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন যে সাবধান কোন মনুষ্য যেন
৩১ জানিতে না পায়। কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিলে পরে
সে দেশাবধি তাহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিল। পরে
৩২ বাহিরে যাইতে২ দেখ লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত গুঙ্গা

মনুষ্যকে তাহার নিকটে আনিয়া দিল। এবং ভূত
৩৩ বাহির করাগেলে পরে সে গুঙ্গা কথা কহিতে লাগিল
তাহাতে লোকারণ্য সকল আশ্চার্য্য জ্ঞান করিয়া
কহিলেক য়িশরালেতে এইমৎ কখন দেখা যায় নাই।
৩৪ কিন্তু ফারসিরা বলিল সে ভূতের অধিপতি দিয়া ভূতের
দিগকে বাহির করিয়া দিতেছে। পরে য়িশু সকল
৩৫ নগর ও গ্রাম দিয়া তাহারদের সিনাগগে শিখাইতে ২
ও রাজ্যের মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে ২ ও লোকের
মধ্যে সমস্ত ব্যাধি ও সমস্ত রোগ আরোগ্য করিতে ২
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লোকারণ্য সকলকে
৩৬ দেখিয়া তিনি তাহারদের উপর করুণাবিষ্ট হইলেন
কেননা তাহারা ক্লান্ত হইয়াছিল এবং অরক্ষক মেষের
ন্যায় ছড়িয়া গিয়াছিল। তখন তিনি আপন শিষ্য
৩৭ গণেরদিগকে কহিতেছেন পাকা শস্য বাহুল্য সত্যই
কিন্তু খাটন্যারা অল্প। অতএব শস্যের অধিকারী
৩৮ কে প্রার্থনা কর যে তিনি আপন পাকা শস্যের মধ্যে
আর খাটন্যার দিগকে বাহির করিয়া পাঠান।

দশম অধ্যায়

পরে আপন দ্বাদশ জন শিষ্যেরদিগকে আপনার
নিকটে ডাকিয়া তাহারদিগকে অপবিত্র ভূত সকল
বাহির করিতে এবং সকল প্রকার রোগ ও সকল
২ প্রকার ব্যাধি সুস্থ করিতে শক্তি দিলেন। সে দ্বাদশ

প্রেরিতেরদের নাম এই প্রথম শীমন যাহাকে পিতর বলে ও তাহার ভাই আন্দ্রু জেবদীর পুত্র ৩ য়াকুব ও তাহার ভাই য়োহন। ফিলিপ ও বার্তোলমি ও তমা ও মাতিউ পাটওয়ারী আলফির ৪ পুত্র য়াকুব ও লবী যাহাকে তদী বলে। শীমন কানায়নী ও য়িহুদা স্কারিওটা যে তাহাকে বিশ্বাস ৫ ঘাতকীও করিল। এই দ্বাদশেরদিগকে য়িশু দিগ্দিগ অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা ভিন্ন দেশীর দের পথে যাইও না এবং শমরনীরদের কোন ৬ নগরে প্রবেশ করিও না। বরং য়িশুরালের গোত্রের ৭ অনুদ্দেশ মেষের স্থানে যাও। এবং যাইতে২ প্রচার করিয়া কহ যে স্বর্গের রাজ্য সমীপে আছে। ৮ ব্যাধিতেরদিগকে সুস্থ কর কুষ্ঠীরদিগকে পবিত্র কর মরারদিগকে জীয়াও ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দেও অমনি তোমরা পাইয়াছ অমনি দিও। ৯ তোমারদের কীশাতে স্বর্ণ কিম্বা রূপা কিম্বা তামা ১০ আয়োজন করিও না। এবং যাত্রার কারণ ঝোলা কিম্বা দুই জামা কিম্বা জুতা কিম্বা লাঠী লইও না কেননা খাটন্যা আপন খাদ্যের যোগ্য আছে। ১১ ও যে কোন নগরে কিম্বা গ্রামেতে তোমরা প্রবেশ করহ তাহাতে কে২ ভাজন আছে তাহা তত্ত্ব কর ১২ ও সেখানে থাক। এবং যখন তোমরা কোন ঘরেতে

প্রবেশ কর তখন তাহাকে আশীর্ব্বাদ দেও আর
১৩ যদি সে ঘর ভাজন হয় তবে তোমারদের কল্যাণ
তাহার উপর আসিবে কিন্তু যদি সে অভাজন হয়
তবে তোমারদের কল্যাণ আপনারদের প্রতি ফিরিবে।
১৪ এবং যে কেহ তোমারদিগকে আতিথ্য ব্যবহার
না করে ও তোমারদের কথা শ্রবণ না করে যখন
তোমরা সে ঘর কিম্বা সে নগর হইতে প্রস্থান
করহ তখন আপনারদের পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দেও।
১৫ আমি তোমারদিগকে সত্যই কহি বিচারের দিবসে
সেই নগরের গতিক হইতে সদম ও অমরা দেশের
১৬ গতিক সহজ হইবে। দেখ যেমত কেঁদুয়ার মধ্যে
মেষ হয় সেই মত আমি তোমারদিগকে পাঠাইতেছি
অতএব তোমরা সর্পবৎ বুদ্ধিমান ও কপোতের
১৭ ন্যায় অহিংসক হও। কিন্তু মনুষ্যেরদের প্রতি
সাবধানে থাক কেননা তাহারা রাজ সভাতে
তোমারদিগকে সমর্পণ করিবে ও তাহারদের শিনাগগে
১৮ প্রহার করিবে। এবং আমার প্রযুক্তে তোমরা
শাসন কর্ত্তা ও রাজাগণের সাক্ষাতে আনা যাইবা
তাহারদের ও ভিন্নদেশীরদের প্রতি সাক্ষী হইবার
১৯ কারণ। কিন্তু যখন তাহারা তোমারদিগকে
সমর্পণ করিবে তখন তোমরা কিরূপে কিম্বা কি
কথা কহিবা তাহা ভাবিও না কেননা যাহা

তোমারদিগকে কহিতে হইবে তাহা তোমারদিগকে
২০ সেই দণ্ডেই দেওয়া যাইবে। কেননা যে বলে
সে তোমরা নহ কিন্তু তোমারদের পিতার আত্মা যিনি
২১ তোমারদের অন্তরে কহিতেছেন। কিন্তু ভ্রাতা ভ্রাতাকে
ও পিতা পুত্রকে মরিবার কারণ সমর্পণ করিবেক
এবং সন্তানেরা আপনারদের পিতৃ মাতৃরদের বিপক্ষে
২২ উঠিয়া তাহারদিগকে বধ করাইবে। এবং আমার
নামার্থে সকল মনুষ্য তোমারদিগকে মন্দ বাসিবে
কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা করে সে
২৩ পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু যখন তাহারা এক নগরে
তোমারদিগকে তাড়না করে তখন তোমরা অন্যেত্রে
পলায়ন কর কেননা আমি তোমারদিগকে সত্য
কহি যাবৎ মনুষ্য পুত্রের আগমন না হয় তাবৎ
য়িশরালের নগরে তোমারদের ভ্রমণ সমাপ্ত হইবে
২৪ না। গুরু হইতে শিষ্য মহৎ নহে এবং কর্ত্তা
২৫ হইতে ভৃত্য ও মহৎ নহে। শিষ্য আপন গুরুর
সমতুল্য ও ভৃত্য আপন কর্ত্তার সমতুল্য হইলে
এই প্রচুর যদি তাহারা ঘরের কর্ত্তাকে বেয়লজবব
করিয়া কহিয়াছে তবে কতোধিকে তাহার পরিজনের
২৬ দিগকে কহিবে। অতএব তাহারদিগকে ভয় করিও
না কেননা যে প্রকাশিত না হইবে এমৎ কিছু
আচ্ছাদিত নহে এবং যে ব্যক্ত না হইবে এমৎ

২৭ কিছুই গুপ্ত নহে। যাহা আমি তোমারদিগকে অন্ধকারে কহিতেছি তাহা তোমরা দীপ্তিতে কহ এবং যাহা তোমরা কর্ণেতে শুন তাহা তোমরা
২৮ ঘরের ছাত হইতে প্রচার করহ। ও যাহারা শরীরকে বধ করে ও জীবাত্মাকে বধ করিতে পারে না তাহারদিগকে ভয় করিও না কিন্তু যিনি জীবাত্মা ও শরীর উভয় নরকে নষ্ট করিতে
২৯ পারেণ বরঞ্চ তাহাকে ভয় করহ। দুই চটক পক্ষী এক পয়শাতে বিক্রিত হইতেছে না কি তথাচ তোমারদের পিতার অগোচরে তাহারদের একটীও
৩০ ভূমির উপর পড়িবে না। বরঞ্চ তোমারদের মস্তকের
৩১ চুল সমস্তই গণিত আছে। অতএব ভয় করিও
৩২ না তোমরা অনেক চটক পক্ষী হইতে অধিক মূল্যবান। অতএব যে কেহ মনুষ্যেরদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে আমি আপন স্বর্গস্থ পিতার
৩৩ বিদ্যমানে তাহাকেও স্বীকার করিব। কিন্তু যে কেহ মনুষ্যেরদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করিবে আমি আপন স্বর্গস্থ পিতার বিদ্যমানে তাহাকেও
৩৪ অস্বীকার করিব। আমি ভূমিতে সম্মিলন দিবার জন্যে আসিয়াছি এই মত অনুভব করিও না আমি
৩৫ সম্মিলন দিতে আসি নাই বরং তলওয়ার। কেননা মনুষ্যেতে আপন পিতার প্রতি ও কন্যাতে আপন

মাতার প্রতি এবং পুত্র বধূতে আপন শাশুড়ীর
৩৬ প্রতি আমি বিরোধ লাগাইতে আসিয়াছি। এবং
৩৭ মনুষ্যের নিজ পরিজন তাহার শত্রু হইবে। যে কেহ
পিতা কিম্বা মাতাকে আমা হইতে অধিক প্রেম
করে সে আমাতে যোগ্য নহে ও যে কেহ পুত্র
কিম্বা কন্যাকে আমা হইতে স্নেহ করে সেও
৩৮ আমাতে যোগ্য নহে। এবং যে কেহ আপন ক্রুশ
তুলিয়া আমার পশ্চাৎ গামী না হয় সে আমাতে
৩৯ যোগ্য নহে। যে আপনার প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখে
সে তাহাকে হারাইবে কিন্তু যে আমার কারণ
আপনার প্রাণকে হারায় সে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে।
৪০ যে তোমারদিগকে আতিথ্য ব্যবহা করে সে আমাকে
করিতেছে এবং যে আমাকে আতিথ্য ব্যবহার
করে সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেও করিতেছে।
৪১ যেজন ভবিষ্যৎ বক্তা কে ভবিষ্যৎ বক্তার নামেতে
আতিথ্য ব্যবহার করে সে ভবিষ্যৎ বক্তার প্রতিফল
পাইবে ও যে প্রাকৃতার্থিক মনুষ্যকে প্রকৃতার্থিক
মনুষ্যের নামেতে আতিথ্য ব্যবহার করে সে প্রাকৃতার্থিক
৪২ মনুষ্যের প্রতিফল পাইবে। আর যে কেহ এই
ছোট প্রাণীরদের মধ্যে কোন এক প্রাণীকে এক বাটী
শীতল জল মাত্র শিষ্যের নামে দেয় আমি তোমারদিগকে
সত্য কহি সে কোনক্রমে প্রতিফল বর্জ্জিত হইবেক না।

একাদশ অধ্যায়

অনন্তর য়িশু আপন দ্বাদশ জন শিষ্যকে অনুমতি করিতে সাঙ্গ করিলে পরে তিনি তাহারদের নগরে
২ শিখাইতে ও কথা প্রচার করিতে সেখান হইতে। প্রস্থান
৩ করিলেন। তখন য়োহন কারাগারেতে খ্রীষ্টের কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া আপন দুই জন শিষ্যের দ্বারাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেক যে তুমি না কি সেই জন যাহার আইসনের অপেক্ষা ছিল কিম্বা আমরা অন্যের
৪ পথ দেখিব। য়িশু উত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন যাও ও যে ২ কর্ম্ম তোমরা শুনিতেছ ও দেখিতেছ
৫ তাহা য়োহনকে শুনাও গিয়া। অন্ধেরা চক্ষু পায় ও খোঁড়ারা হাঁটে কুষ্ঠীরা পরিষ্কৃত হয় ও বধিরেরা শুনে মরারা জীবমান হইয়া উঠে ও দরিদ্রেরদের স্থানে মঙ্গল
৬ সমাচার প্রচার হইতেছে। এবং ধন্য সেই যে আমাতে
৭ ঠেক খায় না। পরে তাহারা প্রস্থান করিতে ২ য়িশু য়োহনের বিষয় লোকারণ্যকে কহিতে লাগিলেন যে তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখিতে গিয়াছিলা না
৮ কি বাতাসে দোলিত নল। কিন্তু কি দেখিতে বাহিরে গিয়াছিলা না কি এক মনুষ্য কোমল বস্ত্রেতে ভূষিত দেখ যাহারা কোমল বস্ত্র পরিধান করে তাহারা রাজ
৯ পুরীতে থাকে। কিন্তু তোমরা কি দেখিবার জন্যে বাহিরে গিয়াছিলা না কি এক জন ভবিষ্যৎ বক্তাকে

সেই বটে বরং ভবিষৎ বক্তা হইতেও বড় আমি
১০ তোমারদিগকে কহি। কেননা এ সেই যাহার বিষয়ে
লেখা আছে দেখ আমি আপন দূৎকে তোমার অগ্রসার
করিয়া পাঠাই ও সেই তোমার অগ্রে তোমার পথ
১১ প্রস্তুত করিবে। সত্য আমি তোমারদিগকে কহি স্ত্রী
লোকেতে যাহারদের উদ্ভব হয় তাহারদের মধ্যে য়োহন
বাপ্‌টাইজক হইতে মহৎ কাহার উদয় হয় নাই তত্রাপি
স্বর্গের রাজ্যেতে যে সকল হইতে ছোট সেই তাহা হইতে
১২ বড় তর। এবং য়োহনের সময়াবধি এখন পর্য্যন্ত স্বর্গের
রাজ্য অতিক্রম পাইতেছে ও প্রবল জনেরা তাহাকে
১৩ বলেতে ধরিয়া লয়। কেননা য়োহন পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ বক্তা
সকল ও ব্যবস্থার গ্রন্থ ভবিষ্যৎ কথা প্রকাশ করিল।
১৪ এবং যদি তোমরা স্বীকার করিবা তবে এই আলীহা
১৫ আছে যাহার আইসনের অপেক্ষা ছিল। যাহার শুনি
১৬ বার কর্ণ আছে সে শুনুক। কিন্তু এই বর্ত্তমান লোককে
কিশেতে তুলনা করিব সে বাজার স্থলে বৈসা ছাওয়া
১৭ লেরদের ন্যায়। যে আপনারদের সখাগণেরদিগকে
ডাকিয়া কহে আমরা তোমারদের প্রতি বাঁশী বাজাইয়া
ছি কিন্তু তোমরা নৃত্য করহ নাই আমরা তোমারদের
প্রতি রোদন করিয়াছি কিন্তু তোমরা বিলাপ করহ নাই।
১৮ কেনন য়োহন খাইতে ২ কি পীতে ২ আইলেক না
১৯ কিন্তু তাহারা বলে যে তাহার স্থানে ভূত আছে। মনুষ্য

পুত্র খাইতে ২ ও পীতে ২ আসিয়াছে ও তাহারা বলে দেখ এক ভোক্তা ও মদিরা পীয়ক পাটওয়ারী ও পাপী লোকের বন্ধু কিন্তু জ্ঞানটা আপন সন্তানেরদের

২০ স্থানে নির্দ্দোশী ঠাহরা যায় তখন যে ২ নগরে তাহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম অধিক করা গিয়াছিল তাহারদের মন ফিরাণ না হওয়াতে তিনি তাহারদিগকে ধিক্কার করিতে

২১ লাগিলেন। ওরে খোরাজিন ধিক তোমাকে ওরে বীতসিদা ধিক তোমাকে কেননা তোমারদের মধ্যে যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে তাঁহা যদি সোর ও সীদনে করা যাইত তাহারা অনেক কাল পূর্ব্বে চট পরিধানে

২২ ও ভস্ম লেপনে মন ফিরাইত। কিন্তু আমি তোমার দিগকে কহি যে বিচারেরদিবসে তোমারদের গতি হইতে

২৩ সোর ও সীদনের গতি সহজ হইবে। আর তুই রে কফরনহম যে স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিস তুই নরকে নওয়ান যাইবি কেননা যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম তোমাতে করাগিয়াছে তাহা যদি সদমে করা যাইত তবে সে

২৪ আজি পর্য্যন্ত থাকিত। কিন্তু আমি তোমারদিগকে কহি যে বিচারের দিবসে তোমার গতি হইতে সদমের গতি

২৫ সহজ হইবে। সেই সময়ে য়িশু পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন হে পিত স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু তুমি এসকল বিষয় জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোকেরদিগ হইতে গোপন করিয়া ছাওয়ালেরদিগকে প্রকাশ করিয়াছ এই নিমিত্তে

২৬ আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। এই মত হউক
২৭ পিত হে কেননা এই তোমার অভি মত। সকল বস্তু
আমার পিতা হইতে আমার স্থানে সমর্পিত হইয়াছে
পুত্রকে কেহ জানে না পিতা ব্যতিরেক এবং পিতাকেও
কেহ জানে না পুত্র ব্যতিরেক ও সেই জন যাহার
২৮ স্থানে পুত্র তাহাকে প্রকাশ করিবে। হে সকল পরিশ্রান্ত
ও ভারাক্রান্ত লোকেরা তোমরা আমার নিকটে আইস
২৯ ও আমি তোমারদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার জোয়াইল
তোমরা আপনারদের উপর ধরিয়া লও ও আমার স্থানে
শিক্ষা কর কেননা আমি ক্ষান্তশীল ও অন্তঃকরণে
নম্রমান এবং তোমরা আপনারদের প্রাণেতে বিশ্রাম
৩০ পাইবা। কেননা আমার জোয়াইল সহজ ও আমার
বোঝা হালকা।

দ্বাদশ আধ্যায়

সেই সময়ে যিশু বিশ্রামবারে শস্যের ক্ষেত দিয়া
গমন করিতেছিলেন ইহাতে তাহার শিষ্যগণ ক্ষুধিত
২ হইয়া শীষ ছিঁড়িয়া ২ খাইতে লাগিল। কিন্তু যখন
ফারিসিরা দেখিল তাহারা কহিল দেখ যে কর্ম্ম বিশ্রাম
বারে করা অকর্ত্তব্য তাহা তোমার শিষ্যগণ করিতেছে।
৩ তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যখন দাউদ ক্ষুধিত
ছিল তখন তিনি ও তাহার সমিভ্যারীরা কি কি করিল
৪ তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই। সে কিরূপে ঈশ্বরের

মন্দিরে পুবেশ করিয়া যে দর্শন রুটি যাজকেরদের
ব্যতিরেক তাহার ও তাহার সমিভ্যারীরদের ভোজন
৫ করা কর্ত্তব্য ছিল না তাহা খাইল। কিম্বা ব্যবস্থাতে
তোমরা পাঠ কর নাই যে বিশ্রামবারে মন্দিরের
যাজকেরা সামান্য কর্ম্ম করিয়া বিশ্রামবারের লঙ্ঘন
৬ করে তথাচ নির্দ্দোষী হয়। কিন্তু আমি তোমারদিগকে
কহি যে মন্দির হইতে কিছু এই স্থানে গুরুতর আছে।
৭ কিন্তু যদি তোমরা ইহার অর্থ জানিতা আমি দয়া চাহি
যজ্ঞ কর্ম্ম নহে তবে তোমরা নির্দ্দোষীরদিগকে দোষী
৮ করিয়া ঠাহরাইতা না। কেননা মনুষ্যের পুত্র বিশ্রাম
৯ বারেরও কর্ত্তা আছেন। অনন্তর সে স্থান হইতে
পুস্থান করিলে পরে তিনি তাহারদের সিনাগগে
১০ পুবেশ করিলেন। ও দেখ এক জন যাহার হাত শুষ্ক
হইয়া গিয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে
যেন অপবাদ করিতে পায় তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল যে বিশ্রামবারে সুস্থ করা না কি কর্ত্তব্য আছে।
১১ তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের মধ্যে
কেটা যদি তাহার একটী মেষ বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়ে
১২ তাহাকে ধরিয়া উঠাইবেনা। তবে মেষ হইতে মনুষ্য
১৩ কত শ্রেষ্ঠ অতএব বিশ্রামবারে ভাল করা কর্ত্তব্য। তখন
তিনি সে মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা হাত বিস্তার কর
এবং সে বিস্তার করিলে তাহা অন্য হাতের মত ভাল

১৪ হইল। তখন ফারিসিরা বাহিরে গিয়া তাহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে তাহারা কিরূপে তাঁহাকে ১৫ নষ্ট করিতে পারিবে। কিন্তু য়িশু তাহা জানিয়া সেখানে হইতে স্থানান্তরে গেলেন ও বড় লোকারণ্য তাঁহার পশ্চাতে গমন করিল ও তিনি সে সকলেরদিগকে সুস্থ ১৬ করিলেন। এবং তাহারদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে ১৭ তাহারা তাঁহার পরিচয় যেন না দেয়। তাহাতে যেন সেই কথা পূর্ণ হয় যে য়িশাইহা ভবিষৎ বক্তার ১৮ দ্বারায় উক্ত ছিল। দেখ আমার মনোনীত সেবক আমার প্রিয় যাহাতে আমার প্রাণের সন্তোষ আমি তাহার উপর আপন আত্মা রাখিব এবং তিনি ভিন্ন ১৯ দেশীরদিগকে বিচার প্রচার করিবেন। তিনি প্রতিরোধ করিবেন না ও চিৎকার করিবেন না এবং সরাণের ২০ মধ্যে তাহার রবও কেহ শুনিবে না। তিনি থেঁতলা নল ভাঙ্গিবেন না ও ধুময়ুক্ত পলিতা নিবাইবেন না যাবৎ ২১ পর্য্যন্ত তিনি জয়েতে বিচারে উদয় না করেণ। এবং ২২ তাঁহার নামেতে ভিন্নদেশীরা বিশ্বাস করিবেক। তখন এক জন ভূতগ্রস্ত অন্ধ ও গোঙ্গা তাঁহার নিকটে আনা গেল ও তিনি তাহাকে ভাল করিলেন এমত যে ঐ অন্ধ ২৩ ও গুঙ্গা কহিতে লাগিল এবং দেখিতে ও পাইল। এবং লোক সকল চমৎকৃত হইল ও কহিল একি দাউদের ২৪ সন্তান নহে। কিন্তু যখন ফারিসিরা তাহা শুনিল

তাহারা কহিতে লাগিল এ জন ভূতগণের রাজা বেঅল
জববের দ্বারা ব্যতিরেকে ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া
২৫ দেয়না। য়িশু তাহারদের মনোদ্ভব জানিয়া তাহার
দিগকে কহিলেন পুতি রাজ্য যে আপনার বিরোধে
ভিন্ন২ হয় সে উচ্ছন্নে যায় এবং পুতি নগর কিম্বা ঘর
যে আপনার বৈরঙ্গে ভিন্নভেদ হয় সে ঠাহরিতে পারে
২৬ না। ও যদি শয়তান শয়তানকে বাহির করিয়া দেয়
সে আপন বিপক্ষে ভিন্ন২ হইয়াছে তবে তাহার রাজ্য
২৭ কিরূপে থাকিবে। আর যদি আমি বেঅলজববের
দ্বারাতে ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দি তবে তোমার
দের সন্তানেরা কাহার দ্বারায় তাহারদিগকে বাহির
করিয়া দেয় অতএব তাহারা তোমারদের বিচার কর্ত্তা
২৮ হইবে। কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের আত্মা দিয়া ভূতের
দিগকে বাহির করিয়া দি তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমার
২৯ দের নিকটে আসিয়াছে। অথবা কেহ পুবল মনুষ্যের
ঘরে পুবেশ করিয়া তাহার দ্রব্য সামগ্রী সকল লুটিয়া
লইবে কি রূপে যদি পূর্ব্বে সে পুবল মনুষ্যকে না
বাঁধিয়া দেয় তবেই সে তাহার ঘর লুট পাট করিবে।
৩০ যে আমার সহায়ে নয় সে আমার বিপক্ষে আছে ও
যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না সে ছড়াইয়া ফেলে।
৩১ অতএব আমি তোমার দিগকে কহি সকল পুকার পাপ
ও অপনিন্দা মনুষ্যেরদিগকে ক্ষমা হইবে কিন্তু

ধর্ম্মাত্মার অপনিন্দা মনুষ্যেরদিগকে ক্ষমা হইবেনা ॥
৩২ এবং মনুষ্য পুত্রের বিপক্ষে যে কেহ এক কথা কহে সে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে কিন্তু ধর্ম্মাত্মার বিরুদ্ধে যে কেহ কথা কহে সে তাহাকে ক্ষমা হইবে না এই
৩৩ লোকেও না পরলোকে ও না । বৃক্ষকে সম্বফলে ভাল কর কিম্বা বৃক্ষকে সম্বফলে মন্দ কর কেননা বৃক্ষ
৩৪ স্বফলেতে জানা যায় । আরে সর্পের ছা সকল তোরা মন্দ হইয়া কি রূপে ভাল কথা কহিতে পারিবি কেননা
৩৫ মনের পুঞ্জী হইতে মুখ কহে । ভাল মনুষ্য অন্তঃকরণের ভাল পুঞ্জী হইতে ভাল সামগ্রী বাহির করে এবং মন্দ মনুষ্য মন্দ পুঞ্জী হইতে মন্দ সামগ্রী বাহির
৩৬ করে । কিন্তু আমি তোমারদিগকে কহি যে প্রতি অনর্থ কথা যাহা মনুষ্যেরা কহে তাহার কারণ বিচার দিবসে
৩৭ তাহারদিগকে উত্তর দিতে হইবেক । কেননা আপনার কথানুসারে তুমি নির্দোষী ঠাহরা যাইবা এবং আপনার
৩৮ কথানুক্রমে তুমি দোষী ঠাহরা যাইবা । তখন কতেক জন অধ্যাপক ও ফারিসি উত্তর করিয়া কহিল হে গুরো আমরা আপনকার স্থানে চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি ।
৩৯ কিন্তু তিনি তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন একটা মন্দ ও পারদারিক লোক চিহ্নের অন্বেষন করিতেছে কিন্তু য়োনা ভবিষ্যৎ বক্তার চিহ্নের ব্যতিরেক
৪০ তাহাকে কোন চিহ্ন দেওয়া যাইবেক না । কেননা যে

মত য়োনা তিন দিবা রাত্রি মৎস্যের উদরে ছিল সেই মত মনুষ্যের পুত্র তিন দিবা রাত্রি পৃথিবীর অন্তরে
৪১ থাকিবে। এই বর্ত্তমান লোকের সহিৎ নিনিবের লোক বিচারে উঠিবে ও তাহারদের দোষ বর্ত্তাইবে কেননা য়োনার উপদেশে তাহারা মন ফিরাইল ও দেখ
৪২ য়োনা হইতে এখানে এক জন গুরুতর আছে। দক্ষিণ দিগের রাণী এই বর্ত্তমান লোকের সহিৎ বিচারে উঠিবে ও তাহার দোষ বর্ত্তাইবে কেননা সে শলমনের বুদ্ধি শুনিতে পৃথিবীর সীমা হইতেই আগমন করিল কিন্তু দেখ শলমন হইতে এখানে একজন গুরুতর আছে।
৪৩ অপবিত্র ভূত মনুষ্যের অন্তর হইতে বাহির হইবে পরে সে শুষ্ক স্থান দিয়া গতি করিয়া বিশ্রাম ঢুঁড়িতেছে
৪৪ কিন্তু কিছু পাইতেছেনা। তখন সে বলিতেছে যে ঘর হইতে আমি আসিয়াছি সে ঘরে আমি ফিরিয়া যাইব এবং পৌছিল পরে তাহা শূন্য ও মার্জ্জিত ও শোভিত
৪৫ দেখিতেছে। তখন সে যাইয়া আর সাত ভূত আপনা হইতে মন্দতর সঙ্গে লইয়া তাহারা প্রবেশ করে এবং সেখানে বাস করে এবং সে মনুষ্যের পূর্ব্ব গতি হইতে শেষ গতি মন্দ আছে সেই মত এই দুষ্ট লোককেও
৪৬ হইবে। তিনি লোকেরদিগকে এ কথা কহিতে২ দেখ তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাগণ তাঁহার সঙ্গে কিছু কথা কহিতে
৪৭ ইচ্ছা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিল। তখন এক

জন তাঁহাকে কহিল দেখ তোমার মাতা ও ভ্রাতারা
তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করিয়া বাহিরে
৪৮ দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া সে জ্ঞাপককে
কহিলেন আমার মাতা বা কে ও আমার ভ্রাতাগণ বা
৪৯ কে। তখন তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি হস্ত বিস্তার
করিয়া কহিলেন আমার মাতা ও ভ্রাতাগণেরদিগকে এই
৫০ দেখ। কেননা যে কেহ আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা
পালন করে সেই আমার ভাই ও ভগ্নী ও মাতা ॥

ত্রিয়োদশ আধ্যায়

সেই দিবসে য়িশু ঘর হইতে বাহিরাইয়া সমুদ্রের
২ কূলে যাইয়া বসিলেন। এবং তাঁহার নিকটে বড়
লোকারণ্য আসিয়া সংগ্রহ হইল তাহাতে তিনি এক
ডিঙ্গাতে চড়িয়া বসিলেন এবং ঘটা সমূহ তীরে
৩ দাঁড়াইয়া থাকিল। এবং তিনি দৃষ্টান্ত বচনে অনেক
প্রসঙ্গ তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন কহিলেন দেখ
৪ এক বুনন্যা বীজ বুনিতে বাহিরে গিয়াছিল বুনিতে ২
কিছু২ পথের পার্শ্বে পড়িল তাহাতে পক্ষী সকল
৫ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। কিছু পাষান স্থলেতে
পড়িল যেখানে বিস্তর মৃত্তিকা ছিলনা এবং তৎক্ষণাৎ
সে বাড়িয়া উঠিল কেননা তাহার মৃত্তিকা গভীর ছিলনা।
৬ এবং সূর্য্যের উদয় হইলে পরে তাহা দগ্ধ হইল ও
তাহার মূল না হওয়াতে সে শুষ্ক হইয়া মরিয়া গেল।

৭ এবং কিছু ২ কাঁটা বনের মধ্যে পড়িলে সে কাঁটা সকল
৮ বাড়িয়া তাহা দাবাইয়া রাখিল। কিন্তু আর ২ সকল
ভাল ভূমিতে পড়িল ও ফল দিল কতক শত গুণ কতক
৯ ষষ্ঠি গুণ কতক ত্রিশ গুণ। যাহার শুনিবার কর্ণ আছে
১০ সে শুনুক। পরে শিষ্যগণ আসিয়া তাহাকে কহিলেক
আপনি কি জন্যে তাহারদিগকে দৃষ্টান্ত কথাতে কহিতে
১১ ছেন। তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সে
কিজন্যে না তোমারদিগকে স্বর্গের রাজ্যের নিগূঢ় বিষয়
জানিতে প্রদান হইয়াছে কিন্তু তাহারদিগকে সে দেওয়া
১২ যায়না। কেননা যাহার স্থানেতে আছে তাহাকে
দেওয়া যাইবে ও তাহার বাহুল্যতা হইবে কিন্তু যাহার
স্থানেতে নাই বরং যে কিছু তাহার স্থানেতে আছেই
১৩ তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে। অতএব
তাহারা দেখিয়া দেখেনা ও শুনিয়া শুনেনা এবং বুঝেও
না এই নিমিত্তে আমি তাহারদিগকে দৃষ্টান্ত কথার
১৪ দ্বারাতে কহিতেছি। এবং তাহারদিগতে যিশাইহার
ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ আছে যে শুনিতে তোমরা শুনিবা
কিন্তু বুঝিবানা এবং দেখিতে তোমরা দেখিবা কিন্তু দিশা
১৫ পাইবানা। কেননা এই লোকের অন্তঃকরণ মোটা হইয়া
গিয়াছে এবং শুনিতে তাহারদের কর্ণ ভারী ও আপনার
দের চক্ষু তাহারা বুঁজাইয়া রাখে যে কি জানি বা কোন
সময়ে তাহারা চক্ষুতে দেখে ও কর্ণেতে শুনে ও মনেতে

বুঝে ও তাহারদের সুমতি হয় এবং আমি তাহার
১৬ দিগকে সুস্থ করি। কিন্তু ধন্য তোমারদের চক্ষু যে
১৭ তাহা দেখে ও তোমারদের কর্ণ যে তাহা শুনে। কেননা
আমি তোমারদিগকে সত্য কহি যাহা২ তোমরা
দেখিতে পাইতেছ তাহা অনেক ভবিষ্যৎ বক্তা ও সৎ
পুরুষ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছে কিন্তু দেখিতে পাইলনা
এবং যাহা২ তোমরা শুনিতে পাইতেছ তাহা শুনিতে
১৮ চাহিয়াছে কিন্তু শুনিতে পাইল না অতএব বুনন্যার
১৯ দৃষ্টান্ত কথা শুন। যখন কেহ রাজ্যের কথা শুনিয়া
বুঝেনা তখন পাপাত্মা আসিয়া তাহার মনে যাহা
বুনা গিয়াছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে এ সেই
২০ যে পথের পার্শ্বে বীচী পড়িল। কিন্তু যে ব্যক্তি পাষান
স্থলেতে বীচী প্রাপ্ত ছিল সেই সে আছে যে বাণী শুনিয়া
২১ মাত্র তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সে আপনার
অন্তরে মূল ধরেনা কিন্তু কিছুক্ষণ থাকে কেননা যখন
বাণীর নিমিত্তে ক্লেশ ও তাড়না উপস্থিত হয় তখন
২২ সে শীঘ্র উচট খায়। ও কাঁটা বনের মধ্যে যে বীচী
পাইল সেই সে আছে যে বাণীটা শ্রবন করিতেছে
কিন্তু এ জগৎ সংসারের চিন্তা ও ধনের ভ্রান্তি বাণীকে
২৩ দাবাইয়া রাখে তাহাতে সে নিষ্ফল থাকে। কিন্তু ভাল
ভূমিতে যে বীচী পাইল সেই সে আছে যে বাণীটা শ্রবণ
করিয়া তাহা বুঝে যে ফল ধরিয়া উৎপত্তিও করে কয়টা

২৪ শতগুণ কয়টা ষষ্ঠি গুণ কয়টা ত্রিশ গুণ। পরে তিনি
আর এক দৃষ্টান্ত তাহারদিগকে প্রস্তাব করিলেন যে
স্বর্গের রাজ্য এক জনের তুল্য যে আপন ক্ষেত্রে ভাল
২৫ বীজ বুনিয়াছিল। কিন্তু জন সকল নিদ্রায় থাকিতে ২
তাহার শত্রু আসিয়া গোমের মধ্যে বন বীচী ফেলিয়া
২৬ চলিয়া গেল। কিন্তু পত্র বাড়িলে পরে যখন শীষ
২৭ উঠিতে লাগিল তখন বন ঘাসও দর্শন দিল। অতএব
সে গৃহস্থের ভৃত্য সকল আসিয়া তাহাকে কহিলেক হে
মহাশয় আপনি আপন ক্ষেত্রে কি ভাল বীজ বুনিলেন
২৮ না তবে বন ঘাস কোথাহইতে হইল। তিনি তাহার
দিগকে কহিলেন কোন বৈরী ইহা করিয়া থাকিবে
ভৃত্যেরা কহিলেক তবে আপন কার ইচ্ছা হয় তো
২৯ আমরা যাইয়া তাহা উখড়াইয়া লই। কিন্তু তিনি
কহিলেন যে না কি জানি বনঘাস উখড়াইতে ২
৩০ তোমরা গোমও তাহার সহিৎ উৎখাত বা কর।
কাটনের সময় পর্য্যন্ত দুই একত্র বাড়ুক পরে কাটিবার
সময়ে আমি কাটান্যার দিগকে কহিব যে প্রথমে বন
ঘাস সকল কুড়াইয়া একত্র কর এবং তাহা পোড়াইবার
কারণ বোঝা বোঝা করিয়া বান্ধিয়া রাখ কিন্তু গোম
৩১ সকল গোলাতে একত্র করহ। পরে তিনি আর
এক উপমা তাহারদিগকে প্রস্তাব করিলেন যে স্বর্গের
রাজ্য এক দানা রাইর সদৃশ যে এক মনুষ্য লইয়া
৩২ আপন ক্ষেত্রে রোপন করিল। তাহা সকল বীচী

হইতে ছোট বটে কিন্তু বাড়িলে পরে সে সকল গুল্ম হইতে বড়তর হয় এবং বৃক্ষ হইয়া যায় এমৎ যে তাহার শাখাতে শূন্যের পক্ষী সকল আসিয়া বাস করে।

৩৩ পুনশ্চ তিনি আর এক উপমা তাহারদিগকে কহিলেন স্বর্গের রাজ্য খমীরের ন্যায় যে এক স্ত্রীলোক লইয়া তিন কাঠা ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল যাবৎ

৩৪ পর্য্যন্ত সমূহ খমীরী হইয়া গেল। য়িশু এ সকল প্রসঙ্গ উপমা কথাতে লোকারণ্যকে কহিলেন এবং উপমা

৩৫ ব্যতিরেকে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন না। তাহাতে সেই কথা যেন পূর্ণ হয় যে ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে উক্ত ছিল যে আমি উপমা কথায় আপন মুখ খুলিয়া দিব ও যে পৃথিবীর পত্তনাবধি গুপ্ত হইয়া আসিতেছে

৩৬ এমৎ প্রসঙ্গ আমি প্রস্তাব করিব। তখন য়িশু লোকারণ্যকে বিদায় করিয়া এক ঘরেতে প্রবেশ করিলেন পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেক ক্ষেতের বনঘাসের দৃষ্টান্ত আমারদিগকে প্রভেদ করিয়া

৩৭ বলুন। তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন ভাল বীচী যিনি রোপন করিলেন তিনি মনুষ্যের

৩৮ পুত্র। ক্ষেত্র আছে জগৎ ভাল বীচী রাজ্যের সন্তান

৩৯ কিন্তু বন ঘাস দুষ্ট ব্যক্তির সন্তান। যে শত্রু তাহারদিগকে রোপন করিয়াছিল সে শয়তান কাটনের সময় জগতের শেষ এবং কাটন্যা সকল স্বর্গীয় দূতগণ।

৪০ অতএব যে মত বনঘাস একত্র করাগেলে পোড়ান
৪১ যায় সেই মত এই জগতের শেষে হইবে। মনুষ্যের
পুত্র আপন দূতগণেরদিগকে পাঠাইয়া দিবেন ও সে
তাহার রাজ্য হইতে সমস্ত দোষনীয় বিষয় ও কুকর্ম্মীর
৪২ দিগকে একত্র করিয়া বাহির করিবে। এবং তাহার
দিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে তথায় ত্রাহি ত্রাহি
৪৩ শব্দ ও দন্তের কড়মড়ি হইবে। তখন ধার্ম্মিকেরা
আপনারদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যেরন্যায় দীপ্তমান হইবে
৪৪ যাহার শুনিবার কর্ণ আছে সে শুনুক। আরবার
স্বর্গের রাজ্য ভূমিতে গুপ্ত ধনের ন্যায় যাহার উদ্দেশ
এক মনুষ্য পাইলে পরে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া তাহার
আনন্দে যাইয়া আপন সমস্তই বিক্রয় করিয়া সেই
৪৫। ৪৬ ভূমি ক্রয় করিতেছে। আরবার স্বর্গের রাজ্য দিব্য
মুক্তার অন্বেষণের এক বনিকের মত আছে যে এক
মূল্যবান মুক্তার উদ্দেশ পাইলে পরে সে যাইয়া
আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিল।
৪৭ আরবার স্বর্গের রাজ্য সমুদ্রেতে ফেলা এক জালের সদৃশ
৪৮ যাহাতে সকল প্রকার ধরা যায়। ও ভরিয়া গেলে
পরে তাহারা কূলেতে টানিয়া লয় ও বসিয়া ভাল ২
সকল পাত্রেতে কুড়াইয়া রাখে কিন্তু মন্দ সকল ফেলিয়া
৪৯ দেয়। সেইমতও জগতের শেষে হইবে দূতগণ আসিয়া
পুণ্যার্থিকেরদের মধ্য হইতে পাপাত্মারদিগকে দূর

৫০ করিয়া দিবেক। এবং তাহারদিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেক সেই খানে ত্রাহি ২ শব্দ ও দন্তের কড়
৫১ মড়ি হইবেক। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা এসকল পুসঙ্গ নাকি বুঝিয়াছ তাহারা কহিল হাঁ পুভো।
৫২ তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন অতএব পুতি অধ্যাপক যে স্বর্গের রাজ্যার্থে শিক্ষিত্র আছে সে এক গৃহস্থেরমত যে আপন ভাণ্ডার হইতে নূতন ও পূরাতন
৫৩ দুব্য আনিয়া দেয়। পরে ঘটনাক্রমে য়িশু এই উপমা সকল সমাপন করিয়া সেই খান হইতে পুস্থান
৫৪ করিলেন। এবং আপন স্বদেশে আইলে পরে তিনি তাহারদের সিনগগে এমৎ শিখাইলেন যে তাহারা চমৎকৃত হইল এবং কহিতে লাগিল এই মনুষ্যের এই মত জ্ঞান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া কোথা হইতে হইয়াছে।
৫৫ এই কি সূত্রধরের পুত্র নহে তাহার মাতার নাম কি মারিয়া নহে এবং য়াকুব ও য়োশেষ ও শীমন ও য়হুদা
৫৬ তাহার ভ্রাতা নহে। এবং তাহার ভগনী সকল সে কি আমারদের এখানে নহে তবে ইহার এই সকল কর্ম্ম কোথা হইতে হইয়াছে অতএব তিনি তাহারদের
৫৭ ঠেষ বিষয় হইলেন। কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন আপনার দেশে ও আপনার পরিজনের মধ্যে
৫৮ ছাড়া ভবিষ্যৎ বক্তা কোথায় অসম্ভ্রান্ত নহে। এবং তাহারদের অবিশ্বাস নিমিত্তে তিনি সেখানে বহু আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিলেন না ——

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সেই সময়ে হেরোদ চতুর্থাংশী কর্ত্তা য়িশুর সুখ্যাতি
২ শুনিলেন। এবং আপনার ভৃত্যেরদিগকে কহিলেন এই
য়োহন বাপ্টাইজক হইবে সে মৃত্যু হইতে উত্থান
করিয়াছে এই নিমিত্তে আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাহাতে প্রকাশ
৩ হইতেছে। কেননা হেরোদ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী
হেরোদীয়ার কারণ য়োহনকে ধরিয়াছিলেন ও তাহাকে
৪ বান্ধিয়া কারাগারেতে রাখিয়াছিলেন। সে কি জন্যে না
য়োহন তাহাকে কহিয়াছিলেন যে উহাকে তোমার
৫ স্বনিকটে রাখা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে
বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি লোকের প্রতি
ভীত হইলেন কেননা তাহারা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বক্তা
৬ করিয়া জানিলেক। কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন
উপস্থিত হইল তখন হেরোদিয়ার কন্যা তাহারদের অগ্রে
৭ নৃত্য করিলেনও হেরোদের প্রীতি জন্মাইলেন। তাহাতে
তিনি সদিব্যে অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি যাহা চাহেন
৮ কিছু হয়না কেন তাহা তিনি তাঁহাকে দিবেন। অতএব
তিনি পূর্ব্বে আপন মাতা হইতে শিক্ষিত হইয়া
কহিলেন য়োহন বাপ্টাইজকের মস্তক থালাতে করিয়া
৯ এথায় আমাকে দিউন। তখন রাজা ক্ষোভিত হইলেন
কিন্তু আপন দিব্যার্থে ও তাহার ভোজনে উপবিষ্ট সঙ্গীর
১০ দের কারণ তাঁহাকে দেওয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

এবং তিনি কারাগারেতে লোক পাঠাইয়া য়োহনের
১১ শির ছেদন করাইলেন পরে তাহার মস্তক থালাতে
আনাগিয়া কন্যাকে দেওয়াগেল এবং তিনি আপন মাতার
১২ নিকট আনিয়া দিলেন। অনন্তর তাহার শিষ্যগণ আসিয়া
দেহ উঠাইয়া লইয়া তাহাকে কবর দিলেক এবং যাইয়া
১৩ য়িশুকে সংবাদ দিলেক। যখন য়িশু শুনিলেন তখন
তিনি নৌকা যোগে এক উজড় স্থানে বিরলে গেলেন
পরে লোক সকল তাহা শ্রবণ করিয়া নগরং হইতে
১৪ পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেক। তখন য়িশু
অগ্রে বাড়িলেন ও মহা লোকারণ্য দেখিয়া তাহারদের
উপর করুণাবিষ্ট হইলেন এবং তাহারদের ব্যাধিতের
১৫ দিগকে সুস্থ করিলেন। পরে সন্ধ্যাকাল হইলে শিষ্যগণ
তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেক এই উজড় স্থান
আছে এবং সময় এখন গত হইয়াছে লোক সকল গ্রামে
যাইয়া আপনারদের কারণ ভক্ষ দ্রব্য যেন কিনিয়া
১৬ লয় তাহারদিগকে বিদায় করুণ। কিন্তু য়িশু ইহার
দিগকে কহিলেন তাহারদের যাওনের আবশ্যক নাই
১৭ তোমরাই তাহারদিগকে খাওয়াইয়া দেও। তখন
তাহারা কহিতেছে আমারদের এখানে কেবল পাঁচটা
১৮ রুটী ও দুইটা মৎস্য আছে। তিনি কহিলেন তাহা
১৯ আমার নিকটে আন। পরে তিনি লোকারণ্যেকে ঘাসের
উপর বসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং সে পাঁচ রুটী ও

দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের পানে চাহিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ দিলেন ও ভাঙ্গিলেন ও রুটী সকল শিষ্যেরদিগকে
২০ দিলেন পরে শিষ্যেরা লোকেরদিগকে দিল। এবং তাহারা সকলেই খাইয়া তৃপ্ত হইল ও অবশেষ গুঁড়া
২১ গাঁড়াতে বারো ডালী পূর্ণ করিয়া উঠাইয়া লইল। এবং সে ভক্ষকেরা স্ত্রী ও ছাওয়াল ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ
২২ সহস্র পুরুষ ছিল। অনন্তর য়িশু লোকারণ্যের বিদায় করিবার কারণ থাকিতে২ তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে ত্বরিত এক নৌকায় চড়াইয়া আপনার অগ্রে অন্য পার
২৩ পাঠাইয়া দিলেন। এবং লোকারণ্যকে বিদায় করিলে পরে তিনি বিরলে প্রার্থনা করিতে এক পর্ব্বতে গেলেন ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে তিনি সেখানে একাকী
২৪ থাকিলেন। কিন্তু সেই সময়ে নৌকা সাগরের মধ্যে তরঙ্গে হেল দোল খাইতে লাগিল কেননা বাতাস সম্মুখ
২৫ ছিল। পরে চারি প্রহর রাত্রির সময়ে য়িশু সমুদ্রের
২৬ উপর হাঁটিয়া তাহারদের নিকটে গেলেন। এবং যখন শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপর হাঁটিতে দেখিল তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া কহিল ভূত আছে এবং শঙ্কাতে
২৭ চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু য়িশু তৎক্ষণাৎ তাহারদের সহিৎ কথা কহিতে লাগিলেন যে স্থির হও
২৮ আমিতো আছি ভয় করিও না। তখন পিতর উত্তর দিয়া কহিল হে প্রভো যদি আপনি আছেন তবে

আমাকে আপনকার নিকটে জলের উপর আসিতে
২৯ আজ্ঞা করুণ। তিনি কহিলেন আইস তখন পিতর
নৌকা হইতে নামিয়া য়িশুর নিকটে যাইতে জলের
৩০ উপর হাঁটিতে লাগিল। কিন্তু যখন বাতাস পুচণ্ড দেখিল
তখন সে শঙ্কিত হইয়া ডুবিতে লাগিল এবং চেঁচাইয়া
৩১ কহিল হে পুভো আমাকে রক্ষা করুণ। তখন য়িশু
ত্বরিত আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিলেন ও
কহিলেন আরে অল্প পুত্যয়ী তুমি কি জন্য সন্দেহ
৩২ করিলা। এবং তাহারা নৌকায় চড়িলে পরে বাতাস
৩৩ নিবর্ত্ত হইল। তখন সে ডিঙ্গায় যে সকলছিল তাহারা
আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া কহিল তুমি ঈশ্বরের
৩৪ পুত্র নিতান্তই। পরে পার হইলে তাহারা গনসর দেশে
৩৫ আইল। এবং তথাকার মনুষ্যেরা তাঁহার পরিচয়
পাইয়া সেই দেশ সমূহে চতুর্দিক পাঠাইয়া ব্যাধিত
লোক যত ছিল সকলেরদিগকে তাহার নিকট আনাইল।
৩৬ এবং তাহাকে কাকুতি করিল যে ইহারা কেবল তাহার
বস্ত্রের আঁচলা মাত্র স্পর্শ করিতে পায় পরে যতেক
স্পর্শ করিল তাহারা সর্ব্বাঙ্গে সুস্থ হইল——

পঞ্চদশ অধ্যায়

তখন কতেক অধ্যাপক ও ফারিসি য়িরোশলমের
২ নিবাসী য়িশুর নিকটে আসিয়া কহিলেক। তোমার শিষ্য
গণ প্রাচীনেরদের পারম্পর্য্য উপদেশ কেন লঙ্ঘিতেছে

কেননা যখন তাহারা ভোজন করে তখন তাহারা হাত
৩ ধোয়না। তখন তিনি তাহারদিগকে উত্তর দিয়া
কহিলেন আপনার দের পারম্পর্য্য উপদেশে তোমরা ও
৪ ঈশ্বরের আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করহ। কেননা ঈশ্বর আজ্ঞা
দিয়া কহিলেন তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করহ
আর যে পিতা কিম্বা মাতাকে শাপ দেয় সে নিতান্তই
৫ মরুক। কিন্তু তোমরা বল যে কেহ আপন পিতা কিম্বা
মাতাকে বলিবে আমা হইতে যাহাতে তোমার উপকার
৬ হইত সে নৈবেদ্য হইয়াছে। পরে সে আপন পিতা
কিম্বা মাতাকে সম্মান না দেয় তবু কিছু ক্ষতি নাই এই
রূপে তোমরা আপনারদের পারম্পর্য্য উপদেশ দিয়া
৭ ঈশ্বরের আজ্ঞা বৃথা করিয়া দিয়াছ। আরে কপটী
সকল য়িশাইহা তোমারদের বিষয়ে ভবিষৎ বাণী
৮ কহিয়া ভাল কহিলেন। যে এলোক আপনারদের
মুখেতে আমার নিকট আসিতেছে এবং ওষ্ঠাধরে
আমাকে সম্মান করিতেছে কিন্তু তাহার দের
৯ অন্তঃকরণ আমা হইতে দূর থাকে। কিন্তু বিধানের
কারণ মনুষ্যেরদের আদেশ শিখাইয়া তাহারা বৃথায়
১০ আমাকে পূজা করে। তখন তিনি লোকারণ্যকে
১১ ডাকিয়া কহিলেন শুন এবং বুঝ। মুখেতে যাহা প্রবিষ্ট
হয় তাহা মনুষ্যকে অপবিত্র করায় না কিন্তু যাহা
মুখ হইতে বাহির হয় তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র

১২ করায়। তখন তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে কহিল
ফারিসিরা এই কথা শুনিয়া বিরক্ত হইল ইহা আপনি
১৩ না কি জানেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়া কহিলেন
প্রত্যেক চারা যে আমার স্বর্গীয় পিতা রোপন করেণ
১৪ নাই তাহা উপড়ান যাইবে। তাহারদিগকে থাকিতে
দেও তাহারা অন্ধেরদের অন্ধপথদর্শক আর যদি অন্ধ
১৫ অন্ধকে পথ দেখাও তবে উভয় গর্ত্তে পড়িবে। তখন
পিতর উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল এই দৃষ্টান্ত আমার
১৬ দিগকে প্রভেদ করিয়া কহেন। য়িশু কহিলেন কি
১৭ তোমরাও অদ্যাপি অবুঝ থাকিতেছ। তোমরা কি
অদ্যাবধি বুঝহ না যে মুখেতে যাহা প্রবিষ্ট হয় তাহা
১৮ উদরে পড়ে এবং সেৎখানাতে ফেলা যায়। কিন্তু মুখ
হইতে যেং নির্গত হয় সে অন্তঃকরণ হইতে বাহিরাই
১৯ তেছে এবং মনুষ্যকে অপবিত্র করাইতেছে। কেননা
অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্তা বধ পরদার বেশ্যাগমন চৌর্য্য
২০ মিথ্যা সাক্ষী ঈশ্বর নিন্দা এ সলক বাহির হইতেছে। এই
সকল মনুষ্যকে অপবিত্র করায় কিন্তু অধৌত হস্তে
২১ ভোজন করা মনুষ্যকে অপবিত্র করায় না। তখন
য়িশু সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া সোর ও সীদনের
২২ অঞ্চলে গেলেন। ও দেখ সেই অঞ্চল হইতে একজনা
কনাঁঅনী স্ত্রী আইল এবং তাঁহার প্রতি চেঁচাইয়া কহিল
হে প্রভো দাউদের সন্তান আমার উপর দয়া করুণ মোর

২৩ কন্যা ভূতে অত্যন্ত বেদনায় ক্লিষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কথা মাত্রও কহিলেন না পরে তাঁহার শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে মিনতি করিয়া কহিলেক ইহাকে বিদায় করুন কেননা সে আমারদের পশ্চাৎ
২৪ চেঁচাইতে থাকিতেছে। কিন্তু তিনি উত্তর দিয়া কহিলেন আমি য়িশরালের গোত্রের নিরুদ্দেশ মেষের ঠাঁই
২৫ ব্যতিরেক প্রেরিত হই নাই। তখন সে স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিল হে প্রভো আমার উপকার
২৬ করুণ। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন ছাওয়ালের দের ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া কুকুরের কাছে ফেলা বিহিত
২৭ নহে। সে কহিল সত্তি প্রভু তত্রাপি স্বামীর মেজ হইতে
২৮ যে গুঁড়া গাঁড়া পড়িয়া থাকে তাহা কুকুর সকল খায়। তখন য়িশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন হে নারী তোমার বিশ্বাস বড়ই আছে তোমার ইচ্ছা যেমত হয় সে মতই তোমাকে হউক এবং সেই দণ্ড হইতেই তাহার কন্যা
২৯ সুস্থা হইল। অনন্তর য়িশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গালিলির সমুদ্রের নিকট আইলেন এবং এক পর্ব্বতে
৩০ চড়িয়া সেখানে বসিলেন। পরে বড়ই লোকারণ্য খোঁড়া অন্ধ গুঙ্গা অঙ্গহীন প্রভৃতি অনেক এই মত লোকেরদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকটে আইল ও য়িশুর পায়ের সমীপে রাখিয়া দিল এবং তিনি তাহার
৩১ দিগকে সুস্থ করিলেন। এমৎ যে লোকারণ্য গুঙ্গাকে

উক্তমান অঙ্গহীনকে শুদ্ধাঙ্গ খোঁড়াকে হাঁটিতে ও অন্ধকে দৃষ্টিমান যখন দেখিল তখন সে চমৎকৃত হইল এবং য়িশরাইলের ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিতে লাগিল

৩২ । তখন য়িশু আপন শিষ্যেরদিগকে স্বনিকটে ডাকিয়া কহিলেন লোকারণ্যের উপর আমার করুণা আছে কেননা এখন তাহারা তিন দিবস আমার সঙ্গে থাকিতেছে এবং তাহারদের স্থানে কিছু খাদ্য নাই অতএব আমি তাহারদিগকে অনাহারে বিদায় করিব না যে কি জানি পথের মধ্যে তাহারা ক্লান্ত বা হয়।

৩৩ তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিতেছে এমন বড় লোকারণ্য যাহাতে উদর পূর্ণ হয় এত রুটী এই প্রান্তরে

৩৪ কোথা হইতে পাইব। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের কাছে কত রুটী আছে তাহারা বলিল

৩৫ সাতটা এবং ছোট মৎস্য অল্প ২। তখন তিনি

৩৬ লোকারণ্যকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সে সাত রুটী ও মৎস্য গুলা লইয়া ও স্তব দিয়া তিনি ভাঙ্গিলেন ও আপন শিষ্যেরদিগকে দিলেন এবং

৩৭ শিষ্যেরা লোকেরদিগকে দিল। এবং তাহারা সকলি খাইল এবং তৃপ্ত হইল পরে তাহার উদ্বর্ত্ত গুঁড়া গাঁড়াতে

৩৮ তাহারা সাত ডালী পূর্ণ করিয়া উঠাইয়া লইল। এবং খাদকেরা চারি সহস্র পুরুষ ছিল স্ত্রী ও ছাওয়াল ছাড়া।

৩৯ পরে তিনি লোকারণ্যকে বিদায় করিয়া ডিঙ্গায় চড়িলেন ও মাগ্দলার অঞ্চলে আইলেন

তখন ফারিসীরা সাদূকীরদের সঙ্গে আসিয়া তাঁহার পরীক্ষার্থে যাচঞা করিলেক যে তিনি স্বর্গ হইতে তাহার
২ দিগকে একটা চিহ্ন দেখাইয়া দেন। তিনি তাহারদিগকে উত্তর দিয়া কহিলেন সন্ধ্যা কালে তোমরা বল যে আকাশ পুসন্ন হইবে কেননা সে রক্তবর্ণ হইয়াছে।
৩ এবং পুাতঃকালে আজি ঝড় বৃষ্টি হইবে কেননা আকাশটা লাল ও মলিন আছে হে কপটী সকল তোমরা আকাশ মণ্ডলের চিহ্ন সকল বুঝিতে পার অতএব
৪ সময়ের লক্ষণ কেন চিনিতে পারহ না। এই দুষ্ট ও পারদারিক লোক চিহ্ন যাচঞা করে কিন্তু য়োনা ভবিষ্যৎ বক্তার চিহ্ন ব্যতিরেকে তাহাকে কোন চিহ্ন দেওয়া যাইবেক না তখন তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া পুস্থান
৫ করিলেন এবং তাহার শিষ্যেরা অন্য পারে পেঁৗছিলেন
৬ পরে তাহারা রুটী লইতে বিস্মৃতি হইয়া আইল। তখন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন যে ফারিসী ও শাদূকীর
৭ দের খমীর পুতি সাবধান ও সচেতন হইয়া থাক। তখন তাহারা আপনারদের মধ্যে বিচার করিয়া কহিতে লাগিল যে আমরা রুটী আনি নাই ইহার
৮ কারণ। ইহা যখন য়িশু বোধ করিলেন তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন হে অল্প পুত্যয়ী তোমার দের রুটী না আনাতে কিজন্যে তোমরা আপনারদের

। ৯ ১০ মধ্যে বিবেচনা করহ। তোমরা কি অদ্যাপিও বুঝহ না কিম্বা সে পাঁচ সহস্রের মধ্যে পাঁচ রুটী হইলে তোমরা কত ডালী উঠাইয়া লইলা কিম্বা চারি সহস্রের মধ্যে সাত রুটী হইলে কত ডালী উঠাইয়া লইলা

১১ ইহাকি তোমারদের স্মরণে থাকিল না। যে তোমরা ফারিসীরদের ও সাদুকীরদের খমীর প্রতি সাবধান থাকিবা তাহা আমি রুটীর বিষয়ে কহিলাম না তোমরা

১২ কেন বুঝহ না। তখন তাহারা বুঝিল যে তিনি রুটীর খমীরের প্রতি সাবধান থাকিতে আজ্ঞা দিয়া ছিলেন

১৩ না কিন্তু ফারিসী ও সাদুকীরদের শিক্ষার প্রতি। পরে য়িশু কাইসারিয়া ফিলিপের অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন আমি যে মনুষ্যের পুত্র কেটা মনুষ্যেরা কি

১৪ বলে। তাহারা কহিল কেহ য়োহন বাপ্টাইজক বলে কেহ আলীহা ও আর কেহ২ য়িরমীহা কিম্বা ভবিষৎ

১৫ বক্তারদের মধ্যে একজন। তিনি তাহারদিগকে কহিতে

১৬ ছেন তোমরাওবা কি বল যে আমি কেটা আছি। তখন শীমন পিতর উত্তর দিয়া কহিল তুমি খ্রীষ্ট জীবমান

১৭ ঈশ্বরের পুত্র। য়িশু তাহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন হে শীমন বার্য়োনা তুমি ধন্য কেননা তোমার স্থানে

১৮ রক্ত মাংস ইহা প্রকাশ করিল না। কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং আমি তোমাকে কহি যে তুমি পিতর বট

এবং এই শিলাদ্রির উপর আমি আপন মণ্ডলী নির্মান করিব ও নরকের দ্বার তাহাকে পরাজয় করিবেক না।
১৯ এবং আমি তোমাকে স্বর্গের রাজ্যের ছোড়ান দিব ও যে কিছু তুমি পৃথিবীর উপর বদ্ধ করিবা সে স্বর্গেতে বদ্ধ হইবে ও যে কিছু তুমি পৃথিবীর উপর মোচন
২০ করিবা সে স্বর্গেতে মুক্ত হইবে। তখন তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে য়িশু তিনি খ্রীষ্ট ইহা
২১ তাহারা কাহাকে যেন না কহে। সেই সময় হইতে য়িশু আপন শিষ্যেরদিগকে জানাইতে লাগিলেন যে আপনাকে য়িরোশলমে যাইতে ও প্রাচীন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরদের স্থানে অনেক দুঃখ খাইতে ও মারা যাইতে এবং তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার
২২ উত্থিত হইতে হইবে। তখন পিতর তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে প্রতিরোধ বচন বলিতে লাগিল যে হে প্রভো
২৩ এমন যেন না হয় ইহা তোমাকে ঘটিবেক না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন দূর যাও শয়তান তুমি আমার প্রতি ঠেষ বিষয় আছ কেননা ঐশ্বরিক বিষয় তোমার শ্রদ্ধা নাই কিন্তু মানুষিক
২৪ বিষয়। তখন য়িশু আপন শিষ্যের দিগকে কহিলেন যদি কেহ আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে তবে সে আত্ম অভিলাস ত্যাগ করুক এবং আপনার ক্রুশ
২৫ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ গামী হউক। কেননা যে

কেহ আপনার প্রাণকে রক্ষা করিবে সে তাহাকে হারাইবে এবং যে কেহ আমার কারণ আপনার
২৬ প্রাণকে হারাইবে সে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে। কেননা মনুষ্য সমুদায় জগত প্রাপ্ত হইলে যদি সে আপনার জীবাত্মাকে হারায় তবে তাহার লাভ বা কি কিম্বা আপনার জীবাত্মার পরিবর্ত্তে মনুষ্যটা কিবা দিবে।
২৭ কেননা মনুষ্যের পুত্র আপন পিতার প্রভাবে তাহার দূতগণেরদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিবেন এবং সেই সময়ে তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন ক্রিয়ানুসারে
২৮ প্রতিফল দিবেন। সত্য আমি তোমারদিগকে কহি কএক জন এখানে দাণ্ডায়মান আছে যে আপনার রাজ্যেতে মনুষ্যের পুত্রের আগমন না দেখিলে তাহারা মৃত্যুর আস্বাদ পাইবেক না———

সপ্ত দশ অধ্যায়

ছয় দিবস পরে য়িশু পিতরকে এবং য়াকুব ও তাহার ভাই য়োহনকে ভিন্ন করিয়া এক উচ্চ পর্ব্বতে সঙ্গে
২ লইয়া গেলেন। এবং তাহারদের সাক্ষাতে অন্যমূর্ত্তি হইলেন তাঁহার বদন সূর্য্যবৎ তেজস্কর এবং তাঁহার
৩ পরিচ্ছেদ দীপ্তির ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইল। এবং দেখ মোশা ও আলীহা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে২
৪ তাহারদের স্থানে দেখা দিলেন। তখন পিতর উত্তর করিয়া য়িশুকে কহিল হে প্রভো আমারদের এখানে

থাকা ভাল যদি আপনকার ইচ্ছা হয় তবে আমরা তিন তাম্বু বানাই একটা আপনকার কারণ একটা
৫ মোশার কারণ ও একটা আলীহার কারণ। তিনি এই কথা কহিতেং দেখ এক উজ্বলা মেঘ তাহারদিগকে ছাওয়াইয়া দিল এবং দেখ সে মেঘ হইতে এক রব বাহিরাইয়া কহিল এই আমার প্রিয় পুত্র যাহাতে
৬ আমার পরম সন্তোষ তাহার কথা তোমরা শুন। তখন শিষ্যেরা ইহা শুনিয়া উভড় হইয়া মুখের ভরে পড়িল
৭ এবং অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইল। পরে য়িশু আসিয়া তাহারদিগকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন গাত্রোত্থান কর ভীত
৮ হইওনা। এবং তাহারা চক্ষু উঠাইয়া য়িশু ব্যতিরেক
৯ আর কাহাকে দেখিল না। পরে পর্ব্বত হইতে নামিতেং য়িশু তাহারদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন যাবৎ মনুষ্যের পুত্রের মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান না হয় তাবৎ
১০ এই দৈব দর্শন কাহাকে কহিও না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল তবে অধ্যাপকেরা কি জন্যে বলে যে পূর্ব্বে আলীহাকে
১১ আসিতে হইবে। য়িশু তাহারদিগকে উত্তর দিয়া কহিলেন আলীহা পূর্ব্বে আসিবেন সে সত্যই এবং
১২ সমস্তকেই পুনর্ব্যবস্থিত করিবেন। কিন্তু আমি তোমারদিগকে কহি যে আলীহা আসিয়া গিয়াছে ও তাহাকে তাহারা চিনিল না কিন্তু তাহাকে যাহা ইচ্ছা করিল

তাহা তাহারা করিয়াছে তদনুসারে মনুষ্যের পুত্রও
১৩ তাহারদের স্থানে দুঃখ ভূঞ্জিবে। তখন শিষ্যেরা বুঝিল
যে তিনি য়োহন বাপ্টাইজকের বিষয় তাহারদিগকে
১৪ কথা কহিয়া ছিলেন। অনন্তর লোকারন্যের নিকটে
আইলে এক মনুষ্য তাহার স্থানে আসিয়া হাঁটু পাড়িয়া
১৫ কহিতে লাগিল। হে প্রভো আমার পুত্রের উপর দয়া
করুণ কেননা সে উন্মাদ ও অত্যন্ত ব্যথিত আছে অপর
সে বারেং অগ্নির মধ্যে ও বারেং জলের মধ্যে পড়িতে
১৬ ছে। এবং আমি তোমার শিষ্যেরদের নিকটে তাহাকে
আনিলাম কিন্তু তাহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পারি
১৭ লেক না। তখন য়িশু উত্তর করিয়া কহিলেন ও রে
অপ্রতীত ও মূর্খ লোক আমি কতকাল তোমারদের সঙ্গে
থাকিব তোমারদিগকে সহিষ্ণুতা করিব তাহাকে এখানে
১৮ আমার নিকট আনগা। তখন য়িশু সে ভূতকে ধমকা
ইলেন ও সে তাহা হইতে বাহিরাইয়া গেল এবং সে
১৯ দণ্ড হইতেই সেই বালক সুস্থ হইল। তখন শিষ্যেরা
য়িশুর নিকটে বিরলে আসিয়া কহিল আমরা কিজন্যে
২০ তাহা বাহির করিয়া দূর করিতে পারিলাম না। য়িশু
তাহার দিগকে কহিলেন তোমারদের অবিশ্বাসের কারণ
কেননা আমি তোমারদিগকে সত্য কহি যদি তোমারদের
প্রত্যয় এক দানা সর্ষপের সমান হয় তবে তোমরা এই
পর্ব্বতকে বলিতে পার যে এস্থান হইতে ঐস্থানে সরিয়া

যাও এবং সে সরিয়া যাইবে ও কিছুই তোমাদের
২১ অসাধ্য হইবে না। তত্রাপি এই মত প্রকার প্রার্থনা ও
২২ উপবাস ব্যতিরেকে বাহির হয় না। পরে তাহারা
গালিলিতে থাকিতে য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন
মনুষ্যের পুত্র বিশ্বাসঘাতিত হইয়া মনুষ্যেদের হাতে
২৩ সমর্পিত হইবেন। এবং তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে ও
তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন তখন তাহারা অত্যন্ত
২৪ উদ্বিগ্নিত হইল। অনন্তর তাহারা কফরনহুমে আইলে
পরে কর গ্রাহকেরা পিতরের নিকট আসিয়া কহিল
২৫ তোমারদের গুরু কি রাজকর দেয়না। সে কহিল হাঁ
পরে ঘরের মধ্যে আইলে য়িশু তাহার অগ্রসার হইয়া
কহিলেন হে শীমন তুমি কি বুঝিতেছ পৃথিবীর রাজা
গণ কাহারদের স্থানে রাজস্ব কিম্বা কর লয় কি আপনার
২৬ দের সন্তান হইতে কিম্বা অন্য লোক হইতে। পিতর
কহিল অন্য লোক হইতে য়িশু কহিলেন তবে সন্তানেরা
২৭ মুক্ত আছে। তত্রাপি আমরা তাহারদিগকে যেন বিরক্ত
না করি ইহার কারণ তুমি সমুদ্রে যাও এবং বড়শী
ফেলিয়া যে মৎস্য প্রথমে উঠে তাহা তুলিয়া লও এবং
তাহার মুখ খুলিয়া দিলে তুমি একটাকা পাইবা
তাহা লইয়া আমার ও তোমার কারণ তাহারদিগকে
দেও—

অষ্টাদশ অধ্যায়

সেই সময়ে শিষ্যেরা য়িশুর নিকটে আসিয়া
২ কহিলেক স্বর্গের রাজ্যেতে কেটা বড়। তখন য়িশু এক
ছোট ছায়ালকে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাহাদের
৩ মধ্যখানে বসাইয়া দিলেন। এবং কহিলেন সত্য আমি
তোমাদিগকে কহি যে তোমারদের মন না ফিরিলে ও
তোমরা ছোট বালকেরদের ন্যায় না হইলে তোমরা
৪ স্বর্গের রাজ্যেতে পুবেশ করিতে পারিবা না। অতএব
যে কেহ আপনাকে এই ছোট বালকের মত নম্র হয়
৫ সেই জন স্বর্গের রাজ্যেতে বড়। এবং যে কেহ এই মত
এক ছোট বালককে অতিথি করে সে আমাকে অতিথি
৬ করে। কিন্তু যে কেহ এই আমাতে বিশ্বাসক ক্ষুদ্র প্রাণীর
দের মধ্যে এক জনের পথে উচোট খাওয়াইবার ঠেষ
খোয় তাহারগলাতে জাঁতা বান্ধা গিয়া ও অগাধ সমুদ্রের
মধ্যে তাহাকে ফেলা দেওয়া তাহার ভাগ্যে বরঞ্চ এই
৭ ভাল। উচোট খাওয়াইবার কর্ম্ম পুযুক্তে জগতের পরি
ত্রাহি হইবে কেননা উচোট খাওনের বিষয় অবশ্য
হইতেচায় কিন্তু যে মনুষ্যের দ্বারাতে সে উচোট খাওয়া
৮ হয় তাহার ত্রাহি ত্রাহি হইবে। অতএব যদি তোমার
হাত কিম্বা পা তোমার ঠেষ বিষয় হয় তবে তাহা
ছেদন করিয়া আপনার নিকট হইতে ফেলিয়া দেও
তোমার ভাগ্যে দুই হাত কিম্বা দুই পা ধরিয়া অনন্ত

অগ্নিতে ফেলা যাওন হইতে খোঁড়া কিম্বা নুলা হইয়া
৯ জীবনে প্রবেশ করা ভাল। এবং যদি তোমার চক্ষু
তোমার ঠেষ খাওন হেতু হয় তবে অহা উথড়াইয়া
আপনার নিকট হইতে ফেলিয়া দেও তোমার ভাগ্যে
দুই চক্ষুতে নরকানলে ফেলা যাওন হইতে এক চক্ষুতে
১০ জীবনে প্রবেশ করা ভাল। সাবধান এই ক্ষুদ্র প্রাণীর
মধ্যে একটীকেও তুচ্ছ জ্ঞান যেন না কর কেননা আমি
তোমারদিগকে কহি যে স্বর্গেতে তাহারদের দূতগণ
আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকে।
১১ কেননা যাহা হারিয়া গিয়া ছিল তাহাকে পরিত্রাণ
১২ করিতে মনুষ্যের পুত্র আসিয়াছেন। তোমরা কেমন বুঝহ
যদি কোন মনুষ্যের শত মেষ হয় এবং তাহারদের মধ্যে
একটী অনুদ্দিশ্য হইয়া থাকে তবে সে নিরানব্বেই
গুলা ছাড়িয়া পর্ব্বতের মধ্যে যাইয়া সে অনুদ্দিশ্য
১৩ মেষের অন্বেষণ করিবে কি না। এবং যদি সে ঘটনা
ক্রমে তাহার উদ্দেশ পায় সত্য আমি কহি তোমার
দিগকে সে তাহার বিষয়ে যেমত আহ্লাদ করে এমত
আহ্লাদ সেই উদ্দেশ থাকা নিরানব্বেই গুলার কারণ
১৪ করিবে না। সেই মতই তোমারদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা
১৫ নহে যে এই ক্ষুদ্রেরদের মধ্যে একটা ও নষ্ট হয়। অপর
যদ্যপি তোমার ভ্রাতা তোমার স্থানে অপরাধ করে
তবে যাইয়া দুই জন বিরলে হইয়া তাহার দোষ

তাহাকে জানাও যদি সে তোমার কথা শুনে তবে তুমি
১৬ আপন ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইলা। কিন্তু যদি সে না শুনে
তবে আর দুই এক জনকে সঙ্গে লইয়া যাও যে দুই
১৭ তিন সাক্ষীর মুখে প্রতি বাক্য যেন স্থির হয়। কিন্তু
যদি সে তাহারদের কথা না মানে তবে মণ্ডলীর স্থানে
তাহা কহিয়া দেও আর যদি সে মণ্ডলীর প্রতি অবহেলা
করে তবে সে তোমার স্থানে ভিন্নদেশী ও পাটওয়ারীর
১৮ তুল্য গণা যাউক। সত্য আমি তোমারদিগকে কহি যে
কিছু তোমরা পৃথিবীর উপর বদ্ধ করিবা তাহা স্বর্গেতেই
বদ্ধ হইবে এবং যে কিছু তোমরা পৃথিবীর উপর
১৯ মোচন করিবা তাহা স্বর্গেতেই মুক্ত হইবে। পুনশ্চ
আমি তোমারদিগকে কহি যদ্যপি পৃথিবীর উপর
তোমারদের মধ্যে দুই জন আপনারদের কোন যাচঞা
করিবার বিষয়ে মিলন করে তবে তাহা আমার স্বর্গস্থ
২০ পিতা হইতে তাহারদের কারণ করা যাইবে। কেননা
যেখানে দুই তিন জন আমার নামেতে একত্র হয় সে
২১ স্থানেই আমি তাহারদের মধ্যখানে আছি। তখন
পিতর তাহার নিকটে আসিয়া কহিলেন হে প্রভো
আমার ভ্রাতা আমার প্রতি কতবার অপরাধ করিলে
২২ আমি তাহাকে ক্ষমা করিব কি সাতবার পর্য্যন্ত। য়িশু
তাহাকে কহিতেছেন আমি তোমাকে সাতবার পর্যন্ত
২৩ কহিনা বরঞ্চ সত্তর সাতবার পর্য্যন্ত। অতএব স্বর্গের

রাজ্য এক রাজার তুল্য যে আপন ভৃত্যগণের সহিত
২৪ লেখা যোখা সমাধা করিতে স্থির করিল। এবং সংখ্যা
করিতে আরম্ভ করিলে এক জন তাহার স্থানে আনা
২৫ গেল যে তাহার তিন ক্রোটী টাকা ধারিত। কিন্তু
তাহার শোধ করিবার যোত্র না হওয়াতে তাহার প্রভু
তাহাকে স্বস্ত্রী ছাওয়াল সর্ব্বস্ব সমেত বিক্রয় করিয়া
২৬ পরিশোধ করিয়া লইতে আজ্ঞা দিলেক। অতএব সে
ভৃত্য তাহার চরণে পড়িয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া কহিল হে
প্রভো আমার প্রতি ধৈর্য্য করুণ তবে আমি সমূহ
২৭ পরিশোধ করিব। তখন সে ভৃত্যের প্রভু সকরুণ
হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন এবং সে ঋণ ও ছাড়িয়া
২৮ দিলেন। কিন্তু সেই ভৃত্য বাহিরে গিয়া আপনার এক
জন সহভৃত্য যে তাহার এক শত সিকা ধার রাখিত
ইহার দেখা পাইয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল আমাকে
২৯ তোর ধার পরিশোধ করিস। তখন তাহার সহভৃত্য
তাহার পায়েতে পড়িয়া তাহাকে কাকুতি করিতে লাগিল
যে আমার প্রতি ধৈর্য্য কর তবে আমি সমূহ পরিশোধ
৩০ করিব। তথাচ সে স্বীকৃত হইল না কিন্তু যাইয়া তাহাকে
কারাগারেতে রাখাইয়া দিল যদবধি সে ধারের শোধ
৩১ না করে। অতএব তাহার সহভৃত্যেরা যখন
এই কর্ম্ম দেখিল তখন তাহারা অতি উদ্বিগ্নিত হইল
এবং আসিয়া তাহারদের প্রভুকে কি ২ হইয়াছে সকল

৩২ কহিয়া দিল। তখন তাহার প্রভু তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া কহিল ওরে দুষ্ট ভৃত্য তুই আমার দয়া চাহিলে আমি সেই সমস্ত ঋণ তোর স্থানে ছাড়িয়া
৩৩ দিলাম। অতএব যে মত আমি তোর উপর দয়া করিয়া ছিলাম সেই মত তোকে আপন সহভৃত্যের উপর কৃপা
৩৪ করা কি উপযুক্ত ছিল না। পরে তাহার প্রভু উষ্মিত হইয়া তাহার স্থানে আপনার পাওয়া যাবৎ সে নাদেয় তাবৎ তাহাকে যন্ত্রণা ভুঞ্জিতে কোটালেরদের
৩৫ স্থানে সমর্পণ করিলেন। এই মতো আমার স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকে করিবেন যদিস্যাৎ তোমরা প্রতি জন আপন ২ ভ্রাতার অপরাধ তাহারদের স্থানে সান্তঃ করণে ক্ষমা না কর

ঊণবিংশতি অধ্যায়

এবং ঘটনাক্রমে এ সকল কথা সমাপ্ত করিলে পরে য়িশু গালিলি হইতে প্রস্থান করিয়া য়হুদা দেশাঞ্চলে
২ য়ির্দ্দনের ওপারে আইলেন। এবং বড় লোকারণ্য তাহার পশ্চাৎ চলিল ও তিনি সেখানে তাহারদিগকে
৩ সুস্থ করিলেন। পরে ফারসীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া কহিল যে প্রতি বিষয় আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য আছে
৪ কি না। তিনি উত্তর দিয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা ইহাকি পাঠ কর নাই যে তাহারদিগকে যিনি

প্রথমে সৃষ্টি করিলেন তিনি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া
৫ তাহা তাহারদিগকে সৃজন করিলেন। এবং কহিলেন
যে ইহার কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ছাড়িয়া
আপন স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং সে দুই একাঙ্গ
৬ হইবে। অতএব তাহারা আর দুই নহে কিন্তু একাঙ্গ
হইল এতদার্থে যাহা ঈশ্বর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন
৭ তাহা মনুষ্য বিয়োগ না করুক। তাহারা তাঁহাকে
বলিতেছে তবে মোশা বর্জ্জিত লিখন দিয়া তাহাকে
৮ পরিত্যাগ করিতে কেন আজ্ঞা করিলেন। তিনি
তাহারদিগকে কহিতেছেন মোশা তোমারদের মনের
কঠিনতা প্রযুক্তে তোমারদিগকে আপনারদের স্ত্রীগণের
দিগকে ত্যাগ করিতে দিলেন কিন্তু প্রথম হইতে এই
৯ মত ছিল না। এবং আমি তোমারদিগকে কহি যে
ব্যভিচার কারণ ব্যতিরেক যে কেহ আপন স্ত্রীকে
বর্জ্জন করিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে পরদার করে
এবং যে কেহ সে বর্জ্জিত স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও পরদার
১০ করে। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিল যদিস্যাৎ আপন
স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এমন গতিক হয় তবে বিবাহ করা
১১ ভাল নয়। কিন্তু তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই কথা
সকল মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারে না কেবল সেই লোক
১২ যাহারদিগকে সাধ্য দেওয়া গিয়াছে। কেননা কতেক
নপুংসক আছে যে আপনারদের মাতার গর্ভ হইতে

অমনি জন্মিল এবং কতেক নপুংসক আছে যে মনুষ্যেদের দ্বারায় কৃত নপুংসক হইল আর এমন নপুংসক আছে যে স্বর্গের রাজ্য বিষয় আপনারা আপনারদিগকে নপুংসক করিয়া দিয়াছে যেজন সেই কথা গ্রহণ করিতে পারে
১৩ সে গ্রহণ করুক। তখন তাঁহার নিকটে ছোট শিশুর দিগকে আনাগেল যে তিনি তাহারদের উপর হাত দিয়া প্রার্থনা করেণ তাহাতে শিষ্যগণ তাহারদিগকে ধমকাইতে
১৪ লাগিল। কিন্তু য়িশু কহিলেন ছোট শিশুরদিগকে থাকিতে দেও আমার নিকট আসিতে নিষেধ করিও না কেননা এমতেরদিগ হইতেই ঈশ্বরের রাজ্য হয়।
১৫ এবং তিনি তাহারদের উপর হাত দিয়া সেখান হইতে
১৬ প্রস্থান করিলেন। পরে দেখ এক জন আসিয়া তাঁহাকে বলিল হে ধার্ম্মিক গুরো আমি কোন ধর্ম্ম করিব যাহাতে
১৭ আমার অনন্ত জীবন প্রাপ্তি হয়। তিনি তাহাকে কহিলেন আমাকে ধার্ম্মিক করিয়া কেন বল ধার্ম্মিক কেহ হয় না এক ব্যতিরেক সে ঈশ্বর কিন্তু যদিস্যাৎ তুমি জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে স্থির করিয়াছ তবে
১৮ ব্যবস্থার আজ্ঞা সকল পালন করহ। সে তাঁহাকে বলিতেছে কোন ২ য়িশু কহিলেন তুমি বধ করিবা না তুমি পরদার করিবা না তুমি চুরি করিবা না
১৯ তুমি মিথ্যা সাক্ষী দিবানা। তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান করহ এবং তোমার পড়সীকে আপনার তুল্য স্নেহ

২০ করিবা। সে যুবক তাঁহাকে বলিল এই সকল আমি আপন বাল্যাবস্থা হইতে পালন করিয়া আসিতেছি ২১ এখন আমার আর কি আবশ্যক আছে। য়িশু তাহাকে কহিলেন যদি তুমি সিদ্ধ হইতেচাহ তবে যাইয়া তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রেরদিগকে দান কর পরে তুমি স্বর্গেতে ধন পাইবা এবং আইস আমার পশ্চাৎ বর্ত্তি ২২ হও। কিন্তু সে যুবক যখন এই কথা শুনিলেক তখন সে উদ্বিগ্নিত হইয়া চলিয়া গেল কেন না তাহার যথেষ্ট ২৩ সম্পত্তি ছিল। তখন য়িশু আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি যে ধনবান ২৪ পুরুষ স্বর্গের রাজ্যেতে বহুকষ্টে প্রবেশ করিবে। এবং পুনশ্চ আমি তোমারদিগকে কহি যে স্বর্গের রাজ্যেতে ধনবানের প্রবেশ করণ হইতে সুঁচির রন্ধ্র দিয়া উটের ২৫ পার হওয়া সহজ। তাঁহার শিষ্যেরা যখন ইহা শুনিল তখন তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া কহিল তবে ২৬ কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে। কিন্তু য়িশু তাহারদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন ইহা মনুষ্যেরদের ২৭ স্থানে অসাধ্য কিন্তু ঈশ্বরের স্থানে সকলেই সাধ্য। তখন পিতর উত্তর দিয়া তাঁহাকে বলিল দেখ আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাৎ গামী হইয়াছি অতএব ২৮ আমরা কি পাইব। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তোমরা যে পুনর্জ্জন্মেতে

আমার পশ্চাৎ বর্ত্তী হইয়া আসিতেছ যখন মনুষ্যের পুত্র আপন ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসিবেন তখন তোমরা ও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া য়িশরালির দ্বাদশ গোষ্ঠীর

২৯ দের বিচার করিবা। এবং পুতি জন যে আমার নামার্থে ঘর কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি ছাওয়াল কিম্বা ভূমি ছাড়িয়া গিয়া থাকে সে শত গুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।

৩০ কিন্তু অনেকে পুথম আছে যাহারা শেষ হইবে এবং অনেকে শেষ আছে যাহারা পুথম হইবে——

বিংশতি অধ্যায়

কেননা স্বর্গের রাজ্য এক জন গৃহপতির তুল্য যে অতি পুভাতে আপন দ্রাক্ষা বাগাণের কারণ জন পাইটের

২ দিগকে বেতন দিয়া আনিতে গেলেন। এবং খাটুন্যাদের সহিত এক সিকা দিন তাহারদের বেতন স্থির করিয়া তিনি তাহারদিগকে আপন দ্রাক্ষা বাগাণে পাঠাইয়া

৩ দিলেন। অনন্তর এক পুহর বেলায় বাহিরে গিয়া তিনি বাজারেতে আর২ জনেরদিগকে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া

৪ থাকিতে দেখিলেন। এবং তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরাও দ্রাক্ষা বাগাণে যাও আর যাহা উপযুক্ত আছে তাহা আমি তোমারদিগকে দিব অতএব তাহারা চলিয়া

৫ গেল। পুনশ্চ তিনি দুই পুহর ও তিন পুহর বেলায়

৬ বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। তদপরে এক ঘড়ি দিন

থাকিতে তিনি বাহিরাইয়া আরআর জনেরদিগকে ও নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাক্ষাত পাইলেন ও তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্ম্মা
৭ হইয়া থাক কেন। সে জনেরা তাহাকে কহিল কেহ আমারদিগকে বেতন দিয়া লইয়া যায় নাই এই নিমিত্তে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমারও দ্রাক্ষা বাগানে যাও ও যাহা উপযুক্ত হয় তাহা তোমরা পাইবা।
৮ অতএব সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইলে সে দ্রাক্ষা বাগানের কর্ত্তা আপন কর্ম্মকারীকে কহিতেছেন খাটুন্যারদিগকে ডাকিয়া শেষ জনে আরম্ভ করিয়া প্রথম পর্য্যন্তই
৯ আপন ২ বেতন সকলেরদিগকে দেও। এবং যাহারা এক ঘড়ি দিন থাকিতে কর্ম্ম পাইয়াছিল তাহারা আসিয়া
১০ প্রতি জন এক ২ সিকা পাইল। কিন্তু যখন প্রথম জনেরা আইল তাহারা অনুমান করিল যে আমরা
১১ অধিক পাইব কিন্তু তাহারাও প্রতিজন এক ২ সিকা
১২ পাইল। এবং পাইলে পরে তাহারা সেই গৃহ পতির প্রতি কচ কচ করিয়া বলিতে লাগিল আমরা দিনের গ্রীষ্ম ও শ্রমের ভার সহিয়াছি তথাচ এই যে পশ্চাৎ জনেরা এক ঘড়ি মাত্র কর্ম্ম করিয়াছে তাহারদিগকে
১৩ তুমি আমারদের সমতুল্য করিয়া দিয়াছ। কিন্তু তিনি তাহারদের মধ্যকার এক জনকে উত্তর দিয়া কহিলেন হে মিত্র আমি তোমাকে কিছুই অন্যায় করি নাই তুমি

আমার সহিত এক সিকা দিন সমাধা করিয়া স্বীকৃত
১৪ হইয়াছিলা কি না। তুমি যাহা আপনার তাহা লইয়া
চলিয়া যাও যে মত তোমাকে দিয়াছি সেই মত আমি
১৫ এই পশ্চাৎ জনকেও দিব। আমার নিজ দ্রব্যে যাহা
ইচ্ছা করি তাহাই করিতে আমার কর্ত্তব্য কি না আমি
ভাল আছি ইহার কারণ না কি তোমার চক্ষু মন্দ।
১৬ অতএব প্রথমটা শেষ হইবে ও শেষটা প্রথম কেননা
অনেক লোক আহ্বানিত হয় কিন্তু অল্প লোক
১৭ মনোনীত। অনন্তর য়িশু য়িরোশলমে যাইতে ২ পথের
মধ্যে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে এক ভিতে লইয়া তাহার
১৮ দিগকে কহিলেন। দেখ আমরা য়িরোশলমে যাইতেছি ও
মনুষ্যের পুত্র প্রধান যাজকেরদের ও অধ্যাপকেরদের
স্থানে বিশ্বাস ঘাতিত হইয়া সমর্পিত হইবেন এবং
১৯ তাহারা তাঁহার মরণের আজ্ঞা দিবে। ও তাঁহাকে
তিরস্কার করিতেও কোড়া মার দিতে ও ক্রূশে বধ করিতে
ভিন্ন দেশীরদের স্থানে সমর্পণ করিবে পরে তৃতীয় দিবসে
২০ তিনি পুনর্ব্বার উঠিবেন। তখন জেবদির পুত্রেরদের
মাতা আপন পুত্রেরদের সহিত তাঁহার নিকটে আসিয়া
২১ পূজা করিয়া তাঁহার স্থানে কিছু অনুগ্রহ চাহিল। তিনি
তাহাকে কহিলেন তুমি কি চাহ সে তাঁহাকে বলিল
তোমার রাজ্যেতে এই আমার দুই পুত্র এক জন আপন
দক্ষিণ পার্শ্বে ও অন্যজন আপন বাম পার্শ্বে বসিতে

২২ আজ্ঞা করুণ। কিন্তু য়িশু উত্তর দিয়া কহিলেন তোমরা কি চাহ তাহা তোমরা জান না আমি যে বাটীতে পীব তাহাতে তোমরা না কি পান করিতে পার ও যে বাপ্‌টিস্মে আমি বাপ্‌টাইজিত হইতেছি তাহায় কি তোমরা বাপ্‌টাইজিত হইতে পার তাহারা বলিল
২৩ আমরা পারি। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা অবশ্য আমার বাটীতে পান করিবা এবং যে বাপ্‌টিস্মে আমি বাপ্‌টাইজিত হইতেছি তাহাতে বাপ্‌টাইজিত হইবা কিন্তু আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসিতে আমার দেওয়া নহে কিন্তু যাহারদের কারণ আমার পিতা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারদিগকে
২৪ দেওয়া যাইবে। ইহা যখন অন্য দশটা শুনিল তখন সেই দুই ভ্রাতারদের প্রতি তাহারা ক্রোধাবিষ্ট হইলেক।
২৫ কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে আপনার নিকটে ডাকিয়া কহিলেন তোমরা জানহ যে ভিন্নদেশীরদের রাজাগণ তাহারদের উপর রাজত্ব করে এবং যাহারা মহৎ হয়
২৬ সে তাহারদের উপর শাসন করে। কিন্তু তোমারদের মধ্যে এইমত হইবে না কিন্তু যে কেহ তোমারদের মধ্যে
২৭ বড় হইতে চাহে সে তোমারদের সেবক হউক। ও যে কেহ তোমারদের মধ্যে প্রধান হইতে ইচ্ছা করে সেই
২৮ তোমারদের দাস হউক। যে মত মনুষ্যের পুত্রও সেবিত হইতে আইল না কিন্তু সেবা করিতে এবং

২৯ অনেকের উদ্ধারের মূল্যার্থে আপন প্রাণ দিতে। পরে যখন তাহারা য়িরিখো হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল
৩০ তখন তাহার পশ্চাতে বড় লোকারণ্য চলিল। এবং দেখ দুই অন্ধ মনুষ্য পথের পার্শ্বে বসিয়া থাকিত ও যখন তাহারা শুনিল যে য়িশু সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছেন তখন তাহারা চিৎকার করিয়া কহিল হে প্রভো
৩১ দাউদের সন্তান আমারদের উপর কৃপা করুণ। কিন্তু লোক সকল তাহারদিগকে ধমকাইল যে তাহারা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা ততোধিক চেঁচাইতে লাগিল যে হে প্রভো দাউদের সন্তান আমারদের উপর দয়া
৩২ করুণ। তখন য়িশু স্থকিত হইলেন ও তাহারদিগকে ডাকিয়া কহিলেন আমি তোমারদের কারণ কি করিব
৩৩ তোমারদের বাঞ্ছা কি তাহারা তাঁহাকে কহিতেছে হে
৩৪ প্রভো আমারদের চক্ষু যেন খুলিয়া যায়। অতএব য়িশু তাহারদের প্রতি সকরুণ হইয়া তাহারদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন এবং ততক্ষণাৎ তাহারা চক্ষু পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল

এক বিংশতি অধ্যায়

পরে যখন তাহারা য়িরোশলমের নিকট পৌঁছিতে লাগিল বীতফাজের সমীপে জৈতুন পর্ব্বতে উপস্থিত
১ হইলে তখন য়িশু দুই শিষ্যকে কহিলেন যে। ঐ সম্মুখ গ্রামেতে যাও এবং পৌঁছিবা মাত্রে তোমারা সসাবকে

একটী গর্দ্দভ বান্ধা পাইবা তাহা খসাইয়া আমার
৩ নিকটে আনিয়া দেও। আর যদিস্যাৎ কেহ কিছু বলে
তবে তোমরা কহিবা যে তাহাতে প্রভুর আবশ্যক
আছে ও তৎক্ষণাৎ সে তাহাকে পাঠাইয়া দিবে।
৪ এই সমস্ত হইল সেই যেন পূর্ণ হয় যে ভবিষ্যৎ বক্তাতে
৫ উক্ত ছিল। যে তোমরা সীয়নের কন্যাকে বল দেখ
তোমার রাজা নম্রশীল হইয়া গর্দ্দভের উপর বরঞ্চ
গর্দ্দভের নর বাচ্চা এক সাবকের উপর আরোহিত
৬ হইয়া তোমার নিকটে আসিতেছেন। তখন শিষ্যেরা
৭ যাইয়া য়িশুর আজ্ঞানুসারে করিল। এবং সে গর্দ্দভ ও
সাবককে আনিয়া তাহারদের উপর আপনারদের বস্ত্র
রাখিয়া তাহার উপর তাঁহাকে আরোহণ করাইল।
৮ পরে বড় এক লোকারণ্য পথের মধ্যে আপনারদের
পরিচ্ছদ পাতিয়া দিল অন্যেরা বৃক্ষের ডাল ছেদন
৯ করিয়া পথে ছড়াইয়া দিল। এবং অগ্রগামী ও পশ্চাৎ
গামী লোকারণ্য সকল চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল
হোশানা দাউদের সন্তান ধন্য তিনি যে ঈশ্বরের নামেতে
১০ আসিতেছেন সর্ব্বোচ্চেতে হোশঅনা। এবং তিনি
য়িরোশলমে প্রবিষ্ট হইলে পরে এই কেটা ২ বলিয়া
১১ নগর সমুদায় লড়চড় হইল। লোকারণ্য কহিল এই
১২ গালিলি নাজরেতের ভবিষ্যৎ বক্তা য়িশু। পরে য়িশু
ঈশ্বরের মন্দিরে গেলেন ও মন্দিরের মধ্যে যে সকল

ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারদিগকে তিনি বাহির করিয়া দিলেন ও বণিকেরদের মেজ ও কপোত ব্যাপারীরদের আসন সকল উলট করিয়া ফেলিয়া
১৩ দিলেন। এবং তাহারদিগকে কহিলেন লিপি আছে যে আমার ঘর প্রার্থনার ঘর কহা যাইবে কিন্তু তোমরা
১৪ তাহা চোরের গহ্বর করিয়া দিয়াছ। পরে অন্ধ ও খোঁড়া লোক তাঁহার নিকট মন্দিরে আইল এবং তিনি
১৫ তাহারদিগকে সুস্থ করিলেন। প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা যখন তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য দেখিল এবং মন্দিরের মধ্যে ছাওয়াল সকল হোশানা দাউদের সন্তান বলিয়া চেঁচাইতে শুনিল তখন তাহারা বিরক্ত হইল।
১৬ এবং তাঁহাকে বলিল ইহারা কি বলে তুমি না কি শুনিতেছ য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন হাঁ তোমরা কি পাঠ কর নাই যে ছোট বালক ও স্তনপা শিশুরদের
১৭ মুখ হইতে তুমি প্রশংসা সিদ্ধ করিয়াছ। পরে তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া গিয়া নগর হইতে বীতানীয়ায়
১৮ গেলেন ও সেখানে প্রবাশ করিলেন। এবং রাত্রি প্রভাতে নগরে ফিরিয়া আসিতে২ তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন।
১৯ তাহাতে পথের মধ্যে একটা আঞ্জীর বৃক্ষ দেখিয়া তাহার সমীপে গিয়া তাহার উপর পত্র ব্যতিরেক কিছুমাত্র না পাইয়া তিনি তাহাকে কহিলেন অদ্য হইতে তোমাতে ফল কখন না ধরুক এবং সে আঞ্জীর বৃক্ষ

২০ তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া গেল এবং শিষ্যেরা যখন তাহা দেখিল তখন তাহারা আশ্চার্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল
২১ আঞ্জীর বৃক্ষটা কেমন ত্বরিত শুকিয়া গিয়াছে। য়িশু উত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি যদি সন্দেহ না করিয়া তোমরা প্রত্যয় কর তবে এই আঞ্জীর বৃক্ষকে যাহা করা গিয়াছে তাহা কেবল তোমরা করিবা না কিন্তু যদি তোমরা এই পর্ব্বতকে বল যে তুমি সরিয়াগিয়া
২২ সমুদ্রেতে পড়িয়া যাও তাহাও হইবে। এবং যে কিছু তোমরা প্রার্থনা করিয়া চাহ প্রত্যয় করিলে সকলি
২৩ পাইবা। অনন্তর তিনি মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে পরে শিখাইতে২ প্রধান যাজকেরা ও লোকের প্রাচীনেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেক এসকল কর্ম্ম তুমি কি সাধ্যেতে করিতেছ ও তোমাকে এমত সাধ্য কেবা
২৪ দিল। তিনি উত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন আমিও তোমারদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তাহা যদি আমাকে বল তবে কি সাধ্যেতে আমি এসকল কর্ম্ম করিতেছি তাহা আমি তোমারদিগকেও কহিব।
২৫ য়োহনের বাপ্তিস্ম যে সে কোথা হইতে হইয়াছিল স্বর্গ হইতে কিম্বা মনুষ্যেরদিগ হইতে তখন তাহারা আপনারদের মধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিল যে আমরা যদি বলি স্বর্গ হইতে তবে সে আমারদিগকে

কহিবে তোমরা তবে কি জন্যে তাহাকে প্রত্যয় করিলা
২৬ না। কিন্তু যদি আমরা বলি মনুষ্যেরদিগ হইতে তবে
লোক প্রতি আমারদের ভয় আছে কেননা য়োহনকে
২৭ সকলেই ভবিষ্যদ্বক্তা করিয়া জানে। অতএব তাহারা
য়িশুকে প্রত্যুত্তর দিয়া বলিল আমরা কহিতে পারিনা
তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমি কি সাধ্যেতে
এসকল করিতেছি তাহা আমিও তোমারদিগকে
২৮ কহি না। কিন্তু তোমরা কি বুঝ এক মনুষ্যের
দুই পুত্র ছিল এবং সে প্রথমের নিকটে আসিয়া
কহিল হে পুত্র আজি আমার দ্রাক্ষা বাগানে কর্ম্ম
২৯ করিতে যাও। সে উত্তর দিয়া বলিল আমি যাইব না
৩০ কিন্তু পশ্চাতে মন ফিরাইয়া গেল। পরে সে
দ্বিতীয়ের স্থানে আসিয়া তদ্মত বলিল এবং সেই উত্তর
৩১ দিয়া কহিল আমি যাই মহাশয় কিন্তু গেল না। এদুয়ের
মধ্যে কোন জন আপন পিতার ইচ্ছা পালন করিল
তাহারা কহিল যে প্রথমটা য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন
সত্য আমি তোমারদিগকে কহি যে ঈশ্বরের রাজ্যেতে
পাটাওয়ারীরা ও বেশ্যারা তোমাদের পূর্ব্বে প্রবেশ
৩২ করিবে। কেননা য়োহন তোমারদের স্থানে ধর্ম্ম পথেতে
আইলেন ও তোমরা তাহাকে প্রত্যয় করিলা না কিন্তু
পাটওয়ারীরা ও বেশ্যারা তাহাকে প্রত্যয় করিল পরে
যখন তোমরা তাহা দেখিলা তখনও তোমরা তাহাকে

৩৩ পুত্ত্যয় করিতে মন ফিরাইলা না।আর এক দৃষ্টান্ত শুন এক জন গৃহপতি ছিল যে একটা দ্রাক্ষা বাগান রোপন করিলেন ও তাহার চতুর্দ্দিগে আড়া দিলেন ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা চাপ খনন করিলেন ও মঞ্চ বানাইলেন ও কৃষকেরদের স্থানে তাহা গচ্ছিত করিয়া দিয়া দূর দেশে ৩৪ গমন করিলেন।পরে যখন ফলের সময় উপস্থিত হইতে লাগিল তখন তিনি তাহার ফল পাইবার কারণ সেই কৃষকেরদের স্থানে আপন ভৃত্যেরদিগকে পাঠাইয়া ৩৫ দিলেন। তখন সে কৃষকেরা তাহার ভৃত্যেরদিগকে ধরিয়া এক জনকে মারি মারিল অন্যকে বধ করিল ও ৩৬ অন্যকে পুস্তর মারিল। পুনশ্চ তিনি আর ২ ভৃত্যের দিগকে পাঠাইলেন পূর্ব্ব হইতে অধিক এবং তাহার ৩৭ দিগকে ও তাহারা তদ্রূত করিল। কিন্তু সর্ব্ব শেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহারদের নিকটে পাঠাইলেন ৩৮ কহিলেন যে আমার পুত্রকে তাহারা সমাদর করিবেক। কিন্তু যখন সে কৃষকেরা পুত্রকে দেখিল তখন তাহারা আপনারদের মধ্যে কহিতে লাগিল এইটা না উত্তরাধিকারী আইস আমরা তাহাকে বধ করি ও তাহার ৩৯ অধিকার ধারণ করিয়া লই। তখন তাহারা তাহাকে ধরিল ও দ্রাক্ষা বাগান হইতে বাহির করিয়া বধ ৪০ করিল।অতএব সে দ্রাক্ষা বাগানের স্বামী যখন আসিবেন ৪১ তখন সে কৃষকেরদিগকে তিনি কি করিবেন। তাহারা

কহিতেছে তিনি সেই দুর্জ্জনেরদিগকে দারুন রূপে নষ্ট করিবেন এবং দ্রাক্ষা বাগান অন্য কৃষকেরদের স্থানে গচ্ছিত করিয়া দিবেন যে সময়ানুক্রমে ফল তাহাকে
৪২ যোগাইয়া দিবে। যিশু তাহারদিগকে কহিতেছেন তোমরা কি গ্রন্থেতে কখন পাঠ কর নাই যে পাথর গাঁথকেরা ত্যাগ করিয়াছিল সেই পাথর কোনার চূড়া হইয়াছে এই তো ঈশ্বরের কর্ম্ম ও আমারদের দর্শনে
৪৩ অদ্ভুত। অতএব আমি তোমারদিগকে কহি যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের নিকট হইতে লওয়া যাইবে এবং যে দেশ তাহার ফলোদ্ভব করিবে এমন এক
৪৪ দেশকে দেওয়া যাইবে। এবং যে কেহ এই পুস্তরের উপর পড়ে সে ভগ্ন হইবে কিন্তু যাহার উপর তাহা
৪৫ পড়ে সে তাহাকে ধূলাবৎ করিয়া চূর্ণ করিবে। এবং প্রধান যাজকেরা ও ফারিসীরা তাহার দৃষ্টান্ত সকল শুনিলে পরে তাহারা বোধ পাইল যে তিনি তাহার
৪৬ দের বিষয়ে একথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহারা তাঁহার উপর হাতদিতে অনুসন্ধান করিল তখন তাহারা লোকেরদের প্রতি ভীত হইল কেননা তাহারা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বক্তা করিয়া মানিল——

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

এবং যিশু পুনরায় উত্তর করিয়া তাহারদিগকে
২ দৃষ্টান্ত কথাতে কহিতে লাগিলেন যে। স্বর্গের রাজ্য

এক রাজার মত যিনি আপন পুত্রের কারণ বিবাহ স্থির
৩ করিলেন। ও নিমন্ত্রিত লোকেরদিগকে বিবাহে ডাকিয়া
আনিতে আপন ভৃত্যেরদিগকে প্রেরণ করিলেন কিন্তু
৪ তাহারা আসিতে চাহিলনা। পুনশ্চ তিনি অন্যান্য
ভৃত্যেরদিগকে পাঠাইয়া কহিলেন আমন্ত্রিতেরদিগকে
কহিয়া দেও যে দেখ আমি আপন ভূরিভোজ্যের
আয়োজন করিয়াছি আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট সকল
মারাগিয়াছে এবং সকল সামিগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে
৫ বিবাহেতে আইস। কিন্তু তাহারা অবহেলা করিয়া এক
জন আপন জোতে অন্যটা আপন বানিজ্যে চলিয়া
৬ গেল। এবং অন্য সকল তাহার অনুচরেরদিগকে
ধরিয়া দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিয়া তাহারদিগকে মারিয়া
৭ ফেলিল। কিন্তু সে রাজা যখন ইহার সংবাদ পাইলেন
তখন তিনি কোপাবিষ্ট হইলেন ও আপন সৈন্য সামন্ত
পাঠাইয়া সেই বধিকেরদিগকে নষ্ট করাইয়া তাহার
৮ দের পুরী পোড়াইয়াদিলেন। তখন তিনি আপন
অনুচরেরদিগকে কহিতেছেন বিবাহ তো প্রস্তুত আছে
কিন্তু যে সকল নিমন্ত্রিত ছিল তাহারা অযোগ্য পাত্র
৯ ছিল। অতএব তোমরা রাজ পথে যাইয়া যতেকের
দেখা পাও তাহারদিগকে বিবাহেতে আহ্বান করহ।
১০ অতএব সে অনুচরেরা রাজ পথে গেল এবং ভাল মন্দ
মত লোকেরদের দেখা পাইল তাহারা সকলের

দিগকে আনিয়া জড় করিল এবং সে বিবাহের পুচুর
১১ মত অভ্যাগত হইল। অনন্তর রাজা অভ্যাগত সকলের
দিগকে দেখিতে ভিতরে আসিয়া বিবাহ বস্ত্র বিহীনে
১২ এক জনকে সাক্ষাতে দেখিলেন। এবং তিনি তাহাকে
কহিলেন হে মিত্র তুমি বিবাহ বস্ত্রবর্জ্জিত এখানে
আসিয়া পুবেশ করিলা কি রূপে তাহাতে সে নিরব
১৩ হইল। তখন সে রাজা অনুচরেরদিগকে কহিলেন
তাহার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া যাইয়া বহির্ভূত
অন্ধকারে ফেলিয়া দেও সেখানে ক্রন্দন ও দন্তের
১৪ কড়মড়ি হইবে। কেননা অনেকে আহ্বানিত হয় কিন্তু
১৫ অল্প জন মনোনীত। তখন ফারিসী সকল যাইয়া
তাঁহার কথোপ কথনে ফাঁদ কিরূপে লাগাইতে পারে
১৬ ইহার পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে তাহারা
হেরোদিয়া বর্গের সঙ্গে আপনারদের শিষ্যগণের দ্বারায়
তাঁহাকে কহাইয়া পাঠাইলেক যে হে গুরো আমরা
জানি যে আপনি সত্য হন ও ঈশ্বরের পথ সত্য রূপে
শিখাইতেছেন এবং কাহাকে মানেন না কেননা
আপনি মনুষ্যেরদের মূর্ত্তি পুতি অবলোকন করেন না।
১৭ অতএব কাইসরকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য আছে কি না
১৮ আপনি কি বুঝিতেছেন আমারদিগকে বলুন। কিন্তু
য়িশু তাহারদের দুস্কৃতি বোধ করিয়া কহিলেন ওহে
কপটী সকল আমাকে কি জন্যে পরীক্ষা করহ।

১৯ আমাকে করের মুদ্রা দেখাও এবং তাহারা এক শুকী
২০ তাঁহার নিকটে আনিয়া দিল। তখন তিনি তাহার
২১ দিগকে কহিলেন এই মূর্ত্তি ও লেখা কাহার। তাহারা
কহিল কাইসরের তখন তিনি তাহারদিগকে বলিলেন
তবে কাইসরের বস্তু কাইসরকে দেও ও ঈশ্বরের বস্তু
২২ ঈশ্বরকে দেও। এই কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য
২৩ মানিল ও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সেই দিবসে
শাদ্দূকীরা যে কহে পুনরুত্থান হয় না তাঁহারা তাহার
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিল যে।
২৪ হে গুরো মোশা কহিলেন যদিস্যাৎ কোন মনুষ্য
নিঃসন্তানে মরে তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ
করিয়া তাহার ভ্রাতার কারণ বংশোদ্ভব করিবেন।
২৫ কিন্তু আমারদের এখানে সাত ভাই ছিল এবং প্রথমটা
এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া মরিল এবং তাহার সন্তান
না হইলে আপন স্ত্রীকে আপনার ভ্রাতার স্থানে ছাড়িয়া
২৬ গেল। এইমত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্ত জন পর্য্যন্ত ও
২৭ ২৮ হইল। সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল। অতএব পুন
রুত্থানে সে সপ্তজনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে
২৯ কেননা সে সকলের ভুক্তি ছিল। য়িশু উত্তর করিয়া
তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা গ্রন্থের মর্ম্ম ও ঈশ্বরের
৩০ শক্তি না জানিয়া ভ্রান্ত হইয়াছ। কেননা পুনরুত্থানে
তাহারা বিবাহ করে না বিবাহিত ও হয় না কিন্তু

৩১ ঈশ্বরের স্বর্গস্থ দূতগণের তুল্য হয়। কিন্তু মৃতেরদের
পুনরুত্থান বিষয়ে যে কথা তোমারদের প্রতি ঈশ্বরের
৩২ উক্ত ছিল তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই। যে আমি
আবরহামের ঈশ্বর ও যিসহাকের ঈশ্বর ও য়াকুবের
ঈশ্বর আছি ঈশ্বর যিনি তিনি মৃত লোকের ঈশ্বর নহেন
৩৩ কিন্তু জীবমানেরদের ঈশ্বর। ইহা শুনিয়া লোকারণ্য
৩৪ তাঁহার শিক্ষাতে চমৎকৃত হইল। কিন্তু যখন ফারিসীরা
শুনিল যে তিনি শাদুকীরদিগকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন
৩৫ তখন তাহারা আসিয়া একত্র হইল। তখন তাহারদের
মধ্যে এক জন উপাধ্যায় পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন
৩৬ করিল যে। হে গুরো ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা
৩৭ বড়। য়িশু তাহাকে কহিলেন তুমি আপনার প্রভু
ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত চিত্তে ও সমস্ত প্রাণে ও সমস্ত
৩৮ অন্তঃকরণে প্রেম করিবা। এইটা প্রথম ও মহা আজ্ঞা।
৩৯ এবং দ্বিতীয় আজ্ঞা তাহার সদৃশ আছে যে তুমি
আপনার পড়শীকে আপনার সমতুল্য স্নেহ করিবা।
৪০ এই দুই আজ্ঞার উপর সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বাণীর
৪১ ভার থাকে। পরে ফারিসীরা একত্র থাকিতে ২ য়িশু
৪২ তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন। তোমরা
খ্রীষ্টের বিষয়ে কি বুঝ তিনি কাহার সন্তান তাহারা
৪৩ কহিল দাউদের। তিনি তাহারদিগকে বলিলেন তবে
দাউদ তাঁহাকে আত্মা হইতে প্রভু করিয়া কহিতেছেন

৪৪ কি রূপে। যে পুভুটা আমার পুভুকে কহিলেন যাবৎ আমি তোমার শত্রুরদিগকে তোমার পায়ের পিঁড়ী না করিয়া দি তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া
৪৫ থাক। অতএব যদি দাউদ তাঁহাকে পুভু করিয়া বলে
৪৬ তবে তাহার সন্তান তিনি কি রূপে হইবেন। এবং কেহ এক কথা কহিয়া তাঁহাকে উত্তর দিতে পারিল না এবং সেই দিবস হইতে তাঁহার স্থানে কোন মনুষ্যের জিজ্ঞাসা করিবার সাহস ছিল না———

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

তখন য়িশু লোকারণ্যেরপুতি ও আপনার শিষ্যের
২ দের পুতি কথা পুস্তাব করিতে লাগিলেন। কহিলেন যে অধ্যাপকেরা ও ফারিসীরা মোশার আসনে
৩ বসিতেছে। অতএব যে সকল তাহারা তোমারদিগকে মানিতে আজ্ঞা দেয় তাহাতোমরা মান ও কর কিন্তু তাহারা দের ক্রিয়ানুসারে তোমরা করিওনা কেননা তাহারা কহে
৪ কিন্তু করেনা। কেননা তাহারা ভারী ও অসহ্য বোঝা বান্ধিয়া মনুষ্যেরদের কান্ধে ধরিয়া দেয় কিন্তু তাহারা আপনারদের এক অঙ্গুলী দিয়া তাহা নাড়িতেও চাহে
৫ না। কিন্তু তাহারা আপনারদের সমস্ত কর্ম্ম মনুষ্যেরদের
৬ দেখিবার জন্য করে। তাহারা আপনারদের ফিলাক্তরী সকল পুসর করে ও নিজ বস্ত্রের আঁচলা বিস্তার করে।
৭ এবং নিমন্ত্রণে পুধান স্থান ও সভাতে উচ্চাসন ও

বাজারেতে নমস্কার ও মনুষ্যেরদের রাবি ২ কহাতে
৮ ভাল বাসে। কিন্তু তোমরা রাবি করিয়া সম্ভাষিত
হইওনা কেননা এক ব্যক্তি তোমারদের গুরু আছেন তিনি
৯ খ্রীষ্ট এবং তোমরা সকলে ভ্রাতা। এবং পৃথিবীর মধ্যে
পিতা করিয়া কাহাকে কহিওনা কেননা এক ব্যক্তি
১০ তোমারদের পিতা আছেন তিনি স্বর্গেতে থাকেন। অপর
তোমরা গুরু করিয়া সম্ভাষিত হইওনা কেননা এক
১১ ব্যক্তি তোমারদের গুরু আছেন তিনি খ্রীষ্ট। কিন্তু
তোমারদের মধ্যে যেটা বড়তর হয় সে তোমারদের
১২ সেবক হইবে। এবং যে কেহ আপনাকে উন্নত করে
সে নত করা যাইবে আর যে কেহ আপনাকে নম্র করে
১৩ সে উন্নত করা যাইবে। কিন্তু হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা
কপটী সকল ধিক ২ তোমারদিগকে কেননা তোমরা
মনুষ্যেরদের প্রতি স্বর্গের রাজ্য বদ্ধ করিতেছ তাহার
মধ্যে তোমরা আপনারাও প্রবেশ করহ না আর
যাহারা প্রবেশ করিতে প্রবর্ত্ত হয় তাহারদিগকে ও
১৪ ভিতরে যাইতে দেওনা। হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা
কপটী সকল ধিক ২ তোমারদিগকে কেননা তোমরা
বিধবারদের বাটী সকল খাইয়া ফেল এবং বাহানার
কারণ দীর্ঘ আরাধনা করহ অতএব তোমারদের ঘোর
১৫ তর দণ্ড হইবে। হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা কপটী
সকল ধিক ২ তোমারদিগকে কেননা তোমরা এক

জনকে আপনারদের ধর্ম্মাশ্রিত করিতে সমুদ্র ও পৃথিবী বেষ্টন করিয়া লও এবং সে জন কৃত হইলে পরে তাহাকে আপনারদিগ হইতে দ্বিগুণ নরকের বেটা

১৬ করিয়া দেহ। ধিক ২ তোমারদিগকে ওরে অন্ধ পথ দর্শকেরা যে কহিতেছ যে কেহ মন্দিরের দিব্য লয় তাহা কিছু নয় কিন্তু যে কেহ মন্দিরের স্বর্ণের দিব্য

১৭ লইতেছে সে দায়গ্রস্ত আছে। হে মূঢ় ও অন্ধ সকল কোনটা বড় কি স্বর্ণ কিম্বা মন্দির যাহা হইতে স্বর্ণ

১৮ পরিষ্কৃত হয়। অপর যে কেহ যজ্ঞকুণ্ডের দিব্য লয় তাহা কিছু নয় কিন্তু যে কেহ তাহার উপরস্থ দানের

১৯ দিব্য লইতেছে সেই দায়গ্রস্থ আছে। হে মূঢ় ও অন্ধ সকল কোনটা বড় কি দত্ত বস্তু কি যজ্ঞ কুণ্ড যাহাতে দান

২০ পবিত্র হয়। অতএব যে কেহ যজ্ঞকুণ্ড লইয়া কিরা করে সে তাহা এবং তাহার উপরস্থ সমস্তের কিরা

২১ করেতেছে। এবং যে কেহ মন্দির লইয়া কিরা করে সে তাহা এবং তাহার মধ্যকার নিবাসির কিরা

২২ করিতেছে। এবং যে স্বর্গ লইয়া কিরা করে সে ঈশ্বরের সিংহাসন ও তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন

২৩ উভয়ের কিরা করিতেছে। হে অধ্যাপক ও ফারিসী সকল কপটীরা ধিক ২ তোমারদিগকে কেননা তোমরা পোদিনার ও গুয়ামহরির ও জীরার দশমাংশ দিতেছ কিন্তু ব্যবস্থার ভারী বিষয় ন্যায় ও দয়া ও বিশ্বাস

এসকল তোমরা লঙ্ঘন করিয়াছ ইহার পালন করা এবং অন্যের লঙ্ঘন না করা তোমারদের কর্ত্তব্য ছিল।
২৪ ওরে অন্ধ পথ পুজেরা যে মশাকে ছাঁকিয়া ফেল এবং
২৫ উটকে গিলিয়া যাও। হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা কপটী সকল ধিক ২ তোমারদিগকে কেননা তোমরা বাটী ও থালীর বাহিরদিক পবিত্র কর কিন্তু অভ্যন্তরে
২৬ দৌরাত্ম্য ও অতি ভোগেতে পূর্ণ হয়। হে অন্ধ ফারিসী প্রথমে বাটীর ও থালীর ভিতর পবিত্র কর তাহাতে
২৭ যেন তাহার বাহিরদিকও পবিত্র হয়। হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা কপটী সকল ধিক ২ তোমারদিগকে কেননা তোমরা শুক্লীকৃত কবরের ন্যায় যে বাহিরে সুন্দর রূপ দেখায় বটে কিন্তু ভিতরে মৃত লোকের হাড়ে
২৮ ও সকল প্রকার মলেতে পরি পূর্ণ আছে। তদনুরূপে তোমরাও মনুষ্যেরদের প্রতি প্রকৃতার্থিক দেখাও কিন্তু
২৯ অভ্যন্তরে তোমরা কাপট্য ও দুরিতে পরিপূর্ণ। হে আধ্যাপক ও ফারিসীরা কপটী বর্গ ধিক ২ তোমার দিগকে কেননা তোমরা ভবিষ্যৎ বক্তৃগণের কবর নির্ম্মাণ কর এবং সতলোকের গোরস্থান চিত্র বিচিত্র
৩০ কর। এবং বল যে আমরা যদি আমারদের পিতৃগণের কালে বর্ত্তমান হইতাম তবে আমরা ভবিষ্যৎ বক্তৃ গণের রক্তাপরাধে তাহারদেরসহ ভাগী হইতাম না।
৩১ ইহাতে তোমারা সেই ভবিষ্যৎ বক্তারদের বধকারকের

দের সন্তান আছ ইহা তোমরা আপনারদের প্রতি সাক্ষী
৩২ দেও। অতএব তোমরা আপনারদের পিতৃগণের
৩৩ পরিমান সম্পূর্ণ করহ। তোমরা সর্প সকল তোমরা
সর্পের ছারা নরকের দণ্ড কেমন করিয়া ছাড়িয়া
৩৪ যাইবা। অতএব দেখ আমি তোমারদের নিকটে
ভবিষ্যৎ বক্তৃগণ ও বুদ্ধিমান লোক ও অধ্যাপকগণের
দিগকে প্রেরণ করি এবং তাহরদের কাহাকে ২ তোমরা
বধ করিবা ও ক্রূশ দিবা ও কাহাকে ২ তোমারা
আপনারদের সিনাগগে কোড়া মারিবা ও নগরে ২
৩৫ তাড়না করিবা। তাহাতে যত সত রক্ত ভূমির উপর
ঢালা গিয়াছে সত পুরুষ হাবেলের রক্তাবধি বরখীহার
পুত্র জখরীহা যাহাকে তোমরা মন্দির ও যজ্ঞ কুণ্ডের
মধ্যখানে বধ করিলা তাহার রক্ত পর্য্যন্ত সমস্তই যেন
৩৬ তোমারদের উপর আসিয়া পড়ে। সত্যই আমি
তোমারদিগকে কহি এই বর্ত্তমান লোকর উপর এসকল
৩৭ আসিবে। হে য়িরোশলম ২ যে ভবিষ্যৎ বক্তৃগণের
দিগকে বধ করিতেছ এবং যাহারা তোমার নিকটে
প্রেরিত হয় তাহারদিগকে প্রস্তরাঘাত করিতেছ যে মত
কুকড়ী আপন ছা সকল আপনায় ডেনার নীচে একত্র
করে সেই মত আমি কতবার তোমার ছাওয়ালের
দিগকে একত্র করিতে চাহিলাম কিন্তু তোমরা সম্মত
৩৮ হইলা না। দেখ তোমারদের ঘর তোমারদের প্রতি উচ্ছন্ন

৩৯ হইয়া ছাড়াগিয়াছে। কেননা আমি তোমারদিগকে কহি যে এখন হইতে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবা না যদবধি তোমরা না বল যে ধন্য সেই যে ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পরে যিশু বাহিরাইয়া মন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের নির্ম্মাণ ২ দেখাইতে নিকটে আইল। তখন যিশু তাহারদিগকে কহিলেন এ সকল তোমরা দেখহ না আমি তোমার দিগকে সত্য কহি যে এই খানে একখান প্রস্তর অন্যের ৩ উপর থাকিবে না যাহার পতন না হইবে। অনন্তর তিনি জৈতুন পর্ব্বতে বসিয়াছিলেন তখন শিষ্যগণ তাঁহার নিকট নিরাবিলে আসিয়া কহিলেক আমার দিগকে কহন এ সকল ঘটনা কখন হইবে এবং আপনার আগমন ও জগতের শেষ হওনের চিহ্ন কি। ৪ যিশু তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সাবধান ৫ যেন কোন মনুষ্য তোমারদিগকে ভুলায় না। কেননা আমার নামেতে অনেকে আসিয়া কহিবে যে আমি খ্রীষ্ট ৬ এবং অনেকেরদিগকে ভুলাইবে। এবং তোমরা যুদ্ধের সংবাদ ও যুদ্ধের আড়ম্বর শুনিরা সাবধান যেন তোমরা ভাবিত না হও কেননা এ সকলের ঘটনা হইতে হয় ৭ কিন্তু শেষ অদ্যাপি নহে; কেন না দেশ দেশের বিপক্ষে

ও রাজ্য রাজ্যের বিপক্ষে উঠিবে এবং স্থানেং আকাল
৮ ও মড়ক ও ভূকম্প হইবে এই সকল দুঃখের আরম্ভ।
৯ তখন তাহারা তোমারদিগকে ক্লেশ পাইতে সমর্পণ
করিবে ও মারিয়া ফেলিবে এবং আমার নাম প্রযুক্তে
১০ তোমারা সকল দেশেতে ঘৃণিত হইবা। আর তখন
অনেকে উচোট খাইবে এবং পরস্পর বিশ্বাস ঘাতকী
১১ করিবে ও অন্যোন্যে মন্দ বাসিবে। এবং নানা মিথ্যা
ভবিষ্যৎ বক্তা উঠিবে ও অনেকেরদিগকে ভুলাইবে।
১২ এবং দুষ্কর্ম্ম বিস্তারিত হইবে এই নিমিত্তে অনেকেরদের
১৩ প্রেমক্ষীণ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে জন শেষপর্য্যন্ত ধৈর্য্য
১৪ করিয়া থাকিবে সেই জন পরিত্রাণ পাইবে। এবং
এই রাজ্যের মঙ্গল সমাচার সকল দেশের প্রতি সাক্ষী
হইবার কারণ জগত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইবে তখন শেষ
১৫ আসিবে। অতএব যখন তোমরা সে উচ্ছন্নকারী
বিরুদ্ধ বিষয়ে যে দানিএল ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে
জ্ঞাপিত ছিল তাহাকে পুণ্য স্থানে খাড়া দেখিবা যে কেহ
১৬ পাঠ করে সে বুঝুক।তখন যাহারা য়িহুদা দেশে থাকে
১৭ তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক। যে জন ঘরের ছাতের
উপর হয় সে আপনার ঘর হইতে কোন বস্তু লইবার
১৮ কারণ না নামুক। এবং যে জন ক্ষেতে হয় সে ও
১৯ আপন বস্ত্র লইতে বাহুড়িয়া না যাউক। কিন্তু তখন
কার দিবসে যাহারা গর্ব্ভবতী হয় এবং যাহারা স্তন

২০ পান দেয় তাহারদের দুর্গতি হইবে। কিন্তু প্রার্থনা কর যে তোমারদের পলায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না হয়।
২১ কেননা সেই সময়ে বড়ই ক্লেশ হইবে যেমত জগতের আরম্ভাবধি আজি প্যর্য্যন্ত কখন হয় নাই আর কখন
২২ হইবে ও না। আর সে সময় হ্রাস না করা যায় তবে কোন প্রাণির রক্ষা হয় না কিন্তু মনোনীতেরদের কারণ
২৩ সেই সময় হ্রাস করা যাইবে। তখন যদি কেহ তোমার দিগকে কহে দেখ খ্রীষ্ট এখানে আছেন কিম্বা ও খানে
২৪ আছেন তাহাকে প্রত্যয় করিওনা। কেননা মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যৎ বক্তারা উঠিবে এবং মহৎ লক্ষণ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রকাশ করিবে এমত যে তাহারা মনোনীতেরদিগকেই ভ্রান্ত করাইবে যদি তাহা হইতে
২৫ পারে। দেখ আমি তাহার পূর্ব্বে হইতে তোমারদিগকে
২৬ কহিয়াদিয়াছি। অতএব যদি তাহারা তোমারদিগকে কহে যে দেখ তিনি প্রান্তরে আছেন তবে বাহিরাইওনা কিম্বা দেখ তিনি অন্তস্পুরে আছেন তাহা প্রত্যয় করিওনা।
২৭ কেননা যেমত বিদ্যুৎ পূর্ব্বদিগ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় সেই মত মনুষ্য পুত্রের
২৮ আগমনও হইবে। কেননা যেখানে মরা আছে সেই
২৯ স্থানে গিদ্ধী সকল যড় হইবে। সেই দিবসের ক্লেশ হইলে পরে তৎক্ষণাৎ সূর্য্য অন্ধীকৃত হইবে ও চন্দ্র আপনার জ্যোৎস্না দিবেক না এবং নক্ষত্র সকল আকাশ

হইতে পতন হইবে আর স্বর্গের বল সকল দোলিত
৩০ হইবে। তখন মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন আকাশেতে দেখা
যাইবে ও সেই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি ক্রন্দন
করিবে এবং তাহারা মনুষ্য পুত্রকে সপরাক্রমে ও মহা
৩১ তেজেতে আকাশের মেঘে আসিতে দেখিবে। এবং
তিনি আপন দূতগণেরদিগকে বাঁকের মহত শব্দেতে
প্রেরণ করিবেন ও তাহারা আকাশের একদিক হইতে
অন্যদিগ পর্যন্ত চতুর্ব্বায়ু হইতেই তাহার মনোনীতের
৩২ দিগকে আনিয়া একত্র করিবেক। এখন আঞ্জীর
বৃক্ষেতে এক দৃষ্টান্ত শিখহ যখন তাহার শাখা কোমল
হয় এবং পত্র বাহির করে তখনি তোমরা জানহ যে
৩৩ গ্রীষ্ম সময় নিকট আছে। তদনুরূপে তোমরা ও যখন
এসকল দেখিবা তখন জানিও যে তাহা নিকটে আছে
৩৪ বরঞ্চ দ্বারের কাছে। সত্যই আমি তোমারদিগকে কহি
এই বর্ত্তমান লোক যাইবেনা যাবৎ পর্য্যন্ত এসকল
৩৫ ঘটনা পূর্ণ না হয়। স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ হইয়া যাইবে
৩৬ কিন্তু আমার কথা লুপ্ত হইবে না। কিন্তু সেই দিবস
ও দণ্ডের নিরাকরণ কেহ জানেনা বরং স্বর্গের দূতগণও
৩৭ জানেনা কিন্তু আমার পিতা কেবল। কিন্তু নুহের
সময়ে যে মত ছিল সেই মত মনুষ্য পুত্রের আগমন
৩৮ ও হইবে। কেননা যেমত জল প্লাবিতের পূর্ব্বে যে
দিবস নুহ যাহাজেতে প্রবেশ করিলেক সেই দিবস

পর্য্যন্তই তাহারা খাইতেছিল ও পীতেছিল ও বিবাহ
৩৯ করিতেছিল ও বিবাহ দিতেছিল। এবং যাবৎ বণ্যা
আসিয়া তাহারদিগকে না লইয়াগেল তাবৎ তাহারা
অজ্ঞাত থাকিল সেই মত মনুষ্য পুত্রের আগমন ও
৪০ হইবে। তখন দুই জন ক্ষেতে হইবে এক জন ধরা
৪১ যাইবে ও অন্য জন ছাড়া যাইবে। দুই মাইয়া জাঁতা
পিষিতে থাকিবে এক জনা ধৃত হইবে ও অন্যজনা
৪২ ত্যক্ত হইবে। অতএব সচেতন হইয়া থাক কেননা
তোমাররদের পুভু কোন দণ্ডে আসিবেন তাহা তোমরা
৪৩ জাননা। কিন্তু ইহা বুঝ যে গৃহপতি যদি জানিত চোর
কোন পুহরে আসিবে তবে সে জাগ্রুত হইয়া থাকিত
৪৪ ও আপন গৃহে সিন্ধ করিতে দিত না। অতএব তোমরাও
পুস্তুত হইয়া থাক কেননা যে দণ্ডে তোমরা ভাবনা
৪৫ করহ না সে দণ্ডেই মনুষ্য পুত্রের আগমন। তবে সে
বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান ভৃত্য কেটা যাহাকে তাহার পুভু
আপন পরিজনেরদিগকে সময়ানুক্রমে ভোজন করাইতে
৪৬ তাহারদের উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখেন। ধন্য সে
ভৃত্য যাহাকে তাহার পুভু যখন আসিবেন তখন সেই
৪৭ মত করিতে পুবর্ত্ত পাইবেন। সত্য আমি তোমার
দিগকে কহি তিনি তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ
৪৮ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদিতু সে দুষ্ট ভৃত্য আপন
মনের মধ্যে কহে যে আমার পুভু আপন আগমন

৪৯ বিলম্ব করিতেছেন। পরে তাহার সহ ভৃত্যেরদিগকে মারিপিট করিতে ও মত্তলোকের সঙ্গে ভোজন পান
৫০ করিতে প্রবর্ত্ত হয়। সে ভৃত্যের প্রভু যে দিবসে তাহার অপেক্ষা সে করেনা এবং যে দণ্ডে তাহার চেতন হয়না
৫১ তখনি আসিবেন। এবং তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিবেন ও কপটি বর্গের সঙ্গে তাহার ভাগ্য নিরূপণ করিবেন সেখানে ক্রন্দন ও দন্তের কিড়ি মিড়ি—

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

তখন স্বর্গের রাজ্য দশ কন্যার মত হইবে যে আপনারদের প্রদীপ লইয়া বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগে
২ বাড়িল। এবং তাহারদের পাঁচজনা জ্ঞানবতী ছিল ও
৩ পাঁচজনা অজ্ঞানা। যাহারা অজ্ঞানা ছিল তাহারা আপনারদের প্রদীপ লইল কিন্তু তাহার সঙ্গে তৈল লইল
৪ না কিন্তু জ্ঞানবতীরা প্রদীপের সহিত তৈল আপনারদের
৫ পাত্রে লইল। বর বিলম্ব করিয়া থাকিতে ২ তাহারা
৬ সকলি ঢুলিয়া ২ নিদ্রাগত হইল। পরে অর্দ্ধ রাত্রির সময়ে কলরব হইল যে হে দেখ বর আসিতেছে তাহার
৭ সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগে বাড়। তখন সে সকল কন্যা উঠিয়া আপনারদের প্রদীপ সকল উস্কাইতে
৮ লাগিল তাহাতে অজ্ঞানারা জ্ঞানবতীরদিগকে বলিতে লাগিল যে তোমারদের তৈল হইতে আমারদিগকে কিছু দেও কেননা আমারদের প্রদীপ সকল নিবিয়া গিয়াছে।

৯ কিন্তু জ্ঞানবতীরা উত্তর করিয়া কহিল যে না কি জানি, আমারদের ও তোমারদের কারণ কুলাইবার মত হয় কি না তা নাকরিয়া বরঞ্চ বিক্রয়কেরদের স্থানে
১০ যাইয়া আপনারদের কারণ কিনিয়া লও। কিন্তু যাবৎ তাহারা কিনিতে গিয়াছিল ইহার মধ্যে বর আইলেন এবং যাহারা পুস্তুত ছিল সে সকল তাহার সমভ্যারে বিবাহ বাটীতে পুবেশ করিল পরে দ্বার রুদ্ধ হইল।
১১ তাহার পরে অন্য কন্যারা আসিয়া কহিল হে মহাশয় ২
১২ আমারদের পুতি দ্বার খুলিয়া দেও। কিন্তু সে উত্তর করিয়া কহিলেক আমি তোমারদিগকে জানিনা ইহা
১৩ আমি তোমারদিগকে নিতান্ত কহি। অতএব সচেতন থাকহ কেননা মনুষ্য পুত্র কোন দিবসে কিম্বা কোন
১৪ দণ্ডে আইসেন তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ। কেননা সে দূর দেশ যাত্রী এক মনুষ্যের মত যে আপন ভৃত্যের দিগকে ডাকিয়া তাহারদের স্থানে আপন সম্পত্তি
১৫ গচ্ছিত করিয়া দিল। তাহাতে সে এক জনকে পাঁচ তোড়া অন্য জনকে দুই আর এক জনকে এক তাহারদের আপন ২ ক্ষমতানুযায়ী পুত্যেক জনকে দিল দিয়া
১৬ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। তখন যে জন পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল সে যাইয়া তাহা দিয়া ব্যাপার করিয়া আর
১৭ পাঁচ তোড়া উপার্জ্জন করিল। এবং যে জন দুই তোড়া
১৮ পাইয়াছিল সেও আর দুইটা লাভ করিল। কিন্তু যে

ব্যক্তি এক তোড়া পাইয়াছিল সে যাইয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া আপন কর্ত্তার টাকাকড়ী পুতিয়া রাখিল।
১৯ ব্যাপক কাল গত হইলে সে ভৃত্যেরদের কর্ত্তা আসিয়া
২০ তাহারদের সঙ্গে লেখা যোখা করিতে লাগিল। অতএব যে জন পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল সে আর পাঁচ তোড়া লইয়া আসিয়া কহিল হে মহাশয় আপনি আমার স্থানে পাঁচ তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন দেখ তাহার অধিকে আমি আর পাঁচ তোড়া লাভ করিয়াছি।
২১ তাহার কর্ত্তা তাহাকে কহিল ধন্য ভাল ও বিশ্বাসী ভৃত্য তুমি অল্প বস্তুতে বিশ্বাসী হইলা আমি তোমাকে বহু বস্তুর উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখিব তুমি আপন প্রভুর
২২ সুখামোদে প্রবেশ করহ। যে জন দুই তোড়া পাইয়াছিল সেও আসিয়া কহিল হে মহাশয় আপনি আমার স্থানে দুই তোড়া সোঁপিয়াছিলেন দেখ তাহা ছাড়া আমি
২৩ আর দুই তোড়া লাভ করিয়াছি। তাহার কর্ত্তা তাহাকে কহিল ধন্য ভাল ও বিশ্বাসী ভৃত্য তুমি অল্প সামগ্রীতে বিশ্বাসী হইলা আমি তোমাকে বহু সামগ্রীর উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখিব তুমি আপন প্রভুর সুখামোদে
২৪ প্রবেশ করহ। তখন সেই যে এক তোড়া পাইয়াছিল সে আসিয়া কহিল হে মহাশয় আমি তোমাকে কঠিন লোক করিয়া জানিলাম যেখানে তুমি বুনহ নাই সেই খানে কাট এবং যেখানে তুমি ছড়াও নাই সেইস্থানে

২৫ কুড়াইতেছ। এবং শঙ্কিত হইয়া আমি যাইয়া তোমার তোড়া ভূঁমিতে পুতিয়া রাখিয়াছি এই দেখ তুমি
২৬ আপনার লও। তাহার কর্ত্তা তাহাকে উত্তর করিয়া কহিল রে দুষ্ট ও অলস ভৃত্য তুই জানিলি যে আমি কাটিতেছি যেখানে আমি বুনি নাই ও কুড়াইতেছি
২৭ যেখানে আমি ছড়াইনাই। অতএব আমার টাকা বণিকেরদের স্থানে দিতে তোর উপযুক্ত ছিল তবে আমার আইসনে আমি আপনার নিজ সুদ সমেত পাই
২৮ তাম। অতএব তাহা হইতে তোড়া লইয়া যাহার দশ
২৯ তোড়া আছে তাহাকে দেও। কেননা প্রতি জন যাহার স্থানেতে আছে তাহাকে দেওয়া যাইবে এবং তাহার বাহুল্যতা হইবে কিন্তু যাহার স্থানে নাই বরং যে কিছু সে ধারণ করে তাহাও তাহা হইতে লওয়া যাইবে।
৩০ এবং তোমরা সে নিষ্ফল ভৃত্যকে বহির্ভূত অন্ধকারে ফেলিয়া দেও সেখানে ক্রন্দন ও দন্তের কিড়ি মিড়ি
৩১ হইবে। যখন মনুষ্য পুত্র ধর্ম্মদূত সকল সঙ্গে করিয়া আপন প্রভাবে আসিবেন তখন তিনি আপন তেজোময়
৩২ সিংহাসনে বসিবেন। এবং তাঁহার সাক্ষাতে সমস্ত দেশ একত্র করা যাইবে ও তিনি তাহারদিগকে পৃথক ২ করিয়া রাখিবেন যাদৃশ মেষ পালক আপন মেষ সকল
৩৩ ছাগ হইতে ভিন্ন ২ করে। এবং তিনি মেষ সকল আপন দক্ষিণ ভিতে থুইবেন কিন্তু ছাগ সকল বাম

৩৪ ভিতে। তখন রাজা আপন দক্ষিণ দিগ স্থিত সকলের প্রতি কহিবেন আইস আমার পিতার অনুগ্রহ পাত্রেরা সে রাজ্যের ভোগ কর যে তোমারদের কারণ জগতের

৩৫ পত্তনাবধি প্রস্তুত হইয়াছে। কেননা আমি ক্ষুধিত ছিলাম ও তোমরা আমাকে খাওয়াইলা আমি তৃষ্ণিত ছিলাম ও তোমরা আমাকে পান করাইলা আমি বিদেশী ছিলাম ও তোমরা আমাকে স্বস্থানে লইলা।

৩৬ বস্ত্র হীন হইলে তোমরা আমাকে বস্ত্র পরাইলা আমি ব্যাধিত ছিলাম ও তোমরা আমার তত্ত্বাবধারণ করিলা আমি কারাগারেতে ছিলাম ও তোমরা আমার নিকটে

৩৭ আইলা। তখন ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিবে হে প্রভো কোন সময়ে আমরা তোমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া খাওয়াইলাম কিম্বা তৃষ্ণিত দেখিয়া পান করাইলাম।

৩৮ আমরা কোন সময়ে তোমাকে বিদেশী দেখিয়া স্বস্থানে লইলাম কিম্বা বস্ত্র হীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইলাম।

৩৯ কিম্বা আমরা কোন সময়ে তোমাকে ব্যাধিত কি

৪০ কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার নিকটে আইলাম। তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিবেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি যখন তোমরা এই আমার ভ্রাতৃগণের লঘুতর কোন এক প্রাণিকে সেইমত করিলা

৪১ তখন সে তোমরা আমাকেই করিলা। তখন যে সকল তাঁহার বাম দিগে থাকে তাহারদিগকে তিনি কহিবেন

হে শাপগ্রস্ত সকল তোমরা আমার নিকট হইতে সেই অনন্তানলে চলিয়া যাও যে শয়তান ও তাহার দূত গণের
৪২ কারণ প্রস্তুত আছে। কেননা আমি ক্ষুধিত ছিলাম ও তোমরা আমাকে খাওয়াইলা না আমি তৃষ্ণিত ছিলাম
৪৩ ও তোমরা আমাকে পান করাইলা না। আমি বিদেশী ছিলাম ও তোমারা আমাকে স্বস্থানে লইলানা বস্ত্র হীন ছিলাম ও তোমরা আমাকে বস্ত্র পরাইলা না আমি ব্যাধিত ও কারাগারস্থ ছিলাম ও তোমরা আমার
৪৪ তত্ত্বাবধারণ করিলা না। তখন তাহারাও উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিবে হে প্রভো আমরা কোন সময়ে তোমাকে ক্ষুধিত কি তৃষ্ণিত কি বিদেশী কি বস্ত্র হীন কি ব্যাধিত কিম্বা কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার সেবা করি নাই।
৪৫ তখন তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিবেন তোমরা ইহারদের লঘুতর কোন এক প্রাণিকে যখন
৪৬ করিলা না তখন আমাকেই করিলা না। এবং ইহারা অনন্ত দণ্ড ভোগে চলিয়া যাইবে কিন্তু প্রাকৃতার্থিকেরা অনন্ত জীবনে———

ষড়্বিংশতি অধ্যায়

অনন্তর কালানুক্রমে য়িশু এসকল প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলে পরে তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিতে
২ লাগিলেন যে। তোমরা জান দুই দিবস পরে পেষাক্ষ পর্ব্ব হইবে এবং মনুষ্য পুত্র ক্রুশেতে হত্যা হওনের

৩ কারণ বিশ্বাস ঘাতিত হইয়া সমর্পিত হইয়াছে। তখন কাইয়াফা নামে মহাযাজকের অট্টালিকায় প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা ও লোকেরদের প্রাচীনেরা
৪ আসিয়া সভা করিল। এবং য়িশুকে কিরূপে ফাকীতে ধরিয়া বধ করিতে পারে তাহা তাহারা মন্ত্রণা করিতে
৫ লাগিল। কিন্তু তাহারা কহিল যে পূর্ব্ব সময়ে নয় কি
৬ জানি লোকের মধ্যে গোলমাল বা হয়। পরে যখন য়িশু
৭ বিতানিয়ায় শীমন কুষ্ঠীর ঘরেতে ছিলেন। তখন ভোজনে বসিয়া থাকিতে ২ এক স্ত্রীলোক অতি মূল্যবান অতি সুগন্ধী তৈল একটা মরমরী প্রস্তরের কৌটায় সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া
৮ দিল। কিন্তু যখন তাঁহার শিষ্যেরা তাহা দেখিল তখন তাহারা মনঃস্তাপিত হইয়া কহিল যে এই অপব্যয়
৯ কিসের কারণ। কেননা এই তৈল বহু মূল্যে বিক্রীত
১০ হইয়া দরিদ্রেরদিগকে দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু য়িশু ইহা জানিয়া তাহারদিগকে কহিলেন স্ত্রীটাকে কেন ব্যামহ দেও কেননা সে আমার উপর একটা ভাল
১১ কর্ম্ম করিয়াছে। কেননা তোমারদের স্থানে দরিদ্রেরা সদত আছে কিন্তু আমি তোমারদের স্থানে সদত নহি।
১২ সে যখন এই তৈল আমার শরীরের উপর ঢালিয়া দিল তখন সে আমার কবর দেওনের কারণ তাহা করিল।
১৩ সত্যই আমি তোমারদিগকে কহি জগত সমুদায় যে ২

স্থানে এই মঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইবে সেই ২ স্থানে এই যে কর্ম্ম এই স্ত্রীলোক করিয়াছে তাহা তাহার
১৪ স্মরণার্থে জ্ঞাপিত হইবে। তখন য়িহুদা স্কারিওটা নামে দ্বাদশের একজন প্রধান যাজকেরদের নিকটে গেল।
১৫ এবং তাহারদিগকে বলিতেলাগিল আমি তাহাকে তোমারদের স্থানে সমর্পণ করিলে তোমরা আমাকে কি দিবা তখন তাহারা ত্রিশখান রুপা নিয়ম করিয়া
১৬ তাহার সঙ্গে পণ স্থির করিল। এবং সেই কাল হইতে সে বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া ধরাইয়া দিতে
১৭ সাঙ্গত্যের চেষ্টা করিল। অনন্তর অখমীরী রুটির প্রথম দিবসে শিষ্যেরা য়িশুর নিকটে আসিয়া কহিলেক আপনকার খাইবার কারণ আমরা কোন স্থানে
১৮ পেষাক্কের আয়োজন করিব আপনকার ইচ্ছা কি। তখন তিনি কহিলেন নগরের মধ্যে অমুক জনের নিকটে যাইয়া তাহাকে বল যে দেখ গুরু কহিতেছেন আমার সময় সন্নিকট হইল আমি আপন শিষ্যগণের সঙ্গে
১৯ তোমার ঘরেতে পেষাক্ক পর্ব্ব করিব। এবং য়িশু যেমত নিরুপণ করিয়াছিলেন সেই মত শিষ্যেরা করিল এবং
২০ পেষাক্ক প্রস্তুত করিল। অতএব সন্ধ্যাকাল উপস্থিত
২১ হইলে তিনি দ্বাদশটার সঙ্গে বসিলেন। এবং তাহারা খাইতে ২ তিনি কহিলেন সত্যই আমি তোমারদিগকে কহি তোমারদের এক জন আমাকে বিশ্বাস ঘাতকী

২২ করিয়া ধরাইয়া দিবে। তখন তাহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল এবং প্রত্যেক জন তাহাকে বলিতে লাগিল যে হে
২৩ প্রভো সে কি আমি। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন যে জন আমার সঙ্গে থালেতে হাত দিতেছে সেই আমাকে
২৪ বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া ধরাইয়া দিবে। মনুষ্য পুত্র যাইতেছে যে মত তাহার বিষয়ে গ্রন্থ আছে কিন্তু যে জনেতে মনুষ্য পুত্র বিশ্বাস ঘাতিত হয় সে জনের মনস্তাপ হইবে সেই জনের জন্ম যদি কখন হইত না
২৫ তবে তাহার ভাগ্যে সেই ভাল। তখন য়িহুদা যে তাহাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিল সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল হে গুরো সে কি আমি তিনি তাহাকে কহিলেন
২৬ তুমি বলিলা। পরে তাহারা খাইতে২ তিনি রুটি লইলেন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া খণ্ড২ করিলেন এবং শিষ্যেরদিগকে দিয়া কহিলেন লও খাও এই আমার
২৭ শরীর। পরে তিনি বাটীটা লইয়া স্তব করিলেন এবং তাহারদিগকে দিয়া কহিলেন ইহা তোমরা সকলি পান
২৮ কর। কেননা এই আমার রক্ত সে নূতন অঙ্গীকারের যে পাপের ক্ষমা প্রযুক্তে অনেকের কারণ পাত
২৯ হইয়াছে। কিন্তু আমি তোমারদিগকে কহি যে এখন হইতে এই দ্রাক্ষা বৃক্ষের উদ্ভব যাবৎ পর্য্যন্ত আমি আপন পিতার রাজ্যেতে তোমারদের সঙ্গে তাহা নূতন না
৩০ পানকরি তাবৎ আমি আর পান করিব না। এবং এক

স্তব গীত গাইলে পরে তাঁহারা বাহিরাইয়া জৈতুন
৩১ পর্ব্বতে গেলেন। তখন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন এই
রাত্রি তোমরা সকলেই আমার বিষয়ে উচোট খাইবা
কেননা গুপ্ত আছে যে আমি মেষ পালককে মারিব
পরে পালের মেষ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।
৩২ কিন্তু আমার পুনরুত্থান হইলে পরে আমি তোমারদের
৩৩ অগ্রসর হইয়া গালিলিতে যাইব। পিতর তাঁহাকে
উত্তর করিয়া কহিল যদি সকল লোক তোমার বিষয়ে
উচোট খায় আমি তো কখন উচোট খাইবনা।
৩৪ য়িশু তাহাকে কহিলেন সত্য আমি তোমাকে কহি এই
রাত্রি কুক্ড়ার ডাকের পূর্ব্বেই তুমি তিনবার আমাকে
৩৫ অস্বীকার করিবা। পিতর তাঁহাকে বলিল যদিতু আমি
তোমার সঙ্গে মরি তথাপি আমি তোমাকে অস্বীকার
৩৬ করিব না তদনুসারে সকল শিষ্যও বলিল। তখন য়িশু
তাহারদের সহিত গেতসমনি নামে এক স্থানে আইলেন
পরে শিষ্যেরদিগকে কহিলেন যাবৎ আমি ওখানে
যাইয়া প্রার্থনা করি তাবৎ তোমরা এখানে বসিয়া থাক।
৩৭ পরে পিতর ও জেবদির দুই পুত্র কে সঙ্গে লইয়া গিয়া
তিনি শোকাকুল ও অত্যন্ত মনোব্যথিত হইতে
৩৮ লাগিলেন। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমার
প্রাণ অত্যন্ত শোকাকুল হইল বরং মরিবার মত তোমরা
৩৯ আমার সঙ্গে এখানে জাগ্রত হইয়া থাক। পরে কিঞ্চিত

দূরে আগে বাড়িয়া তিনি অষ্টাঙ্গে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে হে আমার পিত যদি হইতে পারে তবে এই বাটী আমার নিকট হইতে যেন দূর হয় তত্রাপি আমার ইচ্ছা মত না হইয়া তোমার ইচ্ছা মত
৪০ হউক। পরে শিষ্যেরদের নিকটে আসিয়া তাহার দিগকে নিদ্রাগত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন কি আমার
৪১ সঙ্গে একদণ্ড মাত্র জাগ্রত থাকিতে পারিলানা। সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা করহ যে তোমরা পরীক্ষাতে প্রবেশ
৪২ নাকর আত্মা উদ্যুক্ত বটে কিন্তু শরীর অশক্ত। দ্বিতীয় বার যাইয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেহে আমার পিত যদি তাহার পান করা ব্যতিরেক এই বাটী আমার নিকট হইতে দূর করা যায় না তবে তোমার
৪৩ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পরে আসিয়া তিনি পুনর্ব্বার তাহার দিগকে নিদ্রাগত পাইলেন কেননা তাহারদের চক্ষু
৪৪ ভারী ছিল। পুনশ্চ তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া গিয়া
৪৫ তৃতীয় বার প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্ব কথা কহিলেন। তখন তিনি শিষ্যেরদের নিকটে আসিয়া তাহারদিগকে কহিলেন সম্প্রতি শয়ন করিয়া আরামে থাক দেখ সময় উপস্থিত হইল এবং মনুষ্য পুত্র পাপিগণের হাতে
৪৬ বিশ্বাস ঘাতিত হইয়া সমর্পিত হইতেছে। উঠ আমরা যাই দেখ যে আমাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া ধরাইয়া
৪৭ দেয় সে সমীপে আছে। এবং তিনি কথা কহিতে২

দেখ য়হুদা দ্বাদশের একজন এবং তাহার সঙ্গে প্রধান যাজক ও লোকরদের প্রাচীনগণ হইতে তলওয়ার ও
৪৮ লাঠী লইয়া বড় লোকারণ্য আইল। ইহাতে যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া ধরাইয়া দিল সে তাহার দিগকে একটা নিদর্শন দিয়া কহিয়াছিল যাহাকে আমি চুম্বন করিব সেই সে আছে তাহাকে ধরিয়া লও।
৪৯ অতএব সে এককালীন য়িশুর নিকট আইল এবং হে
৫০ গুরো প্রণাম বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল য়িশু তাহাকে কহিলেন হে মিত্র তুমি কি কারণ আসিয়াছ তখন তাহারা আসিয়া য়িশুর উপর হাত দিয়া তাঁহাকে
৫১ ধরিয়া লইল। পরে দেখ য়িশুর সমভ্যারিরদের মধ্যে এক জন হাত বিস্তার করিয়া আপনার তলওয়ার ধারণ করিল এবং মহা যাজকের এক জন ভৃত্যকে ঘা মারিয়া
৫২ তাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিল। তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন তোমার তলওয়ার আপন স্থানে পুনশ্চ রাখ কেননা যাহারা তলওয়ার ধারণ করে সে সকল
৫৩ তলওয়ারেতে নষ্ট হইবে। তুমি কি বুঝহ না যে এই ক্ষণে আমি আপন পিতার স্থানে প্রার্থনা করিতে পারিব তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে স্বর্গ দূতের
৫৪ দ্বাদশ বাহিনী হইতে অধিক দিবেন। কিন্তু তাহা হইলে গ্রন্থ সকল কি রূপে পূর্ণ হইবে যে এই মত
৫৫ হইবার আবশ্যক আছে। সেইক্ষণে য়িশু লোকারণ্য

প্রতি কহিতে লাগিলেন তোমরা তলওয়ার ও লাঠী লইয়া যাদৃশ চোরের প্রতি তাদৃশ কি আমাকে ধরিতে বাহিরাইয়া আসিয়াছ আমি প্রত্যহ তোমারদের সঙ্গে মন্দিরে বসিয়া শিখাইতেছিলাম কিন্তু তখন তোমরা

৫৬ আমাকে ধরিলানা। কিন্তু এসকল করাগেল ভবিষ্যৎ বক্তারদের গ্রন্থ সকল যেন পূর্ণ হয় তখন শিষ্যেরা

৫৭ সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন যে সকল য়িশুকে ধরিয়াছিল তাহারা কাইয়াফা মহা যাজকের নিকটে তাঁহাকে লইয়া গেল যেখানে

৫৮ অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনেরা সভাস্থ হইল। কিন্তু পিতর দূরে থাকিয়া মহা যাজকের অট্টালিকায় তাহার পাছে ২ চলিল এবং শেষ দেখিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভৃত্য

৫৯ লোকের সঙ্গে বসিয়া থাকিল। তখন প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনলোক ও মন্ত্রী সভা সমূহ য়িশুকে বধ করিবার কারণ তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষীর অনুসন্ধান করিল।

৬০ কিন্তু কিছু পাইলনা তাহাতে অনেক মিথ্যা সাক্ষীরা আইল বটে তত্রাপি তাহারা কিছু পাইলনা অবশেষে

৬১ দুই মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া কহিল। এই বেটা বলিল যে আমি মন্দিরকে ভঞ্জন করিয়া তাহা পুনরায় তিন

৬২ দিবসের মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে পারি। তখন মহা যাজক উঠিয়া তাঁহাকে কহিল কি তুমি কিছু উত্তর দেওনা

৬৩ তোমার প্রতি ইহারা কি সাক্ষী দেয়। কিন্তু য়িশু চুপ

করিয়া থাকিলেন তখন মহা যাজক তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিল তুমি খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র বট কি না ইহা আমারদিগকে বলিতে আমি তোমাকে জীববান
৬৪ ঈশ্বরের দিব্য দি। য়িশু তাহাকে কহিলেন তুমি বলিয়াছ অপর আমি তোমারদিগকে কহি যে ইহার পরে তোমরা মনুষ্য পুত্রকে প্রভাবের দক্ষিণ ভিতে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘে আগমন করিতে
৬৫ দেখিবা। তখন মহা যাজক আপন বস্ত্র ফাড়িয়া কহিল এটা ঈশ্বরাপমানক কথা কহিয়াছে আমারদের আর সাক্ষীতে প্রয়োজন কি দেখ তো তোমরা তাহার
৬৬ ঈশ্বরাপমানক কথা সম্প্রতি শুনিয়াছ। তোমরা কি বুঝহ তাহারা উত্তর করিয়া কহিল সে মৃত্যুর দোষী।
৬৭ তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুক ফেলিল ও তাঁহাকে
৬৮ কীল মারিল। এবং অন্যরা চড় মারিয়া কহিতে লাগিল রে খ্রীষ্ট আমারদিগকে ভবিষৎ বাণী কহ কে তোকে
৬৯ ঘা মারিল। ইহার মধ্যে পিতর বাহির দালানে বসিয়া ছিল এবং এক চেড়ী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল
৭০ তুমিও গালিলি য়িশুর সঙ্গে ছিলা। কিন্তু সে সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিল তুমি কি বলিতেছ
৭১ তাহা আমি জানিনা। অনন্তর দরদালানে গেলেপরে আর এক চেড়ী তাহাকে দেখিয়া সেখানকার উপস্থিত লোকেরদিগকে কহিল এই জনও য়িশু নাজারণের

৭২ সঙ্গে ছিল। এবং সে দিব্য করিয়া পুনরায় অস্বীকার
৭৩ করিল যে আমি সে মনুষ্যকে জানিনা। কিঞ্চিত কাল
পরে সে আশপাশের লোক আসিয়া পিতরকে কহিল
অবশ্য তুমি তাহারদের মধ্যকার লোক কেননা তোমার
৭৪ ভাষা তোমাকে ব্যক্ত করায়। তখন সে স্পষ্ট বলিতে
ও দিব্য করিতে লাগিল যে আমি সে মনুষ্যকে জানিনা
৭৫ ও তৎক্ষণাৎ কুক্‌ড়া ধ্বনি দিল। তখন পিতর সে কথা
স্মরণ করিল যে য়িশু তাহাকে বলিয়াছিলেন তুমি
কুক্কুটের ধ্বনির পূর্ব্বে আমাকে তিনবার অস্বীকার
করিবা এবং সে বাহিরে যাইয়া ডুকুরিয়া কান্দিতে লাগিল

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

রাত্রি প্রভাত হইলে পরে প্রধান যাজকেরা ও
লোকেরদের প্রাচীনেরা য়িশুকে বধ করিতে তাহারা
২ বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। এবং বাঁধিলে পরে
তাঁহাকে লইয়া গিয়া পন্তিয়স পীলাত রাজ্য কর্ত্তার
৩ স্থানে সমর্পণ করিল। কিন্তু য়িহুদা যে বিশ্বাস ঘাতকী
করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়াছিল যখন সে দেখিল তাঁহার
দণ্ডের নিশ্চয় হইয়াছে তখন সে সখেদ হইয়া ঐ
ত্রিশ খান রূপা প্রধান যাজক ও প্রাচীন লোকেরদের
৪ স্থানে পুনশ্চ আনিয়া দিয়া কহিল। আমি পাপ
করিয়াছি। কেননা আমি বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া
নিষ্পাপী রক্ত সমর্পণ করিয়াছি তখন তাহারা উত্তর

করিল যে তাহাতে আমারদের কি তুমি তাহা বুঝ। ৫ তখন সেই ত্রিশ খান রূপা মন্দিরের মধ্যে ফেলাইয়া দিয়া সে পুস্থান করিল এবং যাইয়া আপনাকে ফাঁসী ৬ দিল। পরে পুধান যাজকেরা সেই রূপা খান সকল উঠাইয়া লইয়া কহিল এ সকল ভাণ্ডারে রাখা কর্ত্তব্য ৭ নহে কেননা সে রক্তের মূল্য। অতএব তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশি লোকেরদের কবরস্থানার্থে তাহা দিয়া ৮ কুম্ভকারেরদের ভূমিক্রয় করিল। এতদর্থে সেই ভূমি ৯ আজি পর্য্যন্ত রক্ত ভূমি কহায়। তখন তাহা পূর্ণ ১০ হইল যে। ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে উক্ত ছিল যে তাহারা ত্রিশ খান রূপা সেই বিক্রীত জনের মূল্য যাহাকে য়িষরালের সন্তানেরা বিক্রয় করিল তাহা লইয়া কুম্ভকারের ক্ষেত্রের কারণ দিল যেমত য়িহুহা ১১ আমার স্থানে নিরূপণ করিয়া ছিলেন। তখন য়িশু রাজ্য কর্ত্তার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং রাজ্য কর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন তুমি নাকি য়হূদীরদের ১২ রাজা য়িশু তাহাকে কহিলেন তুমি কহিয়াছ। পরে যখন পুধান যাজক ও পুাচীনগণ তাহার অপবাদ করিতে ১৩ লাগিল তখন তিনি কিছু উত্তর দিলেননা। অতএব পীলাত তাঁহাকে কহিলে ইহারা কত অপবাদ তোমার ১৪ পুতি সাক্ষী দেয় তুমি কি শুনহ না। কিন্তু তিনি এক কথার উত্তর ও দিলেননা তাহাতে রাজ্যকর্ত্তা বড়ই

১৫ আশ্চর্য্য মানিলেন। তো নিয়মানুসারে সেই পর্ব্বের সময়ে রাজ্য কর্ত্তা একজন বন্দী যাহাকে লোকেরা চাহিত তাহাকে মুক্ত করিয়া তাহারদের স্থানে ছাড়িয়া দিতেন।
১৬ এবং সেই সময়ে তাহারদের এক জন বরাব্বা
১৭ নামে বড়ই বিখ্যাত বন্ধুয়ান্ ছিল। অতএব তাহারা আসিয়া জড় হইলে পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন আমি কাহাকে তোমারদের স্থানে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিব কি বরাব্বাকে কিম্বা য়িশুকে যাহাকে খ্রীষ্ট বলে
১৮ তোমারদের ইচ্ছা কি। কেননা তিনি জানিলেন যে তাহারা ঈর্ষা ভাবেতে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল।
১৯ এবং যখন তিনি বিচার আসনে বসিয়াছিলেন তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিয়া পাঠাইলেক যে সেই প্রাকৃতার্থিক ব্যক্তির ভাল মন্দেতে কিছু করিওনা কেননা আজি আমি স্বপ্ন দ্বারাতে তাহার বিষয়ে বহু প্রকার
২০ দুঃখ পাইয়াছি। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা লোকারণ্যকে বুঝাইল যে তাহারা বরাব্বাকে চাহে ও
২১ য়িশুকে নষ্টকরে। রাজ্যকর্ত্তা তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন এ দুয়ের মধ্যে আমি কাহাকে তোমারদের স্থানে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিব তোমারদের ইচ্ছা
২২ কি তাহারা কহিল বরাব্বাকে। পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন তবে য়িশু যাহাকে খ্রীষ্ট করিয়া বলে তাহাকে আমি কি করিব তাহারা সকলেই বলিল যে তাহাকে

২৩ ক্রূশ দেওয়া যাউক। তখন রাজ্যকর্ত্তা কহিলেন কেন
সে কি মন্দ করিয়াছে কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইতে
২৪ লাগিল যে তাহাকে ক্রূশ দেওয়া যাউক। যখন পীলাত
দেখিলেন যে তিনি কিছু করিতে পারিলেননা বরং
গোলমাল হইতে লাগিল তখন জল লইয়া তিনি
লোকারণ্যের সাক্ষাতে আপনার হাত ধুইয়া কহিলেন
আমি এই প্রাকৃতার্থিক ব্যক্তির রক্তেতে নিরপরাধী
২৫ আছি তোমরাই তাহা বুঝহ। তখন লোক সকল উত্তর
করিয়া কহিলেক তাহার রক্ত আমারদের উপর ও
২৬ আমারদের সন্তানেরদের উপর বর্ত্তুক। তখন সে
তাহারদের স্থানে বরাব্বাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া
দিল এবং য়িশুকে কোড়া মারি দেওয়াইয়া তাহার
২৭ ক্রূশ হওনের কারণ সমর্পণ করিল। তখন রাজ্য
কর্ত্তার সেনাগণ য়িশুকে বিচার দালানে লইয়া গেল
এবং তাহার নিকটে সেনার যঠা সমূহ একত্র করিল।
২৮ পরে তাহার বস্ত্র খসাইয়া লইয়া তাহার উপর তাহারা
২৯ এক রক্ত বর্ণের রাজবস্ত্র পরাইয়া দিল। এবং এক কাঁটার
মুকুট বনাইয়া তাহার মস্তকে রাখিল ও তাহার দক্ষিণ
হাতে বেত দিল পরে তাহার সম্মুখে হাঁটুপাড়িয়া তাঁহাকে
হে য়হূদীরদের রাজন্ নমস্কার২ বলিয়া পরিহাস করিতে
৩০ লাগিল। পরে তাহার উপর থুক ফেলিয়া দিয়া তাঁহার
৩১ মস্তকে তাহারা বেত মারিল। এবং তাহাকে তিরস্কার

করিলে পরে তাঁহা হইতে সেই রাজ বস্ত্র উঠাইয়া
লইল এবং নিজ পরিচ্ছেদ পরাইয়া তাহাকে
৩২ ক্রূশেতে চড়াইয়াদিতে তাহাকে লইয়া গেল। পরে
বাহিরে যাইতে২ তাহারা শীমন নামে এক কিরেণি
মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে তাহার ক্রূশ বহিয়া
৩৩ লইয়া যাইতে বেগার ধরিল। অনন্তর গলগতা নামে
৩৪ এক স্থান।অর্থাৎ মাতা খুলী স্থান সেই খানে পৌঁছিলে
পরে তাহারা তাঁহাকে পিত্ততে মিশ্রিত ছিরকা পান
করিতে দিল কিন্তু তাহা চাকিয়া তিনি পান করিতে
৩৫ চাহিলেননা। তখন তাহারা তাহাকে ক্রূশেতে চড়াইয়া
এবং গুলীবাঁট করিয়া তাহার পরিচ্ছেদ ভাগ২ করিয়া
লইল সেই কথা যেন পূর্ণ হয় যে ভবিষ্যৎ বক্তার
দ্বারা উক্ত ছিল যে আমার বস্ত্র তাহারা আপনারদের
মধ্যে পরিবর্ণ্টন করিল এবং আমার জামার কারণ
৩৬ গুলীবাঁট করিল। পরে তাহারা সেই খানে বসিয়া
৩৭ তাহার প্রহরিতে থাকিল। এবং তাঁহার মস্তকের উপর
তাহার অপবাদের লেখন লাগাইয়া দিল যে এই য়িশু
৩৮ য়িহুদীরদের রাজা। এবং দুই চোর তাঁহার সঙ্গে ক্রূশেতে
চড়ান গেল এক জন দক্ষিণ পার্শ্বে ও অন্য জন বাম
৩৯ পার্শ্বে। এবং পথগামি সকল তাঁহাকে তিরস্কার করিতে
লাগিল তাহারা আপনারদের মস্তক নাড়িয়া কহিল।
৪০ ওরে মন্দিরের নাশক ও তাহার তিন দিনের মধ্যে

নির্ম্মাণ কারক তুই আপনার রক্ষা করিস যদি ঈশ্বরের
৪১ পুত্র হইস তবে ক্রূশ হইতে নামিস। এবং প্রধান
যাজকেরাও পরিহাস করিয়া অধ্যাপক ও প্রাচীন
৪২ লোকের সহিত বলিতে লাগিল। সে অন্যেরদিগকে
পরিত্রাণ করিল আপনার বরিত্রাণ করিতে পারিল না
যদি সে য়িশরালের রাজা হয় তবে সে ক্রূশ হইতে
৪৩ এখন নামুক ও আমরা তাহাকে প্রত্যয় করিব। সে
ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিল এখন তো উনি তাহার উদ্ধার
করুণ যদি তাহাকে রাখিতে ইচ্ছা করেণ কেননা সে
৪৪ কহিল যে আমি ঈশ্বরের পুত্র। এবং যে চোরেরা
তাঁহার সঙ্গে ক্রূশেতে চড়ান গেল তাহারাও তাহাকে
৪৫ সেই রূপ নিন্দা করিতে লাগিল। পরে দুই পুহর
অবধি তিন পুহর পর্য্যন্ত দেশ সমুদায় অন্ধকারাবৃত
৪৬ হইল। এবং তিন পুহর সময়ে য়িশু উচ্চৈঃ স্বরে
চেঁচাইতে লাগিলেন ঈলী ২ লামা শাবাকতনী অর্থাৎ
হে আমার ঈশ্বর হে আমার ঈশ্বর তুমি কেন আমাকে
৪৭ ছাড়িয়া গিয়াছ। ইহা সে আশপাশ উপস্থিত লোকের
দের কেহ২ শুনিয়া কহিল এই মনুষ্য ইলিয়াকে স্মরণ
৪৮ করিতেছে। এবং তাহারদের এক জন শীঘ্র দৌড়িয়া
এক টুকী স্পঞ্জ লইয়া ছিরকায় ভরিয়া দিয়া তাহা এক
বেতের অগ্রভাগে লাগাইয়া তাহাকে পান করিতে দিল
৪৯ অন্য সকল কহিল থাক্২ ঈলিয়া তাহাকে পরিত্রাণ

৫০ করিতে আসিবেন কি না আমারা দেখি। য়িশু উচ্চৈঃশব্দে
৫১ চেঁচাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন দেখ মন্দিরের
পরদা উপর হইতে নামো পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়া দুইখান
হইল ও ভূমি কাঁপিতে লাগিল ও পর্ব্বত ফাটিয়া গেল।
৫২ এবং কবরস্থান উদলা হইয়া গেল ও অনেক পুণ্যবানের
৫৩ দের সুপ্ত দেহ উঠিল। এবং য়িশুর পুনরুত্থান পরে
কবর হইতে বাহিরাইয়া পুণ্যনগরে গিয়া অনেকেরদের
৫৪ স্থানে দেখা দিল। ইহার মধ্যে সে শতসেনারপতি ও
তাহার সমিভ্যারিরা যে য়িশুর প্রতি প্রহরী ছিল
তাহারা সেই ভূমি কম্প ও যে ২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহা
যখন দেখিল তখন তাহারা বড় ভীত হইয়া কহিতে
৫৫ লাগিল সত্য বটে এই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। এবং সেই
খানে অনেক স্ত্রীলোক যে য়িশুর সেবা করিতে ২
তাঁহার পশ্চাৎ হইয়া গালিলি হইতে আসিয়া ছিল
৫৬ তাহারা অনেক দূরে থাকিয়া দেখিতেছিল তাহারদের
মধ্যে মারিয়া মাদ্দলেন ও য়াকুব ও যোসের মাতা ও
৫৭ মারিয়া ও জেবদির পুত্রেরদের মাতা ছিল। সন্ধ্যাকাল
উপস্থিত হইলে যুশফ নামে আরিমাতেয়ার এক
ধনবান লোক আইল সে আপনি য়িশুর শিষ্যও
৫৮ ছিল। সেই পীলাতের নিকটে গিয়া য়িশুর দেহ মাঙ্গিল
তখন পীলাত তাহার দেহ সমর্পণ করিতে আজ্ঞাদিলেন
৫৯ এবং যুশফ দেহ পাইলে পরে তাহাকে নির্ম্মল কাপড়ে

৬০ জড়াইয়া দিল। ও আপন নূতন কবর যে তিনি পাষাণ পর্ব্বতে খনন করিয়াছিলেন তাহাতে শোয়াইয়া দিয়া পরে কবর স্থানের দ্বারে এক মহা পাতর গড়াইয়া
৬১ দিয়া সে পুস্থান করিল। এবং সেখানে মারিয়া মাগ্দালেন ও অন্য মারিয়া কবরস্থানের সংমুখে বসিয়া
৬২ থাকিতেছিল। অনন্তর আয়োজন দিবসের পর দিবসে পুধান যাজকেরা ও ফারিসীরা পীলাতের নিকটে একত্র
৬৩ আসিয়া কহিল। মহাশয় আমারদের স্মরণে পড়িল যে ও পুবঞ্চক আপন জীবৎকালে কহিয়াছিল যে তিন
৬৪ দিন পরে আমি পুনর্ব্বার উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত কবরস্থান সুরক্ষিত হইতে আজ্ঞা করুন যে কি জানি তাহার শিষ্যগণ রাত্রি সময়ে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় পরে লোকেরদিগকে বলে যে ও মৃত্যু হইতে উঠিয়াছে তাহাতে শেষ ভ্রান্তি
৬৫ পুথম হইতে মন্দ হয়। পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের স্থানে পুহরী এক যঠা আছে চলিয়া যাও
৬৬ তাহা আপনারদের যথাসাধ্যে রক্ষা করগা। অতএব তাহারা যাইয়া পাতরে মোহর দিয়া পুহরিবর্গ রাখিয়া কবরস্থান রক্ষা করিল———

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

বিশ্রামবারের অবশেষে সপ্তাহের পুথমের ভোর হইতে ২ মারিয়া মাগ্দালেন ও অন্য মারিয়া কবরস্থান

২ দেখিতে আইল। পরে দেখ মহা ভূমিকম্প হইল কেননা ঈশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে নামিলেন এবং আসিয়া পাতর খান দ্বারের নিকট হইতে গড়াইয়া দিয়া তাহার
৩ উপর বসিলেন। তাহার বদন বিদ্যুতের ন্যায় এবং
৪ তাহার পরিচ্ছেদ হিমের তুল্য শুক্লবর্ণ। এবং তাহার
৫ ভয়েতে প্রহরিরা কম্পিত হইয়া মৃতবৎ হইল। তখন সে দূত স্ত্রীলোকেরদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন তোমরা শঙ্কিত হইও না কেননা আমি জানি যে তোমরা য়িশুর উদ্দেশে আছ যিনি ক্রূশেতে হত্যা
৬ হইয়াছিলেন। তিনি এখানে নহেন তিনি উঠিয়াছেন যেমত আপনি কহিয়াছিলেন আইস যে স্থানে প্রভু
৭ শয়ন করিলেন তাহা দেখ। পরে শীঘ্র যাইয়া তাহার শিষ্যেরদিগকে কহিয়া দেও যে তিনি মৃত্যু হইতে উঠিয়াছেন ও দেখ তিনি তোমারদের অগ্রসর হইয়া গালিলিতে যান দেখ আমি তোমারদিগকে কহিয়া
৮ দিয়াছি। অতএব তাহারা কবরস্থান হইতে সভয় ও মহানন্দে ঝটিতি চলিয়া গেল ও শিষ্যগণেরদিগকে
৯ সংবাদ আনিতে দৌড়িয়া আইল। এবং শিষ্যেরদিগকে কহিয়া দিতে যাইতে২ দেখ য়িশু তাহারদেরসঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন সকল কল্যাণ তখন তাহারা আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে
১০ লাগিল। তখন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন ভীত হইওনা আমার ভ্রাতরদিগকে গালিলিতে যাইতেকহ

১১ গিয়া সেখানে তাহারা আমার দেখা পাইবে। পরে তাহারা যাইতে ২ দেখ পুহরি বর্গের মধ্যে কেহ ২ নগরে আসিয়া যাহা২ হইয়াছে প্রধান যাজকেরদিগকে সকলি

১২ কহিয়াদিল। তখন তাহারা প্রাচীন লোকের সঙ্গে সভা করিয়া মন্ত্রণা করিলেক পরে তাহারা সেনাগনেরদিগকে

১৩ যথেষ্ট তঙ্কাদিয়া কহিল। তোমরা বল যে তাহার শিষ্যগণ রাত্রি সময়ে আসিয়া আমরা নিদ্রা করিতে ২

১৪ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এবং এই কথা যদি রাজ্য কর্ত্তার শ্রবণে আইসে তবে আমরা তাহাকে

১৫ বুঝাইয়া তোমারদের রক্ষা করিব। অতএব তাহারা সেই তঙ্কা গ্রহণ করিয়া যেমত শিক্ষিত হইল সেই মত করিল এবং সেই কথা য়িহুদী লোকের মধ্যে আজি

১৬ পর্য্যন্ত সচরাচর আছে। তখন এগারটা শিষ্য য়িশুর নিরূপিত এক পর্ব্বতে গালিলি দেশে চলিয়া গেল। পরে

১৭ তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভজনা করিল কিন্তু

১৮ কাহার ২ সন্দেহ ছিল। তখন য়িশু আসিয়া তাহার দিগকে শুনাইয়া কহিলেন যে স্বর্গেতে ও পৃথিবীতে

১৯ সকল সাধ্য আমাকে দেওয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা

২০ যাইয়া সকল দেশের লোকেরদিগকে। পিতার পুত্রের ও ধর্ম্মাত্মার নামেতে বাপ্টাইজ করিয়া যে কিছু আমি তোমারদিগকে আজ্ঞা করিয়াছি সে সকল পালন করিতে তাহারদিগকে শিখাইয়া শিষ্যকরহ এবং দেখ জগতের শেষ পর্যন্তই আমি সদত তোমারদের সঙ্গে আছি—

মঙ্গল সমাচার মার্কের রচিত

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের পুত্র য়িশু খ্রীষ্ট তাঁহার মঙ্গল সমাচারের
২ আরম্ভ। ভবিষ্যৎ বক্তারদের গ্রন্থে যেমত লিপি আছে
দেখ আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রসর করিয়া
পাঠাই ও সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।
৩ প্রান্তরের মধ্যে চীৎকারায়মান এক জনের রব যে
প্রভুর পথ প্রস্তুত করহ তাঁহার সরাণ সকল সমান
৪ করহ। য়োহন মহা প্রান্তরে বাপ্টাইজ করিলেন ও
৫ পাপের ক্ষমা প্রযুক্ত মন ফিরাণের বাপ্তিস্ম প্রচার
করিলেন। এবং য়িহুদা দেশ সমুদায় ও য়িরোশালম
নিবাসি সকল বাহির হইয়া তাহার নিকটে গেল ও
আপনারদের পাপ স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা য়ির্দন

আমারদিগকে থাকিতে দেও তোমার সঙ্গে আমারদের বিষয় কি তুমি না কি আমারদিগকে নষ্ট করিতে আসিয়াছ তুমি কেটা তাহা আমি জানি ঈশ্বরের

২৫ ধার্ম্মিক। তখন য়িস্ত তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন চুপ

২৬ কর ও তাহা হইতে বাহির হও। তখন সে অপবিত্র ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া উচ্চৈঃশব্দে চেঁচাইলে পরে তাহা

২৭ হইতে বাহির হইল। তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইল এমত যে তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এ কি আছে এ কি মত নূতন শিক্ষা কেননা ইনি সাধ্যে বরং অপবিত্র ভূতেরদিগকেই আজ্ঞা করিলে

২৮ তাহারা তাঁহার আজ্ঞা বহ হয়। অতএব তাহার খ্যাতি গালিলির চতুর্দ্দিগ দেশ সমূদায় তৎক্ষণাৎ ব্যাপিতে

২৯ লাগিল। পরে শিনগগ হইতে বাহির হইবা মাত্র তাহারা য়াকুব ও য়োহনের সঙ্গে শীমন আন্দ্রুর ঘরে

৩০ পুবেশ করিলেন। কিন্তু পিতরের শাশুড়ী জ্বরেতে পীড়িতা হইয়া শয়নে ছিল অতএব তাহার গতিক

৩১ তাহারা শীঘ্র তাঁহাকে জানাইয়া দিল। এবং তিনি আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিলেন ও তৎক্ষণাৎ জ্বর তাহাকে ছাড়িয়া দিল পরে সে

৩২ তাহারদের সেবা করিতে লাগিল। অনন্তর সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্য অস্ত হইতে২ তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত ও ভূতগ্রস্ত সকলের

৩৩ দিগকে তাঁহার নিকটে আনিয়া দিল। এবং নগর

৩৪ সমূহ আসিয়া দ্বারের কাছে যড় হইল। এবং যে নানা প্রকার রোগেতে রোগী ছিল এমত অনেকেরদিগকে তিনি নীরোগ করিলেন ও অনেক ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দিলেন কিন্তু ভূতেরা তাঁহাকে জানিল এই নিমিত্তে তিনি তাহারদিগকে কথা কহিতে দিলেন না।
৩৫ সেই রাত্রি প্রভাতে দিন প্রকাশ হওনের অনেক পূর্ব্বে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরাইয়া এক নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গিয়া সেই থানে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।
৩৬ পরে শীমন ও তাহার সমভ্যারিরা তাঁহার পশ্চাতে
৩৭ গমন করিল। এবং তাঁহার উদ্দেশ পাইলে পরে তাঁহাকে
৩৮ কহিল সকল মনুষ্য তোমার অন্বেষণ করে। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমরা অগ্রে অন্য ২ নগরে যাই সেথানে যেন আমি কথা প্রচার করি কেননা
৩৯ আমি এই নিমিত্তে বাহির হইয়া আইলাম। পরে তিনি গালিলি সমুদায় তাহারদের সিনগগে কথা প্রচার করিলেন ও ভূত সকল বাহির করিয়া দিলেন এবং এক কুষ্ঠী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে কাকুতি করিয়া
৪০ তাঁহার অগ্রে হাঁটু পাড়িয়া কহিতে লাগিল। আপনকার ইচ্ছা যদি হয় তবে আপনি আমাকে পরিষ্কার করিতে
৪১ পারেন। তখন য়িশু সকরুণ হইয়া হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা আছে
৪২ তুমি পরিষ্কৃত হও। তিনি কথা কহিবা মাত্র কুষ্ঠ

৪৩।৪৪ তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং সে পরিষ্কৃত হইল। পরে তিনি তাহাকে দৃঢ় মতে আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিয়া কহিলেন সাবধান কাহাকে কিছু কহিও না কিন্তু চলিয়া গিয়া যাজকের স্থানে আপনাকে দেখাইয়া তোমার পরিষ্কারার্থে তাহারদের প্রতি সাক্ষী হইবার কারণ যে দ্রব্য মোশা আজ্ঞা করিয়া ছিলেন তাহা নিবেদন
৪৫ করহ। কিন্তু সে বাহির হইয়া সেই কর্ম্ম ব্যাপক রূপে প্রচার করিয়া তাহার জনরব করিতে লাগিল তাহাতে য়িশু আরবার নগরের মধ্যে ব্যক্ত মতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না কিন্তু উজড়২ স্থানে বাহিরে থাকিলেন এবং লোকেরা সকল দিগ হইতে তাঁহার নিকটে আইল

দ্বিতীয় অধ্যায়

কএক দিবস পরে তিনি পুনরায় কফরনহূমে প্রবেশ করিলেন এবং জনরব হইল যে তিনি ঘরেতে আছেন।
২ তাহাতে শীঘ্র এতেক লোকের সংগ্রহ হইল যে তাহারদের সেস্থানে সমাবেশ হইলনা বরঞ্চদ্বারের আশপাশও নাই তখন তিনি তাহারদের প্রতি বাণী প্রচার করিতে
৩ লাগিলেন। পরে তাহারা চারি জনেতে উহ্যমান অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিতে ব্যাধিত এক জনকে লইয়া তাঁহার নিকটে
৪ আইল। কিন্তু লোকের উপর্য্যুপরি নিমিত্তে তাঁহার সাক্ষাতে পোঁছিতে না পারিয়া তিনি যে স্থানে ছিলেন সে স্থানের ছাত তাহারা খনন করিতে লাগিল এবং তাহা

উদলা করিলে পরে যে শয্যাতে সে অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিত
৫ শোয়ান ছিল তাহা নামাইয়া দিল। য়িশু তাহারদের
প্রত্যয় দেখিয়া সে অর্দ্ধাঙ্গিকে কহিলেন রে বাছা তোমার
৬ পাপ ক্ষমা হইয়াছে। কিন্তু কতেক অধ্যাপক সেখানে
বসিয়া ছিল ও আপনারদের মনেং বিচার করিতে
৭ লাগিল। যে এই মনুষ্য ঈশ্বরাপমানক কথা কেন
কহিতেছে ঈশ্বর ব্যতিরেক পাপের ক্ষমা কে করিতে
৮ পারে। পরে যখন য়িশু আপন অন্তঃকরণে বোধ
পাইলেন যে তাহারা আপনারদের মনের মধ্যে এই মত
বিচার করিতেছে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহারদিগকে
কহিলেন যে তোমরা কেন আপনারদের মনে এমত
৯ বিচার করহ। এই অর্দ্ধাঙ্গিকে তোমার পাপ ক্ষমা
হইয়াছে কহিতে কিবা তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া
১০ হাঁটিয়া যাও কহিতে কোন কথা সহজ আছে। কিন্তু যে
পৃথিবীর উপর পাপের ক্ষমা করিতে মনুষ্য পুত্রের
সাধ্য আছে ইহা তোমারদের জানিবার কারণ সেই
১১ অর্দ্ধাঙ্গিকে তিনি কহিলেন। আমি তোমাকে কহি উঠ
তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া আপন ঘরে চলিয়া যাও।
১২ এবং তৎক্ষণাৎ সে গাত্রোত্থান করিয়া আপন শয্যা
উঠাইয়া লইয়া তাহারদের সকলের সাক্ষাতে বাহিরাইয়া
গেল এমত যে তাহারা সকলেই চমৎকৃত হইল এবং
ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিল আমরা এই প্রকার

১৩ কখন দেখি নাই। পরে বাহির হইয়া তিনি পুনশ্চ সাগরের তীরে গেলেন ও তাঁহার নিকট লোক সকলের সমাগম হইতে লাগিল এবং তিনি তাহারদিগকে
১৪ শিখাইতে লাগিলেন। পরে গতি করিতে২ তিনি করের কাছারিতে আল্ফেয়ার পুত্র লোইকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস এবং সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।
১৫ পরে য়িশু তাহার ঘরে ভোজন করিতে বসিয়া থাকিতে২ ঘটনাক্রমে অনেক পাটওয়ারী ও পাপি লোক য়িশুর ও তাহার শিষ্যেরদের সঙ্গে বসিয়া ছিল কেননা তাহারা যথেষ্ট ছিল এবং তাঁহার
১৬ পশ্চাৎ আসিয়াছিল। তখন অধ্যাপকেরা ও ফারিসীরা তাঁহাকে পাটওয়ারী ও পাপি লোকের সঙ্গে খাইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার শিষ্যেরদিগকে কহিল সে কেমন করিয়া পাটওয়ারী ও পাপি লোকেরদের
১৭ সহিত ভোজন করিতেছে। য়িশু একথা শুনিয়া তাহারদিগকে কহিলেন অরোগিলোকের চিকিৎসকে আবশ্যক নাই কিন্তু রোগি লোকের আমি মন ফিরাইবার কারণ ধার্ম্মিক লোকেরদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই কিন্তু
১৮ পাপি লোকেরদিগকে। অপর য়োহনের ও ফারসীর দের শিষ্যগণ উপবাস করিত এবং তাহারা আসিয়া তাহাকে কহিল যে য়োহনের ও ফারিসীরদের শিষ্যেরা

উপবাস করে কিন্তু তোমার শিষ্যগণ উপবাস করে না
১৯ কেন। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন বর সঙ্গে থাকিতে
কন্যার সখীগণ কি উপবাস করিতে পারে যাবৎ বর
তাহারদের সঙ্গে থাকে তাবৎ তাহারা উপবাস করিতে
২০ পারে না। কিন্তু এমন সময় আসিবে যখন বর তাহার
দের নিকট হইতে লওয়া যাইবে তখন তাহারা সেই
২১ সময়ে উপবাস করিবে। অপর পুরাতন বস্ত্রের উপর
একটুকী নূতন কাপড় কেহ সীয়ায় না তাহা করিলে
যে নূতন কাপড় তাহা পূরিয়া দেয় সেই সে পুরাতন
বস্ত্রের অপহরণ করে তাহাতে তাহার ফাটা আরো
২২ মন্দ হয়। অপর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস
থোয় না তাহা করিলে সে নূতন দ্রাক্ষারসেতে কুপা
সকল ফাটিয়া যায় ও দ্রাক্ষা রস চুইয়া পড়ে এবং
কুপা সকল অকার্য্য হয় কিন্তু নূতন দ্রাক্ষা রস নূতন
২৩ কুপাতে রাখিতে হয়। পরে ঘটনাক্রমে বিশ্রামবার
দিবসে তিনি শস্যের ক্ষেত্র দিয়া গতি করিতে ছিলেন
তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা যাইতে২ যবাদির শীষ
২৪ ছিড়িতে লাগিল। তখন ফারিসী লোকেরা তাঁহাকে
বলিল দেখ যাহা বিশ্রাম বারেতে কর্ত্তব্য নয় তাহা
২৫ ইহারা কেন করিতেছে। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
দাউদ যখন অনাহারী ও ক্ষুধিত ছিলেন তখন তিনি
আপনি ও স্বসমভ্যারিরা কি২ করিলেন তাহা কি

২৬ তোমরা কখন পাঠ কর নাই। যে কি রূপে আবিতর প্রধান যাজকের সময়ে তিনি ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনীয় রুটী যাজকগণ ব্যতিরেক সকলের অখাদ্য তাহা খাইতে লাগিলেন এবং আপন সমভ্যারির

২৭ দিগকেও দিলেন। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন বিশ্রামবার মনুষ্যের হেতু নিরূপিত ছিল কিন্তু মনুষ্য

২৮ বিশ্রামবারের হেতু নহে। অতএব মনুষ্য পুত্র বিশ্রাম বারের কর্ত্তাও আছেন

তৃতীয় অধ্যায়

অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার সিনগগে প্রবেশ করিলেন এবং এক মনুষ্য যাহার এক হাত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল

২ সেখানে ছিল। অতএব তাহাকে তিনি বিশ্রামবারে ভাল করিবেন কি না ইহা দেখিতে উহারা তাঁহারপ্রতি

৩ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিল। তখন তিনি সে নূলা

৪ মনুষ্যকে কহিলেন যে অগ্রে যাইয়া দাঁড়াও। পরে তিনি উহারদিগকে কহিলেন বিশ্রামবারে ভাল করা কিম্বা মন্দ করা প্রাণ রক্ষা করা কিম্বা বধ করা ইহায় কোন্‌টা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহারা চুপ করিয়া থাকিল।

৫ তখন তাহারদের অন্তঃকরণের কঠিনতা প্রযুক্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি চতুষ্পার্শ্বে তাহারদের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি করিলে পরে সেই মনুষ্যকে কহিলেন তোমার হাত বিস্তার কর এবং সে তাহা বিস্তার করিল ও তাহার হাত

৬ অন্য হাতের সদৃশ ভাল হইল। পরে ফারিসীরা বাহির হইয়া শীঘ্র করিয়া হিরোদিয়ানেরদের সহিত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে তাহারা
৭ কেমন করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু য়িশু আপন শিষ্যগণের সহিত সেই স্থান ছাড়িয়া সাগরের নিকটে গেলেন এবং গালিলি ও য়হুদা দেশ ও য়িরূশলম ও আদোম দেশ ও যির্দ্দনের ওপার হইতে বড়
৮ লোকারণ্য তাঁহার পশ্চাত গমন করিল। এবং সোর ও সীদনের নিকটাবর্ত্তি লোকেরা যখন শুনিল তিনি কেমন মহা কর্ম্ম করিতেছেন তখন বড় লোকারণ্য হইয়া
৯ তাঁহার নিকটে আইল। তখন তিনি আপন শিষ্যের দিগকে অনুমতি করিলেন যে একখান্ ছোট ডিঙ্গী আমার নিকট প্রস্তুত থাকে যেন আমার উপর লোক সকল
১০ চাপা চাপি না করে। কেমনা তিনি অনেকেরদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন এমন রূপে যে ব্যাধিগ্রস্তরা যতেক ছিল সে সকল তাঁহার নিকটে ঠেলা ঠেলি করিয়া
১১ আইল। এবং অপবিত্র ভূত সকল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার সাক্ষাতে পড়িয়া চেচাইতে লাগিল যে তুমি
১২ ঈশ্বরের পুত্র আছ। কিন্তু তিনি তাহারদিগকে দৃঢ় মতে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার পরিচয় তাহারা যেন
১৩ নাদেয়। অনন্তর তিনি এক পর্ব্বতের উপর গমন করিলেন এবং যাহারদের প্রতি তাঁহার অভিমত ছিল

তাহারদিগকে তিনি ডাকিলেন ও সে সকল তাঁহার
১৪ ১৫ নিকটে আইল। পরে আপনার সঙ্গে থাকিবার কারণ
ও কথা প্রচার করিতে প্রেরণ করিবার কারণ এবং রোগ
সকল দূর করিবার কারণ ও ভূতেরদিগকে বাহির
করিবার কারণ তিনি দ্বাদশেরদিগকে নিযুক্ত করিলেন।
১৬ এবং শীমনকে তিনি পিতর করিয়া খ্যাত নাম দিলেন।
১৭ এবং যেবদির পুত্র য়াকুব ও য়াকুবের ভাই য়োহন
ইহারদিগকে তিনি বোনরজস করিয়া বলিয়া দিলেন
১৮ ইহার অর্থাৎ মেঘনাদের পুত্র এবং আন্দ্রু ও ফিলিপ ও
বার্ত্তোলোমি ও মাতিউ ও তামা ও আল্ফেয়ার পুত্র
১৯ য়াকুব ও তদী ও শীমন কনায়নী। এবং য়িহুদা
স্কারিওটা যে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিয়া ধরাইয়া
২০ দিল পরে তাঁহারা এক বাড়ীতে গেলেন। এবং লোক
সকল পুনর্ব্বার একত্র হইল এমত যে তাহারা রুটীও
২১ খাইতে পাইল না। পরে ইহার সংবাদ পাইয়া তাহার
জ্ঞাতিরা বাহিরাইয়া তাঁহাকে ধরিতে গেল সে কেননা
২২ তাহারা কহিল তিনি উন্মত্ত আছেন। অনন্তর যে
অধ্যাপক সকল য়িরোশলম হইতে আসিয়াছিল
তাহারা কহিল যে সে বেঅলজববকে রাখিতেছে এবং
ভূতপতির দ্বারা ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দেয়।
২৩ তখন তিনি তাহারদিগকে ডাকিয়া দৃষ্টান্ত কথানুসারে
কহিতে লাগিলেন যে শয়তান শয়তানকে কিরূপে

২৪ বাহির করিতে পারে। আর যদিস্যাৎ কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন ২ হয় তবে সেই রাজ্য স্থির
২৫ থাকিতে পারে না। ও যদি কোন বাটী আপন বিপক্ষে
২৬ ভিন্ন ২ হয় তবে সেই বাটীও থাকে না। এবং যদি শয়তান আপন বিপক্ষে উঠিয়া ভিন্ন ২ হয় তবে সে
২৭ স্থির থাকিতে পারে না কিন্তু শেষ হয়। প্রথমে বলবান মনুষ্যকে বান্ধিয়া রাখে তবেই তাহার ঘর লুটপাট হইতে পারে নতুবা কেহ সেই বলবান লোকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সামগ্রী সকল লুটিয়া লয়
২৮ এমত কি রূপে করিতে পারে। সত্য আমি তোমার দিগকে কহি যে সমস্ত পাপ ও অপনিন্দা যে কিছু তাহারা নিন্দা করিয়া কহিবে তাহা মনুষ্যেরদের
২৯ সন্তানেরদের প্রতি ক্ষমা হইবে। কিন্তু যে কেহ ধর্ম্মাত্মাকে অপনিন্দা করে তাহার ক্ষমা কখন হয় না
৩০ কিন্তু অনন্ত কালের দণ্ড দায়ী হয়। কেননা ইহারা কহিয়াছিল যে তাহার স্থানে একটা অপবিত্র ভূত
৩১ আছে। তখন তাহার ভ্রাতৃগণ ও মাতা আসিয়া বাহিরে
৩২ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। এবং লোকারণ্য তাঁহার চতুর্দ্দিগে বসিয়াছিল ও তাহারা তাঁহাকে কহিয়া দিল যে দেখ তোমার মাতা ও ভ্রাতৃরা
৩৩ তোমার অন্বেষণ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তখন তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন

৩৪ আমার মাতা বা কে আমার ভ্রাতৃরাও বা কে। পরে যে সকল তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া বসিয়া ছিল তাহারদের উপর তিনি চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন আমার মাতা ও ভ্রাতৃরদিগকে এই দেখ। কেননা যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভাই ও ভগিনী ও মাতা।

চতুর্থ অধ্যায়

অতঃপরে তিনি সমুদ্রের তীরে পুনর্ব্বার শিক্ষাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকটে বড় লোকারণ্য সংগ্রহ হইল এমত যে তিনি সমুদ্রেতে এক নৌকায় চড়িয়া বসিলেন ও লোক সমূহ সমুদ্রের তটে থাকিল।

২ পরে তিনি দৃষ্টান্ত কথার দ্বারাতে অনেক প্রসঙ্গ তাহারদিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন ও তাহার শিক্ষার মধ্যে

৩ কহিলেন। শুন দেখ এক বুনন্যা বীজ বুনিতে বাহির

৪ আইল। এবং ঘটনাক্রমে বুনিতে২ কিছু২ পথের পার্শ্বে পড়িল পরে শূন্যের পক্ষি সকল আসিয়া তাহা

৫ খাইল। এবং কিছু২ পাষাণ ভূমিতে পড়িল যেখানে বিস্তর মৃত্তিকা ছিলনা পরে গভীর মাটী না

৬ হওয়াতে সে শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সূর্য্যের উদয় হইলে পরে সে দগ্ধ হইল এবং তাহার মূল না হওয়াতে

৭ সে শুকাইয়া গেল। আর কিছু২ কাঁটা বনের মধ্যে পড়িল পরে কাঁটা সকল বাড়িয়া তাহা দাবাইয়া দিল

৮ তাহাতে তাহার ফল হইল না। এবং আর কিছু ভাল

মৃত্তিকায় পড়িল ও ফলবান হইল ও সে নির্গত হইয়া উঠিল ও বাড়িল ও ফলিল কিছু ত্রিশ গুণ কিছু ষষ্টি
৯ গুণ কিছু শত গুণ। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
১০ যাহার শুনিবার কর্ণ আছে সে শুনুক। অনন্তর তিনি একাকী হইলে তাঁহার আশপাশ লোক সকল দ্বাদশের দের সঙ্গে তাঁহাকে সে দৃষ্টান্ত কথার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা
১১ করিল। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের গূঢ় কথা জানিতে তোমারদিগকে দেওয়া গিয়াছে কিন্তু যাহারা বহির্ভূত আছে তাহারদিগকে
১২ এসকল বিষয় দৃষ্টান্ত কথাতে হয়। যেন দেখিতে তাহারা দেখে কিন্তু চিনিতে পায় না ও শুনিতে তাহারা শুনে কিন্তু বুঝিতে পারেনা যে কি জানি বা কোন সময়ে তাহারদের সুমতি হয় ও তাহারা পাপের ক্ষমা
১৩ পায় পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন কি তোমরা এই দৃষ্টান্ত কথা জানহ না তবে সকল দৃষ্টান্ত কি রূপে
১৪।১৫ জানিবা। বুনন্যা টা বাণী বুনিতেছে। এবং পথের পার্শ্বে যাহারা তাহারা সেই যেখানে বাণী বুনা গিয়াছে কিন্তু তাহারা শুবণ করিবা মাত্র সয়তান আসিয়া তাহার দের মনে যাহা বুনা গিয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইয়া
১৬ যায়। এবং পাষাণ ভূমিতে যে বুনা যায় তাহারা এই
১৭ যে বাণী শুনিবা মাত্র তাহা সানন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু আপনারদের অন্তরে মূল ধরেনা অতএব কিছু ২ সময়

মাত্র স্থির হইয়া থাকে তাহার পরে বাণীর হেতু ক্লেশ
১৮ ও উপদ্রুব উপস্থিত হইলে তাহারা ঠেস খায়। এবং
কাঁটা বনের মধ্যে যে বুনা যায় তাহারা এমন লোক
১৯ যে বাণীটা শ্রুবণ করে। পরে এই জগত সংসারের
চিন্তা ও ধনের ভ্রান্তি ও অন্য২ বিষয়ের লোভ প্রবিষ্ট
হইয়া বাণীকে দমন করিয়া রাখে তাহাতে সে নিষ্ফল
২০ হয়। এবং ভাল ভূমিতে যে বুনিত হয় তাহারা এমন
লোক যে বাণীটা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করে এবং ফল
২১ বান হয় কেহ ত্রিশ গুণ কেহ ষষ্টি গুণ কেহ শত গুণ।
অনন্তর তিনি তাহারদিগকে কহিলেন প্রদীপ যে সে কি
কাঠার নীচে কিম্বা পালঙ্কের নীচে থুইবার কারণ আনা
২২ যায় ও দীপদানের উপর রাখিবার কারণ নয়। কেননা
যে প্রকাশিত না হইবে এমত কিছু লুক্কায়িত হয় না
এবং তাহা ব্যক্ত হইবার ব্যতিরেক কিছু গোপনে
২৩ রাখা যায় নাই। যদি কোন মনুষ্যের শুনিবার কর্ণ
২৪ হয় সেই শুনুক। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
তোমরা কি ২ শ্রুবণ করহ তাহার প্রতি সাবধান হইয়া
থাকহ যে ২ পরিমাণে তোমরা পরিমাণ করহ তদনুসারে
তোমারদের প্রতি পরিমিত হইবে এবং তোমরা যে
শুনিতেছ তোমারদিগকে আরও দেওয়া যাইবে। কেন
না যাহার স্থানে আছে তাহাকে দেওয়া যাইবে কিন্তু
যাহার স্থানে নাই বরং যে কিছু সেই জন ধারণ করে

২৬ সেও তাহা হইতে লওয়া যাইবে। পরে তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজ্য কীদৃশ না যাদৃশ এক মনুষ্য যে আপন
২৭ ভূমিতে বীজ বপন করে। পরে রাত্রে২ ও দিনে২ শয়ন ও গাত্রোত্থান করিতে২ সে বীজ নির্গত হইয়া
২৮ উঠে ও বাড়ে কি রূপে সে জানে না। কেননা ভূমিটা আপনা আপনি ফলোৎপন্ন করে প্রথমত পাতা ততঃপরে
২৯ শীষ তার পর শীষেতে পূর্ণরূপ দানা। কিন্তু ফল পাকিবা মাত্র সে দাত্র লাগাইয়া দেয় কেননা শস্য উঠাইবার
৩০ সময় আসিয়াছে। পরে তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজ্য আমরা কিসেতে উপমা দিব কিম্বা কিসের তুল্যেতে
৩১ তাহার তুলনা করিব। সে এক দানা রাইর সদৃশ যে তাহার মৃত্তিকায় বপন সময়েতে যত বীজ ভূমিতে হয়
৩২ সকল হইতে ক্ষুদ্রতম আছে। কিন্তু বুনা গেলে পরে তাহা বাড়িতেছে ও সকল শাকাদি হইতে অতি বড় হয় এবং বড়২ শাখা নির্গত করে এমত যে শূন্যের পক্ষি
৩৩ সকল তাহার ছায়াতে বাসা করিতে পারে। এমত২ অনেক উপমা কথায় তাহারদের শুনিবার সাধ্যানুসারে
৩৪ তিনি তাহারদিগকে বাণী শুনাইলেন। কিন্তু উপমা কথা ব্যতিরেক তিনি তাহারদিগকে কথা কহিতেন না এবং একাকী হইলে পরে তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে
৩৫ সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। পরে সেই দিবসে সন্ধ্যাকাল হইলে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আইস আমরা

৩৬ ওপারে যাই। অতএব তাহারা লোকারণ্যকে বিদায় করিলে পরে তিনি যেমত নৌকাতে ছিলেন তাঁহাকে অমনি লইলেক এবং তাঁহার সঙ্গে আর ২ ছোট ডিঙ্গী
৩৭ ছিল। পরে বড় আঁধী উঠিল এবং নৌকাতে ঢেউ উপর্চিয়া পড়িল এমত যে তাহা ভরিয়া গেল।
৩৮ তাহাতে যখন তিনি নৌকার পাছায় বালিশের উপর নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁহাকে জাগৃত করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল হে গুরো আমারদের সর্ব্বনাশেতে কি
৩৯ আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বাতাসকে ধমকাইয়া দিলেন এবং সমুদ্রকে কহিলেন স্থির হও তাহাতে বায়ু নিবর্ত্ত হইয়া অতি শান্ত
৪০ হইল। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা এমত শঙ্কিত কেন হও তোমারদের বিশ্বাস নাই কি
৪১ নিমিত্তে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভয়ান্বিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল এ কেমন মনুষ্য যে বাতাস ও সমুদ্র তাঁহার আজ্ঞা বহ হয়———

পঞ্চম অধ্যায়

পরে তাহারা সমুদ্রের অন্যপারে গদরী লোকের
২ দেশে আইল। এবং তিনি নৌকা হইতে নামিবা মাত্রএক জন অপবিত্র ভূতে ধরা কবরস্থান হইতে বাহিরাইয়া
৩ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। সে কবরের মধ্যে বাস করিত এবং তাহাকে কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না

৪ বরঞ্চ শৃঙ্খলেতেও না। কেননা সে অনেক বার নিগড়ে ও জঞ্জীরে বাঁধা গিয়াছিল কিন্তু সে জঞ্জীর গুলা ভাঙ্গিয়া দিত ও নিগড় সকল খণ্ড ২ করিত ও
৫ কেহ তাহাকে বশ করিতে পারিতনা। এবং সে দিবারাত্রি পর্ব্বতে ও কবর স্থানে নিত্য২ চীৎকার করিত ও পুস্তর
৬ দিয়া আপনাকে কুটিতে থাকিত। কিন্তু য়িশুকে দূর হইতে দেখিবা মাত্র সে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে
৭ ভজনা করিতে লাগিল। এবং উচ্চৈঃ স্বরে চেচাঁইয়া কহিতে লাগিল হে য়িশু সর্ব্ব পুধান ঈশ্বরের পুত্র তোমার সঙ্গে আমার বিষয় কি আমি তোমাকে
৮ ঈশ্বরের দিব্য দি তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিওনা কেননা তিনি কহিয়া ছিলেন রে অপবিত্র ভূত এই মনুষ্য হইতে
৯ বাহির হও। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার নাম কি ও সে উত্তর করিয়া কহিল আমার নাম
১০ লেজিওন কেননা আমরা অনেক আছি। এবং সে তাঁহাকে বহু কাকুতি করিতে লাগিল যে তিনি তাহার
১১ দিগকে দেশান্তরে পাঠাইয়া না দেন। এবং সেইখানে পর্ব্বতের নিকট বড় এক শূকরের পাল চরিতে ছিল।
১২ অতএব সেই ভূত সকল তাঁহাকে কাকুতি করিয়া কহিল শূকরের মধ্যে আমারদিগকে পাঠাইয়া দেন
১৩ যেন তাহারদের ভিতরে আমরা পুবেশ করি। এবং য়িশু তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে যাইতে দিলেন পরে সে

অপবিত্র ভূত সকল বাহির হইয়া শূকরের মধ্যে প্রবেশ করিল ও সে শূকরের পাল এক আড়রী স্থান দিয়া মহা বেগে সমুদ্রে দৌড়িয়া ন্যূনাধিক দুই
১৪ সহস্র হইয়া সমুদ্রেতে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিল। পরে সে শূকরের পালকেরা পলাইয়া নগরে ও গৈগাঁয়ে তাহার বৃত্তান্ত কহিল তখন লোক সকল বাহির হইয়া
১৫ কি২ হইয়াছে তাহা দেখিতে গেল। পরে তাহারা য়িশুর নিকট আসিয়া সে ভূত গ্রস্ত যাহাতে লেজিওন ছিল তাহাকে বস্ত্র পরিয়া ও সজ্ঞান হইয়া বসিয়া
১৬ থাকিতে দেখিয়া ভয়যুক্ত হইল। এবং যাহারা দেখিয়া ছিল তাহারা সেই ভূত গ্রস্তের ঘটনা কি রূপ এবং শূক
১৭ রের প্রসঙ্গ ইহারদিগকে জানাইয়া দিল। তখন তাহারা তাঁহাকে মিনতি করিতে লাগিল যে তিনি তাহারদের
১৮ অঞ্চল হইতে প্রস্থান করেন। অনন্তর তিনি নৌকারূঢ় হইলে পরে যে জন ভূত গ্রস্ত হইয়াছিল সে তাঁহার
১৯ সঙ্গে থাকিতে তাঁহাকে প্রার্থনা করিল। তত্রাপি য়িশু থাকিতে দিলেন না কিন্তু তাহাকে কহিলেন যে তুমি আপন জ্ঞাতিরদের নিকট বাটীতে যাও এবং তোমার কারণ প্রভু কেমন বড় কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তোমার উপর সকরুণ হইয়াছেন ইহা তাহারদিগকে কহগা।
২০ অতএব সে প্রস্থান করিয়া য়িশু কেমন মহৎ কর্ম্ম তাহার জন্য করিয়াছিলেন তাহা দেকাপলিতে প্রচার করিতে

লাগিল তাহাতে সকল লোকের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।

২১ অনন্তর য়িশু নৌকা যোগে পুনর্ব্বার অন্য পারে উত্তীর্ণ হইলে পরে বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে যক্ত হইল এবং

২২ তিনি সমুদ্রের তটাঞ্চলে থাকিলেন। পরে দেখ মাইরস নামে সিনগগের এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া

২৩ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। এবং বিস্তর কাকুতি করিয়া কহিল আমার ছোট কন্যাটির আসন্ন কাল হইল আইসুন তাহার স্বাস্থ্য হইবার কারণ আপনকার হস্ত তাহার উপর দেউন তবে সে বাঁচিবে।

২৪ তখন য়িশু তাহার সঙ্গে গেলেন এবং যথেষ্ট লোক তাঁহার পশ্চাত গমন করিয়া তাঁহার উপর চাপা চাপি

২৫২৬ করিল। ইহাতে এক স্ত্রীলোক যে দ্বাদশ বৎসর হইতে

২৭ রোহিণী ব্যাধিতে পীড়িতা ছিল। এবং অনেক চিকিৎসকের স্থানে অনেক দুঃখ সহিষ্ণুতা করিয়া ছিল এবং তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিল কিন্তু তাহার কিছু

২৮ বিশেষহয় নাই বরং আরও মন্দ হইতেছিল। সে য়িশুর সংবাদ পাইয়া লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিগে

২৯ আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল স্পর্শ করিল। কেননা সে কহিয়াছিল যদি আমি তাঁহার বস্ত্র মাত্র স্পর্শ

৩০ করিতে পাই তবে আমি ভাল হইব। এবং তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তের উনুই শুকিয়া গেল ও সে আপন শরীরে বোধ পাইল যে সে সে আপদ হইতে মুক্তা হইয়াছে।

৩১ অতএব যে আপনা হইতে শক্তি নির্গত হইয়াছে ইহা য়িশু আপন অন্তরে তৎক্ষণাৎ জানিয়া ভীড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন আমার বস্ত্র কেটা স্পর্শ
৩২ করিল। তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল আপনি দেখিতেছেন যে লোকারণ্য আপনকার উপর চাপা চাপি করে তবু কেন আপনি বলেন কে আমাকে
৩৩ স্পর্শ করিল। কিন্তু একর্ম্ম যে করিয়াছিল তাহাকে
৩৪ দেখিতে য়িশু চতুর্দ্দিগে চাহিতে লাগিলেন কিন্তু সে স্ত্রীটা শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া আপনার মধ্যে কি হইয়াছে তাহা জানিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া সত্য
৩৫ বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে কহিয়া দিল। তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন হে কন্যে তোমার প্রত্যয় তোমাকে ভাল করিয়া দিয়াছে কুশলে চলিয়া যাও তোমার ক্লেশ
৩৬ হইতে মুক্তা হও। তিনি কথা কহিতে ২ সিনগগের অধ্যক্ষের বাটী হইতে কেহ আসিয়া কহিল তোমার কন্যা মরিয়া গিয়াছে গুরুকে আর ব্যামোহ কেন
৩৭ দিতেছ। কিন্তু য়িশু সে কথিত কথা শুনিবা মাত্র শিনগগের অধ্যক্ষকে কহিলেন ভয় করিওনা কেবল
৩৮ প্রত্যয় কর। পরে পিতর ও য়াকুব ও য়াকুবের ভাই য়োহন ব্যতিরেক তিনি কাহাকে আপন পশ্চাৎ যাইতে
৩৯ দিলেন না। এবং সিনগগের অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া তিনি কলরব আর লোক বিস্তারিত মত রোদন ও

৪০ শোক বিলাপ করিতে দেখিলেন। পরে পুবিষ্ট হইয়া তিনি তাহারদিগকে কহিলেন কেন এই মত রোল ও ক্রন্দন করহ কন্যাটী মৃতা নহে কিন্তু নিদ্রিতা আছে।
৪১ তখন তাহারা তাঁহার পুতি পরিহাস করিতে লাগিল কিন্তু তিনি সে সকলেরদিগকে বাহির করিয়া দিয়া কন্যার পিতা মাতা ও আপন সমভ্যারিরদিগকে লইয়া যেখানে সে কন্যা পড়িয়া আছে সে স্থানে পুবেশ
৪২ করিলেন। এবং কন্যার হাত ধরিয়া তিনি তাহাকে কহিলেন তালীতা কূমি তাহার অর্থাৎ ভাষা ভঙ্গ
৪৩ করিলে হে কন্যে আমি তোমাকে বলি উঠহ। এবং সে তৎক্ষণাৎ উঠিল ও হাঁটিতে লাগিল কেননা তাহার দ্বাদশ বৎসরের বয়ঃক্রম ছিল তখন তাহারা বড়
৪৪ চমৎকারেতে চমৎকৃত হইল। পরে তিনি তাহারদিগকে দৃঢ় মতে আজ্ঞা দিলেন যে কোন মনুষ্য তাহা যেন জানিতে পায় না এবং তাহার খাইবার কিছু দিতে আজ্ঞা করিলেন———

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরে তিনি সেখান হইতে পুস্থান করিয়া স্বদেশে আইলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ
২ গমন করিল। অনন্তর বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে তিনি সিনগগের মধ্যে শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহাতে অনেক লোক তাঁহার কথা শুনিয়া অসম্ভব জ্ঞান করিয়া

কহিলেক এ মনুষ্যের এই সকল ক্রিয়া কোথা হইতে হইল এবং এ কেমন বুদ্ধি যে তাহাকে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে এমত আশ্চর্য্য কর্ম্ম তাহার হাতে করা
৩ যাইতেছে। এই না কি ছুতার মারিয়ার পুত্র য়াকুব ও যোশি ও য়িহোদা ও শীমনের ভাই নহে ও তাহার ভগনী সকল তাহারা কি আমারদের এখানে নাই
৪ অতএব তাহাতে তাহারা ঠেষ খাইল। কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন ভবিষ্যৎ বক্তা স্বদেশে ও আপন কুটুম্বের মধ্যে ও আপন ঘরেতে ব্যতিরেক
৫ অসম্ভ্রান্ত হয় না। এবং তিনি অল্প ব্যাধিত লোকের উপর হাত দিয়া সুস্থ করিলেন এই মাত্র নতুবা তদ্ব্যতিরেক তিনি সেখানে আর কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম
৬ করিতে পারিলেন না। এবং তাহার অবিশ্বাসের কারণ তিনি অসম্ভব জ্ঞান করিলেন পরে তিনি গ্রামে২
৭ শিক্ষাইতে২ ভ্রমণ করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বাদশটার দিগকে স্বনিকটে ডাকিয়া দুই জন২ করিয়া দিগ্বিদিগ প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারদিগকে অপবিত্র
৮ ভূতগণকে বশীভূত করিবার শক্তি দিলেন। এবং তাহার দিগকে আজ্ঞা দিলেন যে একটা লাঠী ছাড়া তাহারা আপনারদের যাত্রার্থে কিছু যেন না লয় ঝোলাও না
৯ রুটি ও না কীশাতে টাকা কড়ীও না। কিন্তু পায়ে
১০ পাদুকা দিয়া দুই জামা পরিবা ও না। এবং তিনি

তাহারদিগকে কহিলেন যে২স্থানে তোমরা কোন ঘরেতে প্রবেশ কর সেই স্থান হইতে যদবধি তোমরা প্রস্থান
১১ না কর তদবধি সেই ঘরেতে থাক। এবং যে কেহ তোমারদিগকে অতিথি না করে কিম্বা তোমারদের কথা না শুনে যখন তোমরা সেখান হইতে প্রস্থান কর তখন তাহারদের প্রতি সাক্ষী হইবার কারণ তোমরা আপনারদের পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দেও সত্য আমি তোমারদিগকে কহি বিচার দিবসে সেই নগরের গতি
১২ হইতে সদম ও অমরার গতি সহ্য হইবে। পরে তাহারা চলিয়া গিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে মনুষ্যেরদের মন
১৩ ফিরাণ করণের আবশ্যক আছে। এবং তাহারা অনেক ভূত বাহির করিয়া দিল ও অনেক পীড়িত লোকের
১৪ দিগকে তৈল মর্দ্দন করিয়া সুস্থ করিলেক। অনন্তর হেরোদ রাজা তাঁহার সংবাদ পাইলেন কেননা তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিগে ব্যাপিতে লাগিল এবং সে কহিল য়োহন বাপ্‌টাইজক মৃত্যু হইতে উত্থান করিয়াছেন এই নিমিত্তে অদ্ভুত কর্ম্ম তাহাতে প্রকাশ হইতেছে। অন্যেরা
১৫ কহিলেক এই আলীহা আছে ও আর২ সকলে কহিল সে ভবিষ্যৎ বক্তা কিম্বা ভবিষ্যৎ বক্তৃগণের
১৬ মধ্যে এক জনের তুল্য আছে। কিন্তু হেরোদ তাহার শ্রুতি পাইয়া কহিলেন এই য়োহন হবে যাহার মস্তক আমি ছেদন করিয়াছিলাম তিনি মৃত্যু হইতে

১৭ উঠিয়াছেন। কেননা হেরোদ আপনার ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদীয়ার কারণ লোক প্রেরণ করিয়া য়োহনকে ধরাইয়া কারাগারেতে বদ্ধ করিয়া ছিলেন সে কিজন্যে
১৮ না আপনি সে স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তে য়োহন তাহাকে কহিয়াছিলেন যে আপনার
১৯ ভ্রাতৃ বধূকে গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। অতএব হেরোদীয়া তাহার প্রতি হিংসাভাব রাখিল এবং তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেক কিন্তু পারিলেক
২০ না। কেননা হেরোদ তাহাকে প্রাকৃতার্থিক ও ধার্ম্মিক লোক জানিয়া যোহনের প্রতি সমাদর করিলেন এবং অবধান ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহার কথা শ্রবণ করিলেন
২১ ও নানা কর্ম্ম করিলেন। অনন্তর ঘটনাক্রমে এক শুভ দিন হইল যখন হেরোদ আপন জন্ম দিবসে তাহার মহা রাজ ও প্রধান সেনাপতি ও গালিলি দেশের মহৎ পদবী লোকেরদের কারণ এক রাত্রি সময়ের ভূরি
২২ ভোজ্য প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে হেরোদীয়ার কন্যা সাক্ষাতে আসিয়া নৃত্য করিয়া হেরোদ ও তাহার নিমন্ত্রিত সকলেরদের সন্তোষ জন্মাইলে রাজা সে কন্যাকে কহিলেন তোমার বাঞ্ছিত যাহা হয় তাহা আমার নিকট যাচঞা করিলে আমি তোমাকে দিব। পরে
২৩ তিনি তাহাকে দিব্য করিয়া কহিলেন যে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত যাহা চাহ কিছু হয় না কেন তাহা আমি

২৪ তোমাকে প্রদান করিব। তখন সে বাহিরে গিয়া আপন মাতাকে কহিলেক আমি কি চাহিব এবং সে উত্তর
২৫ দিলেক যে য়োহন বাপ্টাইজকের মস্তক। তখন সে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে ত্বরিত আসিয়া যাচঞা করিয়া কহিলেক আপনি ক্ষণেকের মধ্যে য়োহন বাপ্টাইজকের মস্তক এক থালিতে করিয়া আমাকে দেন এই আমি
২৬ চাহি। তখন রাজা অত্যন্ত ক্ষোভিত হইলেন তত্রাপি আপন দিব্য ও নিমন্ত্রিতগণের প্রযুক্ত তিনি তাহাকে
২৭ অস্বীকার করিতে চাহিলেন না। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার মস্তক আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিয়া এক জন জল্লাদকে প্রেরণ করিলেন অতএব সে কারাগারেতে
২৮ যাইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল। পরে তাহার মস্তক থালিতে আনিয়া সে কন্যাকে দিল এবং কন্যাটি
২৯ আপন মাতাকে দিলেক। এবং তাহার শিষ্যগণ এই সংবাদ পাইয়া তাহারা আসিয়া তাহার দেহ উঠাইয়া
৩০ কবরে শোওয়াইয়া দিলেক। অনন্তর প্রেরিতেরা য়িশুর নিকট আসিয়া একত্র হইল এবং যাহা২ তাহারা করিয়াছিল ও শিক্ষাইয়াছিল সকলি তাঁহাকে
৩১ কহিয়া দিল। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা আপনারা এক নির্জ্জন স্থানে সঙ্গোপনে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করসিয়া কেননা অনেক লোকের যাতায়াত ছিল এমত যে তাহারা বরং ভোজন

৩২ করিবার অবকাশ পাইল না। অতএব তাহারা নৌকা যোগে এক উজড় স্থানে গোপন রূপে প্রস্থান করিল।
৩৩ তাহাতে লোক সকল তাহারদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিল এবং অনেক লোক তাহাকে জানিল ও যাবদীয় নগর হইতে পদব্রজে সেখানে দৌড়িয়া গিয়া তাহার দিগকে পশ্চাৎ করিয়া পূর্ব্বে পৌঁছিল এবং তাহার
৩৪ নিকট একত্র আইল। পরে যিশু বাহির হইয়া বড় লোকারণ্য দেখিয়া তাহারদের উপর করুণাবিষ্ট হইলেন কেননা তাহারা অপালক মেষের ন্যায় ছিল এবং তিনি
৩৫ তাহারদিগকে অনেক প্রসঙ্গ শিক্ষাইতে লাগিলেন। তখন দিন প্রায় গত হইলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিতে লাগিল যে এই তো উজড় স্থান আছে
৩৬ এবং সময় বহু গত হইয়াছে। তাহারা চতুর্দ্দিগ গৈগাঁ ও গ্রামে২ যাইয়া আপনারদের কারণ ভক্ষ্য দ্রব্য কিনিয়া লইতে তাহারদিগকে বিদায় করুণ কেননা তাহারদের
৩৭ স্থানে কিছু খাইবার নাই। তিনি তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন তোমরাই তাহারদিগকে খাওয়াইয়া দেও তখন তাহারা কহিল যে আমরা না কি যাইয়া দুই শত সুকার রুটি কিনিয়া তাহারদিগকে খাওয়াইয়া
৩৮ দিব। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের কাছে কত রুটি আছে যাও দেখ গিয়া পরে জ্ঞাত হইয়া
৩৯ তাহারা কহিল পাঁচটা এবং দুইটা মৎস্য। তখন তিনি

সে সকলেরদিগকে থাকে ২ সবুজ তৃণের উপর
৪০ বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। এবং তাহারা শত ২
৪১ জন ও পঞ্চাশ ২ জন শ্রেণী ক্রমে ভূমিতে বসিল। পরে
সেই পাঁচ রুটি ও দুই মৎস্য লইয়া তিনি স্বর্গ পানে ঊর্দ্ধ
দৃষ্টি করিলেন ও আশীর্ব্বাদ দিলেন ও রুটি ভাঙ্গিলেন
এবং তাহারদের অগ্রে থুইতে আপন শিষ্যেরদিগকে
দিলেন পরে তিনি সকলের মধ্যে সে দুই মৎস্যও
৪২ বণ্টন করিলেন। এবং তাহারা সকলেই খাইয়া পরিতৃপ্ত
৪৩ হইল। পরে তাহার অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়াতে ও মৎস্যতে
৪৪ তাহারা দ্বাদশ ডালী পরিপূর্ণ করিয়া উঠাইয়া লইল।
৪৫ এবং সে রুটির খাদকেরা সহস্র পাঁচেক পুরুষ ছিল পরে
তিনি লোকেরদিগকে বিদায় করিতে আপনি থাকিয়া
তাবৎ আপনার শিষ্যেরদিগকে পার হইয়া বিৎসীদায়
অগ্রে যাইবার কারণ তৎকালে এক নৌকায় চড়াইয়া
৪৬ দিলেন। এবং লোকেরদিগকে বিদায় করিয়া তিনি
৪৭ এক পর্ব্বতে প্রার্থনা করিতে প্রস্থান করিলেন। এবং
সায়ংকাল হইলে পর নৌকা সাগরের মধ্যে ছিল ও
৪৮ আপনি ভূমিতে একাকী থাকিলেন। পরে তিনি
দেখিলেন যে তাহারা বাহিতে ২ পরিশ্রান্ত হইয়াছে
কেননা বাতাস তাহারদের সম্মুখ ছিল এবং তিন প্রহর
রাত্রি গত হইলে তিনি সমুদ্রের উপর হাঁটিয়া তাহার
দের নিকটে আসিয়া তাহারদিগকে লঙ্ঘিয়া যাইতে

৪৯ ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সমুদ্রের উপর হাঁটিতে দেখিয়া সে ভূত আছে অনুমান করিয়া তাহারা
৫০ চীৎকার করিতে লাগিল। কেননা তাহারা সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহারদের সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন যে সুস্থির
৫১ হও আমি তো আছি শঙ্কিত হইও না। পরে তিনি সে নৌকায় চড়িয়া তাহারদের নিকটে গেলেন তাহাতে বাতাস নিবর্ত্ত হইল এবং তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত
৫২ হইল ও অপরিমাণ রূপে আশ্চর্য্য ভাবিল। কেননা তাহারদের মন কঠিন ছিল তাহাতে সেই রুটির আশ্চর্য্য
৫৩ তাহারা বিবেচনা করিল না। পরে পার হইয়া তাহারা
৫৪ গেনসরত দেশে আসিয়া তীরে লাগান করিল। এবং তাহারা নৌকা হইতে নামিবা মাত্র তিনি লোকেতে
৫৫ চিনা গেলেন। এবং তাহারা সেই অঞ্চলের চতুর্দ্দিগে দৌড়িয়া যেখানে তাহারা শুনিল তিনি আছেন সেখানে ব্যাধিত লোকেরদিগকে খট্টার উপরে লইয়া যাইতে
৫৬ লাগিল। এবং গঞ্জ কি নগর কিম্বা গ্রামেতে যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করিলেন তাহারা পীড়িতেরদিগকে সড়কে রাখিয়া তাঁহার বস্ত্রের আঁচলা মাত্র ইহারা যেন ছুইতে পায় তাঁহাকে প্রার্থনা করিল এবং যতেক স্পর্শ করিল ততেক ভাল হইল———

অনন্তর ফারিসীগণ ও কতেক অধ্যাপক যাহারা য়িরোশলম হইতে আসিয়াছিল তাহারা য়িশুর নিকটে
২ আসিয়া একত্র হইল। পরে তাহারা তাঁহার শিষ্যগণ কএক জনকে অপবিত্র অর্থাৎ অধৌত হাতে রুটি খাই তে দেখিয়া তাহারদের দোষ বর্ত্তাইতে লাগিল।
৩ কেননা ফারিসীরা এবং য়হোদী লোক সকলেরাই প্রাচীন লোকেরদের পারম্পর্য্য উপদেশ রাখিয়া তাহারা বারে ২ হাত প্রক্ষালণ না করিলে খায় না।
৪ এবং হাট বাজার হইতে যখন আইসে তখন ধৌত না করিলে তাহারা খায় না এবং আর ২ অনেক ক্রিয়া তাহারা গ্রহণ করে ও রাখে যেমন বাটী ও লোটা ও পিতল তাই ও ত্রিপদীর ধৌত করা ইত্যাদি।
৫ তখন ফারিসীরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনেরদের পারম্পর্য্য উপদেশানুক্রমে গতি না করিয়া অধৌত হাতে রুটি
৬ খায় কেন। তিনি তাহারদিগকে উত্তর দিয়া কহিলেন আরে কপটি সকল তোমারদের বিষয়ে য়ীশয়ীহা ভবিষ্যৎ বক্তা ভাল করিয়া ভবিষ্যৎ বাণী বলিলেন যেমত লিপি আছে এলোক আপনারদের ওষ্ঠাধরে আমাকে সম্মান করে কিন্তু তাহারদের অন্তঃকরণ
৭ আমা হইতে দূর থাকে। তথাপি মনুষ্যেরদের আদেশ বিধান করিয়া শিক্ষাইলে তাহারা বৃথা আমাকে

৮ ভজনা করে। কেননা ঈশ্বরের আজ্ঞা ছাড়িয়া তোমরা মনুষ্যেরদের পারম্পর্য্য কথা রক্ষা করহ যেমন বাটী লোটাদির ধৌত করা এবং এইমত আর২অনেকক্রিয়া
৯ তোমরা করহ। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা তো আপনারদের পারম্পার্য্য উপদেশ রক্ষার্থে
১০ ঈশ্বরের আজ্ঞা সুন্দর রূপ বৃথা করিতেছ। কেননা মুশা কহিলেন আপন পিতৃ মাতৃকে সম্মান দেও আর যে কেহ আপনার পিতা কিম্বা মাতাকে শাপ দেয় সে
১১ নিতান্তই মরুক। কিন্তু তোমরা বল যদি কেহ আপন পিতা কিম্বা মাতাকে বলে যে আমা হইতে যাহাতে তোমার উপকার হইত তাহাতো কোর্ব্বান অর্থাৎ দান
১২ হইল। তার পর তোমরা তাহার পিতা কিম্বা মাতার
১৩ কারণ তাহাকে আর কিছু করিতে দেওনা। এই মত আপনারদের প্রচারিত পারম্পর্য্য উপদেশ দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাণী বৃথা করহ এবং আর২ ও এই
১৪ মত প্রকার ক্রিয়া তোমরা কর। পরে লোক সকলকে ডাকিয়া তিনি তাহারদিগকে কহিলেন প্রতি জন আমার
১৫ কথা অবধান করিয়া শুন বরং বুঝ। মনুষ্যের বাহিরে কোন বস্তু নাই যে তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে কিন্তু তাহার অন্তর হইতে যাহা নির্গত হয় সেই সে মনুষ্যকে অপবিত্র
১৬ করে। যদি কাহার শুনিবার কর্ণ থাকে তবে সে

১৭ শুনুক। পরে তিনি লোক সকলকে ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সেই দৃষ্টান্ত কথা
১৮ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন কি তোমরাও এই মত অবুঝ হও তোমরা কি বুঝহ না যে মনুষ্যের বাহির হইতে যে কিছু তাহার অন্তরে যায় সে তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে
১৯ না। কেননা তাহার মনেতে সে প্রবেশ করেনা কিন্তু উদরের মধ্যে তার পরে সর্ব্ব ভক্ষ্য শোধনীয় গর্ত্তে
২০ যায়। পরে তিনি কহিলেন যাহা মনুষ্য হইতে নির্গত
২১ ২২ হয় তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। কেননা অন্তর হইতে অর্থাৎ মনুষ্যেরদের মন হইতে কুচিন্তা পরদার বেশ্যাগমন বধ চৌর্য্য লোভ দুর্ভাব প্রবঞ্চনা কামুকতা কুদৃষ্টি ঈশ্বর নিন্দা অহঙ্কার মূর্খতা এই সকল বাহির
২৩ হয়। এই সকল মন্দ বিষয় অন্তর হইতে নির্গত
২৪ হইয়া মনুষ্যকে অশুচি করে। অনন্তর তিনি উঠিয়া সেখান হইতে সোর ও সীদনের অঞ্চলে গেলেন এবং এক ঘরেতে প্রবেশ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেন যে তাহা কেহ যেন জানে না কিন্তু তিনি গুপ্ত থাকিতে
২৫ পারিলেন না। কেননা এক স্ত্রী যাহার অল্প বয়সী কন্যা অপবিত্র ভূত গ্রস্ত ছিল তাঁহার বার্ত্তা পাইয়া
২৬ আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। সেই স্ত্রী শিরফনীকী দেশীয় য়ুনানী লোক ছিল এবং সে তাঁহাকে কাকুতি

করিতে লাগিল যে তিনি সে ভূত তাহার কন্যা হইতে
২৭ বাহির করিয়া ফেলেন। কিন্তু য়িশু তাহাকে কহিলেন
ছাওয়ালেরা তো প্রথমে পরিতৃপ্ত হউক কেননা
ছাওয়ালেরদের ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া কুক্কুরের স্থানে ফেলা
২৮ উচিত নহে। তখন সে তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিল
বটে প্রভো তথাচ ছাওয়ালেরদের গুঁড়া গাঁড়া কুক্কুরেরা
২৯ মেজের নীচে খায়। তখন তিনি কহিলেন এই কথা
প্রযুক্ত চলিয়া যাও তোমার কন্যা হইতে ভূতটা
৩০ বাহিরাইয়া গেল। পরে আপন ঘরে আসিয়া সে
দেখিল যে ভূত বাহির হইয়া গিয়াছে এবং আপন
৩১ কন্যাটি শয্যাতে শুইয়া আছে। অনন্তর সোর ও
সীদনের অঞ্চল হইতে পুনশ্চ প্রস্থান করিয়া তিনি
দেকাপলীর অঞ্চলের মধ্য দিয়া গালিলির সাগরে
৩২ আগমন করিলেন। এবং সে লোকেরা এক জন
বধির যে জড়িতবাক্য ছিল তাহাকে তাঁহার
নিকটে আনিয়া স্তুতি করিতে লাগিল যে তিনি
৩৩ আপনার হস্ত তাহার উপর দেন। তখন তিনি
লোকারণ্য হইতে তাহাকে এক ভিতে লইয়া গিয়া
আপনার অঙ্গুলী তাহার কর্ণে দিলেন এবং থুক্ দিয়া
৩৪ তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন। পরে স্বর্গের পানে
চাহিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন
৩৫ এফাতা অর্থাৎ খুলিয়া যাউক। এবং তৎক্ষণাৎ তাহার

কর্ণ খুলিয়া গেল ও তাহার জিহ্বার দড়ি খসিয়া গেল
৩৬ এবং সে সুস্পষ্ট রূপে বলিতে লাগিল। তখন তিনি
তাহারদিগকে নিষেধ করিলেন যে তাহারা কাহাকে
যেন কহিয়া দেয় না কিন্তু যতেক তিনি তাহারদিগকে
নিষেধ করিয়া ছিলেন ততোধিকে তাহারা ব্যাপক
৩৭ রূপে তাহা প্রচার করিলেক। এবং অপরিমান রূপে
চমৎকৃত হইয়া কহিলেক তিনি সকল কর্ম বিলক্ষণ রূপে
করেন তিনি বধিরকে শুনাইয়া দেন এবং গুঙ্গাকেও
কহাইয়া দেন———

অষ্টম অধ্যায়

সেই সময়ের মধ্যে অতিবড় লোকারণ্য হইলে ও
তাহারদের কিছু খাইবার নাথাকাতে যিশু আপন
শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া তাহারদিগকে কহিলেন।
২ এখন তিন দিবস হইতে লোকারণ্য আমার সঙ্গে
থাকিতেছে এবং তাহারদের কিছু খাদ্য দ্রব্য নাই এই
নিমিত্তে আমি তাহারদের উপর সকরুণ হইলাম।
৩ আর যদি আমি তাহারদিগকে আপনার ২ ঘরে
যাইবার কারণ অনাহারে বিদায় করি তবে তাহারা
পথের মধ্যে ক্লান্ত হইবে কেননা তাহারদের মধ্যে
৪ অনেক লোক দূর হইতে আসিয়াছিল। তখন তাঁহার
শিষ্যেরা তাঁহাকে উত্তর করিল যে প্রান্তরের মধ্যে
কোন মনুষ্য কোথা হইতে এসকলেরদিগকে রুটিতে

৫ পরিতৃপ্ত করিতে পারে। তখন তিনি তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমারদের কাছে কত রুটি
৬ আছে তাহারা কহিলেক সাতটা। পরে তিনি লোকেরদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা দিলেন তারপরে সে সাত রুটি লইয়া তিনি স্তব করিলেন ও ভাঙ্গিলেন ও তাহারদের অগ্রে থুইতে আপন শিষ্যেরদিগকে দিলেন এবং
৭ তাহারা লোকেরদের অগ্রে থুইল। এবং তাহারদের স্থানে কএকটা ছোটং মৎস্য ছিল ও তিনি স্তব করিয়া তাহাও তাহারদের সম্মুখে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন।
৮ অতএব তাহারা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল এবং তাহার উচ্ছিষ্ট ভগ্ন ভক্ষ্যে তাহারা সাত ডালী সম্পূর্ণ
৯ করিয়া উঠাইয়া লইল। এবং যাহারা খাইয়াছিল তাহারা জন সহস্র চারেক ছিল পরে তিনি তাহারদিগকে বিদায় করিলেন।
১০ এবং তৎকালে তিনি আপন শিষ্যগণের সঙ্গে এক ডিঙ্গায় চড়িয়া দলমনুতার অঞ্চলে
১১ আইলেন। এবং ফারিসীরা আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল ও তাঁহার পরীক্ষা ভাবে স্বর্গ হইতে
১২ এক চিহ্ন তাহার স্থানে চাহিল। তখন তিনি আপন আত্মায় দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন এই বর্ত্তমান লোক চিহ্নের অনুসন্ধান কেন করে নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি এই বর্ত্তমান লোকেরদিগকে কিছু চিহ্ন
১৩ দেওয়া যাইবেক না পরে তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া

গিয়া পুনশ্চ ডিঙ্গায় চড়িয়া অন্য পারে প্রস্থান
১৪ করিলেন। ইতোমধ্যে রুটি লইতে শিষ্যেরা বিস্মৃত
হইয়া গেল তাহাতে এক রুটি মাত্র তাঁহার সঙ্গে
১৫ নৌকাতে ছিল আর অধিক ছিলনা। তখন তিনি তাহার
দিগকে চেতাইয়া দিলেন যে সাবধান ফারিসীরদের
১৬ খমীর ও হেরোদের খমীর প্রতি সচেত থাক। অতএব
তাহারা আপনারদের মধ্যে বিবেচনা করিয়া কহিতে
লাগিল আমারদের স্থানে রুটি নাই এই নিমিত্তে তাহা
১৭ কহেন। য়িশু তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহারদিগকে কহিলেন
তোমারদের স্থানে রুটি নাই ইহার কারণ কেন
আপনারদের মধ্যে বিবেচনা করহ কি অদ্যাপিও
তোমরা দেখহ না ও বুঝহ না এখন পর্য্যন্ত কি
১৮ তোমারদের মন কঠিন আছে। তোমারদের চক্ষু
১৯ থাকিতেও কি দেখহ না ও কর্ণ থাকিতেও কি শুনহ না।
কিম্বা স্মরণ করহনা যখন আমি পাঁচ সহস্রের মধ্যে রুটি
ভাঙ্গিয়া দিলাম তখন তাহার গুঁড়াগাঁড়াতে পূর্ণ কত ডালী
২০ উঠাইয়া লইলা তাহারা তাঁহাকে কহিল বারোটা। আর
যখন সাতটা চারি সহস্রের মধ্যে তখন তোমরা কত
ডালী গুঁড়া গাঁড়া তুলিয়া লইলা তাহারা কহিল সাতটা।
২১ তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তবে কেন
২২ তোমরা বুঝিতে পারহ না। অনন্তর তিনি বীৎসীদায়
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহারা এক বধির

পারদারিক ও পাপি পুরুষে যে কেহ আমাতে ও আমার কথাকে লজ্জিত হয় যখন মনুষ্য পুত্র ধর্ম্ম দূতেরদিগকে সঙ্গে করিয়া আপন পিতার তেজেতে আসিবেন তখন তিনি সেই জনেতেই লজ্জিত হইবেন

নবম অধ্যায়

তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি এখানে যে সকল দাঁড়াইতেছে তাহারদের মধ্যে কএক জন আছে যে ঈশ্বরের রাজ্য স্বপরাক্রমে আসিতে যাবৎ না দেখিবে তাবৎ তাহারা ২ মৃত্যুর স্বাদু পাইবেক না। এবং ছয় দিবস পরে য়িশু পিতর ও য়াকুব ও য়োহনকে সঙ্গে করিয়া একটা উচ্চ পর্ব্বতে গোপন রূপে বিরলে লইয়া গেলেন এবং তাহার ৩ দের সাক্ষাতে তিনি অন্য রূপ হইয়া গেলেন। এবং তাহার পরিচ্ছেদ উজ্বলা হিমানীর সদৃশ অতি শুভ্রু বর্ণ হইল এমত যে জগতের মধ্যে কোন রজক তাহার তুল্য ৪ শুভ্রু করিতে পারিল না এবং তাহার নিকটে আলীহা মুশার সঙ্গে দেখা দিলেন এবং তাহারা য়িশুর সহিত ৫ কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন পিতর উত্তর করিয়া য়িশুকে কহিলেন হে গুরো আমারদের এখানে থাকা ভাল আমরা তিন তাম্বু বানাই একটা আপনকার কারণ একটা মুশার কারণ ও একটা আলীহার ৬ কারণ। কেননা তাহারা ভয়াপন্ন হইল অতএব কি

৭ কহিতে হয় তাহা সে জানিলেক না। পরে একটা মেঘ উপস্থিত হইয়া তাহারদিগকে ছাইয়া লইল এবং সে মেঘ হইতে একটা রব নির্গত হইল যে এই আমার
৮ প্রিয় পুত্র তাহার কথা অবধান কর। এবং আচম্বিতে তাহারা চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া আপনারদের সঙ্গে যিশু
৯ ব্যতিরেক আর কাহাকে দেখিলেক না। পরে পর্ব্বত হইতে নামিতে২ যাহা তাহারা দেখিয়াছিল তাহা যদবধি মনুষ্যের পুত্র মৃত্যু হইতে উত্থান না করেন তদবধি তাহারা কাহাকে যেন কহিয়া না দেয় এই
১০ কথা তিনি তাহারদিগকে ভার দিলেন। অতএব সেই কথা অবধান করিয়া মৃত্যু হইতে উত্থান করার মর্ম্ম কি ইহা তাহারা পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লাগিল।
১১ অনন্তর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে অধ্যাপকেরা তবে কেন কহে যে প্রথমে আলীহার
১২ আইসনের আবশ্যক আছে। তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন আলীহা অবশ্য প্রথমে আসিবেন ও সকল বিষয় সুধারা করিয়া দিবেন তথাপি মনুষ্য পুত্রের বিষয় কেমন লিপি আছে যে তাহাকে অনেক দুঃখ পাইতে ও তুচ্ছ রূপে ত্যক্ত হইতে
১৩ হইবে। কিন্তু আমি তোমারদিগকে কহি যে আলীহা আসিয়া গিয়াছে নিতান্ত এবং যদনুসারে তাহার বিষয় লিপি আছে তাহারা যে মত ইচ্ছা করিল সেই

১৪ মত তাহাকে করিয়াছে। তদনন্তর আপন শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তিনি তাহারদের চতুষ্পার্শ্বে বহু লোকারণ্য এবং অধ্যাপকেরদিগকে তাহারদের সঙ্গে
১৫ বাদানুবাদ করিতে দেখিলেন। এবং লোক সকল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র চমৎকৃত হইল এবং তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল।
১৬ তখন তিনি সেই অধ্যাপক গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহারদের সঙ্গে তোমরা কোন্ প্রসঙ্গের বাদানুবাদ
১৭ করিতেছ। তাহাতে লোকের মধ্যে এক জন উত্তর করিয়া কহিল হে গুরো আমি আপন পুত্রকে আপনকার নিকটে লইয়া আসিয়াছি তাহায় একটা গুঙ্গা ভূত
১৮ আছে। এবং যেখানে২ সে তাহাকে ধরে সেখানে২ তাহাকে মুচড়াইয়া ফেলে পরে তাহার মুখেতে ফেণা উঠে ও সে দন্তে দন্তে কড় মড় করিতে থাকে এবং তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া যায় ইহাতে আমি আপনকার শিষ্যেরদিগকে তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে বলিলাম
১৯ কিন্তু তাহারা পারিল না। তিনি তাহাকে প্রত্যুত্তর দিয়া কহিতে লাগিলেন আরে অপ্রত্যয়ি লোকেরা আমি কতকাল তোমারদের সঙ্গে থাকিব কতকাল তোমারদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব তাহাকে আমার নিকটে
২০ আনগা। এবং তাহারা তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিল ও তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সেই ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া

ফেলিয়া দিলএবং সে ভূমিতে পড়িয়া মুখে গাঁজলা উঠিয়া
২১ ছটপট করিতে লাগিল। তখন তাহার পিতাকে তিনি
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার এই মত গতি কতকাল
২২ হইল সে কহিল তাহার বালককালাবধি। এবং
বারে ২ তাহাকে নষ্ট করিবার কারণ অগ্নিতে ও জলেতে
ফেলিয়া দিয়াছে কিন্তু আপনি যদি কিছু করিতে
পারেন তবে আমারদের উপর সকরুণ হইয়া আমার
২৩ দিগের উপকার করুণ। য়িশু তাহাকে কহিলেন যদি
তুমি প্রত্যয় করিতে পার তবে প্রত্যয়িত জনের স্থানে
২৪ সকলি হইতে পারে। তখন সে ছেঙ্গড়ার পিতা শীঘ্র
উচ্চৈঃস্বর করিয়া কান্দিতে২ কহিল হে প্রভো আমি
প্রত্যয় করি আমার অপ্রত্যয়েতে আপনি সাহায্য
২৫ করুণ। তখন য়িশু লোকারণ্যকে একত্র ধাইয়া
আসিতে দেখিয়া তিনি সে অপবিত্র ভূতকে ধমকাইয়া
কহিলেন ওরে গুঙ্গা ও বধির ভূত তাহা হইতে বাহির
হও তাহার অন্তরে আর কখন প্রবেশ করিও না ইহা
২৬ আমি তোকে ভারিলাম। তখন সে ভূত চীৎকার
করিয়া ও তাহাকে বিষম রুপে মুচড়াইয়া তাহা হইতে
নির্গত হইল তাহাতে সে মৃতবৎ দেখাইল এমত যে
২৭ অনেকে কহিল সে মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু য়িশু তাহার
হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন এবং সে গাত্রোত্থান
২৮ করিল। অনন্তর ঘরেতে আইলে পরে তাঁহার

শিষ্যেরা তাহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিল যে আমরা তাহা বাহির করিতে পারিলাম না কি জন্য। তখন
২৯ তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যে প্রার্থনা ও উপবাস ব্যতিরেক এই প্রকার আর কিছুতে বাহির হয়
৩০ না। পরে তাহারা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া গালিলি দেশ পার হইল এবং তাহা কেহ জানিতে
৩১ পায় তাহা তিনি চাহিলেন না। কেননা তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে অবগত করাইলেন ও তাহারদিগকে কহিলেন যে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্যেরদের হাতে সমর্পিত হইয়াছে এবং তাহারা তাহাকে বধ করিবে এবং তাহার বধ হইলে পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থান
৩২ করিবেন। কিন্তু সে কথা তাহারা বুঝিল না এবং
৩৩ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল। অনন্তর তিনি কফরনহমে আইলেন এবং ঘরে থাকিয়া তিনি তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা পথের মধ্যে অন্য অন্যেতে কি বিষয়ের বাদানুবাদ করিতেছিলা। কিন্তু
৩৪ তাহারা চুপ করিয়া থাকিল কেননা কেটা প্রধান হইবে ইহাই তাহারা পথের মধ্যে পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া
৩৫ ছিল। পরে তিনি বসিলেন এবং দ্বাদশটারদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যদি কেহ প্রধান হইতে ইচ্ছা করে
৩৬ তবে সে সকলের শেষ ও সকলের সেবক হউক। এবং তিনি এক ছাওয়ালকে লইয়া তাহারদের মধ্যস্থানে

বসাইয়া দিলেন পরে তাহাকে আপনার হাতে লইয়া
৩৭ তিনি তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন। যে কেহ
এই মত এক জন ছাওয়ালকে আমার নামেতে অতিথি
করে সে আমাকেই অতিথি করে ও যে কেহ আমাকে
অতিথি করে সে আমাকে অতিথি না করিয়া আমার
৩৮ প্রেরণ কর্ত্তাকে অতিথি করে। তখন য়োহন তাঁহাকে
উত্তর করিয়া কহিল হে গুরো আমরা এক জনকে
দেখিলাম যে আমারদের পশ্চাৎবর্ত্তী নাহইয়া তোমার
নামেতে ভূত সকল বাহির করিয়া দিতে ছিল অতএব
সে আমারদের পশ্চাৎ বর্ত্তী নাহওয়াতে আমরা
৩৯ তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু যিশু কহিলেন
তাহাকে নিষেধ করিওনা কেননা কোন মনুষ্য আমার
নামেতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পাইবে না যে সহজে
৪০ আমার মন্দ বলিতে পারিবে। কেননা যে কেহ আমার
৪১ দের বিপক্ষে নহে সে আমারদের স্বপক্ষে আছে। কেন
না যে কেহ আমার নামেতে তোমারদিগকে খ্রীষ্টের
অনুগত ভাবে ও এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়
নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি সে আপন প্রতিফল
৪২ অপ্রাপ্ত হইবেক না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রাণিরা যে
আমাতে প্রত্যয় করে তাহারদের এক জনের উচোট
খাওনের ঠেষ যে কেহ থোয় তবে তাহার গলাতে
জাঁতা বান্ধিয়া তাহাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া

৪৩ তাহার ভাগ্যে বরঞ্চ এই ভাল। এবং যদি তোমার দক্ষিণ হাত তোমার ঠেস বিষয় থাকে তবে তাহা কাটিয়া ফেল তোমার ভাগ্যে নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা যেমত ভাল এমত নরকের মধ্যে যে অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হইবে না তাহাতে তোমার দুই হাত রাখিয়া প্রবেশ
৪৪ করা ভাল নয়। সেই খানে তাহারদের কীট মরে না
৪৫ ও তাহারদের অগ্নি নিবিয়া যায় না। আর যদি তোমার পা তোমার ঠেস বিষয় থাকে তবে তাহা ছেদন করিয়া ফেল তোমার ভাগ্যে খোঁড়া হইয়া জীবনে প্রবেশ করা যে মত ভাল সে মত নরকে যে অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হইবে না তাহার মধ্যে তোমার
৪৬ দুই পদে ফেলা যাওয়া ভাল নহে। সেইখানে তাহারদের কীট মরে না ও তাহারদের অগ্নি নিবিয়া যায়
৪৭ না। এবং যদি তোমার চক্ষু তোমার ঠেস বিষয় হয় তবে তাহা খসাইয়া ফেল তোমার ভাগ্যে এক চক্ষুতে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা যে মত ভাল সে মত তোমার দুই চক্ষুতে নরকানলে ফেলা যাওয়া ভাল
৪৮ নহে। সেইখানে তাহারদের কীট মরে না ও
৪৯ তাহারদের অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। কেননা অগ্নিতে প্রত্যেক জন লবণাক্ত করা যাইবে এবং লবণেতে প্রতি
৫০ উৎসর্গ আস্বাদ যুক্ত হইবে। লবণ তো ভাল কিন্তু যদি লবণ হইতে তাহার স্বাদ যায় তবে তাহা কিসেতে

আস্বাদিত করিবা তোমরা আপনকারদের অন্তরে লবণ ধর এবং অন্য অন্যেতে ঐক্য রাখ

দশম অধ্যায়

অনন্তর তিনি সেস্থান হইতে উঠিয়া য়ির্দ্দনের অন্য পার য়িহোদা দেশের অঞ্চলে আইলেন এবং পুনশ্চ তাঁহার নিকট লোকের সমাগম হইল এবং আপন ধারাতে তিনি তাহারদিগকে আরবার শিক্ষাইতে লাগিলেন।
২ তাহাতে ফারিসীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে আপন স্ত্রীকে পুরুষের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না।
৩ তখন তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন মুশা
৪ তোমারদিগকে কি আজ্ঞা দিলেন। তাহারা কহিল মুশা এক বর্জ্জন লিপি লিখিতে ও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে
৫ দিলেন। তখন য়িশু তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন তোমারদের মনের কঠিনতা প্রযুক্ত তিনি সেই
৬ উপদেশ তোমারদিগকে লিখিয়া দিলেন। কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ঈশ্বর তাহারদিগকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ
৭ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। ইহার কারণ পুরুষরা আপন
৮ পিতা মাতাকে ছাড়িয়া স্ত্রীতে সংযুক্ত থাকিবে। এবং সেই দুই জনে একাঙ্গ হইবে অতএব সেই কাল হইতে
৯ তাহারা আর দুই নহে কিন্তু একাঙ্গ। এতদর্থে যাহা ঈশ্বর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা কোন মনুষ্য

১০ বিভিন্ন না করুক। অনন্তর ঘরে থাকিয়া তাহার শিষ্যেরা পুনর্ব্বার সেই বিষয়ের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
১১ করিতে লাগিল। এবং তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে
১২ বিবাহ করে সে তাহার প্রতি পরদার করে। আর যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামিকে বর্জ্জন করিয়া অন্যের সঙ্গে
১৩ বিবাহিতা হয় সেও ব্যভিচার কর্ম্ম করে। পরে তাহার স্পর্শ পাইবার কারণ তাহারা ছোট শিশুরদিগকে তাহার নিকটে লইয়া আইল কিন্তু যে সকল তাহার দিগকে আনিয়াছিল তাহারদিগকে শিষ্যেরা ধমকাইতে
১৪ লাগিল। কিন্তু য়িশু তাহা দেখিয়া অতি বিরক্ত হইলেন ও তাহারদিগকে কহিলেন যে ছোট শিশুরদিগকে আমার নিকট আসিতে দেও ও তাহারদিগকে নিষেধ করিওনা কেননা এই মত লোকেতে ঈশ্বরের রাজ্য হয়।
১৫ নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি যে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য ছোট শিশুবৎ গ্রহণ না করে সে তাহাতে প্রবেশ
১৬ করিতেপাইবে না। তখন তিনি তাহারদিগকে কোলে করিয়া লইয়া তাহারদের উপর আপন হাত দিয়া
১৭ তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর পথ ধরিয়া যাইতে ২ এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার অগ্রে হাঁটু পাড়িয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে হে ধার্ম্মিক গুরো আমার অনন্ত জীবনাধিকার

১৮ প্রাপ্তি হইবার কারণ আমি কি করিব। য়িশু তাহাকে কহিলেন আমাকে কেন ধার্ম্মিক করিয়া কহ এক
১৯ ব্যতিরেক ধার্ম্মিক কেহ নাই সেই সে ঈশ্বর। তুমি ত আজ্ঞা সকল জ্ঞাত আছ পরদার করিবা না বধ করিবা না চুরি করিবা না মিথ্যা সাক্ষী দিবা না প্রবঞ্চনা
২০ করিবা না আপনার পিতৃ মাতৃকে সম্মান করিবা। তখন সে উত্তর করিয়া কহিলেক হে গুরো এসকল আমি আপন বাল্যকাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি।
২১ তখন য়িশু তাহাকে একান্ত দৃষ্টি করিয়া স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে কহিলেন তোমার এক কর্ম্ম বক্রী আছে চলিয়া যাও আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রেরদিগকে বিতরণ করগা তাহাতে তোমার স্বর্গেতে ধন প্রাপ্তি হইবে তাহার পরে আইস ক্রূশ উঠাইয়া
২২ লইয়া আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হওসিয়া। কিন্তু সে কথাতে সেই ব্যক্তি বিসন্ন হইল এবং উদ্বিগ্ন হইয়া চলিয়া গেল কেননা তাহার অনেক ধন ও সম্পত্তি
২৩ ছিল। তখন য়িশু চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া আপন শিষ্যেরদিগকে কহিতে লাগিলেন ধনবান্ যাহারা তাহারা কেমন কষ্টেতে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
২৪ করিবে। এবং তাহার কথাতে শিষ্যেরা চমৎকৃত হইল কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে পুনরায় উত্তর করিয়া কহিলেন হে বাছারা যাহারা ধনেতে বিশ্বাস রাখে

তাহারদিগের ঈশ্বরের রাজ্যেতে প্রবেশ করা কেমন
২৫ কষ্ট। ঈশ্বরের রাজ্যেতে ধনবানের প্রবেশ করা
হইতে সূচির রন্ধ্র দিয়া উটের পার হওয়া সহজ।
২৬ অতএব তাহারা অপরিমান রূপে চমৎকৃত হইয়া
আপনারদের মধ্যে বলিতে লাগিল যে কাহার পরিত্রাণ
২৭ তবে হইতে পারিবে। তখন য়িশু তাহারদের উপর
দৃষ্টি করিয়া কহিলেন মনুষ্যেতে তাহা অসাধ্য কিন্তু
ঈশ্বরেতে এমত নয় কেননা ঈশ্বরেতে সকল কর্ম্ম
২৮ সাধ্য আছে। তখন পিতর তাঁহাকে বলিতে লাগিল
যে দেখ আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তোমার
২৯ পশ্চাৎ বর্ত্তী হইয়া আছি। য়িশু প্রত্যুত্তর করিয়া
কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি কেহ ঘর কি
ভাই কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি ছাওয়াল
কিম্বা ভূমিকে আমার ও মঙ্গল সমাচারের কারণ
৩০ পরিত্যাগ করিয়া এই বর্ত্তমান কালে তাড়নার সহিত
শতগুণে ঘর ও ভাই ও ভগিনী ও মাতা ও ছাওয়াল ও
ভূমিকে এবং পরকালে অনন্ত জীবন যে না পাইবে
৩১ এমত মনুষ্য নাই। কিন্তু অনেকে প্রথম হইয়া শেষ
৩২ হইবে ও শেষ হইয়া প্রথম হইবে। অনন্তর তাহারা
য়িরোশলমে যাইতে পথের উপর হইলেন ও য়িশু
তাহারদের অগ্র হইয়া গমন করিলেন এবং তাহারা
বিস্মিত হইল এবং পশ্চাৎ চলিতে২ ভয়াপন্ন হইল

পরে তিনি দ্বাদশটারদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া যে সকল তাঁহাকে ঘটিবে তাহা তাহারদিগকে কহিতে ৩৩ লাগিলেন। যে দেখ আমরা য়িরোশলমে যাইতেছি এবং মনুষ্যের পুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপক গণের স্থানে সমর্পিত হইবে ও সে সকল তাহার মৃত্যু দণ্ড স্থির করিবে ও তাহাকে ভিন্নদেশি গণের স্থানে সমর্পণ ৩৪ করিবে। এবং তাহারা তাহাকে পরিহাস করিবে ও কোড়া মারিবে ও থুক্ ফেলিবে ও বধ করিবে এবং তৃতীয় ৩৫ দিবসে সে পুনর্ব্বার উঠিবে। পরে জেবদীর পুত্র য়াকুব ও য়োহন তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিতে লাগিল হে গুরো আমরা যাহা চাহিব তাহা আপনি আমারদের ৩৬ কারণ করিয়া দেন ইহা আমরা ইচ্ছা করি। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা কি চাহ যে আমি ৩৭ তোমারদের জন্য করিয়া দিব। তাহারা তাঁহাকে কহিল আমারদিগকে এক জন আপন দক্ষিণ দিগে ও অন্যজন আপন বাম দিগে আপনকার বৈভবে বসিতে ৩৮ দিতে আজ্ঞা হউক। কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা কি চাহ তাহা তোমরা জান না যে বাটীতে আমি পান করি সে বাটীতে না কি তোমরা পান করিতে পার এবং যে বাপ্‌টিস্মে আমি বাপ্‌টাইজিত হই ৩৯ তাহায় কি তোমরা বাপ্‌টাইজিত হইতে পার। তাহারা কহিল আমরা পারি তখন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন

অবশ্য যে বাটীতে আমি পান করি সে বাটীতে তোমরা ও পান করিবা ও যে বাপ্‌টিস্মে আমি বাপ্‌টাইজিত হই তাহায় তোমরাও বাপ্‌টাইজিত হইবা। কিন্তু

৪০ আমার দক্ষিণ দিগে ও বাম দিগে বসিবার কারণ আমার দেওয়া নহে কিন্তু যাহারদের কারণ তাহা পুস্তত

৪১ হয় তাহারদের প্রাপ্তি হইবে। তখন অন্য দশ জন ইহা শুনিয়া তাহারা য়াকুব ও য়োহনের প্রতি অতি বিরক্ত

৪২ হইতে লাগিল। কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে ডাকিয়া কহিলেন তোমরা জান যে ভিন্ন দেশিলোকের উপর যাহারা শাসন কর্ত্তা মানা যায় তাহারা তাহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং তাহারদের প্রধান লোক তাহার

৪৩ দের উপর আধিপত্য ধরে। কিন্তু তোমারদের মধ্যে এমত হইবে না বরং যে কেহ তোমারদের মধ্যে মহত্

৪৪ হইতে ইচ্ছা করে সে তোমারদের সেবক হউক। এবং যে কেহ তোমারদের মধ্যে প্রধান হইতে চাহে সে

৪৫ সকলের ভৃত্য হউক। কেননা মনুষ্যের পুত্রও সেবিত হইতে আইসে নাই কিন্তু সেবা করিতে এবং অনেকের মোচনার্থ মূল্য নিমিত্তে আপন প্রাণকে প্রদান করিতে।

৪৬ অনন্তর তাহারা য়িরিকোতে পৌঁছিলেন এবং তিনি স্বশিষ্যগণ ও যথেষ্ট লোকের সঙ্গে য়িরিকো হইতে বাহিরাইয়া যাইতে২ টিমায়ের পুত্র অন্ধ বাটি মায়

৪৭ সড়কের পার্শ্বে ভিক্ষা মাঙ্গিতে বসিয়াছিল। এবং

যখন সে শুনিল যে য়িশু নাজরেথ আছেন তখন সে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল যে হে য়িশু দাউদের সন্তান
৪৮ আমার প্রতি দয়া করুণ। তাহাতে অনেক লোক তাহাকে নিরস্ত থাকিতে কহিলেক কিন্তু সে ততোধিকে আরো অতিশয় চেঁচাইতে লাগিল হে দাউদের সন্তান
৪৯ আমার প্রতি দয়া করুণ। তখন য়িশু স্থকিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহারা তাহাকে ডাকিয়া কহিল যে স্থির হও উঠ
৫০ তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। তখন সে আপন বস্ত্র
৫১ ছাড়িয়া উঠিয়া য়িশুর নিকট আইল। এবং য়িশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন আমি তোমার কারণ কি করিব তুমি কি চাহ সে অন্ধ লোক তাঁহাকে বলিল
৫২ হে প্রভো চক্ষু যেন পাই। য়িশু তাহাকে কহিলেন চলিয়া যাও তোমার বিশ্বাস তোমাকে ভাল করিয়া দিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ সে চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইল এবং পথ দিয়া য়িশুর পশ্চাৎ গমন করিল——

একাদশ অধ্যায়

অনন্তর তাহারা য়িরোশলমের নিকট জৈতুন পর্ব্বতে
১ বীৎফাজ ও বীতানিয়ায় উপনীত হইয়া তিনি আপন শিষ্যগণের মধ্যে দুই জনকে এই কথা কহিয়া প্রেরণ
২ করিলেন। যে তোমারদের সম্মুখে যে গ্রাম আছে তাহাতে চলিয়া যাও এবং তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা

মাত্র তোমরা এক গর্দ্দভের সাবক যাহার উপর মনুষ্যের আরোহণ কখন হয় নাই বান্ধা পাইবা তাহা খুলিয়া
৩ আনগা। আর যদি কেহ তোমারদিগকে কহে যে তোমরা কেন এমত করহ তবে তোমরা বলিবা যে তাহাতে পুভুর আবশ্যক আছে তখন সে কহিবা মাত্র
৪ তাহা এখানে পাঠাইয়া দিবে। অতএব তাহারা চলিয়া গেল এবং যেখানে দুই পথের মিলন ছিল সেই স্থানে সে সাবকটাকে দ্বারের বাহির দিগে বান্ধা
৫ পাইল। এবং সে স্থানে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহার দের মধ্যে কএক জন কহিল তোমরা কি করিতেছ
৬ সাবকটা কেন খুলিতেছ। তখন যে মত য়িশু তাহার দিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সেই মত তাহারা উহার দিগকে কহিল তখন উহারা ইহারদিগকে যাইতে
৭ দিল। এবং তাহারা সাবকটাকে য়িশুর নিকট লইয়া গিয়া আপনারদের বস্ত্র তাহার উপর বিছাইয়া দিল
৮ এবং তিনি তাহার উপর আরোহণ করিলেন। এবং অনেক লোক আপনারদের পরিচ্ছেদ পথের মধ্যে পাতিয়া দিল ও অন্যেরা বৃক্ষের ডাল কাটিয়া সরাণেতে
৯ ছড়াইয়া দিল। এবং অগ্রগামি ও পশ্চাৎ গামিরা চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল যে হোশানা ধন্য২ তিনি যিনি
১০ ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন। ধন্য আমারদের পিতৃ দাউদের রাজ্য যে ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছে সর্ব্বো

১১ চেচে হোশানা। পরে য়িশু য়িরোশলমে ও মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিগে সকল বস্তুর উপর দৃষ্টি করিয়া যখন সায়ংকাল উপস্থিত হইল তিনি
১২ দ্বাদশটার সঙ্গে বাহিরাইয়া বীতানিয়ায় গেলেন। এবং রাত্রি প্রভাতে বীতানিয়া ছাড়িলে পরে তিনি ক্ষুধিত
১৩ হইলেন। এবং দূর হইতে সপত্র একটা আঞ্জীর বৃক্ষ দেখিয়া তাহাতে যদি কিছু পান এই ভাবে তিনি অগ্রে বাড়িলেন কিন্তু তাহার নিকটে যাইয়া তাহার উপর পত্র ব্যতিরেক আর কিছু পাইলেন না কেননা আঞ্জীর
১৪ ফলের সময় তখন ছিল না। তখন য়িশু তাহাকে উত্তরানুক্রমে কহিলেন এই অবধি তোমার ফল কোন মনুষ্য কখন যেন খায় না এবং তাহার শিষ্যেরা ইহা
১৫ শুনিলেক। পরে তাঁহারা য়িরোশলমে আইলেন এবং য়িশু মন্দিরে যাইয়া যে সকল মন্দিরের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারদিগকে তিনি বাহির করিয়া খেদাইয়া দিতে লাগিলেন এবং বণিকেরদের পাটা ও কপোত বিক্রয়িরদের আসন সকল উল্টাইয়া
১৬ ফেলিলেন। এবং মন্দিরের ভিতর হইয়া কাহাউকে
১৭ কোন পাত্র লইয়া যাইতে দিলেন না। এবং তিনি তাহারদিগকে শিক্ষাইয়া কহিতে লাগিলেন যে লিপি আছে যে আমার ঘর সকল দেশের প্রার্থনার ঘর কহা যাইবে কিন্তু তাহা তোমরা চোরের গহ্বর

১৮ করিয়া দিয়াছ। এবং অধ্যাপকেরাও প্রধান যাজকেরা ইহার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কিরূপে নষ্ট করিতে পারে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল কেননা তাহার শিক্ষাতে লোক সকল আশ্চর্য্য মানিল ও
১৯ তাহারা তাঁহাকে ভয় করিল। পরে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত
২০ হইলে তিনি নগরের বাহিরে গেলেন। এবং প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট হইয়া যাইতে২ তাহারা দেখিল যে আঞ্জীর বৃক্ষটা সমূলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।
২১ তখন পিতর তাহা স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিল হে গুরো দেখ যে আঞ্জীর বৃক্ষকে আপনি শাপ দিলেন
২২ সেই ত শুকাইয়া গিয়াছে। য়িশু তাহাকে উত্তর
২৩ করিয়া কহিলেন ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ। কেননা আমি সত্য তোমারদিগকে কহি যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলিবে যে তুমি সরিয়া গিয়া সমুদ্রেতে পড়গা এবং আপন মনেতে সন্দেহ নাকরিয়া যাহা বলিতেছে তাহা হইবেই ইহা যদি বিশ্বাস করে তবে তাহার
২৪ কথানুসারে তাহাকে ঘটিবে। এতদর্থে আমি তোমার দিগকে কহি যখন যে কিছু তোমরা প্রার্থনা করিয়া চাহ তখন তোমারদের প্রাপ্তি হওয়ার বিশ্বাস করহ
২৫ তবে তোমরা প্রাপ্ত হইবা। এবং যখন তোমরা প্রার্থনা করিতে প্রবর্ত্ত হও যদি কাহার সঙ্গে তোমারদের কিছু বিষয় থাকে তখন ক্ষমা করহ তাহাতে যেন তোমার

দের স্বর্গস্থ পিতা তোমারদের অপরাধও ক্ষমা করেন।
২৬ কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা না কর তবে তোমারদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমারদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।
২৭ তদনন্তর তাঁহারা য়িরোশলমে পুনর্ব্বার আইলেন।
২৮ এবং তিনি মন্দিরে টহলিতে ২ প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা ও প্রাচীন লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে তুমি কি যোগ্যতায় একর্ম্ম করিতেছ এবং একর্ম্ম করিতে কে তোমাকে সে যোগ্যতা
২৯ দিল। তখন য়িশু তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন আমিও তোমারদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি পরে তোমরা তাহার উত্তর দিলে আমি কি যোগ্যতায় একর্ম্ম করিতেছি তাহা তোমারদিগকে
৩০ কহিয়া দিব। য়োহনের বাপ্‌টিস্ম যে সে কি স্বর্গ হইতে কিম্বা মনুষ্যেরদিগ হইতে হইয়াছিল ইহার
৩১ উত্তর আমাকে দেও। তখন তাহারা আপনারদের মধ্যে বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল যদি আমরা বলি যে স্বর্গ হইতে তখন সে কহিবে যে তোমরা তবে
৩২ কি জন্য তাহাকে প্রত্যয় করিলা না। কিন্তু যদি আমরা বলি যে মনুষ্যেরদিগ হইতে তবে লোকের ভয় আছে কেননা যে য়োহন ভবিষ্যৎবক্তা ছিল
৩৩ নিতান্ত ইহা সকল লোক মানিল। তখন তাহারা য়িশুকে উত্তর করিয়া কহিল আমরা বলিতে পারিনা এবং য়িশু

তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন আমি কি যোগ্যতায় এ কর্ম্ম করিতেছি তাহা আমি তোমারদিগকে ও কহিবনা———

দ্বাদশ অধ্যায়

পরে তিনি দৃষ্টান্ত কথাতে তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন যে এক মনুষ্য একটা দ্রাক্ষা বাগান রোপণ করিল ও তাহার চতুর্দ্দিগে আড়া দিল ও দ্রাক্ষা রসের হাওজ খোদিল ও মঞ্চ বানাইল এবং কৃষকেরদিগকে
২ তাহা গছাইয়া দিয়া দূর দেশে গমন করিল। পরে সময়ানুক্রমে সে দ্রাক্ষা বাগানের ফল সেই কৃষকেরদের স্থানে পাইবার কারণ সে এক ভৃত্যকে কৃষকেরদের
৩ নিকট পাঠাইল। এবং সে তাহারা তাহাকে ধরিয়া
৪ মারি পিট করিয়া শূন্য হাতে বিদায় করিল। তার পরে তিনি পুনরায় আর এক জন নফরকে তাহারদের নিকট পাঠাইয়া দিললেন ও তাহাকে তাহারা পাতর ফেলিয়া তাহার মস্তক ঘাইল করিয়া
৫ লজ্জাকর ব্যবহারে বিদায় করিল। এবং পুনর্ব্বার তিনি আর এক জনকে পাঠাইলেন ও তাহাকে তাহারা বধ করিল এবং কাহারং মারি পিট ও কাহারং বধ করিয়া আরং অনেকেরদিগকে এই মত করিল।
৬ সকলের পরে তাঁহার পরম প্রিয় একটী পুত্র ছিল তাহাকে ও তিনি অবশেষে প্রেরণ করিলেন বলিলেন

৭ যে আমার পুত্রকে তাহারা সমাদর করিবেই। কিন্তু সে কৃষকেরা পরস্পর বলিতে লাগিল এইটা না উত্তরাধিকারী আইস আমরা তাহাকে মারিয়া ফেলি
৮ পাছে অধিকারটা আমারদিগের হইবে। অতএব তাহারা তাহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষা বাগান
৯ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল। তবে সে দ্রাক্ষা বাগানের অধিকারী কি করিবে তিনি আসিয়া সেই কৃষকেরদিগকে নষ্ট করিয়া দ্রাক্ষা বাগানটা অন্যের
১০ দিগকে দিবেন। এবং এই গ্রন্থ তোমরা কখন পাঠ করহ নাই যে প্রস্তর ঘর গাঁথকেরা ত্যাগ করিয়া ছিল সেইত
১১ কোণের চূড়া হইয়াছে। এইত ঈশ্বরের কর্ম্ম এবং
১২ আমারদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত। তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিল কেননা তাহারা জানিল যে তিনি সেই দৃষ্টান্ত তাহারদের বিরুদ্ধে কহিয়াছিলেন কিন্তু লোকেরদিগকে ভয় করিল পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া
১৩ তাহারা চলিয়া গেল। অনন্তর তাঁহার কথার ছিদ্র ধরিবার কারণ তাহারা কএক জন ফারিসী ও
১৪ হেরোদীয়ারদিগকে তাহার নিকটে পাঠাইলেক। এবং উহারা আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে হে গুরো আমরা জানি যে আপনি সত্যবান্ ও কাহারো প্রয়োজন রাখেন্ না কেননা আপনি মনুষ্যেরদের মুখ দেখা করেন না কিন্তু ঈশ্বরের পথ সত্যেতে শিক্ষান অতএব

১৫ কাইশরকে রাজস্ব দেওয়া কর্ত্তব্য কি না। আমরা দিব কি না দিব কিন্তু তিনি তাহারদের কাপট্য জানিয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা আমার পরীক্ষা কেন করহ আমার দেখিবার জন্য একটা সুকি আনহ।

১৬ এবং তাহারা আনিয়া দিলেক তখন তিনি তাহার দিগকে কহিলেন এই মূর্ত্তি ও লেখা কাহার তাহারা

১৭ কহিল যে কাইশরের। তখন যিশু তাহারদিগকে পুত্যুত্তর করিয়া কহিলেন কাইশরের বস্তু কাইশরকে দেও এবং ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরকে দেও এবং তাহার

১৮ কথাতে তাহারা আশ্চর্য্য মানিল। তখন সাদুকীরা যে বলে পুনরুত্থান হয় না তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া

১৯ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে। হে গুরো মুশা আমার দের পুতি এই লিপি করিলেন যে কাহারো ভাই সস্ত্রী হইয়া নিঃসন্তানে যদি মরে তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া আপন ভ্রাতার কারণ বংশোদ্ভব

২০ করিবে। ইহাতে সাত ভাই ছিল এবং পুথমটা স্ত্রী

২১ গ্রহণ করিয়া বংশ রহিত মরিল। পরে দ্বিতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সেও নিঃসন্তানে মরিল এবং

২২ তৃতীয় জন ও তদনুরূপ হইল। পরে ক্রমেং সাত জনেই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সন্তান রহিত মরিল

২৩ সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল। অতএব পুনরুত্থান সময়ে যখন সেই জনেরা উঠিবে তখন তাহারদের

মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে কেননা সাত জনেই তাহাকে
২৪ স্বস্ত্রী করিয়া রাখিয়া ছিল। তখন য়িশু পুত্যুত্তর করিয়া
তাহারদিগকে বলিলেন তোমরা গ্রন্থের কথা এবং
২৫ ঈশ্বরের শক্তি না জানিয়া ভ্রান্ত আছ না কি। কেন
না যখন তাহারা মৃত্যু হইতে উত্থান করে তখন
তাহারা বিবাহ করেনা বিবাহেতে ওদত্ত হয় না কিন্তু
২৬ স্বর্গীয় দূতগণের মত হয়। কিন্তু মৃত লোকের উত্থান
করাব বিষয় কি তোমরা মুশার পুস্তকে পাঠ করহ
নাই যে ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে কিমত
কহিতে লাগিলেন যে আমি আবরহামের ঈশ্বর ও
২৭ য়িশহাকের ঈশ্বর ও য়াকুবের ঈশ্বর। তিনি মৃত
লোকের ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীববানের ঈশ্বর অতএব
২৮ তোমরা অতি ভ্রান্ত আছ। পরে অধ্যাপকেরদের মধ্যে
এক জন আসিয়া তাহারদের উত্তর পুত্যুত্তরের বিচার
শুনিয়া এবং উহারদের পুতি তিনি বিলক্ষণ উত্তর
দিয়াছেন ইহা বুঝিয়া সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে
লাগিল যে সকল আজ্ঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা কোনটা।
২৯ য়িশু তাহাকে উত্তর দিলেন যে সকল আজ্ঞার মধ্যে
শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা এই হে য়িশরাল অবধান কর আমারদের
৩০ পুভু ঈশ্বর একই পুভু আছেন। এবং তুমি আপন পুভু
ঈশ্বরকে আপনার সকল মন ও সকল প্রাণ ও সকল
অন্তঃকরণ ও সকল সামর্থ্যেতে প্রেম করিবা এইটা

৩১ প্রথম আজ্ঞা আছে। এবং দ্বিতীয় তাহার সদৃশসে এই তুমি আপন পড়সীকে আত্মবৎ প্রেম করিবা এই আজ্ঞা হইতে আর কোন আজ্ঞা বড় নহে।
৩২ তখন সে অধ্যাপক তাঁহাকে কহিলেক সত্য গুরো আপনি বিলক্ষণ কহিলেন কেননা এক ঈশ্বর আছেন
৩৩ এবং তিনি ব্যতিরেক আর কেহ নাই। এবং তাঁহাকে সকল মন ও সকল বুদ্ধি ও সকল প্রাণ ও সকল সামর্থ্য দিয়া প্রেম করা এবং আপন পড়সীকে আত্মবৎ প্রেম করা ইহা যাবতীয় সম্পূর্ণ হোম যজ্ঞ বলিদানাদি
৩৪ হইতে অধিক আছে। তখন য়িশু তাহার সুবুদ্ধি রূপ উত্তর করা দেখিয়া তিনি তাহাকে কহিলেন তুমি ঈশ্বরের রাজ্য হইতে অতি দূর নহএবং তাহার পরে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহার সাহস
৩৫ হইল না। অনন্তর য়িশু মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতে ২ তিনি প্রশ্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন অধ্যাপকেরা কেমন করিয়া বলে যে খ্রীষ্ট দাউদের সন্তান আছেন।
৩৬ কেননা দাউদ আপনি ধর্ম্মাত্মা হইতে কহিলেন যে য়িহুহা আমার প্রভুকে কহিলেন যদবধি আমি তোমার শত্রুদিগকে তোমার পায়ের পীঁড়ি না করিয়া দি তাবত্
৩৭ তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাক। অতএব দাউদ আপনি তাহাকে প্রভু করিয়া কহিতেছেন তবে তিনি কেমন করিয়া তাহার পুত্র হন এবং ইতর লোক

৩৮ সকল তাহার কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনিল। এবং আপন শিক্ষার মধ্যে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যে অধ্যাপকেরদের প্রতি সাবধান থাক তাহারা ভ্রমণে
৩৯ দীর্ঘ পরিচ্ছেদ ও হাট বাজারেতে। প্রণাম ও সিনগাগের মধ্যে প্রধান আসন ও উৎসব নিমন্ত্রণে শ্রেষ্ঠ স্থান
৪০ আকাঙ্ক্ষা করে। তাহারা বিধবার ঘর খাইয়া ফেলে এবং বাহানা করিয়া দীর্ঘ আরাধনা করে ইহারা
৪১ অধিক দণ্ড ভোগ পাইবে। অনন্তর য়িশু ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া লোক সকল ভাণ্ডারের মধ্যে টাকা কড়ী কি রূপে ফেলিতেছে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং ধনবানেরদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট মত ফেলিয়া
৪২ দিলেক। পরে এক জন দরিদ্র বিধবা আসিয়া দুই দশক যাহাতে এক ঢেবুয়া হয় তাহা ফেলিয়া
৪৩ দিল। তখন তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া কহিলেন নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি যে ভাণ্ডারের মধ্যে যত লোক ফেলিয়া দিয়াছে সকল হইতে এই দরিদ্র বিধবা অধিক ফেলিয়া দিয়াছে।
৪৪ কেননা সে সকল আপনারদের বাহুল্য হইতে ফেলিয়া দিয়াছে কিন্তু এই আপনার দৈন্য হইতে বরং আপন সর্ব্বস্ব এবং আপন দিনপাত সকলি ফেলিয়া দিয়াছে ———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরে তিনি মন্দির হইতে যাইতে২ তাহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে কহিতে লাগিল হে গুরো দেখ এ কি
২ প্রকার প্রস্তর ও নির্ম্মিত কর্ম্ম সকল। তখন য়িশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন তুমি এ বড় নির্ম্মাণ সকল দেখিতেছ তাহার মধ্যে এক পাতর অন্যের উপর অপড়া
৩ থাকিবে না। অনন্তর তিনি জৈতুন পর্ব্বতে মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন ইহাতে পিতর ও য়াকুব ও য়োহন ও আন্দ্রু তাহাকে সংগোপনে জিজ্ঞাসা
৪ করিলেক। যে এ সকল কর্ম্ম কখন হইবে এবং যখন এ সমস্ত পূর্ণ হইবে তখন তাহার চিহ্ন বা কি
৫ ইহা আমারদিগকে বলুন। তখন য়িশু তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিতে লাগিলেন সাবধান
৬ কেহ যেন তোমারদিগকে ভ্রান্ত করায় না। কেননা আমার নামেতে আমি খ্রীষ্ট বলিয়া অনেকে আসিবে
৭ এবং অনেকের ভ্রান্তি জন্মাইবে। এবং যখন তোমরা সংগ্রামের সংবাদ ও সংগ্রামের আড়ম্বর শুনিবা তখন তোমরা হুতাস করিও না কেননা এ সকল হইতেই
৮ চায় কিন্তু শেষ অদ্যাপি হয় না। কেননা দেশের বিপক্ষে দেশ ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে এবং স্থানে২ ভূকম্প হইবে ও দুর্ভিক্ষ ও ক্লেশ হইবে এ
৯ সকল দুঃখের আরম্ভ। কিন্তু আপনারা সসাবধানে

থাকিও কেননা তাহারা তোমারদিগকে রাজ সভাতে সমর্পণ করিবে ও সিনগগেং তোমারদিগকে পুহার করিবে এবং আমার কারণ তোমরা দেশাধ্যক্ষ্যেরদের ও রাজগণের সাক্ষাতে আনা যাইবা তাহারদের

১০ প্রতি সাক্ষী হইবার কারণ। এবং পুথমে মঙ্গল

১১ সমাচার সকল দেশের মধ্যে পুচার হইবে। কিন্তু যখন তাহারা তোমারদিগকে আকৃষ্ট করিয়া সমর্পণ করিবে তখন কিং কহিবা তাহার অগ্র সূচনা করিও না এবং পূর্ব্ব বিবেচনাও করিও না কিন্তু যেং কথা তোমারদিগকে সেই মুহূর্ত্তে দেওয়া যাইবে তাহা কহিও কেন না তোমরা তাহার বক্তা নহ কিন্তু ধর্ম্মাত্মা।

১২ তখন ভ্রাতা ভ্রাতৃকে ও পিতা পুত্রকে মারিবার কারণ ধরাইয়া দিবে এবং সন্তানেরা পিতৃ মাতৃর বিরুদ্ধে

১৩ উঠিয়া তাহারদিগকে বধ করাইবে। এবং আমার নামার্থে সকলেই তোমারদিগকে মন্দ বাসিবে কিন্তু যে জন শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণুতা করে সেই সে পরিত্রাণ

১৪ পাইবে। কিন্তু যখন তোমরা সে উচ্ছন্নের কদর্য্য বিষয় যাহার পুসঙ্গ দানিএল ভবিষ্যদ্বক্তৃতে উক্ত ছিল তাহা যে স্থানে অনুচিত হয় সে স্থানে স্থাপিত দেখিবা যে পাঠ করে সে বুঝুক তখন য়িহোদা দেশে

১৫ যাহারা থাকে তাহারা পর্ব্বতে পলাইয়া যাউক। এবং যে জন ঘরের ছাতে থাকে সে জন ঘরের

মধ্যে না নামুক এবং আপন ঘর হইতে কোন
১৬ বস্তু লইতে ও প্রবেশ না করুক। আর যে জন
ক্ষেত্রে থাকে সে আপনার বস্ত্র উঠাইয়া লইতে
১৭ ফিরিয়া না যাউক। কিন্তু দুর্ভগা তাহারা যে সেই
১৮ সময়ে গর্ব্ভবতী হয় এবং যে স্তন পান দেয়। এবং
প্রার্থনা কর যে তোমারদের পলায়ন করা শীতকালে
১৯ যেন না হয়। কেননা সেই সময়ে যেমত দুর্গতি
হইবে এমত দুর্গতি ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির আরম্ভ হইতে
২০ অদ্যাবধি হয় নাই এবং হইবেও না। এবং যদি
ঈশ্বর সেই সময়ের হ্রাসতা না করিতেন তবে কোন
প্রাণির রক্ষা হইত না কিন্তু আপন বাঞ্ছিত মনোনীতের
দের কারণ তিনি সেই সময় হ্রাস করিয়াছেন।
২১ তখন যদি কেহ তোমারদিগকে বলে যে দেখ খ্রীষ্ট
এখানে আছেন কিম্বা দেখ ওখানে আছেন তখন
২২ প্রত্যয় করিবানা। কেননা মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা
ভবিষ্যদ্বক্তৃরা উঠিবে এবং চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম
দেখাইবে তাহাতে মনোনীতেরা ও ভ্রান্ত হয় যদি সে
২৩ পারা যায়। কিন্তু তোমরা সসাবধান থাক দেখ
আমি সকলের ঘটনা তোমারদিগকে অগ্র সূচি জ্ঞাত
২৪ করিলাম। কিন্তু সেই সময়ে সে ক্লেশের পরে সূর্য্যটা
অন্ধীকৃত হইবে এবং চন্দ্রটা আপনার জ্যোৎস্না দিবেক
২৫ না। এবং আকাশের নক্ষত্রাদি পতন হইবে ও স্বর্গস্থ

২৬ বল সকল লড়িবে। তখন তাহারা মনুষ্য পুত্রকে মহা প্রভাব ও তেজেতে মেঘের উপর আসিতে দেখিবে।
২৭ ও তখন তিনি আপন দূতগণেরদিগকে প্রেরণ করিয়া আস্বর্গ পৃথিবীর সীমাবধি চারিদিগের বায়ু হইতে আপনার মনোনীতেরদিগকে আনাইয়া একত্র করিবেন।
২৮ সম্প্রতি আঞ্জীর বৃক্ষেতে এক দৃষ্টান্ত শিক্ষহ যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্রাদি নির্গত করিতে লাগে তখন তোমরা জান যে গ্রীষ্ম সময় সন্নিকট আইল।
২৯ তদনুরূপে তোমরা যখন এসকল ঘটনা প্রত্যক্ষে দেখিবা তখন জানহ তাহা ও সন্নিকট আছে বরং
৩০ দ্বারেতে উপস্থিত। নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি যে এসকল কথা যদবধি পূর্ণ নাহয় তদবধি এই
৩১ বর্ত্তমান পুরুষ বহিয়া যাইবে না। স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ হইয়া যাইবে কিন্তু আমার কথা কদাচ লুপ্ত
৩২ হইবে না। কিন্তু সেই দিবস ও সেই দণ্ডের নিশ্চয় কেহ জানে না বরং স্বর্গস্থ দূতগণ ও জানে না পুত্র ও
৩৩ না কিন্তু পিতা কেবল সাবধান সচেত থাকিয়া প্রার্থনা করহ কেননা সময়টা কখন হয় তাহা তোমরা
৩৪ জ্ঞাত নহ। সে কিমত না যেমত এক মনুষ্য দূর যাত্রায় আপন ঘর ছাড়িতে উদ্যত হইয়া আপনার ভৃত্যের দিগকে যোগ্যতা দিয়া ও প্রত্যেক জনকে নিজ ২ কর্ম্ম ভারিল এবং দ্বারিকে জাগ্রত থাকিতে আজ্ঞা দিল।

৩৫ অতএব তোমরা সচেতন থাকহ কেননা ঘরের কর্ত্তা কখন আইসেন কি সায়ংকালে কি দুই প্রহর রাত্রিতে কি কুক্কুটের ডাঁক সময়ে কিম্বা প্রাতঃকালে তাহা তোমরা ৩৬ জানহ না। কি জানি তিনি অকস্মাৎ আসিয়া তোমার ৩৭ দিগকে নিদ্রাগত পান বা। এবং যাহা আমি তোমার দিগকে কহি তাহা আমি সকলেরদিগকেই কহি সচেতন থাকহ———

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দুই দিবস পরে পেশাক্ষ ও অখমীরী রুটির পর্ব্ব হইল তাহাতে প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে কিরূপে ছল করিয়া ২ তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিতে পারে। কিন্তু তাহারা কহিল যে পর্ব্ব সময়ে নয় কি জানি লোকেরদের ৩ গোলমাল বা হয়। পরে বীতানিয়ায় শীমন কুষ্ঠির ঘরে থাকিয়া তিনি ভোজনে বসিয়াছিলেন ইতোমধ্যে এক স্ত্রীলোক একটা মরমরী প্রস্তরের কৌটা অতি দুর্লভ জটামাংসী তৈল সঙ্গে লইয়া সেখানে আইল এবং কৌটা ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। ৪ তাহাতে কেহ ২ আপন অন্তরে বিরক্ত হইয়া কহিতে ৫ লাগিল যে ও তৈলের এমত অপব্যয় কেন হইল। সে তিন শত সুকি হইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া দরিদ্র লোকেরদিগকে বিতরণ হইতে পারিত এবং

৬ তাহার প্রতি তাহারা কচকচ করিতে লাগিল। তখন য়িশু কহিলেন তাহাকে থাকিতে দেও তাহাকে কেন ব্যস্ত করিতেছ সেত আমার উপর একটা সুকর্ম্ম করিয়াছে। ৭ কেননা দরিদ্রেরা সতত তোমারদের নিকটে থাকে এবং যখন ইচ্ছা কর তখন তোমরা তাহারদের উপকার করিতে পার কিন্তু আমি তোমারদের নিকট সতত ৮ থাকিনা। যে কিছু তাহার সাধ্য ছিল তাহা করিয়াছে সেত আমার দেহের কবর দেওনার্থ তৈল মর্দ্দন করিতে ৯ অগ্রসূচি আসিয়াছে। সত্য আমি তোমারদিগকে কহি সমুদায় জগত পর্য্যন্ত যে২ স্থানে এই মঙ্গল সমাচার প্রচার হইবে সেই২ স্থানে যাহা এই স্ত্রীলোক ১০ করিয়াছে তাহা তাহার স্মরণে উক্ত হইবে। অনন্তর য়িহোদা স্খারিওটা দ্বাদশটার মধ্যে এক জন সে তাঁহাকে প্রধান যাজকেরদের স্থানে ধরাইয়া দিবার ১১ কারণ তাহারদের নিকটে গেল। এবং তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দিত হইল ও তাহাকে টাকা কড়ী দিতে অঙ্গীকার করিল এবং সে তাঁহাকে সুযোগ মত ১২ ধরাইয়া দিতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরে অখমীরী রুটির প্রথম দিবস যখন পেশাক্ষ মারা যায় তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেক যে আমরা আপনকার পেশাক্ষ খাইবার কারণ কোন স্থানে ১৩ যাইয়া প্রস্তুত করিতে আপনকার অভিমত কি। তখন

তিনি আপন শিষ্যগণের মধ্যে দুই জনকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমরা নগরের মধ্যে যাও তাহাতে এক ঘড়া জল বহা এক জনের সাক্ষাত্
১৪ পাইবা তাহার পশ্চাৎ ধরিয়া চল। এবং যেখানে সেই জন প্রবেশ করিবে সেই গৃহের কর্ত্তাকে কহিবা যে গুরু কহিতেছেন আমি আপনকার শিষ্যেরদের সঙ্গে যেখানে পেশাক্ষ খাইব সে ভোজনশালা
১৫ কোথায়। তখন সে তোমারদিগকে বড় এক উপরদালান সজ্জমান ও প্রস্তুত দেখাইয়া দিবে সেখানে
১৬ আমারদের কারণ প্রস্তুত করিবা। অতএব তাহার শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে আসিয়া তিনি তাহার দিগকে যেমত কহিয়াছিলেন সেই মত তাহারা পাইল
১৭ এবং তাহারা পেশাক্ষ প্রস্তুত করিল। পরে সায়ংকালে
১৮ তিনি দ্বাদশটার সঙ্গে আইলেন। এবং তাহারা বসিয়া ভোজন করিতে২ য়িশু কহিতে লাগিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তোমারদের মধ্যে এক জন যে আমার সঙ্গে খাইতেছে সে আমাকে বিশ্বাসঘাতকী
১৯ করিয়া ধরাইয়া দিবে। তখন তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে একে২ বলিতে লাগিল যে সে কি আমি সে
২০ কি আমি। তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সে দ্বাদশটার মধ্যে একজন যে আমার সঙ্গে
২১ থালেতে হাত দিতেছে। মনুষ্য পুত্র যেমত তাহার

বিষয়ে লিপি আছে তদনুসারে অবশ্য যান কিন্তু যাহার দ্বারাতে মনুষ্য পুত্র বিশ্বাসঘাতকী করিয়া ধরা যায় সেই মনুষ্যের পরিত্রাহি হইবে সে জনের ভাগ্যে বরঞ্চ তাহার জন্ম না হওয়া ভাল হইত। ২২ পরে তাহারা খাইতে২ য়িশু রুটি লইলেন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিলেন এবং তাহারদিগকে দিয়া কহিলেন লও খাও এই আমার শরীর। ২৩ পরে তিনি বাটী টা ধরিলেন এবং স্তব করিয়া তাহারদিগকে দিলেন ও তাহারা সকলি তাহাতে পান করিলেক। ২৪ তখন তিনি তাহার দিগকে কহিলেন এই আমার সেই নূতন নিয়মের রক্ত যে অনেকের কারণ পাত হইতেছে। ২৫ নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি আমি দ্রাক্ষার রস আর বার পান করিব না যদ্দিবস পর্য্যন্ত আমি ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা নূতন না খাই। ২৬ অনন্তর এক গীত গাইলে পরে তাঁহারা বাহিরাইয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। ২৭ পরে য়িশু তাহার দিগকে বলিতে লাগিলেন এই রাত্রি তোমরা সকল আমার বিষয়ে ঠেষ খাইবা কেননা লিপি আছে যে আমি মেষ রক্ষককে মারিব এবং মেষ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ২৮ কিন্তু আমার উত্থান হইলে পরে আমি তোমারদের অগ্রে গালিলিতে যাইব। ২৯ কিন্তু পিতর বলিতে লাগিল যদিতু সকলি ঠেষ খায় তথাচ আমি খাইব না। ৩০ তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন সত্য

আমি তোমাকে কহি যে অদ্যই এই রাত্রির মধ্যে তুমি পূর্ব্বে আমাকে তিনবার অস্বীকার না করিলে কুকড়া
৩১ দ্বিতীয় বাঁক দিবেক না। কিন্তু সে ততোধিকে একান্ত মত বলিতে লাগিল যদি আমি তোমার সঙ্গে মরি তবু আমি কোন ক্রমে তোমাকে অস্বীকার করিবনা
৩২ তদনুরূপে তাহারা সকলি বলিল। পরে তাহার গেতসমনী নামে এক স্থানে আসিয়া তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে বলিলেন তোমরা এখানে বসিয়া থাক
৩৩ যাবৎ আমি প্রার্থনা করি। এবং পিতর ও য়াকুব ও য়োহন সঙ্গে লইয়া গিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও
৩৪ ব্যাকুল চিত্ত হইতে লাগিলেন। এবং তাহারদিগকে কহিলেন আমার প্রাণ মৃত্যু পর্য্যন্ত শোকাবৃত হইয়াছে
৩৫ তোমরা এখানে জাগ্রত হইয়া থাক। পরে কিঞ্চিত দূরে অগ্রসার হইয়া তিনি ভূমিতে উভড় হইয়া পড়িলেন ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে তাহা যদিতু হইতে পারে তবে এই সময় আমা হইতে যেন খণ্ডিয়া যায়।
৩৬ কহিলেন হে আব্বাপিত সকলি তোমার সাধ্য এই বাটী আমার নিকট হইতে দূর কর তথাপি আমার ইচ্ছামত না হইয়া তোমার ইচ্ছা যাহা তাহাই হউক।
৩৭ পরে তিনি আসিয়া তাহারদিগকে নিদ্রিত পাইয়া পিতরকে কহিলেন হে শীমন তুমি নাকি শয়ন করিতেছ তুমি কি একদণ্ড মাত্র সচেতন থাকিতে

৩৮ পারিলা না। সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা করহ যেন পরীক্ষার মধ্যে তোমারদের প্রবেশ না হয় আত্মাটা
৩৯ উদ্যুক্ত বটে কিন্তু শরীরটা অশক্ত। এবং পুনর্ব্বার তিনি যাইয়া পূর্ব্ব স্বরূপ কথা কহিয়া প্রার্থনা করিতে
৪০ লাগিলেম। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া তাহারদিগকে নিদ্রিত পাইলেন কেন না তাহারদের চক্ষু ভারিছিল এবং তাঁহাকে কি উত্তর দিবে তাহারা বুঝিতে পারিল না।
৪১ অতঃপরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া তাহারদিগকে কহিলেন এখন তোমরা শয়ন করিয়া বিশ্রামে থাক সাঙ্গ হইয়াছে ক্ষণটা আসিয়াছে দেখ মনুষ্য পুত্র পাপিরদের হাতে বিশ্বাসঘাতকির দ্বারা ধরা যাইতেছে।
৪২ উঠ আমরা চলিয়া য়াই দেখ যে জন আমাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া ধরাইয়া দেয় সে উপস্থিত হইল
৪৩ আসিয়া। এবং তৎ ক্ষণাৎ সেই কথা কহিতে ২ য়িহোদা দ্বাদশটার মধ্যে এক জনের সঙ্গে প্রধান যাজক ও অধ্যাপক ও প্রাচীন লোকের নিকট হইতে তলওয়ার ও লাঠি লইয়া মহা লোকারণ্য আসিয়া
৪৪ পৌঁছিল। এবং তাঁহার বিশ্বাসঘাতকী ধরাণ্যা তাহার দিগকে এক চিহ্ন দিয়া কহিয়া ছিল যে যাহাকে আমি চুম্বন করিব সেই সে ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া
৪৫ সুরক্ষিত্র করিয়া লইয়া যাও। অতএব সে আসিবা মাত্র তাঁহার নিকটে এক কালীন যাইয়া গুরো ২ বলিয়া

৪৬ তাঁহাকে চুম্বন করিল। এবং সে সকল তাঁহার উপর
৩৭ হাত দিয়া ধরিয়া লইল। পরে তাঁহার আশ পাশ
লোকের মধ্যে এক জন তলওয়ার ধারণ করিয়া মহা
যাজকের চাকরের উপর ক্ষেপণ করিয়া তাহার কর্ণ
৪৮ ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন য়িশু তাহারদিগকে
উত্তর করিয়া কহিলেন তোমরা তলওয়ার ও লাঠি
লইয়া চোরকে যাদৃশ তাদৃশ না কি আমাকে ধরিতে
৪৯ আসিয়াছ। আমি পুত্যহ মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতে২
তোমারদের সঙ্গে ছিলাম তথাচ তোমরা আমাকে
ধরিয়া লইলা না কিন্তু গ্রন্থের পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।
৫০ তখন তাঁহার সমভ্যারি সকল তাঁহাকে ছাড়িয়া
৫১ পলায়ন করিল। কিন্তু এক যুবক আপন উলঙ্গ
শরীরে একখান কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহার পাছে২
চলিতে লাগিল তাহাতে যুবাকেরা তাহাকে ধরিল।
৫২ কিন্তু সে কাপড় খান পরিত্যাগ করিয়া সেই উলঙ্গ
হইয়া তাহারদের নিকট হইতে পলাইয়া গেল।
৫৩ পরে তাহারা য়িশুকে মহা যাজকের স্থানে লইয়া গেল
এবং ইহার সঙ্গে পুধান যাজকেরা ও পুাচীন লোকেরা
৫৪ ও অধ্যাপকগণেরা সকলেই সভাস্থ হইলেন। পরে
পিতর অতি দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিয়া মহা
যাজকের অট্টালিকায় ও আইল এবং ভৃত্য লোকের
৫৫ সঙ্গে বসিয়া অগ্নি তাপিতে লাগিল। তখন পুধান

যাজকেরা ও মন্ত্রি সভা সমূহ য়িশুকে নষ্ট করিবার কারণ তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষির চেষ্টা করিল কিন্তু
৫৬ পাইলেক না। কেননা অনেকে তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিল কিন্তু তাহারদের সাক্ষির কথা
৫৭ মিলিল না। পরে কএক জন উঠিয়া তাহার বিরুদ্ধে
৫৮ মিথ্যা সাক্ষী দিয়া বলিতে লাগিল যে। আমরা এই কথা তাহার মুখে শুনিলাম আমি এই হস্তে নির্ম্মিত মন্দির নষ্ট করিয়া তিন দিবসের মধ্যে অহস্তে নির্ম্মিত
৫৯ আর একটা বানাইয়া দিব। কিন্তু ইহায়ও তাহারদের
৬০ সাক্ষির কথা মিলিল না। পরে মহা যাজক মধ্যখানে উঠিয়া য়িশুকে প্রশ্ন করিয়া কহিলেন তুমি নাকি কিছু উত্তর দেওনা তোমর দোষেতে ইহারা কি সাক্ষী
৬১ দেয়। কিন্তু তিনি চুপ থাকিয়া কিছু উত্তর দিলেননা পুনশ্চ মহা যাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন
৬২ তুমি সদানন্দের পুত্র খ্রীষ্ট কি না। তখন য়িশু কহিলেন আমি আছি এবং তোমরা মনুষ্য পুত্রকে মহিমার দক্ষিণ ভাগে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের
৬৩ মেঘে আগমন করিতে দেখিবা। তখন মহা যাজক আপন বস্ত্র ফাড়িয়া কহিলেন আমারদের আর
৬৪ সাক্ষিতে প্রয়োজন কি। তোমরা ঈশ্বরাপমানক কথাটা শুনিয়াছ তোমরা কি বুঝ তখন তাহারা সকলেই তাঁহাকে মরণার্থ অপরাধী করিয়া নিশ্চয় করিলেন।

৬৫ এবং কেহ তাঁহার উপর থুক ফেলিতে ও তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিতে ও তাঁহাকে মুষ্টিকাঘাত করিতে ও ভবিষ্যৎকথা কহেক বলিতে পুবর্ত্ত হইল এবং অনুচরেরা তাঁহাকে চাপড় মারিল।
৬৬ কিন্তু পিতর নীচে দালানের মধ্যে থাকিতে২ মহা
৬৭ যাজকের এক দাসী সেখানে আইল। এবং পিতরকে অগ্নি তাপিতে দেখিয়া সে তাহার উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল হাঁ তুমিও য়িশু নাজরেতের সঙ্গে ছিলা।
৬৮ কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া কহিতে লাগিল আমি জানি না আর তুমি কি কহিতেছ তাহাও আমি বুঝিতে পারি না পরে সে দরদালানে গেল এবং কুকড়া বাঁক
৬৯ দিল। পুনশ্চ এক দাসী তাহাকে দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরদিগকে বলিতে লাগিল এই তাহারদের মধ্যে
৭০ এক জন। এবং সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করিল কিঞ্চিত্ কাল পরে নিকটস্থ লোকেরা পুনরায় পিতরকে বলিল যে অবশ্য তুমি তাহারদের মধ্যে কেননা তুমি গালিলীয় লোক ও তোমার ভাষা তাহাতে মিলিতেছে।
৭১ তখন তিনি শাপ ও দিব্যাদি করিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি সে মনুষ্যকে জানি না যাহার কথা তোমরা
৭২ বলিতেছ। এবং দ্বিতীয় বার কুকড়া বাঁক দিল তখন যে কথা য়িশু তাহাকে কহিয়াছিলেন যে তুমি পূর্ব্বে আমাকে তিনবার অস্বীকার না করিলে কুকড়া দ্বিতীয়

বাঁক দিবেক না তাহা পিতরের মনে পড়িল এবং তাহার ভাবনা করিয়া সে ক্রন্দন করিতে লাগিল—

পঞ্চম অধ্যায়

এবং প্রভাত হইবা মাত্র প্রধান যাজকেরা প্রাচীন লোক ও অধ্যাপকগণ ও মন্ত্রি সভা সকলের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া য়িশুকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়া পীলাতের স্থানে
২ সমর্পণ করিলেন। এবং পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি নাকি য়িহোদীরদের রাজা তিনি উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন তুমিতো কহিয়াছ।
৩ পরে প্রধান যাজকেরা তাঁহার অনেক বিষয়ের অপবাদ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি কিছু উত্তর
৪ দিলেন না। তখন পীলাত তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন তুমি কি কিছু উত্তর দেওনা দেখতো ইহারা কত বিষয়ের প্রমাণ তোমার দোষে দেয়।
৬ কিন্তু য়িশু তখনও কিছু উত্তর দিলেননা অতএব
৫ পীলাতের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। তো কিনা সেই পর্ব্ব সময়ে যাহাকে তাহারা চাহিত এমত একজন বন্ধিকে তিনি তাহারদের স্থানে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া
৭ দিতেন। ইহাতে একজন বারাব্বা নামে যে কতেক লোকের সঙ্গে গণ্ডগোল করিয়া সে গণ্ডগোলের মধ্যে বধ ও করিয়াছিল সে তাহারদের সমভ্যারে বন্ধ ছিল।
৮ অতএব লোক সকল উচ্চৈঃশব্দে চেঁচাইয়া তিনি যেমত

তাহারদের প্রতি সতত করিয়াছিলেন সেই মত করিতে
৯ তাহাকে যাচ্ঞা করিতে লাগিল। তখন পীলাত
তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন আমি তোমার
দের নিকট য়িহুদীরদের রাজাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া
১০ দি এই তোমারদের ইচ্ছা কি না। কেননা তিনি
জানিলেন যে প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে ঈর্ষা ভাবেতে
১১ সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষা বরং
বারাব্বাকে তিনি তাহারদের নিকট মুক্ত করিয়া
ছাড়িয়া দেন এই মত যেন করেণ সে প্রধান যাজকগণ
১২ লোকেরদিগকে উস্কাইতে লাগিল। তখন পীলাত
তাহারদিগকে পুনর্ব্বার উত্তর করিয়া কহিলেন তবে
য়িহোদীরদের রাজা করিয়া যাহাকে তোমরা বল
১৩ তাহাকে তোমরা কি চাহ যে আমি করি। তাহারা
পুনরায় চেঁচাইতে লাগিল যে তাহাকে ক্রূশ দেন।
১৪ তখন পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন কেন সে কিবা
মন্দ করিয়াছে কিন্তু তাহারা ততোধিকে বড়ই চীৎকার
১৫ করিতে লাগিল যে তাহাকে ক্রূশ দেন। অতএব পীলাত
লোকেরদের তুষ্টি জন্মাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহারদের
নিকট বারাব্বাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়া য়িশুকে
কোড়া মারিলে পরে ক্রূশেতে টাঙ্গা যাইতে সমর্পণ
১৬ করিলেন। তখন সেনাগণ তাঁহাকে প্রেতোরিয়ম
নাম দালানে লইয়া গিয়া সৈন্য সমূহ একত্র ডাকিয়া

১৭ আনিল। পরে তাহারা তাঁহাকে বাগুনি বর্ণের বস্ত্র পরাইল ও কাঁটার মুকুট বিনাইয়া তাঁহার মস্তকে
১৮ দিল। এবং হে য়িহোদীরদের রাজন্ নমঃ ২ বলিয়া
১৯ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। পরে তাহরা তাঁহার মস্তকে বেত মারিল ও তাঁহার উপর থুক ফেলিল
২০ ও হাটু পাড়িয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে পরিহাস করিলে পরে তাহারা সেই বাগুনি বর্ণের বস্ত্র তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া আপন নিজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে ক্রূশ দিতে লইয়া গেল।
২১ তাহাতে শীমন নামে এক জন কিরেনী আলেকসান্দ্র ও রুফসের পিতা যে গৈগাঁ হইতে আসিয়া চলিয়া যাইতেছিল তাহাকে তাঁহার ক্রূশ বহিয়া লইয়া
২২ যাইতে তাহারা বেগার ধরিল। এবং তাহারা গলগতা স্থান যাহার অর্থাৎ মাথাখুলি স্থান সেই থানে
২৩ তাঁহাকে লইয়া আইল। পরে তাঁহার পান করিবার কারণ তাহারা মর মিশ্রিত দ্রাক্ষা রস তাঁহাকে দিল
২৪ কিন্তু তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন না। এবং তাঁহাকে ক্রূশের উপর টাঙ্গাইলে পরে তাঁহার বস্ত্র ভাগ ২ করিয়া প্রতি জন কোন ২ ভাগ পাইবে তাহা স্থির
২৫ করিতে তাহারা গুলীবাঁট করিতে লাগিল। এক
২৬ প্রহর বেলায় তাহারা তাঁহাকে ক্রূশ দিল। এবং য়িহোদীরদের রাজা করিয়া তাঁহার দোষ পাতির উপরে

২৭ লেখাছিল। এবং তাহারা দুই চোরকে এক জন তাহার দক্ষিণ দিগে ও অন্য জন তাঁহার বামদিগে
২৮ তাঁহার সঙ্গে ক্রূশ দিল। তখন সেই গ্রন্থ পূর্ণ হইল যাহাতে উক্ত আছে যে তিনি অপরাধিরদের সঙ্গে
২৯ গণিত ছিলেন। এবং সেই স্থান হইয়া যাওনের পথিকেরা আপনারদের মাথা লাড়িয়া তাহার অপনিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল যে ওরে মন্দিরের নাশক ও তাহার তিন দিবসান্তর নির্ম্মাণ কারক।
৩০ তুই আপনার রক্ষা করিয়া ক্রূশ হইতে নামিস।
৩১ সেই মত প্রধান যাজকেরাও পরিহাস করিয়া অধ্যাপকগণের সঙ্গে পরস্পর বলিতে লাগিল সে অন্যেরদের রক্ষা করিল আপনার রক্ষা তো করিতে
৩২ পারিল না। এখন তো খ্রীষ্ট য়িশরালের রাজা ক্রূশ হইতে নামুন তাহাতে আমরা দেখিয়া যেন বিশ্বাস করি এবং তাঁহার সঙ্গে যাহারা ক্রূশে টাঙ্গা গিয়াছিল
৩৩ তাহারা ও তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। পরে দুই প্রহর বেলা হইলে দেশ সমুদায় তিন প্রহর পর্য্যন্ত
৩৪ অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকিল। এবং তিন প্রহর বেলায় য়িশু উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিতে লাগিলেন আলোই আলোই লামা সাবাখ্‌তনী তাহার অর্থাৎ হে আমার ঈশ্বর২ তুমি কেন আমাকে ছাড়িয়া
৩৫ গিয়াছ। তখন তাঁহার নিকটাবর্ত্তি উপস্থিত লোকের

দের মধ্যে কেহ ২ তাহা শুনিয়া বলিতে লাগিল যে
৩৬ দেখ সে আলীহাকে ডাকিতেছে। পরে এক জন
দৌড়িয়া আসিয়া একটুকী স্পঞ্জ সির্কাতে ভরিয়া দিয়া
তাহা বেতে লাগাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়া
বলিল থাক আলীহা তাহাকে নামাইয়া লইতে
৩৭ আসিবেন কি না তাহা আমরা দেখি। পরে য়িশু
উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।
৩৮ তখন মন্দিরের পরদা উপর হইতে নামো পর্য্যন্ত
৩৯ ফাটিয়া গিয়া দুইখান হইল। এবং সে শতসেনার
পতি যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল তাঁহার
এমন চীৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা দেখিয়া সে
কহিতে লাগিল যে সত্যই বটে এই মনুষ্য ঈশ্বরের
৪০ পুত্র ছিলেন। এবং স্ত্রীলোকেরাও দূরে থাকিয়া
দেখিতেছিল তাহারদের মধ্যে মারিয়া মাগ্দলেন ও
মারিয়া ছোট য়াকুবের ও যোশের মাতা ও শলোমী।
৪১ ইহারা যখন তিনি গালিলিতে ছিলেন তখন তাহার
পশ্চাদ্গামী হইয়া তাঁহার সেবা ও করিয়াছিল এবং
অন্য ২ অনেক স্ত্রীগণ ছিল যাহারা তাঁহার সমভ্যারে
৪২ য়িরোশলমে আসিয়া ছিল। অনন্তর সায়ংকাল হইলে
আয়োজন সময় অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্ব দিবস
৪৩ হওয়াতে। অরামাতিয়ার য়ুশফ এক জন পূজনীয়
সভাসদ মন্ত্রী যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষায়

থাকিতে ছিলেন তিনি পীলাতের নিকট সুসাহসে গিয়া
৪৪ য়িশুর দেহ চাহিলেন। কিন্তু যে তিনি মরিয়া
গিয়াছেন ইহা পীলাত অসম্ভব বুঝিলেন এবং শত
সেনার পতিকে ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
যে সেটা না কি কিছু ব্যাজে মরিয়া গিয়াছে।
৪৫ এবং শত সেনার পতির স্থানে অবগত হইয়া তিনি
৪৬ য়ুশফ কে দেহটা দান করিলেন। তখন তিনি মিহী
কাপড় ক্রয় করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া সেই
কাপড়ে জড়াইয়া পাষাণে খোদিত এক কবরে
শোয়াইয়া দিয়া কবরের দ্বারে একটা পাতর গড়াইয়া
৪৭ রাখিলেন। এবং মারিয়া মাগ্দলেন ও য়োশের মাতা
মারিয়া তিনি কোন স্থানে রাখা যান ইহা তাহারা
দেখিতে থাকিল——

ষোড়শ অধ্যায়

বিশ্রামবার গত হইলে মারিয়া মাগ্দলেন ও
য়াকুবের মাতা মারিয়া ও শলোমী তাঁহার দেহে
যাইয়া মাখাইবার কারণ সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইল।
২ এবং সপ্তাহের প্রথমে অতি ভোরে আসিয়া তাহারা
৩ সূর্য্যোদয় সময়ে কবরে পৌঁছিলেক। এবং তাহারা
পরস্পর বলিতে লাগিল যে কবরের মুখ হইতে কেটা
৪ আমারদের কারণ পাতর খান গড়াইয়া দিবে। কেননা
সে অতি বৃহৎ ছিল কিন্তু তাহারা অবলোকন করিয়া

৫ দেখিল যে পাতরটা গড়ান গিয়াছে। পরে কবরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল যে এক যুবক দীর্ঘ শুক্ল বর্ণ পরিচ্ছেদে দক্ষিণ ভিতে বসিয়া আছে
৬ এবং তাহারা আতঙ্কিত হইল। তখন সে তাহারদিগকে কহিতে লাগিল যে ভীত হইওনা তোমরা য়িশু নাজরেণ যে ক্রুশেতে টাঙ্গা গিয়াছিলেন তাঁহার উদ্দেশে আছ তিনি উঠিয়াছেন তিনি এখানে নাই যে স্থানে তাঁহাকে
৭ রাখিয়া ছিল সেই স্থানে দেখহ। কিন্তু চলিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্যগণ ও পিতরকে কহিয়া দেও যে তিনি তোমারদের অগ্রে গালিলিতে যাইতেছেন সেইখানে তোমরা তাঁহার দেখাপাইবা যেমত তিনি তোমারদিগকে
৮ কহিয়াছিলেন। অতএব তাহারা ঝট্ করিয়া বাহিরাইয়া কবর স্থান হইতে পলায়ন করিল কেননা তাহারা কম্পায়মান ও বিস্মিত হইল এবং কাহাকে
৯ কিছু কহিলেওনা কেননা তাহারা শঙ্কিত হইল। কিন্তু য়িশু অতি ভোরে সপ্তাহের প্রথমে উত্থান করিলে পর মারিয়া মাগ্দলেন যাহা হইতে তিনি সাত ভূত বাহির করিয়াছিলেন তিনি তাহার স্থানে প্রথমে দর্শন দিলেন।
১০ এবং সে যাইয়া যাহারা তাঁহার সমভ্যারেতে ছিল তাহারা শোক বিলাপ ও ক্রন্দনে থাকিতে ২ সে তাহার
১১ দিগকে কহিয়া দিল। কিন্তু তাহারা তাঁহার জীববান হওন এবং ইহার স্থানে তাহার দেখা যাওনের কথা

১২ শুনিয়া প্রত্যয় করিলেক না। তাহার পরে তাহারদের মধ্যকার দুইজন গৈগাঁ হাটিয়া যাইতে২ তিনি তাহার
১৩ দের স্থানে অন্য বেশে দেখা দিলেন। এবং তাহারা যাইয়া তাহা অন্যেরদিগকে কহিয়া দিল তথাপি
১৪ ইহারা তাহারদের কথা ও প্রত্যয় করিলনা। তদনন্তর তাহারা ভোজনে বসিয়া থাকিতে২ তিনি একাদশ টারদের স্থানে দর্শন দিয়া তাহারদের অপ্রত্যয় ও মনের কঠিনতা প্রযুক্তে তাহারদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন কেননা যাহারা তাঁহার উত্থান করণের পরে তাঁহার দেখা পাইয়াছিল তাহারদের কথা
১৫ ইহারা প্রত্যয় করিল না। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা সমুদায় জগতে চলিয়া যাও এবং
১৬ প্রত্যেক জীবকে মঙ্গল সমাচার প্রচার করহ। যে জন প্রত্যয় করিয়া বাপ্টাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাইবে
১৭ কিন্তু যেজন প্রত্যয় না করে সে দণ্ড পাত্র হইবে। এবং যাহারা প্রত্যয় করিবে তাহারদের সঙ্গে এই চিহ্ন হইবে আমার নামেতে তাহারা ভূত সকল বাহির
১৮ করিয়া দিবে তাহারা নূতন ভাষা বলিবে। তাহারা সর্পাদি ধরিয়া উঠাইয়া লইবে এবং যদিতু তাহারা কোন জীবান্তক বস্তু পান করে তথাচ সে তাহারদের কিছু ক্ষতি করিবেনা তাহারা ব্যাধি লোকের উপর
১৯ হাত দিলে সে ব্যাধিতেরা সুস্থ হইবে। প্রভু এই

মত তাহারদিগকে কহিলে পরে তিনি স্বর্গেতে লওয়ান
২০ গেলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ দিগে বসিলেন। পরে
তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র কথা প্রচার করিতে
লাগিল তাহাতে প্রভু তাহারদের সহকারী হইলেন
এবং তদনুবর্ত্তি রূপ চিহ্নেতে বাণী প্রামাণ্য করিলেন।
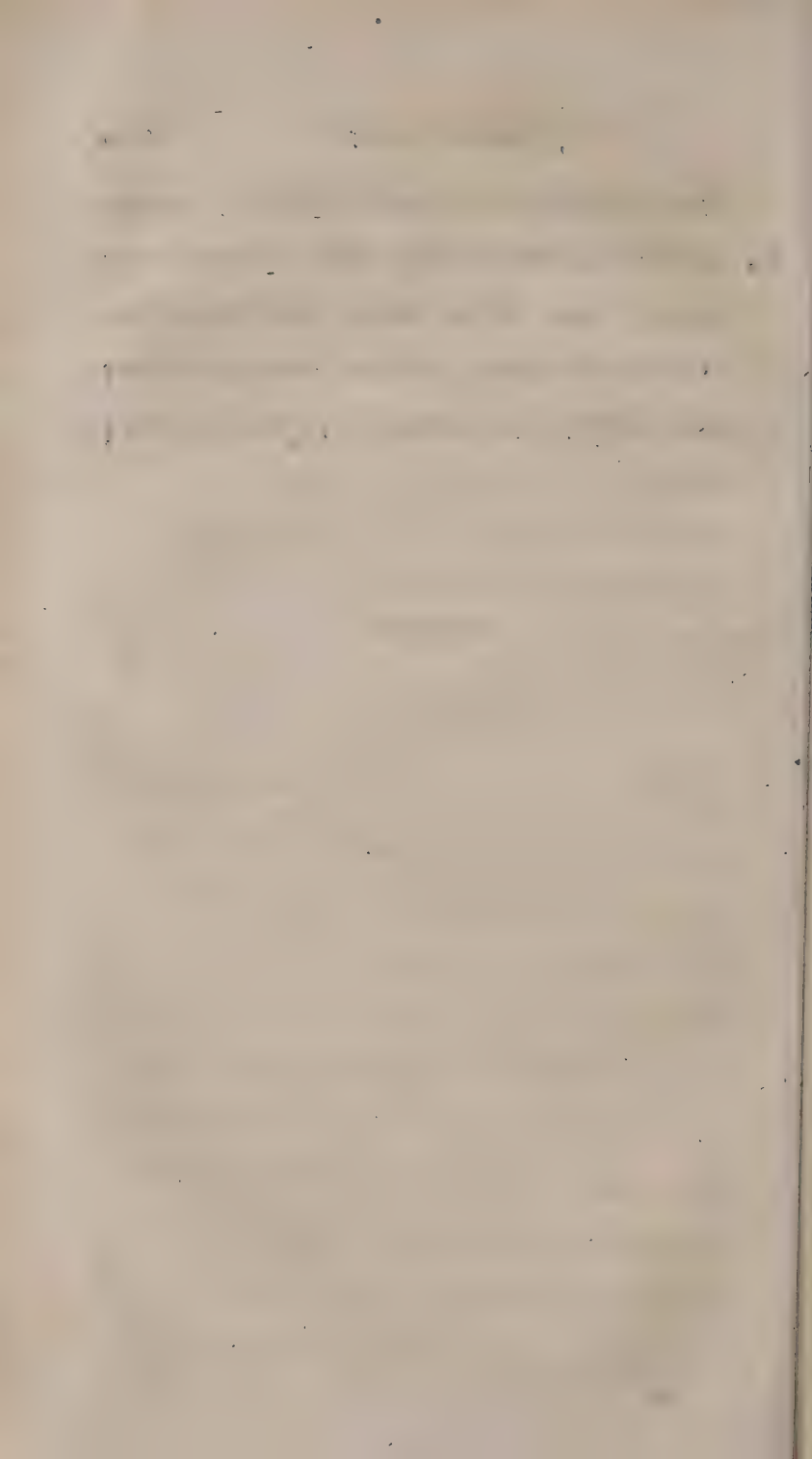
মঙ্গল সমাচার লূকের রচিত

প্রথম অধ্যায়

হে পরম পূজনীয় তেয়ফিলস যে সকল তত্ত্ব আমারদের মধ্যে নিশ্চিত প্রমাণে স্থির হইয়াছে যদনুসারে সেই জনেরা আমারদের স্থানে সোঁপিয়া দিলেন যাহারা আদ্যোপান্তে বাণীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সেবক ছিল তাহার উপাখ্যান রচিতে অনেক জন প্রবৃত্ত হইলে আমি ও তাহার প্রথম আরম্ভ হইতেই সকল কথা নিশ্চয় রূপে অবগত হইয়া তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আপনকাকে লিখিতে বিহিত বুঝিলাম তাহাতে যে সকল কথা আপনি শিক্ষিত হইয়াছেন তাহার নিশ্চয় যেন জ্ঞাত হন—

৫ য়িহোদা দেশের রাজা হেরোদের সময়ে আবীয়া পালাতে জখরীয়া নামে এক জন যাজক ছিল এবং তাহার স্ত্রী আলিশেঁবা নামে আহরণের কন্যাসন্ততির ৬ মধ্যে এক জনা ছিল। দুই জন য়িহুহার যাবতীয় আজ্ঞা ও ব্যবস্থায় গতি করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে শুদ্ধসত্ত্ব ছিলেন কিন্তু আলিশেঁবা বন্ধ্যা হওনে তাহারা নিঃসন্তান থাকিল অপর দুয়ের বৃদ্ধ বয়স হইয়াছে। ৭ পরে সময়ানুরূপে তিনি আপন পালাক্রমে ঈশ্বরের ৮ সাক্ষাতে যাজকীয় কর্ম্ম করিতে ছিলেন। তাহাতে যাজ্য কর্ম্মের নীতিক্রমে যখন য়িহুহার মন্দিরে যায়। ৯।১০ তখন তাহার ধূপ পোড়ানের ভার হয়। এবং ধূপ পোড়ান সময়ে লোক সমূহ বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা ১১ করিতেছিল। ইত্যবসরে য়িহুহার এক জন দূত ধূপ কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহার স্থানে ১২ দেখা দিলেন। এবং জখরীয়া তাহাকে দেখিয়া ১৩ বিস্মিত হইল এবং ভয়াপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু দূত তাহাকে কহিলেন হে যখরীয়া ভয় করিওনা কেননা তোমার প্রার্থনা শুনা গিয়াছে এবং আলিশেঁবা তোমার স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া তোমাকে পুত্র দিবে এবং ১৪ তুমি তাহার নাম য়োহন রাখিবা। এবং তোমার আনন্দ ও আহ্লাদ হইবে ও তাহার জন্ম নিমিত্ত ১৫ অনেকে হর্ষিত হইবে। কেননা সে য়িহুহার গোচরে

মহৎ হইবে এবং দ্রাক্ষারস কিম্বা মদিরা পান করিবেনা কিন্তু আপন মাতার গর্ভ হইতেই ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ
১৬ হইবে। পরে য়িশরালীর বংশের মধ্যে অনেকের দিগকে আপনারদের ঈশ্বর য়িহুহার পুতি তিনি
১৭ ফিরাইয়া দিবেন। এবং পিতৃরদের মন সন্তানেরদের পুতি ও অমাজ্ঞাবহসকল সল্লোকের জ্ঞান পুতি ফিরাইতে য়িহুহার অপেক্ষাকারী এক লোক পুস্তুত করিতে তিনি আলীহার আত্মা ও শক্তিতে তাহার
১৮ অগ্রে যাইবেন। তখন জখরীয়া সে দূতকে কহিল আমি কিরূপে ইহা জানিব কেননা আমি বুঢ়া মনুষ্য
১৯ এবং আমার স্ত্রীও বৃদ্ধ বয়সী আছে। তখন দূত তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন দেখ আমি গাব্রিএল ঈশ্বরের সাক্ষাৎবর্ত্তী এবং তোমাকে কথা কহিতে ও
২০ এই আনন্দ বার্ত্তা শুনাইতে পেুরিত হইলাম। তুমি আমার কথা যে আপন সময়ানুক্রমে পূর্ণ হইবে তাহা পুত্যয় করিলা না অতএব দেখ যে দিবস পর্য্যন্ত তাহার পালন নাহইবে তাবৎ তুমি গুঙ্গা থাকিবা এবং কথা
২১ কহিবার শক্তি পাইবানা। পরে লোক সকল জখরীয়ার অপেক্ষায় থাকিতে২ তাহার মন্দিরে এমন গৌণ
২২ করাতে তাহারা আশ্চর্য্য ভাবিতে লাগিল। পরে যখন বাহিরে আইলেন তখন তিনি তাহারদিগকে কথা বলিতে পারিলেন না এবং তাহারা বুঝিল যে তিনি মন্দিরে সপ্ন

দেখিয়াছেন কেননা সে তাহারদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া
২৩ নীরব থাকিল। পরে কালানুক্রমে তাহার সেবা
সময় পূর্ণ হইলে তিনি আপন ঘরে গমন করিলেন।
২৪॰ ততঃপরে কিছু কাল গত হইলে তাহার স্ত্রী আলিশেঁবা
অন্তরাপত্যা হইলেন এবং পাঁচ মাস সংগোপন করিয়া
২৫ কহিলেন। য়িহুহা যখন আমার লজ্জার বিষয় মনুষ্যের
দের মধ্য হইতে খণ্ডাইতে আমার উপর দৃষ্টি করিলেন
তখন তিনি আমার জন্য এমত কর্ম্ম করিয়াছেন।
২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে গালিলি দেশের নাজরেত নামে।
২৭ এক নগরে এক কন্যা দাউদের গোত্রে য়ুশফ নামেতে
এক পুরুষের বাগ্দত্তা তাহার নিকট গাব্রিএল দূত
ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইলেন সেই কুমারীর নাম
২৮ মারিয়া। এবং সে দূত তাহার নিকটে আসিয়া
তাহাকে কহিলেন হে গো পরম অনুগৃহীতা নমস্কার
য়িহুহা তোমার সঙ্গে আছেন স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা।
২৯ তখন সে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথনে বিস্মিতা
হইল এবং ভাবিতে লাগিল যে এই কি প্রকার সম্ভাষণ।
৩০ তখন দূত তাহাকে কহিলেন ভয় করিওনা মারিয়া গো
৩১ কেননা তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে। ও দেখ
তুমি গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইবা এবং তাঁহার
৩২ নাম য়িশু রাখিবা। তিনি মহামহিম হইবেন এবং
সর্ব্ব প্রধানের পুত্র খ্যাত হইবেন এবং য়িহুহা ঈশ্বর

তাঁহার পিতৃ দাউদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন।
৩৩ এবং য়াকুবের বংশের উপরে তিনি সদা সর্ব্বদা রাজত্ব
করিবেন ও তাঁহার রাজ্যের শেষ কখন হইবেক না।
৩৪ তখন মারিয়া সে দূতকে কহিল ইহা কিমতে হইবে
৩৫ আমিতো পুরুষকে জানি না। দূত প্রত্যুত্তর করিয়া
তাহাকে কহিলেন তোমার উপর ধর্ম্মাত্মা আসিবেন
এবং সর্ব্ব প্রধানের শক্তি তোমাকে ছাইবে অতএব
যে পুণ্যময় উদ্ভব তোমাতে হইবে তাহা ঈশ্বরের পুত্র
৩৬ কহা যাইবে। দেখ তোমার জ্ঞাতি আলিশেঁবা
আপন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র অন্তরাপত্যা হইয়াছে এবং
যেই জনা বন্ধ্যা বলা যাইত সংপ্রতি তাহার ষষ্ঠ মাস
৩৭ হইতেছে। কেননা ঈশ্বরের স্থানে কোনই কর্ম্ম
৩৮ অসাধ্য হইবেনা। তখন মারিয়া কহিল দেখ
য়িহুহার দাসী বিদ্যমানা আছে আপনকার কথাক্রমে।
৩৯ আমাকে হউক পরে দূত তাহার নিকট হইতে প্রস্থান
৪০ করিলেন। তখন মারিয়া সেই দিবসে উঠিয়া পর্ব্বত
ভূমির অঞ্চলে শীঘ্র গতি করিয়া য়িহোদা দেশের এক
নগরে গিয়া জখরিয়ার ঘরে প্রবেশ করিল এবং
৪১ আলিশেঁবাকে নমস্কার করিল। তাহাতে ঘটনাক্রমে
যখন আলিশেঁবা মারিয়ার নমস্কার শুনিলেন তখন
তাঁহার উদরে অপত্যটা সপন্দন করিতে লাগিল পরে
৪২ আলিশেঁবা ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইল। এবং সে উচ্চৈঃস্বরে

বলিল যে স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং ধন্য তোমার
৪৩ গর্ভের ফল। এবং আমাকে ইহা কোথা হইতে হইল
যে আমার প্রভুর জননী আমার স্থানে আসিয়াছেন।
৪৪ কেননা দেখ তোমার নমস্কারের শব্দ আমার কর্ণে
বাজিবা মাত্র অপত্যটা আমার উদরে হর্ষেতে সপন্দন
৪৫ করিতে লাগিল। এবং ধন্যা সেই জনা যে বিশ্বাস
করিল কেননা যে কথা য়িহুহা হইতে তাহাকে
৪৬ কহা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইবে। তখন মারিয়া
বলিল আমার প্রাণ য়িহুহার গৌরব করিতেছে।
৪৭ এবং আমার আত্মা আপন ত্রাণ কর্ত্তৃ ঈশ্বরে আনন্দ
৪৮ করিতেছে। কেননা তিনি আপন দাসীর নীচ গতি
প্রতি মনোযোগ করিয়াছেন এবং দেখ এখন হইতে
৪৯ সকল লোক পুরুষে২ আমাকে ধন্যা কহিবে।কেননা
যিনি মহৎ তিনি আমার জন্যে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন
৫০ ধর্ম্মময় তাঁহার নাম। এবং তাঁহার সাক্ষাতে যে
ভয়বান থাকে তাহারদের উপর পুরুষে২ তাঁহার কৃপা
৫১ আছে। তিনি আপন ভুজের বল দেখাইয়াছেন তিনি
অহঙ্কারিরদিগকে আপনারদের চিত্তের কল্পনায়
৫২ উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি মহতেরদিগকে আপনার
দের সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিয়াছেন এবং নীচ
৫৩ গতিরদিগকে উচ্চপদে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি
ক্ষুধার্ত্তেরদিগকে সুন্দর দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিয়াছেন

কিন্তু ধনবানেরদিগকে রুক্ষ হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন।
৫৪ তাঁহার অশেষ দয়া স্মৃতি করিয়া তিনি আপন সেবক
৫৫ য়িশরালের উপকার করিয়াছেন। যেমত তিনি
আমারদের পিতৃগণ আবরহাম ও তাহার বংশকে
৫৬ কহিয়াছিলেন। পরে মারিয়া ইহার সহিত মাস
৫৭ তিনেক থাকিয়া পুনশ্চ আপনার ঘরে গেল। তখন
আলিশেঁবার প্রসব হওন সময় পূর্ণ হইলে পুত্র ভূমিষ্ঠ
৫৮ হইল। এবং তাহার পড়সীরা ও জ্ঞাতিরা শুনিতে
পাইল যে ঈশ্বর তাহার উপর মহা অনুগ্রহ দেখাইয়া
ছেন এবং সে সকলও তাহার সঙ্গে আনন্দ করিল।
৫৯ পরে কালক্রমে অষ্টম দিবসে তাহারা বালকের
সুন্নত করিতে আইল এবং সে তাহার পিতার নাম
৬০ দিয়া তাহাকে জখরীয়া বলিল। কিন্তু তাহার মাতা
উত্তর দিয়া কহিল যে না তাহাকে য়োহন করিয়া
৬১ বলিতে হইবে। তখন তাহারা কহিল তোমার
৬২ জ্ঞাতিরদের মধ্যে কেহ এনাম ধরেনা। পরে তাহার
পিতার স্থানে তাহারা ইঙ্গিত করিয়া যাচিল যে
৬৩ তাহার কিনাম রাখিতে আপন ইচ্ছা। তখন সে
একটা লিখনের তক্তা মাঙ্গিয়া একথা লিখিল যে তাহার
নাম য়োহন তাহাতে সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।
৬৪ তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ ও জিহ্বা খুলিয়া গেল এবং সে
উক্তি করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

৬৫ পরে তাহার চতুষ্পার্শ্বের সকল নিবাসিরা ভয় পাইল এবং পর্ব্বত ভূমির সর্ব্বত্র এসকল কথার জনরব ৬৬ হইল। এবং শ্রোতৃ সকল মনে রাখিয়া কহিতে লাগিল এ কি প্রকার বালক হইবে এবং ঈশ্বরের হস্ত ৬৭ তাহার সঙ্গে থাকিল। এবং তাহার পিতা জখরিয়া ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইয়া ভবিষ্যৎ কথা কহিতে লাগিল। ৬৮ ৬৯ যে ধন্য য়িশরালের ঈশ্বর য়িহুহা কেননা। তিনি ৭০ যেমত জগতের আরম্ভ হইতে আপন। পুণ্যবান ৭১ ভবিষ্যৎ বক্তৃগণের মুখ দিয়া কহিয়াছিলেন। যে আমরা আপনারদের শত্রুরদের বশ হইতে এবং আমারদের সকল হিংসকেরদের হস্ত হইতে উদ্ধার ৭২ পাইব। যেই অনুগ্রহ আমারদের পিতৃগণের স্থানে অঙ্গীকৃত ছিল তাহার পালনে এবং আপন ধর্ম্ম পণের ৭৩ স্মরণে। সেই দিব্য যে তিনি আমারদের পিতৃ ৭৪ আবরহামের স্থানে সত্য করিলেন। যে আমরা আপনারদের বিপক্ষেরদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া আমারদের পরমায়ুর যাবদ্দিবস পর্য্যন্তই পুণ্য ও প্রকৃতার্থ আচারে তাহার সেবা নির্ভয় করিতে ৭৫ সাধাইয়া দিবেন। তদনুসারে তিনি আপন লোকের ৭৬ দিগকে সাক্ষাৎ দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। এবং আমারদের কারণ আপন সেবক দাউদের ঘরে এক পরিত্রাণের শৃঙ্গ উদয় করিয়াছেন এবং তুমি বালকরে

সর্ব্ব প্রধানের ভবিষ্যৎ বক্তা কহা যাইবা।
৭।৭৮ কেননা তাহার পথ প্রস্তুত করিতে। আমারদের
৭৯ ঈশ্বরের করুণাময় দয়া যাহাতে ঊর্দ্ধহইতে প্রভাতের
অরুণ আমারদের স্থানে দেখা দিয়াছে তাহা দিয়া
আপনারদের পাপ মোচনার্থ পরিত্রাণ তাহার লোকের
দিগকে জানাইতে অন্ধকারাবৃত ও মৃত্যুর ছায়াস্থিত
লোকেরদিগকে দীপ্তি প্রকাশ করিতে আমারদের
পা সকল কুশলের পথে উত্তীর্ণ করিতে তুমি য়িহুহার
৮০ মুখের অগ্রে গমন করিবা। পরে বালকটা বাড়িল
এবং আত্মায় শক্তি মন্তহইতে লাগিল তৎপরে
য়িশরালের স্থানে তাহার দেখা দেওন সময় পর্য্যন্ত
তিনি প্রান্তরে থাকিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৎকালের ঘটনাক্রমে কাইসর আগষ্টসের আজ্ঞা
২ হইল যে দেশ সমুদয় করবন্ধ হয়। এই কর বন্ধনের
প্রথম নিরূপণ হইল যখন কিরিনীয়স সিরিয়ার
৩ শাসন কর্ত্তা ছিলেন। অতএব সকলেই কর পত্রে
৪ নাম বন্ধ হইতে আপন২ নগরে গেল। তাহাতে
য়ুশফ ও নাম বন্ধ হইতে আপন বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারিয়া
যে পূর্ণগর্ব্ভা হইয়াছেন তাহার সহিত নাজরেত নগর
ছাড়িয়া গালিলি দেশহইতে য়িহোদা দেশে বীতলহম
নামে দাউদের নগরে আইল কেননা সে দাউদের

৬ গোষ্ঠী এবং বংশে ছিল। এবং কালক্রমে সেখানে থাকিতে ২ মারিয়ার প্রসব হওন সময় পূর্ণ হইল।
৭ অতএব সে আপন প্রথম জাত পুত্র প্রসব হইয়া তাহাকে বেষ্টনীয় কাপড়ে জড়াইয়া এক হাড়ঙ্গে শোয়াইয়া দিল কেননা তাহারদের কারণ সরাইতে
৮ স্থান ছিল না। তখন সেই অঞ্চলে মেষ পালকগণ ক্ষেত্রে থাকিয়া রাত্র য়মযে আপন ২ পালের উপর
৯ প্রহরি দিতেছিল। ইহাতে দেখ য়িহুহার দূত তাহারদের উর্দ্ধেতে আইল এবং তাহারদের চতুষ্পার্শ্বে ঈশ্বরের তেজ প্রকাশিত হইল তাহাতে তাহারা অত্যন্ত
১০ ভয়াকুল হইতে লাগিল। তখন সে দূত তাহারদিগকে কহিলেন ভয় করিওনা কেননা দেখ আমি তোমারদের স্থানে সকল লোকের কারণ মহা আহ্লাদের
১১ মঙ্গল বার্ত্তা আনি। দেখ দাউদের নগরে এক ব্যক্তি তোমারদের ত্রাণ কর্ত্তা অদ্যই জন্মিয়াছেন তিনি খ্রীষ্ট
১২ প্রভু। এবং এই তোমারদের এক চিহ্ন হইবে তোমরা বালকটাকে বেষ্টনীয় কাপড়ে জড়িত এক হাড়ঙ্গে
১৩ শয়নে পাইবা। তখন আচম্বিতে দূতের সঙ্গে অত্যন্ত স্বর্গের বাহিনী প্রত্যক্ষ হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন সর্ব্ব উচ্চেতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ এবং পৃথিবীতে কুশল মনুষ্যেরদের প্রতি
১৪।১৫ সানুকূল্য। পরে দূত গণ তাহারদের নিকট হইতে

স্বর্গে গেলে সে মেষ পালক সকল পরস্পরে বলিতে লাগিল আইসতো আমরা এইক্ষণে বীতলহমে যাইয়া এই যে ঘটিত য়িহুহা আমারদিগকে জানাইয়া
১৬ দিয়াছেন তাহা দেখি। পরে তাহারা ত্বরিত আসিয়া মারিয়া ও য়ুশফ এবং হাড়ঙ্গে শোয়া বালকটার দেখা
১৭ পাইল। এবং দেখিলে পরে যে কথা সে বালকের বিষয় তাহারদিগকে কহাগিয়াছিল তাহা ঘোষণা
১৮ করিতে লাগিল। এবং সকল শ্রোতারা সে মেষ
১৯ পালকের উক্ত প্রসঙ্গেতে আশ্চর্য্য মানিল। কিন্তু মারিয়া এ সকল ঘটনার মর্ম্ম চিন্তিতে চিন্তিতে
২০ আপনার মনের মধ্যে রাখিল। পরে মেষ পালকেরা যে সকল তাহারা শুনিয়াছিল এবং দেখিয়াছিল যদনুসারে তাহারদের স্থানে জ্ঞাপিত হইয়াছিল তাহার নিমিত্ত ঈশ্বরের গৌরব ও গুণানুবাদ করিতে ২
২১ পুনশ্চ গমন করিল। পরে বালকের সুনত হওনের অষ্ট দিবস পূর্ণ হইলে তাহার নাম য়িশু রাখাগেল যদনুক্রমে তাহার গর্ব্ভ সঞ্চিতের পূর্ব্বে দূত হইতে
২২ তাহার নামকরণ হইয়াছিল। পরে মোশার ব্যবহানু
২৩।২৪ ক্রমে মারিয়ার শৌচ করণ সময় পূর্ণ হইলে ঈশ্বরের বিধানে যেমত গ্রন্থ আছে যে প্রত্যেক প্রথম জাৎ পুরুষ সন্তান য়িহুহার প্রণ্যার্পিত কহা যাইবে তদনু-ক্রমে তাহাকে ঈশ্বরের নিকটে সাক্ষাৎ করিতে এবং

য়িহুহার বিধানোক্তানুক্রমে দুই কপোত কিম্বা দুইটা কবুতরের ছা দিয়া বলিদান করিতে তাহাকে লইয়া
২৫ তাহারা য়িরোশলমে আইল। পরে দেখ য়িরোশলমে এক মনুষ্য ছিল তাহার নাম শিমিয়ন সেই মনুষ্য শুদ্ধসত্ত্ব ও সুভক্ত হইয়া য়িশরালের কুশলের অপেক্ষায় থাকিতেছিল এবং ধর্ম্মাত্মা তাহার উপর বর্ত্তিলেন।
২৬ পরে তাহার প্রতি ধর্ম্মাত্মা হইতে প্রকাশিত হইল যে য়িহুহার অভিষিক্তকে যাবৎ না দেখিবে তাবৎ সে
২৭ মৃত্যুর দেখা পাইবেকনা। অনন্তর যখন য়িশু বালকের কারণ তাহার পিতা মাতা ব্যবস্থার নীত্যানু
২৮ সারিক ক্রিয়া করিতে তাহাকে আনিল তখন সেই আত্মার আকর্ষণে মন্দিরে আসিয়া তাহাকে আপনার হাতে ধারণ করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল
২৯ এবং বলিল। হে য়িহুহা এখন আপন কথাক্রমে
৩০ তোমার সেবককে কুশলে বিদায় কর। কেননা তোমার মুক্তি যাহা সকল লোকের সাক্ষাৎ প্রস্তুত
৩১।৩২ করিয়াছ অন্য দেশীয়েরদের দীপ্তি দেওনের দীপক এবং তোমার লোক য়িশরালের গৌরব তাহা আমার
৩৩ নয়ন দেখিয়াছে। তখন তাহার বিষয়ে এসকল উক্তি শুনিয়া তাহার মাতা ও য়ুশফ আশ্চর্য্য জ্ঞান
৩৪ করিল। পরে শীমীয়োঁন তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ দিল এবং তাহার মাতা মারিয়াকে কহিল দেখ এই

ধারক য়িশরায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও পুনরুত্থান
নিমিত্ত এবং একটা নিন্দিত চিহ্নের নিমিত্ত স্থাপিত
৩৫ হইয়াছে। তাহাতে নানা চিত্তের ভাব্য ভাবনা
প্রকাশিত যেন হয় বরং তোমার নিজ প্রাণও শূলেতে
৩৬ বিদ্ধিত হইবে। তৎপরে হানা নামে আশরের
গোষ্ঠিতে ফানুএলের কন্যা এক জনা ভবিষ্যদ্বক্তা
ছিল তাহার বয়স অতি বৃদ্ধ হইয়াছে তাহার
আইবড় সময় পরে সে স্বামির সঙ্গে সাত বৎসর
৩৭ গৃহ বাস করিয়াছিল। পরে চৌরাশি বৎসরের
বিধবা হইয়াছে তাহাতে সে দিবা রাত্র উপবাস ও
আরাধনাদিতে ঈশ্বরের সেবা করিয়া মন্দির হইতে
৩৮ যায় নাই। সেই ও তৎক্ষণে ভিতরে আসিয়া
য়িহুহাকে স্তব করিতে লাগিল এবং য়িরোশলমে
যাহারা মুক্তির অপেক্ষাতে থাকিতেছিল সে সকলের
৩৯ দিগকে ইহার প্রসঙ্গ কহিতে লাগিল। অনন্তর
য়িহুহার ব্যবস্থানুক্রমে সমস্ত ক্রিয়া সাধিলে পরে
তাহারা পুনশ্চ গালিলিতে আপন নগর নাজরেতে গমন
৪০ করিল। পরে বালকটা বাড়িল এবং জ্ঞান পূর্ণ
হইয়া আত্মায় শক্তিমন্ত হইতে লাগিল এবং য়িহুহার
৪১ অনুগ্রহ তাহার উপর থাকিল। এবং পেশাক্ষ সময়ে
তাহার পিতা মাতা প্রতিবৎসর য়িরোশলমে যাইত।
৪২ এই মতে তাহার বয়স বারবৎসর হইলে তাঁহারা

৪৩ পর্ব্বের ধারাক্রমে য়িরোশলমে গেলেন। পরে দিবসের সমাপন হইলে য়িশু বালককে য়িরোশলমে পশ্চাৎ ছাড়িয়া তাহারা পুনরায় ফিরিতেছিল কিন্তু
৪৪ য়ুশফ ও তাহার মাতা তাহা জানিল না। কিন্তু তিনি সমিভ্যারিরদের মধ্যে আছেন বুঝিয়া তাহারা এক
৪৫ দিবসের পথ গমন করিল। পরে জ্ঞাতি বন্ধুগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে তাহার উদ্দেশ না পাইয়া তাহারা পুনশ্চ য়িরোশলমে ফিরিয়া তাহাকে অন্বেষণ
৪৬ করিতে লাগিল। এবং ঘটনাক্রমে তাহারা তিন দিবস পরে তাহাকে পণ্ডিত গণের মধ্যে সভাস্থ হইয়া তাহারদের কথা শ্রবণ করিতে এবং তাহারদের স্থানে
৪৭ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে মন্দিরে পাইল। এবং তাহার বুদ্ধিতে ও প্রত্যুত্তরে সকল শ্রোতারা চমৎকৃত হইল।
৪৮ তাহাকে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল এবং তাহার মাতা তাহাকে বলিতে লাগিল হে পুত্র আমারদের প্রতি তুমি এমন ব্যবহার কেন করিয়াছ দেখ তোমার পিতাও আমি শোকিত হইয়া তোমার অন্বেষণ করিয়া
৪৯ ফিরিতেছি। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা কি জন্য আমাকে অন্বেষণ করিলা তোমরা কি জানিলা না যে আপনার পিতার কার্য্যে প্রবৃত্ত
৫০ হইতে আমার আবশ্যক আছে। কিন্তু যে কথা তিনি তাহারদিগকে কহিয়াছিলেন তাহা তাহারা

৫১ বুঝিল না। তারপরে তিনি তাহারদের সঙ্গে যাইয়া নাজরেতে আগমন করিয়া তাহারদের বশীভূত হইয়া থাকিলেন কিন্তু তাহার মাতা এ সকল কথা আপন

৫২ অন্তঃকরণে রাখিল। অনন্তর য়িশুর বুদ্ধি ও শরীর এবং তাহার প্রতি ঈশ্বর ও মনুষ্যেরদের প্রীতি বাড়িতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়

তিবেরীয়স কাইসরের রাজত্বের পনের বৎসরে পন্তিয়স পীলাত য়হোদা দেশের শাসন কর্ত্তা ও হেরোদ গালিলির চতুর্থাংশী কর্ত্তা ও তাহার ভ্রাতা ফিলিপ ইটুরিয়া ও ত্রাখোনীতিস দেশের চতুর্থাংশী কর্ত্তা এবং লিসানিয়া আবিলেনির চতুর্থাংশী কর্ত্তার কালে।

২ আনা ও কাইয়াফা প্রধান যাজক হইলে ঈশ্বরের বাণী মহা প্রান্তরে জখরীহার পুত্র য়োহনের স্থানে

৩ আইল। পরে তিনি য়িৰ্দ্দনের চতুর্দ্দিগ অঞ্চলে আসিয়া পাপমোচন কারণ মন ফিরাণের বাপ্তিস্ম সর্ব্বত্রে ঘোষণা

৪ করিতে লাগিলেন। যদনুক্রমে য়িশয়ীহা ভবিষ্যদ্বক্তার বাণী পুস্তকে লিপি আছে যে মহা প্রান্তরে চেঁচায়মান এক জনের রব হইতেছে য়িহুহার পথ প্রস্তুত করহ

৫ তাহার বাট সকল শরল করহ। প্রতি গহ্বর ভরা যাইবে এবং প্রতি পর্ব্বত ও গিরী হেটমান হইবে বক্রটা শরল হইবে ও উবর খাবর পথ সমান করা

৬ যাইবে। এবং সকল জীব ঈশ্বরের ত্রাণ
৭ দেখিবেই। তখন তাঁহার দ্বারা যে লোকারণ্য বাপ্টাইজিত হইতে আসিয়াছিল তাহারদিগকে তিনি কহিতে লাগিলেন ওরে সর্পের ছা সকল আগত কোপ হইতে পলাইতে কে তোমারদিগকে চেতাইয়া দিয়াছে।
৮ অতএব মন ফিরাণের উচিত ফল ধর এবং আপনারদের মনে কহিওনা যে আবরহাম তিনি আমারদের পিতৃ কেননা আমি কহি যে ঈশ্বর এই প্রস্তর গুলাই দিয়া আবরহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব করিতে
৯ পারেণ। অপর সংপ্রতি বৃক্ষের মূলে কুঠার ও লাগিয়া আছে অতএব প্রতি বৃক্ষ যে ভাল ফল ফলেনা
১০ তাহা কাটা যায় ও অগ্নিতে ফেলা যায়। তখন লোক সকল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমরা তো
১১ কি করিব। তিনি তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর দিয়া কহিলেন যাহার স্থানে দুই খান বস্ত্র আছে সে বস্ত্র বিহীনকে এক খান দেউক এবং যাহার কাছে খাদ্য থাকে সে
১২ তদ্রূপ করুক। তখন পাটওয়ারীরাও বাপ্টিস্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া তাঁহাকে কহিল হে গুরো আমরা
১৩ কি করিব। তিনি কহিলেন যাহা তোমারদের প্রতি নিরূপিত আছে তাহার অতিরেক তোমরা কষিয়া করিয়া
১৪ লইওনা। পরে সেনাগণ ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমরাও কি করিব তিনি তাহারদিগকে কহিলেন

তোমরা কোন মনুষ্যকে বলাৎকার করিওনা এবং কাহার মিথ্যা অপবাদ করিওনা পরে আপনারদের
১৫ বেতনে তুষ্ট হইয়া থাক। তাহার পরে লোকেরা সংশিত চিত্ত হইলে এবং য়োহনের বিষয় যে তিনি খ্রীষ্ট কি না ইহা সকল মনুষ্য আপন ২ মনে চিন্তিত
১৬ থাকিতে২ তিনি সকলের প্রতি উত্তর দিলেন যে আমি জল দিয়া তোমারদিগকে বাপ্‌টাইজ করিতেছি বটে কিন্তু আমাহইতে এক ব্যক্তি শক্তিমন্ত আসিতেছেন যাহার জুতার বন্ধন খসাইতে আমার যোগ্যতা নাই তিনি ধর্ম্মাত্মা এবং অগ্নি দিয়া তোমারদিগকে
১৭ বাপ্‌টাইজ করিবেন। তাহার কুলা স্বহস্তগত আছে এবং তিনি আপনার খলিয়ান শুদ্ধমতে ঝাড়িয়া দিবেন পরে গোম সকল আপন গোলায় সংগ্রহ করিবেন কিন্তু ভুশী সকল অনির্ব্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।
১৮ এবং অন্য ২ উপদেশ দিয়া তিনি লোকেরদের স্থানে
১৯ মঙ্গল বার্ত্তা প্রচার করিলেন। কিন্তু তিনি হেরোদ চতুর্থাংশি কর্ত্তাকে আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয় এবং আর সকল মন্দ ক্রিয়া যে হেরোদ করিয়াছিলেন ইহার বিষয় তাহার দোষ বুঝাইলে উনি আর সকলের উপর এই অধিক করিলেন যে তিনি য়োহনকে কারাগারে বন্ধ করিয়া
২০ রাখিলেন। পরে ঘটনাক্রমে সকল লোক বাপ্‌টাইজিত

হইলে পরে য়িশু আপনি ও বাপ্টাইজিত হইয়া প্রার্থনা
২১ করিতে ২ স্বর্গেতে শূন্য পথ হইল। এবং ধর্মাত্মা
প্রকট আকারে কবুতরের ন্যায় তাহার উপর নামিলেন
পরে স্বর্গহইতে এক রব আসিয়া কহিল তুমি
আমার প্রিয় পুত্র তোমায় আমার পরম সন্তোষ।
২২ তখন য়িশুর বয়ঃক্রম বৎসরত্রিশেক ছিল তিনি
লৌকিক অনুভবে য়ুশফের সুত এবং সেই হেলির
২৩ সুত। সেই মাত্তাতের সুত সেই লোইর সুত সেই
মলকির সুত সেই যানির সুত সেই য়ুশফের সুত।
২৪ সেই মত্তাত্র সুত সেই আম্মোজের সুত সেই
নাহোমের সুত সেই য়িসলির সুত সেই নগীর সুত।
২৫ সেই মাতের সুত সেই মাটতের সুত সেই সময়ীর
সুত সেই য়ুশফের সুত সেই অহোদার সুত।
২৬ সেই য়হোনার সুত সেই রেসার সুত সেই জরবাবলের
২৭ সুত সেই শলতীএলের সুত সেই নরীর সুত। সেই
মলখির সুত সেই উদ্দির সুত সেই কোসমেরসুত সেই
২৮ আলমোদের সুত সেই অবের সুত। সেই য়োসার
সুত সেই আলিয়েজরের সুত সেই ওরমের সুত সেই
২৯ মতিতার সুত সেই লোইর সুত। সেই শিমিয়োনের
সুত সেই য়িহোদার সুত সেই য়ুশফের সুত সেই
৩০ য়োননের সুত সেই আলিকিমের সুত। সেই
মলিয়ার সুত সেই মানীর সুত সেই মাটতার সুত

৩১ সেই নাতনের সুত সেই দাউদের সুত। সেই য়িশির সুত সেই ওবেঁদের সুত সেই বউঁজের সুত সেই শলমুনের
৩২ সুত সেই নাহশোনের সুত। সেই অমিনদাবের সুত সেই আরামের সুত সেই হসরোনের সুত সেই
৩৩ পরসের সুত সেই য়িহোদার সুত। সেই য়াকুবের সুত সেই য়িশহাকের সুত সেই আবরহামের সুত
৩৪ সেই তরহের সুত সেই নাহরের সুত। সেই সারোগের সুত সেই রয়াঁর সুত সেই পলগের সুত সেই এঁবরের
৩৫ সুত সেই শলহের সুত। সেই কাইনানের সুত সেই আর্ফাকশাদের সুত সেই শমের সুত সেই নোহের সুত
৩৬ সেই লমকের সুত। সেই মাতোশলহের সুত সেই হানোকের সুত সেই য়িরদের সুত সেই মহললের সুত
৩৭ সেই কেননের সুত। সেই আনোশের সুত সেই শেতের সুত সেই আদমের সুত সেই ঈশ্বরের সুত। —

চতুর্থ অধ্যায়

পরে য়িশু ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইয়া য়ির্দ্দন হইতে
২ ফিরিয়া আত্মার আকর্ষণে মহা প্রান্তরে গিয়া চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত শয়তানে পরীক্ষিত হইলেন। এবং সেই সকল দিবসে তিনি কিছু খাইলেন না কিন্তু তাহার শেষ হইলে পরে তিনি ক্ষুধিত হইলেন।
৩ পরে শয়তান তাঁহাকে কহিল তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট তবে এই পাতর খান রোটি হইবার কারণ

৪ আজ্ঞা কর। তখন য়িশু তাহাকে উত্তর দিলেন লিপি আছে যে মনুষ্য কেবল ভক্ষ্যেতে বাঁচিবে না কিন্তু
৫ ঈশ্বরের প্রত্যেক বাণী হইতেই। পরে শয়তান তাঁহাকে উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া গিয়া এক পল মাত্রে
৬ জগতের সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। এবং শয়তান তাঁহাকে বলিল আমি এসকল প্রতাপ এবং তাহার ঐশ্বর্য্য তোমাকে দিব কেননা সে আমার স্থানে সমর্পিত হইয়াছে এবং যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে
৭ দি। অতএব যদি অষ্টাঙ্গ হইয়া আমাকে ভজনা করিবা
৮ তবে সকলি তোমার হইবে। তখন য়িশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন দূর হও শয়তান কেননা লিপি আছে তুমি য়িহুহা আপন ঈশ্বরকে ভজনা করিবা
৯ এবং তাহার সেবা করিবা কেবল। পরে সে তাঁহাকে য়িরোশলমে লইয়া গিয়া মন্দিরের এক চূড়ার উপরে রাখিয়া তাঁহাকে বলিল ঈশ্বরের পুত্র যদি হও তবে
১০ ঝাঁপ দিয়া এখানহইতে পড়িয়া যাও। কেননা লিপি আছে তিনি আপন দূতগণকে তোমার রক্ষা
১১ করিতে ভারিয়া দিবেন। এবং তিনি তোমাকে হাতে উঠাইয়া রাখিবেন যেন প্রস্তরে তোমার পা কদাচিৎ
১২ ক্রমে ঠেষ না খায়। তখন য়িশু উত্তর দিয়া তাহাকে কহিলেন উক্ত আছে যে য়িহুহা আপন ঈশ্বরের
১৩ পরীক্ষা তুমি করিবা না। পরে শয়তান সে পরীক্ষা

সমূহ সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে কতেক কাল ছাড়িয়া
১৪ গেল। এবং আত্মার শক্তিতে য়িশু পুনর্ব্বার
গালিলিতে গেলেন পরে সে অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার
১৫ খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। এবং সকলের স্থানে
প্রশংসিত হইয়া তিনি তাহারদের সিনগগে শিক্ষাইতে
১৬ লাগিলেন। তদনন্তরে তিনি আপন পালন স্থান
নাজরেতে আগমন করিলেন এবং আপনার ধারা মতে
তিনি বিশ্রামবারে শিনগগে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে
১৭ দাঁড়াইলেন। তাহাতে য়িশয়ীহার ভবিষ্যৎ বাক্য
পুস্তক তাঁহাকে দেওয়া গেল পরে তিনি পুস্তক খুলিয়া
১৮ ঐ স্থান পাইলেন। যেখানে লিপি আছে যে আমার
উপর ঈশ্বরের আত্মা বর্ত্তিতেছেন কেননা তিনি
দরিদ্রেরদিগকে মঙ্গল সমাচার ঘোষণা দিতে আমাকে
অভিষেক করিয়াছেন তিনি ভগ্নান্তঃকরণেরদিগকে
সান্তনা দিতে বন্ধিতেরদের স্থানে মুক্তি প্রকাশ করিতে
অন্ধেরদিগকে চক্ষুর্দান দিতে এবং মর্দ্দিতেরদিগকে
১৯ নিস্তার করিতে। ঈশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর প্রচার করিতে
২০ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। পরে তিনি পুস্তক বন্ধ
করিয়া সেবাতিকে পুনশ্চ দিয়া আসনে বসিলেন এবং
সিনগগে যত লোক ছিল সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি
২১ লাগিয়া থাকিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন
আজি একথা তোমারদের কর্ণ গোচরে পূর্ণ হইতেছে।

২২ এবং সকলে তাঁহার সাক্ষী হইল এবং তাঁহার মুখে যে মনোহিত কথা বাহির হইল তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল পরে তাহারা বলিতে লাগিল এই কি
২৩ য়ুশফের পুত্র নহে। তখন তিনি কহিলেন তোমরা অবশ্য এই কথা আমাকে বলিবা যে হে চিকিৎসক আপনাকেই সুস্থ কর যে২ কর্ম্ম আমরা শুনিলাম কফরনহুমে করা গিয়াছে তাহা এখানে আপনার
২৪ স্বদেশে করহ। পরে তিনি কহিলেন সত্য আমি কহি তোমারদিগকে আপনার স্বদেশে কোনই
২৫ ভবিষ্যদ্বক্তা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু আমি তোমার দিগকে এক নিশ্চয় কথা কহিয়া দি যে আলীহার সময়ে যখন আকাশটা শাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইলে দেশ সমুদায়ে মহা দুর্ভিক্ষ্য হইল তখন
২৬ য়িশরালের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল। কিন্তু শীদন দেশ শরেপট নগরে এক জনা বিধবা ব্যতিরেক
২৭ আলীহা কাহার স্থানে প্রেরিত হইলেন না। পরে আলীশা ভবিষ্যৎ বক্তার সময়ে য়িশরাইলে অনেক কুষ্ঠী ছিল কিন্তু নাঁমন আরমী ছাড়া কেহ পরিস্কৃত
২৮ হইল না। তখন সে সিনগগের মধ্যে যে সকল ছিল
২৯ তাহারা এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইল। এবং উঠিয়া তাঁহাকে নগরের বাহির করিয়া যে পর্ব্বতে তাহার দের নগর স্থাপিত ছিল তাহার কাছাড় দিয়া

তাঁহাকে অধঃপাত করিতে সেখানে লইয়া গেল।
৩০ কিন্তু তিনি তাহারদের মধ্য দিয়া গতি করিয়া
৩১ স্থানান্তরে গেলেন। পরে গালিলির এক নগর
কফরনহূমে আসিয়া তিনি বিশ্রামবারে সে লোকের
৩২ দিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন। এবং তাহার শিক্ষাতে
তাহারদের অসম্ভব জ্ঞান হইল কেননা তাহার কথা
৩৩ সপ্রভাবে ছিল। পরে সেই শিনগগে মন্দ ভূতের
আত্মা গ্রস্ত এক জন ছিল এবং সে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে
লাগিল যে আমারদিগকে থাকিতে দেও তোমার সঙ্গে
আমারদের বিষয় কি হে নাজরেতের য়িশু আমার
দিগকে নষ্ট করিতে আসিয়াছ নাকি তুমি কেটা তাহা
৩৪।৩৫ আমি জানি ঈশ্বরের ধার্ম্মিক। তখন য়িশু তাহাকে
ধমকাইয়া কহিলেন চুপ কর এবং তাহা হইতে
বাহির হও তাহাতে সে মন্দ ভূত তাহাকে মধ্য স্থানে
ফেলিয়া দিয়া তাহা হইতে বাহির হইল কিন্তু তাহাকে
৩৬ কিছু আঘাত করিল না। তাহাতে সকলেই চমৎকৃত
হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল এ কিসের কথা তিনি
সপ্রভাবেতে ও শক্তিতে মন্দ ভূতেরদিগকে আজ্ঞা দেন
৩৭ তাহাতে সে বাহির হয়। অপর সে দেশের চতুষ্পার্শ্বে
৩৮ তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপিতে লাগিল। পরে
তিনি সিনগগ হইতে উঠিয়া শীমনের ঘরে যাইয়া
প্রবেশ করিলেন তথায় শীমনের শাশুড়ী শক্ত জ্বরেতে

পীড়িতা ছিল এবং ইহার বিষয়ে তাহারা তাঁহাকে
৩৯ কাকুতি করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহার পার্শ্বে
দাণ্ডাইয়া জ্বরকে ধমকাইয়া দিলেন ও জ্বর তাহাকে
ছাড়িয়া দিল এবং সেই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহারদের
৪০ সেবা করিতে লাগিল। পরে সূর্য্য অস্তগত হইতে ২
যাহারদের স্থানে নানা প্রকার ব্যাধিতে কোন ব্যাধিত
ছিল সে সকল তাহারদিগ্‌কে লইয়া য়িশুর স্থানে
আইল তাহাতে তিনি সকলের উপর হস্ত দিয়া তাহার
৪১ দিগ্‌কে সুস্থ করিলেন। এবং অনেক লোক হইতে
মন্দ ভূত বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল
তুমি খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র কিন্তু তিনি তাহারদিগকে
ধমকাইয়া কথা কহিতে দিলেন না কেননা তাহারা
৪২ জানিল যে তিনি খ্রীষ্ট। পরে দিন উপস্থিত হইলে
তিনি প্রস্থান করিয়া একটা উজড় স্থানে গেলেন তখন
লোক সকল তাঁহার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার নিকটে
আসিয়া তাঁহাকে বাধা করিল যেন তাহারদের নিকট
৪৩ হইতে তিনি প্রস্থান না করেণ। তখন তিনি তাহার
দিগ্‌কে কহিলেন আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের ঘোষণা
আর ২ নগরেও দিতে হয় কেননা তাহার নিমিত্ত
৪৪ আমি প্রেরিত হইয়াছি। পরে গালিলির শিনগগ
সকলে তিনি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।

পরে ঘটনাক্রমে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে লোক সকল তাঁহার আশপাশে চাপা চাপি করিলে তিনি গণনত্র
২ ঝিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। সে ঝিলের কূলে দুইখান নৌকা উপস্থিত দেখিলেন কিন্তু মাছুয়ারা তাহা ছাড়িয়া
৩ গিয়া তাহারদের জাল গুলা ধুইতেছিল। অতএব এক নৌকা যে শীমনের ছিল তাহাতে চড়িয়া তাহা কাঁধা হইতে কিঞ্চিত দূর ঠেলিতে তিনি তাহাকে যাচ্ঞা করিলেন পরে তিনি বসিয়া নৌকায় থাকিয়া
৪ লোকেরদিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন এবং প্রস্তাব সাঙ্গ করিলে পরে তিনি শীমনকে কহিলেন এখন তোমরা গভীরে বাড়িয়া গিয়া খেওয়ার নিমিত্তে তোমারদের
৫ জাল নামাইয়া দেও। তখন শীমন তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিল হে গুরো আমরা সমস্ত রাত্রি শ্রম করিয়াছি কিন্তু কিছু মাত্র পাই নাই তথাপি আপনকার
৬ কথার নিমিত্তে আমি জাল খান ফেলিয়া দি। অতএব তাহা করিলে তাহারা বহুতর মৎস্য ঘেরিয়া লইল
৭ তাহাতে জাল ফাটিতে লাগিল। তখন অন্য নৌকাতে যে সহকারি সকল ছিল তাহারদিগকে ইহারা আপনারদের সাহায্যেতে আসিবার কারণ ঠার দিল এবং তাহারা আসিয়া দুই নৌকা ভরিয়া দিল এমত
৮ যে তাহা ডুবিতে লাগিল। তখন শীমন পিতর ইহাই দেখিয়া য়িশুর হাঁটুতে পড়িয়া তাঁহাকে কহিল

হে প্রভো আমার নিকটহইতে প্রস্থান করুণ কেননা
৯ আমি পাপি মানুষ। কেননা যে মৎস্যের খেওয়া
তাহারা ধরিয়াছিল তাহাতে সে আপনি ও তাহার
১০ সমিভ্যারিরা সকলেই চমৎকৃত হইল। এবং জেবদীর
পুত্র য়াকূব ও য়োহন যে শীমনের সহকারী ছিল
তাহারাও সেই মত হইল তখন য়িশু শীমনকে
কহিলেন ভয় করিও না এখনহইতে তুমি মনুষ্যের
১১ দিগকে ধরিয়া লইবা। পরে তাহারদের নৌকা
কূলে আনিয়া তাহারা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া
১২ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ততঃপরে ঘটনাক্রমে এক
নগরে থাকিতে ২ দেখ কুষ্ঠময় এক জন য়িশুকে
দেখিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে কাকুতি করিতে
লাগিল যে হে প্রভো আপন ইচ্ছা হইলে আপনি
১৩ আমাকে পরিষ্কৃত করিতে পারেণ। তখন তিনি হস্ত
বিস্তার করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন
আমার ইচ্ছা আছে তুমি পরিষ্কৃত হও এবং তৎক্ষণাৎ
১৪ সে কুড়ি তাহাহইতে খণ্ডিয়া গেল। পরে তিনি সে
জনকে আজ্ঞা করিলেন যে কোন মনুষ্যকে কহিওনা
কিন্তু যাইয়া যাজকের নিকট আপনাকে দেখাইয়া
তাহারদের প্রতি সাক্ষী হইবার কারণ তোমার শুচির
১৫ বিষয়ে মুশার আজ্ঞানুক্রমে নৈবেদ্য দেওগা। কিন্তু
তাঁহার খ্যাতি ততোধিক ব্যাপিতে লাগিল এবং

তাঁহার কথা শুনিতে ও আপনারদের রোগে আরোগ্য
১৬ হইতে বহু লোকারণ্যের সমাগম হইল। পরে মহৎ
প্রান্তরে গিয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।
১৭ এবং ঘটনাক্রমে এক দিবস যখন তিনি শিক্ষাইতে
ছিলেন তখন কতেক ফারসী ও ব্যবস্থার অধ্যাপক যে
গালিলি ও য়িহোদা দেশের সকল গ্রামহইতে এবং
য়িরোশলমহইতে আসিয়াছিল সে তাঁহার নিকটে
বসিয়া আছে এবং প্রভুর শক্তি তাহারদিগকে সুস্থ
১৮ করিতে প্রত্যক্ষ ছিল। পরে দেখ মনুষ্যেরা একজন
অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিতকে শয্যার উপরে আনিয়া তাহাকে
প্রবেশ করাইয়া য়িশুর সাক্ষাতে রাখিতে চেষ্টা
১৯ করিল। কিন্তু লোকারণ্যের নিমিত্তে তাহাকে ভিতরে
আনিতে সংযোগ না পাইয়া তাহার ঘরের উপর
চড়িয়া ছাতের পথ দিয়া তাহাকে মধ্যখানে য়িশুর
২০ অগ্রে সশয্যাতে নামাইয়া দিল। এবং তিনি তাহার
দের বিশ্বাস দেখিয়া তাহাকে কহিলেন হে মনুষ্য
২১ তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে। তখন সে অধ্যাপক ও
ফারসীগণ ভাবনা করিয়া বলিতে লাগিল এই কেটা
যে ঈশ্বরাপমানক কথা কহিতেছে ঈশ্বর ব্যতিরেক
২২ পাপের ক্ষমা কেটা করিতে পারে। কিন্তু য়িশু
তাহারদের অনুভব বুঝিয়া তাহারদিগকে উত্তর দিয়া
কহিলেন তোমরা আপনারদের মনে কি চিন্তা করহ।

২৩ এই কথা যে তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে কিম্বা তুমি উঠিয়া হাঁট ইহার কোন কথা কহিতে সহজ।
২৪ কিন্তু তোমারদের জানিবার কারণ যে পৃথিবীর উপর পাপের ক্ষমা করিতে মনুষ্য পুত্রের সাধ্য আছে আমি তোমাকে কহি উঠ তোমার শয্যা তুলিয়া আপন ঘরে যাও এই কথা তিনি সেই অর্দ্ধাঙ্গিকে
২৫ কহিলেন। তৎক্ষণাৎ সে তাহারদের সাক্ষাতে উঠিল এবং আপন শয্যা তুলিয়া ঈশ্বরের স্তব করিয়া
২৬ আপনার ঘরে গমন করিল। তাহাতে সকলের চমৎকার হইল এবং তাহারা ভয়ান্বিত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া বলিতে লাগিল আজি আমরা
২৭ অসম্ভব ক্রিয়া দেখিয়াছি। তদনন্তরে এ কর্ম্ম পরে তিনি বাহিরে গতি করিয়া এক জন লোই নামে প্যাটওয়ারী করের কাছারিতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া
২৮ তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস। এবং সে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ
২৯ গমন করিল। পরে লোই আপন ঘরে মহা ভোজ্য করিল তাহাতে প্যাটওয়ারী এবং আর২ লোকেতে
৩০ মহা সভা তাহারদের সঙ্গে বসিল। কিন্তু অধ্যাপক এবং ফারসী বর্গ তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি বচসা করিয়া বলিতে লাগিল যে প্যাটওয়ারী ও পাপি লোকের সহিত তোমরা কেন ভোজন করহ।

৩১ তখন য়িশু উত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন অরোগী যাহারা তাহারদের চিকিৎসকে প্রয়োজন
৩২ নাই কিন্তু রোগিরদের। আমি ধার্ম্মিকেরদিগকে মন ফিরাণ করিবার আহ্বান করিতে আসি নাই
৩৩ কিন্তু পাপিরদিগকে। পরে তাহারা বলিল তবে কি জন্যে য়োহনের শিষ্য সকল অনেক বার উপবাস ও আরাধনা করে এবং ফারসীরদের শিষ্য ও তদ্রূপ
৩৪ করে কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করে। তিনি কহিলেন তাহারদিগকে বর সঙ্গে থাকিতে তোমরা কি কন্যার সখীগণের উপবাস করাইতে পার।
৩৫ কিন্তু সময় আসিবে যখন তাহারদের নিকটহইতে বর লওয়া যাইবে তখন সেই সময়ে তাহারা উপবাস
৩৬ করিবেই। পরে তিনি এক উপমা তাহারদিগকে কহিলেন জীর্ণ কাপড়ে কেহ নূতন কাপড়ের তালী দেয়না তাহা করিলে সে নূতনে ফাটা হয় এবং জীর্ণ কাপড়ের সহিত সে নূতন কাপড়ের টুকী মিলেওনা
৩৭ অপর নূতন দ্রাক্ষারস পুরাতন কুপাতে কেহ রাখেনা তাহা হইলে সে নূতন দ্রাক্ষারসে কুপা ফাটে পরে সে বহিয়া যায় এবং কুপা গুলা নষ্টহয়।
৩৮ কিন্তু নূতন দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতেই রাখিতে হয়
৩৯ তবে উভয় রক্ষা পায়। অপর পুরাতন দ্রাক্ষা রস পান করিলে নূতনের বাঞ্ছা কেহ শীঘ্র করেনা

সে বলিতেছে যে পুরাতনই ভাল।—

ষষ্ঠ অধ্যায়—

তারপরে ঘটনাক্রমে প্রথমের পর বিশ্রামবারে তিনি শস্যের ক্ষেত্র দিয়া গতি করিতেছিলেন তাহাতে তাঁহার শিষ্যগণ শস্যের শীশ ছিঁড়িয়া হস্তে মলিয়া
২ খাইতে লাগিল। তখন ফারিসীরদের কএক জন তাহারদিগকে কহিল বিশ্রামবারে যাহা অকর্ত্তব্য
৩ তাহা তোমরা কেন কর। তখন য়িশু উত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা কি এতেক পাঠ করহ নাই যে দাউদ আপনি ক্ষুধিত হইলে
৪ সসমিভ্যারিগণে কিং করিলেন। তিনি কেমন ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়া দর্শন দেওয়া রুটী যাহার খাওয়া কেবল যাজক বর্গ ব্যতিরেকে সকলের অকর্ত্তব্য তাহা লইয়া খাইতে লাগিলেন এবং আপন সমিভ্যারিরদিগকে
৫ ও দিলেন। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন মনুষ্যের পুত্র বিশ্রামবারের ঈশ্বরও আছেন।
৬ পুনর্ব্বার ঘটনাক্রমে আর এক বিশ্রামবারে তিনি সিনগগে প্রবেশ করিয়া শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহাতে এক জন দক্ষিণ হস্ত নুলা সেখানে উপস্থিত ছিল।
৭ তখন অধ্যাপক ও ফারসী বর্গ তাঁহার অপবাদ হওনের ছিদ্র পাইবার কারণ যে তিনি বিশ্রামবারে আরোগ্য করিবেন কি না তাহা দেখিতে অবলোকন

৮ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহারদের অনুভব জানিয়া সে নুলাকে কহিলেন উঠ এবং মধ্য স্থানে খাড়া হও তখন সে উঠিয়া খাড়া হইল। পরে
৯ য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন আমি এক কথা তোমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করি বিশ্রামবারে ভাল করা কিম্বা মন্দ করা প্রাণ রক্ষা করা কিম্বা নাশ
১০ করা ইহার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য। তখন চতুষ্পার্শ্বে সকলের উপর দৃষ্টি করিয়া তিনি সে মনুষ্যকে কহিলেন তোমার হস্ত বাড়াও তাহাতে সে তমত করিলে তাহা অন্য হাতের মত আরোগ্য হইল।
১১ তখন তাহারা ক্রোধ পূর্ণ হইয়া য়িশুকে কি করিব
১২ ইহা পরস্পরে যুক্তি করিতে লাগিল। পরে সেই কালের ঘটনাক্রমে তিনি প্রার্থনা করিবার জন্যে এক পর্ব্বতের উপর গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি
১৩ ঈশ্বরের প্রতি আরাধনায় থাকিলেন। এবং দিন হইলে আপন শিষ্যগণকে ডাকিয়া তাহারদিগহইতে দ্বাদশ জন বাছিয়া লইলেন এবং তাহারদিগকে
১৪ প্রেরিত বলিয়া নামও রাখিলেন। শীমন যাহাকে পিতরও বলিয়া নাম দিলেন এরং আন্দ্রু তাহার ভাই
১৫ য়াকুব ও য়োহন ফিলিপ ও বার্ত্তোলমি। মাতী ও তমা য়াকুব হলফির পুত্র ও শীমন যাহাকে জ্বলন্ত
১৬ বলে। এবং য়িহোদা য়াকুবের ভাই ও য়িহোদা

১৭ স্করিওটা যে বিশ্বাস ঘাতকও ছিল। পরে তাহার দের সহিত নামিয়া তিনি পাঁথারে উপস্থিত হইলেন পরে তাহার শিষ্যগণের জথা ও য়হোদা দেশ সমুদয় ও য়িরোশলম এবং শোর ও শিদন সমুদ্রের তটাঞ্চল হইতে মহা লোকারণ্য তাঁহার বাক্য শুনিতে এবং আপনারদের রোগে আরোগ্য হইতে তাঁহার নিকটে
১৮ আইল। এবং মন্দ ভূতে ক্লিষ্ট যে সকল ছিল
১৯ তাহারাও আসিয়া সুস্থ হইল। এবং লোকারণ্য সমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিল কেননা তাঁহা হইতে শক্তি নির্গত হইয়া সকলেরদিগকে সুস্থ
২০ করিল। পরে আপন শিষ্যগণের উপর চক্ষুঃ উঠাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ধন্য তোমরা দরিদ্র প্রাণি
২১ সকল কেমনা ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের। ধন্য তোমরা এখনকার ক্ষুধিত সকল কেননা তোমারদের উদর পূর্ণ হইবে ধন্য তোমরা এখনকার বিলাপী
২২ কেননা তোমরা হাসিবা। ধন্য তোমরা যখন মনুষ্যের পুত্রার্থে মানুষেরা তোমারদিগকে মন্দ বাসে ও আপনারদের নিকটহইতে দূর করে ও নিন্দা করে এবং তোমারদের নাম মন্দ বলিয়া বাহির
২৩ করিয়া ফেলে। সেই দিবসে উল্লাস করহ এবং হর্ষেতে লাফ দেও কেননা দেখ স্বর্গে তোমারদের বড় প্রতিফল হইবে কেননা ভবিষ্যৎবক্তারদিগকে তাহার

২৪ দের পিতৃগণ সেইমত করিল। কিন্তু ধিক তোমরা ধনবানেরা কেননা তোমরা আপনারদের সুখামোদ
২৫ পাইয়াছ। ধিক তোমরা পূর্ণ ভোগিরা কেননা তোমরা ক্ষুধিত হইবা ধিক তোমরা যে সম্প্রতি হাস্য পরিহাস কর কেননা তোমরা বিলাপ ও রোদন
২৬ করিবা। ধিক তোমরা যখন তোমারদের সুখ্যাতি সকলেই করে কেননা তাহারদের পিতৃগণ মিথ্যা
২৭ ভবিষদ্বক্তারদিগকে সেইমত করিল। কিন্তু হে শ্রোতারা আমি তোমারদিগকে কহি যে তোমারদের শত্রুরদিগকে তোমরা প্রীতি কর তোমারদের দ্বেষকের
২৮ দিগকে হিত কর্ম্ম করহ। যে তোমারদিগকে শাপ দেয় তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ দেও এবং যে তোমার দের প্রতি দুর্জ্জনতা করে তাহারদের জন্য প্রার্থনা কর।
২৯ যে তোমার এক গালে চাপড় মারে তাহার প্রতি অন্যটাও ফিরাইয়া দেও এবং তোমার গেলাফ যে হরণ করে তোমার জামাও লইতে বারণ করিও না।
৩০ যে তোমার স্থানে যাচ্ঞা করে তাহারদের প্রত্যেক জনকে দেও এবং যে তোমার সম্পত্তি হরণ করিয়া
৩১ লয় তাহার স্থানে পুনশ্চ যাচঞা করিও না। এবং যে২ ধারা তোমরা চাহ যে মনুষ্যেরা তোমারদিগকে করে সেই২ ধারা তোমরাও তাহারদিগকে কর।
৩২ কেননা তোমারদিগকে যাহারা প্রীতি করে তাহার

দিগকে প্রীতি করিলে তোমারদের প্রশংসা বা কি কেননা যে লোক তাহারদিগকে প্রেম করে এমন
৩৩ লোকেরদিগকে পাপিলোকও প্রেম করে। এবং তোমারদের হিতকারিরদিগকে যদি হিত কর তাহাতে তোমারদের প্রশংসা বা কি কেননা সেই রূপেই
৩৪ পাতকিগণ ও করে। অপর যাহারদিগহইতে তোমারদের পরিশোধ হওনের আশা আছে তাহার দিগকে ঋণ দিলে বা তোমারদের প্রশংসা কি কেননা পাপিগণ পাপিগণেরদিগকে পুনর্ব্বার তুল্যমত পাইতে
৩৫ ঋণ দেয়। কিন্তু তোমরা আপনারদের বিপক্ষের দিগকে প্রীতি কর এবং পুনশ্চ পাইবার আশা না করিয়া হিত কর্ম্ম কর এবং ঋণ দেও পরে তোমারদের বড় প্রতিফল হইবে এবং পুরুষ প্রধানের সন্তান কহা যাইবা কেননা তিনি হিত অমানক এবং মন্দ লোকের
৩৬ দিগকে আনুকূল্য করেন। অতএব তোমারদের পিতা
৩৭ যেমত দয়ালু সেইমত তোমরাও দয়ালু হও। দোষ বিচার করিও না তখন তোমারদের দোষ বিচার হইবে না দোষ বর্ত্তাইওনা তবে তোমারদের দোষ বর্ত্তন হইবে না ক্ষমা কর তখন তোমরা ক্ষমা
৩৮ পাইবা। দেও তবে দান পাইবা মনুষ্যেরা সুন্দর পরিমাণে ঠাসা নড়া চড়া এবং উবরা করিয়া তোমার দের কোঁচাতে দিবে কেননা যেই পরিমাণে তোমরা

মাপিয়া দেও তাহা দিয়াই তোমারদের স্থানে পুনশ্চ
৩৯ পরিমিত হইবে। পরে তিনি তাহারদিগকে এক
উপমা কহিলেন অন্ধ অন্ধকে না কি পথ দেখাইতে
৪০ পারে সে কি উভয় গর্ত্তে পড়িবে না। গুরুহইতে
শিষ্য বড় নহে কিন্তু সিদ্ধ হইলে প্রত্যেক জন
৪১ আপন গুরুর মত হইবে। কিন্তু আপন চক্ষুতে যে
আড়া আছে তাহা না দেখিয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে
যে কণিকা হয় তাহার প্রতি কেন অবলোকন করহ।
৪২ অপর তুমি আপন চক্ষুর আড়া না দেখিয়া তোমার
ভাইকে কেমনে বলিতে পারিবা যে রহ ভাই আমি
তোমার চক্ষুহইতে কণিকা বাহির করিয়া দি হে
কপটী প্রথমে আপন চক্ষুহইতে আড়াটা বাহির
করিয়া ফেলিয়া দেও পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে
কণিকা আছে তাহা নির্গত করিতে প্রসন্ন দৃষ্টি পাইবা।
৪৩ ভাল বৃক্ষ মন্দ ফল দেয়না এবং মন্দ বৃক্ষে ভাল
৪৪ ফলও হয়না। কেননা আপন ২ ফলে প্রতি বৃক্ষ
জানা যায় কাঁটা গাছে কেহ ডুম্বরের ফল পাড়েনা
৪৫ এবং শ্যাকুলের ঝোপে দ্রাক্ষা ফলও পাড়ে না। ভাল
মনুষ্য আপন মনের সুভাণ্ডারহইতে ভাল সামগ্রী
বাহির করে এবং মন্দ মনুষ্য আপন চিত্তের কুভাণ্ডার
হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে কেননা অন্তঃকরণের
৪৬ পূর্ণত্বহইতে মুখ বলে। অপর আমার কথা না

পালিয়া তোমরা আমাকে প্রভো ২ কেন করিয়া
৪৭ বল। যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার
৪৮ উপদেশ শুনিয়া তাহার পালন করে সে কাহার তুল্য
তাহা আমি তোমারদিগকে দেখাইয়া দি সে এক
মনুষ্যের মত যে ঘর নির্ম্মাণ করিল ও গভীর খুদিয়া
তাহার নেও পাষাণের উপর করিল পরে বন্যা
উঠিলে তাহার স্রোত সে ঘরের উপর মহা চোটে
পড়িল কিন্তু তাহাকে ঝুকাইতে পারিল না কেননা
৪৯ তাহার পুত্তন পাষাণের উপর ছিল। কিন্তু কথা
শ্রবণ করিয়া যে ক্রিয়া না করে সে এক মানুষের
মত যে নেও ব্যতিরেক মৃত্তিকার উপরে ঘর নির্ম্মাণ
করিল যাহার উপর জলের স্রোত বৃহৎ চোটে
পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ পড়িল এবং সে ঘরের ভাঙ্গ্যা
পড়া বিপরীত ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

অনন্তরে লোকেরদের কর্ণ গোচরে আপন উপদেশ
সকল সমাপ্ত করিয়া তিনি কফরনহমে প্রবেশ করিলেন।
২ ইহাতে এক শতসেনার পতির নফর যাহাকে সে বড়
স্নেহ করিল সে ব্যাধিত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছে সে
৩ যখন য়িশুর বার্ত্তা শুনিল তখন তাঁহার নিকটে
য়িহোদীরদের প্রাচীন লোকের দ্বারা কাকুতি করিয়া
পাঠাইল যে তিনি আসিয়া তাহার সেবককে সুস্থ

৪ করেন। অতএব তাহারা য়িশুর স্থানে আসিয়া একান্ত মিনতি করিয়া তাঁহাকে বলিল যাহার কারণ এই অনুগ্রহ করিতে হয় তিনি ভাজন লোক বটেন।
৫ কেননা তিনি আমারদের দেশ ভাল বাসেন এবং আমার
৬ দের জন্যে একটা সিনাগগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন য়িশু তাহারদের সঙ্গে গেলেন এবং তাহার ঘরের নিকটে প্রায় উপস্থিত হইলে সে শত সেনারপতি বান্ধবের দ্বারা তাঁহাকে কহিয়া পাঠাইল যে আপনি ব্যামোহ না পান কেননা আপনি যে আমার ছাতের
৭ নীচে প্রবেশ করেন তাহার যোগ্য আমি নহি। বরং আপনকার নিকটে আসিতে আমি আপনাকে অযোগ্য বুঝিলাম কিন্তু কথা মাত্র বলুন তবে আমার নফর সুস্থ
৮ হইবে। কেননা আমিও এক জন শাসন বশীভূত হইয়া নিযুক্ত হইলাম ও আমার বশীভূত সেনাগণও আছে তাহাতে আমি এক জনকে যাও বলিলে সে যায় অন্যকে আইস কহিলে সে আইসে এবং আমার নফরকে একর্ম্ম কর আজ্ঞা করিলে সে তাহা করে।
৯ য়িশু একথা শুনিয়া আশ্চর্য্য মানিলেন এবং ফিরিয়া আপন পশ্চাদ্বর্ত্তিরদিগকে কহিলেন এমত বিশ্বাস বরং
১০ য়িশরাইলেই আমি পাই নাই। পরে যে লোক প্রেরিত ছিল সে ঘরে পুনশ্চ গিয়া ঐ পূর্ব্ব পীড়িত
১১ নফরকে সুস্থ দেখিল। তাহার পরদিবস ঘটনাক্রমে

তিনি নাইন নামে এক নগরে গেলেন এবং তাঁহার সমভিব্যারে অনেক শিষ্য ও যথেষ্ট লোক ও গেল।
১২ তখন তিনি সে নগরের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে দেখ এক মৃত মনুষ্য বাহিরে বহা যাইতেছিল সে তাহার মাতার একা পুত্র এবং সেও বিধবা এবং
১৩ তাহার সঙ্গে সে নগরের অনেক লোক ছিল। প্রভু তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতি করুণাবিষ্ট হইয়া
১৪ তাহাকে কহিলেন কান্দিও না। পরে তিনি আসিয়া খাট স্পর্শ করিলেন তাহাতে বাহকেরা স্থকিত হইল তখন তিনি কহিলেন হে যুবক আমি তোমাকে কহি
১৫ উঠ। তাহাতে সে মৃত লোক উঠিল এবং কথা কহিতে লাগিল পরে তিনি তাহাকে আপন মাতার স্থানে
১৬ সমর্পণ করিলেন। তখন সকলের ভয় হইল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল যে আমারদের মধ্যে মহা ভবিষ্যদ্বক্তা উদিত হইয়াছেন এবং ঈশ্বর আপন লোকের স্থানে সাক্ষাৎ দিয়াছেন।
১৭ তাঁহার এই মত বার্ত্তা সমুদায় য়িহোদা দেশে এবং
১৮ তাহার চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলে ব্যাপিল। এবং য়োহনের
১৯ শিষ্যগণ এ সকল কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। তখন য়োহন আপন দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া য়িশুর নিকটে কহিয়া পাঠাইলেন যে তুমি নাকি সেই জন যাহার
২০ আগমনের অপেক্ষা ছিল কিম্বা আমরা অন্যের

অপেক্ষা করিব সেই লোক তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল য়োহন বাপ্টাইজক আমারদের দ্বারা আপনকার নিকটে কহিয়া পাঠাইয়াছেন যে যাহার আগমনের অপেক্ষা ছিল আপনি নাকি সেই কিম্বা আমরা অন্যের

২১ অপেক্ষা করিব। সেই ক্ষণে তিনি রোগ ও মহাব্যাধি এবং মন্দ ভূতহইতে অনেকেরদিগকে সুস্থ করিলেন

২২ এবং নানা অন্ধেরদিগকে চক্ষুর্দান দিলেন। তখন য়িশু তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন এখন প্রস্থান কর এবং যাহা তোমরা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ তাহা য়োহনকে কহ গিয়া যে অন্ধ লোক দেখিতে পায় নেঙ্গড়া সকল হাঁটে কুষ্ঠিরা পরিষ্কৃত হয় বধির জন শুনে মৃত লোক উঠে দরিদ্রেরদিগকে মঙ্গল সমাচার

২৩ প্রচার হইতেছে। এবং ধন্য সেই যে আমাতে ঠেষ

২৪ খায় না। য়োহনের প্রেরিতগণ গেলেপরে তিনি লোকেরদিগকে য়োহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন যে প্রান্তরে তোমরা কি দেখিতে গিয়াছিলা না কি

২৫ বাতাসে দোলিত নল। কিম্বা কি দেখিতে গিয়াছিলা কি কোমলবস্ত্র পরা কোন মনুষ্যকে দেখ যাহারা সুন্দর পরিচ্ছেদে বিভূষিত এবং পরিপাটিরূপ ভোগী

২৬ হয় তাহারা রাজ পুরীতে থাকে। কিন্তু কি দেখিতে গিয়াছিলা নাকি এক ভবিষ্যদ্বক্তাকে সেই বটে এবং আমি তোমারদিগকে কহি যে ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে

২৭ অতি শুষ্ঠ। এই সে যাহার বিষয়ে লিপি আছে দেখ আমি তোমার সম্মুখে আপন দূত পাঠাই যে
২৮ তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে। কেননা আমি তোমারদিগকে কহি নারীর গর্ব্ভেতে যাহারদের উদ্ভব হয় তাহারদের মধ্যে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা য়োহন বাপ্‌টাইজক হইতে বড় নহে কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে যে
২৯ সকলের লঘু সে তাহাহইতে গুরুতর। পরে তাহার শ্রোতারা সকল ও পাটওয়ারিগণ য়োহনের বাপ্‌টিস্মে বাপ্‌টাইজিত হইয়া ঈশ্বরকে প্রকৃতার্থ করিয়া মানিল।
৩০ কিন্তু ফারসীলোক এবং ব্যবস্থার অধ্যাপকগণ তাঁহার দ্বারা বাপ্‌টাইজিত না হইয়া ঈশ্বরের পরামর্শ আপনার
৩১ দের বিপর্য্যয়ে অগ্রাহ্য করিল। তখন প্রভু কহিলেন এই কালের লোক কাহার তুল্য করিব তাহারা বাজার স্থলে বসা ছাওয়ালেরদের মত যে আপন সখাগণের দিগকে ডাক দিয়া কহে তোমারদের প্রতি আমরা বাদ্য বাজাইলাম কিন্তু তোমরা নৃত্য করিলা না আমরা তোমারদের প্রতি বিলাপ করিলাম তথাচ তোমরা
৩২ কান্দিলা না। কেননা য়োহন বাপ্‌টাইজক রোটী খাইতে ২ কি দ্রাক্ষারস পান করিতে ২ আইল না
৩৩ তাহাতে তোমরা বল সে ভূতগ্রস্ত আছে। মনুষ্য পুত্র ভোজন পান করিতে ২ আসিয়াছে তাহাতে তোমরা বল দেখ এক জন ভোক্তা এবং দ্রাক্ষারস পিয়ক

৩৪ পাটওয়ারি ও পাপি লোকের বন্ধু। কিন্তু জ্ঞানটা আপন সকল শিশুগণের স্থানে পুক্তার্থ মানা যাইতেছে।

৩৫ তাহারপরে এক জন ফারসী তাঁহাকে আপন সঙ্গে খাইতে আহ্বান করিল এবং তিনি সে ফারসীর ঘরে

৩৬ গিয়া ভোজনে বসিলেন। পরে দেখ সেই নগরের এক জন স্ত্রীলোক যে পাপিনী ছিল সে যখন জ্ঞাতা হইল যে য়িশু সেই ফারসীর ঘরে ভোজনে বসিয়া আছেন তখন সে একটা সুগন্ধি দ্রব্যের দিব্য পুস্তরের পেড়ী আনিয়া তাঁহার চরণের নিকট পাছেরদিগে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নেত্র জলে তাঁহার পা ধুইয়া আপন মাথার কেশে মুছিয়া তাঁহার পদ চুম্বন করিয়া সেই সুগন্ধি দ্রব্য মাখাইতে

৩৭ লাগিল। তখন ঐ ফারসী যে তাঁহাকে নিমন্ত্রা করিয়াছিল ইহা দেখিয়া আপন অন্তঃকরণে কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্য যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইত তবে এই স্ত্রী লোক যে তাহাকে স্পর্শ করিতেছে সে কেটা ও কি পুকার লোক তাহা সে জানিত সেইতো পাপিনী।

৩৮ তখন য়িশু উত্তর দিয়া তাহাকে কহিলেন হে শীমন আমি তোমাকে কিছু কহিতে চাহি সে কহিল বলুন

৩৯ মহাশয়। এক মহাজনের দুই জন খাতক ছিল এক জন পাঁচ শত শুকা ধারিল এবং অন্যটা পঞ্চাশ শুকা।

৪০ পরে তাহারদের পরিশোধ করিবার কিছু যোত্র

নাহওয়াতে তিনি দুই জনেরদিগকে নির্দায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন অতএব ইহারদের মধ্যে কোন জন তাহাকে অধিক সমাদর করিবে আমাকে বল।

৪১ শীমন পুত্যুত্তর করিয়া কহিল সেই বুঝি যাহাকে তিনি অধিক ক্ষমা করিয়াছিলেন তখন তিনি কহিলেন

৪২ তুমি পুকৃত মত বিচার করিয়াছ। পরে সে স্ত্রীর পুতি ফিরিয়া তিনি শীমনকে কহিতে লাগিলেন তুমি এই স্ত্রী লোককে দেখিতেছ আমি তোমার ঘরে পুবেশ করিলে তুমি পা ধুইবার জল কিছু আমাকে দিলা না কিন্তু এই স্বচক্ষুর জলে আমার পা পুক্ষালন করিয়া আপন মস্তকের কেশ দিয়া তাহা মুছিয়া

৪৩ দিয়াছে। তুমি আমাকে চুমা দিলানা কিন্তু এই স্ত্রীলোক আমার পুবেশ হওনাবধি আমার পা চুম্বন

৪৪ করিতে নিরস্ত হয় নাই। আমার মস্তকেও তৈল মর্দ্দন তুমি করিলা না কিন্তু এই মাইয়া সুগন্ধি দ্রব্য

৪৫ দিয়া আমার পা মাখাইয়া দিয়াছে। অতএব আমি তোমাকে কহি তাহার পাপ যে বাহুল্য সে ক্ষমা হইয়াছে এই কারণ তাহার প্রেম বড় কিন্তু যে অল্প

৪৬ ক্ষমা পায় সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি সে স্ত্রীকে

৪৭ কহিলেন তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে। তখন যে সকল তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল তাহারা আপন অন্তরে বলিতে লাগিল এই কেটা যে পাপের ক্ষমাও

৪৮ করে। পুনশ্চ তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ করিয়াছে কুশলে যাও। —

অষ্টম অধ্যায়

তাহার পরে ঘটনাক্রমে তিনি সমস্ত নগর ও গ্রামাবধি দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গল বার্ত্তা ঘোষণা দিতে ও প্রকাশ করিতে গমন করিলেন এবং দ্বাদশেরা
২ তাঁহার সঙ্গে ছিল। এবং কএক স্ত্রীলোক যে মন্দ ভূত এবং অস্বাস্থ্যহইতে সুস্থ হইয়াছিল মারিয়া যাহাকে মাগদলেন করিয়া বলে যাহাহইতে সাত
৩ ভূত বাহির হইয়াছিল। য়োহনা হেরোদ রাজার দেওয়ান ক্ষুজার ভার্য্যা এবং শুসানা ও আর অনেক যে আপন সংস্থা দিয়া তাঁহার সেবা করিত।
৪ ইহারাও তাঁহার সঙ্গে গেল পরে প্রতি শহরহইতে আসিয়া তাঁহার সমীপে যথেষ্ট লোকের ঘটা হইলে
৫ তিনি এক দৃষ্টান্ত কহিলেন। এক বুনন্যা আপন বীজ বুনিতে গেল এবং বুনিতে ২ কিছু পথের পার্শ্বে পড়িলে সে দলিয়া গেল এবং আকাশের পক্ষী সকল
৬ তাহা খাইয়া ফেলিল। কিছু পাষাণ স্থলে পড়িল তাহাতে গাছ হইবা মাত্র তাহার কম রস প্রযুক্তে সে
৭ শুকাইয়া গেল। কিছু পড়িল কাঁটা বনের মধ্যে পরে সে কাঁটা বন তাহার সঙ্গে বাড়িয়া তাহাকে দাবাইয়া
৮ দিল। অন্য পড়িল ভাল ভূঁইতে এবং বাড়িল ও

শত গুণে ফল দিল এই কথা কহিয়া তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন যাহার শুনিবার কর্ণ আছে সেই শুনুক।
৯ পরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে
১০ এই দৃষ্টান্ত বা কি। তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের গুহ্য বিষয় জানিতে তোমারদিগকে দেওয়াগিয়াছে কিন্তু অন্যেরদিগকে উপমার দ্বারা মাত্র যেন তাহারা
১১ দেখিয়া না দেখে এবং শুনিয়া না বুঝে। কিন্তু
১২ দৃষ্টান্তটা এই বীজ আছে ঈশ্বরের বাণী। পথের পার্শ্বে যে সে শ্রোতারা পরে শয়তান আসিয়া তাহারদের অন্তঃকরণহইতে বাণীটা বাহির করিয়া লয় যে কি জানি তাহারদের বিশ্বাস হইলে ত্রাণ বা হয়।
১৩ পাষাণ স্থলে যে সে এমন লোক যে শ্রবণ করিয়া হর্ষিত মনে বাণী গ্রহণ করে কিন্তু ইহারদের মূল না হইলে তাহারা কিছুক্ষণ বিশ্বাস করে পরে পরীক্ষা
১৪ সময়ে ঠেষ খাইয়া ফিরিয়া যায়। পরে যে কাঁটা বনে পড়িয়াছিল তাহারা সেই যাহারা শ্রবণ করিলে পরে যাইয়া একালের চিন্তায় ও ধনেতে ও সুখেতে
১৫ মগ্ন হইয়া উপযুক্ত ফল দেয় না। কিন্তু ভাল মৃত্তিকায় যে তাহারা সেই যে প্রকৃতার্থ এবং শুদ্ধান্তঃকরণে বাণী শুনিয়া তাহা রাখে এবং সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ফলোৎপন্ন
১৬ করে। কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া তাহাকে পাত্র দিয়া ঢাকেনা এবং খাটের নীচেও রাখেনা কিন্তু দীপদানের

উপর থোয় তাহাতে প্রবেশক সকল দীপ্তি দেখে।
১৭ কেননা এমন গুপ্ত বিষয় নাই যে অপ্রকাশ থাকিবে
এবং ঢাকাও কিছু নাই যে বিদিত ও সুব্যক্ত না
১৮ হইবে। অতএব সাবধান তোমরা কিমতে শ্রবণ
করহ কেননা যাহার স্থানে আছে তাহাকে দেওয়া
যাইবে কিন্তু যাহার স্থানে নাই বরং যে কিছু
অনুভবেতে তাহার আছে সেও তাহাহইতে লওয়া
১৯ যাইবে। তখন তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার
নিকটে আইল কিন্তু লোকের চাপাচাপি নিমিত্তে
২০ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারিল না। তখন তাঁহাকে
কেহ কহিয়াদিল যে তোমার মাতা ও ভাই সকল
তোমার দেখা পাইতে ইচ্ছা করিয়া বাহিরে দাণ্ডাইয়া
২১ আছে। তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন আমার
মাতা ও ভ্রাতারা সেই যে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া
২২ তাহার পালন করে। অনন্তরে ঘটনাক্রমে তিনি এক
দিবস আপন শিষ্যগণের সহিত এক নৌকায় চড়িয়া
তাহারদিগকে কহিলেন আমরা বিলের ওপারে যাই
২৩ অতএব তাহারা পাল উড়াইয়া চলিয়া গেল। চলিতে
চলিতে তিনি নিদ্রায় পড়িলেন পরে বিলের উপর বড়
বাতাস আইলে তাহারা ডরিয়া গেল এবং তাহারদের
২৪ রক্ষার সন্দেহ হইতে লাগিল। তখন তাহারা তাঁহার
নিকটে গিয়া গুরো গুরো আমরা মরি বলিয়া তাঁহাকে

চিয়াইল তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বাতাস এবং জলের কল্লোল প্রভৃতি দমন করিলেন তাহাতে সে নিবর্ত্ত
২৫ হইয়া শান্ত হইল। তখন তিনি কহিলেন তোমার দের বিশ্বাস কোথায় কিন্তু তাহারা শঙ্কিত হইয়া অসম্ভব জ্ঞান করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল এ কি প্রকার মনুষ্য তিনি বাতাস ও জলকে আজ্ঞা দিলে সে
২৬ তাঁহাকে মানে। পরে তাহারা গদরীদেশে পৌঁছিল
২৭ সেই গালিলি দেশের সম্মুখে। এবং তিনি ভূমিতে গেলে পরে তথাকার নগরহইতে এক মনুষ্য বহুকাল হইতে ভূতগ্রস্ত যে বস্ত্রপরিধান ও গৃহবাস না করিয়া কবরস্থানে থাকিত তাহার সহিত সাক্ষাৎ
২৮ হইল। সে যখন যিশুকে দেখিল তখন চীৎকার করিয়া তাঁহার অগ্রে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল যে হে যিশু সর্ব্ব প্রধান ঈশ্বরের পুত্র তোমার সহিত আমার কি বিষয় আমাকে পীড়িওনা এই তোমাকে
২৯ কাকুতি করি। কেননা তিনি সে অপবিত্র ভূতকে সেই মনুষ্যহইতে বাহির আসিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন কেননা সে তাহাকে অনেক বার ধরিয়াছিল পরে সে মনুষ্য সিকলী ও বেড়ী দিয়া বান্ধিয়া রাখা যাইত তথাপি সে বন্ধন সকল ভঙ্গ করিয়া শয়তানে মহা
৩০ প্রান্তরের মধ্যে খেদাড়িত হইতেছিল। তখন যিশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি সে কহিল

লিজিও কেননা অনেক ভূত তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট
৩১ হইয়াছিল। পরে তাহারা মিনতি করিল যে তিনি
৩২ তাহারদিগকে গম্ভীরে যাইতে আজ্ঞা না দেন। অপর
বড় এক শূকরের পাল পর্ব্বতে চরাইতে ছিল অতএব
তাহারা কাকুতি করিল যে তিনি তাহারদিগকে তাহার
মধ্যে সান্ধাইতে দিবেন এবং তিনি তাহারদিগকে
৩৩ সান্ধাইতে দিলেন। তখন সে মন্দ ভূতসকল সেই
মনুষ্যহইতে বাহির হইয়া শূকরের মধ্যে প্রবেশ
করিল পরে সে পাল মহাবেগে কাছাড় দিয়া ঝীলে
৩৪ দৌড়িয়া শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিল। তাহার রাখালেরা
এই কর্ম্ম দেখিয়া পলায়ন করিয়া নগর ও গ্রামে গিয়া
৩৫ তাহা কহিয়া দিল। তখন তাহারা সে কর্ম্ম দেখিতে
বাহির হইয়া য়িশুর নিকটে আসিয়া যে মনুষ্যহইতে
ভূত সকল নির্গত হইয়া গিয়াছিল তাহাকে সবস্ত্র এবং
সজ্ঞানে য়িশুর চরণের নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া
৩৬ ত্রাসযুক্ত হইল। অপর সে ভূতগ্রস্ত কিমতে ভাল
হইয়াছে তাহা যে সকলে দেখিয়াছিল তাহারা তাহার
৩৭ দিগকে বলিতে লাগিল। তখন গদরীদেশীয় সমূহ
চতুর্দ্দিগহইতে আসিয়া তাঁহাকে কাকুতি করিতে
লাগিল যে তিনি তাহারদের নিকটহইতে প্রস্থান
করেন কেননা তাহারা বড় ত্রাস পাইল অতএব তিনি
৩৮ নৌকায় চড়িয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ মানুষ

যাহার অন্তরহইতে ভূত সকল বাহির হইয়া গিয়াছিল সে তাঁহার সন্নিধ্যারে থাকিতে তাঁহাকে প্রার্থনা করিল কিন্তু য়িশু তাহাকে বিদায়করিয়া
৩৯ কহিলেন। আপন বাড়ীতে পুনশ্চ যাইয়া তোমার জন্য ঈশ্বর কেমন মহা কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দেও তখন সে প্রস্থান করিয়া আপনার জন্য য়িশু কেমন মহাকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা নগর সমুদায়ে
৪০ প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎপরে ঘটনাক্রমে য়িশুর পুনশ্চ আগমন হইলে লোক সকল তাঁহাকে আনন্দ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করিল কেননা তাঁহার অপেক্ষাতে তাহারা
৪১ থাকিতেছিল। পরে দেখ জাইরুস নামে এক মনুষ্য যে সিনগগের এক জন কর্ত্তা ছিল সে আসিয়া য়িশুর চরণে পড়িয়া তাহার ঘরে যাইতে কাকুতি করিতে
৪২ লাগিল। কি জন্য না তাহার দ্বাদশ বৎসরের একটী কন্যা মাত্র ছিল এবং সেও শয্যাগত হইয়া মরিতেছিল কিন্তু তিনি যাইতে যাইতে তাহার উপর লোকেরদের
৪৩ চাপাচাপি হইতে লাগিল ইহাতে এক স্ত্রী লোক বারবৎসর হইতে রোহিণীতে পীড়িতা যে আপন সকল সম্পত্তি চিকিৎসকেরদের স্থানে ব্যয় করিলেও কাহা
৪৪ দিয়া সুস্থ হইতে পারিল না। সে পশ্চাদ্দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল স্পর্শ করিল এবং তৎক্ষণাৎ
৪৫ তাহার রক্তের সূত্রী বন্ধ হইল। তখন য়িশু কহিলেন

কে আমাকে স্পর্শ করিল সকলেই নাকার করিলে পরে পিতর আপন সমিভ্যারিরদের সঙ্গে বলিতে লাগিল মহাশয় লোকারণ্য ঠেলাঠেলি চাপাচাপি করে তবে কি আপনি কহিতেছেন কেটা আমাকে স্পর্শ করিল।

৪৬ য়িশু কহিলেন কেহ আমাকে স্পর্শই করিয়াছে কেননা আমার অন্তর হইতে শক্তি নির্গত হইয়াছে আমি

৪৭ তাহার বোধ পাইলাম। পরে সে স্ত্রীলোক যখন দেখিল যে আপনি গুপ্তা নহে সে কম্পিতা হইয়া আসিয়া তাঁহার অগ্রে পড়িয়া কি বিষয়ে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং করিবামাত্র কেমনে আরোগ্য হইয়াছিল তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে কহিয়া দিল।

৪৮ পরে তিনি তাহাকে কহিলেন হে কন্যে সুস্থিরা হও তোমার বিশ্বাস তোমাকে স্বাস্থ্য করিয়া দিয়াছে কুশলে

৪৯ যাও। কথা কহিতে কহিতে সেই সিনগগ কর্ত্তার স্বস্থানহইতে এক জন আসিয়া তাহাকে কহিল তোমার কন্যা মরিয়াগিয়াছে গুরু মহাশয়কে ব্যামোহ দিও না।

৫০ কিন্তু য়িশু শুনিয়া তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন ভয় করিও না কেবল প্রত্যয় কর তবে সে ভাল হইবে।

৫১ ঘরে আইলে পরে পিতর ও য়াকুব এ য়োহন এবং সে কুমারীর পিতা মাতা ব্যতিরেক তিনি কাহাকে প্রবেশ

৫২ করিতে দিলেন না পরে তাহার জন্যে সকলে ক্রন্দন ও শোক বিলাপ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি কহিলেন

৫৩ কান্দিও না সে মরে নাই কিন্তু নিদ্রিতা আছে। কিন্তু সে মরিয়া গিয়াছে ইহা তাহারা নিশ্চয় জানিয়া
৫৪ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। পরে তিনি সকলের দিগকে বাহির করিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া
৫৫ ডাকিয়া কহিলেন হে কন্যে গাত্রোত্থান কর। তখন তাহার প্রাণ ফিরিল এবং সে তৎক্ষণে উঠিল পরে তিনি তাহাকে ভক্ষ সামগ্রী দিতে আজ্ঞা করিলেন।
৫৬ এবং তাহার পিতা মাতা চমৎকৃত হইল কিন্তু তিনি তাহারদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই কর্ম্ম কোন মনুষ্য কে কহিবা না। ———

নবম অধ্যায়

তাহারপরে তিনি আপন দ্বাদশ জন শিষ্যেরদিগকে একত্রে ডাকিয়া তাহারদিগকে ভূত সকল বশ করিতে এবং রোগ পীড়া সুস্থ করিতে সাধ্য ও শক্তি দিলেন।
২ পরে ঈশ্বরের রাজ্যের ঘোষণা দিতে এবং ব্যাধিতের দিগকে সুস্থ করিতে তাহারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন।
৩ এবং কহিলেন তোমারদের যাত্রা কারণ কিছু লইও না কি লাঠি কি ঝোলা কি রোটী কি কড়ি কিম্বা এক এক
৪ জনের দুইখান বস্ত্র। এবং যে কোন ঘরে তোমরা প্রবেশ কর সেইখানেই থাক এবং সেখান হইতে প্রস্থান কর এবং যে কেহ তোমারদিগকে আগ্রহ না করে সেই নগরহইতে যখন গমন করিবা তখন তাহারদের

প্রতি প্রমাণার্থে তোমারদের পদের ধুলা ঝাড়িয়া
৫ ফেলিয়া দেও। পরে প্রস্থান করিয়া তাহারা নগরে২
গিয়া মঙ্গল সমাচার ঘোষণা দিল এবং আরোগ্য
৬ করিল। ইহার মধ্যে হেরোদ চতুর্থাংশাধিকারী
তাঁহার সকল ক্রিয়ার সম্বাদ পাইয়া বিস্মিত হইলেন
কেননা কোন লোকেতে কহা গেল যে য়োহন তিনি
৭ মৃত্যু হইতে উঠিয়াছেন। আর কোন লোকে যে
আলীহা দর্শন দিয়াছেন অন্য২ লোকে যে পূর্ব্বকালের
৮ কোন ভবিষ্যদ্বক্তার পুনরুত্থান হইয়াছে। হেরোদ
কহিল য়োহনের মস্তক আমি তো ছেদন করিয়াছি
কিন্তু যাহার এমত কর্ম্মের সংবাদ পাইতেছি সেই বা
৯ কেটা পরে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিল। পরে
প্রেরিতেরদের পুনশ্চ আগমন হইলে যে সকল তাহারা
করিয়াছিল সে তাঁহাকে কহিয়া দিল তখন তাহার
দিগকে বিরলে লইয়া তিনি গোপন রূপে বীতশীদা
১০ নগরের অধিকারে এক উজড় স্থানে গেলেন। পরে
লোক সকল ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন
করিল এবং তিনি তাহারদিগকে আগ্রহ করিলেন এবং
ঈশ্বরের রাজ্য বিষয় কথা প্রস্তাব করিয়া যাহারদের
স্বাস্থ্য হওনের আবশ্যক ছিল তাহারদিগকে সুস্থ
১১ করিলেন। পরে যখন দিনের অবশেষ হইতে লাগিল
তখন দ্বাদশেরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল আমরা তো

উজড় স্থানে আছি অতএব লোক সকল যেন চারি দিগের নগর ও গ্রামে গিয়া বাসা স্থান করে এবং ভোজন পান মেলে আপনি তাহারদিগকে বিদায়
১২ করুণ। কিন্তু তিনি কহিলেন তোমরাই তাহারদিগকে খাওয়াইয়া দেও তাহারা বলিল আমরা যাইয়া এসকলের কারণ যদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিনিয়া লই তবে হয় নতুবা আমারদের এখানে কেবল পাঁচটা রোটী
১৩ এবং দুইটা মৎস্য আছে আর কিছু নাই। কেননা মনুষ্য সহস্রপাঁচেক ছিল তখন আপন শিষ্যগণকে তিনি কহিলেন পঞ্চাশ২ করিয়া সারি২ তাহারদিগকে
১৪ বসাইয়া দেও। অতএব তাহারা সেই মত করিল
১৫ এবং সকলেরদিগকে বসাইয়া দিল। তখন সে পাঁচখান রোটী এবং দুইটা মৎস্য লইয়া তিনি স্বর্গের পানে উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন পরে খান্২ করিয়া লোকের অগ্রে রাখিতে আপন শিষ্যেরদিগকে
১৬ দিলেন। পরে তাহারা ভোজন করিয়া সকলের তৃপ্তি হইল এবং তাহার অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া দিয়া দ্বাদশ
১৭ টুকরি কুড়ান গেল। পরে ঘটনাক্রমে এককালে তিনি আপন শিষ্যগণের সঙ্গে প্রার্থনা করিতে নিরালয় ছিলেন তখন তিনি তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে লোক সকল আমাকে কি করিয়া বলে।
১৮ তাহারা উত্তর করিয়া কহিল য়োহন বাপ্টাইজক

কিন্তু কেহ আলীহা এবং আর কেহ যে পূর্ব্বকালের
১৯ এক ভবিষ্যদ্বক্তা পুনরায় উঠিয়াছেন। তিনি কহিলেন
তোমরা তো আমাকে কোন জন করিয়া বল পিতর
২০ প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল ঈশ্বরের অভিষিক্ত। তখন
তিনি তাহারদিগকে দৃঢ় মত ভারিলেন ও আজ্ঞা দিলেন
২১ যে কাহাকে সে কথা কহিবা না। কহিলেন মনুষ্য
পুত্রকে বহু দুঃখ ভোগ সহিতে হইবে এবং প্রাচীন
লোক ও প্রধান যাজকবর্গ ও অধ্যাপক গণে ত্যজিত
হইয়া হত্যা হইতে হইবে এবং তৃতীয় দিবসে উত্থান
২২ করিতে হইবে। পরে তিনি সকলকে কহিলেন কেহ
যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে তবে সে
আত্ম অভিলাষ ত্যাগ করুক এবং প্রত্যহ আপন ক্রুস
২৩ উঠাইয়া আমার পাছে আইসুক। কেননা যে কেহ
আপন প্রাণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে সে তাহাকে
হারাইবে কিন্তু যে কেহ আমার বিষয়ে আপন
প্রাণকে ত্যাগ করিতে স্থির করে সেই তাহার রক্ষা
২৪ পাইবে। এবং কোন মনুষ্য যদি আপনাকে হারায়
কিম্বা ত্যাগিত হয় তবে জগত সমূহ প্রাপ্ত হইলেও
২৫ তাহার ফলবা কি। কেননা যে কেহ আমাতে ও
আমার বাক্যেতে লজ্জিত হয় মনুষ্য পুত্র যখন আপন
পিতার ও ধর্ম্মবান দূতের এবং আপন স্বকীয় তেজে
২৬ আসিবেন তখন সেই জনেতে লজ্জিত হইবেন। কিন্তু

আমি তোমারদিগকে সত্য কহিয়া দি কেহ২ এখানে
২৭ দাণ্ডাইয়া আছে যে ঈশ্বরের রাজ্য যাবৎ না দেখিবে
তাবৎ মৃত্যুর স্বাদ পাইবে না একথাহইতে দিবস
আটেক পরে ঘটনাক্রমে পিতর ও য়োহন ও য়াকুবকে
লইয়া তিনি প্রার্থনা করিবার কারণ এক পর্ব্বতে
২৮ গেলেন। প্রার্থনা করিতে ২ তাঁহার বদনের আকৃতি
অন্যরূপ হইল এবং তাঁহার বস্ত্র শুক্ল বর্ণ ও
২৯ ঝিকিমিকি। পরে দেখ দুই জন তাঁহার সহিত কথা
৩০ বার্ত্তা কহিতেছে সেই মুশা এবং আলীহা। তাহারা
তেজাবৃত হইয়া দেখা দিল এবং তাঁহার মরণ বিষয়ের
কথা কহিলেন যে তিনি তাহার সঙ্কুলন য়িরোশলমে
৩১ করিবেন। কিন্তু পিতর ও তাঁহার সমিভ্যারিরা নিদ্রায়
ভারি হইয়াছিল পরে তাহারা সচেত হইয়া তাঁহার
তেজ দেখিল এবং সেই দুই মনুষ্য যে তাঁহার সহিত
৩২ ডাঁড়াইতেছিল। পরে তাঁহার নিকটহইতে যখন সে
প্রস্থান করিতে লাগিল তখন পিতর য়িশুকে কহিল হে
গুরো আমারদের এখানে থাকা ভাল আমরা তিনটা
তাম্বু বানাই একটা আপনকার জন্য একটা মুশার
জন্য এবং একটা আলীহার জন্য আপন কথা না
৩৩ বুঝিয়া ইহা কহিল। এই মত কহিতে ২ একটা মেঘ
আসিয়া তাহারদিগকে ছাইয়া লইল এবং সে মেঘে
৩৪ প্রবিষ্ট হইতে ২ তাহারা ত্রাস করিতে লাগিল। পরে

সে মেঘহইতে এক রব বাহির হইল যে এইটা
৩৫ আমার প্রিয় পুত্র তাহার কথা অবধান কর। সেই
রব গেলে পরে য়িশু একাকী দেখা গেলেন কিন্তু
তাহারা চুপ করিয়া থাকিল এবং যে সকল তাহারা
দেখিয়াছিল সেই সময়ে তাহার কিছু কাহাকে
৩৬ কহিল না। তাহার পর দিবসে ঘটনাক্রমে সেই
পর্ব্বতহইতে নামিয়া তিনি অনেক লোকের সাক্ষাৎ
৩৭ পাইলেন। এবং সেই ঘটনার মধ্যে দেখ এক জন
চেঁচাইয়া কহিল যে হে মহাশয় আমি মিনতি করি
আমার পুত্র প্রতি দৃষ্টি করুণ সে আমার একী পুত্র।
৩৮ দেখ এক ভূত তাহাকে ধরে তাহাতে সে আচম্বিতে
চীৎকার করে পরে সে তাহাকে এমত মুচড়ায় যে
তাহার মুখে ফেনা উঠে এবং তাহাকে মর্দ্দন করিয়া
৩৯ বহুকষ্টে ছাড়িয়া দেয়। এবং তাহাকে বাহির করিয়া
ফেলিয়া দিতে তোমার শিষ্যগণকে কাকুতি করিলাম
৪০ কিন্তু তাহারা পারিল না। তখন য়িশু প্রত্যুত্তরে
কহিলেন আরে অপ্রত্যয়ি ও গোঁয়ার লোক আমি
কতকাল তোমারদের সহিত থাকিব ও সহিষ্ণুতা
৪১ করিব তোমার পুত্র এখানে লইয়া আইস। আসিতে২
সে মন্দ ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিল তখন
য়িশু সে অপবিত্র ভূতকে দমন করিয়া বালককে সুস্থ
করিলেন এবং তাহার বাপকে পুনরায় সমর্পণ

৪২ করিলেন। তখন ঈশ্বরের মহাশক্তিতে সকলের চমৎকার হইল কিন্তু যাবৎ প্রত্যেক জন য়িশুর সকল ক্রিয়াতে অসম্ভব জ্ঞান করিতেছিল তিনি আপন

৪৩ শিষ্যগণকে কহিলেন। এই কথা তোমরা কর্ণেতে রাখ যে মনুষ্য পুত্র মানুষেরদের হাতে সমর্পিত

৪৪ হইবে। কিন্তু এই কথা তাহারা বুঝিতে পারিল না কিন্তু তাহারদের স্থানে অস্পষ্ট থাকিল তাহাতে তাহার বোধ তাহারা পাইল না এবং তাহাকে সে

৪৫ কথার আশয় জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল। তারপরে তাহারদের মধ্যে একটা বাদানুবাদ উপস্থিত হইল যে

৪৬ তাহারদের কোন জন বড় হইবে। য়িশু তাহারদের অন্তঃকরণের চিন্তা বুঝিয়া এক বালককে লইয়া

৪৭ আপন নিকটে রাখিলেন। পরে তাহারদিগকে কহিলেন আমার নামে যে কেহ এই বালককে গ্রহণ করে সে আমার প্রেরণ কর্ত্তাকেও গ্রহণ করে কেননা যে তোমারদের মধ্যে সকলহইতে ছোট সেই বড়

৪৮ হইবে। তখন য়োহন প্রত্যুত্তরে কহিল হে মহাশয় আমরা এক জনকে তোমার নামে মন্দ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়াইতে দেখিলাম কিন্তু সে আমারদের সহিত পশ্চাদ্বর্ত্তী নাহইলে আমরা তাহাকে নিষেধ

৪৯ করিলাম। য়িশু কহিলেন নিষেধ করিও না কেননা যে আমারদের বিপক্ষে নহে সে আমারদের স্বপক্ষে

৫১ আছে। পরে ঘটনাক্রমে তাঁহার ঊর্দ্ধে উঠিত হওন সময় উপস্থিত হইলে তিনি য়িরোশলমে যাইতে
৫২ আপন মুখ স্থির করিয়া রাখিলেন। এবং তাঁহার অগ্রে দূত পাঠাইলে তাহারা যাইয়া তাঁহার আগমন কারণ প্রস্তুত করিতে শমরণীরদের এক গ্রামে প্রবেশ
৫৩ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ য়িরোশলমে যাইবার মত দেখাইলে সে লোক তাঁহাকে আগ্রহ করিল না।
৫৪ অতএব তাঁহার শিষ্য য়াকুব ও য়োহন ইহাই দেখিয়া বলিল হে প্রভো আপনকার ইচ্ছা হয় তো আমরা আলীহার মত তাহারদিগকে ভস্ম করিতে স্বর্গহইতে
৫৫ অগ্নি পড়িতে আজ্ঞা করি। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহারদিগকে ধমকাইয়া কহিলেন তোমারদের কি
৫৬ প্রকার আত্মা তাহা তোমরা বুঝহ না। কেননা মনুষ্যেরদের প্রাণ নষ্ট করিতে মনুষ্য পুত্র আইলেন না কিন্তু রক্ষা করিতে পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে গেলেন।
৫৭ তারপরে ঘটনাক্রমে পথে যাইতেং একব্যক্তি তাঁহাকে কহিল হে প্রভো আপনি যথা তথা যান আমি
৫৮ আপনকার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব। য়িশু তাহাকে কহিলেন সেয়াল সকল গর্ত্ত রাখে এবং শূন্যের পক্ষিগণ খোঁদা ধরে কিন্তু মনুষ্য পুত্র আপন মস্তক শোয়াইবার
৫৯ স্থান ধরে না। পরে অন্যকে তিনি কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস কিন্তু সে কহিল হে প্রভো প্রথমে

আমার পিতৃর কবর দিতে আমাকে যাইতে দেউন।
৬০ য়িশু তাহাকে কহিলেন মরার কবর মরারা দেউক
কিন্তু তুমি যাইয়া ঈশ্বরের রাজ্যের ঘোষণা করহ।
৬১ আর একটাও কহিল হে প্রভো আমি তোমার সঙ্গে
যাইব কিন্তু প্রথমে আমার ঘরের লোকহইতে
বিদায় লইবার কারণ আমাকে আপন বাড়ীতে
৬২ যাইতে দেউন। য়িশু ইহাকে কহিলেন যে কেহ
হালে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করে সে ঈশ্বরের
রাজ্য যোগ্যনহে।

দশম অধ্যায়

এসকল পরে প্রভু আর সত্তরি জনেরদিগকে ও
নিযুক্ত করিলেন এবং দুই দুই করিয়া যে ২ নগর ও
স্থানে আপনি যাইবেন সেখানে আপন অগ্রে তাহার
২ দিগকে পাঠাইয়া দিলেন। অতএব তিনি তাহার
দিগকে কহিলেন শস্য বাহুল্য বটে কিন্তু জন পাইট
অল্প এতদর্থে শস্যের অধিকারিকে প্রার্থনা কর যে
তিনি আপন শস্যে আর ২ পাইট লোক পাঠাইয়া
৩ দেন। চলিয়া যাও দেখ নেক্ড়্যার মধ্যে পাঁঠা যেমত
৪ হয় সেই মত আমি তোমারদিগকে পাঠাই। জালী
কি ঝোলা কিম্বা জুতা লইয়া জাইও না এবং পথের
৫ মধ্যে নমস্কারাদি কাহাকে করিও না। এবং যে২
ঘরে তোমরা প্রবেশ কর পূর্ব্বে কহ এ ঘরের কুশল

৬ হউক। পরে যদি কুশলের সন্তান সেখানে হয় তবে তোমারদের কুশল তাহার উপর থাকিবে না হয়
৭ তোমারদের স্থানে ফিরিবে। এবং যে কিছু তাহারা দেয় সে ঘরে খাইতে পীতে অবস্থান কর কেননা খাটন্যাটা আপন বেতনের যোগ্য ঘরে ২ যাইও না।
৮ এবং যে২ নগরে প্রবেশ করিলে পরে সে তোমার দিগকে অতিথি করে যে কিছু তোমারদের অগ্রে
৯ থোয়া যায় তাহা খাও। পরে তাহার অবস্থিত ব্যাধিতেরদিগকে সুস্থ কর এবং কহ যে ঈশ্বরের রাজ্য
১০ তোমারদের নিকটে আসিয়াছে। কিন্তু যে২ নগরে প্রবিষ্ট হইলে সে তোমারদিগকে অতিথি না করে
১১ তবে সেই২ নগরের সড়কে যাইয়া বল। তোমারদের নগরের ধূলা যে আমারদের গায়ে লাগা আছে বরং তাহা তোমারদের প্রতি আমরা ঝাড়িয়া দি তত্রাপিএই তোমরা নিশ্চিত জান যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের
১২ সমীপে আসিয়াছে। কিন্তু আমি কহি তোমারদিগকে সে দিবসে সেই নগরের গতি হইতে শদমের গতি
১৩ সহ হইবে। ধিক তোমাকে খোরাজিন ধিক তোমাকে বীতশীদা কেননা তোমারদের মধ্যে যে মহৎ ক্রিয়া হইয়াছে সে যদি শোর ও শীদনে কৃত হইত তাহারা অনেক কালহইতে চট ও ভস্মেতে বসিয়া খিদ্যমান
১৪ থাকিত। কিন্তু বিচার সময়ে শোর ও শীদনের গতি

১৫ তোমারদের গতি হইতে সহ্য হইবে। এবং তুমি কফরনাহূম যে স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছ তোমার
১৬ নরকাবধি অধঃপতন হইবে। যে তোমারদের কথা শুনে সে আমার কথা শুনে এবং যে তোমারদিগকে হেয়জ্ঞান করে সে আমাকে হেয়জ্ঞান করে এবং আমাকে যে হেয়জ্ঞান করে সে আমার প্রেরণ
১৭ কর্ত্তাকেও হেয়জ্ঞান করে। পরে সেই সত্তরিটা সানন্দিত হইয়া পুনরায় আসিয়া কহিতে লাগিল হে প্রভো আপন নাম দ্বারা ভূত গণ ও আমারদের
১৮ বশীভূত হয়। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমি শয়তানকে বিদ্যুতের মত স্বর্গ হইতে পড়িতে
১৯ দেখিলাম। দেখ আমি তোমারদিগকে সর্প বিছাদির উপরে পা দিতে এবং শত্রুটার সমস্ত বলের উপর শাসন করিতে শক্তি দি এবং কিছু কোনক্রমে তোমার
২০ দের হিংসা করিতে পাইবে না। তথাপি এই যে ভূত সকল তোমারদের বশীভূত হইয়াছে তাহাতে উল্লাস করিও না কিন্তু যে তোমারদের নাম সকল স্বর্গেতে
২১ লেখা আছে ইহায় বরং উল্লাস করহ। সেই দণ্ডে য়িশু আত্মায় পুলকিত হইয়া কহিলেন হে পিতঃ স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর তুমি এই সকল বিষয় জ্ঞানবান ও সুবিবেক লোকের প্রতি গোপন করিয়া ছাওয়েরদের প্রতি প্রকাশ করিয়াছ ইহার কারণ আমি তোমাকে

স্তব করি এমনিই হউক পিতঃ কেননা এমত হইতে
২২ তোমাকে ভাল দেখাইল। সকল বস্তু আমার স্থানে
আমার পিতাহইতে সমর্পিত হইয়াছে এবং পুত্র কেটা
পিতা ব্যতিরেকে কেহ জানে না ও পিতা কেটা পুত্র
ব্যতিরেক কেহ জানে না সেই ছাড়া যাহার স্থানে পুত্র
২৩ তাহাকে প্রকাশ করিবেন। পরে আপন শিষ্যগণের
প্রতি ফিরিয়া তিনি নিরাবিলে কহিলেন যে সকল
তোমরা দেখিতে পাও তাহা যে চক্ষু দেখে সে ধন্য।
২৪ কেননা আমি তোমারদিগকে কহি যেং সকল তোমরা
দেখিতেছ তাহা অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও রাজাগণ
দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ও দেখিতে পাইল না এবং যে
সকল কথা তোমরা শুনিতেছ তাহা শ্রবণ করিতে ও
২৫ ইচ্ছা করিল কিন্তু তাহার শ্রুতি পাইল না। অনন্তরে
দেখ একটা অধ্যাপক দাণ্ডাইয়া তাহার পরীক্ষা
করিয়া কহিল হে গুরো আমার অনন্ত জীবনাধিকার
২৬ হইতে আমাকে কি করিতে হইবে। তিনি কহিলেন
ব্যবস্থায় কি লেখা আছে তুমি কেমন পাঠ করহ।
২৭ সে উত্তর দিয়া কহিল তোমার সমস্ত চিত্তে ও সমস্ত
প্রাণে ও সমস্ত সাধ্যে এবং সমস্ত অন্তঃকরণে আপন
ঈশ্বর য়িহুহাকে প্রেম করিবা এবং তোমার পড়শীকে
২৮ আপনার তুল্য। তখন তিনি কহিলেন তোমার উত্তর যথার্থ
২৯ বটে এই মত কর তবেই বাঁচিবা। কিন্তু সে আপনার

ধর্ম্ম স্থির করিতে ইচ্ছা করিয়া য়িশুকে কহিল আমার
৩০ পড়শী তো কেবা। য়িশু পুত্যুত্তর করিয়া কহিতে
লাগিলেন এক মনুষ্য য়িরোশলমহইতে য়িরিখোতে
যাইতে২ ডাকাইত লোকের মধ্যে পড়িলে সে সকল
তাহার বস্ত্র খসাইয়া লইয়া তাহাকে ঘা মারিয়া
৩১ অর্দ্ধমৃত ছাড়িয়া গেল। পরে দৈবাৎ এক জন যাজক
আসিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে দৃষ্টি করিয়া অন্য
৩২ পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তারপরে এক জন লোই ও
সেই স্থানে উপস্থিত হইলে আসিয়া অবলোকন
৩৩ করিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া তাহাকে লঙ্ঘিয়া গেল। কিন্তু
এক জন শমরণী যাত্রা করিতে ২ সেই স্থানে পৌছিল
৩৪ এব· তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল। পরে তাহার
নিকটে গিয়া তাহার ঘায়ে তৈল ও দ্রাক্ষা রস ঢালিয়া
তাহা বন্ধ করিল পরে তাহাকে আপন বাহনি জন্তুর
উপর চড়াইয়া এক সরাইয়ে আনিয়া তাহার সেবা
৩৫ করিল। পরদিবসে তাহার পুস্থান করণ সময়ে সে
দুই সিকি বাহির করিয়া সরাই কর্ত্তাকে দিয়া
তাহাকে কহিল ইহার তত্ত্বাবধান করহ তাহাতে যে
কিছু তুমি অধিক ব্যয় করিবা তাহা যখন আমি
পুনর্ব্বার আসিব তখন তোমাকে পরিশোধ করিব।
৩৬ অতএব এতিন জনের মধ্যে সে মনুষ্য যে ডাকাইত
লোকের মধ্যে পড়িয়া ছিল তাহার পড়শী কেটা তুমি

৩৭ বুঝহ। সে কহিল ঐ যে তাহার উপর দয়া করিয়া ছিল তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন যাও তদ্রূপ তুমিও কর।
৩৮ পরে ঘটনাক্রমে যাইতে ২ এক গ্রামে প্রবিষ্ট হইলে মার্ত্তা নামে একটা স্ত্রী লোক তাঁহাকে আপন ঘরে
৩৯ লইল। এবং মরিয়ম নামে তাহার এক ভগিণী ছিল যে য়িশুর চরণের নিকটে বসিয়া তাঁহার কথা শ্রবণ
৪০ করিল। কিন্তু মার্ত্তা বহু সেবনার্থে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল হে প্রভো আমার ভগিণী আমাকে একাকী সেবা করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে ইহাতে কি আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন অতএব আমার
৪১ সাহায্য করিতে তাহাকে আজ্ঞা দেন। তখন য়িশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন মার্ত্তেগো ২ তুমি বহু
৪২ বিষয়ে সচেষ্ট ও ব্যস্ত সমস্ত আছ। কিন্তু এক বিষয়ের আবশ্যক আছে এবং মরিয়ম সেই সুভাগ গ্রাহ্য করিয়াছে যে তাহা হইতে কদাচ লওয়া যাইবে না।

একাদশ অধ্যায়

তাহারপরে ঘটনাক্রমে তিনি একস্থানে প্রার্থনা করিতে ছিলেন এবং সাঙ্গ করিলে পরে তাঁহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে কহিল হে প্রভো য়োহন যেমত আপন শিষ্যেরদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষাইলেন সেই মত
২ আপনি আমারদিগকে শিক্ষা করাণ। তিনি তাহার

দিগকে কহিলেন যখন তোমরা প্রার্থনা কর তখন বল হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম ধর্ম্ম করিয়া মানা যাউক তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা
৩ যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে পালিত হউক। আমার
৪ দের দিনাহার দিবসেং দেও। আমারদের অপরাধ ক্ষমা কর কেননা আমরাও আপনারদের দায়গ্রস্ত প্রত্যেক জনকে ক্ষমা করিতেছি এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় আনাইও না কিন্তু মন্দহইতে উদ্ধার কর।
৫ পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের মধ্যে কাহার বন্ধু থাকিলে সেই যদি অর্দ্ধরাত্রে তাহার স্থানে যাইয়া বলে হে মিত্র আমাকে তিনটা রোটী ধার
৬ দেও। কেননা এক বন্ধু পথগামী হইয়া আমার স্থানে আসিয়াছেন ইহাতে তাহার অগ্রে রাখিবার
৭ কারণ আমার কাছে কিছু নাই। তখন সে ভিতর থাকিয়া উত্তর দিয়া বলে আমাকে দুঃখ দেও না দ্বার
৮ রুদ্ধ আছে এবং ছাওলেরা আমার সহিত শয্যাতে আছে আমি গাত্রোত্থান করিয়া তোমাকে দিতে পারিব না আমি কহি তোমারদিগকে সে যদি আপন বন্ধু জানিয়া গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে না দেয় তত্রাপি তাহার উপরোধ নিমিত্তে সে উঠিয়া তাহাকে
৯ যত আবশ্যক দিবে। এবং আমি তোমারদিগকেই কহি চাহ তবে তোমারদিগকে দেওয়া যাইবে অন্বেষণ

কর তবে পাইবা দ্বারেতে ঘা দেও তখন তোমারদের
১০ পুতি খোলা যাইবে। কেননা যতেক জন যাচ্ঞা
করে তাহারা সকলেই পায় এবং যে অন্বেষণ করে
তাহাকে মিলে এবং দ্বারে যে ঘা দেয় তাহার পুতি
১১ খোলা যাইবে। তোমারদের মধ্যে কেহ পিতা হইয়া
থাকে পুত্র যদি তাহার স্থানে রোটী চাহে তবে কি
সে তাহাকে পাতর দিবে কিম্বা মৎস্য যদি মাঙ্গে
১২ তবে কি মৎস্য বলিয়া তাহাকে সর্প দিবে। কিম্বা
যদি ডিম চাহে সে কি তাহার অগ্রে বিছা রাখিবে।
১৩ অতএব তোমরা মন্দ হইয়া যদি আপনারদের
ছাওয়ালেরদিগকে ভাল সামগ্রী দিতে জান তবে
কতোধিকে তোমারদের স্বর্গীয় পিতা আপন যাচকের
১৪ দিগকে ধর্ম্মাত্মা পুদান করিবেন। অনন্তরে তিনি
এক মন্দ ভূতকে বাহির করিয়া ফেলিতে ছিলেন এবং
সে গুঙ্গা ছিল তাহাতে ঘটনাক্রমে মন্দ ভূত বাহির
হইলে পরে সে গুঙ্গা কথা কহিতে লাগিল এবং লোক
১৫ সকল অসম্ভব জ্ঞান করিল। কিন্তু তাহারদের মধ্যে
কেহ কহিল সে বাইলজবুল ভূতরাজের দ্বারা ভূত
১৬ সকলকে বাহির করিয়া ফেলিতেছে। আর কেহ
পরীক্ষা করিয়া আকাশ হইতে একটি চিহ্ন তাঁহার
১৭ স্থানে যাচিল। কিন্তু তাহারদের অনুভব জানিয়া
তিনি কহিলেন আপন বিরুদ্ধে যে ২ রাজ্যের ভিন্নতা

হয় সে উচ্ছন্নে যায় এবং ঘর প্রতি ঘরের বিপক্ষতা
১৮ হইলে তাহার পতন হয়। শয়তানও যদি আত্ম
বিরুদ্ধে ভিন্ন হয় তবে তাহার অধিকার কি রূপে
থাকিবে কেননা তোমরা বল যে আমি বায়লজবুল
১৯ দিয়া ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া ফেলি। আর
যদিস্তু আমি বায়লজবুল দিয়া ভূতেরদিগকে বাহির
করিয়া ফেলি তবে তোমারদের সন্তান তাহারদিগকে
কাহার দ্বারা বাহির করিয়া ফেলে অতএব সেই
২০ তোমারদের বিচার কর্ত্তা হইবে। কিন্তু যদি আমি
ঈশ্বরের অঙ্গুলী দিয়া ভূত সকল বাহির করিয়া ফেলি
তবে নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের নিকটে
২১ আসিয়াছে। যখন বলবান কোন মনুষ্য সজ্জমান
হইয়া আপন পুরী রক্ষা করে তখন তাহার সামগ্রি
২২ সকল কুশলে থাকে। কিন্তু তাহা হইতে এক জন
প্রবল আইলে সে তাহাকে পরাভব করিয়া তাহার
অস্ত্রশস্ত্র সকল যাহাতে সে ভরসা রাখিয়াছিল তাহা
লইয়া যায় ও তাহার লুটিত দ্রব্য সকল বণ্টন করিয়া
২৩ দেয়। যে আমার স্বপক্ষে নহে সে আমার বিপক্ষে
আছে এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না সে ছড়াইয়া
২৪ ফেলে। কোন মনুষ্য হইতে মন্দ ভূত নির্গত হইলে
সে সুষ্কং স্থান দিয়া গতি করিয়া বিশ্রামের অনুসন্ধান
করে কিন্তু কিছু পায়না তখন সে বলিতেছে যে ঘর

হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি তথায় পুনশ্চ যাইব।
২৫ গেলে পরে তাহা মার্জ্জিত এবং চিত্রবিচিত্র দেখিতেছে।
২৬ তখন সে যাইয়া আপনা হইতে দুষ্ট মতি আর সাত ভূত লইয়া তাহারা সেখানে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করে তাহাতে সে মনুষ্যের শেষ গতি প্রথম হইতে
২৭ মন্দ। এই কথা কহিতেং ঘটনাক্রমে সে ঘটার মধ্যে একটা স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বর করিয়া তাঁহাকে বলিল যে গর্ব্ভ তোমাকে ধারণ করিল এবং যে স্তন তুমি পান করিলা
২৮ সেই ধন্য। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে না বরং যে সকল ঈশ্বরের বাণী শুনে এবং তাহার পালন করে
২৯ সেই সকল ধন্য। ততঃপরে লোক সকল একত্র হইয়া ঘন হইলে তিনি কহিতে লাগিলেন এইটা অতি দুষ্ট পুরুষীয় লোক তাহারা চিহ্নের অন্বেষণ করে কিন্তু যুনশ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন ব্যতিরেকে তাহারদিগকে
৩০ কোন লক্ষণ দেওয়া যাইবে না। কেননা যেমত যুনশ নিনবী লোকের প্রতি একটা লক্ষণ ছিল সেইমত
৩১ এই কালের লোক প্রতি মনুষ্য পুত্রও হইবে। বিচার সময়ে এখনকার লোকের সহিত দক্ষিণ দিগের রাণী উঠিয়া তাহারদের দোষ নিশ্চয় করিবে কেননা সে শলিমানের বুদ্ধি শুনিতে পৃথিবীর অতি দূরাঞ্চল হইতে আইল কিন্তু এখানে দেখ শলিমান হইতে এক ব্যক্তি
৩২ গুরুতর আছেন। বিচার সময়ে নিনবী লোকেরা

এখনকার মনুষ্যের সহিত উঠিয়া তাহারদের দোষ বর্ত্তাইবে কেননা যুনশের ঘোষিত কথায় তাহারা খেদ করিল কিন্তু দেখ যুনশ হইতে এখানে এক জন
৩৩ গুরুতর আছেন। পুদীপ জ্বালিয়া কেহ গুপ্ত স্থানে কিম্বা কাঠার তলে রাখে না কিন্তু দীপদানের উপর
৩৪ যেন পুবেশক সকল জ্যোতি দেখিতে পায়। দেহের দীপক চক্ষু অতএব তোমার চক্ষু পুসন্ন হইলে তোমার দেহ ও দীপ্তিমান হইবে কিন্তু তোমার চক্ষু বিকৃত
৩৫ হইলে তোমার শরীরও অন্ধীকৃত হইবে। অতএব সাবধান যেন তোমার অন্তর মধ্য দীপ্তি অন্ধকার না
৩৬ হয়। এতদর্থে যদি তোমার শরীর কোন দেশে অন্ধকার না হইয়া সমুদায় দীপ্তিমান হয় তবে যেমত একটা পুজ্বলিত তেজস্কর পুদীপ তোমাকে দীপ্তি দেয়
৩৭ তেমনি সমূহ দীপ্তিমান হইবে। কথা কহিতে২ এক জন ফারসী তাঁহাকে আপনার সহিত ভোজন করিতে আমন্ত্রণ করিল এবং তিনি যাইয়া ভোজনে বসিলেন।
৩৮ পরে যখন সে ফারসী দেখিল যে তিনি ভোজনের পূর্ব্বে পুক্ষালন করেণ না তখন সে আশ্চর্য্য জ্ঞান
৩৯ করিল। তখন পুভু তাহারদিগকে কহিলেন হে ফারসীরা তোমরা তো বাটী ও থালের বাহির দিক পরিষ্কার কর কিন্তু তোমারদের অন্তর দেশ বলাৎকার
৪০ ও দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ আছে। হে নির্ব্বুদ্ধিরা বাহিরের

সৃষ্টি যিনি করিলেন তিনি কি ভিতরের সৃষ্টি
৪১ করিলেন না। কিন্তু আপনারদের সংস্থানুক্রমে বরং
দান কর তবে দেখ সকল বস্তু তোমারদের পুতি
৪২ পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু ধিক তোমরদিগকে ফারসী
বর্গরে কেননা তোমরা পুদীনা ও সদ্দার ও সকল
পুকার শাকাদির দশমাংশ দিতেছ কিন্তু ন্যায় বিচার
এবং ঈশ্বরের প্রেম তোমরা লঙ্ঘিয়া যাও ইহার
পালন করা এবং তাহা ও অপালিত না ছাড়া তোমার
৪৩ দের কর্ত্তব্য। ধিক তোমারদিগকে ফারসীরা কেননা
তোমরা সিনগগে পুধান আসন এবং বাজারে
৪৪ পুণামাদি বাঞ্ছা করহ। ধিক তোমারদিগকে অধ্যাপক
ও ফারসী সকল কপটিরা কেননা তোমরা অস্পষ্ট
কবরের ন্যায় যাহার উপর যে গতি করে তাহারা
৪৫ বোধ পায় না। তখন ব্যবস্থা পণ্ডিতের মধ্যে এক জন
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল হে মহাশয় এমত
৪৬ কহিলে তুমি আমারদিগকেও নিন্দা করিতেছ। তখন
তিনি কহিলেন ধিক তোমারদিগ ব্যবস্থা পণ্ডিতেরা
কেননা মনুষ্যেরদের উপর দুঃসহ ভার বোঝাইয়া
দেও কিন্তু সে ভার তোমরা আপনারা এক অঙ্গুলী
৪৭ দিয়া স্পর্শ করহ না। ধিক তোমারদিগকে কেননা
তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কবর নির্মাণ করহ এবং
৪৮ তোমারদের পিতৃরা তাহারদিগকে বধ করিল। সত্যই

বটে তোমরা প্রমাণ দিয়া আপনারদের পিতৃগণের ক্রিয়া স্বীকার করিতেছ কেননা সে তাহারদিগকে বধ করিল বটে পরন্তু তোমরা তাহারদের কবর নির্ম্মাণ
৪৯ করহ। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান ও কহিলেন আমি তাহারদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তা ও প্রেরিতগণকে পাঠাইব পরে তাহারদের মধ্যে কতেকেরদিগকে
৫০ তাহারা মারিয়া ফেলিবে ও তাড়না করিবে। তাহাতে জগতের স্থাপনাবধি যতেক ভবিষ্যদ্বক্তার রক্তপাৎ হইয়াছে সমস্তই এখনকার লোকের উপর যেন দাওয়া
৫১ হয়। হাবীলের রক্তাবধি জকরীয়ার রক্ত পর্য্যন্ত যে মন্দির ও যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যখানে বধ হইয়াছিল আমি নিশ্চিত কহি তোমারদিগকে এই বর্ত্তমান লোকের
৫২ স্থানে তাহার দাওয়া হইবে। ধিক তোমারদিগকে ব্যবস্থা পণ্ডিতেরা কেননা তোমরা জ্ঞানের ছোড়ান লইয়া গিয়াছ তোমরা আপনারা প্রবেশ করহ না এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল তাহারদিগকে রোধন
৫৩।৫৪ করিলা। এই মত তাহারদিগকে কহিতে২ অধ্যাপক ও ফারসী বর্গ তাঁহার অপবাদ করিবার কারণ তাঁহার মুখে নির্গত কোন বিষয় ধরিতে ফাকী লাগাইয়া তাঁহাকে নানা প্রসঙ্গ কহিতে অত্যন্ত উস্কানি ও চিড় দিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সহস্রং লোক আসিয়া একত্র হইল এমত যে তাহারা উপরাউপরি চাপাচাপি করিতে লাগিল তখন তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিতে লাগিলেন যে তোমরা ফারসীবর্গের খমীর পুতি সকলের উপর সাবধান থাক সে কি না কাপট্য।
২ কেননা কিছুই আচ্ছাদিত হয় না যে পুকাশবান না হইবে এবং গুপ্তও কিছু নাই যে বিদিত না হইবে।
৩ অতএব যে কিছু তোমরা অন্ধকারে কহিয়াছ তাহা দীপ্তির মধ্যে শ্রুত হইবে এবং যাহা তোমরা নিভৃত আলয়ে কানে কহিয়াছ তাহা ঘরের ছাত হইতে
৪ পুচার হইবে। হে বন্ধুরা আমি তোমারদিগকে কহি যাহারা দেহের বধ করিলে পরে আর কিছু করিতে
৫ পারে না তাহারদিগকে ভয় করিও না। কিন্তু কাহার ভয় করিবা আমি তোমারদিগকে বুঝাইয়া দি যিনি সংহার করিলে পরে নরকে ফেলিবার শক্তি ধরেন তাঁহাকে ভয় কর নিতান্ত আমি তোমারদিগকে
৬ কহি তাঁহাকেই ভয় কর। চটক পক্ষী পাঁচটা করিয়া এক পন কড়ীতে বিক্রীত হইতেছে কি না তথাচ ঈশ্বরের গোচরে তাহার মধ্যে একটাও বিস্মৃতি হয় না।
৭ বরং তোমারদের মস্তকের চুল ও গণিত আছে অতএব ভয় করিও না বহু চটক পক্ষীর মূল্য হইতে তোমরা
৮ মূল্যবান। অপর আমি তোমারদিগকে কহি যে কেহ

মনুষ্যেরদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে তাহাকে মনুষ্য পুত্র ঈশ্বরের দূতগণের সম্মুখে স্বীকার করিবেন।
৯ কিন্তু যে আমাকে মনুষ্যেরদের সাক্ষাতে স্বীকার না করে সে ঈশ্বরের দূতগণের বিদ্যমানে অস্বীকৃত হইবে।
১০ এবং যে কেহ মনুষ্য পুত্রের নিন্দাভাবে একটা কথা কহে সে তাহার ক্ষমা পাইবে কিন্তু যে ধর্ম্মাত্মার
১১ অপনিন্দা করে সে কদাচ ক্ষমা পাইবে না। পরে যখন সে তোমারদিগকে সিনগগে ও বিচারকর্ত্তারদের ও রাজ্যকর্ত্তারদের সাক্ষাতে লইয়া যায় তখন কি উত্তর দিব কিম্বা কি কহিব ইহার ভাবনা করিবা না।
১২ কেননা যে ২ কহিতে তোমারদের উপযুক্ত তাহা
১৩ ধর্ম্মাত্মা তোমারদিগকে সেই দণ্ডেই শিক্ষাইবেন। পরে ঘটার মধ্যে এক জন বলিল হে মহাশয় আমার ভাইকে আমার সঙ্গে পৈতৃক অধিকার অংশ করিয়া
১৪ লইতে বলুন। কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন হে মনুষ্য তোমারদের উপর কেটা আমাকে বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত
১৫ করিয়াছে। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন সাবধান লোভ প্রতি সচেত হইয়া থাক কেননা মনুষ্যের সম্পত্তির বাহুল্যতানুক্রমে তাহার জীবনের
১৬ মঙ্গল নহে। পরে তিনি এক দৃষ্টান্ত তাহারদিগকে কহিলেন এক জন ধনবান লোকের ভূমিতে যথেষ্ট
১৭ উৎপন্ন হইল। পরে সে আপন অন্তঃকরণে কহিতে

লাগিল যে আমি কি করিব আমার সমস্ত উৎপত্তি
১৮ রাখিবার স্থানই নাই। পরে সে কহিল আমি ইহা
করিব আমার গোলা সকল ভাঙ্গিয়া বড়তর করিয়া
অন্য বানাইব পরে সেখানেই আমার সকল উৎপত্তি
১৯ ওসম্পদ রাখিব। ততঃপরে আমি আপন প্রাণকে কহিব
হে প্রাণ তোমার বহু বৎসরের সামগ্রী সঞ্চিত হইয়াছে
২০ বিশ্রামে থাক খাও পীও কৌতুক করহ। কিন্তু ঈশ্বর
তাহাকে কহিলেন রে নির্ব্বুদ্ধি অদ্য রাত্রি তোর প্রাণ
তোর স্থানে যাচিত হইবে তখন এ সকল সামগ্রী যাহা
তুই আয়োজন করিয়াছিস সে কাহার ভোগ হইবে।
২১ এই মত সেই যে আত্ম নিমিত্তে ধন সঞ্চয় করিয়া
২২ ঈশ্বরের প্রতি ধনবান নহে। পরে তিনি আপন শিষ্যের
দিগকে কহিলেন এই নিমিত্তে আমি তোমারদিগকে
কহি আপন জীবন বিষয় চিন্তা করিও না যে কি
২৩ খাইব কিম্বা দেহের বিষয় কি পরিধান করিব। ভক্ষ্য
হইতে জীবন বড় এবং বস্ত্র হইতে শরীর বড়।
২৪ কাকাদির প্রতি আলোচনা করহ সে বুনেও না এবং
কাটেও না পরে তাহারদের ভাণ্ডারও নাই তত্রাপি
ঈশ্বর তাহারদিগকে খাওয়াইতেছেন তোমারা তো পক্ষী
২৫ হইতে কত শ্রেষ্ঠ। পরে তোমারদের মধ্যে কোন জন
বা চিন্তা করাতে আপন কায় এক হাত অধিক করিয়া
২৬ বাড়াইতে পারে। অতএব যদি লঘুতর কর্ম্ম না করিতে

২৭ পায় তবে আর বিষয়ের চিন্তা কেন কর। কস্তূরী বৃক্ষ কেমন বাড়িতেছে তাহার বিবেচনা কর সে শ্রম করে না সে সূতা কাটে না তথাপি আমি কহি তোমার দিগকে যে শলিমান আপন সমস্ত ঐশ্বর্য্যে এই একটার
২৮ মত বিভূষিত ছিল না। অতএব ক্ষেত্রের তৃণ যে আজি আছে ও কল্য আথাতে ফেলা যায় তাহা যদি ঈশ্বর এমত পরাইয়া দেন তবে তোমারদিগকে কতোধিকে
২৯ পরাইয়া দিবেন আরে অল্প প্রত্যয়ী। কিন্তু চেষ্টিত হইও না যে কি খাইব কি পান করিব এবং ব্যস্ত চিত্তও
৩০ হইও না। কেননা জগত সংসারের রাজ্যগণ এসকলের অনুসন্ধান করে এবং তোমারদের পিতা জানেন যে তোমারদিগকে এ সকল বস্তুর আবশ্যক
৩১ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য বরং অনুসন্ধান কর তবে এসকল বস্তু তোমারদিগকে বাড়তি করিয়া দেওয়া
৩২ যাইবে। হে ক্ষুদ্র পাল ভয় করিও না তোমারদিগকে রাজ্য দিতে তোমারদের পিতার অভিমত আছে তোমার দের যে কিছু আছে তাহা বিক্রয় করিয়া বিতরণ
৩৩ করহ। আপনারদের জন্য অজর থৈলী আয়োজন করহ একটা অক্ষয়াব্যয় পুঁজী স্বর্গেতে যেখানে চোরের
৩৪ গম্যও নাই এবং কীটের খাওয়া ও নাই। কেননা যেখানে তোমারদের ধন সেখান তোমারদের মন ও
৩৫ হইবে। তোমারদের কাঁকালী বান্ধা থাকুক ও তোমার

৩৬ দের প্রদীপ প্রজ্বলিত। এবং যাদৃশ বিবাহ হইতে আপন প্রভুর পুনশ্চ আগমনের অপেক্ষায় মনুষ্যেরা থাকে তাহাতে যখন সে আসিয়া দ্বারেতে ঘা দেয় তৎক্ষণাৎ তাহারা খুলিয়া দেয় তাদৃশ তোমরাও থাক।
৩৭ পরে প্রভু আসিয়া যে ভৃত্যেরদিগকে সচেত পান সে ভৃত্যেরা ধন্য সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তিনি আপন কোমর বান্ধিয়া তাহারদিগকে ভোজনে বসাইয়া আপনি বাহির হইয়া তাহারদিগকে সেবা
৩৮ করিবেন। এবং দ্বিতীয় প্রহরে আসিয়া কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আসিয়া যদি এমত পান তবে ধন্য সে ভৃত্যেরা।
৩৯ এবং ইহা বুঝ যদি গৃহের স্বামী জানিত চোর কোন ক্ষণে আসিবে তবে সে জাগ্রৎ থাকিয়া আপন ঘরে
৪০ সিন্দ করিতে দিত না। অতএব তোমরা ও প্রস্তুত হইয়া থাক কেননা যেইক্ষণে তোমরা চিন্তা করহ না সেই
৪১ ক্ষণে মনুষ্য পুত্রের আগমন। তখন পিতর কহিল হে প্রভো এই দৃষ্টান্ত আপনি আমারদিগকে কহিতেছেন
৪২ কিম্বা সকলেরদিগেকে। প্রভু কহিলেন সে বিশ্বাসি ও সুজ্ঞানি পাত্র কেটা যাহাকে সময়ানুক্রমে নিত্য ভোজনের ভাগ দিতে প্রভু আপন পরিবারের অধ্যক্ষ
৪৩ করিয়া নিযুক্ত করিবেন। প্রভু আসিয়া যাহাকে এমত
৪৪ করিতে প্রবর্ত্ত পান সেই ভৃত্য ধন্য। সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তিনি তাহাকে আপন যাবতীয়

৪৫ অধিকারের উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ভৃত্য আপন মনে কহে যে আমার পুভু আপন আগমন গৌণ করিতেছেন পরে দাস দাসীর দিগকে মারি পিট করিয়া খাইতে পীতে এবং মত্ত ৪৬ হইতে পুবর্ত্ত হয়। তাহার পুভু যে দিবসে সেই ভৃত্য তাহার অপেক্ষা করিবে না এবং যেই দণ্ডে সে অচেত থাকিবে তখন তিনি আসিয়া তাহাকে ছেদন করিয়া খান ২ করিবেন এবং অবিশ্বাসিবর্গের মধ্যে তাহার ৪৭ অংশ নিরূপণ করিবেন। এবং যে ভৃত্য আপনার পুভুর অনুমতি জানিয়া ও পুস্তুত হইয়া থাকিল না এবং তাহার ইচ্ছানুক্রমে কর্ম্ম ও করিল না সে অনেক পুহার ৪৮ পাইবে। কিন্তু যে না জানিয়া মাইরের যোগ্য ক্রিয়া করিল সে অল্প পুহার পাইবে কেননা যাহাকে বাহুল্য দেওয়া যায় তাহার স্থানে বাহুল্যের দাওয়া হইবে এবং যাহার স্থানে মনুষ্যেরা যথেষ্ট গচ্ছাইয়া ৪৯ রাখে তাহা হইতে পুচুর মত যাচঞা করিবে। আমি জগতের উপর অগ্নি ফেলিতে আসিয়াছি এবং আমার আকাঙ্ক্ষা কিনা সম্পুতি যেন তাহা পুজ্বলিত হয়। ৫০ কিন্তু আমাকে এক বাপ্‌টিস্মে বাপটাইজিত হইতে হয়। ৫১ এবং তাহার সিদ্ধি যাবৎ না হয় তাবৎ আমি কেমন ৫২ কষ্টে থাকি। তোমরা না কি ইহা বুঝহ যে আমি জগতে ঐক্যতা দিতে আসিয়াছি আমি তোমারদিগকে

৫৩ না কহি বরং ভিন্নতা। কেননা এখন হইতে পাঁচটা এক ঘরে ভিন্ন হইয়া থাকিবে দুয়ের বিরুদ্ধে তিন এবং তিনের বিরুদ্ধে দুই পুত্রের সহিত পিতৃ ভিন্নবাক্য হইবে এবং পিতৃর সহিত পুত্র কন্যার সহিত মাতা এবং মাতার সহিত কন্যা পুত্রবধূর সহিত শাশুড়ী এবং
৫৪ শাশুড়ীর সহিত পুত্রবধূ। পরে তিনি লোক প্রতি ও কহিতে লাগিলেন যখন তোমরা পশ্চিম দিকে একটা মেঘের উদয় দেখহ তখন তোমরা বল বৃষ্টি আসিতেছে
৫৫ এবং তাহা হয়। এবং দক্ষিণ বাতাস বহিলে তোমরা
৫৬ কহ গ্রীষ্ম হইবে এবং তাহাও হয়। রে কপটিরা তোমরা আকাশ ও ভূমির লক্ষণ বুঝিতে পারহ কিন্তু এই
৫৭ কালের লক্ষণ তোমরা বুঝহ না কি কারণ। বরং যাহা উপযুক্ত তাহার বিবেচনা তোমরা আপনারাই কেন
৫৮ করহ না। যখন তুমি আপন দায়কের সহিত ন্যায় কর্ত্তার সাক্ষাতে যাও তখন পথের মধ্যে তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে যত্ন কর নতুবা সে তোমাকে বিচার কর্ত্তার স্থানে আকর্ষণ বা করে পরে বিচার কর্ত্তা তোমাকে কোটালের স্থানে সমর্পণ করে তাহার পরে কোটাল
৫৯ তোমাকে কারাগারে বা ফেলে। আমি তোমাকে কহি যে শেষ এক কপর্দ্দক পর্য্যন্তই পরিশোধ না করিলে তুমি সেখান হইতে আসিতে পাইবা না—

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেই কালে কতক লোক যে সাক্ষাৎ ছিল তাঁহাকে সেই গালিলিরদের প্রসঙ্গ কহিতে লাগিল যাহারদের রক্ত পিলাত তাহারদের বলিদানের সহিত মিশাইয়া ছিল। ২ তখন য়িশু তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সেই গালিলিরা এমন দুঃখ ভোগ করিল এই নিমিত্তে তাহারা আর সকল গালিলি লোক হইতে পাপী ছিল ৩ তোমরা না কি এই অনুমান করহ। আমি তোমারদিগকে না কহি কিন্তু তোমারদের মন ফিরাণ না হইলে ৪ তোমা সকলের সর্ব্বনাশও হইবে। কিম্বা সেই আঠার জন যাহার উপর শিলোয়ার গুমট পড়িয়া নিপাত করিল সে কি য়িরোশলমের সকল নিবাসি হইতে ৫ পাপী ছিল তোমরা বুঝহ। আমি তোমারদিগকে না কহি কিন্তু মন নাফিরাইলে তোমরা সকলেই নষ্ট ৬ হইবা। তিনি এই দৃষ্টান্তও কহিলেন এক জনের দ্রাক্ষা বাগানে একটা ডুম্বুর বৃক্ষ রোপিত ছিল পরে সে আসিয়া তাহার উপর ফল অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইল ৭ না। তখন সে আপন দ্রাক্ষা বাগানের রক্ষককে কহিল দেখ আমি এতিন বৎসর আসিয়া এই ডুম্বুর বৃক্ষে ফল অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইনা তাহা ছেদন করিয়া ফেল ৮।৯ ভূমিতে স্থান কেন যুড়ে। সেই উত্তর করিয়া কহিল প্রভু এই বৎসর থাকিতে দেও তাবৎ আমি তাহার

১০ চতুর্দ্দিগ খুদিয়া সার দি। পরে ফল দেয় তো ভাল না
১১ দেয় পশ্চাতে কাটিয়া ফেলিবেন। পরে বিশ্রামবারে
তিনি এক সিনগগে শিক্ষাইতে ছিলেন তথা দেখ এক
স্ত্রীলোক ছিল যে আঠার বৎসর হইতে এক দৌর্ব্বল্য
কারিভূতগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে কুবজা হইয়া কোন
১২ ক্রমে গা তুলিতে পারিল না। যখন য়িশু তাহাকে
দেখিলেন তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন হে
১৩ মাইয়ে তোমার দুর্ব্বলতা হইতে তুমি মুক্ত হইলা। এবং
তাহার উপর হাত দিলে সে তৎক্ষণেই সোজা হইল এবং
১৪ ঈশ্বরকে স্তব করিতে লাগিল। তখন সিনগগের কর্ত্তা
য়িশুর বিশ্রামবারে সুস্থ করার বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া লোক
প্রতি উত্তর করিয়া বলিতে লাগিল কর্ম্ম করিবার জন্য
ছয় দিবস আছে অতএব সেই দিবসে আসিয়া সুস্থ
১৫ হউক বিশ্রামবারে নয়। তখন প্রভু তাহাকে উত্তর
করিয়া কহিলেন রে কপটী তোমরা প্রতি জন বিশ্রামবারে
আপন ২ বলদ কিম্বা গাধা গোড়া হইতে খুলিয়া দিয়া
১৬ পান করাইতে লইয়া যাইতেছ কি না। তবে এই
স্ত্রীলোক যে আবরহামের কন্যা যাহাকে শয়তান দেখ
এই আঠার বৎসরাবধি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে
তাহাকে বিশ্রামবারে এ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে কি
১৭ কর্ত্তব্য নহে। এ কথা কাহিলে পরে তাঁহার বিপক্ষ
সকল লজ্জিত হইল এবং যে সকল মহৎ কর্ম্ম তাঁহার

দ্বারাতে হইয়াছে তাহার নিমিত্তে লোকারণ্য সমূহ
১৮ উল্লাস করিতে লাগিল। তখন তিনি কহিলেন ঈশ্বরের
রাজ্য কিসের সদৃশ এবং কিসেতে তাহার উপমা
১৯ করিব। সেই এক দানা সর্ষপের মত যাহা মনুষ্যে লইয়া
আপন বাগানে ফেলিয়া দিল পরে তাহা বাড়িতে২ বড়
বৃক্ষ হইয়া গেল এবং আকাশের পক্ষী তাহার শাখাতে
২০ বাস করিল। আরবার তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজ্য
২১ কিসের তুলনা করিব। সে খমীরের সদৃশ যাহা একটা
স্ত্রী লইয়া তিন কাঠা সুজির মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে
২২ পরে সমস্ত খমিরী হইয়া গেল। পরে তিনি গতি করিয়া
নগরে ২ ও গ্রামে ২ শিক্ষাইতে ২ য়িরোশলমের দিগে
২৩ যাত্রা করিলেন। তখন এক জন তাঁহাকে কহিল হে
প্রভো যাহারা পরিত্রাণ পাইবে তাহারা না কি অল্প
২৪ লোক তিনি তাহাকে কহিলেন। আমি তোমারদিগকে
কহি যে সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে যথা শক্তিতে
চেষ্টা কর কেননা অনেকে প্রবেশ করিতে অনুসন্ধান
২৫ করিবে কিন্তু পারিবেক না। যখন ঘরের কর্ত্তা এক
বার উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবেন ও তোমরা বাহিরে
দাঁড়াইয়া দ্বারে ঘা দিয়া বলিতে লাগিবা যে হে প্রভো ২
আমারদের জন্য দ্বার খোল পরে তিনি তোমারদিগকে
উত্তর দিবেন যে তোমরা কোথাকার লোক তাহা আমি
২৬ জানি না। তখন তোমরা বলিবা তোমার সাক্ষাতে

আমরা ভোজন পান করিয়াছি এবং তুমি আমারদের
২৭ সড়কে শিক্ষা করাইয়াছ। কিন্তু তিনি বলিবেন আমি
জানিনা তোমরা কোথাকার লোক আমার নিকট
২৮ হইতে দূর হও দুষ্কৃতিলোক সকল। তথায় রোদন ও
দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে যখন তোমরা আপনারা
বাহিরে ত্যাজিত হইয়া আবরহাম ও ইসহাক ও য়াকুব
এবং সকল ভবিষ্যদ্বক্তারদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে দেখিবা।
২৯ পরে তাহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ
৩০ দিক হইতে আসিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে বসিবে। এবং দেখ
শেষ আছে যাহারা পুথম হইবে এবং পুথম আছে
৩১ যাহারা শেষ হইবে। সেই দিবসে কএক জন ফারসী
আসিয়া তাঁহাকে কহিল এখান হইতে পুস্থান করিয়া
দেশান্তরে যাও কেননা হেরোদ তোমাকে মারিয়া
৩২ ফেলিবে। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যাও ঐ
শিয়ালকে তোমরা কহ গিয়া যে দেখ অদ্য ও কল্য
আমি ভূতগণ বাহির করিয়া ফেলি ও আরোগ্য পুদান
৩৩ করি এবং পরশ্বঃ আমার সিদ্ধি হইবে। তত্রাপি
আজি ও কল্য এবং পরদিবসে ও আমাকে গতি করিতে
হইবে কেননা যে য়িরোশলম ব্যতিরেক অন্যত্রে
৩৪ ভবিষ্যদ্বক্তার হত্যা হয় তাহা হইতে পারিবেক না। হে
য়িরোশলম২ যে ভবিষ্যদ্বক্তারদিগকে বধ করিতেছ
এবং তোমার নিকটে যে সকল পুেরিত আছে তাহার

দিগকে পুস্তরাঘাৎ করিতেছ আমি যে মত কুকুটী স্বকীয় পাখার তলে আপন ছা সকল একত্র করে সেই মত তোমার শিশু গণেরদিগকে একত্র করিতে কতবার ইচ্ছা

৩৫ করিলাম কিন্তু তোমরা সম্মত ছিলানা। দেখ তোমারদের ঘর নরশূন্য হইয়া তোমারদের স্থানে ছাড়া গিয়াছে এবং আমি সত্য কহি তোমারদিগকে যদবধি তোমরা না কহিবা ধন্য সেই যে য়িহুহার নামে আসিতেছে তদবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবানা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তৎপরে ঘটনাক্রমে তিনি বিশ্রামবারে এক জন প্রধান ফারসীর ঘরে অন্ন খাইতে গেলে তাহারা তাঁহার

২ উপর দৃষ্টি করিয়া থাকিতেছিল। ইহাতে দেখ এক জন

৩ জলোদরী তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল। পরে য়িশু উত্তর করিয়া ব্যবস্থা পণ্ডিত এবং ফারসীরদিগকে কহিলেন

৪ বিশ্রামবারে স্বাস্থ্য করিতে কর্ত্তব্য কি না। তাহাতে তাহারা চুপ করিয়া থাকিল এবং তিনি সে জনকে সুস্থ

৫ করিয়া বিদায় করিলেন। পরে তিনি ইহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন কেটা তোমারদের মধ্যে যদি তাহার গাধা কিম্বা বলদ কোন গর্ত্তে পড়িয়া থাকে তাহা

৬ বিশ্রামবারে ত্বরা করিয়া উঠাইবে না। কিন্তু এ কথার

৭ প্রত্যুত্তর তাহারা করিতে পারিল না। অনন্তর নিমন্ত্রিতেরদের প্রধান স্থান গ্রহণের চেষ্টা দেখিয়া তিনি

৮ তাহারদিগকে একটা উপদেশ পুস্তাব করিলেন। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যখন কোন বিবাহেতে তোমার নিমন্ত্রণ হয় তখন পুধান স্থানে বসিও না যে কি জানি তোমা হইতে আর কোন মর্য্যাদিক লোকের আহান হয়
৯ বা পরে যে তোমাকে ও তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল সে আসিয়া তোমাকে কহে এই মনুষ্যকে স্থান দেও তাহাতে তুমি লজ্জিত হইয়া নীচ স্থানে যাইয়া বৈস।
১০ কিন্তু নিমন্ত্রিত হইলে তুমি নীচ স্থানে যাইয়া বৈস তাহাতে যেন নিমন্ত্রক আইলে পরে তোমাকে কহে বন্ধু উচ্চতর স্থানে যাও তখন তোমার ভোজনে বৈসা সমিভ্যারিরদের সাক্ষাতে তুমি সম্মান পাইবা।
১১ কেননা যে কেহ আপনার গৌরব করে সে লঘু করা যাইবে এবং যে কেহ আপনাকে লঘু করিয়া মানে
১২ সে গৌরব পাইবে। তখন তিনি আপন নিমন্ত্রককেও কহিলেন যখন তুমি মধ্যাহ্ন কিম্বা রাত্রি ভোজ্যের ভাণ্ডার করহ তখন তোমার বন্ধু কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা জ্ঞাতি কিম্বা ধনবান পড়সীগণেরদিগকে আহ্বান করিও না কি জানি পাছে তাহারা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে তুমি
১৩ পুতিফল প্রাপ্ত বা হও। কিন্তু যখন ভাণ্ডার করহ তখন দরিদ্র ও শক্তিহীন ও খোঁড়া এবং অন্ধেরদিগকে আহ্বান
১৪ করিও। পরে ধন্য হইবা কেননা তাহারা তোমার পুত্যুপকার করিতে পারিবেক না কিন্তু ধার্ম্মিকের

১৫ পুনরুত্থানে তোমার প্রতিফল হইবেই। পরে এক জন তাঁহার ভোজনসমিভ্যারিরদের মধ্যে এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিল ঈশ্বরের রাজ্যে যে জন রোটী খাইতে
১৬ পাইবে সেই ধন্য। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন এক মনুষ্য বড় এক রাত্রিভোজ্য করিয়া অনেকের নিমন্ত্রণ
১৭ করিল। পরে ভোজন সময়ে এক ভৃত্য দিয়া নিমন্ত্রিতের দিগকে কহিয়া পাঠাইল যে আইস সকল সামগ্রী প্রস্তুত
১৮ আছে। তাহাতে সকলেই একবাক্যে বাহানা করিতে লাগিল প্রথম জন কহিল আমি একখান ভূমি কিনিয়াছি এবং তাহা দৃষ্টি করিতে আমার যাওনের আবশ্যক আছে আমাকে ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।
১৯ আর একটা কহিল আমি পাঁচ জোড়া বলদ ক্রয় করিয়াছি এবং তাহার পরখ করিতে যাইতেছি আমাকে
২০ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। আর একটা কহিল আমি এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি অতএব যাইতে
২১ পারিব না। তখন সে নফর যাইয়া আপন প্রভুকে এ সকল কথা জানাইল তাহাতে ঘরের কর্ত্তা সকোপ হইয়া তাহার নফরকে কহিল ঝট করিয়া নগরের সড়ক ও গলীতে যাইয়া দরিদ্র ও অবশাঙ্গ ও খোঁড়া
২২ এবং অন্ধেরদিগকে এখানে আনগা। পরে সে নফর কহিল হে প্রভো আপনি যে মত আজ্ঞা করিলেন সে
২৩ মত হইল তথাপিও স্থান আছে। তখন সে স্বামী সে

ভৃত্যকে কহিল তুমি রাজ পথ ও বেড়াদি স্থানে যাইয়া তাহারদিগকে আকর্ষণ করিয়া আন যেন আমার
২৪ ঘর পূর্ণ হয়। কেননা আমি কহি ঐ নিমন্ত্রিত জনের মধ্যে কেহ আমার রাত্রিভোজ্য চাকিতে পাইবে না।
২৫ তৎপরে বহু লোকারণ্য তাঁহার সঙ্গে যাইতে২ তিনি
২৬ ফিরিয়া তাহারদিগকে কহিলেন। যে কেহ আমার স্থানে আসিয়া আপন পিতা ও মাতা ও স্ত্রী ও সন্তান ও ভাই ও ভগিনীগণ বরং আপন প্রাণকেও মন্দ না বাসে
২৭ সে আমার শিষ্য হইতে পারিবেক না। এবং যে কেহ আপন ক্রূশ বহিয়া আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় না সে
২৮ আমার শিষ্য হইতে পারিবেক না। কেননা তোমার দের মধ্যে কেটা গুমট নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়া
২৯ প্রথমতঃ বসিয়া ব্যয় ব্যসনের নিরূপণ করে না। নতুবা নেও দিয়া তাহার সমাপন না করিতে পারিলে যে সকল
৩০ দৃষ্টি করে সে তাহাকে উপহাস বা করে। যে এই মানুষ গাঁথিতে আরম্ভ করিয়া সমাধা করিতে পারিল
৩১ না। কিম্বা কোন রাজা আছে যে অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে প্রথমে বসিয়া বিবেচনা করে না যে আমি দশ সহস্র লইয়া আমার আগত বিশ সহস্র সসৈন্য প্রতি রোধির সম্মুখে যাইতে পারিব কি
৩২ না। নতুবা সে অতি দূর থাকিতে দৌত্য প্রেরণ করিয়া
৩৩ সম্মিলনের নিয়ম যাচ্ঞা করিবেক। সেই মত ও

তোমারদের মধ্যে যে কেহ আপন সমস্তকে পরিত্যাগ
৩৪ না করে সে আমার শিষ্য হইতে পারিবেক না। লবণ
ভাল বটে কিন্তু লবণ হইতে যদি তাহার স্বাদ যায়
৩৫ তবে কিসেতে স্বাদ যুক্ত হইবে। সে ভূমির জন্য অকার্য্য
এবং খাঁদের জন্য ও অকার্য্য কিন্তু বাহিরে ফেলা যায়
যাহার শুনিবার কান আছে সে শুনুক——

পঞ্চদশ অধ্যায়

তখন পাটওয়ারী ও পাপি সকল তাঁহার কথা
২ শুনিতে নিকট আইল। পরে ফারসী ও অধ্যাপক
গণ বচসা করিতে লাগিল যে এই মানুষ তো পাপি
লোকেরদিগকে আগ্রহ করিতেছে এবং তাহারদের সঙ্গে
৩ খাইতেছে। তখন তিনি এই দৃষ্টান্ত তাহারদিগকে
৪ কহিলেন যে। তোমারদের মধ্যে কোন জন শত মেষের
কর্ত্তা হইয়া যদি একটা হারায় তবে সে নিরানব্বই
গুলা প্রান্তরে ছাড়িয়া সেই নিরুদ্দেশ্যের উদ্দেশ যাবৎ
৫।৬ না পায় তাবৎ তাহার পাছে যাইবে না। এবং তাহার
উদ্দেশ পাইলে পরে সে হর্ষিত মনে তাহা কান্ধে করিয়া
স্বস্থানে আসিয়া আপন বন্ধু ও পড়সী সকল আহ্বান
করিয়া তাহারদিগকে বলিবে যে তোমরা আমার সঙ্গে
উল্লাস করহ কেননা আমি আপন হারাণ্যা মেষ
৭ পাইয়াছি। সেই মত আমি কহি যে স্বর্গেতে এক জন
মন ফিরাণ্যা পাপির উপর যে মত আনন্দ হয় সেই

মত মন ফিরাণেতে অনাবশ্যক নিরানব্বই জন
৮ ধার্ম্মিকেরদের উপর হয় না। কিম্বা কোন স্ত্রীলোক
দশখান রুপ্য ধারী যদি এক খান খোয়ায় তবে সে
প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাড়ঝুড় করিয়া যাবৎ না পায় তাবৎ
৯ তাহার অন্বেষণ যত্নরূপ করিবে। এবং পাইলে পরে
সে আপন বন্ধু ও পড়সীগণকে স্বনিকটে ডাকিয়া
কহিবে আমার সহিত উল্লাস কর কেননা যেখান
১০ খোয়াইয়াছিলাম তাহা পাইলাম। সেই মত আমি
তোমারদিগকে কহি এক জন মন ফিরাণ্যা পাপির
১১ উপর ঈশ্বরের দূতগণের মধ্যে ও আনন্দ আছে। পরে
১২ তিনি কহিলেন এক মনুষ্যের দুইটি পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ
আপন পিতাকে কহিল হে পিতঃ সম্পদের অংশ যে
আমার ভাগে পড়ে তাহা দেও তখন সে তাহারদের
১৩ মধ্যে আপন বৃত্তি অংশাংশি করিলেক। অল্প দিবস
পরে কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া দূরদেশে গমন
করিয়া সেখানে দুর্নীতি আচারে তাহার সংস্থা উড়াইয়া
১৪ দিল। সমূহ ব্যয় করিলে পরে সেই দেশে মহাদুর্ভিক্ষ্য
উপস্থিত হইল তাহাতে তাহার দৈন্যদশা হইতে
১৫ লাগিল। পরে সে যাইয়া সেই দেশের এক প্রদেশির
সঙ্গে মেলন করিয়া তাহার স্থানে ভৃত্যপণে থাকিল
এবং সেই জন তাহাকে শূকরের পাল চরাইতে আপন
১৬ ভূমিতে পাঠাইয়া দিল। তাহাতে যে ছিলকা খোশাদি

শূকর সকল খাইতেছিল তাহা দিয়া আপন উদর পূর্ণ
১৭ করিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু কেহ তাহাকে দিল না।
পরে সে ব্যক্তি সজ্ঞান হইয়া কহিতে লাগিল আমার
পিতার কত জন বেতন্যা নফর প্রতুলের অধিকে অন্ন
১৮ পাইতেছে ইহাতে আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি
উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিব
১৯ হে পিতঃ আমি স্বর্গ প্রতি এবং তোমার সাক্ষাতে পাপ
করিয়াছি। এবং তোমার পুত্র বলিয়া নাম যোগ্য নহি
২০ আমাকে তোমার এক বেতন্যা ভৃত্য করিয়া রাখ। পরে
সে গাত্রোত্থান করিয়া আপন পিতার নিকটে আইল কিন্তু
তাহার পিতা অতি দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া করুণা
বিষ্ট হইল এবং ধাইয়া তাহার গলায় পড়িয়া
২১ তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে
কহিল হে পিতঃ আমি স্বর্গ প্রতি ও তোমার বিদ্যমানে
২২ পাপ করিয়াছি এবং তোমার পুত্র বলিয়া নাম যোগ্য
নহি। কিন্তু পিতা আপন ভৃত্যেরদিগকে কহিলেন
সর্ব্বোত্তম বস্ত্র বাহির করিয়া তাহাকে পরাও এবং
২৩ তাহার হাতে অঙ্গুরী ও পায় পাদুকা দেও। তাহার পরে
পুষ্ট বাছুরকে এখানে আনিয়া মারসিয়া আমরা ভোজন
২৪ করিয়া আনন্দ করি। কেননা এই যে আমার পুত্র সে
মৃত হইয়া সজীব হইল সে হারাণ গিয়া প্রাপ্ত হইল পরে
২৫ তাহারা উৎসাহ করিতে লাগিলা ইতোমধ্যে তাহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে থাকিল পরে সে আসিয়া ঘরের নিকট
২৬ হইতে২ বাদ্য ও নৃত্য শব্দ শুনিল। তখন এক ভৃত্যকে
২৭ ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল যে ইহার কারণ কি। সে
কহিল তোমার ভাই আসিয়াছে এবং তোমার পিতা
তাহাকে কল্যাণ কুশলে পাইয়াছে এই নিমিত্তে পুষ্ট
২৮ বাছুরকে মারিয়াছে। তখন সে কোপিত হইয়া
ভিতরে গেল না অতএব তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া
২৯ তাহাকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে সে আপন
পিতাকে উত্তর করিয়া কহিল দেখ আমি অনেক
বৎসর হইতে তোমার সেবা করিতেছি এবং তোমার
আজ্ঞা কোন সময়ে লঙ্ঘন করিনাই তথাপি আমার
সখাগণের সহিত মহোৎসব করিতে তুমি আমাকে
৩০ একটি পাঁঠা ও কখন দেও নাই। কিন্তু এই তোমার পুত্র
যে বেশ্যাগণের সঙ্গে তোমার সম্পদ খাইয়া ফেলিয়াছে
সেই আসিবা মাত্র তুমি তাহার কারণ পুষ্ট বাছুরকে
৩১ মারিয়াছ। তখন সে কহিল হে পুত্র তুমি সদৎ আমার
সহিত আছহ এবং আমার সর্ব্বস্ব তোমার আছে।
৩২ আমারদের মহোৎসব ও আনন্দ করা উপযুক্ত ছিল
কেননা এই যে তোমার ভাই সে মৃত হইয়া পুনর্জ্জীবিত
হইয়াছে এবং হারাইয়া গিয়া প্রাপ্ত হইল——

ষোড়ষ অধ্যায়

পরে তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন এক

ধনবানের এক জন পাত্র ছিল এবং তাহার সম্পত্তি অপব্যয় করার বিষয়ে সেই জন তাহার স্থানে অপবাদিত
২ হইল। পরে সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল এ কি কথা যে তোমার বিষয়ে আমি শুনিতেছি তোমার কার্য্যের
৩ নিকাশ দেও তুমি পাত্র আর হইতে পারিবা না। তখন সে পাত্র আপন অন্তঃকরণে কহিতে লাগিল যে কি করিব আমার প্রভু তো আমা হইতে পাত্র পদ লইয়াছেন খনন করিতে আমার শক্তি নাই এবং ভিক্ষা
৪ করিতে আমার লজ্জা হয়। কি করিব তাহা এখন স্থির করিলাম তাহাতে পদচ্যুত হইলে পরে তাহারা আমাকে
৫ আপনারদের ঘরে লইবে। অতএব আপন প্রভুর খাতক প্রত্যেক জনকে ডাকিয়া প্রথমকে কহিল আমার
৬ প্রভুর স্থানে তোমার ধার কত। সে বলিল শত মোন তৈল তখন সেই কহিল তোমার হাতচিঠা লইয়া শীঘ্র
৭ বসিয়া পঞ্চাশ লেখ। তখন অন্যকে কহিল তুমি ও কত ধার রাখিতেছ সে বলিল শত স্কড় গোম পরে সেই
৮ কহিল তোমার হাতচিঠা লইয়া চারি কুড়ি লেখ। পরে সে অসৎ পাত্রের সুবিবেক ক্রিয়া নিমিত্তে প্রভু তাহার প্রতিষ্ঠা করিল কেননা এই জগত সংসারের সন্তানেরা আপনারদের ব্যাপারে দীপ্তির সন্তান হইতে বুদ্ধিমন্ত
৯ আছে। এবং আমি তোমারদিগকে কহি অসৎ ধন দিয়া আপনারদের জন্য মিত্র লাভ কর তাহাতে তোমার

দের স্থানচ্যুত হইলে সে যেন তোমারদিগকে
১০ নিত্যনিবাসে লয়। যে ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রকৃতার্থ আছে সে
১১ বাহুল্যেতেও প্রকৃতার্থ হইবে। এবং যে ক্ষুদ্র বিষয়ে
অযথার্থ আছে সে বাহুল্যেতেও অযথার্থ হইবে
অতএব যদি অসৎধনে তোমরা অপ্রকৃতার্থ হইয়া
থাক তবে সত্য ধন তোমারদের স্থানে কে সমর্পণ
১২ করিবে। এবং পরের দ্রব্যে যদি অযথার্থ হইয়া থাক
১৩ তবে নিজ দ্রব্য তোমারদিগকে কেটা দিবে। দুই কর্ত্তার
সেবা কোন ভৃত্য করিতে পারে নাই বা এক জনকে
সে মন্দ বাসিয়া অন্যকে ভাল বাসিবে কিম্বা এক জনের
নিকট মনোনিবিষ্ট থাকিয়া অন্যের প্রতি অবহেলা
করিবে ঈশ্বর এবং ধন দুয়ের সেবা তোমরা করিতে
১৪ পারিবা না। এবং ফারসীরা যে লোভী ছিল তাহারাও
এই সকল প্রস্তাব শুনিল এবং তাঁহাকে পরিহাস
১৫ করিতে লাগিল। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
তোমরাতো আপনারদিগকে মনুষ্যেরদের সাক্ষাতে শুদ্ধ
সত্ত্ব করিয়া ঠাহরাইতেছ কিন্তু ঈশ্বর তোমারদের মন
জানেন কেননা মনুষ্যেরদের মধ্যে যাহা অতি মনোনিত
১৬ তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘৃণা বিষয়। ব্যবস্থা এবং
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ য়োহন পর্য্যন্ত ছিল সে অবধি ঈশ্বরের
রাজ্য প্রচার হইতেছে এবং প্রত্যেক জন তাহাতে বল
১৭ করিয়া সান্ধাইতেছে। তথাচ ব্যবস্থার এক বিন্দুর ব্যর্থ

১৮ করা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ। যে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে পরদার করে এবং যে কেহ সে স্বামির ত্যজিত ১৯ জনাকে বিবাহ করে সে ও পরদার করে। এক জন ধনবান ছিল যে বাগুনীয় বর্ণ এবং মেঁহি কাপড়ে পরিধান করিয়া প্রত্যহ পরিপাটি রূপ সুভোগ করিত। ২০ এবং লাজার নামে এক দরিদ্র সর্ব্বাঙ্গ ঘায়েতে পূর্ণ হইয়া ২১ তাহার দ্বারে রাখা যাইত। এবং সে ধনবানের ভোজন মেজ উচ্ছিষ্ট গুড়া গাঁড়া দিয়া পোষিত হইতে মাঙ্গিয়া থাকিত অপর কুক্কুর সকল আসিয়া তাহার ঘা চাটিত। ২২ অনন্তরে ঘটনাক্রমে সে দরিদ্র মরিয়া গেল এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে লইয়া গিয়া আবরহামের ক্রোড়ে ২৩ রাখিল সেই ধনবান ও মরিল এবং গাড়া গেল। পরে সে নরকে ব্যথিত হইয়া চক্ষু উঠাইয়া আবরহাম এবং ২৪ তাহার ক্রোড়ে লাজারকে অতি দূর হইতে দেখিল। তখন সে চেঁচাইয়া কহিল হে পিতঃ আবরহাম আমাকে দয়া করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা স্নিগ্ধ করিতে লাজারকে পাঠাইয়া দেউন কেননা ২৫ এই অগ্নির শিখাতে আমি ব্যথিত আছি। কিন্তু আবরহাম কহিল হে পুত্র স্মরণ কর তুমি জীবন সময়ে আপন ভাল বস্তু পাইয়াছিলা এবং লাজার ও আপন মন্দ বস্তু কিন্তু সম্প্রতি তাহার সুখ আছে এবং তোমার

২৬ বেদনা। অপর এ সকল ছাড়া আমারদের এখানের ও তোমারদের ওখানের মধ্যে একটা মহা অগাধ আছে তাহাতে যে এখান হইতে তোমারদের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করে সে পারিবে না এবং ওখানে যে থাকে সে
২৭ এখানেও আসিতে পারিবেক না। তখন সে কহিল হে পিতঃ তবে আমি কাকুতি করি যে আমার পিতৃর
২৮ ঘরে তাহাকে পাঠাইয়া দেন। কেননা আমার পাঁচ ভাই আছে ও তাহারা এই জন্ত্রণার স্থানে যেন না আইসে তিনি তাহারদিগকে পুমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিউন।
২৯ আবরহাম তাহাকে কহিল মুশা এবং ভবিষদ্বক্তৃগণ
৩০ তাহারদের স্থানে আছে উহারদের বাণী শুনুক। তখন সে কহিল না পিত আবরহাম কিন্তু মৃত্যু হইতে যদি তাহারদের স্থানে কেহ যায় তবে তাহারা মন
৩১ ফিরাইবেই। কিন্তু তিনি কহিলেন যদি তাহারা মুশা এবং ভবিষ্যদ্বক্তারদের বাণী না শুনে তবে মৃত্যু হইতে এক জন উঠিলেও তাহারা পুবোধ মানিবে না—

সপ্তদশ অধ্যায়

তখন তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন ঠেষ খাওন বিষয় না আসিবে এমত হইতে পারে না কিন্তু যাহার দ্বারাতে সে আইসে তাহাকে ধিক থাকুক।
২ তাহার এই ক্ষুদ্র পুাণিরদের মধ্যে এক জনের ঠেষ খাওয়ানেতে যেমত হয় তাহা হইতে তাহার গলায় জাঁতা

বান্ধিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহার ভাগ্যে
৩ বরঞ্চ এই ভাল। তোমরা সসাবধানে থাক যদি তোমার
ভাই তোমার স্থানে অপরাধ করে তাহাকে ধমকাইয়া
৪ দেও পরে যদি খেদ করে তাহাকে ক্ষমা কর। এবং যদি
সে এক দিবসে সাত বার তোমার প্রতি অপরাধ করে
পরে দিবসের মধ্যে সাতবার তোমার প্রতি ফিরিয়া বলে
আমি খেদ করিতেছি তবে তাহাকে ক্ষমা করিবা।
৫ তখন প্রভুকে প্রেরিতেরা বলিল আমারদের বিশ্বাস
৬ বাড়াইয়া দেন। প্রভু কহিলেন তোমারদের বিশ্বাস
যদি এক দানা সর্ষপের সমান হয় তবে এই সুকামিন
বৃক্ষকে তোমরা বলিতে পার যে তুমি সমূলে উপড়িয়া
গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও তাহাতে সে তোমারদের
৭ আজ্ঞাবহ হইবে। কিন্তু কেটা তোমারদের মধ্যে
আপনার নফর চাস করিলে কিম্বা গোবচ্ছাদি চরাইলে
পরে ক্ষেত হইতে আসিবা মাত্র তাহাকে বলিবে যে
৮ আইস ভোজনে বৈস। বরঞ্চ তা না করিয়া সে
তাহাকে বলিবে না কি যে আমার ভক্ষ্য সামগ্রী প্রস্তুত
করিয়া আপন কোমর বান্ধিয়া আমার ভোজন পান
যাবৎ না হয় তাবৎ আমার সেবা করহ তাহার পরে
৯ তুমিও ভোজন পান করিতে পাইবা। সে কি তাহার
আজ্ঞা পালন করিতে সেই ভৃত্যকে স্তব করিবে আমি
১০ বুঝি যে না। সেই মত তোমরাও যে সকল করিতে

তোমারদিগকে আজ্ঞা হয় তাহা করিলে পরে বল যে আমরা নিষ্ফল ভৃত্য কেননা যাহা আমারদিগের
১১ আবশ্যক ছিল তাহাই মাত্র আমরা করিলাম। পরে ঘটনাক্রমে যিরোশলমে যাইতেং তিনি শমরণ ও
১২ গালিলি দেশের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তাহাতে এক গ্রামে প্রবেশ করিবা মাত্র দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া দূরে দাঁড়াইল এবং তাহারা
১৩ উচ্চৈঃস্বর করিয়া বলিল হে য়িশু মহাশয় আমারদের
১৪ উপর দয়া করুণ। তিনি তাহারদিগকে দেখিয়া কহিলেন যাও যাজকগণের স্থানে আপনারদিগকে দেখাইয়া দেওগা এবং ঘটনাক্রমে যাইতেং তাহারা
১৫ পরিষ্কৃত হইল। পরে তাহারদের এক জন যখন দেখিল যে আপনি সুস্থ হইয়া গিয়াছে সে উচ্চৈঃস্বরে
১৬ ঈশ্বরকে প্রশংসা করিতেং ফিরিয়া আইল। এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল ও
১৭ সেই জন শমরণী ছিল। তখন য়িশু উত্তর করিয়া কহিলেন দশ জন পরিষ্কৃত হইয়াছিল না কি কিন্তু
১৮ নয়টা কোথায়। এই বিদেশী ব্যতিরেক ঈশ্বরের
১৯ প্রশংসা করিতে কেহ পাওয়া গেল না। পরে তিনি তাহাকে কহিলেন উঠ চলিয়া যাও তোমার বিশ্বাস
২০ তোমাকে শুদ্ধাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। অনন্তর ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসিবে ইহা ফারসী বর্গেতে যাচিত

হইলে তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন
২১ ঈশ্বরের রাজ্য প্রকট রূপে আইসে না এবং এখানে
দেখ কিম্বা ওখানে দেখ ইহাও তাহারা কহিবেনা
কেননা ঈশ্বরের রাজ্য দেখ তোমারদের অভ্যন্তরে হয়।
২২ পরে তিনি শিষ্যেরদিগকে কহিলেন সময় আসিবে
যখন তোমরা মনুষ্য পুত্রের এক দিন দেখিতে ইচ্ছা
২৩ করিবা কিন্তু দেখিতে পাইবা না। এবং তাহারা
তোমারদিগকে বলিবে যে এখানে দেখ কি ওখানে
দেখ কিন্তু আগে বাড়িও না এবং তাহারদের পশ্চাদ্বর্ত্তীও
২৪ হইও না। কেননা যে মত বিদ্যুৎ আকাশের এক
দিকে চমকিয়া অন্য দিক যুড়িয়া দীপ্তি প্রকাশ করে
২৫ সেই মত আপন দিবসে মনুষ্য পুত্রও হইবে। কিন্তু
পূর্ব্বে তাহাকে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং
২৬ এই বর্ত্তমান পুরুষে ত্যজিত হইতে হইবে। পরে
নোহের দিবসে যে মত ছিল সেই মত মনুষ্য পুত্রের
২৭ দিবসে ও হইবে। নোহ যে দিবসে ডিঙ্গায় চড়িল
তাবৎ পর্য্যন্তই তাহারা খাইতে পীতে বিবাহ করিতে
বিবাহ দিতে প্রবর্ত্ত থাকিল পরে বণ্যা আসিয়া
২৮ সকলেরদিগকে নষ্ট করিল। অপর লোতের সময়ে ও
যেমত ছিল তাহারা খাইতে ছিল পীতে ছিল তাহারা
ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারা রোপণ করিতে ও ঘর
২৯ বানাইতে প্রবর্ত্ত ছিল। কিন্তু যে দিবস লোত সাদুম

হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল সেই দিবসেই আকাশ হইতে সগন্ধকে অগ্নিবৃষ্টি হইয়া সকলের
৩০ দিগকে নষ্ট করিল। এই রূপ মনুষ্য পুত্রের প্রকাশ
৩১ হওন দিবসেও হইবে। সেই দিনে কেহ যদি ঘরের ছাতে হয় ও তাহার সামগ্রী সকল ঘরের মধ্যে থাকে সে তাহা লইতে না নামুক এবং যে জন ক্ষেত্রে থাকে
৩২ সেও পুনশ্চ ফিরিয়া না আইসুক। লোতের স্ত্রীকে
৩৩ স্মরণে রাখ। যে কেহ আপন প্রাণের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে সে তাহাকে হারাইবে এবং যে কেহ আপন প্রাণকে হারাইয়া থাকিবে সে তাহার রক্ষা পাইবে।
৩৪ আমি তোমারদিগকে কহি সেই রাত্রে দুই মনুষ্য এক শয্যাতে হইবে একটা লওয়া যাইবে ও অন্যটা ছাড়া
৩৫ যাইবে। দুই স্ত্রীলোক একত্রে জাঁতা ঘুরাইয়া থাকিবে
৩৬ একটা লওয়া যাইবে ও অন্যটা ছাড়া যাইবে। দুই পুরুষ ক্ষেত্রে হইবে একটা লওয়া যাইবে এবং অন্যটা
৩৭ ছাড়া যাইবে। তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল কোথায় প্রভো তিনি কহিলেন যেখানে মরা আছে সেখানে গিধিনি সকল যড় হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরে তিনি তাহারদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন যে সকাতর না হইয়া মনুষ্যেরদের নিত্য প্রার্থনা করা
২ কর্ত্তব্য। কহিলেন যে এক নগরে একটা ন্যায়কর্ত্তা

ছিল যে ঈশ্বরকে ভয় করিল না এবং মনুষ্যকেও
৩ আদর করিল না। পরে সে নগরে এক বিধবা ছিল
এবং সে আসিয়া তাহাকে কহিল আমার বাদির প্রতি
যাহা সমোচিত হয় তাহা আমার কারণ করিয়া দেন।
৪ কিন্তু সে কতক্ষণ অসম্মত থাকিল তাহারপরে আপন
মনে কহিল যদিতু আমি ঈশ্বরকে ভয় না করি এবং
৫ মনুষ্যকে সমাদর না করি। তথাপি এই যে বিধবা
সে আমাকে ব্যামোহ দিতেছে সেই নিমিত্তে আমি
তাহার কারণ সমোচিত করিয়া দিব নতুবা তাহার
৬ অনবরত আইসনেতে সে আমাকে ব্যস্ত বা করে। পরে
প্রভু কহিলেন শুন তো সে অন্যায়ী ন্যায়কর্ত্তা কি কথা
৭ কহিতেছে। তবে ঈশ্বর যাঁহার প্রতি আপন মনোনীতেরা
দিবা রাত্রি প্রার্থনা করিতেছে যদিতু চিরকাল সহিষ্ণুতা
করেণ তিনি কি তাহারদের কারণ সমোচিত করিয়া
৮ দিবেন না। আমি তোমারদিগকে কহি যে তিনি তাহার
দের কারণ ত্বরায় সমোচিত করিয়া দিবেন তত্রাপি
মনুষ্য পুত্র যখন আসিবে তখন কি জগতের মধ্যে
৯ বিশ্বাস পাইবে। পরে কতেক যে আপনারদিগকে
প্রকৃতার্থিক জানিয়া আপনারদিগেতে ভরসা রাখিলেক
ও অন্যেরদিগকে তুচ্ছ করিল তাহারদিগকে তিনি এই
১০ দৃষ্টান্ত কহিলেন। দুই মনুষ্য প্রার্থনার কারণ মন্দিরে
১১ গেল এক জন ফারসী অন্যটা প্যাটওয়ারী। সে ফারসী

এক ভিতে দাঁড়াইয়া এই মত প্রার্থনা করিতে লাগিল
যে হে ঈশ্বর আমি তোমাকে স্তব করি যে আমি অন্য
মনুষ্যেরদের মত লুট্যারা অন্যায়ী পরদারী কিম্বা ঐ যে
১২ পাটওয়ারির তুল্য নহি। আমি সপ্তাহের মধ্যে দুইবার
উপবাস করিতেছি এবং আমার সমস্ত সম্পদের
১৩ দশমাংশ দিতেছি। কিন্তু সে পাটওয়ারী দূরে দাঁড়াইয়া
স্বর্গের পানে বরঞ্চ আপন চক্ষু উঠাইতে পারিল না
কিন্তু আপন বুকে ঘা মারিয়া বলিল হে ঈশ্বর আমি
১৪ যে পাপিমনুষ্য আমাকে কৃপা করুণ। আমি তোমার
দিগকে কহি যে অন্য জন হইতে বরং এই মনুষ্য আপন
ঘরে নির্দোষী হইয়া চলিয়া গেল কেননা প্রত্যেক জন
যে আপন গৌরব করে সে লঘু করা যাইবে কিন্তু যে
১৫ আপনাকে লঘু করিয়া মানে সে গৌরব পাইবে। পরে
তাহারা বালকেরদিগকে তাঁহার স্পর্শ পাইবার কারণ
তাঁহার নিকটে আনিল কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা ইহা
১৬ দেখিয়া তাহারদিগকে ধমকাইতে লাগিল। কিন্তু য়িশু
তাহারদিগকে স্বনিকটে ডাকিয়া কহিলেন ছোট শিশুর
দিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও ও বারণ করিও
১৭ না কেননা এই প্রকারেতে ঈশ্বরের রাজ্য হয়। সত্য
আমি কহি তোমারদিগকে যে কেহ ছোট বালকের
তুল্য ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে সে কোন ক্রমে
১৮ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। পরে এক জন ন্যায়

কর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল হে ধার্ম্মিক গুরো আমি কি করিব তাহাতে আমার অনন্ত জীবনের
১৯ অধিকার যেন হয়। য়িশু তাহাকে কহিলেন আমাকে ধার্ম্মিক করিয়া কেন বল একটা ব্যতিরেক কেহ ধার্ম্মিক
২০ নহে সে ঈশ্বর। তুমিতো আজ্ঞা সকল জানিয়া থাক পরদার করিও না বধ করিও না চৌর্য্য করিও না মিথ্যা সাক্ষি দিও না তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করহ।
২১ তখন সে কহিল আমি এ সকল আপন বালককালাবধি
২২ পালন করিয়া আসিতেছি। য়িশু এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন তথাপিও তোমার একটা কর্ম্ম থাকিল তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রেরদিগকে বিতরণ কর পরে স্বর্গেতে ধন পাইবা এবং আইস
২৩ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। এ কথা শুনিয়া সে অতি শোকান্বিত হইল কেননা সে অত্যন্ত ধনবান ছিল।
২৪ পরে য়িশু তাহাকে অতি শোকান্বিত দেখিয়া তিনি কহিলেন যাহারা ধনবান হয় তাহারদের ঈশ্বরের
২৫ রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন। বরং ঈশ্বরের রাজ্যেতে ধনবানের প্রবেশ করা হইতে সূঁচের ছিদ্র দিয়া
২৬ উটের পার হওয়া সহজ। তখন শ্রোতারা কহিল
২৭ তবে কাহার ত্রাণ হইতে পারিবে। তিনি কহিলেন যে কর্ম্ম মনুষ্যের স্থানে অসাধ্য সে ঈশ্বরের স্থানে
২৮ সাধ্য। তখন পিতর কহিল দেখ আমরা সকলকে

পরিত্যাগ করিয়া তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আছি।
২৯ তখন তিনি কহিলেন সত্য আমি কহি তোমারদিগকে
৩০ কোন মনুষ্য নাই যে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয় গৃহ কি
পিতৃ কি ভ্রাতা কি স্ত্রী কিম্বা শিশুগণকে ছাড়িয়া
থাকে যাহার একালে অধিক বাহুল্যতা এবং পর কালে
৩১ অনন্ত জীবন প্রাপ্তি না হইবে। তখন তিনি দ্বাদশটার
দিগকে স্বনিকটে লইয়া তাহারদিগকে কহিলেন
দেখ আমরা য়িরোশলমে যাইতেছি এবং মনুষ্য
পুত্রের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা যে সকল
৩২ গ্রন্থ আছে তাহার সিদ্ধি হইবে। কেননা সে
ভিন্নদেশিরদের স্থানে সমর্পিত হইবে এবং তাহাকে
তাহারা পরিহাস ও দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিবে এবং
৩৩ তাহার উপর থুক ফেলিবে। পরে তাহাকে কোড়া
মারিয়া বধ করিবে অপর তৃতীয় দিবসে সেই পুনরায়
৩৪ উঠিবে। কিন্তু ইহার কোন কথা তাহারা বুঝিতে
পারিল না এবং এ প্রসঙ্গ তাহারদের স্থানে অস্পষ্ট
থাকিল অতএব সে উক্তির মর্ম্ম কি বা তাহারা জানিল
৩৫ না। পরে ঘটনাক্রমে তিনি য়িরিকোর নিকটে
আসিয়া উপস্থিত হইলে একটা অন্ধ মনুষ্য পথের
৩৬ পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা মাঙ্গিয়া থাকিতেছিল। এবং
লোকারণ্যের গমনের চালা পাইয়া সে তাহার হেতু
৩৭ জিজ্ঞাসা করিল। পরে লোক তাহাকে কহিল যে য়িশু

৩৮ নাজারেণ যাইতেছেন। তখন সে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল হে য়িশু দাউদের সন্তান আমার উপর দয়া
৩৯ করুণ। কিন্তু অগ্রগামিরা তাহাকে ধমকাইয়া চুপ রহিতে কহিল কিন্তু সে ততোধিকে আরো চেঁচাইতে লাগিল যে হে দাউদের পুত্র আমার উপর কৃপা করুণ।
৪০ তখন য়িশু স্থকিত হইয়া তাহাকে স্বনিকটে আনিতে আজ্ঞা দিলেন এবং আইলে পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন আমি তোমার জন্য কি করিব তুমি কি চাহ সে কহিল হে প্রভো আমি যেন
৪১ চক্ষু পাই। য়িশু তাহাকে কহিলেন চক্ষু লও তোমার
৪২ বিশ্বাস তোমাকে নিস্তার করিয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ সে চক্ষু পাইয়া ঈশ্বরের প্রসংশা করিতে ২ তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে লাগিল এবং লোক সকল দেখিয়া ঈশ্বরের ধন্য বাদ করিতে লাগিল।

উনবিংশতি অধ্যায়

পরে য়িশু য়িরিকোতে প্রবেশ করিয়া পার হইলেন।
২ এবং দেখ জক্কা নামে এক মনুষ্য পাটওয়ারি বর্গের
৩ প্রধান এবং সে ধনবান ছিল। সে য়িশু কি প্রকার লোক আছেন তাহা দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু খর্ব্ব
৪ শরীরার্থে ভীড়ের নিমিত্ত দেখিতে পাইল না। পরে সে তাঁহাকে দেখিতে অগ্রে ধাইয়া এক সুকামোর বৃক্ষে চড়িল কেননা সেই স্থান দিয়া তাঁহার যাওয়া ছিল।

৫ পরে য়িশু সেখানে আসিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া তাহাকে দেখিলেন ও কহিলেন হে জক্কা শীঘ্র করিয়া নামিয়া আইস কেননা আজি তোমার ঘরে আমাকে থাকিতে
৬ হইবে। এবং সে ঝট করিয়া নামিল এবং সানন্দিত
৭ হইয়া তাঁহাকে আগ্রহ করিল। পরে তাহা দেখিয়া সকলেই বচসা করিতে লাগিল যে তিনি অতিথি ভাবে
৮ পাপিমনুষ্যের ঘরে গিয়াছেন। তখন জক্কা দাঁড়াইয়া প্রভুকে কহিতে লাগিল যে হে প্রভো দেখ আমি আপন অর্দ্ধেক সম্পত্তি দরিদ্রেরদিগকে দি এবং যদিস্যাৎ আমি অসঙ্গত করিয়া কোন মনুষ্য হইতে কিছু লইয়া থাকি
৯ তাহা আমি চতুর্গুণে ফিরিয়া দি। তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন আজি এই ঘরে পরিত্রাণ আসিয়াছে কেননা
১০ এই ও আবরহামের সন্তান আছে। এবং মনুষ্য পুত্র হারাণ্যার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে
১১ আসিয়াছে। অনন্তর তাহারা এই কথা অবধান করিতে২ তিনি য়িরোশলমের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য তৎক্ষণে প্রকাশ হইবে তাহারদের এই মত অনুভব হইল এই প্রযুক্তে তিনি কথা
১২ বিস্তারিত করিয়া এক উপমা কহিলেন। অতএব তিনি বলিলেন একটা মহৎলোক আপন রাজ্যপদ গ্রহণ করিতে এবং পুনর্ব্বার আসিতে দূর দেশে যাত্রা
১৩ করিলেক। ইহাতে তাহার দশ জন চাকরকে ডাকিয়া

তাহারদিগকে দশ খান মুদ্রা দিয়া বলিলেন আমার
১৪ আইসন কাল পর্য্যন্ত ব্যাপার করহ। কিন্তু তাহার
প্রজারা তাহাকে মন্দবাসিয়া তাহার পশ্চাৎ দৌত্য
প্রেরণ করিল যে এই মনুষ্যকে আমারদের উপর
১৫ রাজত্ব করিতে দিব না। পরে ঘটনাক্রমে তিনি রাজ্যপদ
গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ আইলে পরে যে ভৃত্যেরদিগকে
টাকা কড়ী দিয়াছিলেন সে বাণিজ্যে কেমন লাভ
করিয়াছে তাহা জানিতে তিনি তাহারদিগকে আপন
১৬ নিকটে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং
প্রথমটা আসিয়া কহিল হে মহাশয় তোমার মুদ্রাতে
১৭ আর দশ মুদ্রা লাভ হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে
কহিলেন ধন্য ২ ভাল ভৃত্য তুমি অত্যল্পেতে বিশ্বাসী
হইয়াছিলা এতদর্থে তুমি দশ নগরের অধিকারী হও।
১৮ পরে দ্বিতীয় আসিয়া কহিল হে মহাশয় তোমার
১৯ মুদ্রাতে আর পাঁচ মুদ্রা লাভ হইয়াছে। তখন তিনি
ইহাকেও কহিলেন তুমিও পাঁচ নগরের অধিকারী
২০ হও। তাহার পরে অন্যটা আসিয়া কহিল হে মহাশয়
তোমার মুদ্রা এই দেখ আমি গামছাতে বান্ধিয়া তাহা
২১ রক্ষা করিয়াছি। কেননা তুমি কঠিন মনুষ্য যাহা
তুমি থোও নাই তাহা তুমি তুলিয়া লইতেছ এবং যাহা
তুমি বুনহ নাই তাহা তুমি কাটিতেছ এই নিমিত্তে
২২ আমি তোমাকে ভয় করিলাম। তখন তিনি তাহাকে

কহিলেন ওরে দুষ্ট ভৃত্য আমি তোর আপন মুখ হইতে তোর দণ্ড বিচার করিব তুই জানিলি যে আমি কঠিন মনুষ্য যাহা আমি থুই নাই তাহা তুলিয়া লই
২৩ এবং যাহা আমি বুনি নাই তাহা কাটি। অতএব আমার টাকা বাণ্যার কুঠীতে কেন দিলিনা যে আমার আইসনে তাহা সুদ সমেত আমি পাইতে পারিতাম।
২৪ পরে তিনি নিকটস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন তাহা হইতে মুদ্রাখান লইয়া যাহার দশ মুদ্রা আছে তাহাকে
২৫ দেও। কিন্তু তাহারা কহিল মহাশয় তাহার স্থানে দশ
২৬ মুদ্রা আছে। কেননা আমি তোমারদিগকে কহি প্রত্যেক জন যাহার স্থানে আছে তাহাকে দেওয়া যাইবে কিন্তু যাহার স্থানে নাই তাহা হইতে যে কিছু
২৭ বা থাকে সেও লওয়া যাইবে। কিন্তু ঐ যে আমার শত্রুরা যে আপনারদের উপর আমাকে রাজত্ব করিতে অসম্মত ছিল তাহারদিগকে এখানে আনিয়া
২৮ আমার সাক্ষাতে সংহার করহ। এই কথা কহিলে পরে তিনি আগে বাড়িয়া য়িরোশলমে গমন করিলেন।
২৯।৩০ পরে ঘটনাক্রমে বীতফাজ ও বীতানিয়ার নিকটে জৈতুনবৃক্ষ পর্ব্বতে পৌঁছিয়া তিনি দুই জন শিষ্যকে এ কথা কহিয়া প্রেরণ করিলেন যে সম্মুখ গ্রামে চলিয়া যাও এবং তাহা প্রবেশ করিবা মাত্র একটি গর্দ্দভের সাবক যাহার উপর কোন মনুষ্যের আরোহণ কখন হয়

৩১ নাই তোমরা বান্ধা পাইবা তাহা খুলিয়া আন। এবং যদিস্যাৎ কেহ তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে কি জন্য খুলিতেছ তোমরা তাহারদিগকে এই মত বলিবা
৩২ যে তাহাতে প্রভুর আবশ্যক আছে। তখন সে প্রেরিত জন চলিয়া গিয়া তিনি যে মত তাহারদিগকে কহিয়া
৩৩ ছিলেন তাহারা সেই মতই পাইল। পরে সে সাবককে খুলিতে২ তাহার স্বামিরা তাহারদিগকে বলিল যে
৩৪ সাবকটাকে কেন খোল। সে কহিল ইহাতে প্রভুর
৩৫ আবশ্যক আছে। ততঃপরে তাহা য়িশুর নিকটে আনিয়া তাহারা সে সাবকের উপর আপন বস্ত্র রাখিল
৩৬ এবং তাহার উপর য়িশুকে চড়াইয়া দিল। পরে চলিতে২ তাহারা আপনারদের কাপড় সকল পথের
৩৭ মধ্যে পাতিয়া দিল। অনন্তর নিকটে আসিয়া জৈতুন পাহাড়ের নামোতে উপস্থিত হইলে যে সকল মহৎ কর্ম্ম তাহারা দেখিয়াছিল তাহার কারণ শিষ্যগণের ভীড় সমূহ আহ্লাদ ধ্বনি করিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা
৩৮ উচ্চৈঃস্বরে করিতে লাগিল। বলিল ধন্য২ য়িহুহার নামে যে রাজা আসিতেছেন স্বর্গেতে কুশল এবং সর্ব্বোচ্চেতে
৩৯ জয়২ ধ্বনি। এবং লোকারণ্যের মধ্যে কএক ফারসীগণ তাঁহাকে কহিল হে মহাশয় আপন শিষ্যগণেরদিগকে
৪০ ধমকাইয়া দেন। তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগকে কহি যে ইহারা যদি

নিরব থাকে তবে পাতর গুলা তৎক্ষণাৎ চীৎকার
৪১ করিবে। পরে সন্নিকট হইলে আসিয়া তিনি নগর
পুতি অবলোকন করিয়া তাহার কারণ ক্রন্দন করিতে
৪২ লাগিলেন। কহিলেন হায় ২ তোমার কুশলের বিষয়
এই তোমার সময়ে তুমি বরঞ্চ তুমিই যদিতু জানিতা
কিন্তু এখন তোমার চক্ষু হইতে তাহা গোপন করা
৪৩ গিয়াছে। কেননা এমন দিবস তোমার উপর আসিয়া
ঘটিবে যে তোমার শত্রুবর্গ তোমার চতুষ্পার্শ্বে গড়খাই
করিবে ও তোমাকে ঘেরিয়া লইবে এবং সকলদিকে
৪৪ তোমাকে বন্ধ করিবে। এবং তোমার মধ্যস্থ শিশুগণের
সঙ্গে তোমাকে ভূমির সমান পাতিয়া দিবে এবং অন্য
পাতরের উপর একখান পাতরও তোমাতে রাখিয়া
দিবেক না কি নিমিত্তে না তুমি আপন দর্শন সময়
৪৫ জানিলা না। পরে তিনি মন্দিরে গেলেন এবং তাহাতে
যে সকল ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারদিগকে তিনি
৪৬ বাহির করিতে লাগিলেন। ও কহিলেন গুহ্য আছে যে
আমার ঘর প্রার্থনার ঘর আছে কিন্তু তাহা তোমরা
৪৭ চোরের গহ্বর করিয়া দিয়াছ। পরে তিনি পুত্যহ
মন্দিরে শিক্ষা করাইলেন কিন্তু পুধান যাজক ও
অধ্যাপকগণেরা এবং লোকের পুধানেরা তাঁহাকে
৪৮ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছু করিতে
পারিল না কেননা লোক সকল তাঁহার কথা শুনিতে

চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকিল। ————

বিংশতি অধ্যায়

পরে ঘটনাক্রমে এক দিবসে যাবৎ তিনি লোকের দিগকে মন্দিরে শিক্ষাইতে ছিলেন ও মঙ্গল সমাচার পুচার করিতেছিলেন পুধান যাজক ও অধ্যাপকগণ পুাচীন লোকের সহিত তাঁহার উপর আসিয়া চাপিয়া
২ পড়িল। এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে তুমি কি সাধ্যেতেএই কর্ম্ম করিতেছ এবং কে তোমাকে এ সাধ্য
৩ দিয়াছে আমারদিগকে বল। তখন তিনি তাহার দিগকে পুত্যুত্তর করিয়া কহিলেন আমিও তোমার দিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি পরে আমাকে উত্তর
৪ দেও। য়োহনের বাপ্‌টিস্ম যে সে কি স্বর্গ হইতে কিম্বা
৫ মনুষ্য হইতে হইয়াছিল। তখন তাহারা আপনার দের মধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিল যে স্বর্গ হইতে আমরা যদি বলি তবে সে কহিবে যে তোমরা তবে কি
৬ জন্য তাহাকে পুত্যয় করিলা না। কিন্তু যদি মনুষ্য হইতে বলি তবে লোক সকল আমারদিগকে পাতর মারিবে কেননা তাহারা নিশ্চয় বুঝে যে য়োহন
৭ ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। পরে তাহারা পুত্যুত্তর দিল সে
৮ কোথা হইতে তাহা আমরা বলিতে পারিব না। তখন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন তবে কি সাধ্যেতে আমি এই কর্ম্ম করিতেছি তাহা আমিও তোমারদিগকে কহিব

৯ না। তখন তিনি লোক প্রতি এই দৃষ্টান্ত বলিতে লাগিলেন এক মনুষ্য একটা দ্রাক্ষা বাগান রোপণ করিয়া তাহা কৃষকলোকের স্থানে গছাইয়া দিয়া
১০ চিরকাল নিমিত্ত দূর দেশে গেলেন। পরে সময়ানুক্রমে সেই কৃষকেরদের স্থানে তিনি একটা ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন যে তাহারা তাহাকে ফল দেয় কিন্তু সে কৃষকেরা তাহাকে মারিল এবং শূন্য হস্তে বিদায় করিল।
১১ তৎপরে তিনি পুনশ্চ আর এক ভৃত্যকে পাঠাইলেন এবং তাহাকেও তাহারা মারিল ও লজ্জাকর ব্যবহার
১২ করিল এবং রুক্ষ হস্তে বিদায় করিল। তাহার পরে তিনি আরবার তৃতীয় এক জনকে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকেও তাহারা ঘাইল করিয়া বাহির করিয়া
১৩ দিল। তখন সে দ্রাক্ষাবাগানের অধিকারী কহিলেন আমি কি করিব আমি আপন প্রাণাধিক পুত্রকে পাঠাইয়া দিব কি জানি তাহাকে দেখিয়া তাহারা
১৪ তাহাকে সমাদর বা করে। কিন্তু সে কৃষকেরা তাহাকে দেখিয়া আপনারদের মধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিল যে এইটা না উত্তরাধিকারী আইস আমরা তাহাকে মারিয়া ফেলি এ অধিকার যেন আমারদের হয়।
১৫ তদনুক্রমে তাহারা তাহাকে দ্রাক্ষা বাগান হইতে বাহির করিয়া বধ করিল অতএব দ্রাক্ষা বাগানের অধিকারী
১৬ তাহারদিগকে কি করিবেন। তিনি আসিয়া ঐ কৃষকের

দিগকে নষ্ট করিয়া দ্রাক্ষা বাগানটা অন্যেরদিগকে দিবেন এ কথা শুনিয়া তাহারা বলিল ঈশ্বর এমন
১৭ যেন না করেণ। তখন তিনি তাহারদের উপর অবলোকন করিয়া কহিলেন তবে এই কি যাহা গুহ্য আছে যে পুস্তর ঘর গাথঁকেরা পরিত্যাগ করিল সেটা
১৮ কোণের চূড়া হইয়াছে। যে কেহ সে পুস্তরের উপর পড়িবে সেই ভাঙ্গিয়া যাইবে কিন্তু যাহার উপর তাহা
১৯ পড়িবে সে তাহাকে ধূলাবৎ চূর্ণ করিবে। এবং সেই দণ্ডে পুধান যাজক ও অধ্যাপকগণ তাঁহার উপর হাত দিতে অনুসন্ধান করিল কিন্তু ইহায় তাহারা লোকেরদিগকে ভয় করিল কেননা যে তিনি তাহারদের পুতি সেই উপমা করিয়াছিলেন ইহা তাহারা বোধ
২০ পাইল। অতএব তাঁহার কথার ছিদ্র ধরিবার কারণ তাহাতে যেন রাজ্যকর্ত্তার দণ্ডাধিকার ও শাসনেতে তাঁহাকে সমর্পণ করিতে পারে তাহারা তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিল এবং চরেরদিগকে প্রেরণ করিল যে তাহারা কপট করিয়া আপনারদিগকে সাধু লোক দেখায় এবং ইহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিল।
২১ হে মহাশয় আপনি পুকৃত কথা কহিতেছেন ও শিক্ষাইতেছেন এবং কাহার মুখ দেখা না করিয়া
২২ ঈশ্বরের পথ সত্য রূপে শিক্ষাইতেছেন। কাইসরকে
২৩ আমারদের রাজস্ব দেওয়া কর্ত্তব্য কি না। কিন্তু তিনি

তাহারদের চাতুর্য্য বুঝিয়া তাহারদিগকে কহিলেন
২৪ আমাকে পরীক্ষা কেন করিতেছ। এক শিকা আমাকে
দেখাও এই কাহার প্রতিমূর্ত্তি এবং আখ্যা ধরিতেছ
২৫ তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল কাইসরের। তখন তিনি
তাহারদিগকে কহিলেন তবে কাইসরের বস্তু কাইসরকে
২৬ দেও এবং ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরকে দেও। অতএব লোকের
সাক্ষাতে তাঁহার কথার ছিদ্র তাহারা ধরিতে পারিল না
কিন্তু তাঁহার প্রত্যুত্তরে আশ্চর্য্য মানিয়া নিরব থাকিল।
২৭।২৮ ততঃপরে সাদকীগণ যে কোন মত পুনরুত্থান স্বীকার
করে না তাহারদের কএক জন আসিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল মহাশয় মূশা আমারদের প্রতি
লিখিয়া দিলেন যে কাহার ভ্রাতা সস্ত্রী হইয়া মরিলে
পরে যদি নিঃসন্তানে মরে তবে তাহার ভাই তাহার
স্ত্রীকে লইয়া আপন ভ্রাতার কারণ বংশ উদ্ভব করে।
২৯ অতএব সাত ভাই ছিল প্রথমটা স্ত্রীগ্রহণ করিয়া
৩০ নিঃসন্তান মরিল। পরে দ্বিতীয় তাহাকে স্বস্ত্রী ভাবে
৩১ লইয়া সেও সন্তানবর্জ্জিত মরিল। তৎপরে তৃতীয়
তাহাকে লইল এবং সেই রূপ সাত জনও করিল এবং
৩২ তাহারা নিঃসন্তানে মরিল। সকলের পাছে সে স্ত্রীও
৩৩ মরিল। অতএব পুনরুত্থানে তাহারদের মধ্যে সে কোন
জনের স্ত্রী হইবে কেননা সাত জনেই তাহাকে স্ত্রীভাবে
৩৪ রাখিয়াছিল। যিশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহারদিগকে

কহিলেন এই জগতের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং
৩৫ বিবাহেতে দত্ত হয়। কিন্তু সেই জগত পাইতে যাহারা
যোগ্য পাত্র গণিত হইবে তাহারা বিবাহ করেও না
৩৬ এবং বিবাহ দেয়ও না। এবং তাহারা আরবার মরিতে
পারেও না কেননা তাহারা স্বর্গ দূতের সমতুল্য এবং
৩৭ পুনরুত্থানের সন্তান হইয়া ঈশ্বরের সন্তান হয়। কিন্তু
যে মৃতলোকের উত্থান হয় মূশা আপনি ঝোপেতে
দেখাইলেন যখন তিনি য়িহুহাকে আবরহামের ঈশ্বর ও
ইসহাকের ঈশ্বর এবং য়াকুবের ঈশ্বর করিয়া কহিলেন।
৩৮ কেননা তিনি মৃতেরদের ঈশ্বর নহেন কিন্তু জীববানের
৩৯ দের ঈশ্বর কেননা তাঁহার প্রতি সকলেই জীয়ে। তখন
কএক জন অধ্যাপক উত্তর করিয়া কহিতে লাগিল
৪০ মহাশয় আপনি প্রকৃত কহিয়াছেন। এবং তাহার পরে
তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহারদের
৪১ সাহস ছিলনা। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
তাহারা কেমন করিয়া বলে যে খ্রীষ্ট তিনি দাউদের
৪২।৪৩ পুত্র। কেননা দাউদ আপনি সঙ্গীত পুস্তকে
কহিতেছেন যে য়িহুহা আমার প্রভুকে কহিলেন আমি
তোমার শত্রুরদিগকে তোমার পায়ের পীঁড়ি যাবৎ না
৪৪ করি তাবৎ আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাক। অতএব
দাউদ তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলিতেছে তবে তাহার
৪৫ পুত্র কেমনে হয়। তখন সকল লোকের কর্ণ গোচরে

৪৬ তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন। অধ্যাপকেরদের প্রতি সাবধান থাক তাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছেদে হাঁটিতে ইচ্ছা করে এবং বাজারেতে প্রণাম ও সিনগগে উচ্চতর আসন ও উৎসব নিমন্ত্রণে প্রধান স্থান আকাঙ্ক্ষা করে।

৪৭ তাহারা বিধবারদের ঘর সকল খাইয়া ফেলে এবং দেখাইবার কারণ দীর্ঘ আরাধনা করে তাহারা অত্যো ধিকতর দণ্ড ভোগ পাইবে——

এক বিংশতি অধ্যায়

পরে তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধনবানেরদিগকে

২ আপন ২ দান ভাণ্ডারে ফেলিতে দেখিলেন। এবং তিনি এক দরিদ্র বিধবাকে দুই বুড়ি তাহাতে ফেলিতে

৩ দেখিলেন। তখন তিনি কহিলেন সত্য আমি তোমার দিগকে কহি সে সকলেরদিগ হইতে এই দরিদ্র বিধবা

৪ অধিক ফেলিয়া দিয়াছে। কেননা সে সকল আপনার দের বাহুল্যতা ঈশ্বরের নৈবেদ্যের মধ্যে ফেলিয়া দিল কিন্তু এই সে তাহার দারিদ্র হইতে আপনার

৫ দিনপাত যত ছিল সকলি ফেলিয়া দিয়াছে। এবং কেহ মন্দিরের প্রসঙ্গ যে কেমন দিব্য প্রস্তরে ও দানেতে তাহা শোভান্বিত আছে ইহা কহিতে২ তিনি

৬ কহিলেন। এই যে বস্তু সকল তোমরা দেখিতেছ এমন সময় আসিবে যে তাহাতে এক পাতর অন্যের উপর

৭ ভাঙ্গ্যাপত্তা ব্যতিরেক থাকিবে না। পরে তাহারা

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে মহাশয় কিন্তু এই কর্ম্ম কখন হইবে এবং যখন একার্য্য ঘটিবে তখন কি চিহ্ন
৮ হইবে। তখন তিনি কহিলেন সাবধান যেন তোমরা ভ্রান্ত না হও কেননা আমার নামে অনেক আসিয়া বলিবে যে আমি খ্রীষ্ট এবং সেই কাল প্রায় উপস্থিত
৯ হইল তাহারদের পশ্চাতে যাইও না। কিন্তু যখন যুদ্ধ ও হুলস্থূলের সংবাদ পাইবা তখন শঙ্কিত হইওনা কেননা এই সকল ঘটনা পূর্ব্বে হইতে হইবে কিন্তু
১০ সম্প্রতি শেষ নহে। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন দেশ দেশের বিপক্ষে এবং রাজ্য রাজ্যের বিপক্ষে
১১ উঠিবে। এবং নানা স্থানে ভূমিকম্প ও আকাল ও মড়ক হইবে এবং স্বর্গ হইতে ভয়ঙ্কর দর্শন ও বিপরীত
১২ চিহ্ন হইবে। কিন্তু এ সকলের পূর্ব্বে তাহারা তোমার দের উপর হাত দিবে ও দৌরাত্ম্য করিবে এবং সিনগগে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে এবং আমার নামার্থে তোমরা রাজারদের ও শাসন কর্ত্তারদের
১৩ সাক্ষাতে আনা যাইবা। এবং সে তোমারদের কারণ
১৪ সাক্ষী হইয়া থাকিবে। অতএব কি উত্তর দিব তাহা
১৫ পূর্ব্বে না ভাবিতে মনে স্থির কর। কেননা আমি তোমারদিগকে একটা মুখ ও জ্ঞান দিব যে তাহার প্রত্যুত্তর কিম্বা প্রতিরোধন করিতে তোমারদের কোন
১৬ বিপক্ষের সাধ্য হইবেক না। এবং তোমরা পিতা

মাতা ও ভ্রাতা ও জ্ঞাতি ও বন্ধুগণে বিশ্বাসঘাতিত
হইবা এবং সে তোমারদের মধ্যে কাহার২ বধ করাইবে।
১৭ এবং আমার নামার্থে তোমরা সকল মনুষ্যের স্থানেই
১৮ ঘৃণিত হইবা। কিন্তু তোমারদের মস্তকের একটি চুল ও
১৯ নষ্ট হইবে না। তোমরা স্বসহিষ্ণুতায় আপনারদের
২০ প্রাণ ধারণ করহ। পরে যখন তোমরা য়িরোশলমকে
সৈন্য সামন্তে বেষ্টিত দেখিবা তখন তাহার উচ্ছন্ন
২১ সন্নিকট জানিবা। তখন য়িহোদা দেশে যাহারা থাকে
সে পর্ব্বতে পলাইয়া যাউক এবং তাহার মধ্যখানে
যাহারা থাকে তাহারা দেশান্তরে প্রস্থান করুক আর
দেশান্তরে যাহারা হয় তাহারা তাহার মধ্যে প্রবেশ
২২ না করুক। কেননা সেই সময়ে সমোচিত দণ্ডের
সময় তাহাতে যে সকল কথা গুপ্ত আছে তাহা যেন
২৩ পূর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগা তাহারা যে সেই সময়ে গর্ব্ভবতী
হয় কিম্বা স্তন পান দিয়া থাকে কেননা দেশের মধ্যে
বিষম দুর্গতি এবং এ লোকের উপর ঘোর কোপানল
২৪ হইবে। এবং তাহারা তলওয়ারের ধারে নিপাত
হইবে এবং বশতাপন্ন হইয়া সকল দেশে লইয়া
যাইবে এবং যাবৎ ভিন্নদেশিরদের সময় সম্পূর্ণ না
হয় তাবৎ য়িরোশলম ভিন্নদেশিরদের পদতলে দলিত
২৫ হইয়া থাকিবে। এবং সূর্য্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রেতে চিহ্ন ও
লক্ষণ হইবে এবং পৃথিবীর উপর রাজ্যে রাজ্যে বিভ্রম

২৫ ও বিস্ময় সমুদ্রেতে তরঙ্গের কল্লোল। ভয় প্রযুক্তে এবং পৃথিবীর উপরের আগত ঘটনার অপেক্ষাতে মনুষ্যেরদের ব্যাকুল চিত্ত হইবে কেননা স্বর্গের বল ২৬ সকল লড়িত হইবে। তখন তাহারা মনুষ্য পুত্রকে ২৭ সপ্রভাবে এবং মহাতেজে মেঘে আসিতে দেখিবে। এবং ২৮ এ সকল ঘটনার অনুষ্ঠান হইলে তখন তোমারদের মস্তক উঠাইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি কর কেননা তোমারদের মুক্তি ২৯ সন্নিকট হইয়া আসিতেছে। পরে তিনি তাহারদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন যে ডুম্বুরাদি বৃক্ষ সকল দেখ। ৩০ সে যখন অঙ্কুর ছাড়ে তখন তোমরা আপনারা জান ৩১ যে এখন গ্রীষ্ম সময় উপস্থিত হইল আসিয়া। সেই মত তোমরাও যখন এ সকল ঘটনার উপক্রম দেখিবা তখন জানিবা যে ঈশ্বরের রাজ্যও সমীপে আছে। ৩২ সত্যই আমি তোমারদিগকে কহি এসকল যাবৎ ৩৩ সম্পূর্ণ না হয় তাবৎ এ বর্ত্তমান পুরুষ যাইবে না। স্বর্গ ও পৃথিবী লুপ্ত হইবে কিন্তু আমার কথার লোপ হইবেক ৩৪ না। অতএব সসাবধানে থাক যে কি জানি বা কোন সময়ে পেটুকতা ও মত্ততা ও সংসারের চিন্তাতে তোমারদের অন্তঃকরণ ভারাক্রান্ত হয় তাহাতে সে ৩৫ দিবস তোমারদের উপর অকস্মাৎ আইসে বা। কেননা তাহা ফাঁদের মত সমুদায় পৃথিবীতে যত লোক ৩৬ অবস্থিত হয় সকলের উপর আসিবেই। অতএব

সসাবধান থাকিয়া অনবরতে প্রার্থনা কর যেন এই সকল আগত ঘটনা এড়াইতে এবং মনুষ্য পুত্রের সম্মুখে
৩৭ দাঁড়াইতে তোমরা যোগ্য পাত্র গণিত হও। এবং দিবা কালে তিনি মন্দিরে শিক্ষা করাইলেন ও রাত্রিকালে তিনি বাহিরাইয়া যে পর্ব্বত জৈতুন করিয়া বলে সে
৩৮ পর্ব্বতে যাইয়া থাকিলেন। এবং রাত্রি প্রভাত হইলে লোক সকল তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে তাঁহার নিকট মন্দিরে আইল

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

তখন অখমীরি রোটির পর্ব্ব যাহা পেশাক্ষ করিয়া
২ বলে তাহা সন্নিকট হইতে লাগিল। এবং প্রধান যাজক ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে কি রূপে বধ করিতে পারে ইহা তাহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল কেননা
৩ তাহারা লোকেরদের ভয় করিল। তখন য়িহোদাস্কারিওটা যে দ্বাদশের মধ্যে গণিত ছিল তাহার অন্তরে শয়তান
৪ প্রবেশ করিল। পরে সে চলিয়া গিয়া প্রধান যাজক ও সেনাপতিরদের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া বিবেচনা করিল যে সে আপনি তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিয়া তাহারদের বশে কি রূপে সমর্পণ করিতে পারে॥
৫ ইহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়া তাহাকে টাকা কড়ী
৬ দিতে পণ করিল। এবং সে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে লোকারণ্যের অগোচরে তাহারদের হাতে সমর্পণ

৭ করিতে সংযোগের চেষ্টা করিল। তখন অখমীরি রোটির দিবস আইল যখন পেশাক্ষকে মারিতে হয়।
৮ এবং তিনি পিতর ও য়োহনকে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন যে যাও আমারদের খাওনের জন্য পেশাক্ষের
৯ আয়োজন করগিয়া। এবং তাহারা বলিল যে আমারদের আয়োজন করিবার কারণ আপনি কোন স্থান
১০ ইচ্ছা করেণ। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন দেখ নগরে পোঁছিবা মাত্র তোমরা কলসে জলবহা এক মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ পাইবা যে ঘরেতে সেই জন প্রবেশ করিবে সেখানে তোমরা তাহার পশ্চাৎ ধরিয়া
১১ যাও। পরে সে ঘরের কর্ত্তাকে বলিবা যে গুরু তোমাকে কহিতেছেন আমি যেখানে আপন শিষ্যগণের সহিত
১২ পেশাক্ষ খাইব সেই ভোজনশালা কোথায়। তখন সে তোমারদিগকে সসাজে বড় একটা উপর দালান
১৩ দেখাইয়া দিবে সেখানে প্রস্তুত করিবা। এবং তাহারা যাইয়া তিনি যেমত তাহারদিগকে কহিয়াছিলেন সেই মতই পাইল এবং তাহারা পেশাক্ষ প্রস্তুত করিল।
১৪।১৫ পরে সময় উপস্থিত হইলে তিনি দ্বাদশ প্রেরিতেরদের সহিত বসিলেন এবং তাহারদিগকে কহিলেন আমার দুঃখ ভুঞ্জনের পূর্ব্বে তোমারদের সঙ্গে এ পেশাক্ষ
১৬ খাইতে আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। কেননা আমি তোমারদিগকে কহি যদবধি তাহা ঈশ্বরের

রাজ্যেতে পূর্ণ না হয় তদবধি আমি আর খাইব না।
১৭ পরে তিনি বাটীটা লইয়া স্তব করিয়া কহিলেন এই
১৮ লও এবং আপনারদের মধ্যে বণ্টন কর। কেননা
আমি তোমারদিগকে কহি যে ঈশ্বরের রাজ্য যাবৎ
না আইসে তাবৎ আমি দ্রাক্ষার ফলোদ্ভব আর পান
১৯ করিব না। পরে তিনি রোটী লইলেন এবং স্তব করিয়া
ভাঙ্গিলেন এবং তাহারদিগকে দিয়া কহিলেন এই
আমার শরীর যে তোমারদের কারণ সমর্পিত হইয়াছে
২০ ইহা আমার স্মরণার্থে করিও। তন্মত ভোজনের পরে
বাটী ও লইয়া তিনি কহিলেন আমার রক্ত যে তোমার
দের কারণ পাত হইয়াছে তাহাতে এই বাটী নূতন
২১ নিয়ম আছে। কিন্তু দেখ যে আমাকে বিশ্বাসঘাতকী
করিয়া সমর্পণ করিবে তাহার হাত আমার সঙ্গে
২২ মেজের উপর আছে। এবং যেমত নিরূপিত হইয়াছিল
সেই মত মনুষ্য পুত্র যাইতেছে সত্যই কিন্তু সেই
মনুষ্যের পরিত্রাহি হইবে যাহার দ্বারা তিনি বিশ্বাস
২৩ ঘাতিত হইয়া সমর্পিত হন। তখন তাহারা পরস্পর
তত্ত্ব করিতে লাগিল যে তাহারদের মধ্যে কেটা এমন
২৪ কর্ম্ম করিবে। এবং তাহারদের মধ্যে বাদানুবাদও
হইল যে তাহারদের কোন জন বড়তর গণ্য যাইবে।
২৫ ইহাতে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন ভিন্নদেশিরদের
রাজাগণ তাহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং যে সকল

তাহারদের উপর শাসন করে তাহারদিগকে উপকারী
২৬ করিয়া বলে। কিন্তু তোমরা এমত নহিবা কিন্তু তোমার
দের মধ্যে যে গুরুতর হয় সে যেমন কনিষ্ঠের সদৃশ হউক
এবং প্রধান যে সে যেন সেবাতির তুল্য থাকুক।
২৭ কেননা যে জন ভোজনে বৈসে কিম্বা যেটা সেবা করে
ইহার কোনটা বড়তর হয় সেইতো না কি যে ভোজনে,
বসিতেছে কিন্তু আমি তোমারদের মধ্যে সেবাতির
২৮ মত আছি। তোমরা সেই লোক যে আমার পরীক্ষার
২৯ মধ্যে আমার সঙ্গে থাকিয়াছ। এবং যেমত আমার
পিতা আমার কারণ এক রাজ্য নিরূপণ করিয়া স্থির
করিয়াছেন সেইমত আমি তোমারদের জন্যও স্থির
৩০ করি। তাহাতে তোমরা আমার মেজে আমার রাজ্যে
যেন ভোজন পান কর এবং সিংহাসনে বসিয়া
৩১ য়িশরালের দ্বাদশ গোষ্ঠিরদিগকে বিচার কর। পরে
প্রভু কহিলেন হে শীমন ২ দেখ শয়তান তোমার
৩২ দিগকে গোমের মত চালিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমি
তোমার কারণ প্রার্থনা করিয়াছি যেন তোমার বিশ্বাসের
হানি না হয় এবং তুমি আপনি ফিরিলে পরে তোমার
৩৩ ভ্রাতারদিগকে দৃঢ়াইয়া দিও। তখন সে কহিল হে
প্রভো আমি তোমার সহিত কারাগারেতে এবং মরণেতে
৩৪ উভয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি। তিনি কহিলেন হে পিতর
আমি তোমাকে কহি যে আজি তুমি তিনবার আমাকে

আপনার জ্ঞাত হওয়া অস্বীকার না করিলে কুক্কুটের
৩৫ ডাঁক হইবে না। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
আমি যখন তোমারদিগকে থৈলী ও কীসা ও জুতা
বর্জিত পাঠাইলাম তখন কি তোমারদের কিছু অভাব
৩৬ ছিল তাহারা কহিল কিছু না। তখন তিনি তাহার
দিগকে কহিলেন কিন্তু সম্প্রতি যাহার স্থানে থৈলী
আছে সে তাহা লউক এবং কীসাও লউক আর
যাহার ঠাঁই তলওয়ার নাই সে আপন বস্ত্র বেচিয়া
৩৭ একটা কিনিয়া লউক। কেননা আমি তোমারদিগকে
কহি এই যে লিপি আছে তিনি অপরাধিরদের মধ্যে
গণ্য গিয়াছেন তাহাও আমাতে পূর্ণ হইতে হইল
কেননা আমার নিমিত্তার্থ কর্ম্মের শেষ হইতেছে।
৩৮ তখন তাহারা কহিল প্রভু এই দেখ দুই তলওয়ার
আছে এবং তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই প্রচুর।
৩৯ পরে তিনি বাহির হইলেন ও আপন পূর্ব্ব ধারাক্রমে
জৈতূন পর্ব্বতে গেলেন ও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার
৪০ পাছে ২ চলিল। এবং স্থানে উপস্থিত হইলে পর
তিনি তাহারদিগকে কহিলেন প্রার্থনা কর যেন
১।৪২ পরীক্ষার মধ্যে তোমরা প্রবিষ্ট না হও। পরে তাহার
দিগ হইতে ডেলা ফেলার পরিমাণে স্থানান্তর হইয়া
তিনি হাঁটু পাড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন হে পিতঃ
যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই বাটী আমার নিকট

হইতে উঠাইয়া লও তত্রাপি আমার ইচ্ছা নয় কিন্তু
৪৩ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তখন তাঁহার স্থানে স্বর্গ
হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে দৃঢ়াইতে লাগিলেন।
৪৪ এবং বেদনাকুল হইয়া তিনি আরো একান্ত প্রার্থনা
করিলেন এবং তাঁহার ঘাম বড়ং রক্তের ফোটা
টপং করিয়া ভূমিতে পড়িলে যাদৃশ তাদৃশ ছিল।
৪৫ পরে তিনি প্রার্থনা হইতে উঠিয়া আপন শিষ্যেরদের
নিকটে আসিয়া তাহারদিগকে শোকার্থ নিদ্রাতে
৪৬ পাইলেন। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন নিদ্রা
কেন করহ উঠিয়া প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না
৪৭ পড়। পরে ইহা কহিতেং দেখ এক লোকারণ্য এবং
য়িহোদা নামে দ্বাদশের এক জন তাহারদের অগ্রে
চলিয়া য়িশুকে চুম্বন করিতে তাঁহার নিকটে আইল।
৪৮ কিন্তু য়িশু তাহাকে কহিলেন হে য়িহোদা তুমি নাকি
চুমা দিয়া মনুষ্যপুত্রকে বিশ্বাসঘাতকি করিয়া
৪৯ ধরাইতেছ। এবং পশ্চাৎ কিং হইবে তাহা যখন
তাহার সমিভ্যারিরা দেখিল তাহারা কহিল হে প্রভো
৫০ আমরা তলওয়ার মারিব। পরে তাহারদের মধ্যে এক
জন প্রধান যাজকের ভৃত্যকে ঘা মারিয়া তাহার দক্ষিণ
৫১ কর্ণ কাটিয়া ফেলিল। তখন য়িশু উত্তর করিয়া
কহিলেন এই পর্য্যন্ত তোমরা সহিষ্ণুতা কর পরে
তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে ভাল করিলেন।

৫২ তখন যে প্রধান যাজক ও মন্দিরের সেনাপতি ও প্রাচীন লোক য়িশুর নিকটে আসিয়াছিল য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন কি তোমরা তলওয়ার ও লাঠী লইয়া চোরের
৫৩ উদ্দেশে যাদৃশ তাদৃশ হইয়া বাহির আসিয়াছ। যখন আমি প্রত্যহ তোমারদের সঙ্গে মন্দিরে ছিলাম তখন আমার প্রতি তোমরা হাত বিস্তার করিলা না কিন্তু
৫৪ এই তোমারদের ক্ষণ এবং অন্ধকারের প্রবলতা। তখন সে তাঁহাকে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া মহা যাজকের ঘরে আনিল এবং পিতর দূরে থাকিয়া পাছে২ চলিল।
৫৫ পরে তাহারা দালানের মধ্যখানে অগ্নি জ্বালিয়া একত্র বসিলে পরে পিতর তাহারদের মধ্যে বসিল।
৫৬ কিন্তু সে অগ্নির নিকটে বসিয়া থাকিতে২ এক নফরী তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতি একান্ত দৃষ্টি করিয়া কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্যও তাহার সঙ্গে ছিল।
৫৭ এবং সে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কহিল হে মাইয়ে
৫৮ আমি তাহাকে জানিনা। আরবার কিছু ক্ষণ পরে অন্যটা তাহাকে দেখিয়া কহিল তুমিও তাহারদের মধ্যে আছ পিতর কহিল হে মনুষ্য আমি সে নহি
৫৯ তাহার পরে ঘড়ি এক অন্তরে আর এক জন নিশ্চয় করিয়া বলিল যে সত্যই এইও তাহার সঙ্গে ছিল
৬০ কেননা সে গালিলি লোক আছে। তখন পিতর বলিল হে মনুষ্য তুমি কি কহিতেছ তাহা আমি

জানিনা তৎক্ষণাৎ তাহার এই মত উক্তি হইতেং
৬১ কুকড়া বাঁক দিল। তখন প্রভু ফিরিয়া পিতরের প্রতি
দৃষ্টি করিলেন এবং প্রভুর বাণী পিতরের স্মরণে
পড়িল যে তিনি তাহাকে কহিয়াছিলেন কুকড়ার
বাঁকের পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার
৬২ করিবা। তখন পিতর বাহিরে গিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন
৬৩ করিতে লাগিল। পরে যে মনুষ্যেরা যিশুকে ধরিয়া
রাখিল সে তাঁহাকে তিরস্কার করিল ও মারি দিল।
৬৪ পরে তাঁহার চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহার গালে চড় মারিল
এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল ভবিষ্যদ্বাণী
৬৫ বল যে কে তোমাকে মারিল। এবং তাহারা আরং
৬৬ অনেক অপনিন্দা কথা তাঁহার প্রতি কহিল। পরে
দিন হবা মাত্র লোকের প্রাচীনেরা ও প্রধান যাজক ও
অধ্যাপকগণ একত্র আসিয়া তাঁহাকে তাহারদের
৬৭ সভাতে লইয়া গিয়া কহিল। তুমি নাকি খ্রীষ্ট বট
আমারদিগকে বল তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন
যদি আমি তোমারদিগকে বলি তবু তোমরা বিশ্বাস
৬৮ করিবা না। আর আমিও যদি জিজ্ঞাসা করি তোমরা
৬৯ আমাকে উত্তর দিবানা এবং ছাড়িয়া দিবাও না।
ইহার পরে মনুষ্য পুত্র ঈশ্বরের মহিমার দক্ষিণে
৭০ বসিয়া থাকিবে। তখন সে সকলে কহিল তবে না কি
তুমি ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি তাহারদিগকে কহিলেন

৭১ তোমরা কহিলা যে আমি আছি। তখন তাহারা বলিল আমারদের আর সাক্ষিতে পুয়োজন কি আমরা তো তাহার আপন মুখেতে শুনিয়াছি।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

পরে সভা সকল শুদ্ধা উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের
২ নিকটে লইয়া গেল। এবং তাঁহার অপবাদ করিয়া বলিতে লাগিল যে আমরা ইহাকে রাজ্য বিপর্য্যয় করিতে এবং আপনাকে খ্রীষ্ট এক রাজা বলিয়া কাইসরকে কর দিতে নিষেধ করিতে পুবর্ত্ত পাইলাম।
৩ তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন তুমি নাকি য়িহোদীরদের রাজা তিনি তাহাকে উত্তর দিয়া
৪ কহিলেন তুমি কহিতেছ। তখন পীলাত পুধান যাজক ও লোক পুতি কহিলেন এই মনুষ্যে আমি কিছু দোষ
৫ পাইনা। ইহাতে তাহারা অত্যোধিক তেজাল হইয়া কহিল সে গালিলি হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত য়িহোদী দেশাবধি শিক্ষা করাইয়া লোকেরদের গোলমাল
৬ লাগাইতেছে। যখন পীলাত গালিলির কথা শুনিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই মনুষ্য নাকি
৭ গালিলির লোক আছে। পরে তাঁহাকে হেরোদের অধিকারাধীন জানিয়া তিনি তাঁহাকে হেরোদের নিকটে পাঠাইলেন যে আপনি সেইক্ষণে য়িরোশলমে
৮ ছিলেন। এবং য়িশুকে দেখিয়া হেরোদের অত্যন্ত

আহ্লাদ হইল কেননা তিনি তাঁহার অনেক বৃত্তান্ত শুনাতে তাঁহাকে দেখিতে চিরকাল হইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা কোন আশ্চর্য্য দেখিতেও
৯ আশা করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে অনেক কথার জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তিনি তাহার কিছু উত্তর
১০ দিলেন না। এবং প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একান্ত রূপে অপবাদ করিতে
১১ লাগিল। পরে হেরোদ আপন যোদ্ধারদের সঙ্গে তাঁহাকে তিরস্কার ও পরিহাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে একটা রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া পীলাতের
১২ স্থানে পুনরায় পাঠাইয়া দিলেন। এবং সেই দিবসে পীলাতও হেরোদের উভয় প্রণয় হইল কেননা পূর্ব্বে
১৩।১৪ তাহারদের মধ্যে বিপক্ষতা ছিল। পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ ও লোকের অধ্যক্ষেরদিগকে ডাকিয়া একত্রে আনাইয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা এই মনুষ্যকে লোকেরদের বিপর্য্যয়কারী বলিয়া আমার নিকটে আনিয়াছ কিন্তু দেখ আমি তোমারদের সাক্ষাতে তাহার পরখ করিয়া যে সকল কার্য্যের কারণ তোমরা তাহার অপবাদ করিয়াছিলা ইহার
১৫ বিষয়ে এই মনুষ্যে আমি কিছু দোষ পাই না। আমি পাই না হেরোদও পান না কেননা আমি তোমার দিগকে তাহার নিকটে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু দেখ

তাহার মরণোপযুক্ত কোন ক্রিয়া ঠাহরা গেল না।
১৬ অতএব আমি তাহাকে শাস্তি করিয়া ছাড়িয়া দিব।
১৭ সে কি জন্যে না সেই পর্ব্ব সময়ে তাহারদের স্থানে
১৮ ইহার এক জনের মুক্ত করা আবশ্যক ছিল। তখন
তাহারা সকলেই এককালীন চেঁচাইয়া বলিল ইহাকে
দূর কর আমারদের স্থানে বারাব্বাকে মুক্ত করিয়া
১৯ ছাড়িয়া দেন। সে ব্যক্তি নগরে গোলমাল করার
২০ বিষয়ে এবং বধ বিষয়ে কয়েদে ছিল। অতএব
পীলাত য়িশুকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার
২১ দিগকে পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু
তাহারা চীৎকার করিয়া কহিল তাহাকে ক্রূশ দেওয়া
২২ যাউক ক্রূশ দেওয়া যাউক। পরে তিনি তৃতীয়বার
তাহারদিগকে কহিলেন যে কি কারণ সে কোন মন্দ
করিয়াছে আমি তাহাতে কিছু মরিবার হেতু পাই না
২৩ অতএব তাহাকে শাস্তি করিয়া ছাড়িয়া দিব। কিন্তু
তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার ক্রূশ হওনের যাচ্ঞা
করিতে একান্ত থাকিল এবং তাহারদের ও প্রধান
২৪ যাজকেরদের কলরব জিতিল। তখন পীলাত আদেশ
করিলেন যে তাহারদের যাচ্ঞানুসারে করা যাইবে।
২৫ পরে সেই ব্যক্তি যে গোলমাল ও বধ নিমিত্তে কয়েদে
ছিল যাহাকে তাহারা চাহিয়াছিল তাহাকে তিনি
তাহারদের স্থানে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু

য়িশুকে তাহারদের অভিমতে সমর্পণ করিলেন।
২৬ পরে তাঁহাকে লইয়া যাইতেং শীমন নামে এক জন কিরীণি গৈগাঁও হইতে আসিতে ছিল তাহাকে তাহারা বেগার ধরিয়া য়িশুর পশ্চাৎ বহিবার কারণ তাহার
২৭ উপর ক্রুশটা ধরিয়া দিল। এবং মহা লোকারণ্য ও স্ত্রীগণ তাঁহার পাছেং চলিল এবং তাঁহার কারণ
২৮ ক্রন্দন ও বিলাপও করিল। কিন্তু য়িশু তাহারদের পুতি ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন হে গো য়িরোশলমের কন্যারা আমার নিমিত্তে তোমরা কান্দিওনা কিন্তু আপনারদের কারণ ও আপনং ছাওয়ালেরদের কারণ
২৯ রোদন করিও। কেননা দেখ এমন দিবস আসিতেছে যে তাহাতে তাহারা বলিবে ধন্য বন্ধ্যা সকল এবং যাহারা গর্ব্ববতী কখন হয় নাই ও যাহারা স্তন পান
৩০ কখন দেয় নাই। তখন তাহারা পর্ব্বত সকলকে বলিতে লাগিবে যে আমারদের উপর পড় এবং
৩১ গিরিরে আমারদিগকে ঢাকিয়া লও। কেননা যদি হারা বৃক্ষেতে এমন কর্ম্ম করে তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি
৩২ করা যাইবে। এবং আর দুই জন অপরাধী হত্যা হইবার কারণ তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে ছিল।
৩৩ পরে যে স্থান কাল্বরী বলা যায় সে স্থানে পৌছিয়া তাহারা সেই অপরাধিরদের সহিত এক জন দক্ষিণ পার্শ্বে অন্য জন বাম পার্শ্বে করিয়া তাঁহাকে সেখানে

৩৪ ক্রূশ দিল। তখন য়িশু কহিলেন হে পিতঃ তাহার দিগকে ক্ষমা কর কেননা তাহারা কি করিতেছে তাহা তাহারা জানেনা পরে তাহারা গুলিবাঁট করিয়া
৩৫ তাঁহার বস্ত্র ভাগং করিল। এবং লোক সকল দৃষ্টি করিতে দাঁড়াইয়া থাকিল এবং তাহারদের সঙ্গে অধ্যক্ষেরা পরিহাস করিয়া কহিতে লাগিল সে অন্যেরদের রক্ষা করিল যদি সে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের
৩৬।৩৭ মনোনীত হয় তো আপনার রক্ষা করুক। এবং সেনাগণও তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে সির্কা রাখিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল যে তুই যদি য়িহোদীরদের রাজা হইস তো আপনার রক্ষা
৩৮ করিস। এবং তাঁহার উপরে য়ুনানী ও রূমী ও ইবরী অক্ষরে একটা পদবী পাতী লেখা গেল যে এই
৩৯ য়িহোদীরদের রাজা। পরে ঐ অপরাধিরা যে টাঙ্গা গিয়াছে তাহারদের এক জন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিল যদি খ্রীষ্ট হইস তো আপনার সহিত আমার
৪০ দের রক্ষা করিস। কিন্তু অন্যটা উত্তর দিয়া তাহাকে ধমকাইয়া কহিল ঈশ্বরের প্রতি কি তোর ভয় নাই
৪১ তুই তো একি দণ্ডেতে আছিস। এবং আমরা তাহার উপযুক্ত পাত্র বটে কেননা আমরা আপনারদের ক্রিয়ার সমোচিত ফল পাইতেছি কিন্তু এই মনুষ্য
৪২ কিছু অপরাধ করে নাই। পরে সে য়িশুকে কহিল

হে প্রভো আপন রাজ্যেতে আইলে পরে আমাকে মনে
৪৩ করুন। তখন য়িশু তাহাকে কহিলেন সত্যই আমি
তোমাকে কহি আজি তুমি আমার সঙ্গে ফরদুশে
৪৪ হইবা। পরে দুই প্রহর বেলা হইলে দেশ সমুদায়
৪৫ অন্ধকারাবৃত হইল তিন প্রহর পর্য্যন্তই। এবং সূর্য্য
অন্ধীকৃত হইল ও মন্দিরের পরদা মধ্যখানে ফাটিয়া
৪৬ গেল। পরে য়িশু উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া কহিলেন
হে পিতঃ আমি আপন জীবাত্মা তোমার হস্তে সমর্পণ
৪৭ করি ইহা কহিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এবং
শতসেনার পতি যখন দেখিল কিং হইয়াছে তখন
সে ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিল এই প্রাকৃতার্থিক
৪৮ মনুষ্য ছিল নিতান্তই। এবং যে সকল লোক সেই
দর্শনে আসিয়াছিল সে কর্ম্ম সকল দেখিয়া তাহারা
৪৯ আপন বুকে ঘা দিয়া ফিরিয়া গেল। এবং তাঁহার
জ্ঞাতিরা ও যে স্ত্রীলোক গালিলি হইতে তাঁহার
পশ্চাতে আসিয়াছিল সে সকল দূরে দাণ্ড়াইয়া এ সকল
৫০ কর্ম্ম দেখিতে থাকিল। পরে দেখ য়ুশফ নামে এক
মনুষ্য রাজ্য মন্ত্রী ধার্ম্মিক এবং প্রাকৃতার্থিক পুরুষ।
৫১ সেই তাহারদের পরামর্শ ও কর্ম্ম প্রতি স্বীকার করিয়া
ছিল না সে আরিমাতিয়া নামে য়িহোদীরদের এক
নগরের নিবাসী ছিল এবং আপনি ও ঈশ্বরের রাজ্যের
৫২ অপেক্ষাতে থাকিল। সেই পীলাতের নিকটে গিয়া

৫৩ য়িশুর দেহ মাঙ্গিল। পরে তাহা নামাইয়া কাপড়ে যড়াইয়া পাতরে খুদিত এক কবর যাহাতে কোন মনুষ্য তাহার পূর্ব্বে কখন শোয়ান যায় নাই তাহাতে
৫৪ শোয়াইয়া দিল। এবং সেই দিবস আয়োজনের দিবস ছিল ও বিশ্রামবার সন্নিকট হইতে লাগিল।
৫৫ এবং ঐ স্ত্রীগণ যে তাঁহার সহিত গালিলি হইতে আসিয়াছিল তাহারাও পাছে২ চলিয়া কবরস্থান এবং তাঁহার দেহ কি রূপে শোয়ান গিয়াছে তাহা দেখিল।
৫৬ পরে তাহারা ফিরিয়া গিয়া মসলা ও সুগন্ধি লেপনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল তৎপরে তাহারা আজ্ঞানুক্রমে বিশ্রামবারে বিশ্রামেতে থাকিল।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পরে সপ্তাহের প্রথমে অতি ভোরে যে মসলা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা লইয়া তাহারা আর কাহার২ সঙ্গে
২ কবরের নিকটে আইল। এবং তাহারা দেখিল যে কবর
৩ হইতে পাতর খান সরিয়া গিয়াছে। পরে তাহারা
৪ প্রবেশ করিয়া প্রভু য়িশুর দেহ পাইল না। তৎপরে ঘটনাক্রমে এ বিষয়ে বিস্মিত হইয়া থাকিতে২ দেখ দুই ব্যক্তি তেজস্কর পরিচ্ছেদে তাহারদের নিকটে দাণ্ডায়মান।
৫ পরে তাহারা শঙ্কিত হইয়া ভূমিতে মুখ নোঁয়াইয়া রাখিলে তাহারা তাহারদিগকে কহিল তোমরা
৬ মৃতলোকের মধ্যে জীববানের উদ্দেশ কেন কর। তিনি

এখানে নহেন কিন্তু উত্থান করিয়াছেন স্মরণ কর তিনি গালিলিতে থাকিতে কেমন কথা তোমারদিগকে কহিয়া
৭ ছিলেন। যে মনুষ্য পুত্রকে পাপি মনুষ্যেরদের হাতে সমর্পিত হইতে ও ক্রূশ ভোগ করিতে এবং তৃতীয়
৮।৯ দিবসে পুনরায় উঠিতে হইবে। অতএব তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া তাহারা কবরস্থান হইতে পুনশ্চ গিয়া এ সকল কথা এগারটারদিগকে এবং আর ২ সকলের
১০ দিগকে কহিয়া দিল। এ বৃত্তান্ত যাহারা প্রেরিতের দিগকে কহিয়াছিল তাহারা এই মারিয়া মাগ্দলেন ও য়োহানা ও মারিয়া য়াকুবের মাতা এবং আর ২
১১ তাহারদের সমিভ্যারী। কিন্তু তাহারদের কথা ইহার দিগকে গপ্প কাহিনীর মত দেখাইল এবং তাহারা তাহার
১২ প্রতি প্রত্যয় করিল না। তখন পিতর উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া আপন শরীর নোঁয়াইয়া কেবল কাপড় গুলা এক ভিতে থোয়া দেখিল পরে যে ঘটনা হইয়াছে তাহার বিষয় আপন অন্তর্মধ্যে
১৩ আশ্চর্য্য ভাবিতে ২ সে প্রস্থান করিল। পরে দেখ তাহারদের দুই জন সেই দিবসে এমাঁওশ নামে এক গ্রামে যাইতে ছিল সে য়িরোশলম হইতে ক্রোশ চারেক
১৪ অন্তর। এবং যে সকল ঘটিয়াছিল তাঁহার বিষয়ে
১৫ তাহারা পরস্পর আলাপ করিতে ছিল। এবং ঘটনা ক্রমে তাহারা কথোপকথন ও বিচার বিবেচনা করিতে২ য়িশু আপনি নিকটে আসিয়া তাহারদের

১৬ সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু তাহারদের চক্ষু রুদ্ধ হইল যেন
১৭ তাঁহাকে তাহরা চিনিতে পারিল না। পরে তিনি তাহার
দিগকে কহিলেন এ কি প্রকার আলাপ প্রলাপ তোমরা
১৮ চলিতে ২ বিষাদ হইয়া অন্যোন্যে করহ। তাহার
দের এক জন যাহার নাম ক্লিয়োপাশ সে তাঁহাকে
উত্তর করিয়া কহিল তুমি না কি য়িরোশলমে বিদেশী
মাত্র যে এই সময়ে যে সকল ঘটনা সেখানে হইয়াছে
১৯ তাহার বৃত্তান্ত তুমি জ্ঞাত হও নাই। তিনি তাহারদিগকে
কহিলেন কি ঘটনা তাহারা বলিল য়িশু নাজরতের
বিষয় যিনি ঈশ্বরের ও লোক সকলের সাক্ষাতে কর্ম্মেতে
২০ ও বাক্যেতে মহৎ এক ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। এবং
প্রধান যাজকেরা ও আমারদের অধ্যক্ষেরা কেমনে
তাঁহাকে মৃত্যুর দণ্ডে সমর্পণ করিয়া ক্রূশ দিয়াছে।
২১ কিন্তু আমরা ভরসা করিয়াছিলাম যে তিনি সেই
ব্যক্তি বটেন যে য়িশরাইলকে মুক্ত করিয়া দিবেন
এবং এ সকল ছাড়া এ কর্ম্মের ঘটনা আজি তিন দিবস
২২ হইল। অপর আমারদের সমিভ্যারিরদের মধ্যে কতেক
স্ত্রীলোক যে প্রত্যূষায় কবরের নিকটে উপস্থিত ছিল সে
২৩ আমারদের অসম্ভব জ্ঞান জন্মাইল। কেননা তাঁহার
দেহের উদ্দেশ না পাইয়া তাহারা আসিয়া কহিল যে
আমরা স্বর্গ দূতের দর্শন পাইয়াছি ও সে কহিল যে
২৪ তিনি জীবমান আছেন। এবং কেহ ২ যে আমারদের
সঙ্গে ছিল তাহারাও কবরস্থানে গিয়া স্ত্রীলোক যেমত

কহিয়াছিল সেই মতই পাইল কিন্তু তাঁহাকে তাহারা
২৫ দেখিল না। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন হে
অবোধও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের উক্ত বাণী সকল প্রত্যয়
২৬ করিতে অপ্রস্তুত মতিরা। খ্রীষ্টের এ সকল দুঃখ ভোগ
পাওয়া এবং আপন বৈভবে তাঁহার প্রবেশ করা কি
২৭ আবশ্যক ছিল না। পরে তিনি মূশা হইতে আরম্ভ
করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তৃগণাবধি যাবদীয় গ্রন্থে আপনার
বিষয়ের কথা প্রভেদ করিয়া তাহারদিগকে বুঝাইয়া
২৮ দিলেন। পরে যে গ্রামে তাহারা যাইতেছিল তাহার
নিকট তাহারা পৌঁছিতে লাগিল এবং তিনি আপনি
অগ্রে যাইবার প্রকার দেখাইলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে
২৯ নিতান্ত রূপ বোঝাইয়া কহিলেক। যে আমারদের
সঙ্গে থাক কেননা সন্ধ্যাকাল হইল আসিয়া এবং দিবস
প্রায় গত হইয়াছে অতএব তিনি তাহারদের সঙ্গে
৩০ থাকিতে প্রবেশ করিলেন। পরে ঘটনাক্রমে তাহারদের
সহিত ভোজনেবসিয়া থাকিতেং তিনি রোটী লইলেন
এ আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভাঙ্গিয়া তাহারদিগকে
৩১ দিলেন। পরে তাহারদের চক্ষু খুলিয়া গেল ও তাহারা
তাঁহাকে চিনিল এবং তিনি তাহারদের সাক্ষাৎ হইতে
৩২ অন্তর্ধ্যান হইলেন। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে
লাগিল দেখ তিনি আমারদের সহিত যাবৎপথের মধ্যে
কথোপকথন করিতে ছিলেন এবং গুহ্য সকল আমার
দিগকে স্পষ্ট করিতেছিলেন তখন না কি আমারদের

৩৩।৩৪ চিত্ত আপনারদের অন্তরে উথলিল না। তখন তাহারা সেই দণ্ডী উঠিয়া য়িরোশলমে ফিরিয়া গেল এবং এগারটারদিগকে আর জনেক সঙ্গে একত্র পাইল ও ইহারা কহিতেছিল যে প্রভু উত্থান করিয়াছেন
৩৫ নিতান্ত এবং সিমনের স্থানে দেখা দিয়াছেন। তখন উহারা পথের বৃত্তান্ত কহিল এবং তিনি কেমনে রোটির
৩৬ ভাঙ্গনে তাহারদের স্থানে পরিচীত হইলেন। পরে তাহারা এই মত কহিতেং য়িশু আপনি তাহারদের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া কহিলেন তোমারদের কল্যাণ
৩৭ হউক। কিন্তু তাহারা চমৎকৃত ও শঙ্কাযাৎ হইল এবং অনুভব করিল যে তাহারা ভূত দেখিতেছে।
৩৮ তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা বিস্মিত হও কেন এবং তোমারদের মনে সংশিত ভাবনা কেন
৩৯ উঠিতেছে। আমার হাত পা দেখ যে আমি আপনি আছি আমাকে হাতে স্পর্শ করিয়া দেখ কেননা ভূতের অস্থি মাংস নাই যেমত আমাতে তোমরা দেখিতেছ।
৪০ ইহা কহিয়া তিনি আপন হাত পা দেখাইয়া দিলেন।
৪১ পরে তাহারা আনন্দ প্রযুক্তে অপ্রতীত হইয়া আশ্চর্য্য ভাবিতেং তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের
৪২ কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য এখানে আছে। এবং তাহারা এক টুকি ঝলসিত মৎস্য ও মধু চাক তাঁহাকে দিল।
৪৩ এবং তাহা লইয়া তিনি তাহারদের সাক্ষাতে খাইতে
৪৪ লাগিলেন। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই সে

কথা যাহা আমি তোমারদের সঙ্গে থাকিতে তোমার দিগকে কহিয়াছিলাম যে আমার বিষয়ে যে সকল প্রসঙ্গ মুশার ব্যবস্থায় ও ভবিষ্যদ্বাণী ও গীত পুস্তকে গুহ্য ছিল তাহার সিদ্ধ হওনের আবশ্যক আছে।
৪৫ তখন তিনি তাহারদের বুদ্ধি প্রসন্ন করিলেন তাহাতে
৪৬ তাহারা গ্রন্থের মর্ম্ম যেন বুঝিতে পারে। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই মত গ্রন্থিত আছে এবং এই মত খ্রীষ্টকে মৃত্যু ভোগ করিতে ও তৃতীয় দিবসে
৪৭ মৃত্যু হইতে উত্থান করিতে আবশ্যক ছিল। এবং যে তাঁহার নামে য়িরোশলমে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেশে
৪৮ মন ফিরাণ ও পাপমোচন প্রচার হয়। এবং তোমরা
৪৯ এই কথার সাক্ষিরা। এবং দেখ আমি তোমারদের উপর আমার পিতার অঙ্গীকার পাঠাই কিন্তু যাবৎ স্বর্গ হইতে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত না হও তাবৎ
৫০ য়িরোশলম নগরে থাক। পরে তিনি তাহারদিগকে বীতানীয়া পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এবং আপন হাত
৫১ উঠাইয়া তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং ঘটনাক্রমে তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ দিতে২ তিনি তাহারদিগ হইতে বিভিন্ন হইয়া স্বর্গেতে উত্থিত হইয়া
৫২ গেলেন। পরে তাঁহাকে ভজনা করিয়া তাহারা মহা
৫৩ সানন্দে য়িরোশলমে ফিরিয়া আইল। এবং মন্দিরে অনবরতে ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে থাকিল আমীন।

মঙ্গল সমাচার য়োহন রচিত

প্রথম অধ্যায়

প্রথমেতে বাক্য ছিল ও সে বাক্য ঈশ্বরের সহিত
২ ছিল এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর। সেই প্রথমে ঈশ্বরের
৩ সহিত ছিল। সকল বস্তু তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল
এবং তাহা ব্যতিরেকে কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই।
৪ তাহাতে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যের দীপ্তি।
৫ এবং সেই দীপ্তি অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশমান ছিল
৬ কিন্তু অন্ধকার তাহাকে অবধারণ করিল না। য়োহন
৭ নামে এক মনুষ্য ঈশ্বর হইতে প্রেরিত ছিলেন। তিনি
সেই দীপ্তির বিষয়ে প্রমাণ দিতে সাক্ষী হইয়া আইলেন,
৮ সকল লোক যেন তাহা দিয়া বিশ্বাস করে। তিনি

সে দীপ্তি ছিলেন না কিন্তু দীপ্তির বিষয়ে প্রমাণ দিতে
৯ প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত দীপ্তি সেই যে জগৎ
১০ প্রবিষ্ট প্রত্যেক মনুষ্যকে দীপ্তি দেন। তিনি জগতে
ছিলেন এবং তাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল
১১ কিন্তু জগৎ তাঁহাকে চিনিল না। তিনি আপন নিজ
জনের নিকটে আইলেন কিন্তু আপন নিজ লোক
১২ তাঁহাকে গ্রহণ করিলনা কিন্তু যতেক তাঁহাকে গ্রহণ
করিল ও তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল সে সকলের
দিগকেই তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওনের যোগ্যতা
১৩ দিলেন। তাহারদের জন্ম রক্ত হইতে নয় শরীরের
অভিলাষেতেও নয় মনুষ্যের ইচ্ছা হইতেও নয় কিন্তু
১৪ ঈশ্বরই হইতে। এবং বাক্য মনুষ্য অবতার হইলেন
ও আমারদের মধ্যে অবস্থান করিলেন এবং আমরা
তাঁহার মহিমা দেখিলাম যেমন পিতার একটি ঔরস
১৫ পুত্রের মহিমাই অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ। য়োহন
তাঁহার বিষয়ে সাক্ষি দিলেন ও প্রচার করিলেন যে
আমি যাহার বিষয়ে এই কথা কহিয়াছিলাম
আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন তিনি আমা হইতে
শ্রেষ্ঠঃহইলেন কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন এ
১৬ সেই। এবং আমরা সকলেই তাঁহার পূর্ণতা হইতে
১৭ পাইয়াছি অনুগ্রহেতেই অনুগ্রহ। কেননা মুশার
দ্বারা ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু য়িশু খ্রীষ্টের

১৮ দ্বারাতে অনুগ্রহ এবং সত্য আসিয়াছে। ঈশ্বর
কে কোন মনুষ্য কখন দেখেনাই পিতার হৃদয়বর্ত্তি
একটি ঔরসপুত্র যে তাঁহাকে তিনি প্রকাশ
১৯ করিয়াছেন। য়োহনের সাক্ষী এই যখন য়িহুদীরা
য়িরোশলম হইতে যাজক ও লোইরদের দ্বারা তাঁহাকে
২০ জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেক যে তুমি কেটা। তিনি
স্বীকার করিলেন এবং অস্বীকৃত ছিলেন না কিন্তু স্বীকার
২১ করিলেন যে আমি খ্রীষ্ট নহি। পরে তাহারা সুধাইল
তবে তুমি কে তুমি কি আলিহা তিনি বলিলেন নহি
২২ তুমি ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা তিনি উত্তর করিলেন যে না। তখন
ইহারা কহিলেক তুমি কে বট তুমি আপনার কথা বল
যে আমরা আমারদের প্রেরণকর্ত্তারদিগকে যাইয়া
২৩ উত্তর দি। তিনি কহিলেন আমি এক জনের রব যে
প্রান্তরের মধ্যে চেঁচাইতেছে য়িহুহার পথ সরল করহ
২৪ যেমত য়িশয়াঁহ ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিলেন। যে লোক
২৫ প্রেরিত ছিল তাহারা ফারসী। পরে তাহারা জিজ্ঞাসা
করিয়া কহিলেক তুমি যদি খ্রীষ্ট নহ আলিহাও
নহ এবং ভবিষ্যদ্বক্তাও নহ তবে বাপ্টাইজ কেন
২৬ করিতেছ। য়োহন তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর করিয়া
কহিল আমি জলেতে বাপ্টাইজ করি বটে কিন্তু এক
জন তোমারদের মধ্যে উপস্থিত আছেন যাঁহার পরিচয়
২৭ তোমরা পাওনাই। তিনি সেই যে আমার পশ্চাৎ

আসিয়া আমা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন যাহার জুতার
২৮ বন্ধন খুলিতে আমি যোগ্য নহি। এ সকল কথা
বীতাবরায় য়িৰ্দ্দনের ওপারে হইয়াছিল যেখানে
২৯ য়োহন বাপ্‌টাইজ করিতেছিলেন। পর দিবস য়িশুকে
আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া য়োহন বলিলেন এই
দেখ ঈশ্বরের পাঁঠা যিনি জগতের পাপ উঠাইয়া
৩০ লইয়া যান। এই তিনি যাহার কথা আমি কহিলাম
আমার পশ্চাৎ এক জন আসিতেছেন যিনি আমা হইতে
শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন।
৩১ এবং আমি তাঁহাকে জানিলাম না কিন্তু য়িশরাল প্রতি
তিনি যেন ব্যক্ত হন এই জন্যে আমি জলেতে বাপ্‌টাইজ
৩২ করিতে আসিয়াছি। এবং য়োহন প্রমাণ দিলেন যে
আমি আত্মাকে কবুতরের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে
দেখিয়াছি পরে সে তাঁহার উপর বসিয়া থাকিল। আমি
৩৩ তাঁহাকে জানিলাম না কিন্তু আমাকে জলেতে বাপ্‌টাইজ
করিতে যিনি পাঠাইলেন তিনি আমাকে কহিলেন
যাহার উপর তুমি আত্মাকে নামিতে ও রহিতে
দেখিবা ও সেই যে ধৰ্ম্মাত্মায় বাপ্‌টাইজ করিতেছে।
৩৪ এবং আমি দেখিলাম ও প্রমাণ দিতেছি যে সেই
৩৫ ঈশ্বরের পুত্র। তাহার পরদিবসে য়োহন পুনর্ব্বার
আপন দুই জন শিষ্যের সহিৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন।
৩৬ ইহাতে য়িশুকে ফিরিতে দেখিয়া তিনি কহিলেন এই

৩৭ দেখ ঈশ্বরের পাঁঠা। এবং সে দুই শিষ্য তাহার কথা
৩৮ শুনিলেক এবং য়িশুর পশ্চাৎ চলিলেক। তখন য়িশু
মুখ ফিরাইয়া তাহারদিগকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া
কহিলেন তোমরা কি অন্বেষণ করহ তাহারা বলিল
৩৯ রাব্বি অর্থাৎ গুরু আপনি কোথায় থাকেন। তিনি
তাহারদিগকে কহিলেন আইস দেখসিয়া তাহারা
গেল এবং তাঁহার নিবাস স্থান দেখিল পরে তিন প্রহর
বেলা গত হওয়াতে সে দিবস তাঁহার সঙ্গে থাকিল।
৪০ এই দুই জন যাহারা য়োহনের কথা শুনিয়া তাঁহার
পশ্চাৎ গিয়াছিল তাহার এক জন শীমন পিতরের ভাই
৪১ আন্দ্রু। সেই প্রথমে আপন ভাই শীমনের সাক্ষাৎ পাইয়া
তাহাকে বলিল আমরা মশীহার দেখা পাইলাম তাহার
৪২ অর্থ খ্রীষ্ট। এবং সে তাহাকে য়িশুর নিকটে আনিলেক
ও য়িশু তাহাকে স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিলেন তুমি
শীমন য়োনার পুত্র তোমার নাম হইবে কাইফা
৪৩ ইহার অর্থ পাতর। তাহার পর দিবসে য়িশু গালিলিতে
যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং ফিলিপের দেখা পাইয়া
৪৪ তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস। ফিলিপ
বীৎসীদার নিবাসী সে আন্দ্রু ও পিতরের নগর।
৪৫ ফিলিপ নতানালের দেখা পাইয়া তাহাকে কহিল
ব্যবস্থার গ্রন্থে যাহার প্রসঙ্গ মূশা এবং ভবিষ্যদ্বক্তারা
লিখিয়াছিল তাঁহার সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি সে

৪৬ য়িশু নাজরেতী য়ুশফের পুত্র। নতনাল তাহাকে কহিল নাজরেত হইতে কি কোন উত্তম বস্তু আসিতে
৪৭ পারে ফিলিপ বলিল আইস দেখসিয়া। য়িশু নতনালকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার বিষয়ে কহিতে লাগিলেন দেখ এক জন য়িশরালী
৪৮ নিতান্ত যাহাতে কুটিলতা নাই। নতনাল তাঁহাকে কহিল আমাকে কি রূপে জানহ য়িশু উত্তর দিয়া তাহাকে বলিলেন যখন ফিলিপ তোমাকে না ডাকিয়াছিল তাহার পূর্ব্বে যখন তুমি আঞ্জীর বৃক্ষের তলে ছিলা তখন আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম।
৫৯ নতনাল প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল হে রাব্বি আপনি ঈশ্বরের পুত্র বটেন আপনিই য়িশরালের রাজা।
৫০ য়িশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন এই যে আমি কহিলাম যে তোমাকে আঞ্জীর গাছের তলে দেখিয়া ছিলাম ইহার কারণ না কি তুমি প্রত্যয় করিতেছ
৫১ ইহা হইতে আর বড় আশ্চর্য্য দেখিবা। পরে তিনি কহিলেন সত্য২ আমি তোমারদিগকে কহিতেছি যে এ কাল পরে তোমরা স্বর্গ মেলা যাইতে এবং মনুষ্যের পুত্রের উপরে ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতে ও নামিতে দেখিবা——

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় দিবসে গালিলির কানায় এক বিবাহ

উপস্থিত হইল তাহাতে য়িশুর মাতা সেখানে ছিলেন।
২ এবং সে বিবাহেতে য়িশু ও তাঁহার শিষ্যগণ দুয়ের
৩ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পরে দ্রাক্ষা রসের ত্রুটি হইলে
য়িশুর মাতা তাঁহাকে কহিলেন ইহারদের দ্রাক্ষা রস
৪ নাই। য়িশু তাহাকে কহিলেন হে নারি তোমার
সহিৎ আমার বিষয় কি আমার সময় এখন উপস্থিত
৫ হয় নাই। তাঁহার মাতা ভৃত্যেরদিগকে কহিলেন যে
ইনি তোমারদিগকে যাহা বলেন তাহা করিও।
৬ সেখানে য়হূদীরদের শুচি হওন ব্যবহার ক্রমে ছয়টা
পাতরের জালা থোয়া গিয়াছিল এক ২ জালায় মোন
৭ দুই তিনেক আঁটে। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন
জালা সকল জলেতে ভরিয়া দেও এবং তাহারা কানা
৮ পর্য্যন্ত তাহা ভরিয়া দিল। পরে তিনি বলিলেন এখন
ঢালিয়া লও এবং বিবাহ কর্ত্তার নিকট উঠাইয়া
লইয়া যাও অতএব তাহারা উঠাইয়া লইয়া গেল।
৯ যখন বিবাহ কর্ত্তা সে জলোদ্ভব দ্রাক্ষা রস চাকিল
তাহা কোথা হইতে হইল জল বাহক ভৃত্যগণ জানিল
বটে কিন্তু সে না জানিয়া বরকে ডাকিয়া তাহাকে
১০ বলিতে লাগিল। যে সকল লোক উত্তম দ্রাক্ষা রস
প্রথমে বাহির করিয়া থোয়ে পাছে লোকের যথোচিত
পান হইলে পরে তাহা হইতে কিছু মন্দ দেয় কিন্তু
তুমি তো উত্তম দ্রাক্ষা রস এখন পর্য্যন্তই রাখিয়াছ।

১১ য়িশু এই আশ্চর্য্যের আরম্ভ গালিলির কানায় করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার উপর বিশ্বাস করিল। তাহার পরে
১২ তিনি কফরনহমে যাইয়া উত্তররিলেন আপনি এবং আপনার মাতা ভ্রাতারা ও শিষ্যগণ সম্বলিত কিন্তু সেখানে তাঁহারা অনেক দিবস থাকিলেন
১৩ না। পরে য়হুদীরদের পেসাক্ষ পর্ব্ব উপস্থিত হইলে
১৪ য়িশু য়িরোশলমে গেলেন। এবং মন্দিরের মধ্যে বলদ ও মেষ ও কপোত ব্যপারিরদিগকে এবং বণিকের
১৫ দিগকে সাক্ষাতে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাহাতে তিনি পাতল দড়িতে চাবুক বানাইয়া সে সকলেরদিগকে মেষ বলদ সমেত মন্দির হইতে বাহির করিয়া খেদাইয়া দিলেন এবং বণিকেরদের টাকা কড়ী সকল ঢালিয়া ফেলিলেন ও মেজ সকল উলটাইয়া দিলেন।
১৬ এবং কপোত ব্যাপারিরদিগকে কহিলেন এখান হইতে এ দ্রব্য সকল লইয়া যাও আমার পিতার ঘরকে
১৭ বাণিজ্যের ঘর করিওনা। তখন তাঁহার শিষ্যেরদের মনে পড়িল যে এই কথা লিপি আছে তোমার ঘরের তাপ আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে য়হুদীরা
১৮ বলিলেন তুমি এ ক্রিয়া করিতেছ। তন্নিমিত্ত আমার
১৯ দিগকে কি চিহ্ন দেখাইতেছ। য়িশু তাহারদিগকে বলিলেন যে এ মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল পরে আমি

২০ তিন দিবসের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিব। য়হূদীরা বলিতে লাগিল এ মন্দিরের বানানে ছেচল্লিশ বৎসর গত হইয়াছিল তুমি কি তিন দিবসে তাহাকে উঠাইবা।
২১ কিন্তু তিনি আপন দেহ মন্দিরের ভাবে সে কথা
২২ কহিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার মৃত্যু হইতে উত্থান হইলে পর তাঁহার শিষ্যেরদের স্মৃতি হইল যে তিনি তাহারদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন এবং তাহারা ধর্ম্ম
২৩ গ্রন্থে এবং য়িশুর উক্ত কথায় বিশ্বাস করিল। কিন্তু পেসাক্ষ পর্ব্ব সময়ে যাবৎ তিনি য়িরোশলমে থাকিলেন তাবৎ অনেকে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া
২৪ তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল। কিন্তু য়িশু তাহারদের স্থানে আপনাকে সমর্পণ করিলেন না কেননা তিনি
২৫ সকলকে জানিলেন। এবং মনুষ্যের বিষয় কাহার
২৬ প্রমাণেতে তাঁহার আবশ্যক ছিল না। কেননা মনুষ্যের অন্তরে যাহা হইতেছে তাহা তিনি জানিলেন।—

তৃতীয় অধ্যায়

নিকদেমস নামে এক ফারসী য়হূদী লোকের
২ মধ্যে এক জন প্রধান ছিল। সেই রাত্রি সময়ে য়িশুর নিকটে আইল এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিল হে রাব্বি আমরা জানি যে আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত এক জন গুরু বটেন কেননা এই যে আশ্চর্য্য আপনি করিতেছেন তাহা ঈশ্বরের সহায়

৩ ব্যতিরেকে কেহ করিতে পারে না। য়িশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন সত্যং আমি বলি তোমাকে মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যকে
৪ দেখিতে পারিবেক না। নিকদেমস তাঁহাকে বলিল মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা হইলে সে কেমন করিয়া জাত হইতে পারে সে কি আরবার আপনি মাতার উদরে
৫ প্রবেশ করিয়া জাত হইতে পারে। য়িশু উত্তর করিলেন সত্যং আমি তোমাকে কহি জল ও আত্মা হইতে মানুষের জন্ম না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে
৬ পারিবে না। যাহা মাংস হইতে উদ্ভব তাহা মাংসই
৭ এবং যাহা আত্মা হইতে উদ্ভব তাহা আত্মাই। ইহাতে তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না যে আমি বলিলাম
৮ তোমারদের আরবার জন্মের আবশ্যক আছে। বাতাস যে দিগে ইচ্ছা করে সেই দিগে বহে এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও কিন্তু কোথা হইতে আইসে কিম্বা কোথায় যায় তাহা তুমি বলিতে পার না এই মত
৯ আত্মায় জন্মিত প্রত্যেক জনও হয়। নিকদেমস উত্তর
১০ করিয়া কহিল এই কর্ম্ম কিরূপে হইতে পারিবে। য়িশু তাহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন তুমি য়িশরালের
১১ এক জন গুরু বট তথাচ কি এই কথা জান না। সত্যং আমি তোমাকে কহি আমরা যাহা জানি তাহা কহি এবং যাহা দেখিয়াছি তাহার প্রমাণ দিতেছি কিন্তু

১২ আমারদের প্রমাণ তোমরা স্বীকার কর না। আমি তোমারদিগকে সাংসারিক কথা কহিলে যদি বিশ্বাস না কর তবে স্বর্গীয় কথা কহিলে তোমরা কেমনে
১৩ বিশ্বাস করিবা। এবং স্বর্গেতে কোন মনুষ্য উঠে নাই সেই ব্যতিরেক যে স্বর্গ হইতে নামিল সে মনুষ্য
১৪ পুত্রই যে স্বর্গেতে বর্ত্তমান আছে। এবং মহাপ্রান্তরে মুশা যেমৎ সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইলেন সেই মত মনুষ্য
১৫ পুত্রের উত্থান হইতে হয়। তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সেই যেন নষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত
১৬ জীবন পায়। কেননা জগৎ প্রতি ঈশ্বর এমন স্নেহ করিলেন যে তিনি আপন একটি ঔরস পুত্রকেই প্রদান করিলেন তাহাতে যে কেহ তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে যেন নষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
১৭ কেননা ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের দণ্ড লাগাইতে জগতের মধ্যে প্রেরণ করিলেন না কিন্তু তাঁহার দ্বারা
১৮ জগতের নিস্তার যেন হয়। যে জন তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে দণ্ড পাত্র হইবে না কিন্তু যে বিশ্বাস না করে সে এখনি দণ্ড পাত্র হইয়াছে কি জন্যে না সে ঈশ্বরের একটি ঔরস পুত্রের নামে বিশ্বাস করে
১৯ নাই। এবং দোষের নিশ্চয় এই যে জগতের মধ্যে দীপ্তি আসিয়াছে কিন্তু মনুষ্যেরদের ক্রিয়া মন্দ এই কারণ তাহারা দীপ্তি হইতে অন্ধকারকে ভালবাসে।

২০ কেমনা যে কেহ মন্দ করে সে দীপ্তির পুতি মন্দবাসে এবং তাহার নিকটে আইসেও না যে কি জানি আপন
২১ ব্যবহার দূষিত বা হয়। কিন্তু যে সৎকর্ম্ম করে সে দীপ্তির নিকটে আইসে যে আপন ক্রিয়া ঈশ্বরেতে
২২ করা গিয়াছে তাহা যেন ব্যক্ত হয়। এই কথার পরে য়িশু আপন শিষ্যেরদের সহিৎ য়হুদা দেশে আইলেন এবং তাহারদের সঙ্গে সেখানে তিষ্ঠিলেন
২৩ ও বাপ্‌টাইজ করিলেন। এবং সালমের নিকটাবর্ত্তি ঐননে অনেক জল হইলে য়োহন সেখানে বাপ্‌টাইজ করিতেছিলেন এবং লোক সকল আসিয়া বাপ্‌টাইজিত
২৪ হইল। কেননা তখন য়োহন কারাগারে ফেলা যায়
২৫ নাই। পরে শৌচ ক্রিয়ার বিষয়ে য়োহনের শিষ্যেতে এবং য়হুদী লোকেতে এক কথার বাদানুবাদ উপস্থিত
২৬ হইল। তাহাতে য়োহনের স্থানে যাইয়া তাঁহাকে বলিল হে রাব্বি দেখ ঐ যে য়ির্দ্দনের ওপারে আপনকার সহিৎ ছিল যাহার বিষয়ে আপনি পুমাণ দিলেন সেইও বাপ্‌টাইজ করিতেছে এবং সকল লোক তাহার নিকটে
২৭ আইসে। য়োহন পুত্যুত্তর করিয়া কহিল স্বর্গ হইতে দত্ত না হইলে মনুষ্যটা আপনা হইতে কিছুই লইতে
২৮ পারে না। তোমরা আপনারা আমার সাক্ষী আছ যে আমি কহিয়াছিলাম আমি খ্রীষ্ট নহি কিন্তু তাহার
২৯ অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি। কন্যা যে পায় সেটা বর

কিন্তু বরের মিত্র যে তাহার কথা শুবণ করিয়া দাঁড়াইতেছে সে বরের রবেতে অত্যন্ত আহ্লাদ করে অতএব এই যে আমার আনন্দ তাহা সম্পূর্ণ হইল।
৩০ তাঁহার বৃদ্ধি এবং আমার হ্রাসতা হইতেই চায়।
৩১ যিনি উপর হইতে আইসেন তিনি সকলের প্রধান যে পৃথিবী হইতে হয় সে পৃথিবীর এবং পৃথিবীর কথা কহে যিনি স্বর্গ হইতে আগত তিনি সকলের উপর হন।
৩২ এবং তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহা তিনি প্রামাণ্য করিয়া কহেন কিন্তু তাহার সাক্ষী কোন
৩৩ মনুষ্য গ্রহণ করে না। যে তাহার সাক্ষী গ্রাহ্য করিয়াছে সে আপন মুদ্রার ছাপ দিয়াছে যে ঈশ্বর সত্যই বটেন।
৩৪ কেননা যিনি ঈশ্বরের প্রেরিত আছেন তিনি ঈশ্বরের কথা কহেন ঈশ্বর তাহাকে পরিমাণ রূপে আত্মা
৩৫ দেন না। পুত্রে পিতার স্নেহ আছে এবং তাঁহার হস্তে
৩৬ সকল বস্তু সমর্পণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পুত্রের উপর বিশ্বাস করে তাহার অনন্ত জীবন আছে কিন্তু যে পুত্রেতে বিশ্বাস না করে সে জীবনের দর্শনও পাইবে না কিন্তু তাহার উপর ঈশ্বরের ক্রোধানল থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব প্রভু যখন জ্ঞাত হইলেন যে ফারসীরা শুনিয়াছিল য়োহন হইতে য়িশু অধিক শিষ্য করেণ
২ এবং বাপ্টাইজ করেণ। তথাচ য়িশু আপনি বাপ্টাইজ

৩ করিতেন না কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা কেবল। তখন য়িহুদা দেশ ছাড়িয়া তিনি গালিলিতে পুনরায় গেলেন।
৪ এবং তাঁহার শমরণ দেশ হইয়া যাওনের আবশ্যক
৫ ছিল। ইহাতে তিনি শিখার নামে সমরণের এক নগরে পৌছিলেন সে ভূমির নিকট যাহা য়াকুব আপন
৬ পুত্র য়ুশফকে দিয়াছিলেন। সেখানে য়াকুবের কূপ ছিল অতএব য়িশু পথশ্রান্ত হইয়া কূপের পার্শ্বে অমনি বসিয়া রহিলেন সময় দুই প্রহর বেলা
৭ হইল। ইহাতে একজন শমরণী স্ত্রীলোক জল উঠাইতে আইল য়িশু তাহাকে কহিলেন আমাকে পান করিতে
৮ দেও। কেননা তাঁহার শিষ্যেরা ভক্ষ্য দ্রব্য কিনিতে
৯ নগরে গিয়াছিল। তখন সে সমরণী স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল তুমিতো য়িহুদী ও আমি শমরণী স্ত্রী ইহাতে কি আমার স্থানে পানি চাহ এ কেমন কথা কেননা য়িহুদী লোক শমরণীরদের সহিত কোন ব্যবহার করে
১০ না। য়িশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন তুমি যদি ঈশ্বরের দান জানিতা এবং তোমাকে যে কহিতেছে আমাকে পান করিতে দেও সে কেটা তাহাও জ্ঞাত হইতা তবে তাহার ঠাঁই তুমি যাচ্ঞা করিতা এবং
১১ সে তোমাকে অমৃত জল দিত। সে স্ত্রীলোক তাঁহাকে কহিল হে মহাশয় আপনকার কাছে জল উঠাইবার কোন পাত্র নাই এবং কূপ আছে গভীর সে অমৃত জল

১২ আপনি কোথা হইতে পাইলেন। আমারদের পিতৃ য়াকুব যিনি আমারদিগকে কূপটাও দিলেন এবং আপনিও আপন ছাওয়াল ও গো মেষাদি সকল তাহাতে পানও করিলেক তুমি কি তাহা হইতে বড়।
১৩ য়িশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন এই জল যে কেহ
১৪ পান করে সে পুনর্ব্বার তৃষ্ণিত হইবেক। কিন্তু যে কেহ সেই জল পান করে যে আমি তাহাকে দিব সে কখন তৃষ্ণিত হইবে না কেননা যে জল আমি তাহাকে দিব সে তাহার অন্তরে জল কূপ হইয়া অনন্ত জীবনাবধি
১৫ উঠিবে। সে স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল মহাশয় ঐ জল আমাকে দেন যেন আমি তৃষ্ণিত না হই এবং এখানে
১৬ জল উঠাইবার জন্য না আসি। য়িশু তাহাকে বলিলেন
১৭ যাও তোমার স্বামিকে ডাকিয়া এখানে আইসগা। সে স্ত্রীলোক উত্তর করিয়া বলিল আমার স্বামী নাই য়িশু তাহাকে কহিলেন তুমি ভাল কহিলা যে আমার
১৮ স্বামী নাই। কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল কিন্তু এখন যে তোমাব স্থানে থাকে সে তোমার স্বামী
১৯ নয় বটে ইহাতে তুমি প্রকৃত কহিলা। সে নারী তাঁহাকে বলিল মহাশয় আমি বুঝিলাম যে আপনি
২০ ভবিষ্যদ্বক্তা হন। আমারদের পিতৃ লোক এই পর্ব্বতে পূজা করিত. কিন্তু আপনারা বলেন যে মনুষ্যেরদের পূজা করিবার কর্ত্তব্য স্থান য়িরোলশমে

২১ আছে। য়িশু তাহাকে কহিলেন হে নারি আমার কথা প্রত্যয় কর যে এমন কাল আসিতেছে যখন তোমরা পিতার পূজা এই পর্ব্বতেও করিবা না য়িরোশমেও
২২ করিবা না। তোমরা কাহার পূজা কর তাহা তোমরা জানহ না আমরা যাহাকে পূজা করি তাহাকে জানি
২৩ কেননা য়িহুদীরদিগ হইতেই পরিত্রাণ। কিন্তু সেই কাল আসিতেছে এবং এখনও আছে যখন সত্য পূজকেরা আত্মাতে এবং সত্যেতে পিতাকে পূজা করিবেক কেমনা পিতা আপন ভজন কারণ এমতের
২৪ দিগকে প্রয়াস করেণ। ঈশ্বর আছেন আত্মা এবং তাঁহার পূজকেরদিগকে তাঁহাকে আত্মাতে ও সত্যেতে
২৫ পূজা করিতে আবশ্যক আছে। সে স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিল আমি জানি যে মসীহা আসিতেছেন খ্রীষ্ট যাকে বলে তিনি যখন আসিবেন তখন তিনি আমারদিগকে
২৬ সকল কথা কহিবেন। য়িশু তাহাকে বলিলেন আমি যে তোমার সহিত কথা কহিতেছি আমি সেই।
২৭ ইতোমধ্যে তাঁহার শিষ্যেরা আইল এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল যে তিনি সে স্ত্রীলোকের সহিৎ কথোপকথন করিতেছেন তত্রাপি কেহ কহিল না যে আপনি কি প্রয়াস করেণ কিম্বা কি জন্যে তাহার সহিৎ কথা বার্ত্তা
২৮ করিতেছেন। তখন সে স্ত্রীলোক আপন কলসী রাখিয়া
২৯ নগরে গিয়া পুরুষেরদিগকে বলিতে লাগিল। যে

আইস এক মানুষকে দেখসিয়া যে কিছু আমি কোন সময়ে করিয়াছি তাহা তিনি আমাকে সকলি কহিলেন
৩০ তিনি কি খ্রীষ্ট নহেন। তখন তাহারা নগর হইতে
৩১ বাহিরাইয়া তাঁহার নিকট আইল। ইত্যবসরে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কাকুতি করিতে লাগিল যে হে
৩২ গুরো আপনি ভোজন করুন। কিন্তু তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমার স্থানে ভক্ষ্য খাইতে আছে যাহা
৩৩ তোমরা জান না। অতএব শিষ্যেরা পরস্পর বলিতে লাগিল কি কেহ তাঁহার স্থানে কিছু খাইবার বস্তু
৩৪ আনিয়া দিয়াছে। য়িশু তাহারদিগকে বলিলেন আমাকে যিনি পাঠাইয়া দিলেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে এবং তাঁহার কর্ম্ম পূর্ণ করিতে এই আমার
৩৫ ভক্ষ্য। তোমরা বলিও না যে আর চারি মাস আছে তৎপরে শস্য কাটনের সময় হইবে হেদো তোমারদের চক্ষু উঠাইয়া ক্ষেত্র প্রতি দৃষ্টি কর আমি বলি তোমারদিগকে যে এখনি তাহা কাটিবার মত ধবল
৩৬ হইয়াছে। এবং যে কাটে সে বেতন পায় আর অনন্ত জীবন নিমিত্তে ফল সংগ্রহ করে তাহাতে বুনন্যা
৩৭ এবং কাটন্যা উভয়ের আনন্দ হয়। ইহাতে এই উক্তিও প্রকৃত আছে যে এক জন বুনে অন্য জন কাটে।
৩৮ যাহাতে তোমারদের শ্রমের ব্যয় হয় নাই তাহাই কাটিতে আমি তোমারদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছি অন্য

লোক শ্রম করিল এবং তোমরা তাহার কর্ম্মেতে প্রবিষ্ট
৩৯ হইয়াছ। পরে সেই স্ত্রী লোক যে এই প্রমাণ দিয়াছিল
আমি যাহা কোন সময়ে করিয়াছি সে সকল তিনি
আমাকে কহিয়া দিলেন তাহার কথা প্রযুক্তে সেই
নগরের অনেক শমরুণী তাঁহার উপর বিশ্বাস করিল।
৪০ এতদর্থে শমরুণীরা তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া তাহারদের
এখানে অবস্থান করিতে তাঁহাকে কাকুতি মিনতি
করিতে লাগিল এবং তিনি তাহারদের স্থানে দুই
৪১ দিবস থাকিলেন। পরে আপন নিজ কথার নিমিত্তে
৪২ আর২ অনেকে প্রত্যয় করিল। এবং সে স্ত্রীকে বলিল
এখন আমরা প্রত্যয় করি কিন্তু তোমার বচনের কারণ
তাহা নয় কেননা আমরা আপনারাই তাঁহার কথা
শুনিয়াছি এবং জানি যে তিনি খ্রীষ্ট জগতের উদ্ধার
৪৩ কর্ত্তা নিতান্ত। তবে দুই দিবস পরে তিনি সেখান
৪৪ হইতে প্রস্থান করিয়া গালিলিতে গেলেন। কেননা
য়িশু আপনি প্রমাণ দিলেন যে আপন স্বদেশে
৪৫ ভবিষ্যদ্বক্তার সম্ভ্রম হয় না। গালিলিতে আইলে পর
গালিলিরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল কেননা যে সকল
ক্রিয়া তিনি পর্ব্ব সময়ে য়িরোশলমে করিয়াছিলেন
তাহা তাহারা দেখিয়াছিল কেননা তাহারাও পর্ব্বে
৪৬ গিয়াছিল। অতএব য়িশু গালিলির কানায় পুনর্ব্বার
আইলেন যেখানে জলকে দ্রাক্ষা রস করিয়াছিলেন

এবং সে সময়ে এক মহৎ লোক ছিল যাহার পুত্র
৪৭ কফরনহমে ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। সে যখন শুনিলেক
যে য়িশু য়িহুদা দেশ হইতে গালিলিতে আসিয়াছেন
তখন তাঁহার স্থানে যাইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেক
যে আপনি নামিয়া গিয়া আমার পুত্রকে সুস্থ করুণ
৪৮ কেননা তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। তখন
য়িশু তাহাকে কহিলেন তোমরা চিহ্ন এবং আশ্চর্য্য
৪৯ কর্ম্ম না দেখিয়া প্রত্যয় করিবা না। সে মহৎ লোক
তাঁহাকে বলিল হে মহাশয় আমার পুত্রের প্রাণ
৫০ থাকিতেই আইসুন। য়িশু তাহাকে কহিলেন যাও
তোমার পুত্র বাঁচিল এবং সে মনুষ্য যে কথা য়িশু
তাহাকে বলিয়াছিলেন তাহা প্রত্যয় করিয়া চলিয়া
৫১ গেল। পথে যাইতে২ তাহার ভৃত্যেরা তাহার সহিত
সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল তোমার পুত্র বাঁচিয়াছে।
৫২ তখন সে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে কোন সময়
হইতে সে সুস্থ হইতে লাগিল তাহারা বলিল কল্য দুই
প্রহর আড়াই দণ্ডের সময়ে জ্বর তাহাকে ছাড়িয়া
৫৩ দিল। অতএব পিতা জানিল সেই দণ্ডেই য়িশু
তাহাকে বলিয়া ছিলেন তোমার পুত্র বাঁচিল এবং
৫৪ আপনি স্বপরিবার শুদ্ধা বিশ্বাস করিল। য়িশু য়িহুদা
দেশ হইতে গালিলিতে আসিয়া যে আশ্চর্য্য করিলেন
তাহার দ্বিতীয় এই——

পঞ্চম অধ্যায়

ইহার পরে য়িহূদীয়দের এক পর্ব্ব ছিল তাহাতে য়িশু
২ য়িরোশলমে গেলেন। য়িরোশলমের মেষবাজারের
নিকটে পাঁচ ঘাটী একটা পুষ্করিণী আছে তাহার নাম
৩ এব্রী ভাষাতে বীতথেসদা। সেই ঘাটে জলের লড়ন
অপেক্ষাতে অন্ধ খোঁড়া ক্ষীণাদি বিস্তর অবশ লোকেরা
৪ থাকে। সে কি জন্য না নিরূপিত সময়ে এক স্বর্গদূত
সে পুষ্করিণীতে নামিয়া জল লড়াইতেন জল লড়নের
পরে যে কেহ প্রথমে নামিয়া জলে প্রবেশ করে সে সুস্থ
৫ হয় তাহার কোন রোগ হয় না কেন। সেখানে এক
জন ছিল যাহার একটা রোগ আটত্রিশ বৎসরাবধি
৬ হইয়াছে। যখন য়িশু তাহাকে শয়নে দেখিলেন
তাহার এই মত বহুকালের গতিক জানিয়া তাহাকে
৭ কহিলেন তুমি নাকি সুস্থ হইতে চাহ। সে অবশ
মানুষ উত্তর দিল মহাশয় জল যখন হেলে তখন
আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইতে আমার স্থানে কেহ
নাই কিন্তু আমি যাইতেং অন্য কেহ আমার অগ্রে
৮ গিয়া নামে। য়িশু তাহাকে কহিলেন উঠ তোমার
৯ শয্যা লইয়া হাঁটিয়া যাও। এবং সে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ
সুস্থ হইল ও আপন শয্যা লইয়া হাঁটিতে লাগিল কিন্তু
১০ সেই দিবস বিশ্রামবার ছিল। অতএব য়িহূদীরা সে
সুস্থ হওয়া মনুষ্যকে কহিলেক বিশ্রামবার আছে

১১ তোমার শয্যা লইয়া যাইতে কর্ত্তব্য নহে। সে উত্তর করিল আমাকে যিনি সুস্থ করিলেন তিনি আমাকে বলিলেন যে তোমার শয্যা উঠাইয়া লইয়া চল।
১২ তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার শয্যা উঠাইয়া লইয়া চল এ কথা কোন মনুষ্য তোমাকে
১৩ কহিল। কিন্তু সে কেটা ছিল ঐ সুস্থ হওয়া ব্যক্তি জানিল না কেননা ঐ স্থানে লোকের ঘটা হওয়াতে য়িশু আপনাকে গুপ্ত করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।
১৪ তদনন্তরে য়িশু তাহার সাক্ষাৎ মন্দিরে পাইলেন এবং তাহাকে কহিলেন দেখ তুমি সুস্থ হইয়াছ আরবার পাপ করিও না যে কি জানি তোমাকে ইহা হইতে
১৫ মন্দতর কোন আপদ বা ঘটে। সে মনুষ্য প্রস্থান করিয়া য়িহুদীরদিগকে কহিয়াদিল যে য়িশু আমাকে
১৬ আরোগ্য করিলেন। অতএব য়িশু একর্ম্ম বিশ্রামবারে করিয়াছিলেন ইহার কারণ য়িহুদীরা তাঁহাকে তাড়না
১৭ করিল এবং বধ করিতে অনুসন্ধান করিলেক। কিন্তু য়িশু তাহারদিগকে উত্তর দিলেন যে আমার পিতা
১৮ অদ্যাপি কার্য্য করেন এবং আমিও করি। অতএব য়িহুদীরা তাঁহাকে সংহার করিতে ততোধিক চেষ্টা পাইলেক যে তিনি কেবল বিশ্রামবারের লঙ্ঘন করিয়াছিলেন না কিন্তু ঈশ্বর আমার পিতা বলিয়া তিনি
১৯ আপনাকে ঈশ্বরের সমতুল্যও দেখাইলেন। তখন য়িশু

উত্তর করিয়া কহিলেন সত্য২ আমি বলি তোমার দিগকে পিতার ক্রিয়া যাহা দেখে তদ্ব্যতিরেকে পুত্র আপনা হইতে কিছু করিতে পারিবেক না পিতা যে
২০ কিছু করেণ তাহাই পুত্রও করেণ। কেননা পুত্রে পিতার স্নেহ আছে এবং আপনি যাহা করেণ তাহাকে সমস্ত দেখান এবং এ কার্য্য হইতে আর বড় কর্ম্ম
২১ দেখাইবেন যেন তোমারদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। কেননা পিতা যেমৎ মৃতেরদিগকে উঠান ও জীবান সেই মত
২২ পুত্র ও যাহাকে ইচ্ছা করে তাহাকে জীবায়। বরং পিতা কোন মনুষ্যের বিচার করেণ না কিন্তু সকল বিচার
২৩ পুত্রের স্থানে সোঁপিয়া দিয়াছেন। তাহাতে সকল লোক যেমত পিতাকে সম্ভ্রম করে সেইমত পুত্রকেও সম্ভ্রম করে যে ব্যক্তি পুত্রের সম্ভ্রম করে না সে তাহার
২৪ প্রেরণ কর্ত্তা পিতারও সম্ভ্রম করে না। সত্য২ আমি কহি তোমারদিগকে আমার কথা যে শুনে এবং আমাকে যিনি প্রেরণ করিলেন তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয় এবং দণ্ডপাত্র হইবে না কিন্তু মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবনে প্রবিষ্ট
২৫ হইয়াছে। সত্য২ আমি বলি তোমারদিগকে সময় আসিতেছে এবং সম্প্রতিও আছে যখন মৃত লোকেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে ও যাহারা শুনে তাহারা
২৬ জীবমান হইবে। কেননা যেমৎ পিতা স্বয়ং জীবি আছেন

২৭ সেই মত পুত্রকেও স্বয়ংজীবি হইতে দিয়াছেন। এবং তিনি মনুষ্যের পুত্র হওয়াতে তাঁহাকে বিচার সাধিবার
২৮ শক্তিও দিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ভাবিও না সময় আসিতেছে যাহাতে কবরস্থ সকলেরাই তাঁহার রব
২৯ শুনিবে। এবং বাহিরে আসিবে সুক্রিয়া কারিরা জীবনার্থ পুনরুত্থানে এবং কুক্রিয়া কর্ত্তা দণ্ডার্থ পুন
৩০ রুত্থানে। আমি আপনা হইতে কিছু করিতে পারিব না যে মত শুনি সেই মত বিচার করি এবং আমার বিচার প্রকৃত কেননা আমি আপন ইচ্ছার অনুসন্ধান করি না কিন্তু পিতা যিনি আমাকে পাঠাইলেন
৩১ তাঁহার ইচ্ছা। যদি আপন বিষয়ে সাক্ষী দি
৩২ তবে আমার সাক্ষী সত্য নহে। আর একটা আছেন যিনি আমার জন্যে সাক্ষী দিতেছেন এবং তিনি যে প্রমাণে আমার সাক্ষী দেন সেই প্রমাণ সত্য আমি
৩৩ জানি। তোমরা য়োহনের ঠাঁই পাঠাইয়া ছিলা এবং
৩৪ সেও সত্যের প্রতি প্রমাণ দিয়াছে। কিন্তু আমি মনুষ্যের স্থানে সাক্ষী লই না কিন্তু আমি একথা কহি
৩৫ যেন তোমারুদের পরিত্রাণ হয়। সেই একটা প্রজ্বলিত ও তেজস্কর দীপক ছিল এবং তোমরা কতক্ষণে তাহার
৩৬ দীপ্তিতে আহ্লাদ করিতে নিবিষ্ট ছিলা। কিন্তু য়োহনের প্রমাণ হইতে আমার আর বড় প্রমাণ আছে কেননা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার কারণ পিতা আমাকে

দিয়াছেন সেই যে আমার কৃত কার্য্যই আমার বিষয়ে প্রমাণ দেয় যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
৩৭ এবং পিতা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আপনি আমার বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন তাঁহার রব তোমরা কখন শুনহ নাই ও তাঁহার মূর্ত্তি দেখহ নাই।
৩৮ এবং তাঁহার কথা তোমারদের অন্তঃকরণে স্থিত হয় না কেননা যাহাকে তিনি পাঠাইয়াছেন তাহাকে
৩৯ তোমরা প্রত্যয় কর না। গ্রন্থ সকল বিচার কর কেননা তাহাতে তোমরা আপনারদের অনন্ত জীবন লাভ অনুভব করহ এব সেই সে আমার জন্য প্রমাণ দেয়।
৪০ কিন্তু তোমরা জীবন প্রাপ্ত্যর্থে আমার নিকটে আসিতে
৪১ চাহ না। আমি মনুষ্যেরদের স্থানে মর্য্যাদা লই না।
৪২ কিন্তু আমি তোমারদিগকে জানি যে তোমারদের মধ্যে
৪৩ ঈশ্বরের প্রেম নাই। আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি তাহাতে তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না অন্যে যদি আপনার নামে আইসে তবে তাহাকে
৪৪ তোমরা গ্রহণ করিবা। তোমরা জনে২ পরস্পর মর্য্যাদা পাইয়া এবং যে মর্য্যাদা কেবল ঈশ্বর হইতে আইসে তাহার চেষ্টা না করিয়া কি রূপে বিশ্বাস
৪৫ করিবা। আমি যে পিতার স্থানে তোমারদের অপবাদ করিব এমন ভাবিও না তোমারদের অপবাদক এক জন আছে সে মুশাই যাহাতে তোমরা বিশ্বাস করহ।

৪৬ কিন্তু তাহাকে যদি বিশ্বাস করিতা তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতা কিজন্য না সে আমার বিষয়ে লিখিল।
৪৭ কিন্তু যদি তাহার কথায় তোমরা প্রত্যয় না কর তবে আমার কথা কিরূপে প্রত্যয় করিবা

ষষ্ঠ অধ্যায়

এ সকল কথার পরে য়িশু গালিলির সাগর পার
২ হইলেন সে তিবেরী সাগর আছে। এবং ব্যাধি লোকের উপর যে আশ্চর্য্য তিনি করিয়াছিলেন তাহা
৩ দেখিয়া বড় লোকারণ্য তাঁহার পশ্চাৎ গেল। পরে য়িশু পর্ব্বতের উপর গমন করিয়া আপন শিষ্যেরদের
৪ সহিত তথায় বসিলেন। এবং পেশাক্ষ নামে য়িহুদী
৫ লোকের একটা পর্ব্ব সন্নিকট হইল। অতএব য়িশু চক্ষু উঠাইয়া মহা লোকারণ্য আপন নিকটে আসিতে দেখিয়া ফিলিপকে কহিতেছেন ইহারদের ভোজন
৬ কারণ আমরা কোথা হইতে রুটী কিনিব। কিন্তু ইহা তিনি কহিলেন তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে কেননা আপনি যে কর্ম্ম করিতে স্থির করিয়াছিলেন তাহা
৭ তিনি জানিলেন। ফিলিপ উত্তর দিলেন যে ইহারদের কারণ যদিতু প্রত্যেক জন কিঞ্চিত২ লয় তবু এক শত
৮ কাহনের রুটী হইলেও প্রতুল হইবেক না। তাঁহার এক জন শিষ্য আন্দ্রু শীমন পিতরের ভাই বলিল।
৯ এক ছেঙ্গড়া এখানে আছে তাহার স্থানে পাঁচটা যবের

রুটী এবং দুইটা ছোট মৎস্য আছে কিন্তু এত লোকের
১০ মধ্যে ইহাতে কি হইবে। পরে য়িশু কহিলেন মনুষ্যের
দিগকে বসাইয়া দেও সেস্থানে বিস্তর ঘাস ছিল।
১১ অতএব সে পুরুষেরা ভূমিতে বসিল তাহারদের গণনা
ন্যূনাতিরেক সহস্র পাঁচেক জন ছিল তাহার পরে য়িশু
সেই রুটী লইলেন এবং স্তব করিয়া শিষ্যেরদিগকে
বাঁটিয়া দিলেন এবং শিষ্যেরা সেই উপবিষ্ট লোকের
দিগকে বণ্টন করিলেক এবং মৎস্যও যত তাহারা
১২ ইচ্ছা করিল। পরে তাহারদের উদর পূর্ণ হইলে তিনি
আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন অবশিষ্ট বক্রী গুঁড়া
গাঁড়া সকল কুড়াইয়া একত্র কর যেন কিছু ক্ষতি না
১৩ হয়। অতএব তাহারা সমস্ত একত্র করিল এবং সে
পাঁচ যবরুটীর গুঁড়া গাঁড়া সেই ভুক্তলোকের ভোজন
পরে যে উদ্বর্ত্ত থাকিল তাহা দিয়া দ্বাদশ ডালা পূর্ণ
১৪ করিল। অতএব সে মনুষ্যেরা যখন য়িশুর এই কৃত
আশ্চর্য্য দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে
অবশ্য ইনি সেই ভবিষ্যদ্বক্তা যাহার জগতে
১৫ আসিবার অপেক্ষা ছিল। অতএব য়িশু যখন
দেখিলেন যে তাহারা আপনাকে ধরিয়া লইয়া রাজা
করিতে উদ্যত আছে তখন তিনি পুনরায় একাকী
১৬ হইয়া পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে অস্তকাল হইলে
১৭ তাঁহার শিষ্যেরা সমুদ্রে যাইয়া উত্তরিল। এবং নৌকায়

চড়িয়া কফরনহুমের দিগে পার যাইতে লাগিল ইহাতে অন্ধকার হইল এবং য়িশু তাহারদের নিকট তখন
১৮ আইসেন নাই। পরে মহা বাতাস হইলে সমুদ্রের ঢেউ
১৯ উঠিতে লাগিল। এমৎ ক্রোশ ডেড়েক দুই ক্রোশ কিনারা হইতে বাহিয়া গেলে তাহারা য়িশুকে সমুদ্রের উপর হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতে দেখিয়া শঙ্কিত
২০ হইল। কিন্তু তিনি কহিলেন আমি আছি ভয়
২১ করিও না। তখন তাহারা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নৌকায় চড়াইয়া লইল এবং যে ভূমিতে তাহারা যাইতে ছিল সেই ভূমিতে নৌকা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল।
২২ পর দিবসে যে লোক সমুদ্রের এপারে থাকিল সে যখন দেখিল যে তথাতে আর কোন নৌকা নাই তাহা ব্যতিরেক যাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা চড়িয়াছিল এবং যে য়িশু আপন শিষ্যেরদের সঙ্গে নৌকাতে যান নাই
২৩ কিন্তু কেবল তাঁহার শিষ্যেরা গিয়াছিল। তত্রাপি প্রভুর স্তব করণ পরে যেখানে তাহারা রুটী খাইয়াছিল সে স্থানের সমীপে আর২ নৌকা তিবেরী হইতে
২৪ আসিয়াছে। অতএব সে লোকেরা যখন দেখিল যে য়িশু আপনি সেখানে নাই এবং তাঁহার শিষ্যেরাও নাই তাহারাও নৌকাতে চড়িয়া য়িশুর অন্বেষণে
২৫ কফরনহুমে গেল। এবং সমুদ্রের অন্য পারে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে হে রাব্বি

২৬ আপনি এখানে কখন আইলেন। য়িশু তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সত্য২ আমি কহি তোমার দিগকে তোমরা ঐ আশ্চর্য্য দেখাতে আমার অন্বেষণ করহ না কিন্তু রুটী খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলা ইহার
২৭ জন্য। অনিত্য ভক্ষ্যের কারণ শ্রম করিও না কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্তজীবনাবধি থাকে তাহার জন্যে তাহা মনুষ্যের পুত্র তোমারদিগকে দিবে কেননা ঈশ্বর পিতা তাহার উপর আপন মুদ্রার ছাপ দিয়াছেন।
২৮ তখন তাহারা কহিল ঈশ্বরের কর্ম্ম যেন করিতে পারি
২৯ এমত আমরা কি করিব। য়িশু প্রত্যুত্তর দিয়া তাহার দিগকে কহিলেন ঈশ্বরের কর্ম্ম এই যাহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন তাহার উপর তোমারদের বিশ্বাস
৩০ করা। অতএব তাহারা কহিল তবে কি চিহ্ন দেখাইতেছ যে তাহা দেখিয়া আমরা প্রত্যয় করিব
৩১ তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ। আমারদের পিতৃলোক মহা প্রান্তরে মান্ন খাইতে পাইল যেমত লিপি আছে তিনি স্বর্গ হইতেই তাহারদিগকে রুটী খাওয়াইয়া দিলেন।
৩২ তখন য়িশু বলিলেন সত্য২ আমি কহি তোমারদিগকে মূশা সে রুটী তোমারদিগকে স্বর্গ হইতে দিল না কিন্তু আমার পিতা স্বর্গ হইতে তোমারদিগকে প্রকৃত রুটী
৩৩ দেন। কেননা সেই ঈশ্বরের রুটী যে স্বর্গ হইতে
৩৪ নামিয়া জগৎ কে জীবন দেন। তখন তাহারা কহিল

৩৫ হে প্রভো এই রুটী আমারদিগকে নিত্য দিউন। য়িশু তাহারদিগকে বলিলেন আমিই জীবনের রুটী আমার স্থানে যে কেহ আইসে সে ক্ষুধার্ত্ত কখন হইবে না এবং আমার উপর যে কেহ বিশ্বাস রাখে সে তৃষিত
৩৬ কদাচ হইবে না। কিন্তু আমি কহিয়াছি যে তোমরা
৩৭ আমাকে দেখিয়াও বিশ্বাস কর না। পিতা যে সকল আমাকে দেন সে সকল আমার স্থানে আসিবেই এবং যে কেহ আমার স্থানে আইসে তাহাকে আমি
৩৮ কোন ক্রমে ত্যাগ করিব না। কেননা আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আইলাম না
৩৯ কিন্তু আমার প্রেরণ কর্ত্তার ইচ্ছা। এবং আমার পিতা যিনি আমাকে পাঠাইলেন তাঁহার ইচ্ছা এই যে সকল তিনি আমাকে দিয়াছেন তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি না হয় কিন্তু শেষ দিনে আমি তাহাকে
৪০ যেন আরবার উঠাই। এবং আমাকে যিনি প্রেরণ করিলেন তাঁহার ইচ্ছাও এই প্রত্যেক জন যে পুত্রকে দেখে ও বিশ্বাস করে তাহার অনন্ত জীবন প্রাপ্তি যেন হয় এবং শেষ দিনে আমি তাহাকে পুনশ্চ উঠাইব।
৪১ তবে য়িহুদীরা তাঁহার প্রতি কচং করিতে লাগিল যে তিনি কহিয়াছিলেন আমি সে রুটী যে স্বর্গ হইতে
৪২ আইল। এবং তাহারা বলিতে লাগিল এইতো য়ুশফের পুত্র য়িশু না কি যাহার পিতা মাতাকে

আমরা জানি তবে কেমন করিয়া বলিতেছে যে আমি
৪৩ স্বর্গ হইতে নামিয়া আইলাম। অতএব য়িশু উত্তর
করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন আপনারদের মধ্যে
৪৪ কচং করিওনা। আমার পেুরণ কর্ত্তা পিতা হইতে
আকর্ষিত না হইলে কোন মনুষ্য আমার স্থানে
আসিতে পারিবেক না এবং সেই জনকে আমি শেষ
৪৫ দিনে উঠাইয়া দিব। ভবিষ্যদ্বক্তার গুন্থে লেখা
আছে যে তাহারা সকলেই ঈশ্বরে শিক্ষিত হইবে
অতএব পুতি মনুষ্য যে পিতার স্থানে শ্রুতি করিয়াছে
ও শিক্ষিত হইয়াছে সে আমার কাছে আইসে।
৪৬ এমন যে কোন মানুষ পিতাকে দেখিয়াছে তাহা নয়
সেই ব্যতিরেক যিনি ঈশ্বর হইতে আছেন তিনিই
৪৭ পিতাকে দেখিয়াছেন। সত্যং আমি বলি তোমার
দিগকে আমাতে যে পুত্যয় করে তাহার অনন্ত জীবন
৪৮। ৪৯ আছে। আমিই সেই জীবনের রুটী। তোমারদের
৫০ পিতৃরা মহাপ্রান্তরে মান্ন খাইয়া মরিয়াছে। এই
সে রুটী স্বর্গ হইতে আইসে যে তাহা খাইলে মনুষ্য
৫১ মরে না। আমি জীবনীয় রুটী যে স্বর্গ হইতে আইল
এ রুটী কোন মনুষ্য যদি খায় তবে সে নিত্য জীবী
হইবে এবং যে রুটী আমি দিব সে আমার মাংস
যাহা আমি জগতের জীবন হেতু পুদান করিব।
৫২ ইহাতে য়িহুদীরা পরস্পর বচসা করিয়া কহিতে

লাগিল এ মানুষ আপন মাংস আমারদিগের খাইবার
৫৩ জন্য কিরূপে দিবে। তখন য়িশু তাহারদিগকে
কহিলেন মনুষ্য পুত্রের মাংস না খাইলে এবং তাহার
রক্ত না পিয়িলেও তোমারদের অন্তরে জীবন নাই।
৫৪ যে কেহ আমার মাংস খায় এবং আমার রক্ত পান
করে তাহার অনন্ত জীবন আছে এবং শেষ দিনে
৫৫ আমি তাহাকে উঠাইয়া দিব। কেননা আমার মাংস
নিতান্ত খাদ্য এবং আমার রক্ত নিতান্ত পেয়।
৫৬ যে আমার মাংস ভোজন করে এবং আমার রক্ত পান
করে সেই আমাতে বর্ত্তিতেছে এবং আমি তাহাতে।
৫৭ যেমত জীবমান পিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং
আমি পিতা হইতে জীয়ি সেই মত আমাকে যে খায়
৫৮ সেই আমা হইতে জীয়িবে। এই সে রুটী যে স্বর্গ
হইতে নামিয়া আইল যেমত তোমারদের পিতরা মান্ন
খাইয়া মরিল সেই মত নহে এই রুটী যে খায় সে
৫৯ নিত্য জীবী হইবে। এ কথা তিনি শিনগগের মধ্যে
কহিলেন যাবৎ কফরনাহূমে শিক্ষাইতেছিলেন।
৬০ অতএব তাঁহার অনেক শিষ্য ইহাই শুনিয়া কহিতে
লাগিল যে এইতো কঠিন কথা তাহা কেটা শুনিতে
৬১ পারে। য়িশু আপন শিষ্যেরদের এ বিষয়ের কচকচি
অন্তর্জ্ঞাত হইয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা
৬২ ইহাতে না কি ঠেষ খাইলা। তবে কি আপন পূর্ব্ব

স্থানে যাইতে যদিস্যাৎ মনুষ্য পুত্রের উর্দ্ধগমন দেখিবা।
৬৩ আত্মাই জীবাইতেছে মাংসেতে কিছু ফল নাই আমি যে কথা তোমারদিগকে কহি সে আত্মা এবং জীবন।
৬৪ কিন্তু তোমারদের কতেক জন আছে যে প্রত্যয় করে না কেননা য়িশু প্রথমাবধি জানিলেন কে২ অবিশ্বাস
৬৫ করিল এবং কেটা তাঁহার বিশ্বাস ঘাতক হইবে। পরে তিনি বলিলেন এপ্রযুক্ত আমি কহিলাম যে আমার পিতার দেওয়া ব্যতিরেকে কোন মনুষ্য আমার স্থানে
৬৬ আসিতে পারিবেক না। সে অবধি তাঁহার অনেক শিষ্য ফিরিয়া গেল এবং তাঁহার সমিভ্যারে আর গতি
৬৭ করিল না। তখন য়িশু দ্বাদশটারদিগকে কহিলেন কি
৬৮ তোমরাও যাইবা। তবে শীমন পিতর উত্তর করিল হে প্রভো আমরা কাহার স্থানে যাইব অনন্ত জীবনের
৬৯ কথা তোমার স্থানে। এবং আমরা প্রত্যয় করি ও নিশ্চয় জানি যে তুমি খ্রীষ্ট জীবমান ঈশ্বরের পুত্র।
৭০ য়িশু তাহারদিগকে প্রত্যুত্তর দিলেন আমি তোমা দ্বাদশজনেরদিগকে বাছিয়া লইলাম কি না কিন্তু
৭১ তোমারদের মধ্যে এক জন আছে শয়তান। তিনি শীমনের পুত্র য়িহোদা স্খারিওটার বিষয়ে একথা কহিলেন কেননা সেই দ্বাদশের এক জন হইয়া তাঁহাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিবে——

ইহার পরে য়িশু গালিলির মধ্যে ভ্রমিতে লাগিলেন এবং য়িহুদা দেশে ভ্রমিতে চাহিলেন না কেননা য়িহুদীরা
২ তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। ইহাতে য়িহুদীর
৩ দের তাম্বুপর্ব্ব উপস্থিত হইল। অতএব তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কহিলেক এখান হইতে প্রস্থান করিয়া য়িহুদা দেশে যাও যেন তোমার শিষ্যেরাও
৪ তোমার ক্রিয়া দেখে। কেননা আপনি প্রকাশ মতে বিদিত হইতে চাহিলে কোন মানুষ গোপনে কিছু করে না তুমি যদি এ কার্য্য করহ তবে জগৎ প্রতি আপনাকে
৫ দেখাইয়া দেও। কেননা তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাকে
৬ বিশ্বাস করিল না। তখন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন আমার সময় এখন আইসে নাই কিন্তু তোমারদের
৭ সময় সতত উপস্থিত। জগৎসংসার তোমারদিগকে মন্দ বাসিতে পারে না কিন্তু আমাকে মন্দবাসে কেননা
৮ আমি প্রমাণ দিতেছি যে তাহার ক্রিয়া মন্দ। তোমরা এ পর্ব্বে যাও আমি এখনি এ পর্ব্বে যাই না কেননা
৯ আমার সময় অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাহার
১০ দিগকে একথা কহিয়া গালিলিতে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতারা যখন গিয়াছিল তখন তিনিও পর্ব্বেতে গমন করিলেন ব্যক্ত রূপে নহে কিন্তু গোপন রূপে।
১১ পরে য়িহুদীরা সে পর্ব্বে তাঁহার উদ্দেশ করিতে লাগিল
১২ এবং বলিল সে কোথায় আছে। এবং তাঁহার বিষয়ে

লোকেরদের বিস্তর বচসা হইতে লাগিল কেহ বলিল
সে ভাল মনুষ্য আর কেহ বলিল যে না কিন্তু লোকের
১৩ দিগকে ভুলাইতেছে। তত্রাপি য়িহুদীরদের ভয়েতে
কোন মনুষ্য তাঁহার বিষয়ে স্পষ্ট কথা কহিল না।
১৪ ইহাতে পর্ব্বের মধ্য কালে য়িশু মন্দিরে গিয়া শিক্ষাইতে
১৫ লাগিলেন। তাহাতে য়িহুদীরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া
বলিতে লাগিল এ মনুষ্য অভ্যাস না করিয়া লেখা পড়া
১৬ কি রূপে জানে। য়িশু উত্তর করিয়া তাহারদিগকে
কহিলেন আমার শিক্ষা আমার আপনার নহে কিন্তু
১৭ আমাকে যিনি পাঠাইলেন তাঁহারি। কোন মনুষ্য যদি
তাঁহার অনুমতি পালন করিতে ইচ্ছা করে তবে সে
জানিবে এ শিক্ষার বিষয় কি তাহা ঈশ্বর হইতে
১৮ কিম্বা আমি আপনা হইতে কহি। যে আপনা হইতে
কহে সে আপনার গৌরব চেষ্টা করে কিন্তু যে আপন
প্রেরণ কর্ত্তার গৌরবে চেষ্টিত আছে সেই জন
১৯ প্রাকৃতার্থিক এবং তাহাতে কিছু অযাথার্থ্য নাই। মূশা
তোমারদিগকে ব্যবস্থাগ্রন্থ দিয়াছেন কি না তথাপিও
তোমারদের মধ্যে কেহ ব্যবস্থা পালন করে না আমাকে
বধ করিতে তোমরা কেন অনুসন্ধান করিতেছ।
২০ লোকেরা উত্তর দিয়া কহিল তুমি ভূতগ্রস্ত কে তোমাকে
২১ বধ করিতে অনুসন্ধান করে। য়িশু প্রত্যুত্তর দিয়া তাহার
দিগকে কহিলেন আমি এক কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে

২২ তোমারদের অসম্ভব জ্ঞান হইল। মুশা তোমার
দিগকে সুনতের বিধান দিলেন (তাহা মুশা হইতে
হইয়াছিল সে নয় কিন্তু পিতৃলোক হইতে) তাহাতে
২৩ তোমরা বিশ্রামবারে মনুষ্যের সুনত করহ। অতএব
যদি মুশার ব্যবস্থার লঙ্ঘন না হইতে মনুষ্যের সুনত
বিশ্রামবারে হয় তবে কি ইহাতে তোমরা আমার
উপর ক্রুদ্ধ হও যে আমি বিশ্রামবারে এক মনুষ্যকে
২৪ সর্ব্বাঙ্গে সুস্থ করিয়া দিয়াছি। দেখাক্রমে বিচার করিও
২৫ না কিন্তু প্রকৃতার্থ বিচার কর। তখন য়িরোশলমের
কতেক জ নরা বলিতে লাগিল যে উহারা যাহাকে বধ
২৬ করিতে চেষ্টা করে এ কি সেই নহে। কিন্তু দেখ সে
সাহস কথা কহিতেছে তথাপি তাহারা তাঁহাকে কিছু
বলে না কি আমারদের প্রধানেরা নিশ্চিত জানে যে
২৭ ইনি খ্রীষ্ট নিতান্ত। কিন্তু এ মনুষ্যকে আমরা জানি সে
কোথা হইতে আসিয়াছে কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আসিবেন
তখন কেহ জানিতে পারিবেন না যে তিনি কোথা হইতে
২৮ আইসেন। তখন য়িশু মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতে২
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন তোমরা আমাকেও জান এবং কোথা
হইতে আইলাম তাহাও জান কিন্তু আমি আপনা হইতে
আসি নাই এবং আমাকে যিনি পাঠাইলেন তিনি সত্য
২৯ তিনি তোমারদের স্থানে অজ্ঞান। কিন্তু আমি তাঁহাকে
জানি কেননা আমি তাঁহা হইতে আছি এবং তিনি

৩০ আমাকে প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহাকে ধরিতে তাহারা উদ্যত হইল কিন্তু তাঁহার সময় তখন উপস্থিত
৩১ না হইলে কোন মনুষ্য তাঁহার উপর হাত দিল না। এবং লোকের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে প্রত্যয় করিল ও বলিল খ্রীষ্ট যখন আসিবেন তখন কি এই মনুষ্যের আশ্চর্য্য
৩২ ক্রিয়া হইতে মহৎ আশ্চর্য্য করিবেন। ফারসীরা শুনিল যে লোক সকল তাঁহার বিষয়ে এমৎ কথা কহে অতএব তাহারা ও প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে
৩৩ পেয়াদাগণেরদিগকে পাঠাইয়া দিলেক। তখন য়িশু তাহারদিগকে বলিলেন এখন কিঞ্চিৎ কাল আমি তোমারদের সহিৎ আছি তৎপরে আমি আপন
৩৪ প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাই। তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবা কিন্তু আমার উদ্দেশ পাইবা না এবং আমি যেখানে থাকি সেখানে তোমরা যাইতে পারিবা না।
৩৫ তখন য়িহুদীরা পরস্পর বলিতে লাগিল সে কোথায় যাইবে যে আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না সে কি পর দেশাশ্রিত ছড়ানেরদের নিকট যাইয়া পর দেশির
৩৬ দিগকে শিক্ষাইবে। এ কি কথা কহিতেছে তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবা কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না এবং যেখানে আমি থাকি সেখানে তোমরা আসিতে পারিবা
৩৭ না। শেষ দিবসে পর্ব্বের মহাদিবস য়িশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন কোন মনুষ্য যদি তৃষিত

৩৮ হয় সে আমার স্থানে আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে ধর্ম্মগ্রন্থে যেমত বলে তাহার
৩৯ উদর হইতে অমৃতজলের নদী বহিবে। কিন্তু ইহা তিনি কহিলেন সে আত্মার বিষয় যে তাঁহার বিশ্বাসকেরা পাইবে কেননা য়িশুর মহিমা প্রকাশ তখন সিদ্ধ হয় নাই এ জন্য ধর্ম্মাত্মা তাবৎ দেওয়া
৪০ যায়নাই। অতএব লোকেরা এ কথা শুনিয়া অনেকে
৪১ কহিলেক এই নিশ্চিত সেই ভবিষ্যদ্বক্তা। অন্যে বলিল এই খ্রীষ্ট বটে কিন্তু কেহ বলিল খ্রীষ্ট কি গালিলি
৪২ হইতে আসিবে। ধর্ম্মগ্রন্থে কহে কি না যে দাউদের বীর্য্য এবং দাউদের জন্মস্থান বীতলহম নগর হইতে
৪৩ খ্রীষ্ট আসিবেন। অতএব তাঁহার বিষয়ে লোকের
৪৪ মধ্যে ভিন্নবাক্যতা হইল। এবং কতেক তাঁহাকে ধরিতে
৪৫ চাহিল কিন্তু কোন জন তাঁহার উপর হাত দিল না। পরে পেয়াদাগণ প্রধান যাজক এবং ফারসীরদের স্থানে ফিরিল তাহাতে তাহারা কহিলেক তাহাকে তোরা
৪৬ কেন আনিলি না। পেয়াদারা উত্তর দিল যে এই মনুষ্য যেমৎ কথা কহেন এমৎ কথা কোন মনুষ্য
৪৭ কখন কহে নাই। তখন ফারসীরা প্রত্যুত্তর
৪৮ করিলেক কি তোরাও ভ্রান্ত হইলি। কোন অধ্যক্ষ্য কিম্বা ফারসী বা কি তাহার উপর বিশ্বাস করিয়াছে।
৪৯ কিন্তু এই যে ব্যবস্থা অবিজ্ঞ লোক তাহারা শাপগ্রস্থ।

৫০ নিকদেমস তাহারদের এক জন সেই যে রাত্রি কালে য়িশুর নিকটে গিয়াছিল সে তাহারদিগকে কহিতে ৫১ লাগিল। তাহার কথা না শুনিলে এবং তাহার ক্রিয়া না জানিলে কি আমারদের ব্যবস্থা কোন মনুষ্যের দোষ ৫২ বর্ত্তায়। তাহারা পুত্যুত্তর দিয়া তাহাকে বলিল কি তুমিও গালিলী বট তত্ত্ব করিয়া দেখ যে গালিলি হইতে ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হয় না অতঃ পরে পুতি জন আপন২ বাটীতে চলিয়া গেল

অষ্টম অধ্যায়

য়িশু জিত বৃক্ষ পর্ব্বতে গমন করিলেন। এবং রাত্রি পুভাতে তিনি পুনরায় মন্দিরে আইলেন পরে লোক সকল তাঁহার নিকট আইলে তিনি বসিয়া তাহার ৩ দিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন। তৎপরে অধ্যাপকেরা ও ফারসীরা ব্যভিচার ক্রিয়ায় ধৃত এক জন স্ত্রীকে তাঁহার কাছে আনিল এবং মধ্যখানে রাখিয়া তাঁহাকে ৪ কহিতে লাগিল। হে গুরো এই স্ত্রীলোক ব্যভিচার কর্ম্মে ৫ পুত্যক্ষ ক্রিয়াতেই ধরা গেল। ইহাতে মুশা ব্যবস্থাগ্রন্থে আমারদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন যে এমৎ লোককে পুস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে হয় কিন্তু তুমি কি ৬ কহিতেছ। ইহাই তাঁহার পরীক্ষা ভাবে তাহারা কহিল যেন তাঁহার অপবাদ করিতে কিছু ছিদ্র পায় কিন্তু য়িশু আপন শরীর নোঁয়াইয়া অঙ্গুলী দিয়া

৭ ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। পরে তাহারদের পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি গা তুলিয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের মধ্যে যে জন নিষ্পাপী সেই
৮ প্রথমে তাহার উপর প্রস্তর ফেলিয়া দিউক্। পরে তিনি পুনর্ব্বার আপন শরীর নোঁয়াইয়া ভূমিতে
৯ লিখিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া আপন অন্তঃকরণে প্রবোধ পাইয়া তাহারা বৃদ্ধ জন আরম্ভ করিয়া একে ২ শেষ জন পর্য্যন্তই বাহিরে গেল তাহাতে য়িশু এবং সে স্ত্রীলোক মধ্যখানে দাণ্ডায়মান একাকী থাকিলেন।
১০ পরে য়িশু গা তুলিয়া সে স্ত্রী ব্যতিরেক কাহাকে না দেখিয়া তিনি কহিলেন হে নারি তোমার অপবাদকেরা কোথায় কি তোমার দোষ কেহ নিশ্চয় করে নাই।
১১ সে কহিল কেহ না মহাশয় য়িশু তাহাকে কহিলেন
১২ আমিও করি না যাও আরবার পাপ করি ও না। পরে য়িশু ইহারদিগকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন আমি জগতের দীপক আমার পশ্চাৎবর্ত্তী যে সে অন্ধকারে গমন করিবে না কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবেক অতএব ফারসীরা তাঁহাকে কহিল তুমি আপনার সাক্ষী
১৩।১৪ আপনি দেও। তোমার সাক্ষী সত্য নহে। য়িশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহিলেন যদি আমি আপনার সাক্ষী দি তত্রাপি আমার সাক্ষী সত্য কেননা আমি জানি কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইতেছি

কিন্তু তোমরা আমার আগমন কোথা হইতে এবং আমার গমন কোথায় তাহা কহিতে পারিবা না।
১৫ তোমরা শারীরিক বিচার কর২ আমি কাহার বিচার
১৬ করি না। কিন্তু যদি করি তথাপি আমার বিচার সত্য কেননা আমি একাকী নহি কিন্তু আমার প্রেরণ কর্ত্তা
১৭ পিতা তিনি ও আমি দুই আছি। তোমারদের ব্যবস্থায় লেখা আছে যে দুই জনের সাক্ষী সত্য।
১৮ আপনার প্রমাণ আপনি দিয়া আমি এক সাক্ষী আছি এবং পিতা যিনি আমাকে পাঠাইলেন তিনিও আমার
১৯ জন্য সাক্ষী দেন। তখন তাহারা বলিল তোমার পিতা কোথা আছে য়িশু উত্তর করিলেন তোমরা আমাকেও জান না আমার পিতাকেও জান না আমাকে যদি
২০ জানিতা তবে আমার পিতাকেও জানিতা। এই কথা য়িশু ভাণ্ডারঘরে কহিলেন যাবৎ মন্দিরে শিক্ষাইতে ছিলেন কিন্তু তাঁহার সময় তাবৎ উপস্থিত নহিলে কেহ
২১ তাঁহার উপর হাত দিল না। তখন য়িশু তাহারদিগকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন আমি প্রস্থান করিয়া যাই পরে তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিয়া স্বপাপে মরিবা যেখানে আমি যাই সেখানে তোমরা আসিতে পারিবা
২২ না। তখন য়িহুদীরা বলিল সে কি আপনাকে বধ করিবে তাহাতে কহিতেছে যেখানে আমি যাই
২৩ সেখানে তোমরা আসিতে পারিবা না। তিনি কহিলেন

তাহারদিগকে তোমরা নীচু হইতে আমি উপর হইতে তোমরা এ জগৎ হইতে আমি এ জগৎ হইতে
২৪ নহি। অতএব আমি বলিলাম যে তোমরা স্বপাপে মরিবা কেননা যদি বিশ্বাস নাকর যে আমি সেই তবে তোমরা
২৫ স্বপাপে মরিবাই। তখন তাহারা বলিল তুমি কেবট য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন সেই যাহা আমি পুথমাবধি
২৬ তোমারদিগকে কহিলাম। তোমারদের বিষয়ে আমার অনেক কথা কহিতে ও বিচার করিতে আছে কিন্তু আমাকে যিনি প্রেরণ করিলেন তিনি সত্য এবং তাঁহার স্থানে যাহা শুনিয়াছি তাহা জগৎকে কহিতেছি।
২৭ তাহারা বুঝিল না যে তিনি পিতার পুসঙ্গ তাহারদিগকে
২৮ কহিতেছেন। তখন য়িশু তাহারদিগকে বলিলেন তোমরা যখন মনুষ্যের পুত্রকে ঊর্দ্ধে উঠাইবা তখন জ্ঞাত হইবা যে আমি সেই এবং যে আপনা হইতে আমি কিছু করি না কিন্তু পিতা হইতে শিক্ষিত হইয়া
২৯ আমি এ সকল কহি। এবং আমাকে যিনি পাঠাইলেন তিনি আমার সহিৎ আছেন পিতা আমাকে একাকী ছাড়িয়া দেন নাই কেননা আমি তাঁহার তোষক ক্রিয়া
৩০ সদত করি। যাবৎ একথা কহিতেছিলেন তাবৎ
৩১ অনেকে তাঁহার উপর পুত্যয় করিল। পরে য়িশু আপন বিশ্বাসক য়িহুদীরদিগকে বলিলেন যদি আমার কথায় সাব্যস্ত থাক তবে তোমরা আমার শিষ্য নিতান্ত।

৩২ এবং তোমরা সত্যকে জানিবা ও সত্যটা তোমারদিগকে
৩৩ মুক্ত করিবে। তাহারা উত্তর করিল আমরা আবরহামের
বংশ আমরা কোন লোকের বশতাপন্ন কখন
হই নাই তুমি কেমনে কহ যে তোমরা মুক্ত হইবা।
৩৪ য়িশু প্রত্যুত্তর করিলেন সত্য২ আমি কহি তোমার
দিগকে যে কেহ পাপ করে সে পাপের সেবক আছে।
৩৫ এবং সেবক যে সে বাটীতে সদত থাকে না কিন্তু পুত্র
৩৬ সদত থাকেন। অতএব পুত্র যদি তোমারদিগকে মুক্ত
৩৭ করেণ তবে মুক্ত হইবা নিতান্ত। তোমরা আবরহামের
বংশ তাহা আমি জানি কিন্তু আমার কথা তোমারদের
মধ্যে স্থান পায়না এই জন্য আমাকে মারিয়া ফেলিতে
৩৮ চেষ্টা করহ। আমি যাহা আপন পিতার স্থানে
দেখিয়াছি তাহা কহি এবং তোমরা যাহা তোমারদের
৩৯ পিতার কাছে দেখিয়াছ তাহা তোমরা করহ। তাহারা
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল আবরহাম আমারদের
পিতৃ আছেন য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন যদি
আবরহামের সন্তান হইতা তবে তোমরা আবরহামের
৪০ আচরণ করিতা। কিন্তু আমি এক মনুষ্য যে ঈশ্বরের
স্থানে সত্যটা শ্রুবণ করিয়া তোমারদিগকে কহিয়া
দিয়াছি আমাকেই বধ করিতে তোমরা অনুসন্ধান
৪১ করহ আবরহাম এমৎ করিলেক না। তোমরা
আপনারদের পিতৃকর্ম্ম করিতেছ তখন তাহারা বলিল

আমরা তো বিজন্মা নহি আমারদের এক পিতা আছেন
৪২ তিনি ঈশ্বর। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন যদি ঈশ্বর
তোমারদের পিতা হইতেন তবে আমাকে প্রেম করিতা
কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি
এবং আমি আপনা হইতে আসি নাই কিন্তু তিনি
৪৩ আমাকে পাঠাইলেন। আমার বাণী তোমরা বুঝহ না
কিজন্য না আমার কথা তোমরা শুনিতে পারহ না এই
৪৪ নিমিত্তে। তোমরা আপনারদের পিতৃ শয়তান হইতে
হইয়াছ এবং তোমারদের পিতৃর কামাভিলাষ সকল
পালন করিবাই সে প্রথমাবধি নাশক ছিল এবং
সত্যেতে থাকিল না কেননা তাহাতে সত্যই নাই যখন
মিথ্যা কহে তখন সে আপন আত্ম বিষয়ের কথা
৪৫ কহে কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাজনক। এবং আমি
তোমারদিগকে সত্য কহিতেছি এই নিমিত্তে তোমরা
৪৬ আমাকে প্রত্যয় করহ না। তোমারদের কোন জন
আমার পাপ প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইতে পারে এবং
৪৭ সত্য যদি বলি তবে আমাকে কেন প্রত্যয় কর না। যে
ঈশ্বর হইতে হয় সে ঈশ্বরের কথা শুনে তোমরা ঈশ্বর
৪৮ হইতে নহ এই জন্যে তোমরা শুনহ না। তখন য়িহুদীরা
প্রত্যুত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল আমরা বিহিত কহি
৪৯ কি না যে তুমি শমরণী এবং ভূতগ্রস্ত আছ। য়িশু উত্তর
করিলেন আমি ভূতগ্রস্ত নহি কিন্তু আপন পিতার সম্মান

৫০ করি এবং তোমরা আমার অপমান করহ। আমি আপন গৌরবের অনুসন্ধান করি না একটা আছেন
৫১ যিনি অনুসন্ধান করেণ এবং বিচারও করেণ। সত্য সত্য আমি কহি তোমারদিগকে কোন মনুষ্য যদি আমার কথা পালন করে সে মৃত্যুকে কখন দেখিবে না।
৫২ তখন য়িহুদীরা বলিল এখন আমরা জানি যে তুমি ভূতগ্রস্ত বট আবরহাম এবং ভবিষ্যদ্বক্তারা মরিয়াছে তুমি কহিতেছ যদি কোন মনুষ্য আমার কথা পালন করে সে মৃত্যুর আস্বাদন কখন পাইবেক না।
৫৩ তুমি কি আমারদের পিতৃ আবরহাম হইতে মহৎ তিনিও মরিয়াছেন এবং ভবিষ্যদ্বক্তারাও মরিয়াছেন তুমি আপনাকে কি করিয়া মান। য়িশু প্রত্যুত্তর
৫৪ করিলেন যদি আপনার মর্য্যাদা আপনি করি তবে আমার মর্য্যাদা কিছু নয় আমার পিতা যাহাকে তোমরা আপনারদের ঈশ্বর করিয়া বল তিনিই আমাকে
৫৫ মর্য্যাদা করেণ। তথাপি তাঁহাকে তোমরা জান না কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি এবং তাঁহার কথা পালন করি।
৫৬ তোমারদের পিতৃ আবরহাম আমার সময় দেখিতে বহু আকিঞ্চন করিল এবং তাহা দেখিল ও আনন্দিত
৫৭ হইল। তখন য়িহুদীরা তাঁহাকে বলিল তোমার বয়ঃক্রম অদ্যাপি পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই তুমি না কি আবরহাম
৫৮ কে দেখিয়াছ। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন সত্য২

আমি কহি তোমারদিগকে আবরহামের বর্ত্তমান
৫৯ পূর্ব্বে আমি আছি। তখন তাহারা প্রস্তর উঠাইয়া
তাঁহার উপর ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল কিন্তু য়িশু
আপনাকে গুপ্ত করিলেন এবং তাহারদের মধ্য দিয়া
গতি করিয়া মন্দিরের বাহির হইয়া প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায়

গতি করিতে২ তিনি এক মনুষ্যকে দেখিলেন যে
২ আপন জন্মাবধি অন্ধ ছিল। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেক যে কেটা পাপ করিয়াছিল তাহাতে
এ মানুষ অন্ধ হইয়া জন্মিল সে আপনি কিম্বা তাহার
৩ মাতা পিতা। য়িশু উত্তর দিলেন এ মনুষ্যও পাপ
করে নাই তাহার পিতা মাতাও করে নাই কিন্তু
৪ ঈশ্বরের ক্রিয়া যেন তাহাতে প্রকাশিত হয়। দিন
থাকিতেই আমার প্রেরণ কর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে করিতে
হয় রাত্রি আসিতেছে তখন কেহ কার্য্য করিতে
৫ পারিবেক না। যাবৎ আমি জগতে আছি তাবৎ
৬ আমি জগতের দীপক। তিনি এই রূপ কহিয়া ভূমিতে
থুক দিলেন এবং সে থুক দিয়া কর্দম বানাইলেন।
৭ পরে সে অন্ধ লোকের চক্ষুর উপর ঐ কাদা লেপাইয়া
তাহাকে কহিলেন শিলোয়াম অর্থাৎ প্রেরিত পুষ্করিণীতে
যাইয়া ধৌত করগা অতএব সে প্রস্থান করিল এবং
৮ প্রক্ষালন করিয়া সচক্ষু হইয়া আইল। ইহাতে পড়সি

লোক এবং যে সকল পূর্ব্বে তাহাকে অন্ধ দেখিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল ঐ যে ভিক্ষা মাগিয়া বসিয়া
৯ থাকিত এটা কি সেই নহে। কেহ বলিল সেই বটে আর কেহ বলিল তাহার স্বরূপ মত আছে কিন্তু
১০ আপনি বলিল আমি সেই বটি। অতএব তাহারা
১১ কহিতে লাগিল তুমি কি মতে দৃষ্টি পাইলা। সে উত্তর করিয়া কহিল এক মনুষ্য তাহার নাম য়িশু সে কাদা বানাইয়া আমার চক্ষুতে লেপিয়া আমাকে কহিলেক শিলোয়াম পুষ্করিণীতে যাইয়া ধোও অতএব আমি
১২ গেলাম এবং ধৌত করিয়া চক্ষু পাইলাম। তখন তাহারা কহিল সে কোথায় আছে সে বলিল আমি জানিনা।
১৩ তাহারা সে পূর্ব্বান্ধ মনুষ্যকে ফারসীরদের স্থানে
১৪ আনিয়া দিল। কিন্তু য়িশু সে কর্দ্দম বানাইয়া তাহাকে
১৫ চক্ষু দিয়াছিলেন বিশ্রামবারে। তখন ফারসীরাও তাহাকে পুশ্ন করিল যে কি রূপে চক্ষু পাইয়াছ সে কহিল তিনি আমার চক্ষুতে কাদা লাগাইয়াদিলেন
১৬ পরে আমি ধৌত করিয়া এখন দেখিতে পাই। অতএব কতেক ফারসীরা বলিতে লাগিল ঐ মানুষ ঈশ্বর হইতে নহে কেননা সে বিশ্রামবার মানে না আর কতেক বলিল পাপী যে মনুষ্য সে কেমন করিয়া এই রূপ আশ্চর্য্য করিতে পারিবে এবং তাহারদের মধ্যে ভিন্ন
১৭ বাক্যতা হইল। তাহারা পুনশ্চ সে অন্ধ মানুষকে কহিল

ঐ যে তোমাকে চক্ষু দিয়াছে তাহার বিষয়ে তুমি কি
১৮ বল সে কহিল তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা। কিন্তু য়িহুদীরা সে
চক্ষু প্রাপ্ত জনের পিতা মাতাকে যদবধি না ডাকিয়া ছিল
তদবধি ইহা প্রত্যয় করিল না যে সেটা অন্ধ ছিল তৎপরে
১৯ চক্ষু পাইল। অতএব তাহারা তাহারদিগকে আনাইয়া
জিজ্ঞাসা করিল যে এইটা না কি তোমারদের পুত্র যে
তোমরা বল অন্ধ হইয়া জন্মিল তবে সে কি রূপে এখন
২০ দেখিতে পাইতেছে। তাহারা উত্তর করিয়া তাহার
দিগকে কহিল আমরা জানি যে এইটা আমারদের
২১ পুত্র এবং যে সে অন্ধ জন্মিল। কিন্তু এখন সে কি
প্রকারে দেখিতে পাইয়াছে আমরা জানি না কিম্বা
তাহাকে কেটা চক্ষু দিয়াছে তাহাও জানি না তাহার
যুবক বয়স হইয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর আপনার
২২ কথা আপনি বলিবে। তাহার পিতা মাতা য়িহুদীরদের
ভয়েতে এ কথা কহিল কেননা য়িহুদীরা পরামর্শ স্থির
করিয়াছিল যে কোন মনুষ্য যদি তাঁহাকে খ্রীষ্ট
বলিয়া স্বীকার করে সে শিনগগ হইতে বাহির করা
২৩ যাইবে। এই নিমিত্তে ইহার পিতা মাতা কহিল সে
২৪ যুবক হইয়াছে তাহাকে প্রশ্ন কর। তখন তাহারা
পুনরায় সে পূর্ব্বান্ধ মনুষ্যকে ডাকিল এবং তাহাকে
কহিল ঈশ্বরের প্রশংসা কর ঐ মানুষ পাতকী আছে
২৫ আমরা জানি। সে উত্তর করিয়া কহিল সে পাতকী

আছে কি না আছে তাহা আমি জানি না এক কথা আমি জানি যে পূর্ব্বে আমি অন্ধ ছিলাম এখন আমি
২৬ দেখিতে পাই। তখন তাহারা পুনশ্চ কহিল সে তোমাকে কি করিল কিমতে তোমার চক্ষু ভাল করিল।
২৭ সে প্রত্যুত্তর করিল আমি তো কহিয়াছি কিন্তু তোমরা শুনিলা না কিনিমিত্তে আরবার শুনিতে চাহ তোমরাও
২৮ তাহার শিষ্য নাকি হইবা। তখন তাহারা তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল ও বলিল তুই তাহার শিষ্য
২৯ আমরা মুশার শিষ্য। মুশাকে ঈশ্বর বলিলেন আমরা জানি কিন্তু এ কোথাকার লোক তাহা আমরা জানি না।
৩০ সে মনুষ্য তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিল ভাল এই তো অসম্ভব কথা তিনি আমাকে চক্ষু দিয়াছেন তত্রাপি
৩১ তোমরা জান না সে কোথাকার লোক। আমরা তো জানি যে পাপিলোকের কথা ঈশ্বর শ্রবণ করেণ না কিন্তু তাঁহার ভক্ত এবং তাঁহার ইচ্ছা পালক কেহ যদি
৩২ হয় তাহার কথা ঈশ্বর অবশ্য শুনেন। জগতের প্রথমাবধি কখন শুনা যায় নাই যে কোন মানুষ
৩৩ জন্মান্ধের চক্ষু ভাল করিয়াছে। এ মনুষ্য যদি ঈশ্বর হইতে না হইত সে কিছু করিতে পারিত না তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিল তুই নিতান্তই পাপে জন্মিলি তুই কি আমারদিগকে শিক্ষাইতেছিস পরে
৩৪ তাহাকে বহির্ভূত করিয়া পরিত্যাগ করিল। যিশু

শুনিলেন যে তাহারা তাহাকে বাহির করিয়াছিল পরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিলেন তুমি

৩৫ না কি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করহ। সে উত্তর করিয়া কহিল তিনি কেটা প্রভো যে আমি তাঁহাতে বিশ্বাস

৩৬ করিব। য়িশু তাহাকে কহিলেন তুমি তাহাকে দেখিয়াছ এবং যে ব্যক্তি তোমার সহিত কথাবার্ত্তা

৩৭ করিতেছে তিনি সেই। তখন সে বলিল হে প্রভো আমি বিশ্বাস করি ইহা বলিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে

৩৮ লাগিল। পরে য়িশু কহিলেন আমি দণ্ডের নিমিত্তে এই জগতে আসিয়াছি যেন চক্ষুহীন সকল দেখিতে

৩৯ পায় এবং চক্ষুবানেরা অন্ধ হয়। তৎপরে তাঁহার নিকটাবর্ত্তি কতেকফারশীরা একথা শুনিয়া তাঁহাকে

৪০ বলিল কি আমরাও অন্ধ। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন যদি তোমরা অন্ধ হইতা তবে তোমারদের পাপ হইত না কিন্তু এখন তোমরা বল আমরা দেখিতেছি অতএব তোমারদের পাপ থাকিল—

দশম অধ্যায়

সত্য২ আমি কহি তোমারদিগকে দ্বার না দিয়া যে আড়েতে চড়িয়া মেষ বাড়ীতে প্রবেশ করে সেই চোর

২ ও ডাকাইত। কিন্তু দ্বার দিয়া যে প্রবেশ করে সেই

৩ মেষের পালক। দ্বারী তাহাকে দ্বার খুলিয়া দেয় এবং মেষ তাহার রব শুনে এবং সে আপনার মেষ

৪ সকল নামে ২ ডাকিয়া বাহিরে আনে। এবং আপন মেষ সকল বাহির করিয়া দিলে পরে তখন সে তাহারদের অগ্র হইয়া যায় এবং তাহার মেষ পাছে ২ চলে

৫ কেননা তাহার রব তাহারা জানে। এবং অন্যের পাছে তাহারা যাইবে না কিন্তু তাহার নিকট হইতে পলায়ন

৬ করিবে কেননা অন্যের রব তাহারা জানে না। য়িশু এই উপমা তাহারদিগকে কহিলেন কিন্তু তাহারা বুঝিল না তিনি কি বিষয়ের কথা কহিয়াছিলেন।

৭ তখন য়িশু পুনরায় তাহারদিগকে বলিতে লাগিলেন সত্য ২ আমি তোমারদিগকে কহি আমিই মেষ বাড়ীর

৮ দ্বার। আমার পূর্ব্বে যতেক আইল সকলিই চোর ও ডাকাইত কিন্তু মেষ সকল তাহারদের কথা শুনিল না।

৯ আমিই দ্বার আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে সে রক্ষা পাইবে এবং ভিতরে বাহিরে গমনাগমন করিয়া

১০ চরাই পাইবে। চোর যে সে চৌর্য্য ও বধ ও বিনাশ কারণ ব্যতিরেক আইসে না আমি আসিয়াছি যেন তাহারদের জীবন হয় এবং তাহার বাহুল্যতাও হয়।

১১ আমি ভাল মেষ পালক ভাল মেষ পালক যে সে

১২ মেষের কারণ আপন প্রাণ দেয়। কিন্তু বেতন্যা যে সে পালক না হইয়া মেষ তাহার নিজ নহিলে কেন্দুয়ার আগমন দেখিয়া মেষ গুলা ছাড়িয়া পলায়ন করে এবং কেন্দুয়া তাহারদিগকে ধরিয়া মেষ পালকে

১৩ ছিন্নভিন্ন করে বেতন্যা পলায়ন করে। কিজন্য না সে আছেই বেতন্যা এবং মেষের কারণ নিশ্চিন্ত থাকে।
১৪ আমি ভাল মেষ পালক এবং আপন নিজকে চিনি
১৫ এবং আপন নিজের ঠাই চিনিত আছি। যেমৎ পিতা আমাকে জানেন সেই মৎ আমি পিতাকে জানি এবং
১৬ মেষের কারণ আপন প্রাণ সমর্পণ করি। কিন্তু এই পাল ছাড়া আমার আর মেষ আছে সে সকলও আমাকে আনিতে হয় এবং তাহারা আমার রব
১৭ শুনিবে এবং এক পাল এক পালক হইবে। অতএব আমার পিতা এই জন্য আমাকে স্নেহ করেণ যে আমি আপন প্রাণের পুনর্গ্রহণ করিতে তাহাকে সমর্পণ
১৮ করি। কোন জন আমা হইতে লইতে পারে না কিন্তু আপন স্বেচ্ছায় তাহা সমর্পণ করিতেছি তাহাকে সমর্পণ করিতে আমার শক্তি আছে এবং তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতেও আমার শক্তি আছে এই অনুমতি
১৯ আমি আপন পিতার স্থানে পাইয়াছি। অতএব এ কথা প্রযুক্ত য়িহোদীরদের মধ্যে পুনশ্চ ভিন্নভেদ
২০ হইল। অনেকে কহিল সে ভূতগ্রস্ত এবং উন্মাদ তাহার
২১ কথা কি কারণ শুনিতেছ। অন্যে বলিল ইহা ভূতগ্রস্তের কথা নহে ভূত নাকি অন্ধলোকের চক্ষু
২২ দিতে পারে। পুনশ্চ য়িরোশলমে মন্দিরের শুধরা করা পর্ব্ব হইতেছিল এবং শীতকাল উপস্থিত হইল।

২৩ ইহাতে য়িশু শলমার দরদালানে টহলিতে ছিলেন।
২৪ তখন য়িহুদীরা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া বলিতে লাগিল তুমি কতকাল আমারদের সন্দেহ থাকিতে দিবা যদি খ্রীষ্ট হও তবে স্পষ্ট রূপে কহ।
২৫ য়িশু তাহারদিগকে উত্তর দিলেন আমিতো কহিয়াছি কিন্তু তোমরা প্রত্যয় করিলা না আমি আপন পিতার নামে যে ক্রিয়া করিয়াছি সে ক্রিয়াই আমার সাক্ষী।
২৬ কিন্তু তোমরা আমার মেষের মধ্যে নহ এই জন্য
২৭ তোমরা বিশ্বাস কর না। আমি কহিয়াছি যে আমার মেষ আমার রব শুনে ও আমি তাহারদিগকে জানি
২৮ এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। এবং আমি তাহারদিগকে অনন্ত জীবন দি তাহারা কখন নষ্ট হইবে না এবং আমার হস্ত হইতে কেহ তাহারদিগকে
২৯ হরণ করিতে পারিবেক না। আমার পিতা যিনি তাহারদিগকে আমাকে দিলেন তিনি সকল হইতে মহৎ এবং তাঁহার হস্ত হইতে হরণ করে কাহার
৩০।৩১ সাধ্য নাই। আমি ও পিতা এক। তখন য়িহুদীরা পুনরায় প্রস্তর উঠাইয়া তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে
৩২ উদ্যত হইল। য়িশু তাহারদিগকে উত্তর করিলেন আমি আপন পিতা হইতে অনেক হিত কর্ম্ম তোমার দিগকে দেখাইয়াছি ইহার কোন কর্ম্মের নিমিত্ত
৩৩ আমাকে পাতর মারিতে প্রবর্ত্ত হও। য়িহুদীরা তাহাকে

প্রত্যুত্তর করিলেক যে আমরা হিত কর্ম্মের নিমিত্ত তোমাকে পাত্তর মারি না কিন্তু ঈশ্বরের অপনিন্দার বিষয়ে যে তুমি মনুষ্য হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া
৩৪ মান। য়িশু তাহারদিগকে উত্তর দিলেন তোমারদের ব্যবস্থায় কি লেখা নাই আমি কহিলাম যে তোমরা
৩৫ দেবগণ। অতএব সে যদি তাহারদিগকে দেবগণ করিয়া বলে যাহারদের স্থানে ঈশ্বরের বাণী আইল
৩৬ মাত্র এবং গ্রন্থের কথা লঙ্ঘিত হইতে পারে না। তবে পিতা যাহাকে অভিষিক্ত করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন সে যখন কহিল যে আমি ঈশ্বরের পুত্র তখন ইহার কারণ কি তোমরা তাহার প্রতি বলহ যে তুমি ঈশ্বরের
৩৭ অপনিন্দা করিতেছ। আমি যদি আপন পিতার ক্রিয়া না করি তবে আমাকে প্রত্যয় করিও না কিন্তু যদি
৩৮ করি তবে আমাকেই প্রত্যয় না করিয়া কার্য্য প্রতি প্রত্যয় কর যেন তাহাতে জ্ঞাত হও এবং প্রত্যয় কর যে আমাতে পিতা আছেন এবং আমি তাঁহায়।
৩৯ অতএব তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি তাহারদের হাত হইতে এড়াইয়া
৪০ গেলেন। এবং পুনর্ব্বার য়িৰ্দ্দনের পার হইয়া য়োহন যেখানে প্রথমে বাপ্‌টাইজ করিতেন সেখানে রহিলেন।
৪১ এবং অনেকে তাঁহার স্থানে আগমন করিল ও বলিল য়োহন কোন আশ্চর্য্য করিলেন না কিন্তু এ মনুষ্যের

৪২ বিষয় য়োহন যে কথা কহিলেন সকলি সত্য। এবং তথায় অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

একাদশ অধ্যায়

পরে মারিয়া ও তাহার ভগিনী মার্ত্তার নগর বীতানিয়ায় লাজার নামে এক জন পীড়িত ছিল।
২ ঐ মারিয়া যে পুভুর শরীরে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া তাঁহার চরণ আপন কেশ দিয়া মোছন করিল তাহারি
৩ ভ্রাতা লাজার যে পীড়িত ছিল। অতএব তাহার বহিনীরা কহিয়া পাঠাইল যে হে পুভো আপনি
৪ যাহাকে স্নেহ করেণ সে অসুস্থ আছে। য়িশু ইহা শুনিয়া কহিলেন এই ব্যাধি মরণের বিষয় নহে কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা পুকাশনার্থে তাহাতে ঈশ্বরের পুত্রের
৫ মহিমা যেন পুকাশিত হয়। য়িশু সে মার্ত্তা ও তাহার
৬ ভগিনী ও লাজারকে পেুম করিলেন। অতএব যখন শুনিলেন যে সে অসুস্থ আছে তিনি যে স্থানে ছিলেন
৭ সেই স্থানে আর দুই দিবস থাকিলেন। তাহার পরে তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন আমরা য়হুদা
৮ দেশে পুনশ্চ যাই। শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেক হে গুরো সম্পুতি য়হুদীরা তোমাকে পাতর মারিতে উদ্যত ছিল তথাচ কি সেখানে আরবার যাইবেন।
৯ য়িশু উত্তর করিলেন এক দিনে কি বারো ঘড়ী নহে অতএব কেহ যদি দিনেতে গতি করে সে উচোট

খায়না কেননা এই জগতের দীপ্তি দেখিতে পায়।
১০ কিন্তু রাত্রি কালে যদি গমন করে তাহাতে জ্যোতি না
১১ হওয়াতে উচোট খায়। এই কথা তিনি কহিলেন
তৎপরে তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন যে আমার
দের বন্ধু লাজার নিদ্রিত আছে কিন্তু আমি যাই
১২ তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিতে। তখন তাঁহার
শিষ্যেরা বলিল হে গুরো যদি নিদ্রিত হয় তবে
১৩ ভাল হইবে। য়িশু তাহার মৃত্যুর বিষয়ে সে কথা
কহিয়াছিলেন কিন্তু ইহারা বুঝিল যে তিনি বিশ্রাম
১৪ করণ নিদ্রার বিষয়ে তাহা কহিয়াছেন। তখন য়িশু
তাহারদিগকে স্পষ্ট কহিলেন যে লাজার মরিয়া
১৫ গিয়াছে। এবং তোমারদের কারণ আমার আহ্লাদ
আছে যে আমি সেখানে ছিলাম না তাহাতে যেন
তোমারদের প্রত্যয় হয় কিন্তু এখন আমরা তাহার
১৬ স্থানে যাই। তখন তমা যাহাকে দ্বিদিমস বলিল সে
আপন স্বশিষ্যেরদিগকে কহিল আমরাও যাইয়া
১৭ তাঁহার সঙ্গে মরি। অনন্তর য়িশু আসিয়া জ্ঞাত হইলেন
যে তিনি চারি দিবস কবরে শুইয়া আছেন।
১৮ বীতানিয়া য়িরোশলমের সমীপে ন্যূনাতিরেক ক্রোশেক
১৯ অন্তর। অতএব তাহারদের ভ্রাতার বিষয়ে মার্থা ও
মারিয়াকে প্রবোধ দিবার কারণ অনেক য়হূদী তাহার
২০ দের নিকটে আইল। পরে য়িশুর আগমন শুনিবা

মাত্র মার্ত্তা যাইয়া তাহার সহিৎ সাক্ষাৎ করিল কিন্তু
২১ মারিয়া ঘরেতে বসিয়া রহিল। তখন মার্ত্তা য়িশুকে
বলিল হে পুভো যদি আপনি এখানে থাকিতেন তবে
২২ আমার ভাই মরিতো না। কিন্তু আমি জানি যে এখনও
যাহা ইশ্বরের স্থানে আপনি চাহেন তাহা ঈশ্বর
২৩ আপনকাকে দিবেন। য়িশু তাহাকে কহিলেন তোমার
২৪ ভাই আরবার উঠিবে। মার্ত্তা তাঁহাকে কহিল আমি
জানি যে শেষ দিবসের পুনরুত্থানে তিনি পুনরায়
২৫ উঠিবেন। য়িশু তাহাকে কহিলেন আমিই পুনরুত্থান
এবং জীবন আমাতে যে বিশ্বাস করে সে মৃত হইয়াও
২৬ জীয়িবে। এবং যে কেহ জীবিত হইয়া আমাতে
বিশ্বাস করে সে কখন মরিবে না ইহা নাকি তুমি
২৭ পুত্যয় করহ। সে তাঁহাকে কহিল হাঁ পুভু আমি পুত্যয়
করি যে আপনি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট যাহার জগৎ মধ্যে
২৮ আইসন অপেক্ষা ছিল। এ কথা কহিলে পরে সে
যাইয়া আপন ভগিনী মারিয়াকে গোপনে ডাকিয়া
কহিল পুভু আসিয়াছেন এবং তোমাকে ডাকিতেছেন।
২৯ ইহা শুনিবা মাত্র সে ত্বরায় উঠিয়া তাঁহার স্থানে আইল।
৩০ য়িশু তাবৎ নগরে পুবেশ করেণ নাই কিন্তু যেখানে
মার্ত্তা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিল সেইখানে থাকিলেন।
৩১ তখন যে য়িহুদীরা মারিয়ার পুবোধ জন্মাইতে তাঁহার
সহিৎ ঘরেতে ছিল সে যখন দেখিল যে তিনি

ঝট করিয়া উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন তাহারা বলিল উনি কবরস্থানে কান্দিতে যাইতেছেন এই বলিয়া

৩২ তাহার পশ্চাৎ গেল। তখন মারিয়া যেখানে য়িশু ছিলেন সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিল হে পুভো আপনি যদি এখানে সাক্ষাৎ

৩৩ থাকিতেন তো আমার ভাই মরিত না। অতএব য়িশু তাহাকে ক্রন্দন করিতে এবং তাহার সমিভ্যারী য়হুদীর দিগকেও ক্রন্দনমান দেখিয়া তিনি আপন আত্মায়

৩৪ সকাতর হইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন। এবং কহিলেন তোমরা তাহাকে কোথায় শোয়াইয়া দিয়াছ তাহারা

৩৫ বলিল হে পুভো আইসুন দেখুনসিয়া। য়িশু কান্দিতে

৩৬ লাগিলেন। তখন য়হুদীরা বলিল দেখ ইনি তাহাকে

৩৭ কেমন পৃীতি করিলেন। এবং তাহারদের কতেক লোক বলিল এই মনুষ্য যে অন্ধকে চক্ষুদান করিলেন তিনি কি এজনের মৃত্যু যেন না হইত এমন করিতে

৩৮ পারিলেন না। অতএব য়িশু পুনশ্চ আপন অন্তরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কবরের নিকটে আইলেন তাহা গহ্বর ছিল এবং তাহার উপর একটা পাতর থোয়া

৩৯ গিয়াছে। য়িশু কহিলেন পাতরকে সরাইয়া দেও সে মৃত লোকের ভগিনী মার্থা বলিল হে পুভো সম্পৃতি

৪০ দুর্গন্ধ করিবে কেননা এখন চারি দিবস হইল। য়িশু তাহাকে বলিলেন আমি কি তোমাকে কহিলাম না

যে তুমি যদি বিশ্বাস করিবা তবে ঈশ্বরের মহিমা
৪১ দেখিবা। তখন তাহারা সে মরার শোওয়াস্থান হইতে
পুস্তরকে সরাইয়া দিল এবং য়িশু উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া
কহিলেন হে পিতঃ আমি তোমাকে স্তব করি যে তুমি
৪২ আমার নিবেদন শুনিয়াছ। এবং আমি জানিলাম যে
তুমি আমার নিবেদন সতত শুনিতেছ কিন্তু এই আশ
পাশ উপস্থিত লোকের কারণ আমি কহিলাম যেন তাহার
দের বিশ্বাস হয় যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।
৪৩ ইহা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন হে লাজার
৪৪ বাহিরে আইস। এবং সে মরা লোক কফন কাপড়ে
হাত পা বন্ধিত হইয়া বাহিরে আইল এবং তাহার
মুখদেশ গামছাতে বেষ্টিত হইয়া বদ্ধ ছিল য়িশু
কহিলেন বন্ধন খসাইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেও।
৪৫ তখন যে য়িহুদীরা মারিয়ার স্থানে আসিয়াছিল এবং
য়িশুর কৃত কার্য্য দেখিল তাহারদের মধ্যে অনেকে
৪৬ তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। কিন্তু কতেক লোক ফারসীর
দের স্থানে যাইয়া যে সকল য়িশু করিয়াছিলেন সে
৪৭ সকল তাহারদিগকে কহিয়াদিল। তখন প্রধান
যাজকেরা ও ফারসীরা মন্ত্রী সভা করিয়া বলিল
আমরা কি করিতেছি এ মনুষ্য তো বহু আশ্চর্য্য করে।
৪৮ তাহাকে যদি এই মত থাকিতে দি তবে সকলেই
তাহাকে বিশ্বাস করিবে এবং রুমী লোকেরা আসিয়া

৪৯ আমারদের স্থান ও রাজ্য উভয় দূর করিবে। এবং তাহারদের একজন কাইয়াফা নামে সেই বৎসরে মহাযাজক হইয়া তাহারদিগকে কহিল তোমরা
৫০ কিছুই জান না। এবং বিবেচনাও কর না যে লোক সকলের কারণ এক জন মরিতে আমারদের আবশ্যক
৫১ আছে যেন দেশ সমূহ নষ্ট না হয়। এবং ইহা সে আপনা হইতে কহিলেক না কিন্তু সেই বৎসর প্রধান যাজক হইয়া সে ভবিষ্যৎ কথা কহিল যে য়িশু সেই
৫২ দেশের কারণ মরিবেন। কিন্তু কেবল সেই দেশের কারণ নয় তিনি ঈশ্বরের দিদ্বিদিগ ছড়ান্যা সন্তানের
৫৩ দিগকে একত্র করিয়া একলোক করিবেন। তখন তাহারা সেই দিন হইতে এক বাক্যতা করিয়া তাঁহাকে
৫৪ মারিয়া ফেলিতে যুক্তি করিল। অতএব য়িশু য়িহুদীরদের মধ্যে স্পষ্ট রূপে আর ফিরিলেন না কিন্তু তথা হইতে মহাপ্রান্তরের নিকটে এক দেশ তাহাতে আফ্রিম নামে এক নগরে গেলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরদের
৫৫ সহিত সেই স্থানে থাকিলেন। পরে য়িহুদীরদের পেশাক্ষ পর্ব্ব সময় উপস্থিত হইল তাহাতে পেশাক্ষের পূর্ব্বে অনেকে আপনারদিগকে পরিষ্কার করিতে গ্রাম ২
৫৬ হইতে য়িরোশলমে গেল। সে সকল য়িশুর অনুসন্ধান করিলেক এবং মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল তোমরা কি বুঝ তিনি কি পর্ব্বেতে

৫৭ আসিবেন না। কিন্তু প্রধান যাজকেরা এবং ফারসীরা তাঁহাকে ধরিবার কারণ আজ্ঞা দিয়াছিল যে কেহ যদি জানে সে কোথায় আছে তাহা যেন দেখাইয়া দেয়———

দ্বাদশ অধ্যায়

তখন য়িশু পেশাক্কের ছয় দিবস পূর্ব্বে বীতানিয়ায় আইলেন যেখানে পূর্ব্ব মৃত লাজার থাকিত যাহাকে

২ তিনি মৃত্যু হইতে উঠাইয়াছিলেন। সেখানে তাহারা তাঁহার জন্যে রাত্রি ভোজ্য করিল এবং মারিয়া সেবা করিল কিন্তু লাজার তাঁহার ভোজন উপবিষ্ট সমীভ্যারির

৩ দের মধ্যে এক জন ছিল। তখন মারিয়া অর্দ্ধ সের অতি মূল্যবান জটামাংসী তৈল লইয়া য়িশুর চরণে মাখাইয়া আপন কেশেতে মোছন করিতে লাগিল পরে সে তৈলের আমোদে ঘর সমূহ আমোদিত হইল।

৪ তখন শীমনের পুত্র য়হুদা তাঁহার এক জন শিষ্য যে

৫ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকি করিবে। সে কহিতে লাগিল এই তৈল তিনশত কাহনে বিক্রীত হইয়া দরিদ্রের

৬ দিগকে দেওয়া গেল না কেন। কিন্তু সে দরিদ্র লোকের জন্য ভাবিত হইয়া ইহা কহিল তাহা নয় কিন্তু চোর ছিল এবং ঝোলা বহক হইয়া তাহাতে যাহা রাখা

৭ যায় সে বহিয়া লইয়া যাইত এই নিমিত্তে। তখন য়িশু কহিলেন তাহাকে রহিতে দেও সে আমার কবর

৮ দেওন দিবসের কারণ ইহা রাখিয়াছিল। কেননা দরিদ্র লোক তোমারদের সহিত সতত থাকে কিন্তু ৯ আমার সঙ্গ তোমারদের নিত্য প্রাপ্ত নহে। পরে অনেক য়হুদীরা জানিল যে তিনি সেখানে আছেন অতএব য়িশুর বিষয় ছাড়া লাজার যাহাকে তিনি মৃত্যু হইতে ১০ উঠায়াছিলেন তাহাকেও দেখিতে আইল। কিন্তু প্রধান যাজকেরা লাজারকে ও নষ্ট করিতে পরামর্শ করিল। ১১ কেননা তাহার বিষয়ে অনেক য়হুদীরা যাইয়া য়িশুর ১২ উপর বিশ্বাস করিল। তাহার পর দিবসে যথেষ্ট লোক যে পর্ব্বেতে আসিয়াছিল সে যখন শুনিল যে য়িশু ১৩ য়িরোশলমে আসিতেছেন। তখন তাহারা তালবাগড়া লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আগে বাড়িল এবং জয়ধ্বনি করিতে লাগিল যে হোশানা ধন্য য়িশরালের ১৪ রাজা যিনি য়িহুহার নামে আসিতেছেন। পরে য়িশু একটা যুবা গাধা পাইয়া তাহার উপর আরোহণ ১৫ করিলেন যেমৎ লেখা আছে। হে শীয়নের কন্যে ভয় করিওনা দেখ তোমার রাজা যুবা গাধায় চড়িয়া আসিতে ১৬ ছেন। এই কথা তাঁহার শিষ্যেরা তখন বুঝিলেক না কিন্তু য়িশুর মহিমা প্রকাশ হওন পরে তাহারদের স্মরণে পড়িল যে এই কথা তাঁহার বিষয়ে গ্রন্থ হইয়াছিল এবং যে তাহাকে লোক সকল এমত কর্ম্ম করিয়াছিল। ১৭ অতএব যে লোক তাঁহার সহিত ছিল যখন তিনি

লাজারকে কবর হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন এবং মৃত্যু হইতে উঠাইয়াছিলেন সে লোক প্রমাণ দিল।
১৮ এতদর্থে লোক সকলও তাঁহার এই কৃত আশ্চর্য্য শুনিয়া এ বিষয়েতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।
১৯ অতএব ফারসীরা আপনারদের মধ্যে কহিতে লাগিল তোমরা কি দেখহ না যে তোমরা কিছু করিতে পারিলা না দেখতো সংসারই তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।
২০ পরে যাহারা পর্ব্বে ভজনা করিতে আসিয়াছিল তাহার
২১ দের মধ্যে কএক য়ুনানী লোক ছিল। সেই গালিলী বীৎথেসদার ফিলিপের নিকটে আসিয়া যাচমান হইয়া কহিল হে মহাশয় আমরা য়িশুকে দেখিতে
২২ চাহি। ফিলিপ যাইয়া আন্দ্রুকে কহিয়া দিল পরে
২৩ আন্দ্রু ও ফিলিপ য়িশুকে সম্বাদ দিলেক। তখন য়িশু উত্তর করিয়া কহিলেন মনুষ্য পুত্রের মহিমার প্রকাশ
২৪ হওন সময় উপস্থিত হইল। সত্য২ আমি কহি তোমারদিগকে গমের দানা টা যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে সে একাকী থাকে কিন্তু যদি মরে তবে বিস্তর
২৫ ফল ফলে। যে আপন প্রাণকে স্নেহ করে সে তাহাকে হারাইবে কিন্তু যে আপন প্রাণকে এ জগতে হেয়জ্ঞান করে সে তাহাকে অনন্ত জীবনাবধি রক্ষা করিবে।
২৬ যদি কেহ আমার সেবা করে তবে সে আমার পশ্চাৎ আইসুক পরে যেখানে আমি থাকি সেখানে আমার

সেবকও থাকিবেক কেহ যদি আমার সেবা করে
২৭ তাহাকে আমার পিতা সম্ভ্রম করিবেন। সম্প্রতি
আমার প্রাণ দুঃখিত আছে ইহায় কি বলিব হে পিতঃ
এসময় হইতে আমাকে রক্ষা করহ কিন্তু ইহার
২৮ নিমিত্তেই আমি এসময়েতে আসিয়াছি। হে পিতঃ
তোমার নামের গৌরব প্রকাশ কর তখন স্বর্গ হইতে
শব্দ হইল যে আমি তাহার গৌরব প্রকাশ করিয়াছি
২৯ এবং পুনর্ব্বারও করিব। অতএব যে লোক তাঁহার
আশপাশ দাড়াইয়া সে কথা শুনিল তাহারা বলিতে
লাগিল যে মেঘের গর্জ্জন আছে অন্যে কহিল যে
৩০ একটা স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে কথা কহিতেছে। য়িশু
উত্তর করিয়া কহিলেন এই শব্দ আমার জন্যে আইল
৩১ না কিন্তু তোমারদের নিমিত্তে। এখন এই জগতের
বিচার উপস্থিত হইল এখন এই জগৎপতিকে বাহির
৩২ করা যাইবেক। এবং আমি যদি ভূমি হইতে উত্থিত
হই তবে আমি আপনার ঠাঁই সকল মনুষ্যদিগকেই
৩৩ আকর্ষণ করিব। তিনি আপনার মরণ কি প্রকারে
৩৪ হইবে তাহা বুঝাইতে ইহা কহিলেন। লোকেরা
তাঁহাকে কহিল আমরা ব্যবস্থার গ্রন্থে শুনিয়াছি যে
খ্রীষ্ট তিনি নিত্য থাকেন তুমি কেমন কহিতেছ যে
মনুষ্য পুত্রের উত্থান হইতে হয় এই যে মনুষ্য পুত্র সে
৩৫ কেটা। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন আর কিঞ্চিৎ

কাল দীপ্তি তোমারদের সহিত আছে যাবৎ দীপ্তি তোমারদের স্থানে থাকে তাবৎ গতি কর যেন তোমার দের উপর অন্ধকার না আসিয়া পড়ে কেননা যে অন্ধকারে গমন করে সে কোথায় যাইতেছে তাহা
৩৬ জানে না। যাবৎ তোমারদের কাছে দীপ্তি আছে তাবৎ দীপ্তিতে বিশ্বাস কর যেন দীপ্তির সন্তান হও য়িশু এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন এবং তাহারদের সাক্ষাৎ
৩৭ হইতে লুকাইয়া থাকিলেন। কিন্তু তিনি এতেক আশ্চর্য্য তাহারদের সাক্ষাতে করিয়াছিলেন তত্রাপিও
৩৮ তাঁহাকে তাহারা প্রত্যয় করিল না। ইহায় য়িশয়ীহা ভবিষ্যদ্বক্তার কথা প্রামাণ্য হইল যে হে য়িহুহা কেটা আমারদের সমাচার প্রত্যয় করিয়াছে এবং কাহার
৩৯ প্রতি য়িহুহার ভুজ প্রকাশ হইয়াছে। অতএব তাহারা প্রত্যয় করিতে পারিল না কেননা য়িশয়ীহা পুনশ্চ ও
৪০ কহিলেন। তিনি তাহারদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন এবং তাহারদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছেন যে কি জানি চক্ষুতে বা দেখে ও অন্তঃকরণে বা বুঝে পরে তাহার দের চিত্ত ফিরে এবং আমি তাহারদিগকে সুস্থ বা করি।
৪১ একথা য়িশয়ীহা কহিলেন যখন তাঁহার মহিমা
৪২ দেখিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ কহিলেন। তথাপি প্রধান অধ্যক্ষের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে প্রত্যয় করিল কিন্তু ফারসীরদের ভয়ে তাঁহাকে স্বীকার করিল না যে

কি জানি শিষ্যগণ হইতে তাহারা ত্যাগিত বা হয়।
৪৩ কেননা তাহারা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হইতে মনুষ্যের প্রতিষ্ঠা
৪৪ ভাল বাসিল। তখন য়িশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে
আমার উপর প্রত্যয় করে সে আমারি উপর প্রত্যয়
৪৫ করে না কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার উপর। এবং যে
৪৬ আমাকে দেখে সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে দেখে। আমি
এক দীপক হইয়া এই জগতে আসিয়াছি তাহাতে
যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে সে যেন অন্ধকারে
৪৭ না থাকে। এবং কোন মনুষ্য আমার কথা শুনিয়া
যদি প্রত্যয় না করে আমি তাহাকে বিচার করি না
কেননা আমি জগতের বিচার করিতে আইলাম না
৪৮ কিন্তু জগতের উদ্ধার করিতে। যে আমাকে হেয়জ্ঞান
করে এবং আমার কথা অগ্রাহ্য করে তাহার বিচার
কারক একটা আছে আমার উক্ত কথাই তাহাকে
৪৯ শেষ দিবসে বিচার করিবে। কেননা আমি আপনা
হইতে কহি না কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা তিনি
আমাকে কিং বলিতে এবং কিং শিক্ষাইতে হয় তাহা
৫০ আমাকে আজ্ঞা দিলেন। এবং আমি জানি যে তাহার
আজ্ঞা অনন্ত জীবন অতএব আমি যে কিছু কহি তাহা
আমি পিতার আজ্ঞানুক্রমেই কহি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পেশাক্ষ পর্ব্বের পূর্ব্বে য়িশু এই জগৎ হইতে পিতার

নিকটে আপন যাওন সময় উপস্থিত জানিয়া তিনি আপন জগতস্থ আত্মীয়েরদিগকে প্রেম করিয়া তাহার
২ দিগকে শেষ পর্য্যন্তই প্রেম করিলেন। সেই সময়ে শয়তান তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিতে শীমনের পুত্র য়হূদা স্খারিওটার মনে দিলে ও রাত্রির ভোজন সমাপ্ত হইলে পিতা তাহার হাতে সমস্তই সমর্পণ
৩ করিয়াছেন। এবং আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন ও ঈশ্বরের নিকটে পুনরায় যাইতে
৪ ছেন য়িশু ইহাই জানিয়া রাত্রি ভোজন হইতে উঠিয়া আপন বস্ত্র খসাইয়া রাখিয়া একটা গামছা লইয়া
৫ আপন শরীরে জড়াইয়া দিলেন। ততঃপরে একটা ডাবরে জল ঢালিয়া শিষ্যেরদের পা সকল ধুইতে লাগিলেন এবং যে গামছা আপন শরীরে জড়াইয়া
৬ ছিলেন তাহা দিয়া মুছাইতে লাগিলেন। পরে শীমন পিতরের স্থানে আইলে পিতর কহিলেক হে প্রভো
৭ আপনি আমার পা ধুইবেন। য়িশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন আমি যাহা করিতেছি তাহা তুমি
৮ এখন জানহ না কিন্তু পশ্চাতে জানিবা। পিতর তাঁহাকে কহিল আমার পা আপনি কখন ধুইবেন না য়িশু তাহাকে উত্তর করিলেন যদি তোমাকে না
৯ ধুই তবে আমাতে তোমার অংশ নাই। শীমন পিতর তাঁহাকে বলিল হে প্রভো আমার পা তো কেবল

১০ নহে কিন্তু আমার হাত এবং মস্তকও। য়িশু তাহাকে কহিলেন যে ধৌত হইয়াছে তাহার পা ব্যতিরেক তাহাকে আর ধোওনের আবশ্যক নাই কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং তোমরা পরিষ্কৃত হইলা বটে
১১ কিন্তু সকলে নয়। কেননা তিনি জানিলেন কেটা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিবে অতএব তিনি কহিলেন
১২ যে তোমরা সকল পরিষ্কৃত নহ। পরে তাহারদের পা ধুইয়া আপন বস্ত্র পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার মেজে বসিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন আমি যাহা করিয়াছি
১৩ তোমারদিগকে তাহা তোমরা না কি জান। আমাকে তোমরা গুরু ও প্রভু করিয়া বল এবং তোমরা প্রকৃতই
১৪ বল কেননা আমি সেই বটি। অতএব আমি তোমারদের প্রভু ও গুরু হইয়া যদি তোমারদের পা ধুইয়া দিয়াছি তবে তোমারদের পরস্পর পা ধোওয়াও উপযুক্ত
১৫ আছে। কেননা আমি যেমৎ তোমারদিগকে করিয়াছি সেইমৎ তোমারদের আচরণও হয় এই নিমিত্তে
১৬ আমি তোমারদিগকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছি। সত্য ২ আমি কহি তোমারদিগকে কর্ত্তা হইতে সেবক বড়
১৭ নহে এবং প্রেরক হইতে প্রেরিত ও বড় নহে। তোমরা এই কথা জানিয়া তাহার পালন যদি কর তবে ধন্য।
১৮ আমি সকলের কথা কহি না আমার বাঞ্ছিত কে২ আছে তাহা আমি জানি কিন্তু এই গ্রন্থ যেন পূর্ণ হয়

যে জন আমার সহিত অন্ন খাইত সে আমাকে লাথি
১৯ মারিয়াছে। কিন্তু তাহার ঘটনের পূর্ব্বে আমি তোমার
দিগকে কহিয়া দিয়াছি যেন তাহার হওনের পরে
২০ তোমারদের বিশ্বাস হয় যে আমি সেই। সত্য২ আমি
কহি তোমারদিগকে আমার কোন প্রেরিতকে যে জন
গ্রহণ করে সে আমাকে ও গ্রহণ করে এবং আমাকে যে
গ্রহণ করে সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেও গ্রহণ করে।
২১ য়িশু ইহা কহিয়া আত্মায় দুঃখিত হইতে লাগিলেন
এবং প্রমাণ দিলেন ও কহিলেন সত্য২ আমি বলি
তোমারদিগকে তোমারদের মধ্যে একজন আমাকে
২২ বিশ্বাসঘাতকী করিবে। তখন শিষ্যেরা সন্দিগ্ধ হইয়া
পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিল যে তিনি কাহার
২৩ কথা কহিতেছেন। ইহাতে তাঁহার এক জন শিষ্য যে
য়িশুর প্রিয় সে য়িশুর বুকে হেলান দিয়া বসিয়াছে।
২৪ অতএব শীমন পিতর তাহাকে ইশারা করিল যে তিনি
য়িশুকে জিজ্ঞাসা করিবেন কাহার কথা তিনি কহিয়া
২৫ ছিলেন। তখন সে য়িশুর বুকে হেলান দিয়া তাঁহাকে
২৬ বলিল হে প্রভো সে কেটা। য়িশু উত্তর দিলেন আমি
এক খণ্ড রুটী ভিজাইয়া সে ভিজা রুটী যাহাকে দিব
সে সেই পরে তিনি সে খণ্ড ভিজাইয়া শীমনের পুত্র
২৭ য়হুদা ইস্কারিওটাকে দিলেন। এবং সে খণ্ড গ্রহণ পরে
শয়তান তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইল তখন য়িশু তাহাকে

২৮ কহিলেন তুমি যাহা কর তাহা শীঘ্র করহ। কিন্তু মেজে যাহারা বসিয়াছিল ইহারদের কেহ জানিল না তিনি কি
২৯ ভাবে তাহাকে একথা কহিয়াছিলেন। কেননা কেহ বুঝিল যে য়ুহুদার কাছে থৈলা আছে এই নিমিত্তে য়িশু তাহাকে কহিলেন যে পর্ব্বের কারণ আমারদের আবশ্যকীয় সামগ্রী কিনিয়া লও কিম্বা দরিদ্রেরদিগকে
৩০ কিছু ভিক্ষা দেও। তখন সেই ভিজা খণ্ড গ্রহণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল এবং রাত্রি উপস্থিত হইল।
৩১ অতএব তাহার বাহির যাওন পরে য়িশু বলিতে লাগিলেন এখন মনুষ্য পুত্রের মহিমা প্রকাশ হইতেছে এবং তাহা দিয়া ঈশ্বরের মহিমাও প্রকাশিত হয়।
৩২ যদি তাহা দিয়া ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ হয় তবে ঈশ্বর আপনা দিয়াই তাহার মহিমা প্রকাশ করিবেন
৩৩ এবং তাহা ত্বরায় করিবেন। হে ক্ষুদ্র শিশুরা এখন আমি আর কিঞ্চিৎকাল তোমারদের সঙ্গে আছি তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা কিন্তু যেমত য়ুহুদীর দিগকে কহিলাম আমি যেখানে যাই সেখানে তোমরা আসিতে পারিবা না সেইমত আমি এখন তোমার
৩৪ দিগকেও কহি। আমি একটা নূতন আজ্ঞা তোমার দিগকে দি যে তোমরা অন্যোন্যে প্রেম কর যেমত আমি তোমারদিগকে প্রীতি করিয়াছি সেই মত তোমরা
৩৫ পরস্পর প্রীতি করহ। ইহাতে যদি পরস্পারে প্রেম

কর তবে সকলেই জানিবে যে তোমরা আমার শিষ্য
৩৬ গণ বট। শীমন পিতর তাঁহাকে বলিল হে প্রভো
আপনি কোথায় যাইবেন য়িশু তাহাকে উত্তর করিলেন
আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে এখন তুমি আমার
৩৭ পশ্চাতে আসিতে পার না কিন্তু পরে আসিবা। পিতর
তাঁহাকে বলিল হে প্রভো আমি এখন তোমার পশ্চাতে
কি জন্যে যাইতে পারিব না আমি তোমার কারণ
৩৮ আপন প্রাণ সমর্পণ করিব। য়িশু তাহাকে প্রত্যুত্তর
দিলেন তুমি আমার কারণ কি আপন প্রাণ সমর্পণ
করিবা বটে সত্যং আমি তোমাকে কহি তুমি যাবৎ
তিনবার আমাকে অস্বীকার না করিবা তাবৎ কুকড়ার
ডাক হইবে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তোমারদের অন্তঃকরণ দুঃখিত না হউক তোমরা
ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেছ আমাতেও বিশ্বাস করহ।
২ আমার পিতার পুরীতে অনেক আলয় আছে তাহা
না হইলে আমি কহিতাম আমি তোমারদের জন্যে
স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি আর যদি আমি যাই
৩ এবং তোমারদের কারণ স্থান প্রস্তুত করি তবে আমি
পুনরায় আসিয়া তোমারদিগকে আপন স্থানে লইব
তাহাতে যেখানে আমি থাকি সেখানে তোমরাও
৪ থাকিবা। এবং কোথায় যাইতেছি তাহা তোমরা

৫ জান এবং পথও জান। তমা তাঁহাকে কহিল হে প্রভো আপনি কোথায় যান তাহা আমরা জানি না তবে
৬ পথ কিরূপে জানিতে পারি। য়িশু তাহাকে কহিলেন আমিই পথ এবং সত্য ও জীবন আমাদিয়া না গেলে পিতার স্থানে কোন মনুষ্যের গতি নাই।
৭ আমাকে যদি জানিতা আমার পিতাকেও জানিতা এবং এখন হইতে তোমরা তাহাকে জান এবং দেখিয়া
৮ থাক। ফিলিপ তাঁহাকে কহিল হে প্রভো পিতাকে
৯ দেখাইয়া দেউন তবে আমারদের প্রবোধ হয়। য়িশু তাহাকে কহিলেন হে ফিলিপ আমি তোমারদের সহিত এতকাল আছি তত্রাপি কি আমাকে জানহ না যে আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকেও দেখিয়াছে তবে তুমি কেমন বলিতেছ যে আমারদিগকে পিতাকে
১০ দেখাও। কি তোমার প্রত্যয় নাই যে আমি পিতায় এবং পিতা আমায় যে কথা আমি বলি তোমারদিগকে সে কথা আমি আপনা হইতে কহি না কিন্তু পিতা যিনি আমাতে বর্ত্তিতেছেন তিনিই কর্ম্ম করেণ।
১১ আমার কথা প্রত্যয় কর যে আমি পিতাতে এবং পিতা আমাতে অথবা কর্ম্মের প্রযুক্তেই আমাকে প্রত্যয়
১২ করহ। সত্যং আমি কহি তোমারদিগকে আমার উপর যে বিশ্বাস করে য়ে কর্ম্ম আমি করিতেছি তমত কর্ম্ম সেও করিবেক এবং ইহা হইতেও বড় কর্ম্ম করিবেক

১৩ কেননা আমি পিতার স্থানে যাই। এবং তোমরা যে কিছু আমার নামে চাহ তাহা আমি করিব যেন পুত্রে
১৪ পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়। আমার নামে যে কিছু তোমরা যাচ্ঞা কর তাহা আমি করিয়া দিব।
১৫ যদি আমাকে প্রেম করহ তবে আমার আজ্ঞা পালন
১৬ কর। এবং আমি পিতার স্থানে প্রার্থনা করিব তাহাতে তিনি তোমারদিগকে আর এক প্রবোধকর্ত্তা দিবেন
১৭ যে তোমারদের সহিত নিরবধি থাকিবেক। তিনি সত্যময় আত্মা যাহাকে সংসার দেখেও না এবং জানেও না এ নিমিত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে ও না কিন্তু তোমরা তাহাকে জানিবা কেননা তিনি তোমারদের সঙ্গে থাকেন এবং তোমারদের অন্তরে বর্ত্তিবেন।
১৮ আমি তোমারদিগকে অনাথ ছাড়িয়া যাইব না আমি
১৯ তোমারদের স্থানে আসিব। আর কিঞ্চিৎ ব্যাজ আছে তৎপরে জগৎ আমাকে আর দেখিবে না কিন্তু তোমরা দেখিবা আমি জীবমান থাকি এই নিমিত্তে তোমরা
২০ ও জীবমান থাকিবা। সে সময়ে তোমরা ইহা জানিবা যে আমি আপন পিতাতে এবং তোমরা আমাতে ও
২১ আমি তোমাসভাতে। যে আমার আজ্ঞা ধরে এবং পালন করে সেই আমাকে প্রেম করিতেছে এবং যে আমাকে প্রেম করে সে আমার পিতার প্রিয় হইবে এবং আমি তাহাকে স্নেহ করিব ও তাহার স্থানে আপনাকে

২২ প্রকাশমান করিব। তখন স্কারিওটা ভিন্ন অন্য য়হুদা তাঁহাকে কহিল হে প্রভো আপনি জগতের প্রতি অপ্রকাশ হইয়া আমারদের স্থানে কি রূপে আপনাকে
২৩ প্রকাশমান করিবেন। য়িশু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন যদি কোন মনুষ্য আমাকে প্রেম করে সে আমার কথা পালন করিবে এবং আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া
২৪ আমরা তাহার সহিত বাস করিব। যে আমাকে প্রেম করে না সে আমার কথা রাখে না এবং যে কথা তোমরা শ্রবণ কর সে আমার নয় কিন্তু আমার
২৫ প্রেরণকর্ত্তা পিতার। এই সকল কথা আমি তোমার
২৬ দের সহিত বর্ত্তমান থাক্কিতে কহিয়াছি। কিন্তু প্রবোধ কর্ত্তা ধর্ম্মময় আত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইবেন তিনি তোমারদিগকে সকল কথা শিক্ষাই বেন এবং যে কিছু আমি তোমারদিগকে কহিয়াছি
২৭ সে সকল তোমারদের স্মরণে দেওয়াইবেন। আমি তোমারদের স্থানে শান্তি থুইয়া যাই আমি আপনার শান্তি দি সংসারে যেমৎ দান করে সেই রূপ আমি তোমারদিগকে দি না তোমারদের অন্তঃকরণ দুঃখিত
২৮ কিম্বা ভয়ান্বিত না হউক। আমি বলিলাম তোমার দিগকে যে আমি যাইয়া আরবার তোমারদের নিকটে আসি ইহা তোমরা শুনিয়া যদি আমাকে প্রেম করিতা

তবে আমি যে কহিলাম আমি পিতার নিকটে যাই ইহাতে আহ্লাদিত হইতা কেননা পিতা আমা হইতে
২৯ গুরুতর আছেন। এবং তাহার হওনের পূর্ব্বে এখনি আমি তোমারদিগকে কহিয়াছি যেন তাহার হওনের
৩০ পরে তোমারদের প্রত্যয় হয়। এখন হইতে আমি তোমারদের সহিত বিস্তর আলাপ করিব না কেননা এ জগতের অধিপ আসিতেছে কিন্তু আমাতে তাহার
৩১ কিছু বিষয় নাই। কিন্তু জগৎ যেন ইহা জানে যে আমি পিতাকে প্রেম করিতেছি এবং পিতা যেমত আজ্ঞা দেন সেই মত আমি করি উঠ এখান হইতে আমরা যাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমি সত্য দ্রাক্ষা বৃক্ষ এবং আমার পিতা তিনি কৃষক।
২ আমাতে প্রত্যেক ডাল যে নিষ্ফল থাকে তিনি ছেদন করেণ এবং প্রত্যেক ডাল যে ফলবান হয় তাহা তিনি
৩ পরিষ্কার করেণ যেন তাহার অধিক ফল হয়। এখন আমার উক্ত কথাদ্বারা তোমরাই পরিষ্কৃত হইলা।
৪ আমাতে থাক এবং আমি তোমারদিগেতে থাকিব যেমত বৃক্ষেতে ডাল না থাকিলে সে আপনা হইতে ফল দিতে পারে না সেই মত আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার
৫ না। আমি দ্রাক্ষা বৃক্ষ তোমরা সকল ডাল আমাতে যে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি সে বিস্তর ফল ফলে কেননা আমা হইতে বিয়োগ হইলে তোমরা কিছু

৬ করিতে পারহ না। কোন মনুষ্য যদি আমাতে না থাকে তবে সে ফেলাযাওয়া ডালের মত শুষ্ক হয় পরে লোক কুড়াইয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেয় এবং সে পুড়িয়া
৭ যায়। তোমরা যদি আমাতে থাক এবং তোমারদিগেতে আমার কথা থাকে তবে যাহা ইচ্ছা কর তাহা যাচ্ঞা
৮ করিলে পরে তোমারদিগকে দেওয়া যাইবে। ইহাতে আমার পিতার মহিমা প্রকাশিত হয় যে তোমরা বিস্তর ফলোদ্ভব কর তবেই তোমরা আমার শিষ্য
৯ গণ হইবা। পিতা যেমত আমাকে প্রেম করেণ সেই মত আমি তোমারদিগকে প্রেম করি আমার প্রেমেতে
১০ থাক। তোমরা যদি আমার আজ্ঞা পালন কর তবে আমার প্রেমে থাকিবাই যেমত আমি আপন পিতার
১১ আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার প্রেমে থাকিতেছি। পরে তোমারদিগেতে আমার আনন্দ যেন থাকে এবং তোমারদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয় এই নিমিত্তে আমি এ
১২ সকল প্রসঙ্গ তোমারদিগকে কহিয়াছি। আমার আজ্ঞা এই যে তোমরা পরস্পর প্রেম কর যেমত আমি
১৩ তোমারদিগকে প্রেম করিতেছি। মিত্রের কারণ আপন প্রাণ দেয় ইহা হইতে বড় কাহার প্রেম হইতে পারে না।
১৪ আমি যে কিছু তোমারদিগকে আজ্ঞা দি তাহা যদি
১৫ কর তবে তোমরা আমার মিত্র গণ। এখন হইতে আমি তোমারদিগকে সেবক করিয়া বলি না কেননা কর্ত্তা

যাহা করেণ তাহা সেবক জানে না কিন্তু আমি তোমার দিগকে মিত্র করিয়া বলি কেননা যে কিছু আমার পিতার স্থানে শুবণ করিয়াছি তাহা আমি তোমার
১৬ দিগকে জানাইয়া দিয়াছি। তোমরা আমাকে বাছিয়া লইলা তাহা নয় কিন্তু আমি তোমারদিগকেই বাছিয়া লইলাম এবং নিযুক্ত করিলাম যে তোমরা যাইয়া ফল ধরো ও তোমারদের ফল যেন থাকে তাহাতে যে কিছু আমার নামে তোমরা পিতার স্থানে চাহ তাহা তিনি
১৭ যেন তোমারদিগকে দেন। তোমরা পরস্পর প্রেম করহ
১৮ এই অনুমতি আমি তোমারদিগকে দি। জগৎ সংসার যদি তোমারদিগকে মন্দ বাসে তবে তোমরা জান যে
১৯ তোমারদের পূর্ব্বে সে আমাকে মন্দ বাসিয়াছিল। যদি জগতের লোক হইতা তবে জগতটা আপন আত্মীয়ের দিগকে ভাল বাসিত অতএব তোমরা জগতের লোক নহ কিন্তু আমি তোমারদিগকে জগৎ হইতে বাছিয়া লইয়াছি এই নিমিত্তে জগতটা তোমারদিগকে মন্দ
২০ বাসে। সে কথা স্মরণে রাখ যে আমি তোমারদিগকে কহিলাম সেবক আপন কর্ত্তা হইতে বড় নয় আমাকে যদি সে সতাইয়াছে তবে তোমারদিগকেও সতাইবে আমার কথা যদি রাখিয়াছে তবে তোমারদের কথাও
২১ রাখিবে। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম আমার নাম বিষয়ে তাহারা তোমারদিগকে করিবে কেননা আমার

২২ প্রেরণকর্ত্তাকে তাহারা জানে না এই নিমিত্তে। আমি যদি তাহারদের আসিয়া না কহিতাম তবে তাহারদের পাপ হইত না কিন্তু এখন তাহারদের পাপের বহানা
২৩ নাই। যে আমাকে মন্দ বাসে সে আমার পিতাকেও
২৪ মন্দ বাসে। আমি যদি তাহারদের মধ্যে এমন কর্ম্ম না করিতাম যে অন্যেতে কখন হয় নাই তবে তাহার দের পাপ হইত না কিন্তু তাহারা আমাকে এবং আমার পিতাকে উভয়েরদিগকে দেখিতেও পাইয়াছে এবং
২৫ মন্দও বাসিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সে কথা পূর্ণ হইল যে তাহারদের ব্যবস্থায় গ্রন্থ আছে তাহারা অকারণ
২৬ আমাকে মন্দ বাসিল। কিন্তু প্রবোধকর্ত্তা যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমারদের স্থানে পাঠাইব সে সত্যময় আত্মা যিনি পিতা হইতে নির্গত হন তিনি যখন আসিবেন তখন আমার বিষয়ে প্রমাণ দিবেন।
২৭ এবং তোমরা ও প্রমাণ দিবা কেননা তোমরা প্রথমাবধি আমার সঙ্গে থাকিতেছ।

ষোড়শ অধ্যায়

এই সকল কথা আমি তোমারদিগকে কহিয়াছি
২ যেন তোমরা ঠেষ না খাও। তাহারা তোমারদিগকে শিনগগ হইতে বাহির করিয়া পরিত্যাগ করিবে বরঞ্চ এমন সময় আসিতেছে যখন তোমারদিগকে যে কেহ বধ করে সে বুঝিবে যে তাহাতে ঈশ্বরের সেবা

৩ করিতেছে। তাহারা তোমারদিগকে এ সকল করিবেই কেননা তাহারা আমার পিতাকেও জানে না আমাকেও
৪ জানে না। কিন্তু এই সকল আমি তোমারদিগকে কহিয়া দিয়াছি তাহাতে সময় যখন আসিবে তখন যেন তোমারদের স্মৃতি হয় যে আমি তোমারদিগকে কহিয়াছিলাম তাহা প্রথমে আমি কহিলাম না কেননা
৫ আমি তোমারদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমি আপন প্রেরণকর্ত্তার স্থানে যাইতেছি তথাচ তোমারদের কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না যে তুমি কোথা
৬ যাইতেছ। কিন্তু এসকল কথা যে আমি তোমারদিগকে কহিয়াছি ইহার নিমিত্তে তোমারদের অন্তঃকরণ শোক
৭ পূর্ণ হইল। তত্রাপি আমি তোমারদিগকে সত্য কহি তোমারদের হিত নিমিত্তে আমার যাওনের আবশ্যক আছে কেননা আমি যদি না যাই তবে প্রবোধকর্ত্তা তোমারদের স্থানে আসিবেন না কিন্তু আমি যদি যাই
৮ তবে তাহাকে তোমারদের স্থানে পাঠাইব। এবং তিনি যখন আসিবেন তখন জগৎসংসারকে পাপ বিষয় ও পুণ্য বিষয় এবং বিচার বিষয়ে প্রবোধ দিবেন।
৯ পাপ বিষয়ে এই নিমিত্তে যে আমাকে তাহারা প্রত্যয়
১০ করে না। পুণ্য বিষয়ে এই কারণ যে আমি আমার পিতার স্থানে যাই তাহাতে আর আমাকে তোমরা
১১ দেখিবা না। বিচার বিষয়ে এই হেতু যে এই জগতের

১২ অধিপ বিচারিত হইয়াছে। আমার অনেক কথা তোমারদিগকে কহিতে আছে কিন্তু এখন তাহা সহিতে
১৩ পারিবা না। কিন্তু সত্যময় আত্মা যখন আসিবেন তখন তিনি তোমারদিগকে সমস্ত সত্যেতে প্রবেশ করাইবেন কেননা আপনা হইতে তিনি কহিবেন না কিন্তু যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং তোমার
১৪ দিগকে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম অনেক দেখাইবেন। তিনি আমার মহিমা প্রকাশ করিবেন কেননা তিনি আমা
১৫ হইতে লইয়া তোমারদিগকে দেখাইবেন। যে কিছু আমার পিতার আছে সে আমার এই নিমিত্তে আমি কহিলাম যে তিনি আমা হইতে লইয়া তোমারদিগকে
১৬ দেখাইবেন। কিঞ্চিৎ কাল আছে ততঃপরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবা না পরে আর কিঞ্চিৎ ব্যাজে আমাকে দেখিতে পাইবা কেননা আমি পিতার স্থানে
১৭ যাই। তখন তাহার কতেক শিষ্য পরস্পর বলিতে লাগিল এ কি কথা আমারদিগকে কহিতেছেন কিঞ্চিৎ ক্ষণ আছে তার পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবা না পরে আর কিঞ্চিৎ ব্যাজে আমাকে দেখিতে
১৮ পাইবা কেননা আমি পিতার স্থানে যাই। এই যে কিঞ্চিৎ কাল বলিতেছেন সে কি কথা কহিতেছেন
১৯ আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যিশু জানিলেন যে আপনাকে তাহারদের জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে

অতএব তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই যে আমি কহিলাম কিঞ্চিৎ কাল আছে তত:পরে আমাকে তোমরা দেখিতে পাইবা না পরে আর কিঞ্চিৎ ব্যাজে আমাকে দেখিতে পাইবা ইহার তদন্ত না কি তোমরা আপনার
২০ দের মধ্যে তত্ত্ব করহ। সত্য২ আমি বলি তোমার দিগকে তোমরা ক্রন্দন ও শোক বিলাপ করিবা কিন্তু জগৎসংসার কৌতুকাবিষ্ট হইবে এবং তোমরা শোকাকুল হইবে কিন্তু তোমারদের শোচনা আনন্দে
২১ লুপ্ত হইবে। প্রসূতি স্ত্রী যখন তাহার ক্ষণ উপস্থিত হয় তখন সে দু:খিতা আছে কিন্তু পুত্র প্রসব হইবা মাত্র তাহার একজন পুরুষ ভূমিষ্ঠ হওয়াতে যে আনন্দ হয় তাহাতে আপনার বেদনা আর স্মরণে থাকে না।
২২ এমনে তোমরা ও সম্প্রতি শোকাকুল হইলা কিন্তু আমি তোমারদের স্থানে আরবার সাক্ষাৎ দিব পরে তোমার দিগের মন আনন্দিত হইবে এবং তোমারদের আনন্দ
২৩ কেহ হরণ করিতে পারিবেক না। সেই দিবসে তোমরা আমাকে আর কোন জিজ্ঞাসা করিবা না সত্য২ আমি বলি তোমারদিগকে যে কিছু আমার নামে তোমরা পিতার স্থানে চাহিবা তিনি তোমারদিগকে
২৪ অবশ্য দিবেন। অদ্যাপি আমার নাম করিয়া তোমরা কিছু চাহ নাই চাহ তবে তোমারদের পূর্ণানন্দ যাহাতে
২৫ হয় তাহা পাইবা। এসকল কথা আমি উপমা দিয়া

তোমারদিগকে কহিয়াছি কিন্তু সময় আসিতেছে যখন উপমাকথা আর বলিব না কিন্তু তোমারদিগকে
২৬ স্পষ্ট রূপে পিতার বিষয় জানাইব। তখন তোমরা আমার নাম করিয়া যাচ্ঞা করিবা কিন্তু আমি কহি না যে তোমারদের কারণ আমি পিতাকে প্রার্থনা
২৭ করিব। কেননা তোমরা আমাকে প্রেম করিতেছ এবং যে আমি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি তাহা প্রত্যয় করিতেছ এই নিমিত্তে পিতা আপনি তোমারদিগকে
২৮ প্রেম করেণ। আমি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া জগতে আইলাম পুনশ্চ আমি জগৎ ছাড়িয়া
২৯ পিতার নিকটে যাই। শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিল দেখ এখন তো আপনি স্পষ্ট কথা কহিতেছেন এবং উপমা
৩০ কথা কহেন না। এখন আমরা প্রবোধ পাইলাম যে আপনি সকল কথা জানেন এবং যে কাহার জিজ্ঞাসাতে আপনার আবশ্যক নাই ইহাতে আমরা বিশ্বাস করি
৩১ যে আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আইলেন। যিশু তাহারদিগকে উত্তর দিলেন এখন কি তোমরা বিশ্বাস
৩২ করহ। দেখ সময় আসিতেছে বরং উপস্থিত আছে যখন তোমরা সকল আপন ২ স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া আমাকে একাকী ছাড়িয়া যাইবা তথাপি আমি একাকী নহি কেননা পিতা আমার সঙ্গে আছেন।
৩৩ এসকল কথা আমি তোমারদিগকে কহিয়াছি যেন

আমাতে তোমারদের শান্তি হয় জগতে তোমারদের ক্লেশ হইবেই কিন্তু নির্ভয় থাক আমি জগৎকে পরাভূত করিয়াছি।

সপ্তদশ অধ্যায়

য়িশু এই সকল কথা সমাপ্ত করিয়া স্বর্গের পানে চক্ষু উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন হে পিতঃ ক্ষণ তো আইলো তোমার পুত্রের মহিমা প্রকাশ করহ যেন
২ তোমার পুত্র তোমার মহিমাও প্রকাশ করে। যেমৎ তাহাকে তুমি সকল প্রাণির অধিকার দিয়াছ তাহাতে যে সকল তুমি তাহাকে প্রদান করিয়াছ তিনি যেন
৩ তাহারদিগকে অনন্ত জীবন দেন। এবং অনন্ত জীবন এই অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর যে তুমি এবং তোমার প্রেরিত
৪ য়িশুখ্রীষ্ট তোমার ও তাহার পরিচয়। তোমার মহিমা আমি জগতের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছি যে কর্ম্ম তুমি আমাকে ভারিয়াছিলা তাহা আমি সম্পন্ন
৫ করিয়াছি। অতএব হে পিতঃ সম্প্রতি আপনা দিয়া আমার মহিমা প্রকাশ কর সে মহিমা দিয়া যাহা আমি
৬ জগতের পূর্ব্বে তোমার সহিত ধারণ করিলাম। তুমি জগৎ হইতে যে সকল মনুষ্যেরদিগকে আমাকে দিয়াছ তাহারদিগকে আমি তোমার নাম জানাইয়া দিয়াছি তাহারা তোমার ছিল এবং তাহারদিগকে তুমি আমাকে দিলা এবং তাহারা তোমার কথা পালন করিয়াছে।

৭ এখন তাহারা জানে যে কিছু তুমি আমাকে দিয়াছ
৮ সে সকল তোমা হইতে হইয়াছে। কেননা যে কথা
তুমি আমাকে দিয়াছ তাহা আমি তাহারদিগকে
দিয়াছি অতএব তাঁহাকে তাহারা গুহণ করিয়াছে এবং
নিশ্চয় বুঝিয়াছে যে আমি তোমার নিকট হইতে
বাহির হইয়া আইলাম ও যে তুমি আমাকে প্রেরণ
৯ করিলা। তাহারদের নিমিত্তেই আমি প্রার্থনা
করিতেছি জগৎসংসার নিমিত্তে আমি প্রার্থনা করি না
কিন্তু জগৎ হইতে যে সকল তুমি আমাকে দিয়াছ
১০ তাহারদের কারণ কেননা সে তোমার। এবং যে সকল
আমার সে তোমার এবং যে তোমার সে আমার এবং
১১ তাহারদিগেতে আমার মহিমা প্রকাশিত হয়। এ
জগতে আমার আর থাকা নাই কিন্তু ইহারদের
জগতে থাকা আছে এবং আমি তোমার স্থানে আসি-
তেছি হে ধর্ম্মময় পিতঃ যে সকল তুমি আমাকে দিয়াছ
তাহারদিগকে আপন নাম দিয়া রক্ষা কর তাহাতে
আমরা যেমন এক আছি তেমন তাহারাও এক হয়।
১২ যাবৎ আমি তাহারদের সঙ্গে জগতে ছিলাম তাবৎ
আমি তোমার নামেতে তাহারদের রক্ষা করিলাম যে
সকল তুমি আমাকে দিয়াছ সে সকলেরদিগকে আমি
রক্ষা করিয়াছি এবং ধর্ম্ম গুন্থে যে মত বলে তাহারদের
মধ্যে সর্ব্বনাশের পুত্র ব্যতিরেক আমা হইতে কেহ

১৩ হারায় নাই। কিন্তু এখন আমি তোমার স্থানে আসি অতএব এসকল কথা জগতে থাকিতে আমি কহিতেছি
১৪ যেন আমাতে তাহারদের আনন্দ পূর্ণ হয়। আমি তোমার কথা তাহারদিগকে দিয়াছি এবং আমি যে মত জগতের নহি সেই মত তাহারাও জগতের নহে এই নিমিত্তে জগতটা তাহারদিগকে মন্দ বাসিতেছে।
১৫ কিন্তু যে তুমি তাহারদিগকে জগৎ হইতে লও এমত আমার প্রার্থনা নহে কিন্তু তাহারদিগকে মন্দ হইতে
১৬ যেন রক্ষা কর। তাহারা জগতের নহে যেমত আমিও
১৭ জগতের নহি। তোমার সত্য দিয়া তাহারদিগকে
১৮ পরিষ্কার কর তোমার বাক্যই সত্য। যেমত তুমি আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ সেই মত আমি
১৯ তাহারদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি। এবং তাহার দের কারণ আমি আপনাকে পরিষ্কার করি যেন
২০ সত্যের দ্বারা তাহারাও পরিষ্কৃত হয়। তথাচ কেবল ইহারদের কারণ আমি প্রার্থনা করি না কিন্তু যে সকল তাহারদের কথাদ্বারা আমাকে বিশ্বাস
২১ করিবে সে সকলের কারণও। তাহাতে যেন সকল এক হয় যেমত তুমি আমাতে এবং আমি তোমাতে সেমত তাহারাও আমারদিগেতে এক হয় তাহাতে জগৎ যেন প্রত্যয় করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ
২২ করিয়াছ। এবং আমাকে যে গৌরব তুমি দিয়াছ

তাহা আমি তাহারদিগকে দিয়াছি তাহাতে যেমত
২৩ আমরা এক সে মত তাহারাও এক হয়। আমি
তাহারদিগেতে এবং তুমি আমাতে যেন তাহারদের
ঐক্যতা সিদ্ধ হয় এবং জগৎ যেন জানে যে তুমি
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ এবং আমাকে যেমত প্রেম
করিতেছ সেমত তুমি তাহারদিগকেও প্রেম কর।
২৪ হে পিতঃ আমার ইচ্ছা যথা আমি থাকি তথা যে
সকল আমাকে দিয়াছ তাহারাও আমার সহিত থাকে
তাহাতে যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়াছ তাহারা
যেন দেখে কেননা তুমি জগতের অনুষ্ঠান হওনের
২৫ পূর্ব্বে আমাকে প্রেম করিলা। হে প্রাকৃতার্থিক পিতঃ
জগতটা তোমাকে জানে না কিন্তু আমি তোমাকে জানি
এবং ইহারা জানে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিলা।
২৬ এবং আমি তাহারদিগকে তোমার নাম জানাইয়া
দিয়াছি ও জানাইয়া দিব তাহাতে আমি তাহার
দিগেতে বর্ত্তিলে যে প্রেমেতে আমাকে প্রেম করিয়াছ
সে তাহারদিগেতে যেন হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এই কথা কহিয়া য়িশু আপন শিষ্যেরদের সহিত
কীদ্রুননালার পার গেলেন সেখানে একটা বাগান
আছে তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা প্রবেশ
২ করিলেন। সেই স্থান য়িহূদা তাঁহার বিশ্বাসঘাতক

জানিল কেননা য়িশু আপন শিষ্যেরদের সঙ্গে বার ২

৩ সেখানে যাইতেন। অতএব য়িহুদা সে সময়ে প্রধান যাজক ও ফারসীরদের স্থানে এক যঠা সৈন্য এবং পেয়াদাগণ পাইয়া প্রদীপ ও ডামর ও অস্ত্র লইয়া

৪ সেখানে আইল। ইহাতে য়িশু আপনাকে যে সকল ঘটিবে তাহা জ্ঞাত হইয়া আগে বাড়িলেন এবং

৫ তাহারদিগকে কহিলেন কাহার উদ্দেশ করহ। তাহারা উত্তর দিল য়িশু নাশিরেতীর য়িশু প্রত্যুত্তর করিলেন আমি সেই এবং য়িহোদা তাঁহার বিশ্বাসঘাতক তাহার

৬ দের সহিত দাঁড়াইয়া থাকিল। অতএব তিনি তাহার দিগকে একথা আমি সেই বলিবা মাত্রেই তাহারা

৭ পাছাইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন তিনি পুনশ্চ তাহার দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাহাকে অন্বেষণ করহ

৮ তাহারা বলিল য়িশু নাশরেতীকে। য়িশু উত্তর দিলেন আমি তো কহিয়াছি যে আমি সেই অতএব আমাকে যদি অন্বেষণ করহ তবে ইহারদিগকে যাইতে দেও।

৯ ইহাতে সে কথার পালন যেন হয় যে তিনি কহিয়া ছিলেন যে সকল তুমি আমাকে দিয়াছ তাহারদের

১০ মধ্যে কাহার ক্ষয় হয় নাই। তখন শীমন পিতরের স্থানে তলওয়ার থাকিলে সে তাহা ধারণ করিয়া মহা যাজকের নফরকে ঘা মারিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ

১১ ছেদন করিল সেই নফরের নাম মালখস। তখন

পীতরকে য়িশু কহিলেন তোমার তলওয়ার খাপেতে রাখ যে বাটী আমার পিতা আমাকে দিয়াছেন তাহা
১২ কি পান করিব না। তখন সে সৈন্য ও সেনাপতি
১৩ ও য়িহুদী পদাতিকেরা য়িশুকে ধরিলেক। এবং তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া প্রথমে হন্নার স্থানে আনিলেক সেই কাইফার শ্বশুর যে তদ্বৎসরের মহাযাজক ছিল।
১৪ কাইফা সেই জন যে য়িহুদীরদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছিল যে লোকেরদের নিমিত্তে এক জনের মরণ
১৫ বিহিত আছে। পরে শীমন পিতর ও আর এক শিষ্য য়িশুর পশ্চাৎ চলিল সেই শিষ্য মহাযাজকের স্থানে পরিচিত হইয়া য়িশুর সহিত তাহার অট্টালিকার
১৬ ভিতরে গেল। কিন্তু পিতর দ্বারের নিকটে বাহিরে থাকিল তখন সে অন্য শিষ্য যে মহাযাজকের ঠাঁই পরিচিত ছিল সে বাহিরে যাইয়া দ্বারিকাকে
১৭ কহিয়া পিতরকে প্রবেশ করাইল। তখন সে যুবতী দ্বারিকা পিতরকে কহিল তুমি ও এই মানুষের এক জন শিষ্য না কি সে বলিল আমি সে নহি।
১৮ এবং ভৃত্যগণ ও পাইকেরা এক অঙ্গারের অগ্নি করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া তাপিতেছিল কেননা শীত হইয়াছিল এবং পিতর দাঁড়াইয়া তাহারদের সঙ্গে
১৯ তাপিল। তখন মহাযাজক তাহার শিষ্য এবং শিক্ষার
২০ বিষয়ে য়িশুকে জিজ্ঞাসা করিলেক। য়িশু উত্তর

দিলেন আমি জগতের প্রতি স্পষ্টরূপে কহিয়াছি আমি শিষ্যগণে ও মন্দিরে সদত শিক্ষাইয়াছি যেখানে য়িহুদী সকল নিত্য যায় এবং গোপনে কিছু কহি নাই।
২১ আমাকে জিজ্ঞাসা কেন করহ যে সকল আমার কথা শুনিল তাহারদিগকেই জিজ্ঞাসা কর যে আমি তাহার দিগকে কি শিক্ষাইয়াছি দেখ তাহারা জানে আমি
২২ কি২ কহিয়াছি। এই কথা কহিলে এক জন পেয়াদা যে নিকটে দাঁড়াইল সে য়িশুকে চাপড় মারিয়া তাঁহাকে কহিল তুই মহাযাজককে এমন উত্তর
২৩ দিতেছিস। য়িশু তাহাকে উত্তর দিলেন আমি যদি মন্দ কহিয়াছি তবে সে মন্দের প্রমাণ দেও কিন্তু যদি
২৪ প্রকৃত বলিলাম তবে আমারে কি জন্য মারহ। ইহার মধ্যে হন্না তাঁহাকে মহাযাজক কাইফার নিকটে
২৫ বন্ধিত পাঠাইয়া ছিলেন। তথা শীমন পিতর দাঁড়াইয়া তাপিতে২ লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে তুমিও তাহার এক জন শিষ্য বট না কি সে অস্বীকার
২৬ করিয়া কহিল আমি সে নহি। মহা যাজকের নফর এক জন সেই ব্যক্তির জ্ঞাতি যাহার কাণ পিতর ছেদন করিয়াছিল সে কহিল আমি কি তোমাকে বাগানে
২৭ তাহার সঙ্গে দেখিলাম না। পিতর আরবার অস্বীকার
২৮ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ কুকুড়ার ডাক হইল। তখন তাহারা য়িশুকে কাইফার ঘর হইতে বিচার দালানে

লইয়া গেল তখন রাত্রি প্রভাত হইল কিন্তু য়িহুদীরা বিচার দালানে প্রবেশ করিল না যে কি জানি তাহারা অপবিত্র কয়া যায় তাহাতে পেশাক্ষ খাইতে বাধা হয়।
২৯ অতএব পীলাত তাহারদের নিকটে বাহিরে আসিয়া কহিলেন এ মনুষ্যের প্রতি তোমরা কিসের অপবাদ
৩০ আনহ। তাহারা উত্তর করিল সে অপরাধী না হইলে আমরা আপনার স্থানে তাহাকে সমর্পণ করিতাম না।
৩১ অতএব পীলাত কহিলেন তোমরা আপনারদের স্থানে লইয়া তাহাকে আপনারদের ব্যবস্থানুক্রমে বিচার কর তখন য়িহুদীরা উত্তর দিল যে কোন মনুষ্যের বধ করা
৩২ আমারদের কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে য়িশু আপন মৃত্যুর বিষয়ে কি প্রকারে মরিবেন যে কথা কহিয়াছিলেন
৩৩ তাহা যেন পূর্ণ হয়। তখন পীলাত বিচার দালানে পুনর্ব্বার গেলেন এবং য়িশুকে ডাকিয়া তাঁহাকে
৩৪ কহিলেন তুমি না কি য়িহুদীরদের রাজা বট। য়িশু উত্তর দিলেন তুমি কি আপনা হইতে এ কথা কহ কিম্বা অন্য লোক আমার বিষয়ে তাহা তোমাকে কহিয়াছে।
৩৫ পীলাত প্রত্যুত্তর করিলেন কি আমি য়িহুদী তোমার স্বদেশিরা এবং প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার
৩৬ স্থানে সমর্পণ করিয়াছে তুমি কি করিয়াছ। য়িশু প্রত্যুত্তর করিলেন আমার রাজ্য এ জগতের নহে আমার রাজ্য যদি এই জগতের হইত তবে আমার প্রজারা

য়হুদীয়দের বশ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে যুদ্ধ
৩৭ করিত কিন্তু আমার রাজ্য এথা হইতে নহে। ইহাতে
পীলাত কহিলেন তবে কি তুমি রাজা বট য়িশু উত্তর
দিলেন তুমিতো কহিতেছ আমি রাজা বটি ইহার
কারণ আমার জন্ম হইয়াছে এবং এই বিষয়ে আমি
জগতে আইলাম যেন সত্যের নিমিত্তে সাক্ষী দি যে
৩৮ কেহ সত্যের মধ্যে হয় সে আমার কথা শুনে। পীলাত
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সত্য কি ইহা কহিয়া তিনি
আরবার য়হুদীয়দের নিকটে বাহির যাইয়া তাহার
দিগকে কহিলেন আমিতো ইহার দোষ কিছু পাই না।
৩৯ কিন্তু তোমারদের এক নীতি আছে যে আমি পেশাক্ষ
সময়ে তোমারদের স্থানে এক জনকে মুক্ত করিয়া
ছাড়িয়া দি অতএব তোমারদের স্থানে আমি য়হুদীয়
দের রাজাকে ছাড়িয়া দি তোমারদের এমত ইচ্ছা
৪০ আছে কি না। তখন তাহারা সকলেই চেঁচাইয়া কহিল
এ মানুষ নহে কিন্তু বারাব্বা সেই বারাব্বা চোর ছিল।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

তখন পীলাত য়িশুকে লইয়া তাঁহাকে কোড়া
২ মারিল। পরে সেনাগণ কাঁটা গাছের একটা মুকুট
বিনাইয়া তাঁহার মস্তকে দিল এবং তাঁহাকে একটা
বাগুণী বর্ণের রাজ বস্ত্রে পরিধান করিয়া বলিতে
৩ লাগিল। নমস্কার২ য়হুদীয়দের রাজা পরে তাঁহাকে

৪ চাপড় মারিল। তখন পীলাত পুনশ্চ বাহিরে যাইয়া তাহারদিগকে কহিলেন ইহার দোষ আমি কিছু পাই না তোমারদের এই জানিবার কারণ দেখ আমি তাহাকে তোমারদের নিকটে বাহিরে আনিয়া দি তখন
৫ য়িস্ত।সে কাঁটার মুকুট এবং বাগুণী বর্ণের রাজবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে আইলেন তখন পীলাত
৬ বলিলেন মনুষ্যটার প্রতি দৃষ্টি কর। অতএব প্রধান যাজকেরা এবং পদাতিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চেঁচাইতে লাগিল যে ক্রূশে চড়াও ক্রূশে চড়াও পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা তাহাকে লইয়া ক্রূশে চড়াও
৭ কেননা আমি তাহার কিছু দোষ পাই না। য়হুদীরা তাহাকে উত্তর দিল আমারদের এক ব্যবস্থা আছে এবং আমারদের ব্যবস্থানুক্রমে তাহার মরণ কর্ত্তব্য কেননা সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া মানে।
৮ অতএব পীলাত যখন এ কথা শুনিলেন তখন
৯ তাহার অধিক ত্রাস হইল। এবং বিচার দালানে পুনর্ব্বার যাইয়া য়িশুকে কহিলেন তুমি কোথা হইতে হইয়াছ কিন্তু য়িশু তাহাকে কিছু উত্তর দিলেন না।
১০ তখন পীলাত তাহাকে বলিলেন কি আমাকে তুমি কথা বল না তুমি কি জানহ না যে তোমাকে ক্রূশ দিতে আমার শক্তি আছে এবং তোমাকে মুক্তি দিতেও
১১ আমার শক্তি আছে। য়িশু উত্তর করিলেন তোমাকে

উপর হইতে দেওয়া না গেলে আমার প্রতি তোমার কিছু সাধ্য হইতে পারিত না অতএব যে আমাকে তোমার স্থানে সমর্পণ করিল তাহার পাপ অধিক

১২ আছে। তখন সেইক্ষণ হইতে পীলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে অনুসন্ধান করিল কিন্তু য়হুদীরা চেঁচাইয়া বলিল তুমি যদি এই মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও তবে তুমি কাইসরের অন্তরঙ্গ নহ যে কেহ আপনাকে রাজা করিয়া বলে সে কাইশরের বৈরঙ্গভাবে বলে।

১৩ অতএব যখন পীলাত সে কথা শুনিলেন তখন তিনি য়িশুকে বাহিরে আনিয়া পাতরবান্ধা নামে এক স্থান যাহা এব্রী ভাষাতে গব্বতা বলা যায় সে স্থানে বিচার

১৪ আসনে বসিলেন। সেই সময় পেশাক্ষের আয়োজন দিবস দুই প্রহরের বেলায় তখন তিনি য়হুদীরদিগকে

১৫ বলিলেন দেখ তোমারদের রাজা। কিন্তু তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল দূর কর দূর কর তাহাকে ক্রূশ দেও পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন আমি কি তোমারদের রাজাকে ক্রূশ দিব প্রধান যাজকেরা উত্তর দিল

১৬ কাইসর ব্যতিরেক আমারদের রাজা নাই। তখন তিনি তাঁহাকে ক্রূশে চড়াইতে তাহারদের স্থানে সমর্পণ

১৭ করিলেন এবং তাহারা য়িশুকে ধরিয়া লইয়া গেল। পরে তিনি আপন ক্রূশ বহিয়া মাথা খুলী স্থল নামে এক স্থানে যাইয়া উত্তরিলেন কিন্তু এব্রী ভাষাতে তাহাকে

১৮ গলগতা বলে। সেখানে তাহারা আর দুই জনের সহিত তাঁহাকে ক্রূশে চড়াইল এক ২ পার্শ্বে এক ২ জন
১৯ এবং য়িশু মধ্যখানে। পরে পীলাত একটা পদবী লিখিয়া ক্রূশের উপর লাগাইয়া দিলেন সেই লেখা
২০ এই য়িশু নাশরেতী য়িহুদীরদের রাজা। তখন ঐ পদবী অনেক য়িহুদী পাঠ করিল কেননা য়িশুর ক্রূশ হওয়া স্থান নগরের নিকট ছিল এবং তাহা এব্রী ও য়ুনানী
২১ ও লাটিন ভাষাতে রচিত ছিল। তখন য়িহুদীরদের প্রধান যাজকগণ পীলাতকে কহিলেন যে য়িহুদীরদের রাজা করিয়া না লিখুন কিন্তু যে সেই বলিল আমি
২২ য়িহুদীরদের রাজা। পীলাত উত্তর দিলেন যাহা
২৩ লিখিয়াছি তাহা লিখিয়াছি। তখন সেনাগণ য়িশুকে ক্রূশ দিয়া তাঁহার বস্ত্র চারি ভাগ করিল এক ২ সৈন্যকে এক ২ ভাগ এবং তাঁহার জামাও লইল কিন্তু সে জামা
২৪ অযোড় ছিল উপর হইতে সমুদায় বিনীত। অতএব তাহারা পরস্পর কহিল তাহা আমরা চিরি না কিন্তু কাহার হইবে তাহার জন্যে গুলিবাঁট দি ইহাতে সে কথা যেন পূর্ণ হয় যে গুপ্তি আছে আমার পরিচ্ছেদ তাহারা আপনারদের মধ্যে বাঁটিয়া লইল এবং আমার জামার নিমিত্তে গুলিবাঁট দিল অতএব
২৫ সেনাগণ এসকল করিল। এথা য়িশুর ক্রূশের নিকটে তাঁহার মাতা এবং মাসী ও মারিয়া ক্লেওপার স্ত্রী ও

২৬ মারিয়া মাগ্দলেন দাঁড়াইতে ছিল। অতএব য়িশু আপন মাতা এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে সন্নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি কহিলেন হে মাইয়ে তোমার পুত্রকে দেখ।
২৭ পরে সে শিষ্যকে কহিলেন তোমার মাতাকে দেখ এবং সেই ক্ষণ হইতে সেই শিষ্য তাহাকে আপন ঘরে লইল।
২৮ ততঃপরে য়িশু সকল কর্ম্ম সমাপ্ত জানিয়া গুহ্য কথা যেন পূর্ণ হয় তিনি বলিলেন আমি তৃষ্ণিত আছি।
২৯ সেই খানে শিরকায় ভরা একটা বাটী থোওয়াছিল অতএব তাহারা সে শিরকা দিয়া একটা স্পঞ্জ পূরা ইয়া তাহা হেজবের উপর বান্ধিয়া তাঁহার মুখাগ্রে
৩০ রাখিয়া দিল। যখন য়িশু সে শিরকা লইলেন তখন তিনি কহিলেন সমাপ্ত হইল এবং মাতা নোয়াইয়া প্রাণ
৩১ ত্যাগ করিলেন। তখন আয়োজন সময় হওয়াতে দেহ যেন বিশ্রামবারে ক্রূশের উপর না থাকে কেননা সেই বিশ্রামবার এক বড় দিন ছিল এই নিমিত্তে য়িহূদীরা পীলাতের স্থানে যাচ্ঞা করিল যে তাহারদের পা সকল ভঙ্গ করিয়া তাহারদিগকে স্থানান্তরে লইয়া
৩২ যাইতে আজ্ঞা হয়। তখন সেনাগণ আসিয়া প্রথমের পা ভাঙ্গিল পরে অন্য জন যে তাঁহার সহিত ক্রূশেতে
৩৩ চড়ান গেল তাহারও। কিন্তু য়িশুর স্থানে আসিয়া তাঁহাকে তখনি মৃতগত দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল না।
৩৪ কিন্তু এক জন সেনা তাঁহার কক্ষদেশ শূলেতে বিন্ধিল

৩৫ তাহাতে রক্ত ও জল বাহিরাইল। এবং তাহা যে দেখিল সে সাক্ষী দিল ও তাহার সাক্ষী সত্য এবং সে জানে যে আপনি সত্য কহিতেছে তাহাতে তোমারদের বিশ্বাস
৩৬ যেন হয়। কেননা এ সকল হইল যেন গুহ্য কথা পূর্ণ
৩৭ হয় যে তাহার একখান অস্থি ভগ্ন হইবে না। পুনশ্চ আর এক গুহ্য বলে যাহাকে তাহারা বিদ্ধিল তাহার
৩৮ উপর তাহারা অবলোকন করিবে। তাহার পরে য়ুশফ অরিমাতেয়া য়িশুর এক জন শিষ্য কিন্তু য়হুদীরদের ভয়েতে অব্যক্ত রূপে সে পীলাতের স্থানে যাচ্ঞা করিল যে যিশুর দেহ লইয়া যাইতে আজ্ঞা পায় তাহাতে পীলাত আজ্ঞা দিলেন অতএব সে আসিয়া যিশুর
৩৯ দেহ লইল। পরে নিকদেমস যে পূথমে রাত্রিকালে য়িশুর নিকটে গিয়াছিল সেও আইল এবং মর্হ
৪০ ও অগুরু মিশ্রিত মোন ভেড়েক আনিলেক। তখন তাহারা য়িশুর দেহ লইয়া য়হুদীরদের কবর দেওন ক্রিয়ানুক্রমে সে বণিক দ্রব্য সঙ্গে তাঁহাকে কাপড়ে জড়া
৪১ ইয়া দিলেন। ইহাতে য়িশুর ক্রূশ হওয়ার স্থানে এক বাগান ছিল এবং সেই বাগানে একটা নূতন কবরস্থান যাহাতে কোন মনুষ্য সে পর্য্যন্ত কখন শোওয়া যায়
৪২ নাই। অতএব সে কবর নিকট হইলে তাহারা আয়োজন সময় নিমিত্তে য়িশুকে সেখানে শোয়াইয়া দিলেন।

বিংশতি অধ্যয়

সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতি ভোরে অন্ধকার থাকিতে মারিয়া মাগ্দালানী কবরের নিকটে আসিয়া দেখিল
২ যে কবর হইতে প্রস্তর তোলা গিয়াছে। তখন সে দৌড়িয়া শীমন পিতর এবং অন্য শিষ্য যে যিশুর প্রিয় ছিল ইহারদের নিকটে আসিয়া কহিল তাহারা প্রভুকে কবর হইতে লইয়া গিয়াছে কিন্তু কোথায় তাঁহাকে
৩ রাখিয়াছে ইহা আমরা জানি না। অতএব পিতর এবং
৪ সে অন্য শিষ্য কবরস্থানে গেল। ইহাতে দুই জন দৌড়াদৌড়ি করিলে অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ
৫ রাখিয়া প্রথমে কবরে পৌঁছিল। তখন সেই শরীর নোয়াইয়া কাপড় গুলা সাক্ষাৎ দেখিল তত্রাপি সে
৬ ভিতরে গেল না। তৎপরে শীমন পিতর তাহার পশ্চাৎ আসিয়া কবরে প্রবেশ করিল এবং কাপড় সকল সম্মুখে
৭ দেখিল। কিন্তু গামছা খান যে তাঁহার মাথায় জড়িত ছিল তাহা কাপড়ের সহিত নহে কিন্তু অন্য স্থানে লপটা
৮ হইয়া একাকী ছিল। তখন সে অন্য শিষ্য যে কবরের নিকটে প্রথম পৌঁছিল সেও প্রবেশ করিল এবং দেখিয়া
৯ বিশ্বাস করিল। কেননা সে পর্যন্ত তাহারা গ্রন্থের কথা জানিল না যে তাহার মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান হওনের
১০ আবশ্যক ছিল। তখন শিষ্যেরা পুনশ্চ আপন২ ঘরে
১১ গেল। কিন্তু মারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া কবরের নিকট

১২ রোদনে থাকিল। এবং সে কান্দিতেং শরীর নোঁয়াইয়া কবরে দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে য়িশুর দেহের শয়ন স্থানে দুই স্বর্গের দূত এক জন তাঁহার সিতানে এবং অন্য জন তাঁহার পৈথানে শুক্ল পরিচ্ছদে বসিয়া আছে।
১৩ তখন তাহারা কহিল হে মাইয়ে তুমি কেন কান্দিতেছ সে কহিল আমার প্রভুকে তাহারা লইয়া গিয়াছে এবং আমি জানি না সে কোথায় তাঁহাকে রাখিয়াছে এই
১৪ নিমিত্তে। এই কথা কহিয়া সে আপন মুখ ফিরাইল এবং য়িশুকে দণ্ডায়মান দেখিল কিন্তু সে জানিল না যে
১৫ য়িশু আছেন। য়িশু তাহাকে কহিলেন হে মাইয়ে তুমি কেন রোদন করিতেছ কাহার উদ্দেশ করহ সে তাঁহাকে বাগানের মালী জানিয়া কহিল হে মহাশয় যদি তুমি তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া গিয়া থাক তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছ আমাকে বল তবে আমি সেখান
১৬ হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইব। য়িশু তাহাকে কহিলেন ওগো মারিয়া সে ফিরিয়া তাঁহাকে বলিল হে রাব্বোনি
১৭ অর্থাৎ হে গুরো। য়িশু তাহাকে কহিলেন আমাকে স্পর্শ করিও না কেননা অদ্যাপি আমি আপন পিতার স্থানে উর্দ্ধ গমন করি নাই কিন্তু আমার ভ্রাতারদের স্থানে যাইয়া তাহারদিগকে কহ যে আমার পিতা ও তোমারদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমারদের ঈশ্বর
১৮ তাহার স্থানে আমি উর্দ্ধ গতি করি। মারিয়া মাগ্দলেন

আসিয়া শিষ্যেরদিগকে কহিল যে আপনি প্রভুকে দেখিয়াছিল এবং যে তিনি তাহাকে এ কথা কহিয়া
১৯ ছিলেন পরে সেই দিবসের সন্ধ্যা সময়ে তাহা সপ্তাহের প্রথম দিবসে শিষ্যগণ যে স্থানে একত্র হইয়া সভাস্থ হইল য়িহুদীরদের ভয়ে দ্বার সকল বদ্ধ হইলে য়িশু আসিয়া তাহারদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া তাহারদিগকে
২০ কহিলেন তোমারদিগকে শান্তি হউক। ইহা কহিয়া তিনি তাহারদিগকে আপন হস্ত ও কক্ষদেশ দেখাইলেন
২১ তখন শিষ্যেরা প্রভুকে দেখিয়া হর্ষিত হইল। তখন য়িশু পুনশ্চ তাহারদিগকে কহিলেন তোমারদিগকে শান্তি হউক আমার পিতা যেমত আমাকে পাঠাইলেন
২২ সেই মত আমি তোমারদিগকে পাঠাই। ইহা কহিয়া তিনি তাহারদের উপর আপন মুখের ভাপ দিলেন
২৩ এবং বলিলেন ধর্ম্মাত্মা লও। যাহারদের পাপ তোমরা ক্ষমা করহ সে তাহারদের প্রতি ক্ষমিত আছে এবং যাহারদের পাপ তোমরা রাখিয়া দেও সে রাখা আছে।
২৪ কিন্তু দ্বাদশের এক জন তমা যাহাকে দ্বিদিমা বলে যখন য়িশু আইলেন তখন সে তাহারদের সঙ্গে ছিল
২৫ না। অতএব অন্য শিষ্যগণ তাহাকে কহিল আমরা প্রভুর দেখা পাইয়াছি কিন্তু সে তাহারদিগকে বলিল যে তাহার হস্তে প্রেকের চিহ্ন না দেখিলে এবং প্রেকের চিহ্নে আমার অঙ্গুলী না দিলে অপর তাহার কক্ষদেশে

আমার হাত না সেঁধ্যাইলে আমি বিশ্বাস করিব না।
২৬ পুনশ্চ অষ্ট দিবস পরে তাঁহার শিষ্যগণ ভিতরে ছিল এবং তমা তাহারদের সহিত তাহাতে দ্বার সকল রুদ্ধ হইলে য়িশু তাহারদের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া
২৭ কহিলেন তোমারদিগকে শান্তি হউক। তখন তিনি তমাকে কহিলেন তোমার অঙ্গুলী এ দিগে বিস্তার কর এবং আমার হাত দেখ পরে তোমার হাত বাড়াইয়া আমার কক্ষদেশে ঘুষাইয়া দেও এবং অনাস্থিক না হইয়া
২৮ বিশ্বাস যুক্ত হও। তখন তমা তাঁহাকে উত্তর করিয়া
২৯ কহিলেন হে আমার প্রভো ও আমার ঈশ্বর। য়িশু তাহাকে কহিলেন হে তমা তুমি দেখিয়াছ এই নিমিত্তে তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে না দেখিয়া বিশ্বাস করে সেই
৩০ ধন্য। এবং য়িশু আপন শিষ্যেরদের সাক্ষাতে আরহ অনেক চিহ্ন অবশ্য দেখাইলেন যাহা এই পুস্তকে লেখা
৩১ যায় নাই। কিন্তু এ সকল লেখা আছে যেন তোমারদের বিশ্বাস হয় যে য়িশু আছেন খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নাম দিয়া যেন তোমারদের জীবন লাভ হয়——

এক বিংশতি অধ্যায়

এ সকল পরে য়িশু পুনশ্চ আপন শিষ্যেরদের স্থানে তিবেরী সাগরে দেখা দিলেন এবং তাঁহার দেখা এই
২ মতে হইল। তথা শীমন পিতর ও তমা যাহাকে

দ্বিদিমস বলে ও গালিলী কানার নতনাল ও জেবদির
৩ পুত্রেরা এবং তাঁহার আর দুই শিষ্য একত্র ছিল। শীমন
পিতর তাহারদিগকে বলিল আমি মৎস্য মারিতে যাই
তাহারা কহিল আমরা ও যাই তাহারা যাইয়া তৎক্ষণাৎ
এক নৌকাতে চড়িল কিন্তু সেই রাত্রি কিছু পাইল না।
৪ প্রাতঃকাল হইলে য়িশু সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন
৫ কিন্তু শিষ্যেরা জানিল না যে তিনি য়িশু। তখন য়িশু
তাহারদিগকে কহিলেন হে বাছারা তোমারদের স্থানে
৬ কিছু ভক্ষ্যদ্রব্য আছে তাহারা উত্তর দিল যে না। পরে
তিনি কহিলেন নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ক্ষেপণ কর
তবে পাইবা অতএব তাহারা ফেলিয়া দিল তাহাতে
মৎস্যের বাহুল্যতা প্রযুক্ত তাহারা জাল টানিতে অসমর্থ
৭ ছিল। এতদর্থে ঐ শিষ্য যে য়িশুর প্রিয় সে পিতরকে
কহিল এই প্রভু বটে পিতর যখন প্রভু কথা শুনিলেন
সেই উলঙ্গ হইলে আপন মাছিয়ার বস্ত্র দেহে বাঁন্ধিয়া
৮ সাগরে ঝাঁপ দিল। পরে অন্য শিষ্যেরা মৎস্য সহিত
জাল টানিতে ২ ছোট ডিঙ্গাতে আইল কেননা তাহারা
কূল হইতে বিস্তর দূর ছিল না কিন্তু রজ্জু আড়াইএক
৯ পরিমাণ। ভূমিতে উপস্থিত হইলে তাহারা প্রজ্বলিত
অঙ্গারে এক অগ্নি এবং তাহার উপর মৎস্য গুলা এবং
১০ রুটী সাক্ষাৎ দেখিল। য়িশু তাহারদিগকে কহিলেন
তোমরা যে মৎস্য ধরিয়াছ তাহা হইতে কিছু আনিয়া

১১ দেও। শীমন পিতর যাইয়া এক শত তির্পন্ন বড় ২ মৎস্যেতে ভরা জালকে ভূমিতে টানিয়া লইল কিন্তু
১২ এত ছিল তথাচ জাল ভাঙ্গা গেল না। য়িশু তাহার দিগকে কহিলেন আইস ভোজন কর তাঁহাকে প্রভু জানিয়া শিষ্যেরদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কে বট
১৩ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসিক ছিল না। তখন য়িশু আসিয়া রুটী লইয়া তাহারদিগকে দিলেন এবং মৎস্য ও
১৪ দিলেন। এইটা তৃতীয় বার যে য়িশু মৃত্যু হইতে উত্থিত হইলে পরে আপন শিষ্যেরদিগকে দেখা দিলেন।
১৫ তখন ভোজন সমাপ্ত হইলে য়িশু শীমন পিতরকে কহিলেন হে শীমন য়োনার পুত্র তুমি না কি ইহারদিগ হইতে আমাকে প্রীতি করহ সে কহিল হাঁ প্রভু আপনি জানেন যে আমি তোমাকে প্রীতি করিতেছি তিনি তাহাকে কহিলেন আমার মেষ বাছা সকল পোষণ
১৬ করহ। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয় বার তাহাকে কহিলেন যে হে শীমন য়োনার পুত্র তুমি না কি আমাকে প্রেম করহ সে কহিল হাঁ প্রভু আপনি জানেন যে আমি তোমাকে প্রেম করিতেছি তিনি তাহাকে কহিলেন
১৭ আমার মেষ সকল পোষিয়া দেহ। তিনি তৃতীয় বার তাহাকে কহিলেন হে শীমন য়োনার পুত্র তুমি আমাকে না কি প্রেম করহ পিতর তাঁহার তৃতীয় বার আমাকে না কি প্রেম করহ কহাতে উদ্বিগ্ন হইল

এবং তাঁহাকে বলিল হে প্রভো আপনি সর্ব্বজ্ঞ আপনি তো জানেন যে আমি আপনকাকে প্রেম করিতেছি য়িশু তাহাকে কহিলেন আমার মেষ সকল পালন
১৮ করহ। সত্য ২ আমি তোমাকে কহি তোমার যুবাকালে তুমি আপনার কোমর বান্ধিয়া যেখানে ইচ্ছা করিলা সেইখানে চলিলা কিন্তু তোমার বৃদ্ধ বয়সে তুমি আপনার হাত বিস্তার করিবা এবং অন্য জন তোমাকে বান্ধিয়া যে স্থানে তোমার ইচ্ছা হয় না সে স্থানে
১৯ লইয়া যাইবে। ইহাতে কি প্রকার মরণে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে তাহা বুঝাইয়া ইহা কহিলেন এবং তাহার কহন পরে তিনি তাহাকে বলিলেন আমার
২০ পশ্চাৎ আইস তখন পিতর মুখ ফিরাইয়া য়িশুর প্রিয় শিষ্য যে রাত্রির ভোজন সময়ে তাঁহার বুকে হেলনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল যে প্রভো কোন জন আপনকার বিশ্বাসঘাতকী করিবে তাহাকে পশ্চাৎ
২১ আসিতে দেখিল। পিতর তাহাকে দেখিয়া য়িশুকে কহিল হে প্রভো এই মনুষ্যকে ও কি করিতে হইবে।
২২ য়িশু তাহাকে কহিলেন আমার আগমন পর্য্যন্ত তাহার থাকা যদি ইচ্ছা করি ইহায় তোমার কি তুমি আমার
২৩ পশ্চাৎ আইস। তখন ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথার জনরব হইল যে সেই শিষ্য মরিবে না তত্রাপি য়িশু কহিলেন না যে তাহা মরিবেক না কিন্তু যে আপন

আগমন পর্য্যন্ত তাহার কথা যদি আমার ইচ্ছা হয়
২৪ ইহায় তোমার কি। এই সে শিষ্য যে এসকল কথার
সাক্ষী দিতেছে এবং এসকল গ্রন্থ করিয়াছে এবং
আমরা জানি যে তাহার সাক্ষী সত্য। এবং যিশুর আর২
অনেক ক্রিয়া আছে তাহাতে যদি এক২ করিয়া
সমূহ লেখা যায় তবে বুঝি এত পুস্তকের গ্রন্থ হয় যে
জগত ও তাহা ধরিতে পারে না।

প্রেরিতেরদের ক্রিয়া
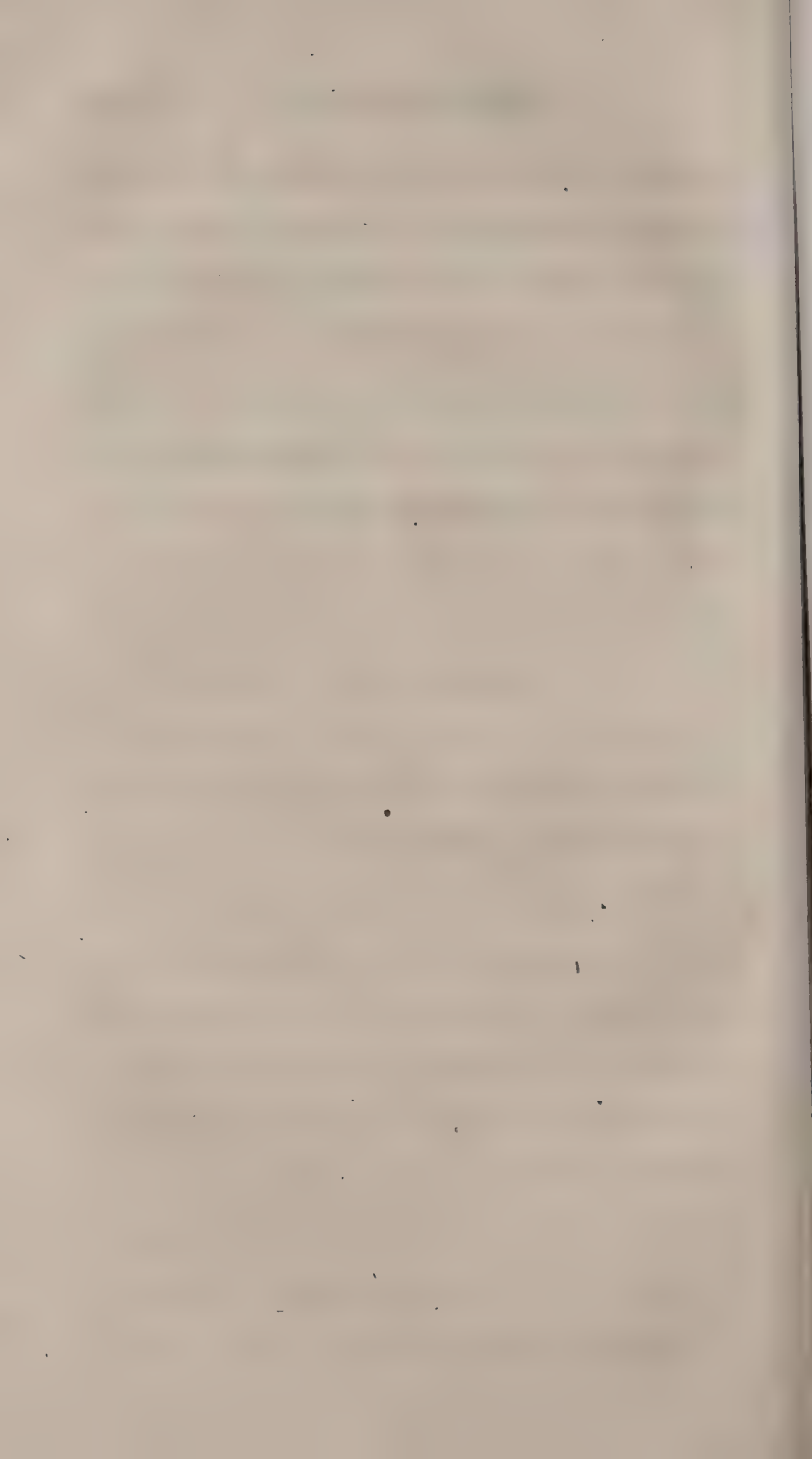
প্রথম অধ্যায়

হে তিয়ফিলস য়িশু যে কিছু করিতে ও শিক্ষাইতে আরম্ভ করিলেন তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত আমি প্রথম
২ পুস্তকে লিখিয়াছি। তাহার বিস্তারিত সেই দিবস পর্য্যন্ত যাহাতে তিনি আপন বাছিত প্রেরিতেরদিগকে ধর্ম্মাত্মা হইতে আজ্ঞা অনুজ্ঞা দিলে পরে উপরে লওয়া
৩ গেলেন। ও যাহারদিগকে তিনি আপনার মৃত্যু পরে নানা নিশ্চিত প্রমাণে জীববান হইয়া দেখা দিয়া চল্লিশ দিবস তাহারদের স্থানে দৃষ্ট হইলেন এবং ঈশ্বরের
৪ রাজ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ আলাপ করিলেন। পরে তাহারদিগকে একত্র করিয়া তিনি আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা য়িরোশলম হইতে প্রস্থান করিও না কিন্তু

আমার পিতার অঙ্গীকার যে তোমরা আমার স্থানে
৫ শুনিয়াছ তাহার অপেক্ষাতে থাক। কেননা য়োহন
জলেতে বাপ্টাইজ করিলেন বটে কিন্তু তোমরা অল্প
দিবসের মধ্যে ধর্ম্মাত্মাতে বাপ্টাইজিত হইবা।
৬ অতএব তাহারা একত্র হইয়া আইলে পরে তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল হে প্রভো আপনি না কি এই
৭ সময়ে য়িশরাএলকে পুনশ্চ রাজ্য দিবেন। তিনি তাহার
দিগকে কহিলেন পিতা যে সকল কাল সময় আত্ম
বশে রাখিয়াছেন সে তোমারদের জানিবার নহে।
৮ কিন্তু তোমারদের উপর ধর্ম্মাত্মার আইসনে তোমরা
শক্তি পাইবা এবং য়িরোশলমে ও য়হোদা দেশ
সমুদায়ে ও শমরূণ দেশে এবং পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্তই
৯ আমার সাক্ষী হইবা। এ কথা কহিয়া তাহারা দেখিতে২
তিনি উথিত হইলেন পরে এক মেঘ তাঁহাকে তাহার
১০ দের দৃষ্ট্যন্তর করিয়া লইল। পরে তাঁহার ঊর্দ্ধ গমনে
তাহারা স্বর্গ পানে এক দৃষ্টে চাহিতে২ দেখ দুই মনুষ্য
শুক্ল পরিচ্ছদে তাহারদের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিতে
১১ লাগিল হে গালিলীয় মনুষ্যেরা তোমরা দাঁড়াইয়া স্বর্গ
পানে চাহিয়া থাক কেননা এই য়িশু যে তোমারদের
নিকট হইতে স্বর্গেতে লওয়া গিয়াছেন তাঁহার স্বর্গে গমন
যে রূপ তোমরা দেখিয়াছ সেই রূপ তিনি পুনর্ব্বার
১২ আগমন ও করিবেন। তখন তাহারা জৈতুন নাম পর্ব্বত

হইতে য়িরোশলমে ফিরিয়া আইল তাহা য়িরোশলম
১৩ হইতে এক বিশ্রামবারের পথ। এবং নগরে প্রবিষ্ট
হইলে পরে তাহারা একটা উপর দালানে গেল যেখানে
পিতর ও য়াকুব ও য়োহন ও আন্দ্রু ও ফিলিপ ও
তমা ও বার্তোলমী ও মাতিউ ও হলফির পুত্র য়াকুব ও
শীমন জ্বলন্ত ও য়হোদা য়াকুবের ভাই এ সকল অবস্থান
১৪ করিল। এ সকল এবং স্ত্রীগণ ও মারিয়া য়িশুর মাতা ও
তাঁহার ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া এক মনে প্রার্থনা
১৫ স্তবাদিতে থাকিল। সেই কালের মধ্যে পিতর উঠিয়া
শিষ্যগণের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া কহিল ন্যূনাধিকে
তাহারা সর্ব্বারম্ভে এক শত বিশ জন ছিল হে
মনুষ্য ভাই সকল য়িশুর আক্রমন কর্ত্তারদের পথ
১৬ দর্শক য়হোদা তাহার বিষয়ে ধর্ম্মাত্মা যে গুহ্য কথা
দাউদের মুখে কহিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ হইবার
১৭ আবশ্যক ছিল। কেননা সে আমারদের মধ্যে গণা
গিয়াছিল এবং এই সেবার অংশও পাইয়াছিল।
১৮ অতএব এই মনুষ্য দুষ্কর্ম্মের ফলে একটা ক্ষেত্র ক্রয়
করিয়াছিল পরে উভড় হইয়া মুখের ভরে পড়িয়া সে
মধ্যাঙ্গে ফাটিয়া গেল এবং তাহার আঁতুড়ী সকল
১৯ নির্গত হইল। এবং য়িরোশলমের সকল নিবাসিরা
তাহা অবগত হইল তাহাতে সে ক্ষেত্র তাহারদের
ভাষায় হক্কেলদমা কহা যাইতেছে তাহার অর্থ রক্ত

২০ ক্ষেত্র। কেননা গীত পুস্তকে গুথিত আছে তাহার গৃহ
উজড় হউক তাহাতে কোন মনুষ্যের বাস না হউক
২১।২২ এবং তাহার পদ অন্যে লউক। এতদর্থে এই মনুষ্যেরা
যে আমারদের সঙ্গে থাকিয়া আসিতেছে যত ক্ষণে
প্রভু য়িশু আমারদের মধ্যে গমনাগমন করিলেন
য়োহনের বাপ্তিস্মাবধি আমারদের নিকট হইতে
তাহার লওয়া যাওনের দিবস পর্য্যন্তই ইহারদের এক
জনকে আমারদের সহিত তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী
২৩ হইবার জন্য নিযুক্ত করিতে আবশ্যক আছে। তখন
তাহারা য়ুশফ যাহাকে বারশবা বলে ও যাহার খ্যাত
নাম যস্তস এবং মতীয়া এদুই জনকে নিযুক্ত করিল।
২৪ পরে তাহারা প্রার্থনা করিয়া কহিল হে য়িহুহা সকলের
চিত্তজ্ঞ এদুই জনের মধ্যে তোমার বাছিত কেটা তাহা
২৫ দেখাইয়া দেন। সে যেন এ সেবা ও প্রেরিতত্ত্বের ভাগ
লয় যাহা হইতে যহোদা আপনার স্থানে যাইবার
২৬ কারণ অপরাধেতে পতন হইল। পরে তাহারদের
গুলিঁাট বাহির করিলে পরে তাহা মতিয়ার ভাগে
পড়িল এবং সে একাদশ প্রেরিতেরদের সঙ্গে গণা গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরে পেন্তকস্ত দিবস পূর্ণ হইয়া আইলে তাহারা
২ সকলেই এক মনে একই স্থানে ছিল। এবং অকস্মা
স্বর্গ হইতে প্রচণ্ড খরতর বাতাসের ন্যায় একটা শব্দ

আসিয়া যে ঘরে তাহারা বসিয়াছিল তাহা পরিপূর্ণ
৩ করিল। পরে তাহারদের স্থানে অগ্নিবৎ ভিন্ন ভিন্ন
জিহ্বা গুলা প্রত্যক্ষ হইয়া প্রত্যেক জনের উপর বসিয়া
৪ থাকিল। এবং তাহারা সকলেই ধর্ম্মাত্মায় পরিপূর্ণ হইল
এবং অন্য ২ ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল যেমত
আত্মা তাহারদিগকে উক্তি করিবার সাধ্য দিলেন।
৫ সেই সময়ে স্বর্গের নীচে যাবদীয় দেশ হইতেই
যহোদী ভক্ত লোক যিরোশলমে অবস্থান করিতেছিল।
৬ পরে এ কথার জনরব হইলে লোকারণ্য আসিয়া একত্র
হইয়া চমৎকৃত হইল কেননা প্রতি জন আপন ২ দেশ
৭ ভাষায় তাহারদের কথা শুনিল। এবং সকলেই চমৎকৃত
ও বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল যে দেখ
এ সকল যাহারা বলিতেছে তাহারা না কি গালিলীয়
৮ লোক নহে। তবে আমরা প্রতিজন আপন২ জন্মদেশ
ভাষাতে তাহারদের কথা কেমন করিয়া শুনিতেছি।
৯ পার্ত্তী ও মাদী ও আইলমী এবং মেযোপোতামিরা ও
১০ য়হোদী ও কপদোকিয়া ও পন্তয ও আসিয়া। ও
ফ্রুগিয়া ও পাম্পলিয়া ও মিশ্বর ও কিরেণের
নিকটাবর্ত্তী লিবিয়া দেশের অধিকার এ সকল দেশ
নিবাসিরা এবং রুমী প্রবাসিরা প্রকৃত য়হোদীরা এবং
১১ য়হোদী মতাবলম্বিরা। ক্রেতীয় ও আরবী আমরা
আপনারদের নিজ ভাষায় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্রিয়া

১২ তাহারদের মুখে শুনিতেছি। এবং সকলেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল ইহার তদন্ত
১৩ বা কি। কিন্তু অন্যেরা পরিহাস করিয়া কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্যেরা অবশ্য নূতন দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ
১৪ হইয়াছে। কিন্তু পিতর এগার জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল হে য়িহোদী মনুষ্যেরা এবং য়িরোশলম নিবাসিরা তোমরা সকল ইহা জ্ঞাত হও
১৫ এবং আমার কথা অবধান করহ। কেননা এই মনুষ্যেরা মত্ত নহে যেমন তোমরা অনুমান করহ কেননা
১৬ কেবল এক প্রহর বেলা মাত্র হইল। কিন্তু এই সে ঘটনা যাহার প্রসঙ্গ য়োএল ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিলেন।
১৭ যে অবশেষকালের ঘটনাক্রমে ঈশ্বর কহিতেছেন আমি আপন আত্মা সকল জীবের উপর ঢালিয়া দিব এবং তোমারদের পুত্রগণ ও কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাণী বলিবে ও তোমারদের যুবকেরা দৈব দর্শন পাইবে
১৮ ও তোমারদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে। বরঞ্চ তখনকার সময়ে আমি আপনার দাস দাসীগণের উপর আপন আত্মা ঢালিয়া দিব ও তাহারা ভবিষ্যদ্বাণী
১৯ বলিবে। এবং আমি ঊর্দ্ধস্থিত স্বর্গে অসম্ভব লক্ষণ এবং অধঃস্থিত পৃথিবীতে চিহ্ন দেখাইয়া দিব রক্ত ও
২০ অগ্নি ও ধূমার কুজ্ঝটি। য়িহুহার সেই বড় ও ভীষণ দিবসের আইসনের পূর্ব্বে সূর্য্যটা অন্ধকার এবং চন্দ্রটা

২১ রক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যে কেহ
২২ য়িহুহার নাম স্মরণ করিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে। হে
য়িশরাইলী মনুষ্যেরা এই কথা শুন য়িশু নাজরেণ
এক ব্যক্তি যাহার দ্বারা ঈশ্বর তোমারদের মধ্যে
নানা আশ্চর্য্য ও অসম্ভব কর্ম্ম ও লক্ষণ করাইলে
তাঁহার যোগ্যতা তোমারদের স্থানে ঈশ্বরেতেই প্রামাণ্য
২৩ হইল যেমত তোমরাও জান। তিনি ঈশ্বরের স্থির
পরামর্শ এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানে সমর্পিত হইলে তোমরা
তাঁহাকে ধরিয়া পাপিরদের হাতে ক্রূশে টাঙ্গাইয়া বধ
২৪ করিয়াছ। তাঁহাকে ঈশ্বর মৃত্যুর বন্ধন ঘুচাইয়া উঠাইয়া
দিয়াছেন কেননা তাহাতে তাঁহার বন্ধ থাকা অসাধ্য।
২৫ কেননা দাউদ তাহার বিষয়ে কহিতেছেন যে আমি
য়িহুহাকে সতত আমার সাক্ষাৎ রাখিলাম কেননা
তিনি আমার দক্ষিণে আছেন তাহাতে যেন আমি
২৬ অলড় থাকি। অতএব আমার চিত্ত পুলকিত এবং
আমার জিহ্বা আনন্দিত আছে অপর আমার দেহ ও
২৭ ভরসায় শয়ন করিবে। কেননা তুমি আমার আত্মাকে
অদৃষ্ট স্থানে ছাড়িয়া দিবা না এবং আপন ধার্ম্মিককে
২৮ শটিততা দেখিতে ও দিবা না। তুমি আমাকে জীবনের
পথ জানাইয়া দিয়াছ তুমি আপন বদনে আমাকে
২৯ আনন্দে পূর্ণ করিবা। হে মনুষ্য ভাই সকল আমাকে
পিতৃ দাউদের কথা তোমারদিগকে স্পষ্ট রূপে কহিতে

দেও যে তিনি মরিয়া গিয়াছেন এবং কবরস্থও হইয়াছেন এবং তাঁহার কবরস্থান আমারদের মধ্যে
৩০ অদ্যাপিও আছে। অতএব ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া তিনি জানিলেন যে তাহার সিংহাসনে বসিবার কারণ ঈশ্বর শরীরের ভাবেতে তাহার ঔরস সন্তান হইতে খ্রীষ্টের উদ্ভব করিতে তাহাকে দিব্য করিয়া কিরা করিয়া
৩১ ছিলেন। ইহা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা কহিলেন যে তাঁহারি আত্মা অদৃষ্ট স্থানে ছাড়া গেল না এবং তাহারি শরীর শটিতত্ত্ব
৩২ দেখিল না। এই য়িশুকে ঈশ্বর উঠাইয়াছেন এবং
৩৩ আমরা সকল তাহার সাক্ষী আছি। অতএব ঈশ্বরের দক্ষিণ দিগে উন্নত হইয়া এবং পিতা হইতে ধর্ম্মাত্মার অঙ্গীকার পাইয়া ইহা যে তোমরা দেখিতেছ ও
৩৪।৩৫ শুনিতেছ তাহা তিনি নিঃসরাইয়া দিয়াছেন। কেননা দাউদ আপনি স্বর্গেতে উঠেন নাই কিন্তু তিনি কহিতে ছেন যে য়িহুহা আমার প্রভুকে কহিলেন যাবৎ আমি তোমার বিপক্ষেরদিগকে তোমার পায়ের পীড়ী না করি তাবৎ আমার দক্ষিণ দিগে বসিয়া থাক।
৩৬ অতএব য়িশরালের গোষ্ঠী সমস্ত নিশ্চিত জানুক যে এই য়িশু যাহাকে তোমরা ক্রূশ দিলা তাহাকে ঈশ্বর
৩৭ প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয় করিয়া দিয়াছেন। এতেক শুনিয়া তাহারদের অন্তঃকরণ বিদ্ধিত হইল এবং তাহারা

পিতরকে ও আর সকল প্রেরিতেরদিগকে কহিতে
৩৮ লাগিল হে মনুষ্য ভাইরা আমরা কি করিব। তখন
পিতর তাহারদিগকে কহিল চিত্ত ফিরাও এবং পাপ
মোচনার্থে তোমরা প্রত্যেক জন য়িশু খ্রীষ্টের নামে
বাপ্টাইজিত হও পরে তোমরা ধর্ম্মাত্মা দান পাইবা।
৩৯ কেননা অঙ্গীকারটা তোমারদের প্রতি ও তোমারদের
ছাওয়ালেরদের প্রতি এবং দূরস্থিত সকলেরা যতেক
য়িহুহা আমারদের ঈশ্বর ডাকিবেন তাহারদেরও
৪০ প্রতি। এবং আর২ অনেক কথায় সে প্রমাণ দিল ও
উপদেশ কহিল যে এই বর্ত্তমান দুর্ম্মতি লোক হইতে
৪১ আপনারদিগকে রক্ষা করহ। তখন যে সকল তাঁহার
কথা শুদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ করিল তাহারা বাপ্টাইজিত
হইল এবং সেই দিবসে তিন সহস্র প্রাণী তাহারদের
৪২ সমভ্যারী হইল। এবং তাহারা প্রেরিতেরদের শিক্ষা
ও সংসর্গেতে এবং রুটীর ভাঙ্গনে ও প্রার্থনাদিতে
৪৩ সুস্থির হইয়া থাকিল। এবং প্রত্যেক প্রাণিতে ভয় হইল
আর প্রেরিতেরদের দ্বারা নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ
৪৪ করা গেল। এবং যে সকল বিশ্বাস করিল তাহারা
৪৫ একত্রে থাকিল ও সকল বস্তু সকলের ছিল। এবং
আপনারদের অধিকার ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রতি
জনের আবশ্যকক্রমে সকলেরদিগকে বাঁটিয়া দিল।
৪৬ এবং প্রত্যহ একবাক্যে মন্দিরে থাকিতে ও ঘরে২ রুটী

ভাঙ্গিতে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহারা সানন্দে ও অন্তঃকরণের সরলতাতে ভোজন পান করিল ঈশ্বরের প্রশংসাতে রত এবং লোক সকলের স্থানে আদৃত আর ত্রাণ পাত্র লোক যে সকল ছিল তাহারদিগকে প্রভু দিনেং মণ্ডলির সমভ্যারী করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পরে প্রার্থনার সময়ে তিন প্রহর বেলায় পিতর ও
২ যোহন একত্রে মন্দিরে গেল। ইহাতে এক মনুষ্য আপন মাতার গর্ব্ভ হইতেই খোঁড়া যে মন্দিরের প্রবেশকেরদের স্থানে ভিক্ষা মাঙ্গিতে মন্দিরের সুন্দর নাম দ্বারে প্রত্যহ রাখা যাইত সে তখন লোকের দ্বারাতে
৩ বহা যাইতেছিল। সে পিতর ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া ভিক্ষা মাঙ্গিতে লাগিল।
৪ কিন্তু পিতর যোহনের সহিত তাহার উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল আমারদের প্রতি অবলোকন করহ।
৫ এবং সে তাহারদিগ হইতে কিছু পাইবার আশা
৬ করিয়া তাহারদের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিল। তখন পিতর কহিল রূপা সোনা আমার স্থানে কিছু নাই কিন্তু যাহা আছে তাহা আমি তোমাকে দি নাজরেথী য়িশু
৭ খ্রীষ্টের নামে গাত্রোত্থান করিয়া হাঁট। পরে তাহার দক্ষিণ হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার পা ও গোচের গাঁইট সবল হইল।

৮ এবং সে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও হাঁটিতে লাগিল এবং হাঁটিতে২ ও কুদিতে২ও ঈশ্বরের পুশংসা করিতে২
৯ তাহারদের সঙ্গে মন্দিরে পুবেশ করিল। এবং লোক সকল তাহাকে হাঁটিতে ও ঈশ্বরের পুশংসা করিতে
১০ দেখিল। এবং তাহারা তাহাকে চিনিল যে এই তো সেই ব্যক্তি যে মন্দিরের সুন্দর দ্বারে ভিক্ষার্থে বসিয়া থাকিত এবং তাহাকে যে ঘটিত হইয়াছে তাহার কারণ তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্মিত হইল।
১১ এবং যাবৎ সে খোঁড়া সুস্থ হওয়া মনুষ্য পিতর ও য়োহনকে ধরিয়া থাকিতেছিল লোক সকল বড় আশ্চর্য্য মানিয়া তাহারদের নিকটে শলিমানের দরদালানে
১২ একত্রে দৌড়িয়া আইল। তাহা দেখিয়া পিতর লোকের দিগকে উত্তর দিল যে হে য়িশরালী মনুষ্যেরা ইহাতে কেন আশ্চর্য্য জ্ঞান করহ কিম্বা যেমন আমরা আপনারদের শক্তিতে কি ধর্ম্মেতে এই মনুষ্যকে হাঁটাইয়া দিতাম এমন একান্ত দৃষ্টি কেন আমারদের উপর
১৩ করহ। আবরহাম ও য়িশহাক ও য়াকুবের ঈশ্বর আমারদের পিতৃগণের ঈশ্বরই তিনি আপন পুত্র য়িশুর মহিমা পুকাশ করিয়াছেন যাহাকে তোমরা সমর্পণ করিয়া পীলাতের সাক্ষাতে অস্বীকার করিলা যখন তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে স্থির করিয়া
১৪ ছিলেন। কিন্তু তোমরা সে ধার্ম্মিক ও শুদ্ধসত্ব ব্যক্তিকে

১৫ অস্বীকার করিয়া এক বধিককে যাচ্ঞা করিলা। এবং জীবনের রাজাকে বধ করিলা যাহাকে ঈশ্বর মৃত্যু হইতে উঠাইয়াছেন যাহার সাক্ষী আমরাই আছি।
১৬ এবং তাঁহার নামে বিশ্বাসের দ্বারা তিনি এই মনুষ্য যাহাকে তোমরা দেখিতেছ ও জানিতেছ তাহাকে সবল করিয়া দিয়াছ হাঁ বটে তাঁহার নাম ও তাঁহাতে যে বিশ্বাস আছে তাহাই তাহাকে তোমারদের সাক্ষাতে
১৭ এই শুক্কমত স্বাস্থ্য দিয়াছে। এখন তো ভাই সকল আমি বুঝিলাম যে তোমরা না জানিয়া তাহা করিলা
১৮ যেমত তোমারদের অধ্যক্ষেরাও করিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যে কথা আপন সকল ভবিষ্যদ্বক্তারদের মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিবেন
১৯ তাহা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব সখেদ হইয়া মন ফিরাও তাহাতে তোমারদের পাপ সকল মুছিত হইলে প্রভুর সাক্ষাৎ হইতে শান্ত হওনের সময় যেন
২০ আইসে। এবং সেই যিশু খ্রীষ্ট যিনি পূর্ব্ব হইতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাকে তিনি তোমারদের স্থানে পাঠাইয়া
২১ দিবেন। কেননা আবশ্যক আছে যে স্বর্গ তাহাকে ধারণ করে যদবধি সকল বিষয়ের শুধরা করণ সময় না আইসে যাহার কথা ঈশ্বর আদিকাল হইতেই আপন সকল পুণ্যবান ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের
২২০ মুখে কহিয়াছেন। কেননা মূশা পিতৃলোকেরদিগকে

কহিলেন যে সত্যই য়িহূহা তোমারদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ একটা ভবিষ্যদ্বক্তাকে তোমারদের প্রতি উদয় করিবেন তিনি যে কিছু তোমার দিগকে কহিবেন তাহা তোমরা অবধান করিবা।

২৩ এবং ঘটনাক্রমে প্রতি প্রাণী যে সেই ভবিষ্যদ্বক্তার বাণী না শুনিবে তাহার লোকের মধ্য হইতে সে

২৪ বিচ্ছেদ করা যাইবে। বরং সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ সামুএল অবধি ও তাহার সময়ের পশ্চাদ্বর্ত্তিরা যতেক জন কহিয়াছে তাহারা এই দিবসের ভবিষ্যৎ

২৫ কথা কহিয়াছে। তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের সন্তান এবং সেই অঙ্গীকারেরও যে ঈশ্বর আমারদের পিতৃ গণের সহিত স্থির করিয়া আবরহামকে কহিলেন যে তোমার ঔরসে পৃথিবীর সকল গোষ্ঠীর কল্যাণ হইবে।

২৬ অতএব ঈশ্বর আপন পুত্র য়িশুর উদ্ভব করিয়া তোমার দের প্রত্যেক জনকে আপন ২ পাপ হইতে ফিরাইয়া তোমারদিগকে কল্যাণ দিতে তাঁহাকে প্রথম তোমারদের নিকটে পাঠাইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তাহারা এই মত লোকেরদিগকে কথা কহিতে ২ যাজকেরা ও মন্দিরের রক্ষাপতি ও শাদূকীবর্গ তাহার

২ দের লোকেরদিগকে শিক্ষা করাণেতে এবং য়িশুতে মৃত লোকেরদের পুনরুত্থান প্রস্তাব করাতে বিমর্ষ হইয়া

তাহারা তাহারদের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়িল।
৩ এবং তাহারদের উপর হাত দিয়া পরদিবস পর্য্যন্ত
বদ্ধ করিয়া রাখিল কেননা তখন সায়ংকাল হইল।
৪ কিন্তু যাহারা বাণীটা শুনিয়াছিল তাহারদের মধ্যে
অনেকে বিশ্বাস করিল এবং তাহারদের গণনা সহস্র
৫।৬ পাঁচেক মনুষ্য ছিল। এবং পর দিবসে তাহারদের
অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীন লোক ও অধ্যাপকগণ এবং হনা
মহাযাজক ও কায়ফা ও য়োহন ও শিকন্দর ও মহা
যাজকের জ্ঞাতি যতেক ছিল এ সকল একত্র হইয়া
৭ য়িরোশলমে সভাস্থ হইল। পরে ইহারদিগকে মধ্য
খানে রাখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কি
৮ সাধ্যে কিম্বা কি নামে ইহা করিয়াছ। তখন পিতর
ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইয়া তাহারদিগকে কহিল হে লোকের
৯ অধ্যক্ষেরা ও য়িশরালের প্রাচীনেরা। এই অবস
মনুষ্য প্রতি যে হিত কর্ম্ম করা গিয়াছে সে কি প্রতিকারে
সুস্থ হইয়াছে যদি ইহার বিষয় আমরা যাচিত
১০ হইতেছি। তবে তোমরা সকল এবং য়িশরালী লোক
সকল জ্ঞাত হও যে নাজরেণী য়িশুখ্রীষ্ট যাঁহাকে
তোমরা ক্রূশ দিলা ও যাঁহাকে ঈশ্বর মৃত্যু হইতে
উঠাইয়াছেন তাঁহার নামের দ্বারাতে এই মনুষ্য শুদ্ধাঙ্গ
হইয়া তোমারদের সাক্ষাতে দাঁড়াইতেছে নিতান্ত তাহারি
১১ দ্বারা। এই সে পাতর যে তোমা ঘরগাথঁকেরদের

১২ স্থানে তুচ্ছিত হইয়া কোণার চূড়া হইয়াছে। এবং অন্যেতে পরিত্রাণও নাই কেননা স্বর্গের নীচে আর কোন নাম মনুষ্যেরদের মধ্যে দেওয়া যায় নাই
১৩ যাহাতে আমারদের ত্রাণ হইতে হয়। তবে পিতর ও য়োহনের সাহস দেখিয়া এবং যে তাহারা অবিদ্বান ও লেখা পড়া অশিক্ষিত লোক ইহা বুঝিয়া তাহারা আশ্চর্য্য মানিল পরে সে তাহারদিগকে চিনিল যে
১৪ তাহারা য়িশুর সমভ্যারেতে ছিল। এবং ঐ সুস্থ হওয়া মনুষ্যকে তাহারদের সঙ্গে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে কথার
১৫।১৬ বিরুদ্ধে তাহারা কিছু কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার দিগকে মন্ত্রী সভা হইতে স্থানান্তর যাইতে আজ্ঞা করিয়া সে আপনারদের মধ্যে মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে এই মনুষ্যেরদিগকে কি করিব কেননা তাহারদের দ্বারা যে একটা অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইয়াছে তাহা য়িরোশলমের সকল নিবাসিরদের স্থানে সুব্যক্ত হইয়াছে এবং তাহা
১৭ আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না। কিন্তু তাহা যেন লোকেরদের মধ্যে আর না ব্যাপে আমরা তাহার দিগকে শক্ত রূপে ধমকাই যে তোমরা এই নামে কোন
১৮ মনুষ্যকে আর কখন কিছু কহিবা না। তখন তাহার দিগকে ডাকিয়া তাহারা আজ্ঞা দিল যে তোমরা য়িশুর নামে আরবার কথা মাত্র কহিবা না এবং শিক্ষাইবাও না।
১৯ কিন্তু পিতর ও য়োহন তাহারদিগকে উত্তর দিয়া কহিল

ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহা হইতে তোমার
দের আজ্ঞাবহা বিহিত ইহা তোমরাই বিচার করহ।
২০ কেননা যাহা আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা
২১ আমরা না কহিব এমত হইতে পারিবেক না। অতএব
লোক বিষয় তাহারদের কোন শাস্তি করিবার হেতু না
পাইয়া তাহারা তাহারদিগকে পুনশ্চ ধমকাইয়া ছাড়িয়া
দিল কেননা সে কৃত কর্ম্মের নিমিত্তে সকল লোক
২২ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল। কেননা ঐ মনুষ্য
যাহার উপর সে স্বাস্থ্য করার আশ্চর্য্য প্রকাশ হইয়াছে
২৩ তাহার চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম ছিল। পরে
তাহারা বিদায় হইয়া আপনারদের সমভ্যারিরদের
স্থানে গিয়া যে সকল তাহারদিগকে প্রধান যাজক ও
প্রাচীন লোক কহিয়াছিল সে তাহারদিগকে জ্ঞাপন
২৪ করিল। ইহাই শুনিয়া তাহারা এক যোগে ঈশ্বরের
উদ্দিশ্যে উচ্চৈঃশব্দ করিয়া কহিতে লাগিল হে য়িহুহা
তুমিই ঈশ্বর যে স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তাহার
২৫ মধ্যস্থ যতেক বস্তু সকলি সৃষ্টি করিলা। যে আপন
সেবক দাউদের মুখে কহিলা যে ভিন্নদেশিরা কেন
২৬ গর্জ্জে এবং লোকেরা ব্যর্থ কর্ম্ম কেন ভাবে। য়িহুহার
বিপক্ষে ও তাহার অভিষিক্তের বিপক্ষে পৃথিবীর
রাজাগণ উঠিল এবং তাহার শাসন কর্ত্তারা এক
২৭।২৮ বাক্যতা হইল। কেননা সত্যই তোমার ধার্ম্মিক শিশু

য়িশু যাহাকে তুমি অভিষেক করিয়াছ তাহাকে যাহা তোমার হাত ও তোমার পরামর্শ পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল তাহা পূর্ণ করিতে হেরোদ ও পন্তিয়স পীলাত ও ভিন্ন দেশিরা ও য়িশরালী লোক তাহার বিপক্ষে এক বাক্যতা
২৯।৩০ হইল। হে য়িহুহা এখন তো তাহারদের ধমকানেতে মনোযোগ করহ এবং স্বাস্থ্য পূদান করিতে আপন হাত বিস্তার করিয়া তোমার সেবকেরদিগকে তোমার বাণী সুসাহসে কহিতে বর দেও যে তোমার ধার্ম্মিক শিশু য়িশুর
৩১ নামে লক্ষণ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করা যায়। পরে তাহারা এই মত পূার্থনা করিতে২ যে স্থানে তাহারা সভাস্থ ছিল তাহা কাঁপিতে লাগিল এবং তাহারা সকল ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের বাণী সুসাহসে কহিতে লাগিল।
৩২ এবং বিশ্বাসকেরদের মণ্ডলী এক মন ও এক পূাণ হইল তাহাতে কেহ আপনার সংস্থা নিজ করিয়া কহিল না
৩৩ কিন্তু সকল বস্তু সকলের ছিল। এবং পূেরিতেরা পূভু য়িশুর পুনরুত্থান বিষয়ে মহাক্ষমতায় আপনারদের সাক্ষী দিল ও তাহারদের সকলের উপর মহাঅনুগূহ
৩৪ হইল। এবং তাহারদের মধ্যে কাহার হীনতাও ছিল না কেননা ভূমি কিম্বা ঘর বাড়ীর অধিকারী
৩৫ যতেক ছিল তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া বিক্রীত সামগূীর মূল্য আনিয়া পূেরিতেরদের চরণে রাখিল পরে তাহার আবশ্যকক্রমে পূত্যেক জনকে বিতরণ

৩৬ করাগেল। ইহার মধ্যে যোশে যাহাকে প্রেরিতেরা বার্ণবা করিয়া কহিল তাহার অর্থ শান্তনাদায়ক পুত্র
৩৭ সে কপ্রুস্ দেশী এক লেবী। সে ভৌমাধিকারী হইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া প্রেরিতেরদের চরণে রাখিয়া দিল।

পঞ্চম অধ্যায়

কিন্তু হননীহা নামে এক জন আপন স্ত্রী শফীরার
২ সঙ্গে। এক অধিকার বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যের তঙ্কা স্ত্রীর সজ্ঞানে কিছু ছাপাইয়া রাখিয়া প্রেরিতের
৩ দের চরণে কিছু অংশ আনিয়া দিল। কিন্তু পিতর কহিল হে হননীহা ধর্ম্মাত্মার প্রতি মিথ্যাবাদী করিতে ও ভূমির মূল্যে কিছু ছাপাইয়া রাখিতে শয়তান
৪ তোমার অন্তঃকরণ কেন পূরাইয়া দিয়াছে। যাবৎ সে থাকিল তাবৎ কি তোমার নিজ ছিল না এবং তাহার বিক্রয় হইলে পরে সে কি তোমার নিজ বশে ছিল না এই কর্ম্ম কেন আপন মনে অনুভব করিয়াছ তুমি মনুষ্যের প্রতি মিথ্যা কহিলা না কিন্তু ঈশ্বরেরি প্রতি।
৫ হননীহা এই কথা শুনিবামাত্র ঢোলিয়া পড়িল এবং প্রাণ ত্যাগ করিল পরে একথা যে সকল শুনিল তাহার
৬ দের বড় ত্রাস হইল। পরে যুবকেরা উঠিয়া তাহাকে
৭ জড়াইয়া বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল। তৎপরে ঘড়ী তিনেক অন্তরে কি হইয়াছে তাহার স্ত্রী না

৮ জানিয়া ভিতরে আইল। এবং পিতর তাহাকে কহিল আমাকে বল তোমরা সে ভূমি এতেকের কারণ বিক্রয় ৯ করিলা সে কহিল হাঁ এতেকের কারণ। তখন পিতর তাহাকে কহিল কি বুদ্ধি করিয়া তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরখাইতে এক পরামর্শ করিয়াছ দেখ যে লোক তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে তাহারদের পা দ্বারের নিকটে আছে এবং সে তোমাকে বাহিরে লইয়া ১০ যাইবে। এবং তাহা কহিবা মাত্র সে তাহার চরণের নিকটে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল পরে ঐ যুবকেরা ভিতরে আসিয়া তাহাকে মৃতগতা দেখিয়া বাহিরে ১১ লইয়া গিয়া তাহার স্বামির পার্শ্বে কবর দিল। এবং মণ্ডলী সমস্ত ও যতেক লোক একথা শুনিল তাহারদের ১২ উপর বড় ভয় পড়িল। এবং প্রেরিতেরদের হাতে অনেক চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম লোকেরদের মধ্যে করা গেল এবং সকলেই একমনে শলিমানের দরদালানে ১৩ ছিল। কিন্তু বক্রী লোকেরদের মধ্যে তাহারদের সঙ্গ ধরিতে কাহার সাহস ছিল না কিন্তু লোক সকল ১৪ তাহারদিগকে মর্য্যাদা করিল। এবং স্ত্রী ও পুরুষ দুয়েতে অনেক২ লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিয়া ১৫ ততোধিকে বাড়িতে লাগিল। তাহাতে এমন হইল যে তাহারা ব্যাধিগ্রস্তেরদিগকে সড়কে বাহির করিয়া তোষকে ও বিছানাতে শোয়াইল যে তাহাতে পিতরের

ছায়া যাতায়াতে কদাচিৎ ক্রমে কাহার উপর ছাইয়া
১৬ পড়ে। এবং চতুর্দ্দিগের নগর হইতে অনেক ২ লোক
একত্র হইয়া অসুস্থ এবং অপরিষ্কার ভূতে ব্যথিত
লোকেরদিগকে আনিয়া য়িরোশলমে আইল ও তাহারা
১৭ প্রত্যেকজনই সুস্থ হইল। কিন্তু মহাযাজক ও তাহার
সকল সমিভ্যারিরা যে শাদূকীরদের মতাবলম্বী ছিল
১৮ তাহারা তাপেতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এবং প্রেরিতের
দের উপর হাত দিয়া তাহারদিগকে সামান্য কারাগা
১৯ রেতে রাখিল। কিন্তু রাত্রিযোগে ঈশ্বরের এক দূত
কারাগারের দ্বার খুলিয়া তাহারদিগকে বাহিরে
২০ আনিয়া কহিল। যাও মন্দিরে উপস্থিত হইয়া এই
২১ জীবন বিষয়ের কথা লোকেরদিগকে বল গিয়া। ইহা
শুনিয়া তাহারা অতিভোরে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া
শিক্ষাইতে লাগিল কিন্তু মহাযাজক স্বসমিভ্যারিরদের
সঙ্গে আসিয়া মন্ত্রিসভা এবং য়িশরালবংশের রাজ
সভা সমূহ একত্রে আহ্বান করিয়া তাহারদিগকে
২২ আনাইবার কারণ কারাগারেতে পাঠাইল। কিন্তু
পদাতিকেরা যাইয়া কারাগারেতে তাহারদের লাগাল
না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল।
২৩ যে সত্যই আমরা কারাগার সুরক্ষিত মত বন্ধ এবং
রক্ষকেরদিগকে বাহিরদিগে দ্বারের অগ্রে দণ্ডায়মান
পাইলাম কিন্তু খুলিলে পরে আমরা ভিতরে মনুষ্য

২৪ মাত্রও পাইলাম না। অতএব মহাযাজক ও মন্দিরের রক্ষাপতি ও প্রধান যাজকেরা একথা শুনিয়া সংশিত
২৫ হইল যে ইহার শেষ কি হইবে। তখন এক জন আসিয়া তাহারদিগকে কহিল দেখ যে মনুষ্যেরদিগকে তোমরা কারাগারে রাখিয়াছিলা সে তো মন্দিরে উপস্থিত হইয়া লোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতেছে।
২৬ তখন রক্ষাপতি পদাতিকেরদের সহিত যাইয়া তাহার দিগকে শক্তি ব্যতিরেকে আনিল কেননা তাহারা লোক প্রতি ভয় করিল যে কি জানি আমারদিগকে পাতর
২৭।২৮ বা মারে। অতএব সে তাহারদিগকে আনিয়া মন্ত্রি সভার সাক্ষাতে রাখিলে পরে মহাযাজক তাহার দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে আমরা কি তোমারদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিলাম না যে এই নামে তোমরা শিক্ষাইবা না তথাচ দেখ তোমরা আপনারদের শিক্ষাতে য়িরোশলম সম্পূর্ণ করিয়া আমারদের উপর
২৯ এ মনুষ্যের রক্ত বর্ত্তাইতে মনস্থ করহ। তখন পিতর সপ্রেরিতগণে উত্তর করিয়া কহিল মনুষ্যের আজ্ঞা মানন হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানন আমারদের কর্ত্তব্য।
৩০ য়িশু যাহাকে তোমরা বৃক্ষের উপর টাঙ্গাইয়া হত্যা করিলা তাহাকে আমারদের পিতৃগণের ঈশ্বর উঠাইয়া
৩১ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে রাজা ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া য়িশরালকে মন ফিরাণ ও পাপ মোচন প্রদান করিতে

৩১ আপন দক্ষিণদিগে উন্নত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এ সকল বিষয়ে তাহার সাক্ষী আছি এবং ধর্ম্মাত্মা যাহাকে ঈশ্বর তাহার আজ্ঞাকারিরদিগকে প্রদান
৩৩ করিয়াছেন তিনিও আছেন। ইহা শুনিয়া তাহারা দন্ত কিড়ি মিড়ি করিয়া তাহারদিগকে মারিয়া ফেলিতে
৩৪ যুক্তি করিল। তখন মন্ত্রিসভাতে গামালিএল নামে এক জন ফারসী ব্যবস্থা পণ্ডিত ও সকল লোকের স্থানে পূজনীয় সে উঠিয়া প্রেরিতেরদিগকে ক্ষণেক
৩৫ বাহির করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে সে তাহারদিগকে বলিল হে য়িশরালী মনুষ্যেরা এ লোকেরদিগকে যে কর্ম্ম করিতে তোমরা উদ্যত আছ ইহাতে সাবধান
৩৬ হও। কেননা ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে তদা নামে এক জন আপনাকে কোন মহাপুরুষ বলিয়া উঠিল যাহার সঙ্গে শত চারেক পুরুষের জঠা সঙ্গ ধরিল সে নষ্ট হইল এবং তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিরা যতেক ছিল
৩৭ সকলেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিবর্ত্ত হইল। এই মনুষ্যের পরে কর বন্ধন সময়ে য্যহোদা গালিলী উঠিয়া অনেক লোকেরদিগকে নোঁয়াইয়া আপনার পাশ্চাদ্বর্ত্তি করিল সেও নষ্ট হইল এবং তাহার যতেক আজ্ঞানু
৩৮ বর্ত্তিরা সকলেই ছড়ান গেল। অতএব এ সাম্প্রতিক বিষয়ে আমি কহি এ মনুষ্যেরদের প্রতি ক্ষান্ত হইয়া তাহারদিগকে থাকিতে দেহ কেননা যদি এ পরামর্শ

কিম্বা এই ক্রিয়া মনুষ্যেতে হয় তবে সে নিবর্ত্ত হইবে।
৩৯ কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে তবে তাহার নিবারণ তোমরা করিতে পারিবা না কি জানি বা আপনারা
৪০ ঈশ্বরের প্রতিরোধক ঠাহরা যাও। এবং ইহার প্রতি তাহারা স্বীকৃত হইল ও প্রেরিতেরদিগকে ডাকিয়া প্রহার করিয়া য়িশুর নামে কথা না কহিতে আজ্ঞা
৪১ দিয়া তাহারদিগকে বিদায় করিল। এবং তাহার নামার্থে লজ্জা ভুঞ্জিতে যে আপনারা যোগ্য পাত্র গণিত হইয়াছে ইহাতে আহ্লাদ করিয়া তাহারা মন্ত্রি
৪২ সভার সাক্ষাত হইতে প্রস্থান করিল। পরে তাহারা প্রত্যহ মন্দিরে ও ঘরে২ য়িশু খ্রীষ্টের প্রস্তাব করিতে অনবরত থাকিল।———

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতএব সেই সময়ে শিষ্যগণেরদের বাহুল্যতা হইলে য়ুনানীরদের বিধবারা দিবসিক সেবার মধ্যে ছাড়া যাইত ইহার কারণ এব্রানীরদের প্রতি য়ুনানীর
২ দের বচসা হইতে লাগিল। তখন দ্বাদশেরা শিষ্যের দের সমূহ একত্র ডাকিয়া তাহারদিগকে কহিল আমরা ঈশ্বরের বাণী ছাড়িয়া মেজের সেবা করিব এইটা
৩ উচিত নহে। অতএব ভ্রাতারা তোমরা আপনার দের মধ্যে সাত জন সুখ্যাত্যান্বিত এবং ধর্ম্মাত্মায় ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ ঠাহরাও যাহারদিগকে আমরা এ কর্ম্মের

৪ উপর নিযুক্ত করিতে পারি। কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও বাণীর সেবায় অনবরতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিব।
৫।৬ এবং এ কথায় লোক সমূহ সন্তুষ্ট হইল পরে তাহারা স্তেফানস এক জন বিশ্বাসে ও ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ ও ফিলিপ ও প্রুখোরস ও নিকানর ও টিমোন ও পরমেনা ও নিকলা আণ্টিয়োখী যে য়োহোদী মতাবলম্বী ছিল এ সকলকে নিরূপণ করিয়া প্রেরিতেরদের সাক্ষাতে রাখিয়া দিল পরে তাহারা প্রার্থনা করিয়া তাহারদের
৭ উপর হাত দিলেক। এবং ঈশ্বরের বাণী বাড়িল ও য়িরোশলমে শিষ্যেরদের বাহুল্যতা অত্যন্ত হইতে লাগিল এবং যাজকেরদের মধ্যে বড় এক জঠা বিশ্বাস
৮ মানিল। পরে স্তেফানস বিশ্বাসেতে ও শক্তিতে পূর্ণ হইয়া লোকেরদের মধ্যে বড় অদ্ভুত লক্ষণ ও আশ্চর্য্য
৯ কর্ম্ম করিল। তখন সে সিনাগগ যাহাকে নিবর্ত্তিল ও কিরীনী ও ইস্কান্দ্রীয়া ও কিলিকিয়া ও আসিয়ার সিনাগগ করিয়া বলে তাহার কএক লোক উঠিয়া
১০ স্তেফানসের সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। এবং যে মত বুদ্ধি ও প্রভাবে সে কথা কহিল তাহাতে
১১ তাহারা স্থির হইতে পারিল না। তখন তাহারা প্রকার করিয়া কতেক মনুষ্যেরদিগকে এই কথা কহিতে প্রবর্ত্ত করিল যে আমরা তাহাকে মূশার এবং ঈশ্বরের
১২ অপনিন্দা করিতে শুনিলাম। এবং তাহারা ইতর লোক

সকল ও প্রাচীন লোক ও অধ্যাপক লোকেরদিগকে উস্কাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া মন্ত্রিসভাতে
১৩ আনিয়া দিল। পরে মিথ্যা সাক্ষিরদিগকে উপস্থিত করিয়া দিল যাহারা কহিল এ মনুষ্য এই পুণ্য স্থান ও ব্যবস্থার প্রতি অনবরতে অপনিন্দার কথা কহিতেছে।
১৪ কেননা তাহার মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি যে এই নাজরেণী যিশু এই স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং যে নীতি সকল মূশা আমারদের স্থানে সমর্পণ
১৫ করিলেন সে সকল খণ্ডাইয়া অন্যমত করিবে। তখন মন্ত্রিসভার সভাস্থেরা সকল তাঁহার উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বদন স্বর্গ দূতের বদনের সদৃশ দেখিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

তখন মহাযাজক বলিলেন কথা কি এমনি বটে।
২ তবে সে কহিল হে মনুষ্য ভাই পিতৃরা অবধান করুন আমারদের পিতৃআবরহাম তাহার খারাণে অবস্থিতি করণের পূর্ব্বে মেশাপোটমীয়ায় থাকিতেই তেজোময়
৩ ঈশ্বর তাহাকে দেখা দিলেন। এবং তাহাকে কহিলেন তোমার স্বদেশ ও স্বজ্ঞাতিরদিগকে ছাড়িয়া যে দেশ আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব সে দেশে চলিয়া আইস।
৪ তখন সে কাশিদী দেশ হইতে প্রস্থান করিয়া খারাণে বাস করিল এবং তাহার পিতা মরিলে পরে তিনি

তাহাকে এদেশে আনিয়া দিলেন যেখানে তোমরা এখন
৫ থাকিতেছ। কিন্তু তাহাতে কিছু অধিকার দিলেন না
বরং তাহার পা রাখিবার স্থানও না কিন্তু সে
নিঃসন্তান থাকিতেই তিনি তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন
যে আমি তোমাকে আপনার কারণ ও তোমার
পশ্চাতে তোমার সন্তানেরদের কারণ তাহার অধিকার
৬ দিব। এবং ঈশ্বর এইমত কহিলেন যে তোমার বংশ
পরদেশে অবস্থান করিবে এবং সে দেশিরা চারি শত
বৎসর পর্য্যন্ত তাহারদিগকে বশতাপন্ন করিয়া দৌরাত্ম্য
৭ ব্যবহার করিবে। পরে ঈশ্বর কহিলেন যে দেশেতে
তাহারা বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে সে দেশের দণ্ড
বিচার আমি করিব তৎপরে তাহারা বাহিরাইয়া
৮ আসিয়া এই স্থানে আমার সেবা করিবে। পরে তিনি
তাহাকে সুনতের নিয়ম দিলেন অতএব সে য়িশহাককে
জন্মাইয়া তাহার অষ্টম দিবসে তাহাকে সুনত করিল
পরে য়িশহাক য়াকুবকে জন্মাইল ও য়াকুব দ্বাদশ পিতৃর
৯ দিগকে জন্ম দিল। পরে পিতৃরা ঈর্ষাতে উত্থিত হইয়া
য়ুশফকে মিস্র দেশে বিক্রয় করিল কিন্তু ঈশ্বর তাহার
১০ সঙ্গে ছিলেন। এবং তাহার সকল দুর্গতি হইতে তাহাকে
উদ্ধার করিয়া মিস্রের রাজা ফারোঁয়ার সাক্ষাতে
অনুগ্রহ ও জ্ঞান দিলেন অতএব তিনি তাহাকে মিস্র
দেশ ও আপন রাজপুরীর সমস্তের উপর শাসন কর্ত্তা

১১ করিয়া দিলেন। তারপরে মিস্বর ও কনান দেশের সমুদায়ে দুর্ভিক্ষ ও মহাদুর্গতি হইল তাহাতে আমার
১২ দের পিতৃগণ নির্ব্বাহের সামগ্রী পাইল না। কিন্তু মিস্বরে শস্য আছে য়াকুব ইহা শুনিয়া তিনি প্রথমে
১৩ আমারদের পিতৃরদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় বারে য়ুশফ আপন ভ্রাতারদের স্থানে পরিচিত হইলেন
১৪ এবং ফারোঁয়াকে য়ুশফের গোষ্ঠী জানা গেল। তখন য়ুশফ প্রেরণ করিয়া আপন পিতা য়াকুব ও তাহার জ্ঞাতিবর্গ সত্তরি প্রাণিরদিগকে আপনার স্থানে আহ্বান
১৫ করিলেন। অতএব য়াকুব আমারদের পিতৃগণের সহিত
১৬ মিস্বরে যাইয়া মরিল। এবং সেখান হইতে শিখমে বহা গিয়া যে কবরস্থান আবরহাম এক তোড়া টাকা দিয়া শিখমের পিতা হমোর তাহার পুত্রেরদের স্থানে কিনিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা শোয়ান গেল।
১৭ কিন্তু ঈশ্বর যে অঙ্গীকার আবরহামকে দিব্যেতে করিয়াছিলেন তাহার সময় নিকট হইলে লোকেরদের
১৮ বৃদ্ধি ও বাহুল্যতা মিস্বরে হইতে লাগিল। তখন য়ুশফকে
১৯ অজ্ঞাত আরএক রাজার উদ্ভব হইল। সেই আমার দের জ্ঞাতিরদের সঙ্গে ধূর্ত্ত ব্যবহার করিয়া আমারদের পিতৃরদিগকে উপদ্রব করিল তাহাতে তাহারদের বংশ বিনাশার্থে তাহারদের নবীন বালকেরদিগকে বাহির
২০ করিয়া ফেলাইয়া দিল। সেই সময়ে মুশার জন্ম হইয়া

ছিল এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর হইয়া আপন পিতৃঘরে
২১ তিন মাস পোষিত ছিলেন। এবং তাহার বাহিরে ফেলার
পরে ফারোয়ার কুমারী তাহাকে উঠাইয়া আপন
২২ পুত্র করিয়া তাহার প্রতিপালন করিলেন। পরে মূশা
মিস্রিরদের সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিলেন এবং
২৩ বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে অতি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কিন্তু
তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে পরে তিনি
য়িশরাল বংশ আপন ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাত
২৪ করিতে মনে করিলেন। এবং তাহারদের এক জনকে
হিংসা পাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়া
মিস্রিকে মারিয়া সেই হিংসিত ব্যক্তির কারণ
২৫ সমুচিত করিয়া দিলেন। কেননা তিনি অনুমান
করিলেন যে তাহার ভ্রাতৃগণ বুঝিবে যে ঈশ্বর তাহার
হাতে তাহারদিগকে উদ্ধার করিবেন কিন্তু তাহারা
২৬ বুঝিল না। এবং পরদিবসে তাহারদের মধ্যে বিবাদ
হইলে তিনি তাহারদের নিকট দেখা দিয়া তাহারদের
ঐক্যতা করাইতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন হে মহাশয়েরা
তোমরা তো ভাই ২ কেন অন্যোন্যের অপকর্ম্ম করহ।
২৭ কিন্তু যে জন আপন পড়সিকে অপকর্ম্ম করিয়াছিল সে
তাহাকে ধক্কা দিয়া কহিল তোকে আমারদের উপর
২৮ শাসন কর্ত্তা ও ন্যায় কর্ত্তা কেটা করিল। আমাকে
আকি বধ করিবি যেমত কল্য মিস্রিকে করিলি।

২৯ তখন মুশা এ কথা প্রযুক্তে পলায়ন করিলেন এবং মদিন দেশে বিদেশী হইয়া সেখানে দুই পুত্রকে জন্ম
৩০ দিলেন। পরে চল্লিশ বৎসর গত হইলে ঈশ্বরের এক দূত শিনীপর্ব্বতের প্রান্তরে তাহাকে একটা ঝোপের
৩১।৩২ মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিতে দেখা দিলেন। তাহা দেখিয়া মুশা সেই দর্শনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে যাইতে ২ ঈশ্বরের রব তাহার নিকটে আইল যে আমি তোমার পিতৃগণের ঈশ্বর আবরহামের ঈশ্বর ও য়িশহাকের ঈশ্বর ও য়াকুবের ঈশ্বর তখন মুশা কম্পমান হইলেন এবং তাহার দৃষ্টি করিবার সাহস
৩৩ হইল না। তখন ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন তোমার জুতা পা হইতে খসাইয়া দেও কেননা যেখানে তুমি
৩৪ দাঁড়াইতেছ সে ধর্ম্মভূমি আছে। আমি অবশ্য আপন লোকেরদের দুর্দশা মিস্বরে দেখিয়াছি ও তাহারদের কোকান শুনিয়াছি এবং তাহারদিগকে উদ্ধার করিতে নামিয়া আসিয়াছি অতএব এখন আমি তোমাকেই
৩৫ মিস্বরে পাঠাই। এই মুশা যাহাকে তাহারা পরিত্যাগ করিয়া কহিয়াছিল যে কে তোকে শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা করিল সেই মুশাকেই ঈশ্বর ঐ দূত দ্বারা যে তাহার স্থানে ঝোপেতে দেখা দিল শাসনকর্ত্তা ও
৩৬ উদ্ধারকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তিনি মিস্বর দেশে ও আরব্বী সমুদ্রে ও মহাপ্রান্তরে চল্লিশ বৎসর

পর্য্যন্ত অদ্ভূত কর্ম্ম ও লক্ষণ করিয়া তাহারদিগকে
৩৭ বাহির করিয়া আনিলেন। এই সে মূশা যিনি
য়িশরালের সন্তানেরদিগকে কহিলেন য়িহূহা তোমার
দের ঈশ্বর তোমারদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার
সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে উদয় করিবেন তাঁহার
৩৮ কথা তোমরা অবধান করিবা। এই সে ব্যক্তি যিনি
মহাপ্রান্তরে সেই দূতের সঙ্গে যিনি শিনী পর্ব্বতে
তাহাকে কথা কহিয়াছিলেন ও আমারদের পিতৃগণের
সঙ্গে সভার মধ্যে ছিলেন যিনি আমারদিগকে
৩৯।৪০ সোঁপিয়া দিতে জীবিত বাণী পাইলেন। যাহাকে
আমারদের পিতৃরা না মানিয়া আপনারদের নিকট
হইতে ঠেলিয়া দিয়া স্বান্তঃকরণে মিস্বরদেশে নেওটিয়া
হারূণকে কহিল যে আমারদের কারণ আমারদের
অগ্রসার যাইবার দেবতা বানাইয়া দেও কেননা ঐ মূশা
যে আমারদিগকে মিস্বর দেশ হইতে আনিল সে কি
৪১ হইল কোথা গেল আমরা জানি না। এবং সেই সময়ে
তাহারা এক বাছুর গঠন করিল এবং বিগ্রহের সাক্ষাতে
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল ও আপনারদের হস্ত কৃত কর্ম্মে
৪২ উৎসব করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর পরাঙ্মুখ হইয়া
তাহারদিগকে আকাশের দলের ভজনা করিতে ছাড়িয়া
দিলেন যেমন ভবিষ্যদ্বাণী পুস্তকে লিপি আছে যে
আরে য়িশরালগোষ্ঠী তোমরা মহাপ্রান্তরের মধ্যে

চল্লিশ বৎসর থাকিয়া বলিদান হোমাদি কি আমার
৪৩ প্রতি উৎসর্গ করিলা। বরং তোমরা আপনারদের
কৃত ভজনার্থ মূর্ত্তি মলখ যে তাহারি তাম্বু ও তোমার
দের দেবতা রমফান তাহারি নক্ষত্র উঠাইলা এবং
আমি তোমারদিগকে উঠাইয়া বাবিলের অগ্রে লইয়া
৪৪ যাইব। ও সে সাক্ষী তাম্বু যাহার বিষয়ে তিনি
মুশাকে কহিয়াছিলেন যে নিদর্শন তুমি দেখিয়াছ
তদনুরূপ তাহার নির্ম্মাণ করিবা সেই তাম্বু তাহার
নিরূপণানুক্রমে আমারদের পিতৃগণের সহিত মহা
৪৫ প্রান্তরে ছিল। তাহা লইয়া আমারদের পিতৃগণের
য়িহোশূয়ার সঙ্গে ভিন্নদেশিরদের অধিকারেতে
আনিল যাহারদিগকে ঈশ্বর আমারদের পিতৃগণের
সাক্ষাত হইতে খেদাইয়া বাহির করিয়া দিলেন তাহা
৪৬ দাউদের সময় পর্য্যন্ত যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে অনুগ্রহ
পাইলেন এবং য়াকুবের ঈশ্বরের কারণ এক আলয়ের
৪৭ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শলিমান
৪৮ তাহার জন্য ঘর নির্ম্মাণ করিলেন। তত্রাপি সর্ব্ব
প্রধান তিনি হস্ত কৃত মন্দিরে বাস করেণ না যদনুসারে
৪৯ ভবিষ্যদ্বক্তা কহিতেছেন। যে স্বর্গটা আমার সিংহাসন
এবং পৃথিবীটা আমার পদের পিড়ী আমার কারণ
কিসের ঘর গাঁথিয়া দিবা কিম্বা আমার বিশ্রাম স্থল
৫০ বা কি য়িহুহা কহিতেছেন। এ সকল বস্তু কি আমার হস্ত

৫১ কৃত নহে। আরে অনম্র ঘাড় এবং অন্তঃকরণে ও শ্রবণে অসুনতী লোক তোমরা নিরবধি ধর্ম্মাত্মাকে রোধন করহ যেমন তোমারদের পিতৃরা তেমন তোমরাও।
৫২ তোমারদের পিতৃগণ ভবিষ্যদ্বক্তারদের কোন জনকে তাড়না করিল না বরং তাহারা সে শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির আইসনের ভবিষ্যজ্জ্ঞাপকেরদিগকে বধ করিল যাহার বিশ্বাসঘাতকেরা ও বধিকেরা তোমরাই
৫৩ সম্প্রতি হইয়াছ। যাহারা স্বর্গ দূতের শ্রেণীদ্বারা
৫৪ ব্যবস্থা পাইয়াছ কিন্তু তাহার পালন করহ নাই। এই কথা শুনাতে তাহারদের মন বিদীর্ণ হইল এবং তাহার
৫৫ প্রতি তাহারা দন্ত কড়মড় করিতে লাগিল। কিন্তু সে ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইয়া স্বর্গ পানে স্থির দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের তেজ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে যিশুকে
৫৬ দণ্ডায়মান দেখিলেক। এবং কহিলেক দেখ আমি স্বর্গেতে শূন্যপথ ও মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে
৫৭ দণ্ডায়মান দেখিতেছি। তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ও আপনারদের কর্ণ মুদিয়া তাহার
৫৮ উপর এক যোগে ধাইয়া গিয়া চাপিয়া পড়িল। এবং নগরের বাহির করিয়া তাহাকে পাতর মারিল এবং সাক্ষিরা আপনারদের বস্ত্র শাওল নামে এক যুবকের
৫৯ পায়ে রাখিল। তখন স্তিফানস ঈশ্বরের স্মরণ করিতেং এবং হে প্রভো যিশু আমার জীবাত্মাকে লও বলিতেং

৬০ তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল। তাহাতে সে হাঁটু পাড়িয়া উচ্চৈঃশব্দে চেঁচাইল যে হে প্রভো এই পাপ তাহারদের উপর বর্ত্তাইয়া দেন না এবং ইহা কহিয়া সে নিদ্রা গেল এবং তাহার হত্যা হওনে শাওল সম্মত হইলেক।

অষ্টম অধ্যায়

এবং সেই সময়ে য়িরোশলমের মণ্ডলীর উপর বড়ই উপদ্রব হইল তাহাতে প্রেরিতেরা ব্যতিরেক সকলেই য়িহোদা ও শমরণ দেশের দিগ্বিদিগে ছিন্নভিন্ন
২ হইয়া গেল। এবং ভক্ত লোক স্তেফানষকে লইয়া
৩ গিয়া তাহার বিষয়ে বহু শোক বিলাপ করিল। কিন্তু শাওল মণ্ডলীর বড় উৎপাত করিতে লাগিল সে ঘরে ২ প্রবেশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীগণেরদিগকে আকর্ষণ
৪ করিয়া কারাগারেতে সমর্পণ করিল। তত্রাপি যে সকল ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া ২ বাণী
৫ প্রচার করিল। তখন ফিলিপ শমরণ নগরে গিয়া তাহারদিগকে খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ প্রচার করিতে লাগিল।
৬ এবং সে লোকেরা ফিলিপের কৃত আশ্চর্য্য দেখিয়া শুনিয়া তাহার উক্ত প্রসঙ্গেতে একু মনে অবধান
৭।৮ করিয়া থাকিল। কেননা অপরিষ্কৃত ভূতেরা অনেকের দিগকে গ্রস্ত করিলে পরে মহাচীৎকার করিয়া তাহার দিগ হইতে বাহির হইল এবং অনেক অর্দ্ধাঙ্গব্যাধিতে

ও খোঁড়ালোক সুস্থ করা গেল তাহাতে সে নগরে
৯ পরমানন্দ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে সেই নগরে এক জন
শীমন নামে কুহক ব্যবসা করিত এবং আপনাকে
কোন মহাপুরুষ বলিয়া শমরণীলোকেরদিগকে মোহিত
১০ করিয়াছিল। তাহাতে ছোট বড় সকলেই তাহাকে
আস্থা করিয়া কহিল এই পুরুষ ঈশ্বরের মহাশক্তি।
১১ এবং তাহারা তাহাকে আস্থা করিয়াছিল কি নিমিত্তে
না সে অনেক কাল হইতে কুহক কর্ম্মের দ্বারা
১২ তাহারদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য
বিষয়ের প্রসঙ্গ এবং য়িশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করণে
ফিলিপের কথা প্রত্যয় করিয়া তাহারা স্ত্রী পুরুষ উভয়
১৩ বাপ্টাইজিত হইল। তখন শীমন আপনিও প্রত্যয়
করিল এবং বাপ্টাইজিত হইয়া ঐ কৃত আশ্চর্য্য ও
লক্ষণ দেখিয়া অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ফিলিপের সঙ্গে
১৪ থাকিল। অতএব যে প্রেরিতগণ য়িরোশলমে থাকিল
১৫ সে যখন শুনিল যে শমরণ ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ
করিয়াছে তখন তাহারা পিতর ও য়োহনকে তাহারদের
নিকটে পাঠাইয়া দিল এবং ইহারা যাইয়া উত্তরিয়া
তাহারদের ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তির নিমিত্তে তাহারদের কারণ
১৬ প্রার্থনা করিল। কেননা তিনি সে অবধি তাহারদের
কাহার উপর পড়েন নাই তাহারা কেবল প্রভু য়িশুর
১৭ নামে বাপ্টাইজিত হইয়াছিল। তখন তাহারা তাহার

দের উপর হাত দিলে পরে তাহারা ধর্ম্মাত্মাকে পাইল।
১৮।১৯ পরে যখন শীমন দেখিল যে প্রেরিতেরদের হাত উপর দেওয়াতে ধর্ম্মাত্মা প্রদান হইল সে তাহারদের অগ্রে টাকা দিয়া কহিল এই শক্তি আমাকেও দেও যে যাহার উপর আমি হাত দি সে যেন ধর্ম্মাত্মা পায়।
২০ কিন্তু পিতর তাহাকে কহিল তোর টাকা তোর সহিত নষ্ট হউক কেননা তুই বুঝিয়াছিস যে ঈশ্বরের দান
২১ তঙ্কাতে ক্রয় হয়। এই কর্ম্মেতে তোর ভাগ নাই অংশও নাই কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমার অন্তঃকরণ
২২ সরল নহে। অতএব তোমার এই দুরিত বিষয় সখেদ হইয়া ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা কর যে কি জানি তোমার চিত্তের ভাবনা তোমাকে ক্ষমা করা যায় বা।
২৩ কেননা আমি বুঝিলাম যে তুমি পিত্তবৎ তিক্ততায়
২৪ এবং পাপের বন্ধনে আছ। তখন শীমন উত্তর করিয়া কহিল তোমরা প্রভুকে আমার জন্যে প্রার্থনা করহ যে আমার উপর তোমারদের উক্ত কথার কিছু যেন
২৫ ঘটিয়া পড়ে না। অতএব আপনারদের সাক্ষী দিয়া প্রভুর বাণী প্রচার করিলে পরে তাহারা য়িরোশলমে পুনশ্চ গেল এবং শমরুণেরদের অনেক গ্রামে মঙ্গল
২৬ সমাচার ঘোষণা দিল। পরে ঈশ্বরের দূত ফিলিপকে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে উঠ দক্ষিণ দিগে যে পথ য়িরোশলম হইতে প্রান্তর হইয়া গাজাতে যায় তথা

২৭ যাও। এবং সে উঠিয়া গমন করিল এবং দেখ হাবশ্
দেশের এক জন খাজা হাবশী লোকের রাণী কাণ্ডাকীর
অমাত্য যে তাহার সমস্ত ধনের উপর কর্তা ছিলেন।
২৮ তিনি পূজা করিবার জন্য য়িরোশলমে আসিয়া পুনশ্চ
যাইতেছিলেন এবং আপন রথে বসিয়া য়িশয়ীহার
২৯ ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিতে ছিলেন। তখন ফিলিপকে
আত্মা কহিলেন যে তাহার নিকট যাইয়া ও রথের
৩০ সঙ্গ ধর। এবং ফিলিপ তথা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে
য়িশয়ীহার ভবিষ্যদ্বাণী পাঠিতে শুনিয়া কহিল তুমি
৩১ যাহা পড়িতেছ তাহা না কি বুঝিতেছ। তখন তিনি
কহিলেন কেহ আমাকে না বুঝাইলে আমি কেমন
করিয়া পারিব পরে তিমি যাচ্ঞা করিলে ফিলিপ
৩২ উপর চড়িয়া তাহার সঙ্গে বসিল। যে গ্রন্থের উল্লেখ
তিনি পাঠ করিতেছিলেন সে এই তিনি মারা যাইবার
মেষের মত আনা গিয়াছিলেন এবং মেষ পাঁঠা যাদৃশ
তাহার লোম কাটন্যার অগ্রে গুঙ্গা থাকে তাদৃশ তিনি
৩৩ ও মুখ খুলিলেন না। তাহার ন্যূনতায় তাহার বিচার
বহিয়া গেল এবং তাহার বংশাবলির বৃত্তান্ত কেটা
বলিবে কেননা তাহার জীবন পৃথিবী হইতে বিচ্ছেদ
৩৪ হইয়াছে। পরে সে খাজা উত্তর করিয়া ফিলিপকে
কহিলেন আমি নিবেদন করি ভবিষ্যদ্বক্তা কাহার
বিষয় এ কথা কহিতেছেন কি আপনার বিষয় কিম্বা

৩৫ আর কোন জনের। তখন ফিলিপ আপন মুখ খুলিয়া সেই গ্রন্থে আরম্ভ করিয়া তাহাকে য়িশুর প্রস্তাব করিতে
৩৬ লাগিল। এবং পথে যাইতে২ তাহারা এক জলাশয়ের নিকটে আসিয়া খোজা কহিলেন দেখ জল তো আছে
৩৭ আমার বাপ্‌টাইজ হওনের আটক কি। তখন ফিলিপ কহিল যদি তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণে প্রত্যয় করহ তবে তাহার হওনের কর্ত্তব্য বটে এবং সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল আমি প্রত্যয় করি যে য়িশু
৩৮ খ্রীষ্ট তিনি ঈশ্বরের পুত্র। পরে তিনি রথ স্থকিত করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং ফিলিপ ও খোজা উভয় জলেতে নামিলেন পরে সে তাহাকে বাপ্‌টাইজ করিল।
৩৯ এবং জল হইতে উঠিলে পরে ঈশ্বরের আত্মা ফিলিপকে হটাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন তাহাতে সে খোজা আর তাহাকে দেখিলেন না পরে তিনি আনন্দিত হইয়া স্বপথে চলিয়া গেলেন।
৪০ কিন্তু ফিলিপের উদ্দেশ আজোতশে পাওয়া গেল এবং সেখান হইতে চলিয়া গিয়া তাহার কাইশারিয়ায় পৌঁছা পর্য্যন্ত সে সকল নগরে কথা প্রচার করিল।

নবম অধ্যায়

১।২ কিন্তু শাওল প্রভুর শিষ্যেরদের প্রতি অদ্যাপি ও বিনাশ প্রতিজ্ঞা সশ্বাসে গর্জ্জিতে২ মহাযাজকের নিকটে আসিয়া তাহার স্থানে দমস্কের সিনাগগ

সকলের নামে পত্র পাতী চাহিল যে এই মতেরদিগকে
কেহ যদি পায় পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক সে তাহার
৩ দিগকে য়িরোশলমে বন্ধিত আনিয়া দেয়। পরে গমন
করিতে২ দমস্কের নিকটে উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ
স্বর্গ হইতে এক জ্যোতি তাহার চতুষ্পার্শ্বে চমকিতে
৪ লাগিল। এবং সে ভূমিতে পড়িয়া আপনার প্রতি
উক্তায়মান এক রব শুনিল যে হে শাওল২ আমাকে
৫ তাড়না করিতেছ কেন। তখন সে কহিল হে প্রভো
তুমি কেটা এবং প্রভু কহিলেন আমি য়িশু যাহাকে
তুমি তাড়না করিতেছ কাঁটার উপর লাথীমারা তোমার
৬ কঠিন কর্ম্ম। তখন সে কম্পমান ও চমৎকৃত হইয়া
কহিল হে প্রভো আপনকার ইচ্ছা কি আমাকে কি
করিতে হইবে প্রভু কহিলেন উঠ নগরে যাও পরে
তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা তোমাকে কহা
৭ যাইবে। এবং তাহার সহগামিমনুষ্যেরা সে রব
শুনিয়া কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিল।
৮ পরে শাওল ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যদ্যপিও
তাহার চক্ষু মেলা থাকিল বটে তথাচ সে কাহাকে
দেখিতে পাইল না অতএব তাহারা তাহার হাত
ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দমস্কেতে পৌছাইয়া দিল।
৯ পরে সে তিন দিবস দৃষ্টি হীন হইয়া থাকিল এবং
১০ কিছু খাইলও না পিয়ীলও না। তখন দমস্কেতে

হননীহ নামে এক শিষ্য ছিল এবং তাহাকে প্রভু দৈব দর্শনে কহিলেন হে হননীহা সে বলিল হে প্রভো দেখ
১১ আমি সাক্ষাত আছি। পরে প্রভু তাহাকে কহিলেন উঠ সোজা সড়ক যাকে বলে তথা গিয়া য়িহোদার ঘরে শাওল নামে টার্শসের এক মনুষ্যের কারণ জিজ্ঞাসা
১২ কর কেননা দেখ সে প্রার্থনা করিতেছে। এবং সে দৈব দর্শনে হননীহা নামে এক মনুষ্যকে ভিতর আসিয়া তাহার চক্ষু পাইবার কারণ তাহার উপর হাত দিতে
১৩ দেখিয়াছে। তখন হননীহা প্রত্যুত্তর করিল যে হে প্রভো আমি অনেকের প্রমুখাৎ এ মনুষ্যের কথা শুনিয়াছি যে তোমার পুণ্যবানেরদিগকে য়িরোশলমে কত মন্দ
১৪ করিয়াছে। এবং এখানে যে সকল তোমার নাম স্মরণ করে তাহারদিগকে বান্ধিবার কারণ প্রধান যাজকের
১৫ দিগ হইতে সাধ্য ধরিতেছে। কিন্তু প্রভু তাহাকে কহিলেন চলিয়া যাও কেননা সে ভিন্নদেশিরদের ও রাজাগণের ও য়িশরালের সন্তানেরদের সাক্ষাতে আমার নাম বহিতে আমার একটা মনোনীত পাত্র আছে।
১৬ কেননা আমার নামার্থে তাহাকে কত বড় কর্ম্ম সহিতে
১৭ হইবে আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব। তখন হননীহা চলিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার উপর হাত দিয়া কহিল হে ভাই শাওল প্রভু য়িশু যিনি তোমার আগমন কালে তোমাকে পথের মধ্যে দর্শন

দিলেন তিনি তোমার চক্ষু পাইবার কারণ ও ধর্মাত্মায় পূর্ণ হইবার কারণ আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।
১৮ এবং ইহা কহিবা মাত্র তাহার নেত্র হইতে আঁইস যেমন পড়িল ও সে তৎক্ষণাৎ সচক্ষু হইয়া উঠিয়া
১৯ বাপ্‌টাইজিত হইল। পরে সে আহার খাইয়া সবল হইল এবং শাওল কএক দিবস শিষ্যেরদের সহিত
২০ দমস্কেতে থাকিল। এবং সে তৎক্ষণে সিনাগগ সকলের মধ্যে য়িশুর কথা প্রচার করিতে লাগিল যে তিনি
২১ ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু শ্রোতারা সকল চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিল এই না সেই যে য়িরোশলমে তাহারদের উপদ্রব করিল যাহারা এই নামে স্মরণ করিত এবং এই উপলক্ষেতে এখানেও আসিয়াছে যে তাহারদিগকে বদ্ধ করিয়া প্রধান যাজকেরদের স্থানে লইয়া
২২ যায়। কিন্তু শাওল ততোধিকে প্রবল হইল এবং যে এইটা খ্রীষ্ট নিতান্ত তাহা প্রামাণ্য করিয়া দমস্কের
২৩ যহোদী নিবাসিরদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিল। এবং অনেক দিবস গত হইলে য়হোদীরা তাহাকে বধ
২৪ করিতে এক বাক্যতা করিল। কিন্তু শাওলকে তাহারদের কল্পনা জানা গেল অতএব তাহার বধ করিবার
২৫ জন্য তাহারা দিবা রাত্রি দ্বারেতে প্রহরি দিল। কিন্তু শিষ্যগণ তাহাকে রাত্রি যোগে লইয়া প্রাচীর দিয়া
২৬ ডালীতে নামাইয়া দিল। পরে শাওল য়িরোশলমে

আসিয়া শিষ্যেরদের সঙ্গ ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু যে সে শিষ্য আছে তাহা প্রত্যয় না করিয়া তাহারা
২৭ সকলেই তাহাকে ভয় করিল। কিন্তু বার্ণবা তাহাকে লইয়া প্রেরিতেরদের স্থানে আনিয়া তাহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত কহিল যে সে কি রূপে পথের মধ্যে প্রভুকে দেখিয়াছিল এবং যে প্রভু তাহাকে কথা কহিয়াছিলেন তাহার পরে সে কেমন সাহসে য়িশুর নামেতে দমস্কেতে
২৮ কথা প্রচার করিয়াছিল। অতএব সে য়িরোশলমে থাকিয়া তাহারদের গমনাগমনের সমিভ্যারী হইল।
২৯ এবং য়িশুর নামে সাহস রূপে কথা প্রচার করিল ও য়ুনানীরদের সহিত বাদানুবাদ করিল কিন্তু তাহারা
৩০ তাহাকে বধ করিতে অনুসন্ধান করিল। তখন ভ্রাতারা তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে কাইশারিয়ায় পৌঁছাইয়া
৩১ সেখান হইতে টার্শসে পাঠাইয়া দিল। তখন য়িহোদা ও গালিলী ও শমরণ দেশের সমুদায়ে মণ্ডলী সকল বিশ্রাম পাইয়া ধর্ম্মেতে বাড়িতে লাগিল এবং প্রভুর ভয়ে ও ধর্ম্মাত্মার আশ্বাসেতে গতি করিতে ২
৩২ তাহারদের বৃদ্ধি হইল। পরে ঘটনাক্রমে পিতর সমস্ত দিগ্বিদিগ ভ্রমণ করিয়া লদ্দার নিবাসি পুণ্যবানেরদের
৩৩ নিকটে আইল। এবং সেখানে ঐনিয়াস নামে এক মনুষ্য যে অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাধিতে অষ্ট বৎসর হইতে শয্যাগত
৩৪ হইয়াছে তাহার দেখা পাইল। তখন পিতর তাহাকে

কহিল হে ঐনিয়াস য়িশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিতেছেন উঠ তোমার বিছানা সারিয়া দেও এবং সে তৎক্ষণাৎ
৩৫ গাত্রোত্থান করিল। এবং লদ্দা ও শারোণের সকল নিবাসিরা তাহাকে দেখিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল।
৩৬ তখন এক স্ত্রী শিষ্যা টাবিতা নামে যাহাকে ভাষা ভঙ্গ করিয়া দর্কাশ বলে সে জাফাতে থাকিল সে সুক্রিয়া
৩৭ এবং ভিক্ষা দানাদি ক্রিয়াতে পরিপূর্ণা ছিল। সেই সময়ে ঘটনাক্রমে সে ব্যাধিগ্রস্তা হইয়া মরিল পরে তাহারা তাহাকে ধৌত করিয়া একটা উপর কুটরিতে
৩৮ শোয়াইয়া দিল। অতএব লদ্দা জাফার নিকট ছিল ও সেখানে পিতর আছে ইহা শিষ্যগণ শুনিয়া তাহারা দুই জন দিয়া তাহাকে আপনারদের স্থানে অবিলম্বে
৩৯ আসিতে মিনতি করিয়া পাঠাইল। তখন পিতর উঠিয়া তাহারদের সহিত আইল এবং পৌছিলে পরে তাহারা তাহাকে সেই উপর কুটরিতে লইয়া গেল এবং বিধবা সকল তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে ২ যে বস্ত্র ও জামা সকল দর্কাশ তাহারদের সঙ্গে থাকিতে বানাইয়াছিল সে সকল দেখাইতে
৪০ লাগিল। কিন্তু পিতর সকলকে বাহির করিয়া হাঁটু পাড়িয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল পরে শব প্রতি ফিরিয়া কহিল হে টাবিতে উঠ এবং সে চক্ষু মেলিল
৪১ ও পিতরকে দেখিয়া মাতা তুলিয়া উঠিল। পরে সে

তাহাকে হাত দিয়া উঠাইয়া দিল এবং পুণ্যবান ও বিধবারদিগকে ডাকিয়া তাহাকে তাহারদের স্থানে ৪২ জীবৎমান সাক্ষাৎ করিয়া দিল। এবং ইহা জাফা সমুদায়ে বিদিত হইল আর পুভুতে অনেকের বিশ্বাস ৪৩ হইল। পরে সে জাফাতে শীমন নামে এক চামারের ঘরে অনেক দিন থাকিল।

দশম অধ্যায়

১।২ কাইসরীয়ায় কর্ণেলিয়স নামে এক মনুষ্য ছিলেন সেই যঠার এক শত সেনারপতি যাহাকে ইতালি যঠা বলে তিনি ভক্তলোক ও স্বপরিবার শুদ্ধ ঈশ্বরকে ভয় করিলেন এবং লোকেরদিগকে বহু ভিক্ষা দিলেন ও ৩ ঈশ্বরের পুতি নিরন্তরে প্রার্থনা করিলেন। সে তিন পুহর সময়ে দৈবদর্শনে ঈশ্বরের এক দূতকে তাহার নিকটে আসিতে এবং হে কর্ণেলিয়স বলিতে পুসন্ন রূপে ৪ দেখিল। পরে তাহার উপর দৃষ্টিপাৎ করিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া কহিলেন এ কি পুভো তখন সে দূত তাহাকে কহিলেন তোমার প্রার্থনা ও দানাদি ঈশ্বরের ৫ গোচরে স্মারক নৈবেদ্যার্থে উঠিয়াছে। অতএব জাফাতে জন পাঠাইয়া শীমন যাহার খ্যাত নাম ৬ পিতর তাহাকে ডাকিয়া আনাও। সে শীমন এক জন চামারের স্থানে পুবাস করিতেছে তাহার ঘর সমুদ্রের কূলে সে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিবে।

৭ তখন সে দূত কর্ণেলিয়সকে কথা কহিয়া গেলে পরে তিনি আপন ঘরের দুই ভৃত্যকে এবং আপন নিত্য সেবাতি সেনার মধ্যে এক ভক্তসেনাকে ডাকিলেন।
৮ এবং তাহারদিগকে এ সকল বৃত্তান্ত কহিয়া জাফাতে
৯ পাঠাইয়া দিলেন। পর দিবসে তাহারা গমন করিয়া নগরের নিকটে পৌঁছিতে ২ পিতর দুই পুহর সময়ে প্রার্থনা করিবার কারণ ঘরের ছাতের উপর গেল।
১০ পরে সে অতি ক্ষুধার্ত্ত হইতে লাগিল এবং খাইতে ইচ্ছা করিল কিন্তু তাহারা পুস্তুত করিতে ২ সে মোহ
১১ গেল। এবং দেখিল যে স্বর্গেতে শূন্য পথ আছে এবং বড় এক চাদর চারি কোণাতে বান্ধা ও পৃথিবীতে ওলা এমন এক পাত্র আপনার নিকটে ওলান হইতেছে।
১২ তাহার মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্ব বিধ চতুষ্পাদ জন্তু ও বন
১৩ পশু ও কীট ও শূন্যের পক্ষী ছিল। পরে তাহার প্রতি
১৪ এক রব আইল যে উঠ পিতর মারিয়া খাও। কিন্তু পিতর কহিল যে না প্রভো কদাচ না কেন না আমি কোন সামান্য কিম্বা অপবিত্র বস্তু কখন খাই নাই।
১৫ পরে দ্বিতীয় বার তাহার প্রতি রব হইল যাহাকে ঈশ্বর পরিষ্কার করিয়াছেন তাহাকে তুমি সামান্য
১৬ কহিও না। ইহা তিন বার হইল পরে সে পাত্র
১৭ পুনর্ব্বার স্বর্গেতে লওয়া গেল। পরে যাবৎ পিতর আপন অন্তরে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকিল যে এই দৈব

দর্শনের ভাব বা কি তাবৎ দেখ কর্ণেলিয়সের প্রেরিত
লোক শীমনের ঘরের তত্ত্ব করিয়া দ্বারের নিকট
১৮ উপস্থিত হইল। এবং তাহারা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল
যে শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর সে কি এখানে
১৯ প্রবাস করিতেছে। ইতিমধ্যে পিতর সে দৈব
দর্শনের কথা ভাবিতে২ আত্মা তাহাকে কহিলেন
২০ দেখ তিন জন তোমার অন্বেষন করিতেছে। অতএব
উঠ এবং নীচে যাইয়া তাহারদের সঙ্গে নিঃসন্দেহ
যাত্রা কর কেননা আমি তাহারদিগকে পাঠাইয়াছি।
২১ তখন পিতর নামিয়া যে লোক কর্ণেলিয়স হইতে
আপনার নিকট প্রেরিত ছিল তাহারদের কাছে গিয়া
কহিল দেখ আমি সেই ব্যক্তি যাহার উদ্দেশ তোমরা
২২ করহ কিসের কারণ তোমরা আসিয়াছ। তাহারা
কহিল কর্ণেলিয়স শতসেনার পতি এক শুদ্ধ স্বত্ব মনুষ্য
যে ঈশ্বরকে ভয় করিতেছে এবং সমূহ য়িহোদী
লোকের মধ্যে সুখ্যাতান্বিত আছেন যে ধর্ম্ম দূতের
দ্বারা তোমাকে আপন ঘরে ডাকিয়া পাঠাইতে ও
তোমার স্থানে কথা শুনিতে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ
২৩ পাইয়াছেন। তখন পিতর তাহারদিগকে ভিতরে
আহ্বান করিয়া তাহারদিগকে অতিথি করিল এবং
পর দিবসে সে তাহারদের সহিত প্রস্থান করিল এবং
ভ্রাতারদের মধ্যে কএক জন জাফার লোক তাহার

২৪ সমিভ্যারে গেল। তাহার পরদিবসে তাহারা কাইসারিয়ায় প্রবেশ করিল এবং কর্ণেলিয়স আপন জ্ঞাতি ও অন্তরঙ্গ লোকেরদিগকে একত্রে ডাকিয়া আনাইয়া তাহারদের অপেক্ষাতে থাকিতেছিলেন।
২৫ পরে পিতর প্রবেশ করিতে২ কর্ণেলিয়স তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহার চরণে পড়িয়া প্রণাম
২৬ করিলেন। কিন্তু পিতর তাহাকে উঠাইতে প্রবর্ত্ত হইয়া কহিল গাত্রোত্থান কর আমি আপনিও মনুষ্য
২৭ আছি। এবং তাহার সহিত কথালাপ করিতে২ ভিতরে গিয়া তিনি অনেক লোকের সভা দেখিলেন।
২৮ পরে সে তাহারদিগকে কহিল তোমরা জান যে পর দেশির সঙ্গ করা কিম্বা তাহার ঘরে প্রবেশ করা য়িহোদী মনুষ্যের অকর্ত্তব্য আছে কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখাইয়াছেন যে কোন মনুষ্যকে সামান্য কিম্বা
২৯ অপরিষ্কার বলিতে আমার কর্ত্তব্য নহে। সেই নিমিত্তে আমার আহ্বান হইবা মাত্র আমি বহানা ব্যতিরেক চলিয়া আইলাম অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি যে তোমরা কি বিষয়ে আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছ।
৩০ তখন কর্ণেলিয়স কহিতে লাগিলেন যে আজি চারি দিবস হইল আমি এই বেলা পর্য্যন্ত উপবাস করিতে ছিলাম তাহাতে তিন প্রহর সময়ে আমি প্রার্থনা করিতে২ দেখ এক মনুষ্য তেজস্কর বস্ত্রে আমার

৩১ সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইলেন। এবং আমাকে কহিলেন হে কর্ণেলিয়স তোমার প্রার্থনা শুনাগিয়াছে এবং
৩২ তোমার দানাদি ঈশ্বরের স্মরণে আছে। অতএব জাফায় লোক পাঠাইয়া শীমন যাহার খ্যাত নাম পিতর তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনাও সে সমুদ্রের তীরে শীমন এক চামারের ঘরে প্রবাস করিতেছে সে যখন
৩৩ আসিবে তখন তোমাকে কথা কহিবে। এতদর্থে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার নিকটে প্রেরণ করিলাম এবং তুমি আগমন করিয়া ভাল করিয়াছ অতএব যে সকল কথা বলিতে তোমাকে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিতে আমরা সকলেই এখানে ঈশ্বরের বিদ্যমানে
৩৪ আছি। তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিতে লাগিল যে সত্য বটে আমি দেখিতেছি যে ঈশ্বর তিনি প্রাণিরদের
৩৫ ভিন্নভাব করেণ না। কিন্তু সকল দেশে যে জন তাঁহাকে ভয় করে এবং সত্যাচার করে সে তাঁহার স্থানে গ্রাহ্য
৩৬ হয়। এই সে কথা যে তিনি য়িশরালের সন্তানেরদের নিকট প্রেরণ করিলেন সে কি না য়িশু খ্রীষ্ট যিনি
৩৭ সকলের প্রভু তাহার দ্বারা সম্মিলনের প্রচার। যে বাপ্‌টিস্ম য়োহন প্রচার করিলেন তাহার পরে যে কথার জনরব গালিলি হইতে আরম্ভ হইয়া য়িহোদা
৩৮ দেশ সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইল তাহা তোমরা জান। যে ঈশ্বর কি রূপে য়িশু নাজরেথীকে ধর্ম্মাত্মাতে ও শক্তিতে

অভিষেক করিলেন ও যে তিনি হিতকর্ম্ম করিতে এবং শয়তানের মর্দ্দিত সকলেরদিগকে স্বাস্থ্য দিতে ভ্রমণ
৩৯ করিলেন কেননা ঈশ্বর তাহার সঙ্গে ছিলেন। এবং যে সকল ক্রিয়া তিনি য়িহোদীরদের দেশে ও য়িরো শলমের মধ্যে করিলেন তাহার সাক্ষী আমরা আছি
৪০ তাহাকে তাহারা বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া বধ করিল। সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে উঠাইয়া প্রকাশমান
৪১ দেখাইয়া দিলেন। সকললোকের স্থানে নহে কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ব্ব নিযোজিত সাক্ষিরদের স্থানে সেই সে আমরাই যে তাঁহার মৃত্যু হইতে উত্থান পরে তাঁহার
৪২ সহিত ভোজন পান করিলাম। এবং যে তিনি সেই যিনি ঈশ্বর হইতে নিযুক্ত হইয়া জীবৎ ও মৃতলোকের দের বিচার কর্ত্তা হইয়াছেন এই কথা লোকেরদের মধ্যে প্রচার করিতে ও তাহার প্রমাণ দিতে তিনি
৪৩ আমারদিগকে আজ্ঞা দিলেন। তাহার প্রতি সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ প্রমাণ দেয় যে তাঁহার নাম দিয়া যে সকল তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে পাপের মোচন
৪৪ পাইবে। পিতর এই কথা কহিতে২ যে সকল বাণী
৪৫ শুনিতে ছিল তাহারদের উপর ধর্ম্মাত্মা পড়িলেন। এবং বৈশ্বাসিক সুনতীরা যাহারা পিতরের সহিত আসিয়া ছিল তাহারা ভিন্নদেশিরদের উপর ধর্ম্মাত্মার দান
৪৬ ঢালা যাওয়াতে চমৎকৃত হইল। কেননা তাহারা

তাহারদিগকে নানা ভাষা কহিতে এবং ঈশ্বরের
৪৭ গুণানুবাদ করিতে শুবণ করিল। তখন পিতর উত্তর
দিল যে এ সকল য়াহারা আমারদের তত্তুল্য ধর্ম্মাত্মাকে
প্রাপ্ত হইয়াছে ইহারদের বাপ্‌টাইজ হইবার জল
৪৮ কেহ নাকি নিষেধ করিতে পারে। পরে সে তাহার
দের প্রভুর নামে বাপ্‌টাইজ হইবার কারণ আজ্ঞা
দিল তখন তাহারা তাঁহাকে কএক দিবস থাকিতে
প্রার্থনা করিল।

একাদশ অধ্যায়

এবং যে প্রেরিতেরা ও ভ্রাতারা য়িহোদা দেশে ছিল
তাহারা শুনিতে পাইল যে ভিন্নদেশিরাও ঈশ্বরের
২।৩ বাণী গ্রহণ করিয়াছে। এবং পিতর য়িরোশলমে
পৌঁছিলে পরে সুন্নতীরা তাহার সহিত প্রতিরোধ
করিয়া কহিতে লাগিল যে তুমি না অসুন্নতী মনুষ্যেরদের
৪ বাটীতে গিয়া তাহারদের সঙ্গে খাইয়াছ। কিন্তু
পিতর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বৃত্তান্ত
৫ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক তাহারদিগকে কহিল। যে আমি জাফা
নগরে প্রার্থনা করিতেছিলাম তাহাতে মোহ হইয়া
আমি দৈব দর্শনে চারি কোণাতে ধরা বড় চাদরের
মত এক পাত্র স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিলাম এবং সে
৬ আমার নিকটে আইল। পরে বিবেচনা পূর্ব্বক
তাহার উপর একান্ত দৃষ্টি করিয়া আমি পৃথিবীর চতুষ্পদ

জন্তু ও বন পশু ও কীটাদি ও শূন্যের পক্ষিসকল
৭ দেখিলাম। তাহার পরে আমি এক রব আমাকে
এ কথা কহিতে শুনিলাম যে হে পিতর উঠ মারিয়া
৮ খাও। কিন্তু আমি কহিলাম কদাচ না প্রভো কেননা
আমার মুখে কোন সামান্য কিম্বা অপবিত্র বস্তু কখন
৯ সান্ধায় নাই। কিন্তু সে রব স্বর্গ হইতে আমাকে পুন
রায় উত্তর দিল যাহা ঈশ্বর পবিত্র করিয়াছেন তাহা
১০ তুমি সামান্য বলিও না। এবং ইহা তিন বার হইল
১১ পরে সমস্তই স্বর্গেতে পুনশ্চ আকর্ষিত হইল। সেই
ক্ষণে দেখ তিন জন কাইসারিয়া হইতে আমার স্থানে
প্রেরিত হইয়া যে ঘরে আমি থাকিতেছিলাম সেখানে
১২ আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং আত্মা আমাকে
তাহারদের সঙ্গে নিঃসন্দেহ যাইতে আজ্ঞা দিলেন অপর
এই ছয় ভ্রাতারা আমার সমভিব্যারে গিয়া আমরা
১৩ সেই মনুষ্যের ঘরে প্রবেশ করিলাম। পরে সে
আমারদিগকে কহিল যে সে আপন ঘরেতে এক
দূতকে দেখিয়াছিল যে দাঁড়াইয়া তাহাকে কহিলেন
তুমি জাফাতে লোক পাঠাইয়া শীমন যাহার খ্যাত
১৪ নাম পিতর তাহাকে ডাকিয়া আনাও। সে তোমাকে
কথা কহিবে যাহাতে তুমি স্বপরিবার সমূহে পরিত্রাণ
১৫ পাইবা। পরে যখন আমি কথা কহিতে আরম্ভ
করিতে লাগিলাম তখন ধর্ম্মাত্মা যাদৃশ আমারদের

উপর প্রথমে পড়িলেন তাদৃশ তাহারদের উপরও
১৬ পড়িলেন। তখন প্রভুর বাণী আমার স্মরণে পড়িল
যে তিনি কেমন কহিয়াছিলেন য়োহন জলেতে বাপ্‌টা
ইজ করিলেন বটে কিন্তু তোমরা ধর্ম্মাত্মা দিয়াই
১৭ বাপটাইজিত হইবা। এতদর্থে আমরা যে প্রভু য়িশু
খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়াছিলাম আমারদিগকে যে দান
ঈশ্বর দিয়াছিলেন সেই মত দান যখন তাহারদিগকে
দিলেন তখন আমি কি যে আমি ঈশ্বরকে নিষেধ
১৮ করিতে পারিতাম। এই কথা শুনিয়া তাহারা চুপ
করিয়া থাকিল এবং ঈশ্বরের ধন্য বাদ করিয়া কহিল
তবে ঈশ্বর ভিন্নদেশিরদিগকেও জীবনার্থ মন ফিরাণ
১৯ দিয়াছেন। ইতিমধ্যে যে সকল স্তেফানসের
নিমিত্তার্থ উপদ্রব প্রযুক্ত ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহারা
ফনিকিয়া ও কপ্রুস ও আন্টিয়োখ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া
য়িহোদী লোক ব্যতিরেক আর কাহারদের স্থানে বাণী
২০ প্রচার করিল না। কিন্তু তাহারদের মধ্যে কএক
কপ্রুশী ও কিরিণী ছিল যে আন্টিয়োখে প্রবিষ্ট
হইয়া য়ুনানী লোকেরদিগকে য়িশুর প্রস্তাব করিয়া
২১ কথা কহিতে লাগিল। এবং প্রভুর হাত তাহারদের
সহায় ছিল ও যথেষ্ট লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর
২২ প্রতি ফিরিল। পরে এই কথার সংবাদ য়িরোশালমের
মণ্ডলীর কর্ণ গোচর হইলে তাহারা বার্ণবাকে

আন্টিয়োখ পর্য্যন্ত যাইবার কারণ প্রেরণ করিল।
২৩ অতএব সেই আসিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দ করিল এবং সে সকলেরদিগকে প্রভুর সহিত
২৪ একান্ত মনে লাগা থাকিতে উপদেশ দিল। কেননা সে ভাল মনুষ্য এবং ধর্ম্মাত্মায় ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল
২৫ এবং প্রভুর পক্ষে অনেক লোকের বৃদ্ধি হইল। তখন
২৬ বার্ণবা শাওলের অন্বেষণে টার্শসে গেল। এবং তাহার উদ্দেশ পাইয়া তাহাকে আন্টিয়োখে আনিল পরে ঘটনাক্রমে তাহারা মণ্ডলীর সহিত সভা করিয়া ২ এক বৎসর পূর্ণ থাকিল ও যথেষ্ট লোকেরদিগকে শিক্ষাইল এবং দৈবে শিষ্যেরা প্রথমে আন্টিয়োখে
২৭ খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া নাম পাইল। এবং সেই সময়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা য়িরোশলম হইতে আন্টিয়োখে আইল।
২৮ ও তাহারদের মধ্যে আগাবস নামে এক জন দাড়াইয়া আত্মা হইতে জানাইয়া দিল যে দেশ সমুদায়ে বড় আকাল হইবে ও সে ক্লদিয়স কাইশরের সময়ে
২৯ ঘটিল। তখন শিষ্যেরা প্রতিজন আপন ২ সাধ্যানুক্রমে য়িহোদা দেশিভ্রাতৃগণের নির্ব্বাহের সাহায্য পাঠাইতে
৩০ স্থির করিল। এবং তাহারা সেই মত করিল ও বার্ণবা ও শাওলের হাতে প্রাচীন লোকেরস্থানে পাঠাইয়া দিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সেই সময়ের মধ্যে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কএক

জনেরদিগকে ক্লেশ দিবার জন্য তাহারদের উপর হাত
২ দিলেন। পরে তিনি য়োহনের ভাই য়াকুবকে
৩ তলওয়ারে সংহার করিলেন। এবং তাহাতে য়িহোদীর
দের সন্তোষ আছে দেখিয়া তিনি তাহার বিস্তার
করিয়া পিতরকে ও ধরাইয়া লইলেন তখন অখমীরী
৪ রোটীর সময় ছিল। অতএব তাহাকে পেশাক্ষ পর্ব্ব
হইলে পরে লোকেরদের স্থানে বাহির করিয়া আনিতে
মনস্থ করিয়া তিনি তাহাকে ধরাইয়া লইয়া চারি
পালার প্রহরিসেনাগণের স্থানে গচ্ছিত করিয়া
৫ কারাগারেতে রাখাইয়া দিলেন। অতএব পিতর
কারাগারেতে বন্ধ হইয়া থাকিল কিন্তু তাহার বিষয়ে
মণ্ডলীতে একান্ত ও অনবরত প্রার্থনা ঈশ্বরের প্রতি
৬ করা গেল। পরে হেরোদ তাহাকে বাহির করিয়া
আনিতে উদ্যত হইলে সেই রাত্রিতে পিতর দুই
জিঞ্জীরে বন্ধ হইয়া দুই সেনার মধ্যে নিদ্রা করিতেছিল
এবং প্রহরিরা দ্বারের অগ্রে কারাগারের রক্ষা করিতে
৭ ছিল। তখন দেখ ঈশ্বরের এক দূত দেখা দিলেন
এবং কারাগারেতে এক দীপ্তি প্রকাশিত হইল পরে
তিনি পিতরের কোকে ঘা দিয়া তাহাকে চেতাইয়া
কহিলেন ঝট করিয়া উঠ তাহাতে তাহার হাত হইতে
৮ জিঞ্জীরটা খসিয়া পড়িল। পরে সেই দূত তাহাকে
কহিলেন আপন কোমর বাঁধ ও পায়ে পাদুকা দেও

এবং সে তমত করিল পরে সে দূত তাহাকে কহিলেন তোমার উড়নী খান গায়ে দিয়া আমার পাছে ২
৯ আইস। এবং সে তাহার পাছে ২ চলিয়া বাহিরে গেল কিন্তু সে দূতের দ্বারা যে কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পুকৃত না বুঝিয়া সে অনুমান করিল যে আপনি এক দৈব
১০ স্বপন দেখিতেছে। পরে পুথম ও দ্বিতীয় চাতর লঙ্ঘিয়া গিয়া যে লোহার দ্বার দিয়া নগরেতে যায় তাহার নিকটে আইলে সে তাহারদের পুতি আপনা আপনি খুলিয়া গেল এবং বাহির হইয়া তাহারা এক সড়কের পার হইলে পরে অকস্মাৎ সেই দূত পিতরকে
১১ ছাড়িয়া গেল। পরে সে সচেত হইয়া কহিল এখন আমি নিশ্চিত জানিলাম যে পুভু আপনদূত পাঠাইয়া আমাকে হেরোদের হাত হইতে এবং য়িহোদী লোকের
১২ সকল আশা ভরসা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। পরে বিবেচনা করিয়া য়োহন যাহার দ্বিতীয় নাম মার্ক তাহার মাতা মারিয়ার ঘরে চলিয়াগেল ও সেখানে
১৩ অনেকে একত্র হইয়া পুার্থনা করিতেছিল। এবং পিতর বাহির দ্বারের কপাটে ঘা দিতে২ রোদা নামে এক যুবতী কে হে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আইল।
১৪ পরে সে পিতরের রব জানিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্বার খুলিল না কিন্তু ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া কহিল যে
১৫ পিতর আপনি দ্বারের অগ্রে দাঁড়াইতেছে। তখন

তাহারা বলিল তুমিতো পাগলী কিন্তু সে দৃঢ় মত কহিল যে এমনি নিতান্ত তখন তাহারা কহিল তবে
১৬ তাহার দূত হইবে। কিন্তু পিতর ঘা দিতে থাকিল এবং দ্বার খুলিলে পরে তাহাকে দেখিয়া তাহারা চমৎ
১৭ কৃত হইল। কিন্তু তিনি তাহারদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে হাতে ঠার করিয়া প্রভু কিরূপে তাহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন ইহার বৃত্তান্ত তাহারদিগকে কহিলেন পরে তিনি বলিলেন এই কথা য়াকুব ও ভ্রাতৃগণেরদিগকে জানাও গিয়া তাহার পরে তিনি প্রস্থান করিয়া অন্য স্থানে গেলেন।
১৮ পরে দিন হইবা মাত্র পিতর কি হইল কোথা গেল বলিয়া সেনাগণের মধ্যে বড়ই হুলস্থুল হইতে লাগিল
১৯ পরে হেরোদ অন্বেষণ করিয়া তাহার উদ্দেশ না পাইয়া রক্ষকেরদিগকে যাচিলেন এবং তাহারদের হত্যা হই বার আজ্ঞা দিলেন পরে তিনি য়িহোদা দেশ হইতে
২০ কাইশারিয়ায় যাইয়া অবস্থান করিলেন। পরে হেরোদ শোর ও শৈদা লোকেরদের প্রতি রুষ্ট হইলেন কিন্তু তাহারা এক বাক্যতা হইয়া তাহার সাক্ষাতে আইল এবং রাজার পুরাধ্যক্ষ ব্লাস্টসকে আপনারদের স্বপক্ষ করিয়া সম্মিলন চাহিল কেননা রাজার রাজ্য হইতে
২১ তাহারদের দেশের পুষ্টি হইল। অতএব এক নিরূ পিত দিবসে হেরোদ আপনি রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত

হইয়া আপন সিংহাসনে বসিয়া তাহারদের প্রতি কথা
২২ প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে লোক সকল উচ্চৈঃ শব্দ
২৩ করিয়া কহিল এ দেবতার বাণী মনুষ্যের নহে। কিন্তু
তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের দূত তাহাকে মারিলেন কেননা সেই
প্রশংসা তিনি ঈশ্বরকে দিলেন না তাহাতে তিনি
২৪ কীটে ক্ষয় হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের
বাণী বাড়িল এবং বিস্তারিত হইল পরে বার্ণবা ও
শাওল আপনারদের সেবা পূর্ণ করিয়া য়োহন যাহার
খ্যাত নাম মার্ক তাহাকে সাথে লইয়া যিরোশলম্
হইতে ফিরিয়া গেল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তখন আন্টিয়োখের মণ্ডলীর মধ্যে কএক ভবিষ্য
দ্বক্তা ও গুরু ছিল বিশেষতঃ এই২ বার্ণবা ও শৈমুন
যাকে নিগর করিয়া কহিল ও কিরিণীর লূক ও মনা-
য়েন যে হেরোদ চতুর্থা শির কর্ত্তার গুরু ভাই ছিল
২ এবং শাওল। ইহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতে২
ধর্ম্মাত্মা কহিলেন যে কর্ম্মের প্রযুক্তে আমি বার্ণবা ও
শাওলকে আহ্বান করিয়াছি তাহার কারণ তাহার
৩ দিগকে আমার প্রতি বিভিন্ন করিয়া দেও। পরে
তাহারা উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া তাহারদের উপর
৪ হাত দিয়া বিদায় করিল। অতএব ধর্ম্মাত্মা হইতে
প্রেরিত হইয়া তাহারা সলুকিয়ার যাইয়া সেখান

৫ হইতে সমুদ্রের পথে কুপ্রসে গমন করিল। পরে সালা মিশে উপস্থিত হইয়া তাহারা ঈশ্বরের বাণী য়িহোদীর দের সিনগগে পুচার করিতে লাগিল এবং য়োহন
৬ তাহারদের সেবাতি ছিল। পরে দ্বীপের সর্ব্বত্রে পাফস পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাহারা বার য়িশু নামে গুণী ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা এক জন য়িহোদীর দেখা
৭ পাইল। সেই ব্যক্তি সের্জিয়স পাওলস এক সুবিবেক মনুষ্য সে দেশের কর্ত্তা যে বার্নবা ও শাওলকে আহ্বান করিয়া ঈশ্বরের বাণী শুনিতে চাহিল তাহার
৮ সহিত ছিল। কিন্তু আলিমাস যাহা ভাষা ভঙ্গ করিলে সেই গুনির নাম ছিল সেই সে দেশকর্ত্তাকে ধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইতে অনুসন্ধান করিয়া তাহারদিগকে
৯।১০ রোধন করিল। তখন শাওল যাহাকে পাওল ও বলে সে ধর্ম্মাত্মায় পূর্ণ হইয়া তাহার পুতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল আরে সকল পুবঞ্চনায় ও দুষ্কর্ম্মে পূর্ণ শয়তানের বেটা সকল ধর্ম্মের বৈরী তুই কি পুভুর পুকৃত পথের বিপর্য্যয় করিতে নিরস্ত হইবি না।
১১ এখন দেখ তোর উপর পুভুর হাত আছে এবং তুই অন্ধ হইয়া কত কালাবধি সূর্য্যকে দেখিতে পাইবি না এবং তৎক্ষণাৎ তাহার উপর এক কুজ্ঝটী ও অন্ধকার পড়িল তাহাতে সে এদিকে ওদিকে ফিরিয়া২ কেহ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পথ দেখায় এমত জনকে

১২ ঢুঁড়িতে লাগিল। তখন সে দেশকর্ত্তা এ কর্ম্ম দেখিয়া প্রভুর শিক্ষাতে বিস্মিত হইয়া প্রত্যয় করিলেন।
১৩ পরে পাফোস হইতে জাহাজ খুলিয়া পাওলের সম ভ্যারিরা পম্পলিয়া দেশে পর্গাতে আইল কিন্তু য়োহন তাহারদিগকে ছাড়িয়া য়িরোশলমে ফিরিয়া গেল।
১৪ পরন্ত তাহারা পর্গা হইতে প্রস্থান করিয়া পিসিদিয়ার আন্টিয়োখে আগমন করিল এবং বিশ্রামবারে শিনগগে
১৫ প্রবেশ করিয়া বসিল। এবং ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাণী গ্রন্থ পাঠ হইলে পরে শিনগগের কর্ত্তা তাহারদিগকে কহিয়া পাঠাইল যে হে মনুষ্য ভাইরা যদি লোকের দের প্রতি তোমারদের কোন উপদেশ কথা থাকে তবে
১৬ কহিও। তখন পাওল দাঁড়াইয়া হাতের ঠারদিয়া কহিল হে য়িশরালী মনুষ্যেরা এবং তোমরা যে ঈশ্বর
১৭ কে ভয় কর অবধান করহ। এই য়িশরালী লোকের ঈশ্বর আমারদের পিতৃগণেরদিগকে বাছিয়া লইলেন এবং যখন তাহারা মিশ্বর দেশে বিদেশী থাকিল তখন তিনি লোকেরদের উন্নতি করিলেন এবং তথা হইতে উর্দ্ধবাহুতে তাহারদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া
১৮ দিলেন। পরে মহাপ্রান্তরের মধ্যে বৎসর চল্লিশেক পর্য্যন্ত তিনি তাহারদের ব্যবহার সহিষ্ণুতা করিলেন।
১৯ তার পরে কনায়ন দেশে সপ্ত রাজ্য বিনাশ করিয়া ইহারদের দেশ ভাগ২ করিয়া তাহারদিগকে অধিকা

২০ রার্থে দিলেন। তাহার পরে চারিশত পঞ্চাশ বৎসর গত হইলে তিনি তাহারদিগকে ন্যায় কর্ত্তাগণ
২১ দিলেন সামুয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার সময় পর্য্যন্ত। সেই কাল হইতে তাহারা রাজাকে চাহিলে ঈশ্বর এক মনুষ্য বেনিমনের গোত্রে কিশের পুত্র শাওলকে চল্লিশেক
২২ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারদিগকে দিলেন। এবং তাহাকে অপদস্থ করিয়া তাহারদের রাজা হইবার কারণ দাউদের উদয় করিলেন যাহার প্রতি তিনি এই প্রমাণ ও দিলেন যে আমি য়িশির পুত্র দাউদকে এক মনুষ্য আপন মনোনীত পাত্র পাইয়াছি সে আমার সমস্ত অনুমতি পালন করিবে।
২৩ এই মনুষ্যের ঔরসে ঈশ্বর আপন অঙ্গীকারানুক্রমে য়িশরাল প্রতি য়িশু ত্রাণকর্ত্তার উদ্ভব করিয়াছেন।
২৪ য়োহন তাহার দেখা দেওনের অগ্রে য়িশরালী লোক সকলেরদিগকে মন ফিরাণের বাপ্‌টিস্ম প্রচার করিলেন।
২৫ এবং য়োহন আপন কর্ম্মেরভার কুলাইতেং কহিলেন আমাকে কি করিয়া জান আমি সে নহি কিন্তু দেখ এক জন আমার পশ্চাতে আসিতেছেন যাহার পায়ের
২৬ জুতা খুলিতে আমি যোগ্য পাত্র নহি। হে মনুষ্য ভাইরা আবরহামের গোত্র সন্তান ও যে কেহ তোমার দের মধ্যে ঈশ্বরকে ভয় করিতেছে তোমারদের স্থানে
২৭ এই পরিত্রাণের বাণী প্রেরিত হইয়াছে। কেননা

য়িরোশলমের নিবাসিরা ও তাহারদের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে না জানিয়া ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের উক্তি যে প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ হইতেছে তাহা না বুঝিয়া তাঁহার দোষ নিশ্চয় করাতে তাহারা পূর্ণ করিয়াছে।
২৮ এবং তাহাতে কোন মরণার্থ হেতু না পাইয়া তত্রাপি ও তাহারা পীলাতের স্থানে তাঁহার বধ হইবার কারণ
২৯ যাচ্ঞা করিল। এবং তাঁহার বিষয়ে যে সকল গ্রন্থিত ছিল তাহারা তাহার পালন করিয়া তাঁহাকে ক্রূশ হইতে নামাইয়া একটা কবর স্থানে শোয়াইয়া দিল।
৩০ কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যু হইতে উঠাইয়া দিলেন।
৩১ পরে যে সকল তাঁহার সঙ্গে গালিলী হইতে য়িরোশলমে আসিয়াছিল যাহারা লোকেরদের প্রতি তাহার সাক্ষী আছে তাহারদের স্থানে তিনি অনেক দিবস দেখা
৩২।৩৩ দিলেন এবং আমরা তোমারদের স্থানে মঙ্গল বার্ত্তা আনিতেছি যে পিতৃগণেরদিগকে যে অঙ্গীকার করা গিয়াছিল তাহাই ঈশ্বর আমরা তাহারদের সন্তানের দিগকে য়িশুর পুনরুত্থানেতে পূর্ণ করিয়াছেন যদনুক্রমে দ্বিতীয় গীতে গ্রন্থ ও আছে যে তুমি আমার পুত্র আজি
৩৪ তোমাকে জন্ম দিয়াছি। এবং যে তাঁহাকে মৃত্যু হইতে উঠাইয়াছেন যেন তাঁহার আরবার পচন স্থানে যাওয়া নাহয় তাহার বিষয়ে তিনি এই মত কহিলেন আমি
৩৫ তোমার দিগকে দাউদের অমোঘ বর দিব। এতদর্থে তিনি

৩৬ অন্য স্থানে ও কহিতেছেন তুমি আপন ধার্ম্মিকেকে পচতার দেখা পাইতে দিবানা। কিন্তু দাউদ ঈশ্বরের ইচ্ছা- নুক্রমে আপন কালের সেবা করিলে পরে নিদ্রা গেলেন এবং আপন পিতৃগণের স্থানে রাখা গিয়া পচতার দেখা ৩৭ পাইলেন। কিন্তু যাহাকে ঈশ্বর পুনশ্চ উঠাইলেন তিনি ৩৮ পচতার দেখা পাইলেন না। অতএব মনুষ্য ভাই সকল এই তোমারদিগের গোচর হউক যে তাহার দ্বারা পাপের ক্ষমা তোমারদের প্রতি প্রচার ৩৯ হইতেছে। এবং যে সকল বিষয়ে তোমরা মুশার ব্যবস্থা হইতে নির্দ্দোষী ঠাহরিতে পারিলা না তাহা ৪০।৪১ দিয়া প্রত্যয়ী সকল নির্দ্দোষী ঠাহরা যায়। অতএব স্যাবধান যেন সেই ভবিষ্যদ্বক্তারদের গ্রন্থোক্ত বাণী তোমারদের উপর না ঘটে হে তুচ্ছকেরা দৃষ্টি কর এবং অসম্ভব জ্ঞান করিয়া নষ্ট হও কেননা আমি তোমারদের সময়ে এক কর্ম্ম করি এমত কর্ম্ম যে তোমারদিগকে কেহ যদি তাহার বৃত্তান্ত কহে তথাচ ৪২ তোমরা প্রত্যয় করিবা না। পরে য়িহোদীরা সিনগগ হইতে বাহিরাইতে ২ ভিন্নদেশিরা যাচ্ঞা করিল যে আর বিশ্রামবারে আমারদের প্রতি এই কথার প্রস্তাব ৪৩ হউক। এবং সভা ভঙ্গ হইলে পরে অনেক য়িহোদী ও য়িহোদী মতাবলম্বী ভক্ত লোক পাওল ও বার্ণবার পাছে ২ চলিল ও সে তাহারদিগকে ঈশ্বরের

৪৪ অনুগ্রহে থাকিতে বুঝাইয়া দিল। তথন পর বিশ্রামবারে প্রায় নগর সমূহ ঈশ্বরের বাণী শুনিতে আসিয়া একত্র
৪৫ হইল। কিন্তু য়িহোদীরা লোকারণ্য দেখিয়া তাপেতে পূর্ণ হইল এবং বাদার্থ ও অপনিন্দা কথা কহিয়া
৪৬ পাওলের উক্ত প্রসঙ্গ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। তথন পাওল ও বার্ণবা সাহস করিয়া কহিতে লাগিল যে ঈশ্বরের বাণী প্রথমে তোমারদিগকে কহিতে উচিত ছিল কিন্তু তাহা তোমরা আপনারদের নিকট হইতে দূর করিয়া আপনারদিগকে অনন্তজীবনের অযোগ্য পাত্র ঠাহরাইতেছ অতএব দেখ আমরা ভিন্নদেশিরদের
৪৭ প্রতি ফিরি। কেননা প্রভু আমারদিগকে এমত আজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন যে দেখ আমি তোমাকে ভিন্নদেশিরদের দীপক হইবার কারণ স্থাপন করিয়াছি
৪৮ যেন পৃথিবীর সীমাবধি তুমি পরিত্রাণের হেতু হও। ভিন্ন দেশিরা এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল এবং প্রভুর বাণীর ধন্যবাদ করিল এবং যতেক জন অনন্ত জীবনার্থে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা বিশ্বাস করিল।
৪৯ পরে প্রভুর বাণী সেই অঞ্চলের সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইল।
৫০ কিন্তু য়িহোদীরা উত্তম ভক্ত স্ত্রীগণেরদিগকে ও নগরের প্রধান লোকেরদিগকে উস্কাইয়া পাওল ও বার্ণবাসের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগাইয়া তাহারদিগকে তাহার
৫১ দের অঞ্চল হইতে দূর করিয়া দিল কিন্তু ইহারা

তাহারদের প্রতি আপন পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া
৫২ ইকোনিয়মে আইল। কিন্তু শিষ্যগণ আনন্দে ও
ধর্ম্মাত্মাতে পূর্ণ হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরে ইকোনিয়মে ঘটনাক্রমে তাহারা দুই জন
য়িহোদীয়েরদের সিনগগে একত্রে গিয়া এমন উক্তি
করিল যে য়িহোদী ও য়ূনানী লোক উভয়ের মধ্যে
২ যথেষ্ট লোক বিশ্বাস করিল। কিন্তু অবিশ্বাসক
য়িহোদীরা ভিন্নদেশিলোকের মন উস্কাইয়া ভ্রাতৃ
৩ গণের প্রতি তাহারদের দুর্ভাব জন্মাইয়া দিল। অতএব
তাহারা চিরকাল থাকিয়া প্রভুতে সাহস কথা কহিল
ও তিনি আপন অনুগ্রহের বাণী প্রতি প্রমাণ দিয়া
তাহারদের হাতে লক্ষণ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা যাইতে
৪ প্রদান করিলেন। কিন্তু নগরের লোক সকল ভিন্ন
ভেদ হইল কেহ২ য়িহোদীরদের পক্ষে এবং আর
৫।৬ কেহ২ প্রেরিতেরদের পক্ষে ছিল। পরে তাহার
দিগকে উপদ্রব ও প্রস্তরাঘাৎ করিবার জন্যে ভিন্নদেশী
ও য়িহোদী লোক উভয় আপনারদের প্রধান লোকের
সঙ্গে অতিক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা
ইহার বৃত্তান্ত পাইয়া পলায়ন করিয়া লফায়নিয়ার
নগরে লস্ত্রায় ও দর্ব্বে ও তাহার চতুর্দ্দিগের অঞ্চলে
৭ গেল। এবং সেখানে তাহারা মঙ্গল সমাচার প্রচার

৮ করিতে লাগিল। তখন লজ্জায় পায়েতে অবশ এক জন বসিয়া ছিল যে আপন মাতার গর্ব্ভ হইতেই এই
৯।১০ মত খোঁড়া হইয়া কখন হাঁটে নাই। সেই পাওলের কথা শুনিতে ছিল এবং পাওল তাহার উপর স্থির দৃষ্টি করিয়া তাহার ভাল হওনের বিশ্বাস বুঝিয়া উচ্চৈঃ স্বরে কহিল তুমি স্বপায়ে খাড়া হও এবং সে লাফ দিয়া
১১ উঠিয়া হাঁটিতে লাগিল। পরে লোক সকল পাওলের কৃত কর্ম্ম দেখিয়া উচ্চৈঃ স্বর করিয়া লকায়নিয়ার ভাষাতে কহিতে লাগিল যে দেবলোক মনুষ্য রূপে
১২ আমারদের স্থানে নামিয়াছে। এবং বার্ণবাকে যুপিতর করিয়া কহিল কিন্তু পাওল অগ্রবক্তা হইলে তাহাকে
১৩ মর্কুরী করিয়া কহিল। তখন তাহারদের নগরের সম্মুখে স্থাপিত যুপিতর তাহার পুরোহিত গরু ও ফুল মালা দ্বারের নিকটে আনিয়া লোকের সঙ্গে যজ্ঞ কর্ম্ম
১৪ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু বার্ণবা ও পাওল
১৫ পেুরিতেরা তাহার সংবাদ পাইয়া আপনারদের বস্ত্র চিরিয়া লোকেরদের মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া চেঁচাইতে লাগিল যে হে মহাশয়েরা এমন কর্ম্ম কেন করহ আমরা ও তোমারদের মত ইন্দ্রিয়যুক্ত মনুষ্য ও তোমারদের স্থানে মঙ্গল সমাচার পুচার করিতেছি যে তোমরা এ সকল বৃথা কল্পনা হইতে জীবন্মান ঈশ্বরের পুতি যেন ফির যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তাহার

১৭ মধ্যস্থ সকলের সৃষ্টি করিলেন। এবং গত কালে সমস্ত রাজ্য আপন ২ পথে গতি করিতে দিলেন তথাপি তিনি হিত কর্ম্ম করিয়া আমারদিগকে আকাশ হইতে জল বৃষ্টি ও ফলবন্ত সময় দিয়া আমারদের অন্তঃকরণ ভক্ষ্যেতে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া সাক্ষা
১৮ রহিত থাকিলেন না। এই কথা কহিলেও তাহারদের প্রতি যাগ কর্ম্ম করিতে লোকেরদের বারণ করা ভার
১৯ ছিল। কিন্তু আন্টিয়োখ ও ইকোনিয়ম হইতে কতেক যহোদী আসিয়া লোকেরদিগকে বুঝাইয়া পাওলকে প্রস্তরাঘাত করাইয়া তাহাকে মৃতজ্ঞান করিয়া নগরের
২০ বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যগণ দাঁড়াইয়া থাকিতে২ তিনি গাত্রোত্থান করিয়া নগরেতে প্রবেশ করিলেন এবং পর দিবসে বার্ণবার
২১ সহিত দর্ব্বে গেলেন। পরে সেই নগরে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়া এবং অনেকেরদিগকে শিক্ষাইয়া তাহারা লস্ত্রায় ইকোনিয়মে ও আন্টিয়োখে ফিরিয়া গিয়া
২২ শিষ্যগণের প্রাণ স্থির করিল। আর ধর্ম্মে থাকিতে এবং যে অনেক দুঃখ ভুঞ্জিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে আমারদের প্রবেশ করণের আবশ্যক আছে তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিল।
২৩ পরে তাহারদের কারণ প্রতি মণ্ডলীতে উপবাসের সহিত প্রার্থনা করিয়া প্রাচীনগণকে নিযুক্ত করিলে পরে যে প্রভুতে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহার স্থানে

১৪।২৫ তাহারা তাহারদিগকে সমর্পণ করিল। তাহার পরে তাহারা পসিদিয়া দেশ পার হইয়া পম্পলিয়ায় আইল এবং পর্গাতে বাণী প্রচার করিয়া আটালীয়ায় যাইয়া
২৬ পৌঁছিল। পরে সেখান হইতে জাহাজে গমন করিয়া তাহারা আন্টিয়োখে আইল যে স্থান হইতে যে কর্ম্ম তাহারা পূর্ণ করিয়াছে তাহার নিমিত্তে তাহারা
২৭ ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়াছিল। এবং সেখানে আসিয়া মণ্ডলী একত্র করিলে পরে আপনারদের দ্বারা ঈশ্বর যে সকল করিয়াছিলেন ও ভিন্নদেশিরদের প্রতি তিনি বিশ্বাসের দ্বার কি রূপে খুলিয়া
২৮ ছিলেন তাহারা এসকল বিবরণ কহিল। পরে তাহারা শিষ্যগণের সহিত সেখানে অনেক কাল থাকিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরে য়িহোদা দেশ হইতে কতেক জন আসিয়া ভ্রাতৃগণেরদিগকে শিক্ষাইতে লাগিল যে মুশার মতানুক্রমে তোমারদের সুনত না হইলে তোমরা
২ পরিত্রাণ পাইতে পারিবা না। অতএব তাহারদের সহিত পাওল ও বার্ণবা যথেষ্ট উত্তর প্রত্যুত্তর ও বাদানুবাদ করিলে পরে ভ্রাতারা স্থির করিল যে একথার বিষয়ে পাওল ও বার্ণবা আমারদের মধ্যকার আর ২ জনের সঙ্গে প্রেরিতগণ ও প্রাচীন লোকের স্থানে
৩ য়িরোশলমে যাইতে হইবে। অতএব তাহারদের

যাত্রায় মণ্ডলী তাহারদিগকে আগে বাড়িয়া রাখিল তাহারা ফনিকী ও শমরুণ দেশ দিয়া ভিন্নদেশিয়দের মন ফিরাণের বার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিল
৪ ও সকল ভ্রাতৃগণের পরমাহ্লাদ জন্মাইল। এবং য়িরোশলমে পৌঁছিলে পরে মণ্ডলী ও প্রেরিতগণ ও প্রাচীন লোক তাহারদের আগ্রহ করিল পরে তাহার দের দ্বারা যে কিছু ঈশ্বর করিয়াছিলেন তাহারা সকলি
৫ কহিল। কিন্তু বিশ্বাসক পারসি মতাবলম্বিকতেক জন উঠিয়া কহিতে লাগিল যে উহারদিগকে সুনত দেওয়া এবং মুশার ব্যবস্থা পালন করিতে আজ্ঞা করা
৬ আবশ্যক আছে। তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা একথার বিবেচনা করিতে একত্র হইয়া সভাস্থ হইল।
৭ এবং যথেষ্ট বাদানুবাদ হইলে পরে পিতর উঠিয়া তাহারদিগকে কহিতে লাগিল হে মনুষ্য ভাই সকল তোমরা জান যে অনেক কাল হইতে ঈশ্বর আমারদের মধ্যে অভিমত করিলেন যে আমার প্রমুখাৎ ভিন্নদেশি
৮ রা মঙ্গল সমাচারের কথা শুনে ও বিশ্বাস করে। এবং ঈশ্বর যিনি অন্তঃকরণ জানেন তিনি যেমন আমার দিগকে তেমনি তাহারদিগকে ধর্ম্মাত্মা দিয়া তাহার
৯ দের সাক্ষী হইলেন। এবং বিশ্বাস দ্বারা তাহারদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিয়া তাহারদের ও আমারদের
১০ মধ্যে কিছু ভিন্নভাব করিলেন না। অতএব সম্প্রতি

যে জোঁয়াল আমারদের পিতৃগণ কিম্বা আমরা আপনারাই সহিতে পারিলাম না তাহা তোমরা শিষ্য
১১ গণের ঘাড়ে দিয়া ঈশ্বরের পরীক্ষা কেন কর। কিন্তু আমারদের বিশ্বাস আছে যে প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে তেই যেমত তাহারদের পরিত্রাণ সেই মতে আমার
১২ দেরও হইবে। তখন সভাসমূহ চুপ করিয়া পাওল ও বার্ণবার বিবরণ যে ঈশ্বর তাহারদের দ্বারা ভিন্ন দেশিরদের মধ্যে কি২ আশ্চর্য্য ও অসম্ভব ক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহারা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিল।
১৩ এবং কথা সমাপ্ত করিলে পরে য়াকুব প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল হে মনুষ্য ভাইরা আমার কথা অবধান কর।
১৪ ঈশ্বর আপন নামার্থে ভিন্নদেশিরদের মধ্য হইতে এক লোক লইবার কারণ তাহারদের স্থানে প্রথমে কি রূপে দেখা দিলেন ইহার বৃত্তান্ত শীমন তো কহিয়া
১৫ ছেন। এবং ইহাতে ভবিষ্যদ্বক্তারদের বাণী ও মিলিতেছে
১৬।১৭ যেমত লিপিয়াছে। ইহার পরে আমি ফিরিব এবং দাউদের পতিত তাম্বু পুনরায় নির্ম্মাণ করিব আমি তাহার ভাঙ্গ্যাপড়া সকল পুনর্ব্বার গাঁথিয়া দিব ও খাড় করিব তাহাতে বক্রী মনুষ্যেরা যেন য়িহুহার উদ্দেশে প্রবর্ত্ত হয় বটে সেই সকল ভিন্ন দেশিরাই যাহারদের উপর আমার নাম কহা যাইতেছে য়িহুহা যিনি এ সকল কর্ম্ম সাধিতেছেন তিনি ইহা কহেন।

১৮ আদিকাল হইতেই আপন সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের গোচর
১৯ আছে। অতএব আমার বিচার এই যে ভিন্নদেশির
দের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়াছে তাহার
২০ দিগকে আমরা ব্যামোহ না দি। কিন্তু তাহারদিগকে লিখি
যে বিগ্রহের মল ও পরদার ও গলামোচড়া মারা এবং
২১ রক্ত এসকল তাহারা পরিত্যাগ করে। কেননা পূর্ব্বকাল
হইতেই মুশার প্রচারক প্রতি নগরে আছে ও তাহার
কথা সিনগগে ২ প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ হইতেছে।
২২ তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা ও মণ্ডলীসমূহ পাওল
ও বার্ণবার সহিত আপনারদের মধ্য হইতে মনোনীত
জনেরদিগকে আন্টিয়োখে পাঠাইতে বিহিত বুঝিল
সে কে না য়হোদা যাহার খ্যাতি নাম বার্ণবা ও শীলাস
২৩ যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক। এবং তাহারদের
দ্বারা একথা লিখিল যে প্রেরিত ও প্রাচীন ও ভ্রাতৃগণ
সকল আন্টিয়োখে ও সিরিয়ায় ও কলকিয়ায় ভিন্ন
দেশিরদের মধ্যে যে ভ্রাতৃগণ আছে তাহারদিগকে
২৪ নমস্কার পাঠায়। আমরা শুনিয়াছি যে কতেক জন
যাহারদিগকে আমরা এমত কোন আজ্ঞা দিলাম না
তাহারা আমারদের এখান হইতে গিয়া তোমারদিগ
কে কথার আলাপ প্রলাপে ব্যস্ত করিয়া দিয়া তোমার
দের অন্তঃকরণ অস্থির করিয়া কহিয়াছে যে তোমার
দের সুনত হওয়া এবং ব্যবস্থার পালন করা আবশ্যক

১৫।২৬ আছে। এতদর্থে আমরা এক মনে সভাস্থ হইয়া আমারদের প্রিয় পাওল ও বার্ণবা এমন মনুষ্যেরা যে আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্তে তাহারা আপনারদের প্রাণের সংশয় স্বীকার করিয়াছে তাহারদের সঙ্গে মনোনীত লোকেরদিগকে তোমারদের
২৭ নিকটে পাঠাইতে বিহিত বুঝিলাম। অতএব আমরা য়িহোদা ও শীলাসকে পাঠাইতেছি যাহারা তোমার
২৮ দিগকে তম্মত কথা প্রমুখাৎ ও কহিবে। কেননা ধর্ম্মাত্মাকে ও আমারদিগকে তোমারদের উপর আর কোন ভার দিতে বিহিত দেখাইল না কেবল এই
২৯ আবশ্যকীয় কর্ম্ম। বিগ্রহের নৈবেদ্য সামগ্রী ও রক্ত ও গলামোচড়ামারা দ্রব্য ও পরদার এসকলের পরিত্যাগ করা এসকল হইতে তোমারা ক্ষান্ত থাকিলে ভাল
৩০ করিবা ইতি। অতএব তাহারা বিদায় হইয়া আন্টিয়োখে আইল পরে লোক সমূহ একত্র করিয়া
৩১ পত্র দিল এবং তাহা পাঠ করিয়া তাহারা তাহার প্রবোধ দেওন হেতু পরমানন্দ করিল। এবং য়িহোদা ও শীলাস আপনারাই ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া ভ্রাতৃগণের দিগকে বিস্তারিত কথায় উপদেশ দিল ও স্থৈর্য্য করিল।
৩৩ এবং কিছু কাল থাকিলে পরে ভ্রাতৃগণ হইতে প্রেরিতেরদের নিকটে যাইতে প্রণয়পূর্ব্বক বিদায়
৩৪ হইল। কিন্তু শীলাস সেখানে থাকিতে অভিমত

৩৫ করিল। এবং পাওল ও বার্ণবা আরং অনেকের সঙ্গে শিক্ষাইতে ও প্রভুর বাণী প্রচার করিতে
৩৬ আন্টিয়োখে থাকিল। কিছু দিবস পরে পাওল বার্ণবাকে কহিল আমরা পুনশ্চ যাইয়া যেং নগরে আমরা প্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছি সে সকল স্থানে যাইয়া আমারদের ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার
৩৭ দের মঙ্গলাদি দেখি। এবং বার্ণবা তাহারদের সমভ্যারে য়োহন যাহার দ্বিতীয় নাম মার্কস তাহাকে লইতে
৩৮ স্থির করিল। কিন্তু পাওল এমন লোক যে তাহারদের সঙ্গে কার্য্যেতে না গিয়া পম্পলিয়ায় তাহারদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাকে আপনারদের সহিত লইতে
৩৯ অনুপযুক্ত বুঝিল। অতএব তাহারদের বলাবলি এমন তীক্ষ্ণ হইল যে তাহারা ভিন্ন হইয়া গেল এবং বার্ণবা
৪০ মার্কসকে লইয়া জাহাজ যোগে কপ্রুসে গেল। কিন্তু পাওল ভ্রাতৃগণ হইতে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়া শীলাসকে বাছিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।
১ এবং মণ্ডলী সকল স্থির করিতেং তিনি সিরিয়া ও কলিকিয়া দিয়া গমন করিলেন—

ষোড়শ অধ্যায়

পরে তিনি দর্ব্বে ও লস্ত্রাতে আইলেন এবং তথায় দেখ টিমোতিয়স নামে এক জন শিষ্য ছিল সে একটা বিশ্বাসিয়িহোদী স্ত্রীর পুত্র কিন্তু তাহার পিতা য়ুনানী

২ ছিল। সে লস্ত্রা ও ইকোনিয়মী ভ্রাতৃগণের মধ্যে
৩ সুখ্যাতান্বিত ছিল। তাহাকে পাওল আপনার সঙ্গে
চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া ঐ অঞ্চলের অবস্থিত
য়িহোদীরদের বিষয়ে তাহাকে লইয়া তাহার সুনত
করিয়া দিল কেননা সে সকল জানিল যে তাহার পিতা
৪ য়ুনানী ছিল। এবং তাহারা নগরেং চলিয়াগিয়া যে
আজ্ঞা পত্র প্রেরিতগণ ও প্রাচীনেরা য়িরোশলমে স্থির
করিয়াছিল তাহা তাহারদের স্থানে সোঁপিয়া দিল।
৫ অতএব মণ্ডলী সকল ধর্ম্মেতে স্থির হইল এবং তাহার
৬ দের গণনা দিনেং বাড়িল। পরে ফ্রুগিয়া দেশ ও
গালাতিয়া অঞ্চলের সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করিলে পরে তাহারা
আসিয়ায় যাইতে ধর্ম্মাত্মা হইতে নিষেধিত হইয়া
মিসিয়ায় আসিয়া বতিনিয়ায় যাইতে উদ্যত হইল
৮ কিন্তু আত্মা তাহারদিগকে যাইতে দিলেন না। অতএব
মিসিয়া দেশ লঙ্ঘিয়া তাহারা ট্রোয়াসে পৌঁছিল।
৯ এবং রাত্রিকালে পাওলের স্থানে এক দৈব স্বপ্ন দেখা
দিল এক জন মাকিদনী দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে
কাকুতি করিয়া কহিল যে মাকিদনিয়ায় পার হইয়া
১০ আসিয়া আমারদের উপকার করহ। সেই স্বপ্ন দেখিবা
মাত্র যে প্রভু আমারদিগকে তাহারদের স্থানে মঙ্গল
সমাচার প্রকাশ করিতে ডাকিতেছেন ইহা নিশ্চিত
বুঝিয়া আমরা মাকিদনিয়ায় যাইতে উদ্যোগ করিলাম।

অতএব ট্রোয়াস হইতে খুলিয়া আমরা সোজা পথে সামোত্রাকিয়ায় চলিয়া পরদিবসে নিয়াপলিস পাইলাম।
১২ এবং সেখান হইতে ফিলিপিতে আইলাম যে মাকিদনিয়ার ও অঞ্চলের প্রধান নগর এক নূতন বসত এবং সেই নগরে আমরা কতেক দিবস থাকিলাম।
১৩ পরে বিশ্রামবারে আমরা নগর হইতে বাহিরাইয়া নদীতীরে গেলাম যেখানে রীতিক্রমে একটা প্রার্থনারস্থান ছিল পরে সেখানে বসিয়া যে সকল স্ত্রীলোক যড় হইয়াছিল তাহারদিগকে আমরা কথা কহিলাম।
১৪ এবং তয়াটীরা নগর হইতে লদিয়া নামে বাগুনী বর্ণের বিক্রয়িণী এক স্ত্রী যে ঈশ্বরের ভজনা করিত সে আমারদের কথা শুনিল এবং প্রভু তাহার মনের কপাট খুলিয়া দিলেন তাহাতে সে পাওলের উক্ত
১৫ কথায় মনোযোগ করিল। পরে স্বপরিবারে বাপ্টাইজিত হইয়া সে আমারদিগকে মিনতি করিয়া কহিল যদি আমাকে প্রভুর বিশ্বাসিপাত্রী ঠাহরাইয়াছ তবে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাক এবং সে
১৬ আমারদিগকে উপরোধ করিয়া লইয়া গেল। তদনন্তরে ঘটনাক্রমে প্রার্থনা স্থানে যাইতে ২ এক চেড়ী দৈবজ্ঞীয় ভূতগ্রস্তা যে তাহার ভবিষ্যদ্বাণীতে আপন কর্ত্তারদের যথেষ্ট লাভার্জন করিয়া দিল তাহার আমারদের
১৭ সহিত সাক্ষাত হইল। এবং পাওল ও আমারদের

পাছে ২ চলিয়া চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রধান ঈশ্বরের সেবক যে আমার
১৮ দিগকে ত্রাণের পথ প্রকাশ করেণ। এই মত সে অনেক দিবস করিল কিন্তু পাওল ব্যক্ত হইয়া ফিরিয়া সে ভূতকে কহিল য়িশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোকে আজ্ঞা দি যে তাহার অন্তর হইতে নির্গত হইস এবং তাহা
১৯ তৎক্ষণাৎ বাহির হইল। পরে যখন তাহার কর্ত্তারা দেখিল যে তাহারদের লাভের আশা গিয়াছে তাহারা পাওল ও শীলাসকে ধরিয়া বাজার স্থলে শাসন
২০ কর্ত্তারদের স্থানে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। পরে তাহারদিগকে বিচার কর্ত্তারদের নিকটে আনিয়া দিয়া তাহারা কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্যেরা য়িহোদী হইয়া আমারদের নগরের অত্যন্ত লণ্ডভণ্ড করাইতেছে।
২১ এবং আমরা রূমীলোক হইয়া যে ব্যবার গ্রহণ করা ও পালন করা আমারদের অকর্ত্তব্য তাহা শিক্ষাইতেছে।
২২ পরে লোকের ঘটা তাহারদের বিপক্ষে একত্রে উঠিল এবং বিচারকর্ত্তারা তাহারদের বস্ত্র কাড়াইয়া লইয়া
২৩ তাহারদিগকে বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন। এবং তাহারা তাহারদের উপর বিস্তর প্রহার দিলে পরে তাহারদিগকে কারাগারে রাখাইয়া কারাগারের রক্ষককে তাহারদের সুরক্ষা করিতে ভারিয়া দিল।
২৪ ও সে এমন ভার পাইয়া তাহারদিগকে ভিতর

কারাগারে থুইয়া তাহারদের পায়ে কুন্দা দিয়া বন্ধ
২৫ করিল। কিন্তু দুই প্রহর রাত্রি সময়ে পাওল ও শীলাস
প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বরের প্রতি একটা স্তব গীত গাইতে
২৬ লাগিল এবং বন্দিসকল তাহা শুনিল। পরে আচম্বিতে
মহাভূমিকম্প হইল তাহাতে কারাগারের নেও লড়িল
এবং তৎক্ষণাৎ দ্বার সকল খুলিয়া গেল ও সকলের
২৭ বন্ধন খসিয়া পড়িল। তখন কারাগারের রক্ষক নিদ্রা
ভঙ্গ হইয়া কারাগারের দ্বার সকল খোলা দেখিয়া
বন্দিসকল পলাইয়া গিয়াছে বুঝিয়া সে আপন
তলওয়ার বাহির করিয়া আত্মঘাতী হইতে উদ্যত
২৮ হইল। কিন্তু পাওল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাহাকে কহিল
তুমি আপন অপকর্ম্ম করিও না আমরা সকলেই এখানে
২৯ আছি। তখন সে প্রদীপের কারণ ডাকিয়া লম্প দিয়া
কম্পমান হইয়া আসিয়া পাওল ও শীলাসের সাক্ষাতে
৩০ পড়িল। পরে তাহারদিগকে বাহির আনিয়া কহিল হে
৩১ মহাশয়েরা আমি পরিত্রাণ পাইতে কি করিব। তখন
তাহারা কহিল প্রভু যিশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস কর
৩২ তবে তুমি স্বপরিবারে পরিত্রাণ পাইবা। পরে তাহাকে
এবং তাহার ঘরেতে যত ছিল সকলেরদিগকে তাহারা
৩৩ প্রভুর বাণী কহিল। তখন সেই ক্ষণ রাত্রিতে সে
তাহারদিগকে লইয়া তাহারদের ঘা সকল ধুইয়া দিল
পরে আপনি ও তাহার পরিবার সকলেই তৎকালে

৩৪ বাপ্‌টাইজিত হইল। পরে তাহারদিগকে আপন ঘরে
আনিয়া তাহারদের অগ্রে ভোজনীয় সামগ্রী রাখিল
এবং স্বপরিবার সমূহে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আনন্দে
৩৫ পুলকিত হইল। পরে দিন উপস্থিত হইলে বিচার
কর্ত্তারা দূতলোকের দ্বারা কহিয়া পাঠাইল যে ও
৩৬ মনুষ্যেরদিগকে ছাড়িয়া দেও। তখন কারাগারের
রক্ষক এই কথা পাওলকে কহিল যে বিচারকর্ত্তারা
তোমারদিগকে ছাড়াইয়া দিতে পাঠাইয়াছেন অতএব
৩৭ প্রস্থান করিয়া কুশলে চলিয়া যাও। কিন্তু পাওল
কহিল আমরা রূমীলোক আছি তথাপি তাহারা দোষ
নিশ্চয় রহিত আমারদিগকে প্রকাশ মতে প্রহার
করিয়া কারাগারেতে রাখিয়াছে এবং সম্প্রতি তাহারা
আমারদিগকে গোপন রূপে বাহির করিয়া ঠেলিয়া
দেয় এ কদাচ হবেক না হয় তো আপনারাই আসিয়া
৩৮ আমারদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যাউক। তখন
দূত সকল এই কথা বিচারকর্ত্তারদিগকে যাইয়া কহিল
এবং সে যখন শুনিল যে তাহারা রূমী লোক তাহারা
৩৯ ভীত হইল। পরে তাহারা আসিয়া তাহারদিগকে
তোষাইয়া বাহিরে আনিয়া নগর হইতে প্রস্থান করিতে
৪০ যাচ্ঞা করিল। অতএব তাহারা কারাগার হইতে নির্গত
হইয়া লদিয়ার ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভ্রাতৃগণের দেখা
পাইয়া তাহারদিগকে প্রবোধ করিয়া প্রস্থান করিল।—

পরে আম্ফিপোলিস ও আপলোনিয়া দিয়া গমন করিয়া তাহারা তসলোনিকায় পৌছিল যেখানে
১।২ যহোদীরদের এক সিনগগ ছিল। এবং পাওল আপন ধারাক্রমে তাহারদের সভাতে প্রবেশ করিল ও তিন বিশ্রামবারে তাহারদের প্রতি গ্রন্থ কথা প্রস্তাব করিয়া অর্থ খুলিয়া কহিলেন ও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ হওয়া এবং মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান করা আবশ্যক ছিল এবং যে এই য়িশু যাঁহার কথা আমি তোমারদিগকে প্রচার করিতেছি
৪ তিনি খ্রীষ্ট আছেন। এবং তাহারদের কএক জন বিশ্বাস করিল এবং পাওল শীলাসের সঙ্গ ধরিল আর ভক্ত যুনানীরদের মধ্যে ও যথেষ্ট লোক ও প্রধান
৫ স্ত্রীগণের মধ্যে অল্প নহে। কিন্তু অবিশ্বাসক য়িহোদী সকল তাপেতে পূর্ণ হইয়া ইতর লোকের মধ্যে কএক লম্পটেরদিগকে সঙ্গে করিয়া লোকের এক জঠা করাইয়া নগর সমুদায়ে হুলস্থূল লাগাইয়া যাসনের ঘর ঘেরিয়া লইয়া তাহারদিগকে লোকের নিকটে বাহির করিয়া
৬ আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারদের উদ্দেশ না পাইয়া যাসন ও কতেক ভ্রাতৃগণেরদিগকে আকর্ষণ করিয়া নগরের শাসন কর্ত্তারদের স্থানে লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কহিল যে মনুষ্যেরা জগতকে উলট পালট করিয়া দিয়াছে তাহারা এখানেও আসিয়াছে।

৭ এবং যাসন তাহারদিগকে আপন স্বস্থানে লইয়াছে অপর এসকল মনুষ্য কাইশরের আদেশ অন্যথা করিয়া কহিতেছে যে য়িশু আর এক জন রাজা
৮ আছে। এবং তাহারা লোক সকল ও নগরের বিচার কর্ত্তারদিগকে এ কথার শ্রবণে করাণতে ভাবাপন্ন
৯ করিয়া দিল। এবং তাহারা যাসন ও অন্য জনেরদের স্থানে জামিন লইয়া তাহারদিগকে ছাড়িয়া দিল।
১০ এবং ভ্রাতৃগণ তৎক্ষণাৎ পাওল ও শীলাসকে রাত্রি যোগে বিদায় করিয়া বেরৈয়ায় পাঠাইয়া দিল এবং তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া যহোদীরদের সিনগগে
১১ গেল। ইহারা তসলোনিকার লোক হইতে ঔদার্য্য শীল ছিল কেননা তাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বাণী গ্রহণ করিল এবং কথা এমনি বাস্তব কি না ইহার
১২ বিবেচনায় গ্রন্থ সকল প্রত্যহ বিচার করিল। অতএব অনেকে বিশ্বাস করিল এবং য়ুনানী প্রধান স্ত্রীগণ ও
১৩ পুরুষের মধ্যে অল্প নহে। কিন্তু তসলোনীকার য়ুহোদীরা যখন জ্ঞাত হইল যে পাওলের দ্বারা ঈশ্বরের বাণী বেরৈয়াতে প্রচার হইতেছে তাহারা সেখানেও আসিয়া লোকের গোলমাল লাগাইয়া
১৪ দিল। তখন ভ্রাতৃগণ শীঘ্র পাওলকে সমুদ্রের পথ দিয়া তাহার যাইবার মত দেখাইয়া বিদায় করিল
১৫ কিন্তু শীলাস ও টিমোতিয়স তথায় রহিল। পরে

পাওলের সেঁথুয়ারা তাহাকে আতেনসে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার নিকটে শীলাস ও টিমোতিয়সের প্রতি যথা শক্তিতে শীঘ্র আসিতে আজ্ঞা পাইয়া প্রস্থান
১৬ করিল। ইত্যবসরে পাওল তাহারদের অপেক্ষায় আতেনসে থাকিতেং নগরের বিগ্রহ পূজনাশক্তি দেখিয়া তাহার আত্মা আপন অন্তর্মধ্যে উত্থাপিত
১৭ হইল। অতএব সে সিনগগে য়িহোদী ও ভক্ত লোকের সঙ্গে এবং রাজার স্থলে যাহারদের সাক্ষাৎ পাইল
১৮ তাহারদের সঙ্গে প্রত্যহ উত্তর প্রত্যুত্তর করিল। তখন এপিকুর ও স্তোইকলোকের মধ্যে কতেক ফিলসূফ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে লাগিল এবং কেহ কহিল এই বড়বড়্যা কি কহিবে অন্য কহিল সে পরদেশি দেবতার প্রচারক দেখাইতেছে কেননা তিনি তাহার দিগকে য়িশু ও পুনরুত্থানের কথা প্রচার করিয়াছিলেন।
১৯ পরে সে তাহাকে লইয়া আরেওপাগস স্থানে আনিয়া কহিল এই যে নূতন শিক্ষা তুমি প্রস্তাব করিতেছ তাহার নির্ণয় কি আমরা জ্ঞাত হইতে পারিব।
২০ কেননা তুমি আমারদের কর্ণ গোচরে অসম্ভব কথা আনিতেছ অতএব আমরা এ কথার তদন্ত বুঝিতে
২১ ইচ্ছা করি। কেননা আতেনসী লোক ও তথাকার অবস্থিত পরদেশিসকল আর কিছুতে কাল যাপনা করিল না কেবল কোন নূতন প্রসঙ্গের কহাতে কিম্বা

২২ শুনাতে। তখন পাওল আরেওপাগসের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া কহিল হে আতেনসের মনুষ্যেরা আমি বোধ পাইলাম যে তোমরা অত্যন্ত পূজনাবিষ্ট আছ। ২৩ কেনম আমি যাতায়াত করিয়া তোমারদের পূজ্য সকল চাহিতেং এক দেবীর উপর এই নিদর্শন পাতী পাইলাম অজান ঈশ্বরের উদ্দিশ্যে অতএব যাহাকে তোমরা না জানিয়া ভজনা করহ তাহাকে আমি ২৪ তোমারদিগকে জানাই। যে ঈশ্বর জগতের সহিত তাহার মধ্যস্থ বস্তু সকল সৃষ্টি করিলেন তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর কর্ত্তা হইয়া হস্তকৃত মন্দিরে থাকেন না। ২৫ এবং কিছুর প্রয়োজন ভাবে মনুষ্যেরদের হাতে পূজিত হয়েন না কেননা তিনি সকলেরদিগকে জীবন ও শ্বাস ও ২৬ সমস্তই দেন। এবং সমুদায় পৃথিবীর উপর বসৎবাস করিবার কারণ মনুষ্যের সমস্ত কুল এক রক্তেতে সৃষ্টি করিয়া তিনি পূর্ব্ব নিরূপিত কাল সময় এবং তাহারদের বসত বাসের সীমা সকল নির্ণীত করিলেন। ২৭ তাহাতে যেন প্রভুর অনুসন্ধান করিয়া কদাচিৎক্রমে তাহার পাছে হাতড়িয়াং তাহার উদ্দেশ বা পায় তত্রাপি তিনি আমারদের প্রত্যেক জন হইতে দূর নহেন। ২৮ কেননা তাঁহায় আমরা বাঁচিতেছি ও লড়চড় করিতেছি ও বর্ত্তিতেছি যেমত তোমারদের কবিলোকের মধ্যে কেহং কহিয়াছে যে কেননা আমরা তাঁহার

২৯ উৎপাদিত। অতএব আমরা ঈশ্বরের উৎপাদিত হইয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব মনুষ্যের শিল্প ও সন্ধানেতে স্বর্ণ কি রূপ্য কিম্বা প্রস্তরের কোন নির্ম্মিত আকারের ন্যায়
৩০ আছে ইহা বুঝিতে আমারদের কর্ত্তব্য নহে। কেননা যদিতু অজ্ঞানের কাল প্রতি ঈশ্বর ধর্ত্তব্য গণিলেন না কিন্তু সম্প্রতি তিনি সকলেরদিগকে সর্ব্বত্রে মন
৩১ ফিরাইতে আজ্ঞা দিতেছেন। কেননা তিনি এক দিবস স্থির করিয়াছেন যাহাতে আপন নিযোজিত এক মনুষ্যের দ্বারা জগতের বিচার প্রকৃতার্থ রূপে করিবেন ও সেই মনুষ্যের মৃত্যু হইতে উত্থান করাণেতে তিনি সকল মনুষ্যেরদিগকে তাহার নিশ্চয়
৩২ দিয়াছেন। যখন তাহারা মৃতলোকের পুনরুত্থান কথা শুনিল তখন কেহ২ পরিহাস করিতে লাগিল ও আর কেহ কহিল যে একথার প্রসঙ্গ আমরা আরবার
৩৩ তোমার স্থানে শুনিব। অতএব পাওল তাহারদের মধ্য
৩৪ হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু কতেক জন তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকিল ও বিশ্বাস করিল তাহারদের মধ্যে দিওনিসিয়স আরেওপাগী এবং দামারিস নামে ... স্ত্রীলোক এবং আর২ তাহারদের সঙ্গে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এসকল পরে পাওল আতেনস হইতে প্রস্থান করিয়া
২ করিন্তে আইল। এবং আকল্লা নামে পন্টসে জন্মিত

একজন য়িহোদী যে আপন স্ত্রী প্রিস্কিলার সহিত ইতালিয়া হইতে ইদানীন্তন আসিয়াছে কেননা ক্লদিয়স সকল য়িহোদীরদিগকে রূম ছাড়িয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ইহার সাক্ষাৎ পাইয়া পাওল তাহারদের
৩ স্থানে আইল। এবং তাহারদের একমত ব্যবসা হইলে সে তাহারদের সঙ্গে থাকিয়া কর্ম্ম করিল কেননা
৪ তাহারদের ব্যবসায় তাম্বু বানান ছিল। কিন্তু প্রতি বিশ্রামবারে তিনি সিনগগের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তরে বিচার করিয়া য়িহোদী ও যুনানীরদিগকে বুঝাইয়া
৫ দিলেন। এবং শীলস ও টিমোতিয়স মাকিদনিয়া হইতে আইলে পরে পাওল আত্মায় আকর্ষিত হইয়া য়িহোদীরদের স্থানে প্রমাণ দিল যে য়িশু তিনি খ্রীষ্ট আছেন।
৬ কিন্তু যখন তাহারা বাক্য রুদ্ধ করিয়া অপনিন্দা করিতে লাগিল তখন সে আপন বস্ত্র ঝাড়িয়া তাহারদিগকে কহিল তোমারদের রক্ত আপনারদের মস্তকের উপর থাকুক আমি পরিষ্কার হইয়াছি এখন হইতে
৭ আমি ভিন্নদেশিরদের স্থানে যাইব। এবং তথা হইতে গিয়া যষ্টস নামে ঈশ্বরের পূজক এক জন যাহার ঘর
৮ সিনগগের নিকটে ছিল তাহার ঘরে গেল। কিন্তু সিনগগের প্রধান কর্ত্তা কৃষ্পস আপন সকল পরিবার সহিত প্রভুর উপর বিশ্বাস করিল এবং অনেক করেন্তী
৯ শুনিয়া প্রত্যয় করিয়া বাপ্টাইজিত হইল। তখন

রাত্রি সময়ে প্রভু স্বপ্ন যোগে পাওলকে কহিলেন ভয় করিও না কিন্তু কথা কহিতে থাক চুপ করিও না।
১০ কেননা আমি তোমার সহিত আছি এবং কোন মনুষ্য তোমার হিংসনার্থে তোমার উপর চাপিয়া পড়িবে না
১১ কেননা এনগরে আমার যথেষ্ট লোক আছে। এবং তিনি সেখানে এক বৎসর ছয় মাস অবস্থিতি করিয়া তাহারদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিক্ষাইতে থাকিলেন।
১২।১৩ পরে গালিও আখায়ার প্রকন্সল হইলে য়িহোদীরা একবাক্যতা হইয়া পাওলের উপর অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিচার স্থলেতে লইয়া গিয়া কহিল এই বেটা ঈশ্বরের পূজা ব্যবস্থার ব্যত্যয়মত করিতে
১৪ মনুষ্যেরদিগকে বুঝাইয়া দেয়। এবং পাওল মুখ খুলিতে উদ্যত হইলে গালিও সে য়িহোদীরদিগকে কহিলেন হে য়িহোদীরা একর্ম্ম যদি কোন অসঙ্গত কিম্বা উপদ্রবীয় লাম্পট্যাদির বিষয় হইত তবে তোমার
১৫ দের প্রতি আমার ধৈর্য্য করা উপযুক্ত বটে। কিন্তু যদি তাহা বাক্য ও নাম ও আপনারদের ব্যবস্থার বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ হয় তবে তোমরা আপনারা তাহার আলোচনা করিয়া বুঝহ কেননা আমি এমন বিষয়ের
১৬ বিচারকর্ত্তা হইব না। পরে তিনি তাহারদিগকে
১৭ বিচার স্থান হইতে খেদাইয়া দিলেন। তখন য়ুনানী সকল সিনগগের প্রধান কর্ত্তা সস্তেনসকে লইয়া

আদালত স্থলের সম্মুখে প্রহার করিতে লাগিল কিন্তু গালিও তাহাতে কিছু মনোযোগ করিলেন না। তদনন্তর
১৮ পাওল সেখানে অনেক কাল থাকিল পরে ভ্রাতৃগণের স্থানে বিদায় লইয়া তাহার একটা সঙ্কল্প হওয়াতে সে কেংক্রেয়ায় আপন মস্তকের মুণ্ডন করিয়া সেখানে হইতে জাহাজ দিয়া সিরিয়ারদিগে গমন করিল এবং
১৯ প্রিস্কিলা ও আকল্লা তাহার সমিভ্যারে ছিল। পরে এফেসসে পৌঁছিয়া সে তাহারদিগকে সেখানে থুইয়া গেল কিন্তু আপনি সিনগগে প্রবেশ করিয়া য়িহোদীর
২০ দের সহিত বিচার করিতে লাগিল। তখন তাহারা তাহাকে আপানারদের সঙ্গে আর অধিক কাল থাকিতে যাচ্ঞা করিল তথাপি সে স্বীকার করিল না।
২১ কিন্তু সে বিদায় মাঙ্গিয়া তাহারদিগকে কহিল যে য়িরোশলমে এআগত পর্ব্বের পালনে আমার সাক্ষাৎ হওয়া সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক আছে কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা আমি তোমারদের নিকটে পুনর্ব্বার আসিব তখন সে এফেসস ছাড়িয়া জাহাজ যোগে চলিয়া
২২ গেল। পরে কাইসরিয়ায় উত্তরিয়া সে উপরে গেল এবং মণ্ডলীর নমস্কারাদি করিয়া আন্টিয়োখে গমন করিল।
২৩ এবং সেখানে কিছুকাল যাপন করিলে পরে তিনি প্রস্থান করিয়া গালাতিয়া ও ফ্রুগিয়া দেশ সমুদায়ে ক্রমানুসারে ভ্রমণ করিয়া সকল শিষ্যগণেরদিগকে স্থির

২৪ করিলেন। ইহার মধ্যে আপল্লস নামে ইস্কন্দ্রিয়ায় জন্মিত এক য়িহোদী সুবক্তা এবং গ্রন্থবেত্তা এফেসসে আইল।
২৫ এই মনুষ্য প্রভুর পথে শিক্ষিত ছিল এবং প্রখর মন হইয়া য়োহনের বাপ্তিস্ম মাত্র জানিয়া প্রভুর কথা
২৬ প্রকৃত রূপে কহিল ও শিক্ষাইল। এবং সে সিনগগের মধ্যে সুসাহসে বলিতে লাগিল পরে আকল্লা ও প্রিস্কিলা তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে আপনারদের স্বস্থানে লইয়া ঈশ্বরের পথ পূর্ব্ব হইতে ঠিক মতন
২৭ অবগত করিয়া দিল। পরে তাহার আখায়াতে পার যাওনের মন হইলে ভ্রাতৃগণ তথাকার শিষ্যেরদিগকে তাহার আগ্রহ করিতে প্রবোধ কথা লিখিয়া পাঠাইল এবং সে তথায় পৌঁছিয়া যে সকল অনুগ্রহ হইতে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারদের বহু সাহায্য করিল।
২৮ কেননা যে য়িশু আপনি খ্রীষ্ট আছেন ইহা সে গ্রন্থ পুস্তক হইতে দেখাইয়া য়িহোদী লোকেরদিগের সহিত অতি প্রৌঢ় পূর্ব্বক প্রকাশ বাদানুবাদ করিল।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পরে ঘটনাক্রমে আপল্লস করিন্থে থাকিতে ২ পাওল উপর অঞ্চল দিয়া গমন করিয়া এফিসসে আইল।
২ এবং সেখানে কতেক শিষ্যগণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহারদিগকে কহিল তোমরা না কি বিশ্বাস করণের পরে ধর্ম্মাত্মাকে পাইয়াছ তাহারা উত্তর করিল যে না

বরং যে কোন ধর্ম্মাত্মা বা আছে তাহাও আমরা শুনি
৩ নাই। তখন সে তাহারদিগকে কহিল তবে কাহাতে
তোমরা বাপ্টাইজিত হইয়াছিলা তাহারা বলিল
৪ য়োহনের বাপ্‌টিস্মে। তখন পাওল কহিল য়োহন
মন ফিরাণের বাপ্‌টিস্মে বাপ্‌টাইজ করিয়া লোকের
দিগকে কহিল আমার পশ্চাতে যিনি আসিবেন
তাঁহাতে অর্থাৎ য়িশু খ্রীষ্টেতে তোমারদিগকে বিশ্বাস
৫ করিতে হইবে ইহা সত্যই বটে। ইহা শুনিয়া তাহারা
৬ প্রভু য়িশুর নামে বাপ্‌টাইজিত হইল। পরে পাওল
তাহারদের উপর হাত দিলে ধর্ম্মাত্মা তাহারদের উপর
আইলেন এবং তাহারা নানা ভাষা কহিতে ও
৭ ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে লাগিল। ইহারা সর্ব্বারম্ভে দ্বাদশ
৮ জন ছিল। পরে সে স্বিনগগে যাইয়া ঈশ্বরের রাজ্য
বিষয়ের কথা সাহস রূপে কহিয়া তদর্থ বিচার ও
৯ বাদানুবাদ মাসতিনেক পর্য্যন্ত করিতে থাকিল। কিন্তু
কতেক জন কঠিন হইয়া এবং বিশ্বাস না করিয়া
ঘটার সাক্ষাতে এপথের নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে
তিনি তাহারদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া শিষ্যগণের
দিগকে বিভিন্ন করিয়া প্রত্যহ এক জন তরান্নসের
১০ পাঠশালে বাদানুবাদ করিতে থাকিল। এই মতে
বৎসর দুই এক গত হইল তাহাতে আসিয়ার সকল
নিবাসী য়িহুদীরা ও যূনানীরা উভয় প্রভু য়িশুর

১১ বাণী শুনিল। এবং ঈশ্বর পাওলের হাতে পরম আশ্চর্য্য
১২ করিলেন। এমত যে তাহার শরীর হইতে গামছা কি
ধূতি ব্যাধিতেরদের স্থানে আনা গেলে পরে ব্যাধি
সকল তাহারদিগকে ছাড়িয়া দিল ও মন্দ ভূত তাহার
১৩ দের অন্তর হইতে নির্গত হইল। তখন য়িহোদী লোকন্দরা
লোকের মধ্যে কএক জন মন্ত্রজপ্যা ভূতগ্রস্তেরদের
উপর প্রভু য়িশুর নাম জপিতে স্বয়ং প্রবর্ত্ত হইয়া
কহিতে লাগিল যেই য়িশু পাওল প্রচার করিতেছে
তাহার দিব্য লইয়া আমরা তোমারদিগকে আজ্ঞা দি।
১৪ এবং স্কেবা এক জন য়িহোদী প্রধান যাজক তাহার সাত
১৫ জন পুত্র এই মত করিল। কিন্তু মন্দ ভূত তাহারদিগকে
উত্তর দিয়া কহিল য়িশুকে আমি জানি ও পাওলকে
১৬ আমি জানি কিন্তু তোরা কে। পরে সে ভূতগ্রস্ত মনুষ্য
তাহারদের উপর লম্ফ দিয়া পড়িল এবং প্রবল হইয়া
তাহারদিগকে পরাস্ত করিল তাহাতে তাহারা উলঙ্গ ও
১৭ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঘর হইতে পলায়ন করিল। এবং
একথা এফেসসের সকল য়িহোদী ও য়ুনানী নিবাসিরদের
গোচর হইল এবং সকলেরদিগকে ভয় লাগিল ও প্রভু
১৮ য়িশুর নাম মহা গৌরব পাইল। পরে বিশ্বাসকেরদের
মধ্যে অনেক আসিয়া স্বীকার করিয়া আপনারদের
১৯ ক্রিয়া দেখাইয়া দিল। এবং যে সকল কুহকাদিব্যবসা
করিত তাহারদের মধ্যে অনেক জন আপনারদের

পুতি সকল আনিয়া একত্র করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া দিল পরে লেখা যোখা করিয়া তাহার মূল্য
২০ পঞ্চাশ সহস্র খান রূপা ঠাহরাইল। ঈশ্বরের বাণী
২১ এমত প্রবল রূপে বাড়িল ও জিতিল। এই সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পরে পাওল আত্ম মধ্যে স্থির করিল যে মাকিদনিয়াও আখায়া পার হইয়া য়িরোশলমে যাইব ও বলিল সেখানে গেলে পরে আমাকে রূম ও দেখিতে
২২ হইবে। অতএব তাহার সেবাকারিরদের মধ্যে টিমোতিয়স ও এরাস্তস দুই জনকে মাকিদনিয়ায়
২৩ পাঠাইয়া আপনি কিছুকাল আসিয়ায় থাকিল। এবং সেই সময়ে সেই পথ বিষয়ে বড় গোলমাল উপস্থিত
২৪ হইল। কেননা দেমেত্রিয়স নামে এক জন রূপ্যকার দিয়ানার রূপ্যগঠিত মণ্ডপাকৃতি বানাইয়া২ কারিকরের
২৫ দের যথেষ্ট লাভার্জন করাইত। সে তাহারদিগকে সেই ব্যবসার কর্ম্মিরদের সহিত একত্র করিয়া কহিতে লাগিল হে মহাশয়েরা তোমরা জান যে এই শিল্প
২৬ কর্ম্মেতে আমারদের নির্ব্বাহ হয়। অপর তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ যে এই পাওল কেবল এফেসসে নয় কিন্তু প্রায় আসিয়া সমুদায়ে যথেষ্ট লোকেরদিগকে বুঝাইয়া বিপথগামী করাইয়া কহিতেছে যে হস্তেতে
২৭ যাহারদের নির্ম্মাণ হয় তাহারা দেবতা নয়। ইহাতে আমারদের ব্যবসার হানি হওনের সংশয় কেবল নহে

কিন্তু সমস্ত আসিয়ার সহিত আজগৎ পূজিত মহাদেবী দিয়ানার মন্দিরে অবজ্ঞা করণ ও তাহার ঐশ্বর্য্যের
২৮ নাশ হওনের সংশয় ও আছে। ইহা শুনিয়া তাহারা ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল
২৯ মহা ২ এফেসসীরদের দিয়ানা। পরে নগর সমূহ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল এবং পাওলের সহগামী মাকিদনী লোক গাইযস ও আরিষ্টার্খসকে আকর্ষণ করিয়া তামাসা ঘরে এক সঙ্গে পেলাপেলি করিয়া প্রবেশ
৩০ করিল। এবং লোকের নিকটে প্রবেশ করিতে পাওলের ইচ্ছা হইলে শিষ্যগণ তাহাকে যাইতে দিল না।
৩১ এবং আসিয়ার কএক প্রধান লোক তাহার প্রতি সুহৃৎ হইয়া তাহাকে তামাসা ঘরে আসিবার সাহস না
৩২ করিতে নিবেদন করিয়া পাঠাইল। অতএব কেহ ২ এক কথা ও কেহ ২ অন্য কথা কহিয়া চেঁচাইতে লাগিল কেননা ঘটা সমস্ত ঘবরান্বিত হইল এবং অধিক লোক জানিল না যে কি বিষয়ে তাহারা যড় হইয়াছে।
৩৩ পরে য়িহোদীরা আলেক্সান্দরকে অগ্র করিয়া দিলে লোকেরা তাহাকে ঘটার মধ্য হইতে বাহির করিয়া ঠেলিয়া দিল তখন আলেক্সান্দর হাতে ঠার করিয়া প্রত্যুত্তর
৩৪ দিতে চাহিল। কিন্তু যখন তাহারা জানিল সে য়িহোদী আছে তখন সকলে এক শব্দে দুই ঘড়ী পর্য্যন্ত চেঁচাইতে
৩৫ থাকিল মহা ২ এফেসসীরদের দিয়ানা। তখন নগরের

তত্ত্বাধ্যক্ষ লোকেরদিগকে শান্ত করাইয়া কহিলেন হেঁ এফেসসের মনুষ্যেরা এই এফেসসীরদের নগর মহা দেবী দিয়ানা ও যুপিতর হইতে যে প্রতিমা অধঃপতন হইয়াছিল তাহারদের পূজক আছে ইহা কে না জানে।
৩৬ অতএব এই কথা নিরুত্তর হইলে তোমারদের স্থির
৩৭ রূপ থাকা ও সহসা বর্জ্জিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেননা এই মনুষ্যেরা মন্দির অপহারক নহে এবং তোমার দের দেবীর অপনিন্দক ও নহে তথাপিও তোমরা
৩৮ তাহারদিগকে এখানে আনিয়াছ। এতদর্থে যদি দেমেত্রিয়স ও তাহার সহশিল্পকারিরা কাহার উপর কোন দাওয়া ধরে তো আদালত আছে এবং উকীলেরা
৩৯ ও আছে তাহারা পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করুক। কিন্তু আর২ বিষয়ক কথার কিছু তত্ত্ব যদি কর তবে সে
৪০ বিধান মতে সভাতে নিষ্পন্ন করা যাইবে। কেননা যাহাতে আমরা এই যত্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখাইতে পারি এমত কোন হেতু না থাকিলে আজিকার হূল স্থূলার্থে আমারদিগের উত্তর দেওনের সংশয় আছে।
৪১ ইহা কহিয়া তিনি ঘটা ভঙ্গ করিয়া বিদায় করিলেন।

বিংশতি অধ্যায়

অতএব সে কোলাহল নিবর্ত্ত হইলে পরে পাওল শিষ্যগণেরদিগকে আপন নিকটে আহ্বান করিয়া আনাইয়া তাহারদের সহিত কোলাকোলি করিয়া

২ মাকিদনিয়ায় যাইতে প্রস্থান করিল। এবং সে অঞ্চল সকল পার হইয়া যাইতেং সে তাহারদিগকে বিস্তারিত
৩ উপদেশ দিয়া য়ুনানে আইল। এবং সেখানে তিন মাস থাকিলে পরে সে সিরিয়ায় যাইতে জাহাজে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া য়িহোদীরা তাহার কারণ ঘাটী বসাইলে সে মাকিদনিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতে
৪ পরামর্শ স্থির করিল। এবং তাহার সমিভ্যারে সোপাটর বেরৈয়ী ও আরিষ্টার্খস ও সেকন্দর তসলোনিকী ও গাইয়স দর্ব্বী ও টিমোতিয়স ও টিখিকস
৫ ও ট্রফিমস আশিয়ায়ী আশিয়াতে গেল। ইহারা অগ্রে গিয়া ট্রোয়াসে আমারদের অপেক্ষায় থাকিল।
৬ এবং অখমীরী রুটীর দিবস গত হইলে আমরা ফিলিপি হইতে জাহাজে গমন করিয়া পাঁচ দিবসে তাহারদের নিকটে ট্রোয়াসে পৌঁছিলাম এবং সেখানে
৭ সাত দিবস থাকিলাম। এবং সপ্তাহের প্রথম দিবসে যখন শিষ্যেরা রুটী ভাঙ্গিতে একত্র মিলিল তখন পাওল তাহার পরদিবসে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া তাহারদের স্থানে কথা প্রস্তাব করিয়া আপন উক্তি
৮ দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিল। এবং যে উপর দালানে তাহারা একত্র হইয়াছিল তাহাতে বহু
৯ প্রদীপ ছিল। এবং ইউটিখস নামে এক যুবক এক খিড়কী দ্বারে বসিয়া থাকিয়া ঘোর নিদ্রায় পড়িল

এবং পাওল অনেকক্ষণ কথা প্রস্তাব করিতে২ সে নিদ্রাতে মগ্ন হইয়া তিন তালা হইতে পড়িয়া মৃতগত
১০ উঠান গেল। তখন পাওল নামিয়া তাহার উপর পড়িল এবং কোলে করিয়া কহিল কিছু কলরব করিও না
১১ তাহার প্রাণ আপন অন্তরে আছে। পরে পুনশ্চ উপরে যাইয়া রুটী ভাঙ্গিয়া খাইয়া অনেকক্ষণ কথালাপ করিতে২ রাত্রি ভঙ্গ হইলে সে অমনি
১২ প্রস্থান করিল। এবং তাহারা সে যুবককে স্বজীব
১৩ আনিয়া বহু সন্তুষ্ট হইল। পরে আমরা অগ্রে জাহাজে চড়িয়া আসসে গমন করিলাম যেখানে পাওলকে চড়াইয়া লইতে হইল কেননা সে আপনি পদব্রজে চলিতে ইচ্ছা করিয়া সেইমত নিরূপণ করিয়াছিল।
১৪ পরে সে আসসে আমারদিগকে মিলিবা মাত্র আমরা
১৫ তাহাকে চড়াইয়া লইয়া মিটলেনে আইলাম। এবং সেখান হইতে খুলিয়া গমন করিয়া পরদিবসে খিয়সের সম্মুখ পাইলাম ও তাহার পরদিবসে সামসে লাগান করিয়া ত্রোগলিয়মে থাকিলাম এবং অতঃপর
১৬ দিনে মিলেটসে পৌঁছিলাম। কেননা পাওল আসিয়াতে কাল ক্ষেপণ করিতে অনিচ্ছা করিয়া এফেসস লঙ্ঘন করিয়া যাইতে নিশ্চিত করিয়াছিলেন কেননা তিনি পেন্তেকস্ত দিবসে য়িরোশলমে উপনীত হইতে যথা
১৭ সাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি মিলেটস হইতে

এফেসসে পাঠাইয়া মণ্ডলীর প্রাচীনেরদিগকে ডাকিয়া
১৮ আনাইলেন। এবং সে সকল আইলে পরে তিনি তাহার
দিগকে কহিলেন তোমরা জান যে আমার আশীয়ায়
আইসনের প্রথম দিবসাবধি এসকল সময়ে তোমার
১৯ দের মধ্যে আমার কিরূপ আচরণ হইয়াছে। যে
অন্তঃকরণের নম্রতায় ও বহু নেত্র জল ফেলায় এবং
য়িহোদীরদের ঘাটী বৈসনে আমার বহু ঘটিৎ
২০ পরীক্ষায় প্রভুর সেবা করিয়া। কোন হিতকারিকথা না
রাখিয়া আমি প্রকাশ মতে এবং ঘরে২ তোমারদিগকে
কথা প্রচার করিয়া ও শিক্ষাইয়া য়িহোদী এবং য়ুনানী
২১ উভয়েরদিগকে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাণ করা। এবং
আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট প্রতি বিশ্বাস করা আমি
২২ প্রমাণ করিয়া কহিয়াছি। এবং সম্প্রতি দেখ আমি
আত্মায় বদ্ধ হইয়া য়িরোশলমে যাইতেছি ও সেখানে
২৩ আমার কি হইবে তাহা আমি জানি না। কেবল
ধর্ম্মাত্মা প্রতি নগরে প্রমাণ দিতেছেন যে বন্ধন ও ক্লেশ
২৪ আমার অপেক্ষা করে। কিন্তু ইহার কোন বিষয়ে
আমি ভাবিত নহি বরং আপন প্রাণ প্রতি আমি প্রিয়
করিয়া মানি না তাহাতে আমি আপন দৌড় ও ঈশ্বরের
অনুগ্রহের মঙ্গল সমাচারের সাক্ষী দেওয়া সে সেবার
ভার যে আমি প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে পাইয়াছি তাহার
২৫ সমাপন যেন সানন্দে করিতে পাই। এবং সম্প্রতি দেখ

আমি জানি যে তোমরা সকল যাহারদের মধ্যে আমি গতায়াত করিয়া ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিয়াছি আর
২৬ আমার মুখ দেখিবা না। অতএব আজি আমি তোমারদের সাক্ষী লই যে আমি সকল মনুষ্যের রক্ত
২৭ হইতে মুক্ত হইলাম। কেননা আমি তোমারদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ জানাইতে আপনার বাঁচাও করি
২৮ নাই। অতএব আপনারদের প্রতি এবং যে পালের উপর ধর্ম্মাত্মা তোমারদিগকে তত্ত্বাবধারক করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার প্রতি সসাবধানে থাক যেন ঈশ্বরের নিজ রক্তোদ্ধারিত মণ্ডলীকে প্রতিপালন কর।
২৯ কেননা আমি ইহা জানি যে আমার যাওন পরে দুরন্ত কেঁদুয়া পালের প্রতি নির্দয় হইয়া তোমারদের
৩০ মধ্যে প্রবেশ করিবে। বরং তোমারদের স্বমধ্য হইতে মনুষ্যেরা আপনারদের পশ্চাতে শিষ্যগণ আকর্ষণ
৩১ করিতে বিপরীত কথা কহিয়া উঠিবে। অতএব সচেতন থাকিয়া স্মরণে রাখ যে আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি সনেত্রজলে প্রত্যেক জনকে চেতনা
৩২ দিতে অনবরত থাকিলাম। এখন তো ভ্রাতারা যে ঈশ্বর তোমারদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে এবং পুণ্যবানেরদের মধ্যে অধিকার দিতে সাধ্যবান আছেন তাঁহার স্থানে এবং তাঁহার অনুগ্রহের বাণীর স্থানে আমি তোমারদিগকে সোঁপিয়া দি।
৩৩ আমি কোন মনুষ্যের রূপ্য কি

৩৪ স্বর্ণ কিম্বা বস্ত্রের লোভ করি নাই। বরঞ্চ এই দুই হাত আপনার এবং আপন সহজনেরদের আবশ্যকীয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছে ইহা তোমরা আপনারা জান।
৩৫ আমি তোমারদিগকে সকল কর্ম্ম দেখাইয়া দিয়াছি যে এই মত শ্রম করিয়া দুর্ব্বলাদি লোকের উপকার করা এবং প্রভু য়িশুর নিজোক্ত কথা যে লওন হইতে দেওন ভাল ইহার স্মৃতি করা তোমারদের কর্ত্তব্য।
৩৬ এই কথা কহিয়া সে হাঁটু পাড়িয়া তাহারদের সকলের
৩৭ সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং সকলেই বড় ক্রন্দন করিয়া পাওলের গলায় পড়িয়া তাহাকে চুম্বন করিতে
৩৮ লাগিল। ইহাতে তাহারদের বিশেষ শোক সেই কথা প্রযুক্ত যে তিনি কহিয়াছিলেন আমার মুখ তোমরা আর দেখিবা না পরে তাহারা অগ্রে বাড়িয়া তাহাকে জাহাজে থুইয়া গেল।

এক বিংশতি অধ্যায়

পরে তাহারদের নিকট হইতে বিভিন্ন হইয়া জাহাজ খুলিয়া আমরা সোজা পথে কুশে আইলাম এবং পর দিবসে রোদশ পাইয়া সেখান হইতে পাটারায় পৌঁছি
২ লাম। পরে ফনিকিয়ায় পার যাইবার এক জাহাজ পাইয়া তাহায় চড়িয়া পাল উড়াইয়া গমন করিলাম।
৩ এবং কপ্রুস দৃষ্টি মধ্যে পাইয়া তাহা বামদিগে রাখিয়া সিরিয়ায় চলিয়া শোরে লাগাণ করিলাম

কেননা জাহাজের বোঝাই সেই খানে উত্তার হইতে
৪ হইল। পরে শিষ্যগণের সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা
সেখানে সাত দিবস থাকিলাম ও তাহারা আত্মা
হইতে পাওলকে কহিল যে য়িরোশলমে যাইও না।
৫ কিন্তু সে সকল দিবস সমাপ্ত হইলে আমরা প্রস্থান
করিয়া চলিয়া গেলাম এবং তাহারা সকল স্ত্রী ছাওয়াল
সম্বলিত আগে বাড়িয়া আমারদিগকে নগরের বাহির
থুইল তখন আমরা সমুদ্রের কূলে হাঁটু পাড়িয়া
৬ প্রার্থনা করিলাম। তারপরে পরস্পর মেলানী হইলে
আমরা জাহাজে চড়িলাম ও তাহারা আপনারদের
৭ ঘরে ফিরিয়া গেল। পরে আমরা শোর হইতে
তলমাইসে আসিয়া সমুদ্র গমন সমাপ্ত করিলাম এবং
ভ্রাতৃগণের সহিত কোলাকোলি করিয়া এক দিবস
৮ তাহারদের সঙ্গে থাকিলাম। তাহার পরদিবসে পাওল
ও তাহার সমিভ্যারিগণ প্রস্থান করিয়া কাইসারিয়ায়
পৌঁছিল এবং ফিলিপ মঙ্গল বার্ত্তা প্রচারী যে সপ্ত জনের
মধ্যে এক জন ছিল তাহার ঘরে আমরা প্রবেশ
৯ করিয়া তাহার সহিত প্রবাস করিলাম। এবং তাহার
অবিবাহিতা কন্যা চারি জনা ভবিষ্যদ্বাদিনী ছিল।
১০ অনন্তর অনেক দিবস থাকিতে ২ আগবস নামে এক
১১ ভবিষ্যদ্বক্তা য়িহোদা দেশ হইতে আইল। এবং সে
আমারদের নিকট আসিয়া পাওলের পটুকা লইয়া

আপন হাত পা বন্ধ করিয়া কহিল ধর্ম্মাত্মা ইহা কহিতেছেন যে এই পটুকা যাহার আছে তাহাকে য়িহোদীরা এই রূপে য়িরোশলমে বদ্ধ করিবে এবং
১২ ভিন্নদেশিরদের হাতে সমর্পণ করিবে। এই কথা শুনিয়া আমরা ও তথাকার নিবাসিরা উভয় তাহাকে য়িরোশলমে যাইতে কাকুতি করিয়া নিষেধ করিলাম।
১৩ কিন্তু পাওল উত্তর দিল যে তোমরা কি বুদ্ধি করিয়া কান্দিতেং আমার মন ভগ্ন করিতেছ কেমন। আমি প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নামার্থে কেবল বদ্ধ হইতে প্রস্তুত নহি কিন্তু য়িরোশলমে মরিতেও প্রস্তুত আছি।
১৪ অতএব সে বর্গ না মানিলে আমরা নিরস্ত হইয়া
১৫ কহিলাম ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহা হউক। সে সময় গত হইলে আমরা আপনারদের সাজকোজ বাঁধিয়া
১৬ লইয়া য়িরোশলমে গমন করিলাম। এবং কাইশারিয়া হইতে কএক শিষ্য আমারদের সহিত যাইয়া ম্নাসন একজন কপ্রুসী প্রাচীন শিষ্য যাহার ঘরে আমারদের প্রবাস হইতে হইবে তাহার স্থানে আমারদিগকে
১৭ আনিল। অনন্তর য়িরোশলমে পৌঁছিলে পরে ভ্রাতৃগণ
১৮ আমারদিগকে পরমানন্দে আগ্রহ করিল। এবং পর দিবসে পাওল আমারদের সঙ্গে য়াকুবের স্বস্থানে প্রবেশ করিল ও প্রাচীন লোক সকল সাক্ষাৎ ছিল।
১৯ তখন তিনি তাহারদিগকে আলিঙ্গন দিয়া যে সকল

ঈশ্বর তাহার সেবা দ্বারা ভিন্নদেশিরদের মধ্যে
করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিশেষণ করিয়া সমস্ত
২০ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া তাহারা প্রভুর
ধন্যবাদ করিতে লাগিল এবং তাহাকে কহিল হে ভাই
তুমি দেখিতেছ কত সহস্র বিশ্বাসক য়িহোদী আছে ও
২১ তাহারা সকলেই ব্যবস্থা পরায়ণ। ইহাতে তাহারদের
স্থানে তোমার এই কথা বিদিত হইয়াছে যে তুমি
ভিন্নদেশিরদের মধ্যস্থিত য়িহোদী সকলেরদিগকে মূশাকে
ত্যাগ করিতে শিক্ষাইয়া কহিতেছ যে বালকেরদের সুন্নত
করা কিম্বা নীতিক্রমে গতি করা তোমারদের কর্ত্তব্য
২২ নহে। তবে কিনা অবশ্য লোকারণ্য আসিয়া জড়
হইবে কেননা তোমার আইসনের কথা তাহারা
২৩ শুনিতে পাইবে। অতএব এই যে আমরা তোমাকে
কহি তাহা তুমি করহ আমারদের এখানে সঙ্কল্পিত
২৪ চারি জন আছে। তাহারদিগকে লইয়া তাহারদের
সঙ্গে আপনার শৌচকর্ম্ম করিও এবং তাহারদের সাতে
ব্যয় ব্যসন করিও যেন তাহারদের মস্তক মুণ্ডন হয়
তাহাতে সকল জানিবে যে তোমার বিষয়ে যে কথা
তাহারা শুনিয়াছিল সে কিছু নয় বরং যে তুমি আপনি
নীতিক্রমে চলিতেছ এবং ব্যবস্থা পালন করিতেছ।
২৫ কিন্তু বিশ্বাসক ভিন্নদেশিরদের বিষয় আমরা নিশ্চয়
করিয়া লিখিয়াছি যে বিগ্রহের নৈবেদ্য সামগ্রী ও রক্ত

ও গলাগুচড়া মারা ও পরদার এসকল হইতে আপনার দের রক্ষা করা ব্যতিরেক ইহার আর কোন কর্ম্ম
২৬ তাহারা মানেনা। তখন পাওল সে মনুষ্যেরদিগকে লইয়া পরদিবসে তাহারদের সহিত শুচি হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই শৌচ করা দিবসের সম্পূর্ণ যাবৎ তাহারদের প্রত্যেক জনের কারণ নৈবেদ্যের উৎসর্গ
২৭।২৮ না হয় তাবৎ তাহা জ্ঞাপন করিল। কিন্তু সে সপ্ত দিবসের সম্পন্ন হইতে২ আশিয়ার য়িহোদীরা তাহাকে মন্দিরে দেখিয়া লোক সকলের গোলমাল লাগাইয়া তাহার উপর হাত দিয়া চেঁচাইতে লাগিল যে হে য়িশ্রায়েলী মনুষ্যেরা সাহায্য করসিয়া এই সে মানুষ যে সর্ব্বত্র সকলেরদিগকে লোক ও ব্যবস্থা এবং এ স্থানের বিপর্য্যয়ে শিক্ষা করাইতেছে অপর সে য়ুনানীরদিগকে মন্দিরে আনিয়া এ পুণ্য স্থান অপবিত্র করাইয়াছে।
২৯ কেননা তাহারা পূর্ব্বে নগরের মধ্যে ট্রুফিমস এফেসীকে তাহার সঙ্গে দেখিয়াছিল এবং যে পাওল তাহাকে মন্দিরের ভিতরে আনিয়াছে ইহা তাহারা
৩০ অনুভব করিল। পরে নগর সমূহ লড়চড় হইল এবং লোক সকল দৌড়িয়া যড় হইল এবং পাওলকে ধরিয়া তাহাকে মন্দির হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিয়া দিল ও তৎক্ষণাৎ দ্বার সকল রুদ্ধ
৩১ হইল। তৎপরে তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে

ইত্যবসরে ফলটনের প্রধান সেনাপতির স্থানে সম্বাদ
৩২ আইল যে য়িরোশলম সমুদায় হুলস্থুল হইয়াছে। ও সে
তৎক্ষণাৎ সেনা লোক ও শত সেনারপতিগণকে লইয়া
তাহারদের মধ্যে দৌড়িল এবং তাহারা প্রধান সেনা
পতি ও সেনাগণকে দেখিয়া পাওলকে মারিতে নিরস্ত
৩৩ হইল। তখন প্রধান সেনাপতি নিকটে আসিয়া
তাহাকে লইয়া দুই সিকলে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন
এবং সুধাইলেন যে এ কেটা ও কি করিয়াছে।
৩৪ তাহাতে লোকারণ্যের মধ্যে কেহ এক কথা কেহ অন্য
কথা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল এবং তিনি সে গোলমাল
নিমিত্তে ইহার নিশ্চয় জানিতে না পারিলে তাহাকে
৩৫ কোটের মধ্যে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু
সিড়ীর উপর হইয়া ঘটনাক্রমে লোকেরদের রেলায়
৩৬ তিনি সেনাগণেতে বহা গেলেন। কেননা লোকের ভীড়
তাহাকে দূরকর২ চেঁচাইয়া বলিয়া পাছে২ চলিল।
৩৭ পরে পাওল কোটে আনা যাইতে উদ্যত হইয়া প্রধান
সেনাপতিকে কহিল আমি নাকি তোমাকে কথা
কহিতে পাইব তিনি কহিলেন কি তুমি য়ুনানীভাষা
৩৮ বলিতে পার। তুমি কি সেই মিসরী নহ যে একালের
পূর্ব্বে দশ্যামু করাইয়া বন প্রান্তরে চারি সহস্র
৩৯ বধিরদিগকে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাওল কহিল
আমি কিলিকিয়ার টার্শস হইতে এক য়িহোদী ছোট

নগরের নগরবাসী নহি এবং নিবেদন করি যে লোক
৪০ প্রতি আপনি আমাকে কহিতে দেন। তখন সে অনুমতি
দিলে পাওল সিড়ীর উপর দাঁড়াইয়া লোক প্রতি
হাতের ঠার করিল এবং অতি নিঃশব্দ হইলে পরে তিনি
তাহারদিগকে ইব্রানী ভাষায় কহিতে লাগিলেন।—

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

হে মনুষ্য ভাই পিতারা তোমারদের প্রতি আমার
২ প্রতিভাষ এখন অবধান করহ। অতএব যখন
তাহারা শুনিল যে তিনি তাহারদিগকে ইব্রাণী ভাষা
কহিতেছেন তখন তাহারা আরও চুপ করিয়া থাকিল
৩ এবং তিনি কহিলেন। আমি য়িহোদী নিতান্ত টার্শস
নগরে কিলিকি দেশে জন্মিত কিন্তু এ নগরে গমালি
এলের চরণে অভ্যাস করিয়া পিতৃগণের ব্যবস্থার
সিদ্ধ মতে শিক্ষিত এবং তোমারদের আজিকার মত
৪ ঈশ্বরের প্রতি ব্যাশক্ত ছিলাম। এবং আমি পুরুষ ও
স্ত্রীলোক উভয়েরদিগকে বাঁধিয়া ও কারাগারেতে
সমর্পণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মের প্রতি উপদ্রব
৫ করিলাম। ইহাতে মহাযাজক ও প্রাচীনেরদের সভা
সমূহ আমার সাক্ষী আছে যাহারদিগ হইতে ও আমি
ভ্রাতৃগণের নামে পত্র পাতি পাইয়া দমস্কেতে যে
সকল থাকিল তাহারদের দণ্ডার্থে তাহারদিগকে
৬ য়িরোশলমে বাঁধা আনিতে সেখানে গেলাম। এবং

যাত্রা করিতে২ দমেস্কের নিকটে উপস্থিত হইলে মধ্যাহ্ন বেলায় আচম্বিতে স্বর্গ হইতে মহাজ্যোতি আমার
৭ চতুষ্পার্শ্বে প্রকাশ হইল। এবং ভূমিতে পড়িয়া আমি আপন প্রতি উক্তায়মান এক রব শুনিলাম যে
৮ শাওল২ কেন আমাকে তাড়না করিতেছ। তখন আমি উত্তর দিলাম যে তুমি কে প্রভো এবং তিনি আমাকে কহিলেন আমি য়িশু নাজরেণ যাহাকে তুমি
৯ তাড়না করিতেছ। এবং আমার সমিভ্যারিরা সে জ্যোতি দেখিয়া ভীত হইল বটে কিন্তু যিনি আমাকে কথা কহিতেছিলেন তাঁহার রব তাহারা শুনিতে
১০ পাইল না। পরে আমি কহিলাম হে প্রভো আমি কি করিব প্রভু আমাকে কহিলেন উঠ দমেস্কেতে যাও যে সকল তোমার করিবার কারণ নিরূপিত হইয়াছে সে
১১ সকল সেখানে তোমাকে কহা যাইবে। এবং সে দীপ্তির তেজের কারণ দৃষ্টি করিতে না পারিয়া আমার সমিভ্যারিগণের হাতে আকর্ষিত হইয়া আমি দমেস্কে
১২ গেলাম। পরে হননীহা এক জন ব্যবস্থানুক্রমে ভক্ত লোক যে তথাকার নিবাসি য়িহোদীরদের মধ্যে
১৩ সুখ্যাতান্বিত ছিল। সে আমার নিকটে আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে কহিল হে ভাই শাওল চক্ষু উঠাইয়া দৃষ্টি কর এবং আমি সেই ক্ষণে তাহার উপর
১৪ চক্ষু উঠাইয়া দৃষ্টি করিলাম। পরে সে কহিল

আমারদের পিতৃ লোকের ঈশ্বর পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধে তোমাকে আপন ইচ্ছা জানিতে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির দর্শন পাইতে ও তাহার মুখের রব শুনিতে
১৫ নিযুক্ত করিয়াছেন। কেননা যাহা তুমি দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ তাহার প্রমাণ দিয়া তুমি সকল মনুষ্যের
১৬ স্থানে তাহার সাক্ষী হইবা। এখন তো বিলম্ব কেন করিতেছ উঠ বাপ্‌টাইজিত হও এবং প্রভুর নাম স্মরণ
১৭ করিয়া আপন পাপ সকল ধুইয়া ফেল। তদপরে ঘটনাক্রমে য়িরোশলমে পুনশ্চ আসিয়া মন্দিরে
১৮ প্রার্থনা করিতে ২ আমি মোহ গেলাম। এবং আমাকে এ কথা কহিতে তাহাকে দেখিলাম যে তুমি ঝট করিয়া য়িরোশলম হইতে ত্বরায় চলিয়া যাও কেননা তোমার
১৯ প্রমাণ আমার বিষয়ে তাহারা লইবে না। তখন আমি কহিলাম হে প্রভো তাহারা জানে যে আমি তোমার বিশ্বাসক লোকেরদিগকে বদ্ধ করিলাম এবং
২০ প্রতি সিনগগে প্রহার করিলাম। এবং যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানসের রক্ত পাত হইতে ছিল তখন আমি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার সংহারে স্বীকৃত হইয়া
২১ তাহার বধিকেরদের বস্ত্র রক্ষা করিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন প্রস্থান করহ কেননা আমি তোমাকে ভিন্নদেশিরদের স্থানে অতি দূরে পাঠাইয়া
২২ দিব। এই কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া তাহারা উচ্চৈঃ

শব্দ করিয়া বলিতে লাগিল এ বেটা পৃথিবীমণ্ডল
হইতে দূর করা যাউক কেননা তাহার বাঁচা অনুচিত।
২৩।২৪ তাহারা এই মত চেঁচাইতে ও বস্ত্র খসাইতে এবং
শূন্যেতে ধূলা ফেলাইতে ২ প্রধান সেনাপতি পাওলকে
কোটের মধ্যে আনিতে আজ্ঞা করিলেন এবং কোড়া
মারাতে তাহার যাচা হইবার জন্যে অনুমতি দিলেন
তাহাতে যেন আপনি জ্ঞাত হন যে কিসের কারণ
২৫ তাহার প্রতি তাহারা এমত চীৎকার করিল। এবং
চামাটি দিয়া তাহাকে বন্ধ করিতে ২ পাওল সাক্ষাৎ
বর্ত্তি শতসেনার পতিকে কহিল রুমী এবং দোষ নিশ্চয়
বর্জ্জিত যে মনুষ্য তাহাকে কোড়া মারিতে কি তোমার
২৬ দের কর্ত্তব্য আছে। শতসেনারপতি ইহা শুনিয়া
প্রধান সেনাপতিকে কহিল গিয়া যে সাবধান কি
কর্ম্মেতে আপনি প্রবর্ত্ত হইতেছেন কেননা এ মনুষ্য
২৭ রুমী আছে। তখন প্রধান সেনাপতি আসিয়া
তাহাকে কহিলেন তুমি নাকি রুমী আছ আমাকে বল
২৮ সে কহিল হাঁ। প্রধান সেনাপতি প্রত্যুত্তর দিলেন
আমি বহু মুদ্রা দিয়া এই মুক্তি পাইলাম কিন্তু পাওল
২৯ কহিল আমি জন্ম মুক্ত আছি। অতএব যে সকল
তাহার যাচা করিতে উদ্যত ছিল সে তাহার নিকট
হইতে স্থানান্তরে গেল এবং প্রধান সেনাপতি তাহাকে
রুমী জ্ঞাত হইলে পরে যে আপনি তাহাকে বাঁধিয়া

৩০ ছিলেন ইহার নিমিত্তে ভীত হইলেন। পরদিবসে সে কি বিষয়ে য়িহোদীলোকেতে অপবাদিত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত রূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন এবং প্রধান যাজক গণ ও তাহারদের মন্ত্রিসভা সমস্তকে সভাস্থ হইতে আজ্ঞা দিলেন পরে পাওলকে নামাইয়া আনিয়া তাহারদের সাক্ষাতে রাখিয়া দিলেন।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

তখন পাওল মন্ত্রিসভার প্রতি একান্ত দৃষ্টি করিয়া কহিল হে মনুষ্য ভ্রাতৃরা আমি অদ্যাবধি ঈশ্বরের সাক্ষাতে সর্ব্ব মতে নির্দূষিত জ্ঞানে আচরণ করিয়া
২ আসিতেছি। কিন্তু হননীহা মহাযাজক নিকটস্থ জনের দিগকে তাহার মুখে চড় মারিতে আজ্ঞা দিলেন।
৩ তখন পাওল তাহাকে কহিল হে শুক্লকৃত দেওয়াল ঈশ্বর তোমাকেই মারিলেন কেননা তুমি না কি আমাকে ব্যবস্থানুসারে বিচার করিতে বসিয়া ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ে
৪ আমাকে মারিতে আজ্ঞা দিতেছ। কিন্তু তাহার আশ পাশ লোকেরা বলিল তুই কি ঈশ্বরের মহাযাজককে
৫ ভর্ৎসনা করিতেছিস। তখন পাওল কহিল হে ভাইরা তিনি মহাযাজক আছেন তাহা আমার মনে ছিল না কেননা গ্রন্থ আছে যে তুমি আপন লোকেরদের অধ্যক্ষ প্রতি মন্দ কথা বলিবা না

৬ কিন্তু পাওল তাহারদের এক ভাগ সাদুকী এবং অন্য ভাগ ফারিসী লোক দেখিয়া তিনি সভার মধ্যে চেঁচাইতে লাগিলেন যে হে মনুষ্য ভ্রাতৃ সকল আমি ফারিসীর পুত্র এক ফারিসী এবং মৃতেরদের পুনরুত্থানের আশা প্রযুক্ত আমি বিচারের দায়ী হইলাম।
৭ তাহার এই কথা কহাতে ফারিসী ও সাদুকীবর্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং ঘটা সকল ভিন্নভেদ
৮ হইয়া গেল। কেননা সাদুকীরা বলে যে পুনরুত্থান হয় না এবং দূত ও নাই ভূত ও নাই কিন্তু ফারিসীরা
৯ উভয় স্বীকার করে। পরে বড়ই কোলাহল হইতে লাগিল এবং ফারিসীরদের পক্ষে যে অধ্যাপক ছিল তাহারা উঠিয়া প্রতিবাদ করিয়া কহিল এই মনুষ্যেতে আমরা কিছু মন্দ পাই না কিন্তু যদি কোন ভূত কিম্বা দূত তাহাকে কথা কহিয়া থাকে আমরা ঈশ্বরের সহিত
১০ যুদ্ধ যেন করি না। পরে বড় গোলমাল হইলে পাওল তাহারদিগ হইতে ছিড়িয়া ফেলা যায় বা ইহা প্রধান সেনাপতি ভয় করিয়া তাহাকে তাহারদের মধ্য হইতে বলে লইয়া কোটের মধ্যে আনিতে সেনাগণকে
১১ নামিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং পর রাত্রি প্রভু আপনি পাওলের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন হে পাওল সুস্থির হও কেননা যেমত তুমি আমার বিষয়ে য়িরোশলমে প্রমাণ দিয়াছ সেই মত তোমাকে

১২ রূমেতেও সাক্ষী দিতে হইবে। এবং দিন উপস্থিত হইলে কতেক য়িহোদী এক বাক্যতা করিয়া আপনারদিগকে দিব্যে বদ্ধ করিল যে পাওলকে যাবৎ হত্যা না
১৩ করি তাবৎ আমরা ভোজন পান করিব না। এই এক পরামর্শ যাহারা স্থির করিয়াছিল তাহারা চল্লিশ জনের
১৪ অধিক ছিল। পরে তাহারা প্রধান যাজক ও প্রাচীনগণের স্থানে আসিয়া কহিল আমরা আপনারদিগকে দিব্যে বদ্ধ করিয়াছি যে পাওলকে যাবৎ বধ না করি
১৫ তাবৎ আমরা কিছু খাইব না। অতএব এখন তোমরা মন্ত্রিসভার সহিত প্রধান সেনাপতির স্থানে যে প্রকারে উহার কোন কথার বিষয়ে তোমারদের আর সূক্ষ্ম মত বিচার করিবার ইচ্ছা হয় এমত দেখাইয়া কল্য তাহাকে তোমারদের নিকট আনাইতে যাচ্ঞা করুণ এবং সেই তোমারদের নিকট উপস্থিত না হইতে আমরা তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত হই।
১৬ কিন্তু পাওলের ভাগিনেয় তাহারদের ঘাটী বৈসনের সম্বাদ পাইয়া সে যাইয়া কোটের মধ্যে প্রবেশ
১৭ করিয়া পাওলকে কহিয়া দিল। তখন পাওল একজন শতসেনারপতিকে আপন নিকটে ডাকিয়া কহিল এই যুবককে প্রধান সেনাপতির স্থানে পৌঁছাইয়া দেন কেননা তাহার স্থানে ইহার কিছু নিবেদন আছে।
১৮ অতএব সে তাহাকে লইয়া প্রধান সেনাপতির নিকটে

আনিয়া কহিল পাওল বন্দী আমাকে ডাকিয়া এই যুবককে তোমার নিকটে আনিতে যাচ্ঞা করিল যে
১৯ তোমার স্থানে ইহার কিছু নিবেদন আছে। তখন প্রধান সেনাপতি তাহার হাত ধরিয়া নিভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার
২০ নিবেদন কি। এবং সে কহিল য়িহোদীরা আপনকার স্থানে যেমত পাওলের কোন কথার বিষয়ে আর সূক্ষ্ম মত বিচার করিতে ইচ্ছা করে এপ্রকার দেখাইয়া কল্য যে আপনি তাহাকে মন্ত্রিসভাতে আনাইয়া দেন ইহা চাহিতে এক পরামর্শ করিয়াছেন।
২১ কিন্তু তাহারদের স্থানে আপনি স্বীকার না করুণ কেননা তাহারদের চল্লিশ জনের অধিক তাহাকে যাবৎ বধ না করে তাবৎ ভোজন পান না করিতে আপনার দিগকে দিব্যে বদ্ধ করিয়া তাহার জন্য ঘাটী করিয়া বসিয়াছে এখন ও আপনকার আজ্ঞার অপেক্ষায়
২২ তাহারা প্রস্তুত থাকে। অতএব প্রধান সেনাপতি সে যুবককে বিদায় করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে সাবধান তুমি এ কথা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছ সে কাহাকে
২৩ কহিও না। পরে তিনি দুই জন শতসেনারপতিকে ডাকিয়া কহিলেন এক প্রহর রাত্রি সময়ে কাইসারিয়ায় যাইবার কারণ দুই শত পদাতি এবং সত্তরি অশ্বারূঢ়
২৪ ও দুই শত বর্শিধারী প্রস্তুত করিয়া রাখ। এবং

পাওলের বাহনার্থ জন্তু আয়োজন করিয়া তাহাকে ফীলিক্স রাজ্যাধ্যক্ষের নিকট নির্ভয় পৌঁছাইয়া দেও।
২৫ পরে তিনি এক পত্রী লেখিয়া দিলেন তাহার স্বরূপ
২৬ কথা এই। ক্লদিয়স লিসিয়া শ্রীযুত মহামহিম
২৭ ফীলিক্স রাজ্য কর্ত্তাকে প্রণাম। এই মনুষ্য য়িহোদীর দিগ হইতে ধরা গিয়া তাহারদের স্থানে মারা যাইতে প্রস্তুত হইলে আমি এক যঠা সসৈন্যে আসিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলাম পরে অবগত হইলাম যে ইঁনি
২৮ রূমী আছেন। পরে তাহারা কি অপরাধে তাহার অপবাদ করিয়াছে ইহা বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া আমি তাহাকে মন্ত্রিসভার সাক্ষাতে আনিয়া দিলাম।
২৯ ইহাতে আমি ঠাহরাইলাম সে তাহারদের ব্যবস্থার কোন প্রসঙ্গে অপবাদিত হইয়াছে কিন্তু যে তাহার মৃত্যু কিম্বা বধ হওনের উপযুক্ত কোন দোষ বর্ত্তন হয় না।
৩০ কিন্তু এ মনুষ্যের প্রতি য়িহোদীরদের ঘাটী বৈসনের নিশ্চয় করা আমাকে জ্ঞাপিত হইলে আমি ত্বরায় তাহাকে আপনকার স্থানে প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহার অপবাদকেরদিগকে ও আপনকার অগ্রে তাহার কি দোষ আছে তাহা নিবেদন করিতে আজ্ঞা
৩১ দিয়াছি ইতি। অতএব সেনাগণ আজ্ঞানুক্রমে পাওলকে লইয়া রাত্রি যোগে আণ্টিপাট্রিসে আনিল।
৩২ পর দিবসে ঐ অশ্বারূঢ়গুলারদিগকে তাহার সঙ্গে

যাইবার জন্য ছাড়িয়া তাহারা কোটে বাহুড়িয়া
৩৩ আইল। এবং উহারা কাইসারিরায় আনিয়া রাজ্য
কর্ত্তাকে পত্রী দিয়া পাওলকে তাহার সাক্ষাৎ করিয়া
৩৪।৩৫ দিল। রাজ্যকর্ত্তা সে পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন এই কোন জিল্লার লোক পরে সে কিলিকির
লোক আছে জ্ঞাত হইয়া তিনি কহিলেন তোমার
অপবাদক সকল আইলে পরে আমি তোমার কথা
শুনিব পরে তাহাকে হেরোদের রাজদালানে রক্ষা
করিতে আজ্ঞা দিলেন।

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়

পাঁচদিবস পরে হননীহা মহাযাজক প্রাচীন
লোকের সহিত এবং তের্ত্তল্লস এক আসুবক্তা নামিয়া
আইল এবং পাওলের বিরুদ্ধে রাজ্যকর্ত্তার সাক্ষাতে
২।৩ উপস্থিত হইল। পরে তাহার আহ্বান হইলে তের্ত্তল্লন
তাহার অপবাদ করিতে আরম্ভ করিল যে হে মহা
মহিম ফীলিক্স আপনকার দ্বারা আমারদের বড় নির্ব্বিঘ্ন
হইয়াছে এবং আপনকার সুশাসনে এদেশ প্রতি অতি
বিশিষ্ট কর্ম্ম করা যাইতেছে অতএব আমরা সতত
সর্ব্বত্রে সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়া তাহার হিত
৪ মানিতেছি। তবু আমি আপনকার ব্যামোহ যেন
বিস্তারিত না করি আমার নিবেদন এই যে আপনি
অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারদের কিছু কথা শ্রবণ করেণ।

৫ কেননা এই মনুষ্যকে আমরা বড় দুর্জ্জন ও জগৎ সমুদায়ে সকল য়িহোদীরদের মধ্যে উপদ্রবী এবং নাজরেণী মতাবলম্বিরদের এক মহন্ত ঠাহরাইয়াছি।
৬ অপর সেমন্দিরকে অপবিত্র করিতে অনুসন্ধান করিল এবং আমরা তাহাকে ধরিয়া আমারদের ব্যবস্থানুক্রমে
৭।৮ তাহার বিচার করিতাম। কিন্তু লিসিয়া প্রধান সেনাপতি আমারদের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়িল এবং মহাবলে তাহাকে আমারদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহার অপবাদকেরদিগকে আপনকার নিকট আসিতে আজ্ঞা করিলেন যে তাহার যাচাতে যে সকল বিষয়েতে আমরা তাহার অপবাদ করিতেছি তাহার নির্ণয় যেন আপনি অবগত হয়েন।
৯ পরে য়িহোদীরাও স্বীকার করিয়া কহিল কথা এই
১০ রূপ বটে। তখন পাওল রাজকর্ত্তার স্থানে কহিবার ইঙ্গিত পাইয়া উত্তর দিতে লাগিল যে আপনি অনেক বৎসর হইতে এপ্রদেশের বিচারকর্ত্তা হইয়াছেন ইহা আমি জানিয়া ততোধিক আনন্দে আপন
১১ প্রত্যুত্তর দি। কেননা আপনি জ্ঞাত হইতে পারিবেন যে কেবল দ্বাদশ দিবস হইল যদবধি আমি পূজা
১২ করিবার কারণ য়িরোশলমে গমন করিলাম। এবং তাহারা আমাকে মন্দিরের মধ্যে কোন মনুষ্যের সহিত বাদানুবাদ করিতে কি সিনাগগ কিম্বা নগরে লোকের

১৩ দের মধ্যে গোলমাল লাগাইতে পাইল না। অপর যে ২
কর্ম্ম কহিয়া তাহারা আমার অপবাদ করে তাহার
১৪ কিছু প্রমাণ ও দেখাইতে পারিবেক না। কিন্তু ইহা
আমি আপনকার সাক্ষাতে স্বীকার করি যে ব্যবস্থা
এবং ভবিষ্যদ্বাণীগ্রন্থে যে সকল লিপি আছে তাহা
বিশ্বাস করিয়া যাহা তাহারা বিপথ গমন করিয়া
বলে সেই পথানুক্রমে আমি আপন পিতৃ লোকের
১৫ ঈশ্বরকে ভজনা করিতেছি। এবং ঈশ্বরের প্রতি আশা
করি যেমন তাহারা ও অপেক্ষা করে যে মৃত লোক
১৬ সৎ এবং অসৎ উভয়ের পুনরুত্থান হইবে। তাহার
কারণ আমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যেরদের প্রতি যাহাতে
আমার নির্দোষ জ্ঞান সতত হয় এমত সাধনে আমি
১৭ সচেষ্টিত থাকি। তবে কি না অনেক বৎসর গত হইলে
পরে আমি আপন স্বদেশে দান ও নৈবেদ্য আনিবার
১৮ জন্যে আইলাম। ইহাতে কতেক আসিয়ায়ী
য়িহোদীরা আমাকে নাভীড়েঁর সঙ্গে ও নাহুড়ের
১৯ সঙ্গে মন্দিরে পরিষ্কৃত পাইল। অতএব যদি তাহারা
আমার কিছু ছিদ্র ধরিয়া থাকে তবে তাহারদের
কর্ত্তব্য ছিল যে আপনকার অগ্রে সাক্ষাৎ হইয়া
২০ আমাকে সম্মুখাসম্মুখি অপবাদ করে। অথবা যখন
আমি মন্ত্রিসভার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া ছিলাম তখন
যদি আমাতে কিছু অপরাধ পাহরা গেল তবে এই

২১ সকল আপনারা বলুক। কিন্তু যদিবা হইল তবে সে মাত্র এই এক কথার বিষয়ে যে আমি তাহারদের মধ্যে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিলাম যে আজি আমি মৃতেরদের পুনরুত্থান প্রযুক্ত তোমারদের স্থানে বিচারিত

২২ হইতেছি। ফীলিক্স এ কথা শুনিয়া সেই পথের নির্ণয় অধিক অবগত হইয়া তাহারদিগকে থাক দিয়া কহিলেন যখন লিসিয়া প্রধান সেনাপতি আসিবে তখন তোমারদের বিষয়ের তত্ত্ব সমস্ত যাচিয়া

২৩ লইব। পরে তিনি শতসেনারপতিকে পাওলকে রক্ষা করিতে ও মুক্ত রূপে থাকিতে দিতে এবং তাহার বন্ধু বান্ধবেরদের মধ্যে কাহাকে তাহার সেবা করিবার কিম্বা নিকট আসিবার জন্য বারণ না করিতে আজ্ঞা

২৪ দিলেন। কএক দিন পরে ফীলিক্স আপন স্ত্রী দ্রুসিল্লা এক য়িহোদী তাহার সহিত আসিয়া পাওলকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করার প্রসঙ্গ তাহার

২৫ মুখে শুনিলেন। কিন্তু সেই সত্যতা ও যথার্থ ভোগ ও আগত বিচার ইহার চর্চা করিতে২ ফীলিক্স কম্পমান হইয়া কহিলেন এখন চলিয়া যাও অবকাশক্রমে আমি

২৬ পুনশ্চ তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব। এবং তাহার মুক্তি হইবার কারণ তিনি পাওলের স্থানে ধন ও পাইতে আশা করিলেন অতএব তিনি বার২ তত্তোধিকে তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহার সহিত আলাপ

২৭ প্রলাপ করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর গত হইলে পরে ফীলিক্সের পরিবর্ত্তে পর্কিয়স ফেষ্টস পদার্পিত হইলে ফীলিক্স য়িহোদীরদের তুষ্টি জন্মাইতে ইচ্ছা করিয়া পাওলকে বন্ধনে ছাড়িয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

অতএব দেশের মধ্যে ফেষ্টসের আগমন হইলে পরে তিন দিবসান্তরে তিনি কাইসারিয়া ছাড়িয়া
২ য়িরোশলমে গমন করিলেন। তখন মহাযাজক ও য়িহোদীরদের প্রধান লোক তাহার নিকট পাওলের বিপক্ষে কথা নিবেদন করিয়া তাহাকে কাকুতি
৩ করিতে লাগিল। এবং পাওলকে বধ করিতে পথের মধ্যে ঘাটী বসাইবার কল্পনা করিয়া তাহাকে য়িরোশলমে ডাকিয়া পাঠাইতে তাহার বিপক্ষে এই
৪ অনুগ্রহ চাহিল। কিন্তু ফেষ্টস উত্তর দিলেন যে পাওল কাইসারিয়ায় থাকিবে এবং আমি আপনি সেখানে
৫ সত্বর প্রস্থান করিব। অতএব তিনি কহিলেন তোমারদের মধ্যে যাহারা পারে তাহারা আমার সঙ্গে যাউক এবং যদি সেই মনুষ্যে কোন দোষ থাকে তবে তাহারা
৬ তাহার অপবাদ করুক। এবং তাহারদের মধ্যে দশ দিবস হইতে অধিক থাকিলে পরে তিনি কাইসারিয়ায় গেলেন এবং পর দিবসে বিচার আসনে বসিয়া
৭ পাওলকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং সেই আইলে

পরে যে য়িহোদী সকল য়িরোশলম হইতে আসিয়াছিল তাহারা তাহার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি অনেক ভারী দোষ বর্ত্তাইতে লাগিল যাহার প্রমাণ
৮ তাহারা দিতে পারিল না। তখন সে আপনার পক্ষে প্রত্যুত্তর করিলেক যে য়িহোদীরদের ব্যবস্থা প্রতি কিম্বা মন্দিরের প্রতি কিম্বা কাইসরের প্রতি আমি কিছুই
৯ দোষ করি নাই। কিন্তু ফেষ্টন য়িহোদীরদের সন্তোষ জন্মাইতে ইচ্ছা করিয়া পাওলকে উত্তর করিয়া কহিলেন তুমি নাকি য়িরোশলমে যাইয়া সেখানে আমার সাক্ষাতে এ সকল বিষয়ে বিচারিত হইবা।
১০ তখন পাওল কহিল আমি কাইসরের বিচার আসনে দাঁড়াইয়া আছি যেখানে আমার বিচার করা কর্ত্তব্য আমি য়িহোদী লোকেরদিগকে কোন অসঙ্গত করি
১১ নাই তাহা আপনি ভাল মতে জানেন। কেন না যদিস্যু অপরাধী হইয়া কিম্বা মৃত্যু যোগ্য কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি তবে আমি মরিতে অস্বীকার করি না কিন্তু যে২ বিষয়ে ইহারা আমার অপবাদ করিতেছে তাহাতে যদি কিছু নাই তবে তাহারদের স্থানে আমাকে সমর্পণ করিতে কেহ পারিবে না আমি
১২ কাইসরের স্থানে বিচার চাহি। তখন ফেষ্টস মন্ত্রি সভার সহিত বিবেচনা করিয়া উত্তর দিলেন তুমি কি কাইসরের স্থানে বিচার চাহ ভাল তুমি কাইসরের

১৩ নিকটে যাইবাই। পরে কএক দিবস গত হইলে রাজা আগ্রিপা বেরনিকির সহিত ফেষ্টসের সম্ভাষণে
১৪ কাইসারিয়ায় আগমন করিলেন। এবং সেখানে তাহারদের অনেক দিবস থাকা হইলে ফেষ্টস পাওলের কথা রাজাকে গোচর করিয়া কহিলেন এক মনুষ্য আছে যাহাকে ফিলিক্স বন্ধনে ছাড়িয়া গেলেন।
১৫ তাহার কথা যখন আমি য়িরোশলমে ছিলাম তখন য়িহোদীরদের প্রধান যাজক ও প্রাচীন লোক আমার স্থানে নিবেদন করিয়া তাহার প্রতি দণ্ডের আজ্ঞা
১৬ যাচ্ঞা করিল। তাহারদিগকে আমি উত্তর দিলাম যে অপবাদিত অপবাদকেরদের সহিত মুখামুখি না হইলে এবং আপনার প্রতি যে দোষের অপবাদ হইয়াছে তাহার জন্য আপন প্রত্যুত্তর করিবার অবকাশ না পাইলে কোন মনুষ্যের মরণার্থ সমর্পণ
১৭ করা রুমী লোকের ধারা নহে। অতএব সে সকল এখানে আইলে পরে আমি অব্যাজে তাহার পরদিবসে বিচার আসনে বসিয়া সেই মনুষ্যকে বাহির করিয়া
১৮ আনিতে আজ্ঞা দিলাম। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অপবাদকেরা দাঁড়াইয়া যে প্রকার কর্ম্ম আমি অনুমান করিয়াছিলাম এমত কর্ম্মের অপবাদ তাহারা করিল
১৯ না। কিন্তু আপনারদের ধর্ম্ম বিষয় এবং এক জন য়িশু যে মরিয়াছিল যাহার জীবমান হওয়া পাওল

নিশ্চয় করিয়া কহিল তাহারও বিষয়ে কতেক তত্ত্ব
২০ বলিয়া তাহার দোষে ধরিল। অতএব এমন বিষয়ক
তত্ত্ব পুস্তকে আমার সন্দেহ হইলে আমি কহিলাম যে
তোমার ইচ্ছা যদি হয় তবে তুমি য়িরোশলমে যাইয়া
২১ সেখানে ও সকল বিষয়ে বিচারিত হইবা। কিন্তু
পাওল শ্রীযুত চক্রবর্ত্তির কর্ণগোচর কারণ আপন
রক্ষা হওনের নিবেদন করিলে আমি আজ্ঞা দিলাম
যে তাহাকে যাবৎ আমি কাইসরের নিকটে পাঠাইতে
২২ না পারি তাবৎ তাহার রক্ষা করা যায়। তখন
আগ্রিপা ফেষ্টসকে কহিলেন আমি আপনি সে
মনুষ্যের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি সে কহিল কল্য
২৩ আপনি তাহার কথা শুনিবেন। অতএব পরদিবসে
আগ্রিপা ও বেরনিকি বড় ঐশ্বর্য্যে প্রধান সেনাপতিগণ
ও নগরের প্রধান লোকের সহিত শ্রবণস্থানে প্রবেশ
করিলে পরে ফেষ্টসের আজ্ঞাতে পাওল সাক্ষাতে
২৪ আনা গেল। তখন ফেষ্টস কহিলেন হে রাজন
আগ্রিপা ও তোমরা আমারদের সাক্ষাদ্বর্ত্তি সকল
এই যে মনুষ্য তোমরা দেখিতেছ তাহার বিষয়ে
য়িহোদীরদের সমূহ য়িরোশলমে এবং এখানে আমাকে
নিবেদন করিয়া চেঁচাইয়া কহিয়াছে যে তাহার আর
২৫ বাঁচা অনুচিত। কিন্তু সে কিছু মরণ যোগ্য কর্ম্ম
করিয়াছে তাহা আমি ঠাহরাইতে পারিলাম না

তথাচ সে আপনি শ্রীযুত মহামহিম চক্রবর্ত্তির স্থানে বিচারিত হইতে চাহিলে আমি তাহাকে প্রেরণ করিতে
২৬ স্থির করিলাম। অতএব ইহার বিষয় মহামহিমের স্থানে কোন নিশ্চিত কথা লিখিবার প্রমাণ না পাইয়া আমি তোমারদের সাক্ষাতে এবং বিশেষত আপনকার সাক্ষাতে হে রাজন আগ্রিপা তাহাকে আনাইয়া দিয়াছি তাহাতে যাচা গেলেপর আমি কিছু লিখিবার
২৭ প্রসঙ্গ যেন পাই। কেননা যে দোষেতে সে অপবাদিত হইয়াছে তাহার বিশেষণ না লিখিলে বন্দীর প্রেরণ করা আমাকে অনুচিত দেখায়।

ষড়্বিংশতি অধ্যায়

তখন আগ্রিপা পাওলকে কহিলেন তোমাকে আপন কথা কহিতে আজ্ঞা হইল তখন পাওল হাত
২ বিস্তার করিয়া আপন উত্তর করিতে লাগিল। হে রাজন আগ্রিপা যে সকল বিষয়ে আমি য়িহোদী লোক হইতে অপবাদিত হইয়াছি যে তাহার কারণ আজি আমি আপনকার সাক্ষাতে আপন প্রতিভাষ করিতে পাই ইহা আমি আপন পরমভাগ্য করিয়া মানি।
৩ বিশেষে এই নিমিত্ত যে য়িহোদীরদের নীতি ও তত্ত্ব সকল আপনি প্রজ্ঞ আছেন অতএব আমি মিনতি করি যে আপনি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক আমার কথা
৪ অবধান করেণ। আমার যুবাবস্থা যে প্রথমাবধি

আমার নিজ লোকের মধ্যে য়িরোশলমে গত হইয়াছে
সে অবধি আমার কিরূপ আচরণ সকল য়িহোদীরা
৫ জ্ঞাত আছে। তাহারা প্রথম হইতেই আমাকে জানে
যদিনু প্রমাণ দিতে তাহারদের ইচ্ছা যে আমারদের
ধর্ম্মের শুদ্ধমত্ত্ব মতানুক্রমে আমি ফারিসী আচারী
৬ ছিলাম। অতএব ঈশ্বর হইতে যে অঙ্গীকার
পিতৃগণের স্থানে করা গিয়াছিল তাহার আশা প্রযুক্ত
৭ আমি এখন বিচার দায়ী হইয়া দাঁড়াইতেছি। সেই
অঙ্গীকার আমারদের দ্বাদশ গোষ্ঠী দিবা রাত্রি
অনবরতে ঈশ্বরের সেবা করিয়া প্রাপ্ত হইতে ভরসা
করে ও সেই ভরসার কারণ হে রাজন আগ্রিপা আমি
৮ য়িহোদীরদিগ হইতে অপবাদিত হইয়াছি। ঈশ্বরেতে
মৃত লোকেরদের পুনরুত্থান করা ইহা তোমারদের
৯ স্থানে অবিশ্বাস্য কথা কেন দেখায়। আমি ও আপন
মনে নিতান্ত বুঝিলাম যে য়িশু নাজরেথীর নাম বিরুদ্ধে
১০ নানা কর্ম্ম করিতে আমার উপযুক্ত। তদনুক্রমে আমি
য়িরোশলমে করিলাম এবং প্রধান যাজকেরদের
স্থানে যোগ্যতা পাইয়া আমি অনেক২ পুণ্যবানের
দিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিলাম ও যখন তাহারা
বধ করাগেল তখন আমি তাহারদের বিপক্ষে আপন
১১ কথা দিলাম। এবং সকল সিনাগগের মধ্যে বারে২
শাস্তি দিয়া তাহারদিগকে অপনিন্দা কথা কহিতে

বলাৎকার করিলাম এবং তাহারদের প্রতি অত্যন্ত চণ্ড হইয়া আমি অন্য দেশীয় নগর পর্য্যন্তই তাহারদিগকে

২৬।১৩ তাড়না করিলাম। এবং সেই উপলক্ষে প্রধান যাজকগণ হইতে যোগ্যতা এবং আজ্ঞাপত্র পাইয়া দমস্কে যাইতে২ মধ্যাহ্নে হে রাজন পথের মধ্যে আমি স্বর্গ হইতে সূর্য্যের তেজাধিকে তেজস্কর এক জ্যোতি আমার ও স্বসমিভ্যারিগণের চতুষ্পার্শ্বে প্রকাশমান দেখিলাম।

১৪ পরে আমরা সকলেই ভূমিতে পড়িয়া আমি আপন প্রতি এক রব ইব্রানী ভাষা বলিতে শুনিলাম যে হে শাওল২ কেন আমাকে তাড়না করিতেছ কাঁটার উপর

১৫ লাথি মারা তোমার কঠিন বিষয়। তখন আমি বলিলাম তুমি কে প্রভো এবং তিনি আমাকে কহিলেন

১৬ আমি য়িশু যাহাকে তুমি তাড়না করিতেছ। কিন্তু উঠ স্বপায়ে দাঁড়াও কেননা যে সকল তুমি দেখিয়াছ এবং

১৭ যাহাতে আমি তোমার স্থানে দেখা দিব। উভয়ের বিষয়ে আমি তোমাকে সেবক ও সাক্ষী করিয়া স্বলোক ও ভিন্নদেশিলোক যাহারদের নিকটে আমি এখন তোমাকে পাঠাই তাহারদের বশ হইতে তোমাকে

১৮ রক্ষা করিয়া তাহারদের চক্ষু খুলিবার কারণ। এবং অন্ধকার হইতে দীপ্তির প্রতি ও শয়তানের বশ হইতে ঈশ্বরের প্রতি তাহারদিগকে ফিরাইবার কারণ যেন তাহারা পাপের ক্ষমা পায় এবং আমাতে বিশ্বাস

দ্বারা যে সকল পরিষ্কৃত হয় তাহারদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্তে আমি তোমাকে দর্শন দিলাম।
১৯ সে কাল হইতে হে রাজন আগ্রিপা আমি সেই স্বর্গীয়
২০ দর্শন প্রতি অনাজ্ঞাবহ হইনাই। কিন্তু প্রথমে দম্মস্ক নিবাসিরদিগকে ও য়িরোশলমে ও য়িহুদা দেশ সমুদায়ে এবং ভিন্নদেশিয়দিগকে আমি প্রচার করিয়াছি যে মন ফিরাণ করিয়া ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া মন ফিরাণের উপযুক্ত ক্রিয়া করিতে তাহারদের আবশ্যক।
২১ ইহার বিষয়ে য়িহোদীরা আমাকে মন্দিরে ধরিয়া
২২ নিজ হাতে বধ করিতে উদ্যোগ করিল। অতএব ঈশ্বর হইতে সাহায্য পাইয়া যে কর্ম্ম ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ
২৩ ও মূশা কহিলেন যে হইবে। যে খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়া মৃত্যু হইতে উত্থান করণের প্রথম জন হইয়া স্বলোক ও ভিন্নদেশিলোকের প্রতি দীপ্তি প্রকাশ করিবেন তদ্ব্যতিরেক আর কিছু না কহিয়া আজি পর্য্যন্ত আমি ছোট বড় উভয়েরদিগকে প্রমাণ দিয়া আসিতেছি।
২৪ এই মত আপন প্রতি ভাষ করিতে ২ ফেস্তস উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন হে পাওল তুমি হতজ্ঞান আছ বহু বিদ্যা
২৫ অভ্যাসে উন্মত্ত হইলা। কিন্তু সে উত্তর দিল আমি
২৬ উন্মত্ত নহি পরম পূজনীয় ফেস্তস কিন্তু সত্য ও স্বজ্ঞানীয় কথা কহিতেছি। কেননা রাজা একথা জ্ঞাত আছেন যাঁহার সাক্ষাতে আমি নির্ভয় ও কহি কেননা আমার

প্রবোধ আছে যে ইহার কোন কর্ম্ম তাঁহার অগোচর
২৭ নহে কেননা তাহা কোণেতে করা যায় নাই। হে রাজন
আগ্রিপা আপনি নাকি ভবিষ্যদ্বক্তারদিগকে প্রত্যয়
করেণ আমি জানি যে আপনি প্রত্যয় করিতেছেন।
২৮ তখন আগ্রিপা পাওলকে কহিলেন তুমি প্রায় আমাকে
২৯ খ্রীষ্টিয়ান হইবার কারণ মন লওয়াইয়াছ। তখন পাওল
কহিল ঈশ্বর যেন করেণ যে আপনি কেবল নহে কিন্তু
আজি যে সকল আমার কথা শ্রবণ করে তাহারাও এই
বন্ধন ব্যতিরেক প্রায় এবং সমুদায় আমার মত হয়।
৩০ এ কথা কহিলে রাজা ও রাজকর্ত্তা ও বেরনিকী ও
৩১ তাহারদের সভাস্থগণ উঠিলেন। এবং নিভৃতি স্থানে
গিয়া তাহারা পরস্পর আলাপ করিয়া কহিল এই
মনুষ্য মরণ কিম্বা বন্ধন যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই।
৩২ তখন আগ্রিপা ফেস্তসকে কহিলেন এ মনুষ্য যদি
কাইসরের স্থানে বিচার না চাহিত তবে সে মুক্ত হইতে
পারিত।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

অতএব ইতালিয়া দেশে আমারদের সমুদ্র গমন
নিশ্চয় হইলে য়ুলিয়স নামে অগস্তান জঠার এক জন
শতসেনারপতিকে তাহারা পাওল ও আর কতক বন্দির
২ দিগকে সমর্পণ করিল। পরে আমরা আদ্রামিট্টির এক
জাহাজে চড়িয়া আসিয়া অঞ্চলের তীর হইয়া যাইতে

মনস্থ করিয়া লঙ্গর উঠাইলাম ইহাতে আরিষ্টার্খন মাকিদনী তসলোনিকার নিবাসি এক জন আমারদের
৩ সমিভ্যারে ছিল। পরদিবসে আমরা শীদনে লাগান করিলাম এবং পাওলের প্রতি জুলিয়স সানুকূল্য ব্যবহার করিয়া তাহাকে আপন বন্ধুগণের স্থানে যাইতে এবং তাহারদের সঙ্গে প্রাণ জুড়াইতে বিদায় দিলেন।
৪ পরে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা কুপ্রসের নামোতে গমন করিলাম।
৫ এবং কিলিকিয়া ও পম্পলিয়ার সম্মুখ সমুদ্রের পার হইয়া লিকিয়া দেশের মিরা এক নগরে পৌঁছিলাম।
৬ সেখানে শতসেনারপতি ইতালিয়ায় চলিবার উদ্যত একটা ইস্কান্দ্রিয়ার জাহাজ পাইয়া তিনি তাহাতে
৭ আমারদিগকে চড়াইয়া দিলেন। পরে বাতাস বাধা পাইয়া অনেক দিবস ধীরে২ গমন করিলে পরে ক্নিদশের সম্মুখ পাইয়া আমরা ক্রেতের নীচে সাল্মোনের
৮ সম্মুখ হইয়া চলিলাম। এবং তাহা অনেক কষ্টে ছাটিয়া গিয়া সুন্দর কোল নামে এক স্থানে পৌঁছিলাম
৯ তাহার নিকটে লাসিয়া নগর। অতএব বহুকাল
১০ ক্ষেপণ হইলে এবং উপবাস সময়। গত হওয়াতে সমুদ্রের গমনে সংশয় হইলে পাওল তাহারদিগকে বুঝাইয়া কহিল হে মহাশয়েরা আমি বোধ পাইলাম যে এই যাত্রাতে বড় অপচয় এবং হানি হইবে কেবল

বোঝাই ও জাহাজের নয় কিন্তু আমারদের প্রাণেরও।
১১ কিন্তু শতসেনারপতি পাওলের উক্ত কথা হইতে জাহাজের মাঝি ও কর্ত্তার কথা অধিক মানিলেন।
১২ এবং ঐ কোল শীত কালের যাপনার্থে সুভিতা মত না হইলে অধিক লোক সেখান হইতে চলিতে পরামর্শ দিল যে কোনক্রমে হেমন্তের ক্ষেপণ করিতে ফনিকিতে পৌঁছে সেটা ক্রেতের এক কোল যে দক্ষিণ পশ্চিম
১৩ এবং উত্তর পশ্চিম কোণের সম্মুখে। পরে দক্ষিণ বাতাস মন্দ২ বহিলে তাহারা আপনারদের মনস্থ সিদ্ধি বুঝিয়া জাহাজ খুলিয়া ক্রেতের তট ভিড়িয়া গমন
১৪ করিল। কিন্তু অল্পকাল পরে ইউরক্লিদন নামে প্রচণ্ডতর
১৫ এক বাতাস সম্মুখে উঠিল। তাহাতে জাহাজ মহা বেগে ঠেলিত হইয়া বায়ু মুখে স্থির হইতে না পারিলে আমরা তাহাকে বাতাসের উপর ছাড়িয়া দিলাম।
১৬ পরে ক্লদা নামে এক দ্বীপের নীচে চলিয়া আমরা বহু
১৭ কষ্টে নৌকা খান রক্ষা করিলাম। এবং তাহা উঠাইলে পরে তাহারা জাহাজের তলাতে বেষ্টনীয় বন্ধন দিয়া উপায় করিতে লাগিল এবং মসিন বালির উপর পড়িতে ভয় করিয়া পাল মারিয়া ওমনি ঠেলা গেল।
১৮ পরে ঝড়েতে আমারদের অত্যন্ত টলমলান হইলে তাহার পরদিবসে তাহারা জাহাজের বোঝা হালকী
১৯ করিল। এবং তৃতীয় দিনে আমরা আপনারদের হাতে

জাহাজের সাজ সকল বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলাম।
২০ অনন্তরে অনেক দিবসাবধি সূর্য্য কিম্বা নক্ষত্রের
প্রকাশ না হইলে এবং ঝড়ের অতিবড় চোট হইলে
২১ আমারদের রক্ষা হওনের ভরসা সকলি গেল। কিন্তু
অনেক কাল অনাহারে থাকিলে পরে পাওল তাহারদের
মধ্যখানে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল হে মহাশয়েরা
তোমরা ক্রেত হইতে না খুলিয়া এবং এই অপচয় ও হানি
না পাইয়া আমার কথায় মনোযোগ করিতে তোমার
২২ দের কর্ত্তব্য ছিল। তত্রাপি এখন আমি তোমারদিগকে
সুস্থির থাকিতে বুঝাইয়া দি কেননা জাহাজ ব্যতিরেক
তোমারদের মধ্যে কোন প্রাণের ক্ষতি হবেক না।
২৩ কেননা যে ঈশ্বরের আমি আছি ও যাহার সেবা
আমি করি তাঁহার দূত এই রাত্রে আমার স্থানে
২৪ উপনীত হইয়া কহিলেন। হে পাওল ভয় করিও না
তোমাকে কাইসরের সাক্ষাতে আনা যাইতে হইবে
এবং দেখ তোমার সমুদ্রের সহগামিসকলেরদিগকে
২৫ ঈশ্বর তোমাকে দিয়াছেন। অতএব সুস্থির হউন
মহাশয়েরা কেননা যেমত আমাকে কহা গেল
সেই মতই হইবে ইহা আমি ঈশ্বরেতে দৃঢ় বিশ্বাস
২৬ করি। তথাপি এক দ্বীপের উপর আমারদের ক্ষেপণ
২৭ হইতে হইবে। কিন্তু চতুর্দ্দশ রাত্রি হইলে আদ্রিয়া
সমুদ্রে এদিগ ওদিগ টলমল হইতে ২ অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে

মল্লা লোক অনুভাবে বুঝিল যে আমরা কোন ভূমির
২৮ নিকটে কাছাইতেছি। পরে থাই পরিমাণ করিয়া
বিশ বাহুতে পাইল তদনন্তরে আর কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া
২৯ পুনরায় তৌল করিয়া পনের বাহুতে পাইল। তখন
কোন পাষাণি আড়ারীর উপর কিজানি বা পড়ে ইহা
ভয় করিয়া তাহারা পাছা হইতে চারি লঙ্গর ফেলিয়া
৩০ দিয়া দিনের প্রকাশ চাহিয়া ২ থাকিল। কিন্তু মল্লা
লোক জাহাজের অগ্রভাগ হইতে লঙ্গর ফেলিবার ছলে
৩১ নৌকাখান সমুদ্রে নামাইয়া জাহাজ হইতে পলায়ন
করিতে উদ্যত হইলে পাওল শতসেনারপতি ও সেনা
গণকে কহিল ইহারা জাহাজেতে না থাকিলে তোমার
৩২ দের রক্ষা হইতে পারিবে না। তখন সেনা লোক
৩৩ নৌকার রজ্জু ছেদন করিয়া তাহা পড়িতে দিল। এবং
দিন প্রকাশ হইতে ২ পাওল সকলেরদিগকে ভোজন
করিতে প্রার্থনা করিয়া কহিল আজি তোমরা চোদ্দ
দিবসের অপেক্ষা করিয়া উপবাসে থাকিয়া কিছু
৩৪ লও নাই। অতএব আমি প্রার্থনা করি কিছু ভক্ষ্য
খাও কেননা সে আপনারদের রক্ষার কারণ পরন্তু
তোমারদের কোন জনের মস্তক হইতে একটি চুল ও
৩৫ পড়িবে না। এই কথা কহিয়া সে রুটী লইয়া
সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরকে স্তব করিল এবং ভাঙ্গিয়া
৩৬ খাইতে লাগিল। তখন সকলে আশ্বাস পাইয়া

৩৭ তাহারাও ভোজন করিল। এবং জাহাজেতে সর্ব্বারম্ভে
৩৮ আমরা দুই শত ছেয়াত্তর প্রাণী ছিলাম। পরে
তাহারা ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া গম সকল সমুদ্রেতে
৩৯ ফেলিয়া দিয়া জাহাজকে হালকী করিল। এবং দিন
হইলে পরে কোন্ ভূমি আছে তাহা তাহারা চিনিল না
কিন্তু চড়যুক্ত এক খাল দেখিয়া তাহার মধ্যে সাধ্য
হইলে জাহাজকে মুসডাইয়া দিতে মনস্থ করিল।
৪০ অতএব লঙ্গর সকল তুলিয়া সমুদ্রের স্থানে জাহাজকে
সোঁপিয়া দিয়া পাতওয়ালের বন্ধন খসাইয়া বাতাসের
প্রতি বড় পাল উঠাইয়া কূলের দিকে অগ্র বাড়িতে
৪১ লাগিল। কিন্তু এক স্থান যাহাতে দুই সমুদ্রের সঙ্গম
ছিল এমন স্থানে পড়িয়া তাহারা জাহাজকে চড়ের
উপর ফেলিয়া দিল এবং তাহার অগ্রভাগ ঠেকিয়া
অলড় থাকিল কিন্তু তাহার পাছা তরঙ্গের চোটে ভগ্ন
৪২ হইল। তখন সেনাগণেরদের পরামর্শ হইল যে
বন্ধি লোকেরদিগকে বধ করি যে কি জানি কেহ
৪৩ হেলিয়া গিয়া পলায়ন বা করে। কিন্তু শত সেনার
পতি পাওলের রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার
দিগকে সে মনস্থ হইতে থামিয়া রাখিলেন এবং
আজ্ঞা দিলেন যাহারা হেলিতে পারে তাহারা প্রথম
৪৪ সমুদ্রে ঝাঁপদিয়া ভূমিতে যাউক। এবং বক্রীসকল
কেহ তক্তার উপরে কেহ জাহাজের কিছুর উপরে এই

মতে ঘটনাক্রমে সকলেই ভূমিতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিল।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহারা জানিতে পাইল
২ যে সে দ্বীপের নাম মেলীটা। এবং সে অসভ্য লোক
আমারদিগকে অতিশয় সানুকূল্য ব্যবহার দেখাইল
কেননা তাহারা অগ্নি জ্বালিয়া বর্ত্তমান বৃষ্টি ও শীত
নিমিত্তে আমা সকলেরদিগকে তাহার নিকটে আনিল।
৩ অনন্তর পাওল এক বোঝা কাষ্ঠ কুড়াইয়া অগ্নির উপর
রাখিতেছিল তাহাতে এক সর্প তাপ পাইয়া বাহির
৪ হইয়া তাহার হাতে লাগিল। তখন সে অসভ্য লোক
সকল সেই বিষধর তাহার হাতে লট্টকায়মান দেখিয়া
তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল যে এই মনুষ্য
অবশ্য বধী হইবে অতএব যদ্যপি ও সমুদ্র হইতে
রক্ষা পাইয়াছে তথাপি দৈব কোপ তাহাকে বাঁচিতে
৫ দেয় না। কিন্তু তিনি সে বিষালী অগ্নির মধ্যে ঝাড়িয়া
৬ ফেলিয়া কিছু বিঘ্ন পাইলেন না। তথাপি সে সকল
তাহার ফুলিয়া যাওন কিম্বা হটাৎ মরিয়া পড়ন
অপেক্ষা করিল কিন্তু অনেকক্ষণ থাকিলে পরে তাহার
কিছু বিঘ্ন না দেখিয়া তাহারা অন্যমত বুঝিয়া বলিতে
৭ লাগিল যে ইঁনি দেবতা। এবং পব্লিয়স নামে সে দ্বীপের
প্রধান মনুষ্য তাহার অধিকার সেই অঞ্চলে ছিল
তিনি আমারদিগকে আপন ঘরে লইয়া তিন দিবস

আনুকূল্য পূর্ব্বক অতিথি ব্যবহার করিলেন। এবং ঘটনাক্রমে পব্লিয়সের পিতা জ্বরেতে ও রক্তাতিসারে ব্যাধিত হইয়া শয্যাগত হইলেন ইহাতে পাওল তাহার নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিয়া তাহার উপর আপন
৯ হাত দিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। অতএব তাহা কৃত হইলে পরে সে দ্বীপের মধ্যে আর২ লোক যে ব্যাধিগ্রস্ত
১০ ছিল সে সকলও আসিয়া সুস্থ হইল। এবং তাহারা আমারদিগকে অনেক সম্ভ্রম সম্ভ্রান্ত ও করিল এবং বিদায় সময়ে আবশ্যকীয় সামগ্রী চড়াইয়া দিল।
১১ এবং তিন মাস পরে এক ইস্কান্দ্রিয়ার জাহাজ যে সেই দ্বীপেতে শীত কাল কাটাইয়াছিল ও যাহার নিদর্শন কাস্তর ও পল্লক্ম তাহাতে আমরা প্রস্থান করিলাম।
১২ পরে সরাকুস পৌঁছিয়া সেখানে তিন দিবস রহিলাম।
১৩ তথা হইতে আমরা ঘুরিয়া গিয়া রেগিয়মের সম্মুখে আইলাম এবং এক দিন পরে দক্ষিণ বাতাস উঠিলে তাহার পরদিবসে আমরা পুটিওলিতে পৌঁছিলাম।
১৪ সেখানে ভ্রাতৃগণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহারা আমার দিগকে তাহারদের সহিত সাত দিবস থাকিতে প্রার্থনা করিল এমত করিয়া আমরা রূমেরদিগে গমন
১৫ করিলাম। এবং সেখান হইতে ভ্রাতৃগণ আমারদের সম্বাদ পাইয়া আমারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিফোরম এবং তিন সরাই পর্য্যন্ত অগ্রসার করিল

এবং পাওল তাহারদিগকে দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
১৬ করিয়া সুস্থির হইল। এবং রূমে আইলে পরে শত
সেনারপতি বন্দিরদিগকে মুখ্য সেনারপতিকে সমর্পণ
করিলেন কিন্তু পাওল আপন রক্ষক এক সেনার
১৭ সহিত পৃথক বাসে থাকিতে পাইল। এবং ঘটনাক্রমে
তিন দিবস পরে পাওল য়িহোদীরদের প্রধান লোকের
দিগকে ডাকিয়া আনাইয়া যড় করিল এবং তাহারা
আসিয়া একত্র হইলে পরে সে তাহারদিগকে কহিল হে
মনুষ্য ভাতৃরা আমিতো স্বলোকেরদের কিম্বা আমার
দের পিতৃগণের নীতি বিপর্য্যয়ে কিছু করি নাই
তত্রাপি আমি য়িরোশলম হইতে রূমী লোকেরদের
১৮ হাতে বন্দী হইয়া সমর্পিত হইয়াছিলাম। ও তাহারা
আমাকে বিচার করিয়া আমাতে কোন মরণ বিষয়
না পাওয়াতে আমাকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে
১৯ ইচ্ছা করিল। কিন্তু য়িহোদীরা বাধা করিলে কাইসরের
স্থানে আমার বিচার হওনের যাচ্ঞা আবশ্যক
ছিল তাহাতে আমি আপন নিজ রাজ্যের অপবাদ
করিবার কারণ কোন বিষয় ধরিলাম তাহা নয়।
২০ অতএব ইহার কারণ তোমারদের সহিত দেখা
করিতে ও কথা কহিতে আমি তোমারদিগকে আহ্বান
করিয়াছি কেননা য়িশরালের আশা প্রযুক্তে আমি
২১ এই জিঞ্জীরে বদ্ধ হইয়াছি। তখন তাহারা কহিল

আমরা য়িহোদা দেশ হইতে তোমার বিষয়ে পত্র পাত্তি ও পাই নাই এবং যে ভ্রাতৃসকল আসিয়াছে তাহারা তোমার মন্দের কিছু বৃত্তান্তও দেয় নাই এবং
২২ কহেও নাই। কিন্তু তোমার অনুভব কি ইহা তোমার স্থানে আমরা শুনিতে চাহি কেননা এই ধর্ম্ম যে সে
২৩ সর্ব্বত্রে নিন্দিত আছে ইহা আমরা জানি। পরে তাহার কারণ এক দিন নিশ্চয় করিয়া অনেকে তাহার প্রবাসে আসিয়া সাক্ষাৎ হইল ও তিনি প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মুশার ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাণী হইতে তাহারদিগকে য়িশুর কথা বুঝাইয়া ঈশ্বরের রাজ্যের
২৪ তত্ত্ব প্রস্তাব করিলেন ও প্রমাণ দিলেন। এবং কেহ২ তাহার উক্ত কথায় প্রত্যয় করিল আর কেহ২ প্রত্যয়
২৫ করিল না। অতএব অন্যোন্যে অসম্মীলন হইলে তাহারা সভাভঙ্গ করিল পাওল ইহাতে এক কথা কহিল যে য়িশয়াহা ভবিষ্যদ্বক্তার দ্বারা আমারদের পিতৃগণের
২৬ দিগকে ধর্ম্মাত্মা ভালই কহিলেন। যে এই লোকেরদের নিকটে যাইয়া কহ শুনিতে তোমরা শুনিবা কিন্তু বুঝিবা না এবং দেখিতে তোমরা দেখিবা কিন্তু দৃষ্টি
২৭ পাইবা না। কেননা এ লোকেরদের অন্তঃকরণ মোটা হইয়াছে এবং তাহারদের কর্ণ শুনিতে ভারী এবং আপনারদের চক্ষু তাহারা মুদিয়াছে যে কিজানি বা চক্ষুতে দেখে ও কর্ণেতে শুনে ও মনেতে বুঝে পরে

তাহারদের মন ফিরাণ হয় এবং আমি তাহারদিগকে
২৮ সুস্থ বা করি। অতএব তোমারদের গোচর হউক যে
ঈশ্বরের পরিত্রাণ ভিন্নদেশিরদের স্থানে পাঠান গিয়াছে
২৯ এবং তাহারা শুনিবেই। একথা কহিলে পর য়িহোদীরা
পরস্পর বাদানুবাদ করিতে২ চলিয়া গেল। এবং
পাওল আপন ভাড়া ঘরে পূরা দুই বৎসর থাকিল
এবং যে সকল তাহার নিকটে আইল সে সকলের
দিগকে গ্রহণ করিয়া তিনি কিছু বাধা না পাইয়া
সাহস রূপে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে এবং প্রভু
য়িশু খ্রীষ্টের বিষয়ক কথা শিক্ষাইতে থাকিল।—

পাওলের পত্র রূমীরদিগকে

পুথম অধ্যায়

পাওল য়িশু খ্রীষ্টের সেবক আহ্বানিত এক প্রেরিত ঈশ্বরের সেই মঙ্গল সমাচারার্থে বিভিন্ন কৃত যে।
২ তিনি পূর্ব্বে আপন ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা ধর্ম্ম গ্রন্থে
৩ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাহা আপন পুত্র আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের বিষয় যিনি শরীরানুক্রমে দাউদের ঔরসে উৎপাদিত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মময়
৪ আত্মানুসারে মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান করাতে সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র নিশ্চয় রূপে চিহ্নিত হইলেন।
৫ যাহা হইতে আমরা অনুগ্রহ এবং প্রেরিতপদ পাইয়াছি যে তাহার নাম প্রযুক্তে সকল দেশ ধর্ম্মের
৬ আজ্ঞাবহ হয়। তাহারদের মধ্যে তোমরাও য়িশু খ্রীষ্টের

৭ আহ্বানিত। যে সকল রূমেতে ঈশ্বরের প্রিয় আহ্বানিত পুণ্যবান আছে তোমারদের প্রতি আমারদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ এবং শান্তি
৮ হউক। প্রথমতঃ আমি তোমাসকলের কারণ য়িশু খ্রীষ্ট দিয়া আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তোমার
৯ দের বিশ্বাস জগৎ সমুদায়ে বিখ্যাত আছে। কেননা ঈশ্বর যাঁহার সেবা তাঁহার পুত্রের মঙ্গল সমাচারে আমি আপন আত্মা হইতে করি তিনি আমার সাক্ষী যে আমি অনবরতে তোমারদের কথা
১০ কহি। সতত আপনার প্রার্থনার মধ্যে কাকুতি করিতেছি যে এতেক সময়ে সম্প্রতি যদি কোনক্রমে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমার শুভযাত্রা হয় আমি তোমার
১১ দের নিকটে যেন আসিতে পাই। কেননা আমি তোমারদের দেখা পাইতে অতি আকাঙ্ক্ষা করি তাহাতে আমি তোমারদিগকে কোন পারমার্থিক দান
১২ দিলে তোমরা যেন দৃঢ়স্থির হও। সে কিনা আমি তোমারদের মধ্যে থাকিয়া আমার ও তোমারদের উভয়ের বিশ্বাসে আমরা একত্রে আশ্বাস পাই।
১৩ অতএব হে ভ্রাতৃরা তোমারদের একথা অজ্ঞাত থাকা আমার ইচ্ছা নহে যে আমি তোমারদের মধ্যে যেমত আর২ ভিন্নদেশিরদের মধ্যে কিছু ফল যেন পাই তদর্থে আমি বার২ তোমারদের নিকটে আসিতে

১৪ মনস্থ করিয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত বাধা পাইয়াছি। আমি
য়ুনানীলোকেরদের ও অসভ্য লোকেরদের জ্ঞানী ও
১৫ অজ্ঞানী উভয়ের দায়ী আছি। এতদর্থে আপন
সাধ্যানুক্রমে তোমরা যে রূমেতে থাক আমি তোমার
দের স্থানেও মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে প্রস্তুত আছি।
১৬ কেননা আমি খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারেতে লজ্জিত নহি
কি জন্যে না তাহা প্রত্যেক বিশ্বাসক জনের কারণ
ঈশ্বরের পরিত্রাণ সাধনার্থ শক্তি প্রথমে যিহোদীর
১৭ প্রতি পরে য়ুনানীর প্রতিও। কেননা তাহাতে ঈশ্বরের
যাথার্থ্য বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বাসের প্রতি প্রকাশিত হয়
যে রূপ লিপি আছে সল্লোক যে সে বিশ্বাসেতে
১৮ বাঁচিবেক। কেননা যাহারা অসৎকর্ম্মেতে সত্যকে
রোধ করিয়া রাখে সেই মনুষ্যেরদের সকল অধর্ম্ম ও
অসৎকর্ম্মের উপর ঈশ্বরের কোপানল স্বর্গ হইতে
১৯ প্রকাশ হইয়াছে। কেননা ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা
জানা যায় তাহা তাহারদের মধ্যে ব্যক্ত আছে ঈশ্বরই
২০ তাহারদিগকে দেখাইয়াছেন। কেননা তাহার অদৃশ্য
বিষয় যাহা তাহা জগতের সৃষ্টি হইতে মনোযোগ
করিলে সৃষ্ট বস্তুতে প্রসন্ন রূপে দেখা যাইতেছে সে কিনা
তাঁহার অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব অতএব তাহারা বাহানা
২১ রহিত। কেননা তাহারা ঈশ্বরকে জানিয়াও ঈশ্বর
জ্ঞানে তাঁহার গুণানুবাদ করিল না এবং স্তাবক ও

হইল না কিন্তু আপনারদের ভাব্য ভাবনায় ব্যর্থ বুদ্ধি
হইল এবং তাহারদের অবোধ অন্তঃকরণ অন্ধকারাবৃত
২২ হইল আপনারদিগকে জ্ঞানবান্ বলিয়া নির্ব্বুদ্ধ
২৩ হইয়া গেল। এবং অক্ষয় ঈশ্বরের মহিমা ক্ষয় মনুষ্য
ও পক্ষী ও চতুষ্পদ জন্তু ও কীটাদির স্বরূপ প্রতিমায়
২৪ পরিবর্ত্ত করিল। এতদর্থে ঈশ্বর ও তাহারদিগকে
আপনারদের মনস্কামেতে পরস্পরে আপনারদের
শরীরের অপমান করিতে মলক্রিয়ায় পরিত্যাগ
২৫ করিলেন তাহারা ঈশ্বরের সত্যকে ব্যতিক্রম করিয়া
মিথ্যার স্থাপন করিল এবং সৃষ্টি কর্ত্তা যিনি সচ্চিদানন্দ
আমেন তাঁহার অবহেলায় সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও সেবা
২৬ করিল। ইহার কারণ ঈশ্বর তাহারদিগকে কদর্য্যকামেতে
ছাড়িয়া দিলেন কেননা তাহারদের স্ত্রীলোক স্বজাতি
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া জাতির বিপর্য্যয় যাহাতে
২৭ হয় তাহাই করিল। এবং পুরুষেরাও স্বাভাবিক রূপ
স্ত্রীসঙ্গ ব্যবহার ছাড়িয়া আপনারদের পরস্পর
কামেতে দগ্ধ হইল পুরুষ পুরুষের সহিত কদর্য্য ক্রিয়ায়
প্রবর্ত্ত এবং আপনারদিগেতে আপনারদের ভ্রান্তির
২৮ সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত। এবং যেমত তাহারা
আপনারদের জ্ঞানে ঈশ্বরকে রাখিতে চাহিল না সেই
মত ঈশ্বর তাহারদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে
অবোধ অন্তঃকরণের মধ্যে সমর্পণ করিলেন।

২৯ অন্যায়েতে লাম্পট্যে হিংসাতে লোভেতে দুর্ভাবেতে পরিপূর্ণ ঈর্ষ্যাতে বধে বিবাদে প্রপঞ্চনায় দুর্জ্জনতায়
৩০ ভরা। কাণফুস্কিরা পরোক্ষনিন্দক ঈশ্বরের দ্বেষক অত্যাচারী অহঙ্কারী আত্মগর্ব্বী কুসন্ধানী পিতৃ মাতৃ
৩১ অমানক। বুদ্ধিহীন অঙ্গীকারলঙ্ঘক মায়াহীন
৩২ নিষ্ঠুর নির্দয়। যাহারা জানে যে ঈশ্বরের প্রকৃত বিচারানুক্রমে এমত ক্রিয়াকারিরা মৃত্যু যোগ্য তথাচ তাহারা সেই মত কর্ম্ম কেবল করে না কিন্তু তাহার কারকেরদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব হে দোষবিচারক মনুষ্য কেহ হওনা কেন তুমি উত্তর রহিত আছ কেননা অন্যের বিচার যাহাতে স্থির কর তাহাতে আপনার দোষের নিশ্চয় করিতেছ কি জন্য না তুমি যে বিচারক সেই রূপ কর্ম্ম
২ করিতেছ। কিন্তু এমত কর্ম্ম কারকেরদের প্রতি ঈশ্বরের
৩ বিচার যে সে সত্যানুক্রমে আমরা জানি। কিন্তু হে মনুষ্য যে এমত কর্ম্ম কারিরদিগকে বিচার করিয়া ও আপনি তন্মত করিতেছ তুমি কি এই মত ভাবনা করহ যে ঈশ্বরের বিচার হইতে তুমি এড়াইয়া
৪ যাইবা। কিম্বা যে ঈশ্বরের আনুকূল্য তোমার মন ফিরাণের লওয়াইবার হেতু ইহা না জানিয়া তুমি কি তাহার আনুকূল্য ও ক্ষমা ও চিরকাল সহিষ্ণুতার

৫ নিধি হেয়জ্ঞান করহ। এবং তোমার কঠিনতায় ও অখেদ অন্তঃকরণের দ্বারাতে ঈশ্বরের কোপ ও প্রকৃত বিচারের প্রকাশ হওনের দিন নিমিত্তে আপনার
৬ কারণ কোপের সঞ্চয় করহ। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে
৭ আপন২ ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। যাহারা ধৈর্য্য রূপ সুক্রিয়ায় থাকাতে গৌরব ও মর্য্যাদা ও অমৃত্যুর অনুসন্ধান করে তাহারদিগকে অনন্ত জীবন।
৮ কিন্তু যাহারা বিরোধী এবং সত্যের আজ্ঞাবহ না হইয়া অযাথার্থ্যের আজ্ঞাকারী হয় তাহারদিগকে
৯ উষ্মা ও কোপ। কুকারিমনুষ্যের প্রত্যেক প্রাণের উপর বেদনা ও যন্ত্রণা প্রথমতঃ য়িহোদীর প্রতি পরে
১০ ভিন্নদেশির প্রতি। কিন্তু সুক্রিয়াকারি প্রত্যেক মনুষ্যকে গৌরব ও সম্মান ও শান্তি প্রথম য়িহোদীকে পরে
১১ ভিন্নদেশিকে। কেননা ঈশ্বরের স্থানে প্রাণির ভিন্ন
১২ ভাব নাই। কেননা ব্যবস্থা রহিত যতেক পাপ করিয়া থাকে তাহারা ব্যবস্থা রহিত নষ্টও হইবে এবং ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া যতেক পাপ করে
১৩ তাহারা ব্যবস্থার দ্বারা বিচারিত হইবে। কেননা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ব্যবস্থার শ্রোতারা নির্দোষী নহে কিন্তু ব্যবস্থার পালকেরা নির্দোষী ঠাহরা যাইবে।
১৪ কেননা ভিন্নদেশিরা যাহারদের স্থানে ব্যবস্থা নাই তাহারা যদি স্বভাবেতে ব্যবস্থার ব্যবস্থিত কথা সকল

পালন করে তবে তাহারা ব্যবস্থা বর্জ্জিত হইয়া
১৫ আপনারদের ব্যবস্থা আপনারা হয়। তাহারা ব্যবস্থার
কর্ম্ম আপনারদের মনের উপর রচিত দেখায় এবং
তাহারদের অন্তঃকরণ ও সাক্ষী দেয় ও আপনারদের
মধ্যে তাহারদের পরস্পর বিচার বিবেচনাতে দোষ
১৬ বর্ত্তায় কিম্বা নির্দ্দোষী ঠাহরায়। সেই দিবসে যখন
আমার মঙ্গল সমাচারানুক্রমে ঈশ্বর যিশু খ্রীষ্টের
দ্বারাতে মনুষ্যেরদের গুপ্ত কথা বিচার করিবেন।
১৭ দেখ তুমি য়িহুদী নাম ধরিতেছ ও ব্যবস্থার উপর
অবলম্বন করিতেছ ও ঈশ্বরেতে গৌরব করিতেছ।
১৮ ব্যবস্থা হইতে শিক্ষিত হইয়া তাহার ইচ্ছা জানিতেছ
১৯ এবং ভেদ কথার বিশেষজ্ঞ আছ। অপর তোমার
নিশ্চয় জ্ঞান আছে যে তুমি আপনি অন্ধলোকের
২০ পথপ্রদর্শক অন্ধকারাবৃত লোকের দীপক। অজ্ঞানিরদের
শিক্ষক ছাওয়ালেরদের গুরু ব্যবস্থার মধ্যে যে জ্ঞান
২১ ও সত্য তাহার প্রকরণ ধারী আছ। অতএব তুমি
যে অন্যকে শিক্ষাইতেছ কি আপনার শিক্ষা করাহ
না তুমি যে মনুষ্যের চৌর্য্য করা অকর্ত্তব্য বলিয়া
২২ উপদেশ দিতেছ তুমিই নাকি চোরী করহ। তুমি যে
মনুষ্যকে পরদার করিতে নিষেধ করিতেছ তুমিই
নাকি পরদার করহ তুমি যে বিগ্রহের প্রতি কদর্য্য
বাসিতেছ তুমি কি পূজার সামগ্রী অপহরণ করহ।

২৩ তুমি যে ব্যবস্থাতে গৌরব করিতেছ ব্যবস্থার লঙ্ঘনে
২৪ তুমিই নাকি ঈশ্বরের অপমান করহ। কেননা
তোমারদের কারণে ভিন্নদেশিলোকের মধ্যে ঈশ্বরের
২৫ নাম নিন্দিত আছে যে রূপ লিপি আছে। অতএব
যদি ব্যবস্থা পালন করহ তো অবশ্য সুন্নতের ফল হয়
কিন্তু যদি ব্যবস্থার লঙ্ঘক হও তবে তোমার সুন্নত
২৬ অসুন্নত হইআছে। এতদর্থে যদি অসুন্নতীরা ব্যবস্থার
প্রাকৃতার্থ বিধান পালন করে তবে কি তাহার অসুন্নত
২৭ সুন্নত করিয়া গণিত হইবে না। বরঞ্চ স্বাভাবিক
অসুন্নত যদি ব্যবস্থা পূর্ণ করে তবে সে কি তোমার
দোষ নিশ্চয় করিবে না যে অক্ষর ও সুন্নত দ্বারা
২৮ ব্যবস্থার লঙ্ঘণ করিতেছ। কেননা বাহ্যেতে যে য়িহোদী
সে য়িহোদী নয় এবং বাহ্যরূপ সুন্নত যাহা মাংসেতে হয়
২৯ সে সুন্নতও নয়। কিন্তু অভ্যন্তরে যে য়িহোদী সেই সে
হয় এবং সুন্নত তাহা যে অন্তঃকরণীয় আত্মার মধ্যে
হয় অক্ষরেতে নয় যাহার প্রতিষ্ঠা মনুষ্য হইতে হয় না
কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

তবে য়িহোদীর লাভ বা কি ও সুন্নতের ফল বা কি।
২ সর্ব্ব মতে বাহুল্য বিশেষতঃ এই যে তাহারদের স্থানে
৩ ঈশ্বরের প্রকাশবাণী গচ্ছিত হইয়াছিল। আর যদি
কেহ অপ্রত্যয় করিল তাহাতে কি করে তাহারদের

৪ প্রত্যয়ে কি ঈশ্বরের প্রত্যয় নির্ম্মূল করিবে। এমন যেন না হয় সকল মনুষ্য মিথ্যাবাদী হউক কিন্তু ঈশ্বর তো সত্য হউন যেমন লিপি আছে তুমি আপন বাক্যে যেন প্রকৃতার্থ ঠাহরা যাও এবং বিচারেতে আহ্বানিত
৫ হইয়া পরাজয় করহ। কিন্তু যদি আমারদের অযাথার্থ্যে ঈশ্বরের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা প্রায় তবে কি বলিব ঈশ্বর কি সমুচিত দণ্ড করিলে অন্যায়ী হন আমি মনুষ্যের
৬ মত কহি। এমন যেন না হয় এমন হইলে তো ঈশ্বর
৭ কি রূপে জগতের বিচার করিবেন। কেননা যদি আমার মিথ্যা কথার দ্বারা ঈশ্বরের কীর্ত্তি আপন সত্যের ব্যাপনে প্রকাশ হয় তবে আমি বিচারেতে কেন
৮ পাপী ঠাহরা যাই। বরং কেন কহিব না যেমত আমরা নিন্দিত আছি এবং কেহ কহে যে আমরা স্থির করিয়াছি যে ভাল হইবার কারণ আমরা মন্দ করি যাহারদের
৯ দণ্ডের নিশ্চয় প্রকৃত। তবে কি আমারদের শ্রেষ্ঠতা আছে কদাচ না কেননা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ দিয়াছি যে য়িহোদীরা ও ভিন্নদেশিরা সকলেই পাপের বশীভূত।
১০ যেমত লিপি আছে প্রাকৃতার্থিক কেহ নাই একটীও নাই।
১১ যে বুঝে এমন কেহ নাই যে ঈশ্বরের উদ্দেশ করে
১২ এমন কেহ নাই। সকলেই বিপথগামী সর্ব্ব শুদ্ধা নির্ম্মূলা যে ভাল কর্ম্ম করে এমন কেহ নাই একটীও
১৩ নাই। তাহারদের গলা অনাচ্ছাদিত কবর তাহারদের

জিহ্বাতে প্রপঞ্চ কথা তাহারদের ঠোঁটের নীচে সর্পের
১৪ গরল। তাহারদের মুখ শাপ বাণী ও তিক্ততায় পূর্ণ।
১৫।১৬ তাহারদের পা রক্তপাত করিতে দ্রুত। তাহারদের পথে
১৭ বিনাশ ও ক্লেশ। এবং কুশলের পথ তাহারা জানে নাই।
১৮।১৯ তাহারদের চক্ষু গোচরে ঈশ্বরের ভয় নাই। এখন
তো আমরা জানি যে ব্যবস্থাটা যাহা বলে তাহা
ব্যবস্থার বশীভূতেরদিগকে বলিতেছে তাহাতে প্রতি
মুখ যেন রুদ্ধ হয় এবং জগৎ সমুদায় ঈশ্বরের
২০ সাক্ষাতে দোষগ্রস্ত থাকে। অতএব তাহার গোচরে
কোন প্রাণী ব্যবস্থার ক্রিয়াতে নির্দ্দোষী ঠাহরা
যাইবেক না কেননা ব্যবস্থা হইতে পাপের জ্ঞান।
২১ কিন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেক ঈশ্বরের যাথার্থ্য ব্যবস্থা
ও ভবিষ্যদ্বাণী গ্রন্থেতে প্রামাণ্য হইয়া প্রকাশ
২২ হইয়াছে। বটে য়িশু খ্রীষ্টের বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরেরি
যাথার্থ্য সকলের প্রতি ও সকলের উপর যাহারা
২৩ প্রত্যয় করে কেননা কিছু ভিন্ন ভেদ নাই। কেননা
সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের কীর্ত্তির ত্রুটী
২৪ করিয়াছে। এবং তাঁহার অনুগ্রহ হইতেই তাহারা
অমনি নির্দ্দোষী ঠাহরা যায় সেই উদ্ধার যোগে যে
২৫ য়িশু খ্রীষ্টেতে আছে। যাহাকে ঈশ্বর তাহার রক্তেতে
বিশ্বাস দ্বারা তোষনার্থ বিষয় করিয়া ব্যক্ত
করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরের ক্ষান্তি পূর্ব্বক যে পাপ

সকল গত হইয়াছে তাহার মোচনে আপন যাথার্থ্য
২৬ যেন স্পষ্ট দেখান। তাহার যাথার্থ্য এই বর্ত্তমান
কালেই স্পষ্ট দেখাইতে যেন আপনি যথার্থ থাকেন
এবং যে যিশুতে বিশ্বাস করে তাহার নির্দ্দোষী
২৭ ঠাহরণ্যা। তবে গৌরব করা কোথায় সেই তো রুদ্ধ
হইল কি বিধানে নাকি ক্রিয়ার তা নহে কিন্তু
২৮ প্রত্যয়ের বিধানে। অতএব আমরা স্থির করিলাম যে
ব্যবস্থার ক্রিয়া ব্যতিরেকে মনুষ্যেরা নির্দ্দোষী ঠাহরা
২৯ যায়। ঈশ্বর কি য়হোদীরদের ঈশ্বর কেবল তিনি কি
ভিন্নদেশিরদের ঈশ্বর নহেন অবশ্য ভিন্নদেশিররদের
৩০ ঈশ্বর ও আছেন। তিনি এক ঈশ্বর যে বিশ্বাস দিয়া
সুন্নতেরদিগকে ও বিশ্বাস দ্বারা অসুন্নতেরদিগকে
৩১ নির্দ্দোষী ঠাহরাইয়া দিবেন। তবে কি বিশ্বাস দিয়া
আমরা ব্যবস্থাকে নিবর্ত্ত করি এমন যেন না হয়
বরং আমরা ব্যবস্থাকে স্থৈর্য্য করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

তবে আমারদের শরীরানুসারিক পিতৃ আবরহাম
২ কি পাইয়াছেন ইহার কি করিব। কেননা যদি
আবরহাম ক্রিয়া হইতে নির্দ্দোষী ঠাহরা গেলেন তবে
তাহার গৌরব করিবার বিষয় আছে কিন্তু ঈশ্বরের
৩ সাক্ষাতে নহে। কেননা ধর্ম্মগ্রন্থ কি বলে আবরহাম
ঈশ্বরেতে প্রত্যয় করিলেন এবং সেই তাহার স্থানে

৪ যাথার্থ্যের কারণ গণা গেল। অতএব যে ব্যক্তি ক্রিয়া করে তাহার স্থানে পুতিফল অনুগ্রহের ভাবে গণা
৫ যায় না কিন্তু দাওয়ার ভাবে। কিন্তু যে ক্রিয়া না করিয়া অধার্ম্মিকেরদের নির্দ্দোষী ঠাহরাকর্ত্তার উপর পুত্যয় করে তাহার বিশ্বাস যাথার্থ্যের কারণ
৬ গণা যাইতেছে। যেমত দাউদ সেই মনুষ্যের কল্যাণ বর্ণনা করিতেছে যাহার পুতি ঈশ্বর ক্রিয়া ব্যতিরেকে
৭ যাথার্থ্যের গণনা করেণ। যে ধন্য তাহারা যাহার দের অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে এবং যাহারদের পাপ
৮ সকল আচ্ছাদিত হইল। ধন্য সে ব্যক্তি যাহার
৯ স্থানে যিহুহা পাপের গণনা করেণ না। তবে এই মঙ্গল কেবল সৌন্নত্যের উপর আইসে কিম্বা অসৌন্নত্যের ও উপর আইসে কেননা আমরা কহি যে আবরহামের স্থানে পুত্যয় যাথার্থ্যের কারণ গণিত
১০ ছিল। তবে কি রূপে গণিত ছিল যখন তিনি সৌন্নত্যে ছিলেন কিম্বা অসৌন্নত্যে সৌন্নত্যে নয় কিন্তু
১১ অসৌন্নত্যে। এবং যে সকল অসুন্নতী হইয়া পুত্যয় করে তাহারদের পিতৃ হইবার কারণ তিনি সুন্নতের চিহ্ন পাইলেন সেই পুত্যয়ের যাথার্থের মোহর যে তিনি অসুন্নতী হইয়া ধরিয়াছিলেন তাহাতে যেন
১২ তাহারদের স্থানেও যাথার্থ্যের গণনা হয়। এবং যে সকল কেবল সৌন্নত্যের মধ্যে নহে কিন্তু আমারদের

পিতৃ আবরহামের অসুন্নত থাকা প্রত্যয়ের পদ চিহ্নেতে ও গতি করে ইহারদের প্রতি সৌন্নত্যের পিতৃ।
১৩ কেননা তাহার জগতাধিকারী হওনের অঙ্গীকার আবরহামকে কিম্বা তাহার বংশকে ব্যবস্থার দ্বারাতে দেওয়া গেল না কিন্তু প্রত্যয়ের যাথার্থ্যের দ্বারা।
১৪ কেননা যদি ব্যবস্থার আশ্রিতেরা অধিকারী হয় তবে
১৫ প্রত্যয় ব্যর্থ হইল এবং অঙ্গীকারটা নিষ্ফল। কি জন্যে না ব্যবস্থাতে কোপ জন্মাইতেছে কেননা যেখানে
১৬ ব্যবস্থা নাই সেখানে আজ্ঞা লঙ্ঘন ও নাই। অতএব তাহা প্রত্যয়েতে হইয়াছে যেন অনুগ্রহের দ্বারাতে হয় তাহাতে যেন সন্তান সমূহের প্রতি অঙ্গীকারটা নিশ্চিত হয় কেবল ব্যবস্থার আশ্রিতেরদের প্রতি নহে কিন্তু
১৭ আবরহামের প্রত্যয়াশ্রিত লোকেরদের প্রতিও। যিনি আমা সকলের পিতা আছেন তাহার সদৃশ যাহাতে বিশ্বাস করিলেন সে কে না ঈশ্বর যে মৃতলোকের দিগকে জীবাইতেছেন ও নাস্তিবস্তুকে অস্তি জ্ঞানে ডাকিতেছেন যেমত লিপিয়াছে আমি তোমাকে অনেক
১৮ রাজ্যের পিতৃ করিয়া দিয়াছি। তিনি ভরসা রহিত হইয়া সভরসায় বিশ্বাস করিলেন যে আপনি অনেক রাজ্যের পিতৃ হইবেন যেমত উক্ত হইয়াছিল যে তোমার
১৯ বংশ এমনি হইবে। এবং প্রত্যয়ে অশক্ত না হইয়া তাহার শত বৎসরের বয়স প্রায় হইলে তিনি এখন

আপন শরীরকে মৃতজ্ঞান করিলেন না এবং শারার
২০ গর্ব্বের মৃত্যুতা ও গণনা করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের
অঙ্গীকার প্রতি অপ্রত্যয়েতে দ্বিধা করিলেন না কিন্তু
২১ ঈশ্বরের মহিমা মানিয়া প্রত্যয়ে দৃঢ় হইলেন। এবং
নিশ্চয় বুঝিলেন যিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিনি
২২ তাহার পালন করিতে শক্তিবন্ত আছেন। অতএব সেই
২৩ তাহার স্থানে যাথার্থ্যের কারণ গণনা হইল। কিন্তু সেই
যে তাহার স্থানে গণনা হইয়াছে ইহা কেবল তাহার
২৪ স্বকীয় বিষয়ে গ্রন্থিত ছিল না কিন্তু আমারদের
বিষয়েও যাহারদের স্থানে তাহা গণিত হইবে যদি
আমরা তাহার উপর বিশ্বাস করি যিনি আমারদের
২৫ প্রভু য়িশুকে মৃত্যু হইতে উঠাইলেন। যিনি আমার
দের অপরাধ নিমিত্তে সমর্পিত ছিলেন এবং আমার
দের নির্দোষ ঠাহরা প্রযুক্তে পুনর্ব্বার উঠিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অতএব প্রত্যয় যোগে নির্দোষী ঠাহরা গিয়া ঈশ্বরের
সহিত প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমারদের সম্মীলন
২ হইয়াছে। যাহার দ্বারা প্রত্যয়যোগে সেই অনু
গ্রহেতে আমারদের প্রবেশ ও হইয়াছে যাহাতে আমরা
স্থির হইয়া থাকি এবং ঈশ্বরের বৈভবের আশাতে
৩ আহ্লাদ করিতেছি। এবং তাহা কেবল নহে বরঞ্চ
আমরা ক্লেশেতেও গৌরব করিতেছি এই জ্ঞাত যে

৪ ক্লেশেতে সহিষ্ণুতা হয় এবং সহিষ্ণুতায় পরীক্ষিত জ্ঞান
৫ ও পরীক্ষিত জ্ঞানেতে ভরসা। এবং ভরসা লজ্জিত
করায় না কেননা ধর্ম্মাত্মা যে আমারদিগকে দেওয়া
গিয়াছে তাহার দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমারদের মনে
৬ ঢালা যাইতেছে। কেননা আমরা সাধ্যহীন থাকিতেই
খ্রীষ্ট অধার্ম্মিকেরদের কারণ শুভক্ষণে মরিলেন।
৭ তবে প্রাকৃতার্থিক মনুষ্যের কারণ কেহ প্রায় মরিবে
না কদাচিৎক্রমে ভাল মনুষ্যের বিষয়ে কেহবা মরিতে
৮ সাহসিক হয়। কিন্তু ঈশ্বর আমারদের প্রতি আপন
প্রেম ইহায় গ্রাহ্যতম প্রকাশ করিয়াছেন যে আমরা
পাপী থাকিতেই খ্রীষ্ট আমারদের কারণ মরিলেন।
৯ অতএব তাহার রক্তেতে নির্দোষী ঠাহরা গিয়া আমরা
ততোধিকে তাহার দ্বারা দণ্ড কোপ হইতে রক্ষা
১০ পাইব। কেননা যদি আমরা শত্রু হইয়া তাহার
পুত্রের মরণে ঈশ্বরের সহিত সম্মীলন পাইলাম ততো
ধিকে মিলিয়া আমরা তাঁহার জীবনে রক্ষা পাইব।
১১ এবং তাহা কেবল নহে কিন্তু য়িশু খ্রীষ্ট আমারদের
প্রভু যাহার দ্বারাতে আমরা এখন সম্মীলন পাইয়াছি
১২ তাহা দিয়া আমরা ঈশ্বরেতে গৌরবও করি। অতএব
যেমত এক মনুষ্যের দ্বারা পাপ ও পাপের দ্বারা
মৃত্যু জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল সেই মত ও সকলি
পাপী হইলে সকল মনুষ্যের উপর মৃত্যু আনিয়া

১৩ বর্ত্তিল। কেননা ব্যবস্থার কাল পর্য্যন্তই জগতের মধ্যে পাপ ছিল কিন্তু যেখানে কোন ব্যবস্থা নাই
১৪ সেখানে পাপের গণনা হয় না। তত্রাপি আদমাবধি মুশা পর্য্যন্তই মৃত্যুর অধিকার ছিল বরং তাহারদের উপর যাহারা আদমের অপরাধের সদৃশ পাপ করিয়া
১৫ ছিল না সেই তাহার নিদর্শন যাহার আগমন হইবার অপেক্ষা ছিল। কিন্তু অপরাধ যাদৃশ হয় তাদৃশ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দান নহে কেননা যদিস্যাৎ এক জনের অপরাধে অনেকে মরিয়াছে তথাচ এক জনের অর্থাৎ য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহ হইতে যে দান তাহা অনেকেরদিগকে ততোধিকে বিস্তারিত হইয়াছে।
১৬ এবং এক জন পাপ করিলে যেমত ছিল সেই মত দানটা নহে কেননা এক দোষের বিচারে দণ্ড নিশ্চয় হইল কিন্তু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দান যে সে অনেক অপরাধ
১৭ হইতে নিরাপরাধ ঠাহরা প্রাপ্তি। অপর যদি এক মনুষ্যের অপরাধে মৃত্যুর অধিকার একেতে হইল তবে যে সকল বাহুল্য রূপ অনুগ্রহ এবং যাথার্থ্যের দান পাইতেছে সে সকল ততোধিকে একের অর্থাৎ য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা জীবনে অধিকার করিবে।
১৮ অতএব যেমত এক অপরাধের ফল সকল মনুষ্যের উপর দণ্ড নিমিত্তে বর্ত্তিল সেই মত এক যথার্থ ক্রিয়ার ফল সকল মনুষ্যের উপর জীবনার্থ নির্দ্দোষী ঠাহরার

১৯ কারণ বর্ত্তিল। কেননা যেমন এক মনুষ্যের আজ্ঞা লঙ্ঘনে অনেকে পাপী ঠাহরা গেল তেমন এক জনের
২০ আজ্ঞা পালনে অনেকে যথার্থও ঠাহরা যাইবে। অপর ব্যবস্থার প্রবেশ দোষের ব্যাপনার্থে ছিল কিন্তু যেখানে পাপ বিস্তারিত ছিল সেইখানে অনুগ্রহ আর অতিশয়
২১ ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে যেমন পাপ মৃত্যু পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন তেমন আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনুগ্রহ যাথার্থ্য দিয়া অনন্ত জীবনাবধি অধিকার করেণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তবে কি বলিব অনুগ্রহের বাহুল্যার্থে কি আমরা
২ পাপ করিব। এমন যেন না হয় আমরা পাপের প্রতি মৃত হইয়া তাহাতে আর কেমন করিয়া বাঁচিব।
৩ তোমরা কি জান না যে আমরা যতেক য়িশু খ্রীষ্টেতে বাপ্‌টাইজিত ছিলাম তাঁহার মৃত্যুতে আমরা
৪ বাপ্‌টাইজিত ছিলাম। অতএব আমরা বাপ্‌টিস্মের দ্বারা তাঁহার সহিত কবরে গাড়া গিয়াছি তাহাতে যাদৃশ পিতার মহিমায় খ্রীষ্টের মৃত্যু হইতে উত্থান হইয়াছিল তাদৃশ আমারদের নূতন জীবন রূপ গতি
৫ যেন হয়। কেননা যদি তাঁহার মৃত্যুর সদৃশে আমারদের সহরোপণ হয় তবে তাঁহার পুনরুত্থানের
৬ সদৃশে ও তন্মত হইবে। ইহাতে আমরা এই জ্ঞাত

আছি যে আমারদের পুরাতন মনুষ্য খ্রীষ্টের সহিত ক্রূসে টাঙ্গা গিয়াছে যেন পাপের দেহ ক্ষীণ হয় তাহাতে যেন আমরা পাপের বশতাপন্ন আর না
৭ থাকি। কেননা যে মৃত হইয়াছে সে পাপ হইতে
৮ মুক্ত হইয়াছে। এবং আমারদের পুত্যয় আছে যে আমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত মৃত হই তবে তাহার
৯ সহিত আমরা জীবমানও হইব। আর আমরা জানি যে খ্রীষ্ট তিনি মৃত্যু হইতে উত্থিত হইয়া আরবার মরেণ না তাঁহার উপর মৃত্যুর অধিকার আর হয় না।
১০ কেননা যখন মরিলেন তখন তিনি পাপের কারণ একবার মরিলেন কিন্তু জীবমান হইয়া তিনি ঈশ্বরের
১১ পুতি জীতেছেন। তদ্মত তোমরাও আপনারদি[illegible] গণনা করহ যে তোমরা পাপ পুতি মৃত ব[illegible] [illegible] আমারদের পুভু য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্ব[illegible] পুতি
১২ জীবমান। অতএব পাপের কামাভিলাস [illegible] পালিত হয় তাহার এইমত অধিকার তোমারদের
১৩ মর্ত্ত্য শরীরে যেন না হয়। এবং তোমারদের ইন্দ্রিয়াদি অসৎ ক্রিয়ার অস্ত্র হইবার কারণ পাপের স্থানে সমর্পণ করিও না কিন্তু মৃত্যু হইতে সজীব লোক জ্ঞান করিয়া আপনারদিগকে ঈশ্বরের পুতি সমর্পণ করিও এবং তোমারদের ইন্দ্রিয় সকল সৎক্রিয়ার
১৪ অস্ত্র হইবার কারণ ঈশ্বরের স্থানে দিও। কেননা

তোমরা ব্যাবস্থার অনুগত নহ কিন্তু অনুগ্রহের অনুগত আছ ইহার কারণ পাপ তোমারদের উপর অধিকার
১৫ করিতে পাইবে না। তবে আমরা ব্যবস্থার বশীভূত না হইয়া অনুগ্রহের বশীভূত হইলাম ইহার কারণ
১৬ আমরা কি পাপ করিব এমন যেন না হয়। তোমরা কি জান না যাহার২ স্থানে তোমরা আজ্ঞাকারি সেবক হওনের কারণ আপনারদিগকে সমর্পণ করহ যাহার আজ্ঞা তোমরা পালন কর তাহারি সেবক তোমরা আছ কিবা মৃত্যুর বিষয়ে পাপের সেবক কিবা যাথার্থ্যের
১৭ বিষয়ে আজ্ঞাবহনের। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে তোমরা যদ্যপিও পাপের সেবক ছিলা বটে তত্রাপি যে শিক্ষার প্রকরণ তোমারদের স্থানে সমর্পিত হইয়াছিল তোমরা সান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞাবহ
১৮ হইলা। অতএব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা
১৯ যাথার্থ্যের সেবক হইয়াছ। আমি তোমারদের শারীরিক অশক্তির বিষয়ে মনুষ্যের মত কহি অতএব যেমত তোমরা আপনারদের ইন্দ্রিয়াদি দুরীতের প্রতি মল ক্রিয়ার সেবক করিয়া সমর্পণ করিয়াছিলা সেই মত সম্প্রতি তোমরা আপনারদের ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মলতার
২০ প্রতি যাথার্থ্যের সেবক করিয়া সমর্পণ করহ। কেননা যখন তোমরা পাপের সেবক ছিলা তখন তোমরা
২১ যাথার্থ্য রহিত ছিলা। অতএব যে কর্ম্মের বিষয়ে

তোমরা সম্প্রতি লজ্জিত হইয়াছ তখন তাহাতে তোমার দের কি ফল ছিল কেননা এ কর্ম্মের শেষ মৃত্যু ।
২১ কিন্তু এখন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবক হইলে তোমার পুণ্যার্থ ফল ধর এবং তাহার শেষ
২৩ অনন্ত জীবন । কেননা পাপের বেতন মৃত্যু কিন্তু আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের দান অনন্ত জীবন ।

সপ্তম অধ্যায়

হে ভ্রাতৃরা তোমরা কি জানহ না কেননা আমি ব্যবস্থা প্রজ্ঞলোকেরদিগকে এ কথা কহি যে ব্যবস্থাটা
২ যাবজ্জীবনে মনুষ্যের উপর অধিকার করে । কেননা বিবাহিতা স্ত্রীটা যাবৎ তাহার স্বামী জীবমান থাকে তাবৎ সে তাহার স্থানে ব্যবস্থাতে বদ্ধ আছে কিন্তু যদি তাহার স্বামী মরিয়া থাকে তবে স্বামির ব্যবস্থা
৩ হইতে সে মুক্তা হইয়াছে । অতএব তাহার স্বামী জীবমান থাকিতে যদি অন্যের ভজিত হয় তবে তাহাকে ব্যভিচারিণী করিয়া কহিবে কিন্তু যদি তাহার স্বামী মরিয়া থাকে তবে সেই বিধান হইতে তাহার মুক্তি হইয়াছে তাহাতে যদি অন্যের ভজিত
৪ হয় তত্রাপি সে ব্যভিচারিণী নহে । এমত আমার ভ্রাতৃরা যিশু খ্রীষ্টের শরীরেতে তোমরাও ব্যবস্থার প্রতি মৃত হইলা যেন অন্যের সঙ্গে তোমারদের বিবাহ

হয় অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে যিনি ঈশ্বরের প্রতি আমারদের ফলোদ্ভব হইবার কারণ মৃত্যু হইতে উত্থিত
৫ হইয়াছিলেন। কেননা যখন আমরা শরীরের অনুগত ছিলাম তখন ব্যবস্থা দ্বারাতে পাপি রাগাদি সকল মরণার্থ ফলোদ্ভব করিতে আমারদের ইন্দ্রিয়াদিতে
৬ সবেগ হইল। কিন্তু এখন যে ব্যবস্থাতে আমরা বদ্ধ ছিলাম সে মৃত হইলে আমরা তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি তাহাতে যেন আমরা নূতন আত্মাতে সেবা
৭ করি পুরাতন অক্ষরে নহে। তবে আমরা কি বলিব যে ব্যবস্থাটা পাপ আছে এমন যেন না হয় বরঞ্চ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আমি পাপ জানিতাম না কেননা এই যে কথা তুমি লোভ করিবা না সে যদি ব্যবস্থাতে
৮ উক্ত না হইত তবে আমি কাম জানিতাম না। কিন্তু আজ্ঞা হইতে উপলক্ষ পাইয়া পাপ আমাতে কারি করিয়া সর্ব্বপ্রকার লালসা জন্মাইল কেননা ব্যবস্থা
৯ বই পাপ মৃত। কেননা ব্যবস্থার অভাবে আমি এক সময়ে জীয়ন্ত ছিলাম কিন্তু আজ্ঞাটা যখন আইল
১০ তখন পাপ সজীব হইল ও আমি মরিলাম। এবং জীবন বিষয়ের আজ্ঞা আমি মৃত্যুর কারণ পাইলাম।
১১ কেননা পাপটা আজ্ঞার দ্বারা উপলক্ষ পাইয়া আমাকে
১২ বঞ্চাইয়া তাহা দিয়া আমাকে বধ করিল। অতএব ব্যবস্থা শুদ্ধময় এবং আজ্ঞাও শুদ্ধ ও প্রকৃতার্থ ও ভাল।

১৩ তবে যাহা ভাল ছিল তাহা কি আমার প্রতি মৃত্যু
করা গেল এমন যেন না হয় কিন্তু পাপ যেন পাপই
দেখায় তাহা ভাল দিয়াই আমাতে কারী করিয়া মৃত্যু
জন্মাইল তাহাতে পাপ যেন আজ্ঞা যোগে অত্যন্ত পাপী
১৪ দেখায়। কেননা আমরা জানি যে ব্যবস্থা আত্মিক
১৫ কিন্তু আমি শারীরিক পাপের বশে বিক্রীত। কেননা
যাহা আমি করি তাহা আমার মনে লয় না কিজন্যে
না যাহা আমি ইচ্ছা করি তাহা আমি ব্যবহারে করি
১৬ না কিন্তু যাহা আমি মন্দ বাসি তাহাই করি। অতএব
যাহা আমার অনিচ্ছা তাহা যদি করি তবে আমি
ব্যবস্থার প্রতি স্বীকার করিতেছি যে তাহা ভাল আছে।
১৭ তবে তাহা যে করিতেছে সে আর আমি আপনি নহি
১৮ কিন্তু পাপ যে আমাতে বাস করে। কেননা আমি জানি
যে আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরেতে কোন ভাল বস্তু বাস
করে না কেননা আমার ইচ্ছা করা উপস্থিত বটে কিন্তু
১৯ ভাল করিতে আমি সাধ্য পাই না। কেননা যে ভাল
কর্ম্ম আমার ইচ্ছা তাহা করি না কিন্তু যে মন্দ আমার
২০ অনিচ্ছা তাহা আমি করি। অতএব যাহা আমার
অনিচ্ছা তাহা যদি করি তবে সে আমিই তাহা করি
২১ না কিন্তু পাপ যে আমাতে বাস করিতেছে। অতএব
আমি এক বিধান পাই যে ভাল করিতে যখন
আমার ইচ্ছা তখন মন্দ আমার স্থানে উপস্থিত হয়।

২২ কেননা আন্তরিক মনুষ্যানুক্রমে আমি ঈশ্বরের
২৩ ব্যবস্থার প্রীতি পাইতেছি। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়াদিতে
আমি আর এক বিধান দেখিতেছি যে আমার
অন্তঃকরণের বিধানের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং
আমাকে আমার ইন্দ্রিয়স্থিত পাপ বিধানের বশতাপন্ন
২৪ করিতে প্রবর্ত্ত আছে। হায় দুর্গত মনুষ্য যে আমি এই
মৃত্যুর শরীর হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে।
২৫ আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমি ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করি অতএব স্বান্তঃকরণে আমি আপনি
ঈশ্বরের বিধানের সেবা করিতেছি কিন্তু শরীরেতে
পাপের বিধানের সেবা।

অষ্টম অধ্যায়

অতএব এখন য়িশু খ্রীষ্টেতে যে সকল শরীরানুসারে
না চলিয়া আত্মানুসারে গতি করে তাহারদের উপর
২ কোন দোষ বর্ত্তন নাই। কেননা য়িশু খ্রীষ্টেতে
জীবন দায়ক আত্মার বিধান আমাকে পাপ ও মৃত্যুর
৩ বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছে। কেননা শরীরের
প্রযুক্তে অশক্ত হইলে যে কর্ম্ম ব্যবস্থার অসাধ্য ছিল
তাহা ঈশ্বর আপন স্বকীয় পুত্রকে পাপার্থে বলিদান
নিমিত্তে পাপি শরীরের স্বরূপে পাঠাইয়া পাপের দণ্ড
৪ শরীরেতে নির্দ্ধার্য্য করিয়া সাধিয়াছেন। তাহাতে
আমরা যে শরীরানুসারে না চলিয়া আত্মানুসারে

গতি করি আমারদিগেতে যেন ব্যবস্থার যাথার্থ্য পূর্ণ
৫ হয়। কেননা যাহারা শরীরানুসারিক তাহারা
শারীরিক বিষয়ে মনোযুক্ত থাকে কিন্তু যাহারা
আত্মানুসারিক তাহারা আত্মিক বিষয়ে মনোযোগ
৬ করে। কেননা শারীরিক মন হওয়া মৃত্যু কিন্তু
৭ আত্মিক মন হওয়া জীবন ও শান্তি। কেননা
শারীরিক মন যে সে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা কি জন্য না
তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না বরঞ্চ হইতে
৮ পারেও না। অতএব যাহারা শরীরেতে থাকে তাহারা
৯ ঈশ্বরকে তোষাইতে পারে না। কিন্তু যদি ঈশ্বরের
আত্মা তোমারদের অন্তরে বাস করেণ তবে তোমরা
শরীরের মধ্যে নহ কিন্তু আত্মার মধ্যে আর যদি
কেহ খ্রীষ্টের আত্মা না ধরে তবে সে তাহারি নহে।
১০ অপর যদি খ্রীষ্ট তোমারদের অন্তরে থাকেন তবে
পাপের হেতু শরীরটা মৃত বটে কিন্তু যাথার্থ্যের হেতু
১১ আত্মাটা জীবন। আর যদি য়িশুর মৃত্যু হইতে
উত্থানকর্ত্তার আত্মা তোমারদের অন্তরে বাস করেণ
তবে যিনি খ্রীষ্টকে মৃত্যু হইতে উঠাইলেন তিনি
আপন আত্মা যে তোমারদের মধ্যে বর্ত্তিতেছেন
তাহা দিয়া তোমারদের মর্ত্ত্য শরীর জীয়াইবেন।
১২ অতএব হে ভ্রাতৃরা আমরা শরীরের প্রতি বদ্ধ নহি
১৩ যে আমরা শরীরানুসারিক আচরণ করি। কেননা

যদি শরীরানুসারেতে আচরণ করহ তবে তোমরা মরিবাই কিন্তু যদি আত্মা হইতে শরীরের ক্রিয়া
১৪ দমন করিয়া রাখ তবে তোমরা জীয়িবা। কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মায় আকর্ষিত তাহারা ঈশ্বরের
১৫ পুত্র। কেননা তোমরা পুনর্ব্বার শঙ্কা করিতে দাসত্বের মন পাইলা না কিন্তু তোমরা পোষ্য পুত্রতার মন পাইয়াছ যাহা হইতে আমরা আব্বাপিত করিয়া
১৬ ডাকি। আত্মা আপনি আমারদের আত্মার সহিত
১৭ সাক্ষী দেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর যদি সন্তান তবে উত্তরাধিকারী ঈশ্বরেরই উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টের সহোত্তরাধিকারী যদিতু আমারদের এক সঙ্গ বৈভব প্রাপ্তি হইবার কারণ আমরা তাহার
১৮ সঙ্গে দুঃখ ভোগ করি। কেননা আমি গণনা করি যে বৈভব আমারদের স্থানে প্রকাশিত হইবে তাহার সহিত এ বর্ত্তমান কালের দুঃখ ভোগ তুলনা পাইবার
১৯ যোগ্য নহে। কেননা ঈশ্বরের পুত্রেরদের প্রকাশ হওনের অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি একান্ত প্রত্যাশায়
২০ থাকিতেছে। কেননা সৃষ্টি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ব্যর্থের বশীভূত হইল না কিন্তু তাহার দ্বারা যিনি তাহাকে
২১ ভরসায় বশীভূত করিয়া দিলেন। কেননা সৃষ্টি আপনি বিকৃতির বন্ধন হইতে ঈশ্বরের সন্তানেরদের
২২ পরম মুক্তিতে উত্তীর্ণ হইবে। কেননা আমরা

জানি যে এখন পর্য্যন্ত সৃষ্টি সমুদায় একত্রে সকাতর
এবং প্রসব রূপ বেদনাকুল হইয়া আসিতেছে।
২৩ কিন্তু তাহা কেবল নহে আমরা যে আত্মার প্রথম
ফল পাইয়াছি আমরা আপনারাই আপনারদের
অভ্যান্তরে পোষ্য পুত্রতা অর্থাৎ শরীরের উদ্ধার
কারণ অপেক্ষা করিতেকরিতে কোঁকাইতেছি।
২৪ কেননা আমরা ভরসাতে রক্ষা পাইতেছি কিন্তু
ভরসা যে দৃষ্ট হয় সে ভরসাই নহে কেননা যাহাকে
মনুষ্য দেখিতেছে তাহার কারণ সে কেন ভরসা
২৫ করিবে। কিন্তু যাহাকে আমরা দেখি না তাহার
কারণ ভরসা করিয়া আমারা তাহার অপেক্ষায়
২৬ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকি। অপর আত্মা আপনি আমার
দের দুর্ব্বলতার সাহায্য করেণ কেনথা আমরা কিসের
জন্যে প্রার্থনা করিব তাহা আমরা উপযুক্ত মত
জানি না কিন্তু আত্মা আপনি আমারদের কারণ
২৭ অকথ্য হুঙ্কারেতে প্রতিসাধনা করিতেছেন। এবং
অন্তঃকরণের পরীক্ষক যিনি তিনি আত্মার মন জানিতে
ছেন কেননা উনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে পুণ্যবানের
২৮ দের কারণ সাধনা করিতেছেন। এবং আমরা জানি
যে সকল বিষয় একত্র মিলিয়া তাহারদের হিত
সাধিয়া দেয় যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে ও তাঁহার
২৯ মনস্থানুক্রমে আহ্বানিত হয়। কেননা যাহারদিগকে

তিনি পূর্ব্বে জানিলেন তাহারদিগকে তিনি আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির স্বরূপ হইবার কারণ পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধনে নিযুক্ত করিলেন তাহাতে যেন অনেক ভ্রাতৃগণের মধ্যে
৩০ তিনি প্রথম জাত হন। অপর যাহারদিগকে তিনি পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধনে নিযুক্ত করিলেন তাহারদিগকে তিনি আহ্বানও করিয়াছেন এবং যাহারদিগকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন তাহারদিগকে তিনি নির্দোষী করিয়া ঠাহরাইয়াছেন ও যাহারদিগকে তিনি নির্দোষী করিয়া ঠাহরাইয়াছেন তাহারদিগকে তিনি মোক্ষ
৩১ পদও দিয়াছেন। অতএব এই সকল কথাতে আমরা কি কহিব যদি ঈশ্বর আমারদের স্বপক্ষে হন
৩২ তবে আমারদের বিপক্ষে কে হইতে পারে। যিনি আপনার স্বীয় পুত্র না রাখিয়া তাঁহাকে আমারদের সকলের কারণ সমর্পণ করিলেন তাঁহার সহিত তিনি সকল বস্তু স্বেচ্ছায় আমারদিগকে কেন দিবেন না।
৩৩ ঈশ্বরের বাছিত লোকের প্রতি কোন অপবাদ কেটা করিবে ঈশ্বরই নির্দোষী করিয়া ঠাহরাইতেছেন।
৩৪ দোষ কেটা বর্ত্তাইয়া দেয় খ্রীষ্ট যে মরিয়াছেন বরঞ্চ পুনর্ব্বার উঠিয়াছেন যিনি সম্প্রতি ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন এবং আমারদের কারণ প্রতিসাধনাও
৩৫ করিতেছেন। খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমারদিগকে বিয়োগ করিবে কি ক্লেশ কি কষ্ট কি তাড়না কি

৩৬ দুর্ভিক্ষ্য কি উলঙ্গতা কি শঙ্কট কিম্বা তলওয়ার। যেমন লিপি আছে তোমার বিষয়ে আমরা সমস্ত দিন মারা যাইতেছি আমরা মারা যাওনার্থ মেষের মত গণা

৩৭ যাইতেছি। বরঞ্চ এ সকলের মধ্যে আমরা জয়ী হইতে অধিক তাহার দ্বারা যে আমারদিগকে প্রেম

৩৮ করিলেন। কেননা আমার প্রবোধ আছে যে যিশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের যে প্রেম তাহা হইতে মৃত্যু কি জীবন কি স্বর্গদূত কি প্রধান পদ কি শাসন পদ কি বর্ত্তমান বিষয় কি ভবিষ্যদ্বিষয় কি উচ্চত্ব কি গভীরত্ব কিম্বা আর কোন সৃষ্টি আমারদিগকে বিয়োগ করিতে পারিবে না।

নবম অধ্যায়

আমি খ্রীষ্টেতে সত্য কহি আমি মিথ্যা কথা কহি না ও আপন অন্তঃকরণ ধর্ম্মাত্মায় আমার সাক্ষী ও

২ আছে। যে আমার মনে বড়ই বিষাদ এবং

৩ অনবরত শোক আছে। কেননা আমার শরীরানুসারিক ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতিরদের কারণ আমি আপনার খ্রীষ্ট হইতে বহির্ভূত করা বাঞ্ছিতে পারি।

৪ তাহারা যিশরালী ও তাহারদের স্থানে পোষ্যপুত্রতা ও তেজস্ ও নিয়ম ও ব্যবস্থার দেওয়া ও ঈশ্বরের পূজা

৫ ও অঙ্গীকার কথা। পিতৃগণ ও তাহারদের এবং শরীরানুসারে তাহারদিগ হইতে খ্রীষ্ট হইলেন যিনি

৬ সর্ব্ব প্রধান নিত্যানন্দ ঈশ্বর আমেন। এমন যে ঈশ্বরের বাণী নিষ্ফলে স্খলন হইয়াছে তাহা নয় কেননা যাহারা য়িশরাল হইতে তাহারা সকলি য়িশরালী ৭ নহে। এবং আব্রহামের বংশ হইলে ইহার কারণ ও তাহারা সকলেই সন্তান হয় এমত নহে কিন্তু ইশহাকে ৮ তোমার বংশ কহা যাইবে। সে কি না দেহের সন্তান যাহারা তাহারা ঈশ্বরের সন্তান নহে কিন্তু অঙ্গীকারের ৯ সন্তান বংশের কারণ গণা যাইবে। কেননা অঙ্গীকারের কথা এই কালানুক্রমে আমি আসিব এবং ১০ সারা পুত্র পাইবে। এবং সেই কেবল নহে কিন্তু যখন রিবেকা এক পুরুষ হইতে অর্থাৎ আমারদের ১১ মহাপিতৃ ইশহাক হইতে গর্ব্ভবতী ছিলেন। যখন বালকেরদের জন্ম ছিল না এবং ভাল মন্দ কিছু করে নাই ঈশ্বরের মনস্থ যেন বাঞ্ছিতানুক্রমে স্থির হয় ক্রিয়া ১২ হইতে নহে কিন্তু আহ্বান কর্ত্তা হইতে। তখন তাহাকে কহা গেল যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সেবা করিবে। ১৩ যেমত লিপি আছে আমি য়াকুবকে ভাল বাসিলাম ১৪ ও এষোঁকে মন্দ বাসিলাম। তবে আমরা কি বলিব ঈশ্বরের নিকট না কি অযাথার্থ্য আছে এমন যেন ১৫ না হয়। কেননা তিনি মূশাকে কহিতেছেন যাহার উপর আমি দয়া করিতে বাঞ্ছা করি তাহারি উপর আমি দয়া করিব এবং যাহার প্রতি আমি সকরুণ

হইতে ইচ্ছা করি তাহারি প্রতি আমি সকরুণ হইব।
১৬ অতএব ইচ্ছুক হইতে ও নয় ধাবক হইতে ও নয়
১৭ কিন্তু ঈশ্বরই হইতে যিনি কৃপা করেণ। কেননা
গ্রন্থেতে ফাঁরোর প্রতি এই কথা উক্ত আছে যে বরঞ্চ
ইহার কারণ আমি তোমার উন্নতি করিয়াছি যেন
তোমাতে আমার শক্তি প্রকাশিত হয় এবং আমার
১৮ নাম আজগৎ পর্য্যন্ত বিখ্যাত হয়। অতএব তিনি
যাহার উপরে ইচ্ছা করেণ তাহার উপরে দয়া করেণ
এবং যাহাকে ইচ্ছা করেণ তাহাকে কঠিন করাণ।
১৯ কিন্তু তুমি আমাকে বলিবা তবে দোষ কেন ধরেণ
২০ তাঁহার ইচ্ছা কেটা বারণ করিয়াছে। কিন্তু থাক
মনুষ্যরে তুমি বা কে যে ঈশ্বরের সহিত প্রত্যুত্তর
করিতে প্রবর্ত্ত আছ নির্ম্মিত বস্তু যে সে কি আপন
নির্ম্মাণকর্ত্তাকে বলিতে পারিবে যে কি জন্যে তুমি
২১ আমাকে এরূপ বানাইলা। কুম্ভকার যে সে কি
একি পিণ্ড মৃত্তিকায় এক পাত্র উত্তম বিষয়ে এবং
অন্য পাত্র অধম বিষয়ে বানাইবার সাধ্য কি ধরে
২২ না। তবে যদিতু ঈশ্বর আপন কোপ প্রকাশ করিতে
এবং আপন শক্তি বিদিত করিতে ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব
নাশার্থ প্রস্তুত হওয়া কোপ পাত্রেরদিগকে অতি চির
২৩ ক্ষমাতে সহিষ্ণুতা করেণ। এবং দয়া পাত্রেরো যে
তিনি মোক্ষের কারণ পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার

দের উপর আপন মোক্ষের নিধি প্রকাশ করেণ।
২৪ সেই আমরা যাহারদিগকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন
কেবল য়হোদী লোকের মধ্যে নহে কিন্তু ভিন্নদেশি
লোকের মধ্যেও যেমত তিনি হোশেঁয়া গ্রন্থে ও
২৫ কহিতেছেন। যাহারা আমার লোক ছিল না তাহার
দিগকে আমি আপন লোক করিয়া কহিব এবং যে
২৬ অপ্রিয়া ছিল তাহাকে প্রিয়া করিয়া কহিব। এবং
ঘটনাক্রমে যাহারদিগকে যেখানে কহা গিয়াছিল
তোমরা আমার লোক নহ তাহারদিগকে সেখানে কহা
২৭ যাইবে যে তোমরা জীয়ন্ত ঈশ্বরের সন্তান। য়িশরালের
বিষয় য়িশয়ীহা ও চেঁচাইতেছে যদিস্যু য়িশরাইলের
বংশের গণনা সমুদ্রের বালির ন্যায় তত্রাপি অবশিষ্ট
২৮ এক বক্রী রক্ষা পাইবে। কেননা প্রভু আপন কর্ম্ম
যাথার্থ্যেতে সম্পন্ন সংক্ষিপ্ত করিতে প্রবর্ত্ত আছেন
কেননা প্রভু পৃথিবীর উপর সংক্ষিপ্ত কর্ম্ম করিবেন।
২৯ আর যেমত য়িশয়ীহা পূর্ব্বে কহিলেন যদি বলের
ঈশ্বর আমারদের স্থানে একটি বীর্য্য না ছাড়িয়া
৩০ দিতেন তবে আমরা সদমের তুল্য হইতাম। এবং
অমরার সদৃশ করা যাইতাম তবে আমরা কি বলিব
ভিন্নদেশিরা যাহারা যাথার্থ্যের অনুসন্ধান করিল না
তাহারা যাথার্থ্যেতে প্রাপ্ত হইয়াছে বটে বিশ্বাসের
৩১ দ্বারাতে যে যাথার্থ্য। কিন্তু য়িশরাল যাথার্থ্যের

বিধান অনুসন্ধান করিয়া যাথার্থ্যের বিধান প্রাপ্ত হয়
৩২ নাই। কেননা তাহারা প্রত্যয়েতে অনুসন্ধান করিল না
কিন্তু ব্যবস্থার ক্রিয়াতে কেননা সে ঠেষ খাওয়ান্যা
৩৩ পাতরে তাহারা উচোট খাইল। যেমন লিপি আছে
দেখ আমি শীয়মে এক উচোট খাওয়ান্যা পাতর ও
ঠেষন্যা পাষাণ স্থাপন করি এবং যে কেহ তাহাতে
প্রত্যয় করে সে লজ্জিত হইবেক না।

দশম অধ্যায়

হে ভ্রাতৃরা য়িশরালের কারণ আমার মনের বাঞ্ছা
ও প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে আছে যে তাহারদের
২ পরিত্রাণ হয়। কেনন আমি তাহারদের কারণ প্রমাণ
দি যে ঈশ্বরের কারণ তাহারদের ব্যাশক্তি আছে বটে
৩ কিন্তু জ্ঞানানুক্রমে নহে। কেননা তাহারা ঈশ্বরের
যাথার্থ্য অজ্ঞাত হইয়া এবং আপনারদের যাথার্থ্য
স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের যাথার্থ্যের শরণাগত
৪ হয় নাই। কেননা যাথার্থ্যের নিমিত্তে খ্রীষ্ট প্রত্যেক
৫ প্রত্যয়িত জনের প্রতি ব্যবস্থার অন্ত আছেন। কেননা
ব্যবস্থা হইতে যে যাথার্থ্যে তাহার নির্ণয় মূশা
করিয়াছেন সে কি না যে মনুষ্য একর্ম্ম করিবে সে
৬ তাহা হইতে বাঁচিবে। কিন্তু প্রত্যয় দ্বারাতে যে
যাথার্থ্য হয় তাহা এই মত কহিতেছে আপন মনে
কহিও না যে স্বর্গেতে কেটা উর্দ্ধ গমন করিবে অর্থাৎ

৭ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিতে। কিম্বা গভীরে কেটা অধোগমন করিবে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে মৃত লোক হইতে
৮ উঠাইয়া আনিতে। কিন্তু কি কহিতেছে না বাণীটা তোমার নিকটে বরং তোমার মুখে ও তোমার অন্তঃকরণে আছে সেইসে প্রত্যয়ের বাণী যে আমরা
৯ প্রচার করিতেছি। কেননা যদি তুমি স্বমুখে যিশু প্রভুকে স্বীকার করিবা এবং যে ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যু হইতে উঠাইয়াছেন তাহা আপন মনে বিশ্বাস করিবা
১০ তবে তুমি পরিত্রাণ পাইবা। কেননা মনেতে প্রত্যয় করিলে মনুষ্য যাথার্থ্য পায় এবং মুখেতে স্বীকার
১১ করিলে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। কেননা গ্রন্থেতে উক্ত আছে যে কেহ তাহাতে প্রত্যয় করে সে লজ্জিত হইবে
১২ না। কেননা য়িহোদিতে ও য়ুনানীতে কিছু ভিন্ন ভেদ নাই কিন্তু যিনি সকলের প্রভু তিনি আপনার স্মরণ
১৩ কারি সকলের প্রতি মহানিধি আছেন। কেননা যে কেহ প্রভুর নামে আহ্বান করে সে পরিত্রাণ পাইবে।
১৪ তবে যাহার উপর তাহারা প্রত্যয় করে নাই তাহার প্রতি তাহারা কেমনে আহ্বান করিবে ও যাহার সম্বাদ তাহারা পায় নাই তাহাতে কিরূপে প্রত্যয় করিবে ও প্রচারক ব্যতিরেকে তাহারা কিমতে বার্ত্তা
১৫ পাইবে। অপর প্রেরিত না হইলে তাহারা কেমন করিয়া প্রচার করিবে যেমন লিপি আছে সমাচারের

মঙ্গল সমাচার যাহারা আনে ও ভাল বিষয়ের আনন্দ বার্ত্তা ঘোষণা দেয় তাহারদের চরণ কেমন মনোহর।
১৬ কিন্তু সে মঙ্গল সমাচার তাহারা সকলেই মানিল না কেননা য়িশয়ীহা কহিতেছেন হে প্রভো আমারদের
১৭ সম্বাদ কেটা প্রত্যয় করিয়াছে। অতএব শ্রবণ করাতে প্রত্যয় এবং ঈশ্বরের বাণীতে শ্রবণ করা।
১৮ কিন্তু আমি বলি কি তাহারা শুনিল না অবশ্য তাহারদের রব আপৃথিবী পর্য্যন্ত এবং তাহারদের বাণী
১৯ জগতের সীমাবধি গিয়াছে। কিন্তু আমি বলি য়িশরাল কি জানিল না কেননা প্রথমে মুশা কহিতেছেন আমি হীন রাজ্যের দ্বারা তোমারদের তাপ জন্মাইব এবং মূর্খ লোকের দ্বারা তোমারদিগকে
২০ রোষাইয়া দিব। কিন্তু য়িশয়ীহা অতি সাহসী হইয়া কহিতেছেন যাহারা আমাকে অন্বেষণ করিল না তাহারা আমার উদ্দেশ পাইয়াছে যাহারা আমার তত্ত্ব করিল না তাহারদের স্থানে আমি প্রকাশিত হইয়াছি।
২১ কিন্তু য়িশরালের বিষয়ে তিনি কহিতেছেন আমি এক অনাজ্ঞাবহ এবং ঠেকরিয়া বর্গ প্রতি সমস্ত দিন হস্ত বিস্তার করিয়াছি।

একাদশ অধ্যায়

তবে কি আমি ইহা বলিতেছি যে ঈশ্বর আপন লোকেরদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন যেন না

হয় কেননা আমিও য়িশরালী আবরহামের বংশে
২ বেনিমনের গোষ্ঠীর মধ্যে। ঈশ্বর আপন পূর্ব্বজ্ঞাত
লোকেরদিগকে পরিত্যাগ করেণ নাই তোমরা কি
জান না যে আলিহার বিষয়ে গ্রন্থে কি বলে যখন
তিনি য়িশরালের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের স্থানে সাধনা করিয়া
৩ কহিতেছেন যে। হে প্রভো তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের
দিগকে তাহারা বধ করিয়াছে ও তোমার যজ্ঞকুণ্ড
সকল ভুষরাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমি একাকী
থাকিলাম ও তাহারা আমার প্রাণ লইতে অনুসন্ধান
৪ করে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিবাক্য তাহাকে কি কহিতেছে
আমি আপনার কারণ সপ্ত সহস্র মনুষ্যেরদিগকে
রাখিয়াছি যাহারা বাউলের অগ্রে হাঁটু পাড়ে নাই।
৫ সেই মতে অনুগ্রহের বাছানুক্রমে এই সাম্প্রতিক কালে
৬ ও একটা বক্রী আছে। আর যদিতু অনুগ্রহ হইতে
হয় তবে ক্রিয়া হইতে হয় না নতুবা অনুগ্রহ
অনুগ্রহই নহে কিন্তু যদি ক্রিয়া হইতে হয় তবে
অনুগ্রহ হইতে হয় না নতুবা ক্রিয়া ক্রিয়াই নহে।
৭ তবে কি য়িশরাল যাহাকে চেষ্টা করিল তাহাকে
প্রাপ্ত হইল না কিন্তু বাছিত যে সে তাহাকে প্রাপ্ত
৮ হইয়াছে এবং বক্রী সকল অন্ধ করা গেল। তদনুক্রমে
লিপি আছে ঈশ্বর তাহারদিগকে একটা নিদ্রালু আত্মা
দিয়াছেন চক্ষু যাহাতে দেখে না এবং কর্ণ যাহাতে

৯ শুণে না আজি পর্য্যন্তই। অপর দাউদ কহিতেছেন তাহারদের ভোজন মেজ তাহারদের পুতি জাল ও ফাঁদ ও উচোট খাওয়াইবার ঠেষ ও সমুচিত ফল হউক।
১০ তাহারদের চক্ষু অন্ধকৃত হউক যেন দেখিতে না পারে
১১ এবং তাহারদের পৃষ্ঠ সতত বেঁকা হইয়া থাকুক। তবে আমি কি ইহা বলিতেছি যে তাহারদের পতন হওনের কারণ তাহারা উচোট খাইয়াছে এমন নে না হয় বরঞ্চ তাহারদের তিতিক্ষা জন্মাইবার কারণ
১২ ভিন্নদেশি লোকের স্থানে পরিত্রাণ আসিয়াছে। কিন্তু যদি তাহারদের পতন জগতের ধণ এবং তাহারদের ক্ষীণতা ভিন্নদেশিবর্গের সম্পত্তি তবে তাহারদের
১৩ পূর্ণতা কতোধিকে হইবে। এখন আমি তোমার দিগকে কহি হে ভিন্নদেশিরা কেননা আমি ভিন্নদেশির দের পেরিত হইয়া আপনার পদের গৌরব করিতেছি।
১৪ তাহাতে যেন কোনক্রমে আমি আপন স্বজাতিরদের তিতিক্ষা জন্মাইতে পারি এবং তাহারদের মধ্যে
১৫ কাহারদিগকে বাঁচাইয়া দি। কেননা যদি তাহারদের পরিত্যাগ করা জগতের সম্মীলন তবে তাহারদের গ্রহণ করা কেমন হইবে না যেমন মৃত্যু হইতে
১৬ জীবন। কেননা যদি প্রথম ফল শুদ্ধ হয় তবে তাহার সমূহ শুদ্ধ হইবে এবং মূল যদি শুদ্ধ হয় তবে ডাল
১৭ সকল ও সেই মত। আর যদিস্যু কোন২ ডাল

ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে এবং তুমি বন্য জৈতুন বৃক্ষ হইয়া তাহারদের মধ্যে কলম লাগা গিয়াছ ও তাহারদের সঙ্গে ভাল জৈতুন বৃক্ষের মূল ও মেদেতে
১৮ সহভাগী আছ। তবে ডাল সকলের প্রতি আত্মগৌরব করিও না আর যদিস্যু করহ তথাচ তুমি মূলের
১৯ অবলম্ব নহ কিন্তু মূল তোমার। তবে তুমি বলিবা যে আমার কলম কৃত লগ্ন হওনের কারণ ডাল সকল
২০ ভাঙ্গিয়া ফেলা গিয়াছিল। ভাল অপ্রত্যয়ের কারণ তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলা গিয়াছে এবং প্রত্যয়েতে তুমি স্থির হইয়া থাক অতএব গর্ব্বিত মন হইও না কিন্তু
২১ সভয় থাক। কেননা যদি ঈশ্বর প্রকৃত ডাল রাখিলেন না তবে কদাচিৎক্রমে তোমাকেও রাখিবেন না।
২২ অতএব ঈশ্বরের কোমলতা ও কঠিনতা দেখহ যাহারা পতিত হইল তাহারদের প্রতি কঠিনতা কিন্তু তোমার প্রতি কোমলতা যদি তুমি তাহার কোমলতায় থাকিবা
২৩ নতুবা তুমিও ছেদিত হইবা। এবং তাহারা যদি অপ্রত্যয়ে না থাকে তাহারাও পুনর্ব্বার কলম কৃত হইয়া লাগান যাইবে কেননা তাহারদিগকে কলম
২৪ করিয়া লাগাইতে ঈশ্বরের সাধ্য আছে। কেননা তুমি যদি বন্য প্রকৃতি জৈতুন বৃক্ষ হইতে কাটা গিয়া প্রকৃতির ব্যত্যয়ে ভাল জৈতুন বৃক্ষে কলমকৃত লগ্ন হইয়াছ কতোধিকে প্রকৃত ডাল সকল আপনারদের নিজ জৈতুন

২৫ বৃক্ষে লাগান যাইবে। কেননা হে ভ্রাতৃরা তোমরা আপনারদিগকে প্রকৃতাধিক করিয়া যেন না জান এই নিমিত্তে আমার ইচ্ছা যে তোমরা এই নিগূঢ় কথা অজ্ঞাত না থাক যে য়িশরালকে কতক অন্ধতা ঘটিয়াছে যাবৎ পর্য্যন্ত ভিন্নদেশিরদের পূর্ণতা না আইসে।
২৬ অতএব সমস্ত য়িশরাল পরিত্রাণ পাইবে যেমন লিপি আছে শীয়ন হইতে এক জন পরিত্রারক নির্গত হইবে
২৭ এবং তিনি য়াকুব হইতে অধর্ম্ম দূর করিবেন। কেননা যখন আমি তাহারদের পাপ খণ্ডাইয়া দিব তখন এই
২৮ আমার নিয়ম। তাহারা মঙ্গল সমাচারের বিষয়ে তোমারদের কারণ শত্রু আছে কিন্তু বাছিতের বিষয়
২৯ তাহারা পিতৃগণের কারণ প্রিয়। কেননা ঈশ্বরের
৩০ প্রদান ও আহ্বান অখেদ্য। অতএব যেমন পুর্ব্বকালে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলা না কিন্তু এখন তাহার
৩১ দের অবিশ্বাসের কারণ দয়া পাইয়াছ। সেই মত তাহারাও তোমারদের প্রাপ্ত দয়ার হেতু অবিশ্বাস
৩২ করিয়া দয়াও পাইবে। কেননা ঈশ্বর সকলেরদিগকেই অবিশ্বাসেতে বদ্ধ করিয়াছেন যেন সকলের উপর
৩৩ তিনি দয়া করেণ। আঃ ঈশ্বরের নিধি ও বুদ্ধি ও জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য তাহার বিচার সকল নিরাকরণের
৩৪ বাহির এবং তাহার পথ সকল অনুদ্দেশ্য। কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে কিম্বা কোন ব্যক্তি তাঁহার

৩৫ মন্ত্রী হইয়াছে। কে তাঁহাকে দান করিয়াছে ও পুনশ্চ
৩৬ তাঁহাকে পরিশোধ করা যাইবে। কেননা সকল বস্তু
তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার কারণ ও তাঁহার
কীর্ত্তি হউক সদা সর্ব্বদা আমেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

অতএব ভ্রাতৃরা আমি ঈশ্বরের সকরুণ দয়া দিয়া
তোমারদিগকে কাকুতি করি যে তোমরা শুদ্ধরূপ
ঈশ্বরের তোষণীয় মত জীয়ন্ত বলিদানার্থে আপনার
দের শরীরকে সমর্পণ করিবা এই তোমারদের উপযুক্ত
২ সেবা। এবং এজগতের সম্মত হইওনা কিন্তু সান্তঃকরণের
নবীনতায় অন্যমত হও তাহাতে ঈশ্বরের উত্তম ও
গ্রাহ্য সিদ্ধিময় ইচ্ছা তোমরা পরীক্ষিত জ্ঞানে যেন
৩ জান। কেননা যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়াগিয়াছে
তদনুক্রমে আমি তোমারদের মধ্যকার প্রত্যেক জনকে
কহি যে তাহার উপযুক্ত জ্ঞান করার অধিকে সে
আপনাকে বড় করিয়া যেন জানে না কিন্তু যেমত ঈশ্বর
প্রত্যেক জনকে প্রত্যয়ের পরিমাণ বিলাইয়া দিয়াছেন
৪ তদনুক্রমে সজ্ঞান পূর্ব্বক যেন বুঝে। কেননা যেমত
এক শরীরে আমারদের অনেক অঙ্গ আছে কিন্তু
৫ সকল অঙ্গের এক মত কর্ম্ম নহে। সেই মত আমরা
অনেক হইয়া খ্রীষ্টেতে এক শরীর আছি এবং এক ২
৬ জন অন্যোন্যের অঙ্গ। অতএব আমারদিগকে যে

অনুগ্রহ দেওয়াগিয়াছে তদনুক্রমে ভিন্নদান প্রাপ্ত হইয়া যদি ভবিষ্যদ্বাণী হয় তো প্রত্যয়ের পরিমাণ
৭ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবর্ত্ত হই। কি সেবাতি হয় আপন
৮ সেবনে কি শিক্ষক হয় শিক্ষা করাণেতে। কিম্বা উপদেশক হয় উপদেশ দেওনে যে দান করে তাহা সরলতায় করুক যে তত্ত্বাবধারণ করে তাহা প্রযত্নে করুক যে ধর্ম্মক্রিয়াতে প্রবর্ত্ত হয় তাহা হৃষ্ট মনে
৯ করুক। অকপট প্রেম হউক যাহা মন্দ তাহা ঘৃণা
১০ কর যাহা ভাল তাহাতে লাগিয়া থাক। ভ্রাতৃক প্রেমেতে পরস্পর প্রীতিতে পূর্ণ হও সম্ভ্রমে পরস্পর অন্য
১১ অন্যের শ্রেষ্ঠতা মানিতে প্রস্তুত। কর্ম্মেতে নিরালস্য
১২ আত্মার প্রখর প্রভুর সেবাতে প্রবর্ত্ত। ভরসায় সানন্দিত ক্লেশেতে সহিষ্ণু প্রার্থনায় নিত্য নিবিষ্ট।
১৩ পুণ্যবানেরদের অনাটনে নির্ব্বাহ সামগ্রী যোগাইতে
১৪ উদ্যুক্ত আতিথ্য ব্যবহারে আবিষ্ট। যাহারা তোমারদিগকে শতাইয়া দেয় তাহারদের কল্যাণ চাহ এবং
১৫ শাপ বাণী দিও না। যাহারা উল্লাস করে তাহারদের সহিত উল্লাসিত হও যাহারা কান্দিতেছে তাহারদের
১৬ সহিত ক্রন্দন করহ। পরস্পর ভাবেতে একমন হও মহৎ বিষয় প্রতি মনোযোগ করিও না কিন্তু নম্রশীল হইয়া নীচ পদস্থেরদিগকে সমতা ব্যবহার দেখাও
১৭ আপনারদিগকে জ্ঞানী করিয়া জানিও না। মন্দের

কারণ কাহাকে মন্দ করিও না। সকল মনুষ্যের সাক্ষাতে
১৮ সুখ্যাতীয় বস্তুর আয়োজন করিও। যদি হইতে পারে
তবে আপনারদের সাধ্যানুক্রমে সকল মনুষ্যের সহিত
১৯ মিলিয়া থাক। হে প্রিয়রা তোমরা আপনারদের
কারণ হিংসাদির সমুচিত করিও না বরঞ্চ ক্রোধ প্রতি
পথ ছাড়িয়া দিও কেননা লিপি আছে যিহুহা কহেন
সমুচিত ফল দেওয়া আমার কর্ম্ম আমিই প্রতিফল
২০ দিব। অতএব যদি তোমার শত্রু ক্ষুধিত হয় তাহাকে
২১ খাওয়াইয়া দেও। যদি তৃষ্ণিত হয় তাহাকে পান
করাও কেননা এমত করাতে তুমি তাহার মস্তকের
উপর আঙ্গার ঢেরি করিবা। মন্দ হইতে পরাজিত
হইও না কিন্তু ভাল দিয়াই মন্দকে পরাভব করিও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সকল প্রাণী প্রধান ২ পদের বশীভূত হউক কেননা
ঈশ্বর হইতে ব্যতিরেক কোন প্রধান পদ হয় না যে ২
প্রধান পদ আছে সে ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধনে হইয়াছে।
২ অতএব যে কেহ প্রধান পদের রোধন করে সে
ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধন রুদ্ধ করিতেছে ও যাহারা রোধন
করে তাহারা আপনারদের সমুচিত দণ্ড পাইবে।
৩ কেননা শাসন কর্ত্তারা সুক্রিয়ার প্রতি ভয়ানক নহে
কিন্তু কুক্রিয়ার প্রতি অতএব তুমি কি প্রধান পদের
ভয় করিবা না ভাল কর্ম্ম করহ তবে তাহার স্থানে

৪ প্রতিষ্ঠা পাইবা। কেননা তোমার প্রতি সে ঈশ্বরের হিতার্থে সেবক কিন্তু যদি মন্দ কর তবে ভীত হও কেননা তিনি তলওয়ার নিরর্থক ধরেণ না তিনি তো ঈশ্বরের সেবক এক সমুচিত ফল দাতা কুকারির
৫ উপর কোপ সাধিবার কারণ। অতএব বশীভূত হওনের আবশ্যক আছে কেবল কোপের বিষয়ে নয়
৬ কিন্তু দোষাদোষ জ্ঞানের বিষয়েও। ইহার কারণ তোমরা রাজস্বও দেও কেননা তাহারা ঈশ্বরের সেবক
৭ হইয়া এই কর্ম্মেতেই নিত্য প্রবর্ত্ত থাকে। অতএব সকলেরদিগকে যাহার যে দাওয়া আছে তাহা দেও যাহার রাজস্ব দাওয়া তাহাকে রাজস্ব দেও যাহার পঞ্চোত্তরা দাওয়া তাহাকে পঞ্চোত্তরা দেও যাহার ভয় দাওয়া তাহাকে ভয় কর যাহার সম্ভ্রম দাওয়া তাহাকে
৮ সম্ভ্রম কর। পরস্পর প্রেমকরা ব্যতিরেক কাহার স্থানে কিছু ধার রাখিও না কেননা যে অন্যকে প্রেম করে
৯ সে ব্যবস্থার পালন করিয়াছে। কেননা এই যে তুমি পরদার করিবা না বধ করিবা না চোরী করিবা না মিথ্যা প্রমাণ দিবা না লোভ করিবা না এবং আর কোন আজ্ঞা যদি হয় তাহার সংগ্রহ এই উপদেশে
১০ আছে যে তুমি আপন পড়সিকে আত্মবৎ প্রেম করিবা। প্রেম আপন পড়সির কিছু মন্দ জন্মাইয়া দেয় না
১১ অতএব প্রেম ব্যবস্থার সিদ্ধি। অপর সময় বুঝিও যে

এখন নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগৃত হওনের পূর্ণ সময় হইল কেননা আমারদের প্রত্যয় করণ সময় হইতে এখন
১১ আমারদের পরিত্রাণ নিকট হইয়াছে। রাত্রি প্রায় গত হইয়াছে দিন উপস্থিত হইল আসিয়া অতএব আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া খসাইয়া ফেলি এবং দীপ্তির সজ্জা
১৩ পরিধান করি। দিনেতে যেমত বিহিত সেইমত আমরা সজ্জন রূপে গতি করি রঙ্গরসে ও মত্ততায় নহে শয়নাগারে যাপন ও কামাভিলাষেতে নহে
১৪ প্রতিবাদ ও প্রতিযোগিতায় নহে। কিন্তু প্রভু যিশু খ্রীষ্ট পরিধান করহ এবং শরীরের কাম পালনার্থ আয়োজন করিও না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ধর্ম্মেতে যে অশক্ত হয় তাহাকে গ্রহণ করিও কিন্তু
২ সন্দেহ বিষয়ের বাদানুবাদ নিমিত্তে নহে। কেননা এক জন প্রত্যয় করিতেছে যে আপনি সকল বস্তু খাইতে
৩ পারে অন্য জন অশক্ত হইয়া শাক খায়। খাদক যে সে অখাদককে অবজ্ঞা করুক না এবং অখাদক খাদকের বিচারও করুক না কেননা ঈশ্বর তাহাকে
৪ গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি কে যে অন্যের সেবককে বিচার করিতেছ সে আপনার কর্ত্তার প্রতি খাড় থাকে কিম্বা পতিত হয় বরঞ্চ সে খাড় থাকিবেই কেননা
৫ ঈশ্বর তাহাকে স্থির করিতে সমর্থ আছেন। এক

মনুষ্য এক দিবস অন্য দিবস হইতে বড় করিয়া মানে অন্য জন প্রতি দিবস সমতুল্য মানে প্রতি মনুষ্য
৬ আপন ২ মনেতে প্রবোধিত হইয়া স্থির থাকুক। যে জন দিবসের মানন করে সে প্রভুর প্রতি মানন করে এবং যেজন দিবসের মানন না করে সেই প্রভুর প্রতি মানন করে না খাদক যে সে প্রভুর প্রতি খাইতেছে এবং ঈশ্বরের স্তব করে এবং অখাদক যে
৭ সে প্রভুর প্রতি খায় না ও ঈশ্বরের স্তব করে। কেননা আমারদের মধ্যে কেহ আত্ম প্রতি জীয়ে না এবং
৮ কেহ আত্ম প্রতি মরেও না। কিন্তু যদিবা জীয়ি তবে আমরা প্রভুর প্রতি জীইতেছি কিম্বা যদি মরি তবে আমরা প্রভুর প্রতি মরিতেছি অতএব জীয়ন্ত থাকি
৯ কিম্বা মরি আমরা প্রভুর। কেননা খ্রীষ্ট মৃত লোক ও জীয়ন্ত লোক উভয়ের প্রভু হইবার কারণ আপনি মরিলেন ও পুনরায় উঠিলেন এবং জীবমান
১০ থাকিতেছেন। কিন্তু তুমি আপনার ভ্রাতার বিচার কেন করহ কিম্বা তুমি আপন ভ্রাতাকে কেন অবজ্ঞা করহ কেননা খ্রীষ্টের বিচার আসনের অগ্রে আমা
১১ সকলেরদিগকে সাক্ষাৎ হইতে হইবে। যেমত গ্রন্থিত আছে য়িহুহা কহিতেছেন আমি যদি জীবৎমান হই তবে প্রতি জানু আমার অগ্রে পাড়া যাইবে এবং
১২ প্রতি জিহ্বা ঈশ্বরের স্থানে স্বীকার করিবে। এতদর্থে

আমরা প্রত্যেক জনেরদিগকেই ঈশ্বরের স্থানে আপন২
১৩ বিষয়ের নিকাশ দিতে হইবে। অতএব আমরা পরস্পর
এক জন অন্যের বিচার আর যেন করি না বরঞ্চ তোমরা
এই বিচার করহ যে কোন ভ্রাতার অগ্রে কোন ঠেষ
খাওয়ান্যা কিম্বা পতন কারি বিষয় কেহ না থোয়।
১৪ আমি প্রভু য়িশু হইতে জ্ঞাত হইলাম ও প্রবোধ
পাইলাম যে কোন বস্তু আপনা হইতে অপবিত্র হয়
না কিন্তু যে জন কোন বস্তুর প্রতি অপবিত্র জ্ঞান করে
১৫ তাহার প্রতি সে বস্তু অপবিত্র আছে। কিন্তু যদি
তোমার খাদ্যেতে তোমার ভ্রাতা মনস্তাপিত হয় তবে
তুমি সম্প্রীতি পূর্ব্বক কিরূপে চলহ তোমার ভক্ষ্য
দিয়া তাহাকে বিনাশ করিও না যাহার কারণ খ্রীষ্ট
১৬ মরিলেন। অতএব তোমারদের ভাল যেন নিন্দিত না
১৭ হয়। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য ভক্ষ্য ও পাণীয় দ্রব্যেতে
নহে কিন্তু যাথার্থ্য ও শান্তি ও ধর্ম্মাত্মার আনন্দে।
১৮ কেননা এই সকল দিয়া যে খ্রীষ্টের সেবা করে
সে ঈশ্বরের স্থানে গ্রাহ্য এবং মনুষ্যেরদের স্থানে ও
১৯ প্রতিষ্ঠিত। অতএব যে২ কর্ম্মেতে ঐক্যতা বাড়ে এবং
পরস্পর ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় ইহার অনুসন্ধান আমরা যেন
২০ করি। খাদ্যের কারণ ঈশ্বরের কর্ম্ম নষ্ট করিও না
সকল বস্তু পবিত্র বটে কিন্তু যে মনুষ্য দোষেতে খায়
২১ তাহার প্রতি তাহা মন্দ আছে। মাংস খাওয়া কি দ্রাক্ষা

রস পান করা কিম্বা আর কোন কর্ম্ম যাহাতে তোমার ভ্রাতা ঠেষ কি উচোট খায় কিম্বা ক্ষীণ বল হয় সে
২২ ভাল নহে। তোমার প্রত্যয় আছে ভাল তাহা আপনার স্থানে ঈশ্বরের গোচরে রাখ ধন্য সেই জন যে আপন চলিত কর্ম্ম বিষয়ে আপনার দোষ বর্ত্তায়
২৩ না। কিন্তু যে জন সন্দেহ করিয়া খায় সেই জন দোষী ঠাহরা গেল কেননা সে সপ্রত্যয়ে খায় না এবং যে কিছু প্রত্যয় হইতে হয় না সে পাপ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অতএব আমরা যে শক্তিবন্ত আছি আমরা আপনারদের ইচ্ছা পালন না করিয়া অশক্ত লোকের
২ আতুর্য্যাদি সহিতে আমারদের উপযুক্ত। আমরা প্রত্যেক জন আপন২ পড়সির ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ
৩ তাহাকে তোষাইয়া দি। কেননা খ্রীষ্ট আপনি আপনার অভিলাষ পালন করিলেন না কিন্তু যেমন লিপি আছে তোমার নিন্দুকেরদের নিন্দা আমারি উপর পড়িল।
৪ কেননা পূর্ব্বে যে কিছু লিপি ছিল সে আমারদের শিক্ষার্থে লেখা গিয়াছিল তাহাতে যেন ক্ষান্তিতে ও
৫ গ্রন্থের আশ্বাসে আমরা ভরসা পাই। এখন তো ক্ষান্তি ও আশ্বাসের ঈশ্বর য়িশু খ্রীষ্টানুসারে তোমার
৬ দিগকে পরস্পর সম্প্রীতি প্রদান করুণ। তাহাতে যেন তোমরা এক মনে ও এক মুখে আমারদের প্রভু য়িশু

৭ খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার প্রশংসা কর। অতএব যেমন খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মহিমার নিমিত্তে আমারদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন সেই মত তোমরা এক জন অন্যকে গ্রহণ
৮ করহ। এখন আমি কহি যে য়িশু খ্রীষ্ট তিনি ঈশ্বরের সত্য নিমিত্তে সুন্নতের সেবক হইয়াছিলেন তাহাতে যে অঙ্গীকার পিতৃগণেরদিগকে করা গিয়াছিল তাহা
৯ যেন স্থির করেণ। এবং ভিন্নদেশি লোক তাহার দয়া প্রযুক্তে ঈশ্বরের মহিমা যেন প্রকাশ করে যেমন লিপি আছে ইহার কারণ আমি ভিন্নদেশি লোকের মধ্যে তোমার প্রতি স্বীকার করিব এবং তোমার নাম প্রতি
১০ কীর্ত্তন করিব। আর পুনশ্চ তিনি কহিতেছেন হে ভিন্নদেশিরা তাহার লোকের সহিত তোমরা উল্লাস
১১ করহ। ও আরবার হে ভিন্ন রাজ্য সকল তোমরা য়িহুহার প্রশংসা করহ এবং হে লোক সকল তাহার
১২ গুণানুবাদ করহ। পুনর্ব্বার য়িশয়াহ কহিতেছেন যে য়িশি হইতে এক গোটা মূল এবং ভিন্নদেশিরদের উপরে এক জন রাজত্ব করিতে উদিত হইবে ও তাহাতে
১৩ ভিন্নদেশি লোক বিশ্বাস করিবে। এখন ভরসার ঈশ্বর তোমারদিগকে প্রত্যয় করণেতে সকল আমোদ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুণ তাহাতে যেন ধর্ম্মাত্মার
১৪ শক্তিতে তোমারদের ভরসা বাহুল্য রূপ হয়। অপর হে আমার ভ্রাতৃরা তোমারদের বিষয়ে আমার

প্রবোধও আছে যে তোমরা ধর্ম্মেতে পূর্ণ ও সর্ব্ব জ্ঞানেতে ভরা এবং পরস্পর উপদেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন
১৫ আছ। তত্রাপি ভ্রাতৃরা যে অনুগ্রহ ঈশ্বরে আমাকে দত্ত হইয়াছে তাহার নিমিত্তে তোমারদের স্মৃতি উস্কাইবার ভাবে আমি এই স্থানে তোমারদিগকে
১৬ কিছু অধিক সাহসে লিখিয়াছি। সে কি না যে আমি ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচারের সেবাতে ভিন্নদেশি লোকের প্রতি য়িশু খ্রীষ্টের সেবক হই তাহাতে যেন ভিন্নদেশির দের উৎসর্গকরা ধর্ম্মাত্মা হইতে শুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের
১৭ স্থানে যেন গ্রাহ্য হয়। অতএব ঈশ্বরের কর্ম্ম বিষয়ে
১৮ য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারাতে। আমার গৌরব করিবার হেতু
১৯ আছে। কেননা য়িশু খ্রীষ্ট আমার দ্বারা ভিন্নদেশি লোকেরদিগকে আজ্ঞাবহ করিতে যাহা না সাধাইয়াছেন তাহার কথা কহিতে আমার সাহস হইতে পারিবে না যে কিরূপ কথায় ও ক্রিয়ায় ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে মহালক্ষণ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রকাশ হওয়াতে আমি য়িরোশলম হইতে ইল্লিরিকা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগে খ্রীষ্টের
২০ মঙ্গল সমাচার পূর্ণ রূপে প্রচার করিয়াছি। কেননা যেখানে খ্রীষ্টের নাম উক্ত হয় নাই সেই খানে আমি মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে চেষ্টা করিলাম যেন
২১ অন্য মনুষ্যের নেওয়ের উপর না গাঁথি। কিন্তু যেমত লিপি আছে যাহারদিগকে তাহার বৃত্তান্ত কহা যায়

নাই তাহারা দেখিবে এবং যাহারা শুনিতে পায় নাই
২২ তাহারা বুঝিবে। ইহার কারণ তোমারদের স্থানে
২৩ আসিতে আমার চিরকাল বাধা হইয়াছে। কিন্তু
সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে আমার আর স্থান না
থাকিলে এবং অনেক বৎসর হইতে তোমারদের
নিকটে আমার আগমন করিবার বাসনা হইলে।
২৪ যখন আমি স্পানিয়ায় যাত্রা করিব তখন আমি
তোমারদের নিকটে আসিব কেননা আমার আশা
আছে যে পথের মধ্যে আমি তোমারদের সাক্ষাৎ
করিয়া যাইব এবং যে তোমারদের সংসর্গেতে কিছু
পরিতৃপ্ত হইলে পরে সে দিগের গমনে তোমরা আমাকে
২৫ অগ্র বাড়িয়া রাখিবা। কিন্তু এখন আমি পুণ্যবানেরদের
২৬ সেবনে যিরোশলমে যাই। কেননা যিরোশলম
নিবাসি দরিদ্র পুণ্যবানেরদের কারণ মাকিদনিয়া ও
আখায়ার মণ্ডলী সকল মিলিয়া কিছু অর্থ পুঞ্জী করিয়া
২৭ দিতে বাঞ্ছা করিয়াছে। তাহারা বাঞ্ছা করিয়াছে এবং
উহারদের দায়ী তাহারা আছে কেননা যদি
ভিন্নদেশিরা তাহারদের আত্মিক বস্তুর সহভাগী হইল
তবে শারীরিক বস্তু দিয়া তাহারদের সেবা করা
২৮ ইহারদের উচিত আছে। অতএব একর্ম্ম সাধিয়া এবং
এই ফল মুদ্রা রূপ তাহারদের হস্তগত করিলে পরে
আমি তোমারদের ওখান দিয়া স্পানিয়ায় যাইব।

২৯ এবং যখন আমি তোমারদের স্থানে আসিব তখন আমি খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের কল্যাণের পূর্ণতায় ৩০ আসিব ইহা আমি নিশ্চয় জানি। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমি প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট দিয়া এবং আত্মার প্রেম দিয়া তোমারদিগকে কাকুতি করি যে তোমরা আমার বিষয়ে আপনারদের প্রার্থনার মধ্যে সহায়তা করিয়া ৩১ ঈশ্বরের স্থানে একান্ত রূপ মিনতি করিবা। যে আমি য়িহোদা দেশস্থ অবিশ্বাসক লোকেরদের বশ হইতে রক্ষা পাই এবং যে আমার য়িরোশলমার্থ সেবা ৩২ পুণ্যবানেরদের স্থানে গ্রাহ্য হয়। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় আমি তোমার নিকটে যেন সানন্দে আসি এবং ৩৩ তোমারদের সহিত প্রাণ জুড়াই। এখন তো ঐক্যের ঈশ্বর তোমা সকলের সঙ্গে হউন আমেন——

ষোড়শ অধ্যায়

আমারদের ভগিনী ফেবে যে কেঁক্রেয়ার মণ্ডলীর এক জনা সেবানী তাহাকে আমি তোমারদের স্থানে ২ গ্রাহ্য পাত্রা করিয়া চিনাইয়া দি। যে তোমরা প্রভুতে পুণ্যবানেরদের উপযুক্ত মতে তাহাকে আগ্রহ যেন কর এবং যে কিছুতে তোমারদের স্থানে তাহার আবশ্যক হয় তাহাতে তোমরা তাহার উপকার কর কেননা সে অনেকের উপকারিণী হইয়াছে এবং বিশেষ রূপে ৩ আমারও। য়িশু খ্রীষ্টে আমার সহকারী প্রিস্কিলা ও

৪ আকুল্লাকে নমস্কার বলিও। তাহারা এমন লোক যে আমার প্রাণার্থে তাহারা আপনারদের ঘাড় পাতিয়া দিল কিন্তু তাহারদের স্তব করা কেবল আমার উপযুক্ত নহে কিন্তু ভিন্নদেশিরদের সকল মণ্ডলীর ও আছে।
৫ এবং তাহারদের বাটী সভাস্থ মণ্ডলীকে নমস্কার বলিও আমার পরম প্রিয় আইপেনেতস যে খ্রীষ্টের প্রতি আখায়ার প্রথম ফল আছে তাহাকে নমস্কার বলিও।
৬ মারিয়া যে আমারদের বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছে
৭ তাহাকে নমস্কার বলিও। আন্দ্রনিকস ও যুনিয়া আমার জ্ঞাতি ও সহবন্দী যাহারা প্রেরিতেরদের মধ্যে সুখ্যাতাহিত এবং আমার পূর্ব্বে খ্রীষ্টেতে ছিল তাহার
৮ দিগকে নমস্কার বলিও। প্রভুতে আমার প্রিয়
৯ আমল্পীয়াসকে নমস্কার বলিও। খ্রীষ্টেতে আমার সহকারী উর্ব্বানি ও আমার প্রিয় স্তাখায়ষকে নমস্কার
১০ বলিও। খ্রীষ্টেতে মনোনীত আপেল্লেষকে নমস্কার বলিও আরিস্তবুলসের পরিবারের মধ্যে যাহারা আছে
১১ তাহারদিগকে নমস্কার বলিও। আমার জ্ঞাতি হেরোদিয়ান এবং নার্কসেসের পরিজনে যাহারা
১২ প্রভুতে আছে তাহারদিগকে নমস্কার দিও। ত্রফেনা ও ত্রফোসা যে প্রভুতে শ্রম করিয়াছে তাহারদিগকে নমস্কার দিও প্রিয়াপর্ষিস যে প্রভুতে বহুশ্রম করিল
১৩ তাহাকে নমস্কার বলিও। প্রভুতে বাছিত রুফস এবং

তাহার ও আমার মাতাকে নমস্কার বলিও।
১৪ আসনকৃতস ও ফ্লেগণ ও হর্মস ও পাত্রোবাস ও হর্মিস
এবং তাহারদের সমিভ্যাহ্রি ভ্রাতৃগণেরদিগকে নমস্কার
১৫ বলিও। ফিললোগস ও যুলিয়া ও নেরিযস ও তাহার
ভগিনী ওলিম্পাস ও তাহারদের সহবর্ত্তি পুণ্যবান
১৬ সকলেরদিগকে নমস্কার দিও। পুণ্য রূপ চুম্বন দিয়া
পরস্পার নমস্কার করিও খ্রীষ্টের মণ্ডলী সকল তোমার
১৭ দিগকে নমস্কার করে। এখন ভ্রাতৃরা আমি তোমার
দিগকে প্রার্থনা করি যে শিক্ষা তোমরা শিখিয়াছ
তাহার বিপর্য্যয়ে যাহারা ভিন্নভেদ করায় ও
ঠেষ লাগায় তাহারদিগকে চিহ্নিয়া রাখ এবং তাহার
১৮ দিগ হইতে ভিন্ন হইয়া থাক। কেননা এমন লোক
প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের সেবা করে না কিন্তু আপনারদের
উদরের সেবা এবং মধুর বাক্যেতে ও প্রবন্ধ আলাপেতে
১৯ সরলান্তঃকরণেরদের মন ভুলায়। কেননা তোমারদের
আজ্ঞাবহন প্রকাশ হইয়া সকলের গোচর হইল
অতএব আমি তোমারদের বিষয়ে আনন্দিত হইলাম
তথাপি আমার ইচ্ছা যে তোমরা ভাল প্রতি পটু এবং
২০ মন্দ প্রতি বাল্য জ্ঞান হও। এবং ঐক্যের ঈশ্বর
শয়তানকে তোমারদের পদতলে শীঘ্র মর্দ্দন করিবেন
আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমারদের
২১ সঙ্গে থাকুক আমেন। আমার সহকারী টিমোতিয়স

ও আমার আত্মীয় জন লুকিয়স ও যাসন ও সসিপাত্তর
২২ তোমারদিগকে নমস্কার করে। আমি তর্ত্তিয়স এই পত্রের লেখক তোমারদিগকে প্রভুতে নমস্কার দি।
২৩ গাইয়স আমার ও মণ্ডলী সমুদায়ের আতিথ্য কারী তোমারদিগকে নমস্কার দেয় এরাস্তষ নগরের পাত্র ও কার্ত্তস এক ভাই তোমারদিগকে নমস্কার করে।
২৪ আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমা সকলের
২৫ সহিত হউক আমেন। এখন যে নিগূঢ় তত্ত্ব জগতের আদি হইতে গোপনে রাখা গিয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যয়ের আজ্ঞা বহনার্থে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থানুসারে অনাদি ঈশ্বরের আজ্ঞানুক্রমে সকল দেশের প্রতি
২৬ প্রকাশ হইয়াছে। সেই প্রকাশানুক্রমে য়িশু খ্রীষ্টের প্রচার করা অর্থাৎ আমার মঙ্গল সমাচারানুসারে যিনি
২৭ তোমারদিগকে স্থির করিতে শক্তিবন্ত আছেন। সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানবান ঈশ্বরের মহিমা য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারাতে সদা সর্ব্বক্ষণে প্রকাশিত হউক আমেন।—

পাওল প্রেরিতের প্রথম পত্র করিন্তীরদিগকে
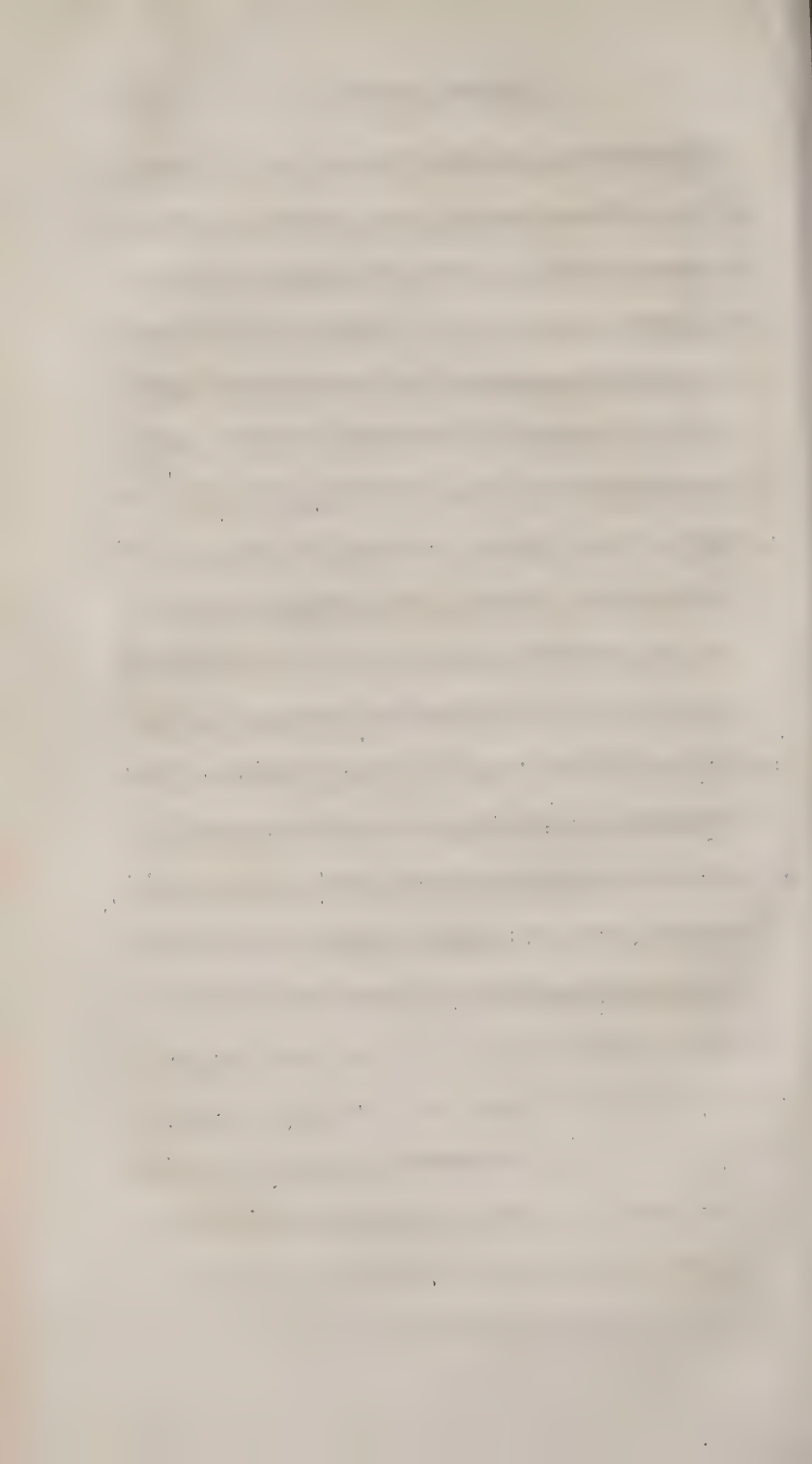
প্রথম অধ্যায়

পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছায় য়িশু খ্রীষ্টের আহ্বানিত
২ প্রেরিত ও ভাই সস্তেনস। ঈশ্বরের করিন্তে স্থিত
মণ্ডলী য়িশু খ্রীষ্টেতে পরিষ্কৃত আহ্বানিত পুণ্যবান এবং
সর্ব্বত্রে যে সকল আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট যিনি
তাহারদের ও আমারদের প্রভু তাঁহার নামেতে
৩ আহ্বান করে তাহারদের সকলের প্রতি। তোমার
দিগকে আমারদের পিতা ঈশ্বর এবং আমারদের প্রভু
৪ য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি হউক। ঈশ্বরের
প্রসাদ যে য়িশু খ্রীষ্টেতে তোমারদিগকে প্রদান হইয়াছে
তাহার কারণ আমি আপন ঈশ্বরকে সতত তোমারদের
৫ বিষয়ে স্তব করিতেছি। যে তোমরা সমস্ত উক্তিতে ও

সমস্ত জ্ঞানে সকল বিষয়েতেই তাঁহাতে গুণবান
৬ হইয়াছে। যেমত খ্রীষ্টের সাক্ষী তোমারদের মধ্যে
৭ প্রামাণ্য হইয়াছিল। অতএব আমারদের প্রভু য়িশু
খ্রীষ্টের আগমন অপেক্ষায় থাকিয়া তোমারদের কোন
৮ প্রসাদেতে ত্রুটি নাই। ও তিনি তোমারদিগকে শেষ
পর্য্যন্তই স্থির করিয়া রাখিবেন যেন তোমরা আমার
দের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষী ঠাহরা যাও।
৯ ঈশ্বর যে তোমারদিগকে আপন পুত্র আমারদের
প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের সংসর্গেতে আহ্বান করিলেন তিনি
১০ বিশ্বাসী আছেন। এখন ভ্রাতৃরা আমি তোমারদিগকে
আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নামেতে প্রার্থনা করি
যে তোমরা সকলেই এক কথা কহ ও যে তোমারদের
মধ্যে কিছু ভিন্নভেদ না হয় কিন্তু তোমরা এক মনে ও
১১ এক ভাবে যেন মিলিয়া থাক। কেননা হে ভ্রাতৃরা
খ্লোয়ের পরিজনে আমাকে জ্ঞাপিত হইয়াছে যে
১২ তোমারদের মধ্যে বাদ বিবাদ হইতেছে। অতএব
আমি ইহা কহি যে তোমরা প্রতিজন কহিতেছ আমি
পাওলের পক্ষে ও আমি আপল্লুসের পক্ষে ও আমি
১৩ কাইফার পক্ষে ও আমি খ্রীষ্টের পক্ষে। খ্রীষ্ট কি
ভিন্ন২ হইলেন পাওল না কি তোমারদের কারণ
ক্রূশেতে টাঙ্গা গিয়াছিল কিম্বা পাওলের নামে কি
১৪ তোমরা বাপ্টাইজিত ছিলা। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

করি যে ক্রিস্পষ ও গাইয়স ব্যতিরেক আমি তোমার
১৫ দের মধ্যে কাহাকে বাপ্‌টাইজ করি নাই। যে কি জানি
কেহবা কহে যে আমি আপনার নামে বাপ্‌টাইজ
১৬ করিয়াছিলাম। আমি স্তিফানসের পরিজনেরদিগকে
ও বাপ্‌টাইজ করিলাম এবং তাহা বই আমি আর
কাহাকে বাপ্‌টাইজ করিয়াছি বা ইহা আমি জ্ঞাত
১৭ নহি। কেননা খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্‌টাইজ করিতে
পাঠাইলেন না কিন্তু মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে
বাক্য জ্ঞানেতে নহে যে কি জানি খ্রীষ্টের ক্রুশ বৃথা
১৮ বা করা যায়। কেননা নাশ্য লোকের স্থানে ক্রুশের
প্রস্তাব মূর্খতা হয় কিন্তু আমাসকল ত্রাণ পাত্রেরদিগকে
১৯ তাহা ঈশ্বরের শক্তি। কেননা লিখিত আছে আমি
জ্ঞানিরদের জ্ঞান নষ্ট করিব এবং সুবিবেক জনেরদের
২০ বুদ্ধি নিবৃত্ত করিব। জ্ঞানী কোথায় উপাধ্যায় কোথায়
এজগতের তর্কী কোথায় ঈশ্বর এজগতের জ্ঞানকে কি
২১ মূঢ়তা করিয়া দেন নাই। কেননা যেমন ঈশ্বরের জ্ঞানেতে
জগৎসংসার জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিল না তেমন
ঈশ্বর বিশ্বাসক জনেরদিগকে প্রচার করার মূর্খতা দ্বারা
পরিত্রাণ করিতে অভিমত করিলেন। কেননা য়িহোদীরা
২২ চিহ্ন চাহে এবং য়ুনানীরা জ্ঞানের প্রয়াস করে।
২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশ দেওয়া খ্রীষ্টের প্রচার করিতেছি
য়িহোদীরদের স্থানে ঠেষ বিষয় এবং য়ুনানীরদের

২৪ স্থানে মূর্খতা। কিন্তু যাহারা আহ্বানিত হয় য়িহুদী ও য়ুনানী তাহারদের উভয়ের প্রতি খ্রীষ্ট ঈশ্বরের
২৫ শক্তি ও ঈশ্বরের জ্ঞান। কেননা ঈশ্বরের অজ্ঞানতা মনুষ্যেরদিগ হইতে জ্ঞানবান এবং ঈশ্বরের দুর্ব্বলতা
২৬ মনুষ্যেরদিগ হইতে বলবান। কেননা হে ভ্রাতৃরা তোমারদের আহ্বান হওয়া দেখ যে অনেক শরীরানুসারিক জ্ঞানী নহে অনেক বিক্রমী নহে অনেক মহৎ
২৭ লোক নহে। কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানবানেরদিগকে লজ্জিত করাইতে জগতের মূঢ় বস্তু বাছিয়া লইয়াছেন ও তাহার প্রবল বস্তুর লজ্জা জন্মাইতে ঈশ্বর এজগতের দুর্ব্বল বস্তু
২৮ বাছিয়া লইয়াছেন। এবং অস্তি বস্তুকে নিবৃত্ত করিতে ঈশ্বর এজগতের ছার বস্তু ও তুচ্ছিত বস্তু ও নাস্তি বস্তুকে বাছিত করিয়াছেন তাঁহার সাক্ষাতে যেন কোন প্রাণির
২৯ গৌরব করা না থাকে। কেননা তাহা হইতে তোমরা য়িশু খ্রীষ্টেতে আছ যিনি ঈশ্বর হইতে আমারদের কারণ জ্ঞানও যাথার্থ্য ও পবিত্রতা ও মুক্তি করা গিয়া
৩০ ছেন। তাঁহাতে যেমন লিপি আছে যে গৌরব করে সে ঈশ্বরেতেই গৌরব করুক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এবং হে ভ্রাতৃরা যখন আমি তোমারদের মধ্যে আসিয়াছিলাম তখন আমি বাক্যের কিম্বা বিদ্যার অলঙ্কারেতে ঈশ্বরের সাক্ষ্যবাণী তোমারদিগকে জ্ঞাপন

২ করিতে আইলাম না। কেননা আমি স্থির মন করিয়া ছিলাম যে য়িশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার ক্রূশ দেওয়া ব্যতিরেক
৩ আর কিছু তোমারদের মধ্যে আমি জানিব না। এবং আমি দৌর্ব্বল্যে ও ভয়ে ও বহু কম্পনে তোমারদের
৪ সঙ্গে থাকিলাম। এবং আমার উক্তি ও পুস্তাব মানুষিক জ্ঞানের সাধনীয় বাক্যানুক্রমে ছিল না কিন্তু আত্মা ও
৫ শক্তির পুত্যক্ষ পুমাণেতে। তাহাতে যেন তোমারদের বিশ্বাস মনুষ্যের জ্ঞানের উপর স্থাপিত না হয় কিন্তু
৬ ঈশ্বরের শক্তির উপর। তত্রাপি সিদ্ধজনের মধ্যে আমরা জ্ঞানী কথা কহি কিন্তু এই জগৎ কিম্বা এই জগৎপতি সকল যাহারা নিবৃত্ত হইবে তাহারদের
৭ জ্ঞান নহে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের নিগূঢ়স্থ জ্ঞান কহি সেই গুপ্ত জ্ঞান যে ঈশ্বর জগতের পূর্ব্ব হইতেই
৮ আমারদের মোক্ষার্থে স্থির করিলেন। তাহা এই জগৎ পতিরদের মধ্যে কেহ জানিল না কেননা যদি জানিত তবে তাহারা মহিমার পুভুকে ক্রূশেতে টাঙ্গাইয়া দিত
৯ না কিন্তু। যেমন লিপি আছে ঈশ্বর আপন পেুমিরদের কারণ যাহা পুস্তত করিয়াছেন তাহা চক্ষুও দেখে নাই কর্ণ ও শুনে নাই এবং মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাহার
১০ পুবেশ ও হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বর আপন আত্মা দিয়া তাহা আমারদিগকে পুকাশ করিয়াছেন কেননা আত্মা সকলের তত্ত্ব লইতেছেন বরঞ্চ ঈশ্বরের

১১ গম্ভীর প্রসঙ্গ। কেননা মনুষ্যের তত্ত্ব আপন অন্তরস্থ আত্মাব্যতিরেক কেবা জানে তদ্রূপ ঈশ্বরের তত্ত্ব
১২ ঈশ্বরের আত্মা ব্যতিরেক কেহ জানে না। অতএব আমরা জগতের আত্মা পাই নাই কিন্তু যে আত্মা ঈশ্বর হইতে হয় তাহাতে যে বস্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমারদিগকে দিয়াছেন তাহা যেন আমরা জ্ঞাত হই।
১৩ সেই কথা আমরা মনুষ্যের জ্ঞানোক্ত কথায় কহি না কিন্তু ধর্ম্মাত্মার শিক্ষিত কথায় তাহাতে আত্মিক বিষয়
১৪ আত্মিক কথায় প্রভেদ করিয়া কহি। কিন্তু শারীরিক মনুষ্য যে সে ঈশ্বরের আত্মার বিষয় গ্রহণ করে না কেননা সে তাহার স্থানে মূর্খতা আছে এবং তাহা সে বুঝিতে পারেও না কেননা সে বিষয় আত্মিক বুদ্ধিতে
১৫ বোধ্য হয়। কিন্তু আত্মিক মনুষ্য সকলকে বুঝিতেছে
১৬ তথাচ আপনি কাহার স্থানে বোধ্য হয় না। কেননা ঈশ্বরের মন কেটা জানিয়াছে যে তাঁহাকে সে মন্ত্রণা দিবে কিন্তু আমরা খ্রীষ্টের মন জ্ঞাত আছি।

তৃতীয় অধ্যায়

এবং হে ভ্রাতৃরা আমি তোমারদিগকে আত্মিক জ্ঞান করিয়া কহিতে পারিলাম না কিন্তু শারীরিক
২ জ্ঞানে খ্রীষ্টেতে শিশু জ্ঞান মাত্রে। আমি তোমারদিগকে দুগ্ধ খাওয়াইয়াছি চব্য ভক্ষ্য নহে কেননা তোমারদের অসাধ্য ছিল এবং অদ্যাপিও তোমারদের সাধ্য হয়

৩ নাই। কি জন্য না তোমরা অদ্যাপি শারীরিক হইয়া আছ কেননা তোমারদের মধ্যে আড়াআড়ি ও বাদ বিবাদ ও পক্ষাপক্ষ হইলে তোমরা শারীরিক ও
৪ মনুষ্যেরদের ধারা মত চলিতেছ কি না। কেননা যখন এক জন কহে আমি পাওলের পক্ষে ও অন্য জন আমি আপল্লসের পক্ষে তবে তোমরা কি শারীরিক নহ।
৫ পাওল বা কে ও আপল্লস বা কে কেবল সেবক মাত্র যাহারদের দ্বারা তোমরা প্রত্যয় করিলা এবং সেও যদনুসারে ঈশ্বর প্রত্যেক জনকে প্রদান করিলেন।
৬ আমি রোপন করিলাম আপল্লস জল সেচিল কিন্তু
৭ ঈশ্বর বাড়াইয়া দিলেন। অতএব রোপক ও কিছু নয়
৮ সেচক ও কিছু নয় কিন্তু ঈশ্বর যিনি বৃদ্ধি দেন। কিন্তু রোপক ও সেঁচক তাহারা এক এবং প্রত্যেক জন আপন২ শ্রমানুসারে আপন২ প্রতিফল পাইবে।
৯ কেননা আমরা ঈশ্বরের সহকর্ম্মী তোমরা ঈশ্বরের কৃষি
১০ তোমরা ঈশ্বরের অট্টালিকা। ঈশ্বরের প্রসাদ যেমত আমাকে প্রদান হইয়াছে তদনুসারে আমি পটু স্থপতির মত নেওদিয়াছি এবং তাহার উপর অন্য জন গাঁথিয়া দেয় কিন্তু প্রতিজন সাবধান থাকুক যে তাহার
১১ উপর সে কিরূপে গাঁথে। কেননা যাহা স্থাপিত হইয়াছে তদ্ব্যতিরেক অন্য নেও কোন মনুষ্য স্থাপিতে
১২ পারিবেক না সে যিশু খ্রীষ্ট। যদি এই নেওয়ের উপর

১৩ স্বর্ণ রূপ্য রত্ন কাষ্ঠ তৃণ নাড়া কেহ বা গাথেঁ। প্রতি জনের কর্ম্ম ব্যক্ত করা যাইবেক কেননা সে দিবস তাহা প্রকাশ করিবে কেননা অগ্নি দ্বারাতে তাহা প্রকাশিত হইবে বরং প্রতি মনুষ্যের কর্ম্ম কি প্রকার আছে তাহা সেই অগ্নি পরীক্ষা করিয়া দেখাইবে।

১৪ যদি কোন মনুষ্যের তদুপরস্থ কর্ম্ম ঠাহরে তবে সে

১৫ প্রতিফল পাইবে। কিন্ত যদি কাহার কর্ম্ম দগ্ধ হয় তবে তাহার ক্ষতি হইবে কিন্তু সে আপনি রক্ষা পাইবে

১৬ তথাচ অগ্নি হইতে যাদৃশ হয় তাদৃশ। তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমারদের অন্তরে বাস করিতেছেন ইহা কি তোমরা জ্ঞাত

১৭ নহ। যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দিরকে অপবিত্র করে তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন কেননা ঈশ্বরের মন্দির

১৮ পবিত্র আছে ও তোমরাই সেই। কোন মনুষ্য আপনার ভ্রান্তি করুক না যদি তোমারদের মধ্যে কেহ এজগতে জ্ঞানবান দেখায় তবে সে জ্ঞানবান হইবার

১৯ কারণ মূর্খ হউক। কেননা ঈশ্বরের স্থানে এজগতে জ্ঞান মূর্খতা যেমত লিপি আছে তিনি জ্ঞানবানের

২০ দিগকে আপনারদের চাতুর্য্যেতে ধরিয়া লন। ও আরবার জ্ঞানবানেরদের অনুভব ঈশ্বর বৃথা করিয়া

২১ জানেন। অতএব মনুষ্যেরদিগেতে কেহ গৌরব করুক না

২২ কেননা সকল বস্তু তোমারদের আছে। কি পাওল কি

আপল্লস কি কাইফা কি পৃথিবী কি জীবন কি মরণ কি বর্ত্তমান বিষয় কি ভাবি বিষয় সকলি তোমার
২৩ দের। এবং তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

চতুর্থ অধ্যায়

মনুষ্য আমারদিগকে খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের
২ নিগূঢ় বিষয়ের কর্ম্মপাত্র গণনা করুক। অপর পাত্রেতে চাহে যে মনুষ্যটা বিশ্বাসী ঠাহরা যায়।
৩ কিন্তু তোমারদিগ হইতে কিম্বা মনুষ্যের বিচার হইতে আমি বিচারিত হই ইহা আমার স্থানে অতি ক্ষুদ্র
৪ বিষয় বরঞ্চ আমি আপনার বিচার করি না। কেননা আমি আপনার কিছু জানি না তথাচ ইহাতে আমার নির্দ্দোষ ঠাহরা হয় না কিন্তু আমাকে যিনি বিচার
৫ করেণ তিনি প্রভু। অতএব সময়ের পূর্ব্বে যাবৎ প্রভু না আইসেন তাবৎ কিছুর বিচার করিও না তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় দীপ্তিতে প্রকাশমান করিবেন এবং অন্তঃকরণের পরামর্শ সকল ব্যক্ত করিবেন তখন ঈশ্বরই হইতে প্রতি জনের প্রতিষ্ঠা
৬ হইবে। এবং এবিষয় ভ্রাতৃরা আমি তোমারদের কারণ দৃষ্টান্ত দ্বারাতে আপনাকে ও আপল্লসকে বর্ত্তাইয়াছি যেন আমারদিগেতে তোমরা শিক্ষিত হও যে লিপি কথার অধিকে তোমরা আপনারদিগকে বড় করিয়া না বুঝিবা ও যে তোমরা এক জনের স্বপক্ষে

৭ অন্য জনের বিপক্ষে গাফুলা না করিবা। কেননা অন্য হইতে কে তোমাকে অন্যমত করিয়া দিয়াছে এবং প্রাপ্ত বস্তু ব্যতিরেক তোমার কি আছে কিন্তু যদি পাইয়াছ তবে যাদৃশ না পাইয়াছিলা তাদৃশ কেন
৮ গৌরব করিতেছ। এখন তোমরা পরিপূর্ণ হইয়াছ এখন তোমরা ধনবান হইয়াছ আমরা বর্জ্জিত তোমরা রাজাগণের মত রাজত্ব করিয়াছ এবং ঈশ্বর যেন করেণ যে তোমারদের রাজত্ব হয় তাহাতে আমরাও
৯ তোমারদের সঙ্গে যেন রাজত্ব করিতে পাই। কেননা আমি বুঝি যে ঈশ্বর আমা সকল প্রেরিতেরদিগকে যাদৃশ মরিবার কারণ নিযোজিত তাদৃশ অবশেষে বাহির করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন কেমনা আমরা জগতের ও স্বর্গ দূতগণের ও মনুষ্যেরদের প্রতি কৌতুক
১০ করা গিয়াছি। আমরা খ্রীষ্টের কারণ মূঢ় লোক কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টেতে জ্ঞানবান আমরা দুর্ব্বল কিন্তু তোমরা বলবান তোমরা সম্মানিত কিন্তু আমরা অপমানিত।
১১ কেননা এই ঘড়ী পর্য্যন্তই আমরা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত ও বস্ত্রহীন হইয়া এবং মারি পিট খাইয়া আসিতেছি
১২ ও আমারদের কোন নিশ্চিত বাসা নাই। অপর আমরা আপনারদের হাতে কর্ম্ম করিয়া শ্রম করিতেছি তিরস্কৃত হইয়া আমরা কল্যাণ চাহি তাড়িত
১৩ হইয়া আমরা সহিষ্ণুতা করি। নিন্দিত হইয়া আমরা

কাকুতি করি আজি পর্য্যন্ত আমরা জগতের কল্ক এবং
১৪ সকলের নিছুনিবৎ করা গিয়াছি। একথা তোমারদের লজ্জার নিমিত্তে আমি লিখি না কিন্তু আপনার প্রিয় পুত্রের মত আমি তোমারদিগকে চেতাইয়া দি।
১৫ কেননা যদিস্যু খ্রীষ্টেতে তোমারদের দশ সহস্র শিক্ষক হয় তথাপি তোমারদের অনেক পিতৃ নাই কেননা আমি য়িশু খ্রীষ্টেতে মঙ্গল সমাচারের দ্বারা তোমার
১৬ দিগকে জন্মাইয়া দিয়াছি। অতএব আমি প্রার্থনা করি
১৭ যে তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও। ইহার কারণ আমি আপন প্রিয় পুত্র ও প্রভুতে বিশ্বাসী টিমোতিয়সকে তোমারদের নিকটে পাঠাইয়াছি সেই আমার খ্রীষ্টানুরূপ ধারা যেমত আমি সর্ব্বত্র সকল মণ্ডলীতে শিক্ষাইতেছি তাহা তোমারদের মনে দিবে।
১৮ কাহার ২ গাফুলা হইয়াছে এই অনুমানে যে আমি
১৯ তোমারদের নিকটে আসিব না। কিন্তু ঈশ্বর করেণ আমি তোমারদের কাছে ত্বরিত আসিব এবং সে গাফুলানেরদের শক্তি জানিব কথা নয় কেননা ঈশ্বরের
২০।২১ রাজ্য কথাতে নহে কিন্তু শক্তিতে। তোমারদের বাঞ্ছা কি আমি কি লাঠী লইয়া আসিব কিম্বা প্রেমেতে ও ক্ষান্ত মনেতে আসিব।

পঞ্চম অধ্যায়

জনরব হইয়াছে যে তোমারদের মধ্যে পারদারিক

ক্রিয়া আছে এমত পরদার যে ভিন্নদেশি লোকের মধ্যে তাহার উক্তি ও হয় না যে কোন ব্যক্তি আপন
২ পিতৃর ভার্য্যা আপনার নিকট রাখে। এবং যে ব্যক্তি এমত কর্ম্ম করিয়াছে সেই যেন তোমারদের মধ্য হইতে ত্যক্ত করা যাইত তোমরা এইমত শুচনা না
৩ করিয়া বরঞ্চ তোমারদের গাফূলা হইয়াছে। কিন্তু আমি শরীরেতে অসাক্ষাৎ বটে তথাচ আত্মাতে সাক্ষাৎ হইয়া আপন সাক্ষাৎ হওয়ার ভাবেতে এই
৪।৫ বিপরীত কর্ম্ম কারির বিচার স্থির করিয়াছি। সে এই যে তোমরা ও আমার আত্মা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের শক্তির সহিত একত্র হইয়া এমন ব্যক্তিকে শরীরের দমনার্থে আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নামেতে শয়তানের স্থানে সমর্পণ করিবা যেন প্রভু
৬ য়িশুর দিবসে আত্মাটা ত্রাণ পায়। তোমারদের গৌরব করা ভাল নহে তোমরা কি জানহ না যে অল্প
৭ খমীরে গোটা সমূহ খমীরী হয়। অতএব তোমরা অখমীরী হইয়া পুরাতন খমীর বাহির করিয়া ফেলিয়া দেও তাহাতে যেন তোমরা নূতন ঢেলা হও কেননা খ্রীষ্ট আমারদের পেশাক্ষ আপনি আমারদের
৮ কারণ মারা গিয়াছেন। অতএব পুরাতন খমীর কিম্বা দ্বেষ ও দুষ্টতার খমীর না দিয়া আমরা সারল্য ও
৯ সত্যের অখমীরী রুটীতে পর্ব্বের পালন করি। আমি

এক পত্রে তোমারদিগকে লিখিয়াছিলাম যে তোমরা
১০ লোচ্চা লোকের সঙ্গে সঙ্গ করিবা না। কিন্তু এজগতের
লোচ্চা কিম্বা লোভী কিম্বা লুট্যারা কিম্বা পুতিমা
পূজকেরা ইহারদের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ ছাড়া তাহা
নহে কেননা এমত করিলে তো চাহে যে তোমরা
১১ জগতের বাহির যাও। কিন্তু আমি সম্প্রুতি তোমার
দিগকে লিখিয়াছি যদি কোন জন ভ্রাতা নাম ধরিয়া
লোচ্চা কি লোভী কি পুতিমাপূজক কি দুর্ম্মুখা কি
মত্তলোক কিম্বা লুটন্যা হয় এমন জনের সঙ্গে সঙ্গ
১২ করিবা না এবং ভোজন ও করিবা না। কেননা
বহির্ভূত লোকের বিচার করাতে আমার বিষয় কি
তোমরা ও অন্তর্গত লোকেরদিগকে বিচার করহ কি
১৩ না। কিন্তু বহির্ভূত লোকেরদিগকে ঈশ্বরই বিচার
করেণ অতএব আপনারদের মধ্য হইতে সে দুষ্ট
ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দেও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তোমারদের মধ্যে কি এমন সাহসিক কেহ আছে
যে অন্যের সহিত বিষয় রাখিলে পুণ্যবানেরদের স্থানে
গোহারী না করিয়া অযাথার্থিকেরদের নিকটে করে।
২ তোমরা কি জানহ না যে পুণ্যবানেরা জগতের বিচার
করিবে আর যদি তোমারদিগ হইতে জগতের বিচার
হইবে তবে কি ক্ষুদ্র বিষয়ের সমাধা করিতে তোমরা

৩ অযোগ্য বট। তোমরা কি জানহ না যে আমরা দূতগণেরদিগকে বিচার করিব তবে কতোধিকে
৪ এজীবন বিষয়ের ব্যাপার। অতএব যদি এই জীবন বিষয়ের ব্যাপারার্থে তোমারদের বিচার হয় তবে মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা অল্প মর্য্যাদিক তাহারদিগকে
৫ নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত করহ। আমি তোমারদের লজ্জার্থে ইহা কহিতেছি কি তোমারদের মধ্যে এক জন বুদ্ধিমন্ত নাই যে কোন ভ্রাতার বিষয় সমাধা করিতে
৬ ক্ষমতাপন্ন হয়। কিন্তু ভ্রাতার উপর ভ্রাতা আদাশ করিতেছে ও সেই বরং অপ্রত্যয়ি লোকের সাক্ষাতে।
৭ অতএব তোমারদের অন্যোন্যের গোহারী করা যে সে তোমারদের মধ্যে নিতান্ত দোষ বরঞ্চ তোমরা অসঙ্গত কর্ম্ম কেন সহিষ্ণুতা করহ না তোমরা আপনার
৮ দের অন্যায় প্রাপ্ত অপচয় কেন স্বীকার করহ না। কিন্তু তোমরাই অন্যায় ও অসঙ্গত করিতেহ বরং আপনার
৯ দের ভ্রাতারদিগকেই। তোমরা কি জানহ না যে অসৎ লোকেরা ঈশ্বরের রাজ্যাধিকার পাইবেক না ভ্রান্ত হইও না বেশ্যাগামিরা কি প্রতিমাপূজকেরা কি
১০ পরদারিরা কি লম্পট কি গাঁড্যা। কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি দুর্ম্মুখা কি লুট্যারা এসকল ঈশ্বরের
১১ রাজ্যাধিকার পাইবেক না। আর এমন লোক তোমার দের মধ্যে কেহ২ ছিল কিন্তু প্রভু যিশুর নামে ও

আমারদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা তোমরা ধৌত হইয়াছ তোমরা পরিস্কৃত হইয়াছ তোমরা নির্দ্দোষী
১২ ঠাহরা গিয়াছ। সকল বস্তু আমার জন্যে কর্ত্তব্য কিন্তু সকল বস্তু হিতকারী নহে সকল বস্তু আমার কারণ কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আমি কিছুর বশীভূত হইব না।
১৩ ভক্ষ্য উদরের কারণ এবং উদর ভক্ষ্যের কারণ কিন্তু ঈশ্বর ইহার ও তাহার উভয়ের নাশ করিবেন কিন্তু শরীর যে সে বেশ্যাগমনের কারণ নহে কিন্তু প্রভুর
১৪ কারণ এবং প্রভু শরীরের কারণ। এবং ঈশ্বর আপন শক্তিতে প্রভুকে উঠাইয়াছেন এবং আমারদিগকেও
১৫ উঠাইবেন। তোমরা কি জানহ না যে তোমারদের শরীর সকল খ্রীষ্টের অঙ্গ২ আছে তবে কি আমি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া তাহা বেশ্যার অঙ্গ করিব এমত
১৬ যেন না হয়। তোমরা কি জানহ না যে জন বেশ্যার সহিত সংযুক্ত আছে তাহারা একাঙ্গ হইল কেননা উক্ত
১৭ আছে দুই জন একশরীর হইবে। কিন্তু প্রভুর সহিত যাহার সংযোগ আছে সে তাহার সহিত এক আত্মা
১৮ হইয়াছে। পরস্ত্রী গমন হইতে পলায়ন কর যতেক পাপ মনুষ্যে করে সে শরীরের বাহিরে হয় কিন্তু যে পরস্ত্রীগামী সে আপন শরীরের প্রতি পাপ করে। কি
১৯ তোমরা জান না যে তোমারদের শরীর ধর্ম্মাত্মার মন্দির যিনি তোমারদের অন্তরে বর্ত্তিতেছেন যাঁহাকে তোমরা

ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইলা এবং যে তোমরা আপনারদের
১০ নিজ নহ। কেননা তোমরা মূল্যেতে ক্রীত হইয়াছ
অতএব তোমারদের শরীর ও তোমারদের আত্মা যে
ঈশ্বরের আছে তাহা দিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ
করহ।

সপ্তম অধ্যায়

এখন ও সকল প্রসঙ্গের বিষয় যে তোমরা আমাকে
লিখিয়াছিলা স্ত্রীর সহিত মনুষ্যের বিষয় না হওয়া
২ ভাল। তত্রাপি মল ক্রিয়া নিবারণার্থে প্রতি পুরুষ
নিজ জায়া রাখুক এবং প্রতি স্ত্রী নিজ স্বামী ধরুক।
৩ স্বামিটা জায়ার প্রতি উপযুক্ত সম্প্রীতি ব্যবহার করুক
৪ এবং জায়াটী স্বামির প্রতি ও তদনুরূপ করুক। জায়ার
শরীর আপনার বশীভূত নহে কিন্তু স্বামির এবং তদ্মত
স্বামির শরীর ও আপনার বশীভূত নহে কিন্তু জায়ার।
৫ তোমরা এক জন অন্য হইতে পৃথক ২ থাকিও না
কেবল উভয় স্বীকৃত হইলে তোমরা উপবাস ও
প্রার্থনাদিতে কিছু কাল যেন নিবিষ্ট থাক এইমাত্র
পুনশ্চ আসিয়া একত্র হও যে কি জানি তোমারদের
অধৈর্য্যার্থে শয়তান তোমারদিগকে পরীক্ষা বা করে।
৬ কিন্তু ইহা আমি প্রসাদের শক্তিতে কহি এবং কোন
৭ আজ্ঞানুক্রমে নহে। কেননা আমার ইচ্ছা আছে যে
সকল মনুষ্য আমারি মত হয় কিন্তু প্রতি মনুষ্য আপন২

স্বাভাবিক গুণ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত আছে এক জন
৮ এপ্রকার অন্য জন ওপ্রকার। অতএব স্ত্রী রহিত ও
বিধবারদিগকে আমি কহি যে আমার মত থাকা
৯ তাহারদের ভাল হয়। কিন্তু যদি তাহারা ধৈর্য্য করিতে
না পারে তো বিবাহ করুক কেননা দগ্ধ হওয়া হইতে
১০ বিবাহ করা ভাল। কিন্তু বিবাহিতেরদিগকে আমি
আজ্ঞা দি না কিন্তু প্রভু আজ্ঞা দেন যে জায়াটী আপন
১১ স্বামির নিকট যেন ছাড়িয়া যায় না। কিন্তু যদি
ছাড়িয়া গিয়া থাকে তবে সে অবিবাহিতা থাকুক
কিম্বা আপন স্বামির সঙ্গে সম্মিলন করুক এবং স্বামিটা
১২ আপন জায়াকে পরিত্যাগ না করুক। কিন্তু অন্য
সকলেরদিগকে প্রভু কহেন না কিন্তু আমি কহি যদি
কোন ভ্রাতার অবিশ্বাসক জায়া হয় এবং সে তাহার
সহিত থাকিতে স্বীকার করে তবে সেই তাহাকে
১৩ পরিত্যাগ না করুক। আর যদি কোন স্ত্রীর
অবিশ্বাসক স্বামী হয় ও সেই তাহার সঙ্গে থাকিতে
ইচ্ছা করে তবে সে তাহাকে ছাড়িয়া না যাউক।
১৪ কেননা অপ্রত্যয়ি স্বামিটা জায়ার প্রতি পবিত্র আছে
এবং অপ্রত্যয়ি জায়াটী স্বামির প্রতি পবিত্র আছে
নতুবা তোমারদের ছাওয়াল সকল অপবিত্র হইত
১৫ কিন্তু এখন তাহারা পবিত্র হয়। কিন্তু যদি অবিশ্বাসক
ব্যক্তি ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে তবে সে যাউক

এমন গতিকে কোন ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী বদ্ধ হয় না
কিন্তু ঈশ্বর আমারদিগকে ঐক্যের নিমিত্তে আহ্বান
১৬ করিয়াছেন। কেননা হে স্ত্রি কি জানি তুমি আপন
স্বামির পরিত্রাণ বা করহ এবং হে পুরুষ কি জানি
১৭ তুমি আপন জায়ার পরিত্রাণ বা করহ। কিন্তু ঈশ্বর
যে রূপ প্রত্যেক জনকে বিলী করিয়াছেন প্রভু যে রূপ
তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন সেই রূপে গতি করুক
এবং এইমত আমি সকল মণ্ডলীতে আজ্ঞা দিতেছি।
১৮ কেহ সুন্নতী হইয়া আহ্বানিত হয় সে অসুন্নতী না
হউক কেহ অসুন্নতী হইয়া আহ্বানিত হয় সে সুন্নত
১৯ গ্রহণ না করুক। সুন্নত কিছু নয় অসুন্নত ও কিছু
২০ নয় কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন। যে ব্যবসায় কেহ
২১ আহ্বানিত হইয়াছে সেই ব্যবসায় থাকুক। তুমি
দাস হইয়া আহ্বানিত হও তাহার ভাবনা করিও না
কিন্তু যদি মুক্ত হইতে পার তবে তাহা গ্রাহ্যতর বুঝিয়া
২২ গ্রহণ করহ। কেননা যে দাস হইয়া প্রভুতে
আহ্বানিত আছে সে প্রভুর মুক্ত পুরুষ এবং যে মুক্ত
২৩ হইয়া আহ্বানিত আছে সেও খ্রীষ্টের দাস। তোমরা
মূল্যেতে ক্রীত হইয়াছ মনুষ্যেরদের দাস হইও না।
২৪ হে ভ্রাতৃরা যে গতিতে কোন মনুষ্যের আহ্বান হয়
২৫ তাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকুক। কিন্তু আইবড়রদের
কারণ আমি প্রভু হইতে কিছু আজ্ঞা পাই নাই

তত্রাপি প্রভু হইতে বিশ্বাসী হইবার দয়া প্রাপ্ত এক
২৬ জনের মত আমি আপন পরামর্শ দিতেছি। অতএব
আমি বুঝি যে এই বর্ত্তমান বিপদাতে এই বিহিত
২৭ যে মনুষ্যের অমনি থাকা বরঞ্চ ভাল হয়। যদি
তুমি জায়াতে বদ্ধ থাক তবে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও
না যদি জায়া হইতে মুক্ত থাক তবে জায়ার চেষ্টা
২৮ করিও না। কিন্তু যদি বিবাহ কর তথাপি তুমি
পাপ করহ নাই আর যদি কুমারী বিবাহ করে সেও
পাপ করে নাই তথাচ শরীরানুসারে তাহারদের দুঃখ
২৯ হইবে কিন্তু আমি তোমারদিগকে ক্ষমা করি। কিন্তু
হে ভ্রাতৃরা আমি ইহা বলি যে কাল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে
অতএব শেষ এই যাহারা জায়াযুক্ত হয় তাহারা
৩০ যাদৃশ জায়াহীন থাকে। এবং যাহারা ক্রন্দন করে
যাদৃশ না কান্দে ও যাহারা আনন্দ করে যাদৃশ
আনন্দিত না হয় ও যাহারা ক্রয় করে যাদৃশ ভোগ
৩১ না করে। এবং যাহারা এ জগৎ ভোগ করে যেন
তাহার ব্যত্যয় না করে কেননা এ জগতের আকার
৩২ প্রকার লোপ হইতেছে। কিন্তু তোমারদের নিশ্চিন্ত
থাকা আমার ইচ্ছা অবিবাহিত পুরুষ প্রভুর কর্ম্ম
বিষয়ে চেষ্টিত হয় যে কি রূপে প্রভুর সন্তোষ করিতে
৩৩ পারে। কিন্তু স্ত্রীযুক্ত পুরুষ সাংসারিক বিষয়ে
চেষ্টিত হয় যে কি রূপে আপনার জায়াকে তোষাইতে

৩৪ পারে। অপর জায়াতে ও আইবড় কন্যাতে ভেদ আছে অবিবাহিতা স্ত্রী প্রভুর কর্ম্ম বিষয়ে চেষ্টান্বিতা হয় যেন শরীর ও আত্মা উভয়েতে শুদ্ধ হয় কিন্তু সধবা সাংসারিক বিষয়ে সচেষ্ট থাকে যে কি রূপে

৩৫ আপন স্বামির প্রীতি জন্মাইতে পারে। কিন্তু এ সকল আমি তোমারদের স্বকীয় হিতার্থে কহি ও তোমারদের উপর ফাঁদ ফেলিবার কারণ তাহা নয় কিন্তু কোন কঠিন বাধা ব্যতিরেক যাহা ২ প্রভুতে শোভা পায়

৩৬ ও বিশিষ্ট হয় তাহার ভাবেতে কহিতেছি। কিন্তু যদি কোন মনুষ্য বুঝে যে আপন কন্যার যৌবন যদি যায় তবে সে তাহার প্রতি অবিহিত কর্ম্ম করিবে এবং তাহার আবশ্যক ও হয় তবে যাহা ইচ্ছা করে তাহা করুক সে পাপ করে না তাহারা বিবাহ করুক।

৩৭ তত্রাপি যে আপন অন্তঃকরণে দৃঢ় স্থির থাকে এবং কিছু আবশ্যক রাখে না কিন্তু আপন ইচ্ছা বশ করিয়া আপন কন্যাকে রাখিতে মনে স্থৈর্য্য করিয়াছে

৩৮ সে ভাল করিতেছে। অতএব যে তাহাকে বিবাহ দেয় সে ভাল করে কিন্তু যে বিবাহ দেয় না সে আরো

৩৯ ভাল করে। ব্যবস্থানুক্রমে স্বামির যাবজ্জীবন তাবৎ জায়া বদ্ধ থাকে কিন্তু স্বামী যদি মরিয়া থাকে তবে সে মুক্ত হইয়াছে ও যাহাকে ইচ্ছা করে তাহাকে

৪০ বিবাহ করিতে পারে কিন্তু প্রভুতে কেবল। কিন্তু

আমার বিবেচনায় যদি সে অমনি থাকে তবে তাহার অধিক সুগতি হইবে এবং আমি বুঝি যে ঈশ্বরের আত্মা আমাতে বর্ত্তিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

এখন বিগ্রহের প্রতি উৎসর্গীয় সামগ্রীর বিষয়ে আমরা জানি যে আমারদের সকলের জ্ঞান আছে
২ জ্ঞানেতে গাফুলে কিন্তু প্রেমেতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। এবং কেহ যদি বুঝে যে আপনি কিছু জানে তবে অদ্যাপি সেই ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত মত কিছুই জানে না।
৩ কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে প্রেম করে তবে তাহার স্থানে
৪ তিনি বিদিত আছেন। অতএব বিগ্রহের প্রতি উৎসর্গীয় সামগ্রীর ভোজন বিষয়ে আমরা জানি যে বিগ্রহটা কিছু মাত্র নয় এবং যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেক
৫ দ্বিতীয়ো নাস্তি। কেননা যদিচ দেবতা করিয়া নাম ধারী হয় কি স্বর্গেতে হউক কিম্বা পৃথিবীতে হউক কেননা এমত নানা দেবতা ও নানা প্রভু আছে।
৬ কিন্তু আমারদের প্রতি কেবল এক ঈশ্বর পিতা যাঁহা হইতে সকল বস্তু হয় এবং আমরা তাঁহার কারণ এবং এক প্রভু রিশু খ্রীষ্ট যাঁহার দ্বারা সকল বস্তু ও আমরাই
৭ তাঁহার দ্বারা। তত্রাপি সকল মনুষ্যেতে এই জ্ঞান নাই কেননা কেহ২ বিগ্রহের জ্ঞানে সামগ্রী সকল বিগ্রহের স্থানে উৎসর্গিত জানিয়া খায় এবং তাহারদের

৮ দোষাদোষ জ্ঞান অশক্ত হইয়া অপবিত্র হয়। কিন্তু ভক্ষ্য দ্রব্য আমারদের প্রতি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করায় না কেননা যদিবা খাই তবে আমরা ভদ্রতর নহি ও যদি
৯ বা না খাই তবে আমরা মন্দতরও নহি। কিন্তু সাবধান যেন কোনক্রমে এই তোমারদের মুক্তি অশক্ত
১০ লোকের স্থানে ঠেষ বিষয় না হয়। কেননা তুমি যে জ্ঞান ধরিতেছ কেহ যদি তোমাকে বিগ্রহের মন্দিরে বসিতে দেখে তবে সে বিগ্রহের উৎসর্গিত সামগ্রী খাইতে সেই অশক্ত ব্যক্তির দোষাদোষ জ্ঞান
১১ কি সাহস পাইবে না। এবং যে অশক্ত ভ্রাতার কারণ খ্রীষ্ট মরিলেন সে তোমার জ্ঞানেতে নষ্ট হইবে।
১২ কিন্তু যখন তোমরা ভ্রাতৃগণের প্রতি এমত অপরাধ করহ ও তাহারদের অশক্ত দোষাদোষ জ্ঞানকে আঘাৎ কর তখন তোমরা খ্রীষ্টের প্রতি অপরাধ কর।
১৩ অতএব যদি ভক্ষ্য দ্রব্যে আমার ভ্রাতাকে ঠেষ খাওয়ায় তবে জাবজ্জীবন আমি কিছু মাংস খাইব না যে কি জানি আমি আপন ভ্রাতাকে ঠেষ খাওয়াই বা।

নবম অধ্যায়

আমি কি প্রেরিত নহি আমি কি মুক্ত নহি আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে আমি কি দেখি নাই প্রভুতে
২ তোমরা কি আমার কর্ম্ম নহ। যদি অন্যেরদের প্রতি আমি প্রেরিত নহি কিন্তু তোমারদের প্রতি

নিঃসন্দেহে আমি প্রেরিত আছি কেননা তোমরাই
৩ প্রভুতে আমার প্রেরিতত্বের মুদ্রা ছাপ। আমার
৪ যাচকেরদের স্থানে আমার প্রত্যুত্তর এই। ভোজন
৫ পান করিতে কি আমারদের সাধ্য নাই। অন্য ৫
প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও পিতরের মত একটী
ভগিনী জায়াকে লইয়া বেড়াইতে কি আমারদের সাধ্য
৬ নাই। কিম্বা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে কেবল আমার ও
৭ বার্ণবার অসাধ্য আছে। আপন ব্যয় ব্যসনে কেটা
যুদ্ধ করিতে যায় কেটা দ্রাক্ষা ক্ষেত্র রোপণ করিয়া
ও তাহার ফল না খায় কেবা পাল চরাইয়া ও পালের
৮ দুগ্ধ না খায়। এই কথা আমি মনুষ্যানুক্রমে কহি
৯ কিম্বা ব্যবস্থাও তন্মত কহে কি না। কেননা মুশার
ব্যবস্থায় লিপি আছে যে তুমি দলান্যা বলদের মুখ
বন্ধ করিবা না ঈশ্বর কি বলদের তত্ত্বাবধারণ করেণ।
১০ কিম্বা বিশেষে আমারদের কারণ তাহা কহেন অবশ্য
আমারদের কারণ লিপি আছে তাহাতে যে জন চসে
সে যেন ভরসাতে চাষ করে এবং যে জন ভরসায়
১১ মলে সে যেন তাহার ভরসার সহভাগী হয়। যদি
তোমারদের স্থানে আমরা আত্মিক বস্তু রোপণ
করিয়াছি তবে তোমারদের শারীরিক বস্তু যদি শস্য
১২ মতন কাটিয়া লই একি বড় কথা আছে। যদি
তোমারদের উপর অন্যেরা এ সাধ্য ধরে তবে কি

তাহারদের অপেক্ষা আমরা তাহা ধরি না তত্রাপি এ সাধ্য আমরা ব্যবহারেতে আনি নাই কিন্তু সকল কর্ম্ম সহিষ্ণুতা করি যেন খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার আমারদিগ

১৩ হইতে কোন বাধা না পায়। তোমরা কি জান না যে মন্দিরের সেবাতে যাহারা প্রবর্ত্ত থাকে তাহারা মন্দিরের সামগ্রী ভোগ করে এবং যে যজ্ঞকুণ্ডের

১৪ সেবাতিরা যজ্ঞকুণ্ডের ভাগ পায়। তদনুক্রমে ও মঙ্গল সমাচারের প্রচারকেরা মঙ্গল সমাচারেতে

১৫ নির্ব্বাহ পায় ইহা প্রভু বিধান করিয়াছেন। কিন্তু আমি আপন ব্যবহারেতে ইহার কোন কথা গ্রহণ করি নাই এবং যে আমার প্রতি এমত করা যায় তাহার কারণ এ কথা আমি লিখিও না কেননা যে আমার গৌরব করা কোন মনুষ্য বৃথা করে তাহা

১৬ হইতে বরঞ্চ আমার মরণ ভাল। কেননা যদ্যপি আমি মঙ্গল সমাচার প্রচার করি তথাচ আমার গৌরব করার বিষয় নাই কেননা আমার উপর আবশ্যকের ভার আছে বরং যদি আমি মঙ্গল সমাচার প্রচার না

১৭ করি তবে আমাকে ধিক থাকুক। অতএব যদি তাহা স্বেচ্ছাক্রমে করি তবে আমার প্রতিফল হয় কিন্তু যদি অনিচ্ছাক্রমে করি তথাচ কর্ম্মের সাধনা আমার স্থানে

১৮ গচ্ছিত হইয়াছে। তবে আমার প্রতিফল বা কি তাহা এই বটে যে আমি ব্যয়ব্যসন ব্যতিরেক খ্রীষ্টের

যেমন লিপি আছে লোক সকল ভোজন পান করিতে
৮ বসিল তৎপরে ক্রীড়া করিতে উঠিল। এবং আমরা
পরদার ও যেন না করি যাদৃশ তাহারা করিল তাহাতে
৯ এক দিবসে তেইশ সহসু জন নিপাত হইল। অপর
আমরা খ্রীষ্টের পরীক্ষাও যেন না করি যেমত
১০ তাহারা পরীক্ষা করিলে সর্পেতে নষ্ট হইল। এবং
তোমরা কচকচও করিও না যে রূপ তাহারদের মধ্যে
কতেক জন কচকচ করিল পরে নাশকের দ্বারা
১১ তাহারদের সর্ব্বনাশ হইল। কিন্তু তাহারদিগকে এ
সকল ঘটিল দৃষ্টান্তের কারণ এবং আমরা যাহারদের
উপর জগতের শেষ কাল আসিয়াছে আমারদের
১২ চেতনার কারণ তাহা লিপি আছে। অতএব যেজন
অনুমান করে যে আপনি স্থির হইয়া থাকিতেছে সে
১৩ সাবধান থাকুক যেন পড়ে না। যে ২ পরীক্ষা
মনুষ্যেরদের মধ্যে সাধারণ হয় তদ্ব্যতিরেক আর কোন
পরীক্ষা তোমারদিগকে ঘটে নাই এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী
আছেন যিনি তোমারদিগকে আপনারদের সাধ্যের
অধিকে পরীক্ষিত হইতে দিবেন না কিন্তু পরীক্ষার
সঙ্গে এড়াইবার পথ করিয়া দিবেন তাহাতে যেন
১৪ তোমরা সহিষ্ণুতা করিতে পার। অতএব হে আমার
১৫ প্রিয়েরা বিগ্রহ পূজা হইতে পলায়ন করহ। আমি
তোমারদিগকে জ্ঞানবান বুঝিয়া কহি আমার কথা

১৬ বিবেচনা করহ। যে আশীর্ব্বাদীয় বাটীর উপর আমরা আশীর্ব্বাদ করি সে কি খ্রীষ্টের রক্তের সহ ভাগ নহে যে রুটী আমরা ভাঙ্গিয়া দি সে কি খ্রীষ্টের ১৭ শরীরের সহভাগ নহে। কেননা আমরা অনেক হইয়া এক রুটী ও এক শরীর আছি কেননা আমরা ১৮ সকলই একই রুটির সহভাগী আছি। শরীরানুসারিক য়িশরাল প্রতি বিবেচনা করিয়া বুঝ যাহারা যজ্ঞের অংশেতে খায় তাহারা কি যজ্ঞকুণ্ডের ভাগী নহে। ১৯ তবে কি আমি ইহা কহিতেছি যে বিগ্রহ কিছু আছে কিম্বা বিগ্রহের প্রতি যাহা উৎসর্গিত হয় তাহা কিছু ২০ আছে তাহা আমি বলি না। কিন্তু ভিন্নদেশিরা যাহা উৎসর্গ করে তাহা ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ না করিয়া ভূতেরদের স্থানে করে অতএব ভূতেরদের সহিত যে তোমারদের সহভাগ হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। ২১ তোমর প্রভুর বাটীতে ও ভূতগণের বাটীতে পান করিতে পারিবা না প্রভুর মেজে ও ভূতগণের মেজে তোমরা দুয়ের ২২ সহভাগী হইতে পারিবা না। আমরা নাকি প্রভুর দাহ জন্মাইতেছি তাঁহা হইতে কি আমরা বলবান আছি। ২৩ সকল সামগ্রী আমার কারণ কর্ত্তব্য কিন্তু সকল সামগ্রী বিহিত নহে সকল বস্তু আমার কারণ কর্ত্তব্য বটে ২৪ কিন্তু সকল বস্তু ধর্ম্ম বৃদ্ধির হেতু নহে। কেহ আপনার নিজ চেষ্টা না করুক কিন্তু প্রতি জন অন্যের কুশল

মঙ্গল সমাচার প্রচার করি তাহাতে মঙ্গল সমাচারেতে আমার সাধ্য যে আছে তাহার অতিক্রম যেন না
১৯ করি। কেননা আমি সকল মনুষ্যের প্রতি মুক্ত হইয়া আপনাকে সকলের দাস করিয়াছি যেন
২০ অধিকেরদিগকে লাভ করি। য়িহোদীরদের স্থানে আমি য়িহোদীর সদৃশ ছিলাম য়িহোদীরদিগকে যেন লাভ করি ব্যবস্থা বশীভূতরদের স্থানে ব্যবস্থা বশীভূত মত ছিলাম ব্যবস্থা বশীভূতেরদিগকে যেন লাভ করি।
২১ ব্যবস্থা বহির্ভূত লোকের স্থানে ব্যবস্থা বহির্ভূত মত ছিলাম যেন ব্যবস্থা বহির্ভূত লোকেরদিগকে লাভ করি তথাচ ঈশ্বরের প্রতি ব্যবস্থা বহির্ভূত না হইয়া
২২ খ্রীষ্টের প্রতি ব্যবস্থা বশীভূত। অশক্ত লোকের স্থানে আমি অশক্ত ছিলাম যেন অশক্ত লোকেরদিগকে লাভ করি আমি সকলের স্থানে সকল মত ছিলাম যেন
২৩ কোন ক্রমে কাহার২ পরিত্রাণ করি। আর ইহা আমি মঙ্গল সমাচারের কারণ করি যেন আমি তাহার সহ
২৪ ভাগী হই। তোমরা কি জান না যাহারা পণ করিয়া দৌড় তাহারা সকলই দৌড়ে বটে কিন্তু এক জন জিতানী বস্তু পায় এমত দৌড় যেন তোমরা প্রাপ্ত হও।
২৫ এবং যে সকল জয় নিমিত্তে প্রতিযোগিতা করে তাহারা সকল বিষয়েতে ধৈর্য্য করে তথাচ তাহারা ক্ষয় মুকুট পাইবার কারণ এমত করে কিন্তু আমরা

২৬ অক্ষয় মুকুটের কারণ করি। অতএব অদৃঢ় সন্ধান
করিলে যেমত হয় এমত আমি দৌড়ি না শূন্য মারিলে
২৭ যাদৃশ হয় তাদৃশ আমি যুদ্ধ করি না। কিন্তু আমি
আপন শরীরকে দমন করিয়া বশ করিয়া রাখি যে কি
জানি অন্যেরদের প্রতি প্রচারক হইলে পরে আমি
আপনি বা কোনক্রমে ত্যক্ত হই।

দশম অধ্যায়

অপর হে ভ্রাতৃরা আমার ইচ্ছা যে তোমরা এই কথা
অজ্ঞাত না থাক যে আমারদের পিতৃগণ সকলেই মেঘের
নীচে ছিলেন ও সকলেই সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন
২ করিলেন। এবং মেঘেতে ও সমুদ্রেতে সকলেই মূশাতে
৩ বাপ্টাইজিত হইলেন। এবং একই আত্মিক ভক্ষ্য
৪ সকলই খাইলেন। এবং একই আত্মিক পেয় সকলই
পান করিলেন কেননা যে আত্মিক শিলাদ্রি তাহারদের
পশ্চাদ্ বহিল তাহা হইতেই তাহারা পান করিল এবং
৫ সেই শিলাদ্রি খ্রীষ্ট। তত্রাপি তাহারদের যথেষ্ট
জনেতে ঈশ্বরের সন্তোষ ছিল না কেননা তাহারা মহা
৬ প্রান্তরে মারা পড়িল। অতএব এই সকল ঘটনা
আমারদের নিদর্শনার্থে হইয়াছিল যে তাহারা মন্দ
বস্তুর প্রতি যাদৃশ লালসা করিল তাদৃশ আমরা যেন
৭ লালসা না করি। আর তোমরা বিগ্রহ পূজকও
হইও না যেমত তাহারদের মধ্যে কতেক লোক ছিল

পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই কিন্তু পুরুষের কারণ স্ত্রীর সৃষ্টি
১০ ছিল। ইহার কারণ দূতগণের বিষয়ে স্ত্রীকে আপন
১১ মাতার উপর বশ রাখিতে কর্ত্তব্য। তত্রাপি প্রভুতে
স্ত্রী বর্জ্জিত পুরুষও নয় এবং পুরুষ বর্জ্জিত স্ত্রীও নয়।
১২ কেননা যেমত পুরুষ হইতে স্ত্রী হইয়াছিল সেইমত
স্ত্রী হইতে পুরুষ ও হয় কিন্তু সকলি ঈশ্বর হইতে।
১৩ তোমরা আপনারা বুঝহ অনাচ্ছাদিত হইয়া ঈশ্বরের
১৪ স্থানে স্ত্রীর প্রার্থনা করা কি উচিত হয়। কি তোমরা
স্বাভাবিক বোধেতে শিক্ষিত হও না যে পুরুষের দীর্ঘ
১৫ কেশ হওয়া তাহার লজ্জার বিষয়। কিন্তু স্ত্রীর দীর্ঘ
কেশ হওয়াতে তাহার শোভা হয় কেননা তাহার কেশ
১৬ তাহাকে আচ্ছাদনার্থে দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি
কেহ প্রতিবাদী দেখায় তবে আমারদের এমন ধারা
১৭ নাই এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীরও নাই। কিন্তু এই যে
তোমরা ভাল ব্যতিরেক মন্দের কারণ একত্র হইতেছ
ইহার বিষয় আমি এই উপদেশের মধ্যে তোমারদের
১৮ প্রতিষ্ঠা করি না। কেননা প্রথমতঃ আমি শুনিয়াছি
যে তোমরা যখন মণ্ডলীতে আসিয়া একত্র হও তখন
তোমারদের মধ্যে ভিন্নভেদ হইতেছে এবং তাহা আমি
১৯ কতেক পর্য্যন্ত প্রত্যয় করি। কেননা বিপর্য্যয় গমন
বরং তোমারদের মধ্যেও হইতে চায় তাহাতে যে সকল
তোমারদের মধ্যে গ্রাহ্য পাত্র থাকে তাহারা যেন ব্যক্ত

২০ হয়। অতএব যখন তোমরা এক স্থানে আসিয়া একত্র হও ইহা প্রভুর রাত্রিভোজ্য খাওয়া নয়।
২১ কেননা ভক্ষণে প্রতিজন আপন নিজ রাত্রি ভোজন অগ্রে লয় তাহাতে এক জন ক্ষুধিত হয় ও অন্য জন
২২ অতি পান করে। কি ভোজন পান করিতে তোমার্দের ঘর নাই কিম্বা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করিয়া তোমরা নাকি তদ্রহিত জনেরদিগকে লজ্জা দেও আমি তোমারদিগকে কি কহিব আমি কি ইহাতে তোমারদের প্রতিষ্ঠা করিব আমি প্রতিষ্ঠা করি না।
২৩ কেননা যাহা আমি তোমারদের স্থানে সমর্পণ করিয়া কহিলাম তাহা আমি প্রভু হইতে পাইয়াছিলাম সে কি না প্রভু য়িশু যে রাত্রিতে তিনি বিশ্বাস ঘাতিত হইয়া ধরা গেলেন সেই সময়ে তিনি রুটী লইলেন।
২৪ এবং স্তব করিয়া ভাঙ্গিলেন ও কহিলেন লও খাও এই আমার শরীর যে তোমারদের কারণ ভগ্ন হইয়াছে
২৫ ইহা আমার স্মরণার্থে করিও। তদনুক্রমে ভোজন করিলে পরে তিনি বাটীও লইয়া কহিলেন এই বাটী আমার রক্তেতে নূতন নিয়ম আছে ইহা যতেক বার
২৬ পান কর তাহা আমার স্মরণার্থে করিও। অতএব তোমরা যতেক বার এই রুটী খাও ও এই বাটী পিও ততেক বার তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার
২৭ মরণ প্রকাশ করিতেছ। এতদর্থে যে কেহ অযোগ্য

২৫ অনুবাদ করুক। কসাইটোলাতে যাহা বিক্রী হয় তাহা দোষাদোষ জ্ঞানের হেতু জিজ্ঞাসা না করিয়া
২৬ খাও। কেননা তাহার পূর্ণতার সহিত পৃথিবী প্রভুর
২৭ আছে। যদি অপ্রত্যয়িরদের মধ্যে কেহ তোমারদিগকে নিমন্ত্রণ করে ও তোমারদের যাইবার মন হয় তো যাহা২ তোমারদিগের অগ্রে থোয়া যায় তাহা দোষাদোষ জ্ঞানার্থে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া খাও।
২৮ কিন্তু যদি কেহ তোমারদিগকে কহে যে এইটা বিগ্রহের প্রতি বলিদান হইয়াছে তবে সে জ্ঞাপকের বিষয়েও দোষাদোষ জ্ঞানের বিষয়ে তাহা খাইও না
২৯ কেননা পৃথিবী সম্পূর্ণতায় প্রভুর আছে। আমি যে দোষাদোষ জ্ঞান কহি সে তোমার নয় কিন্তু অন্য জনের কেননা অন্য জনের দোষাদোষ জ্ঞানে আমার
৩০ মুক্তি কেন বিচারিত হইবে। কেননা যদি অনুগ্রহ হইতে আমার সহভাগ হয় তবে যাঁহার কারণ আমি স্তব করিতেছি তাঁহার হেতু আমি কেন নিন্দিত হই।
৩১ অতএব তোমরা ভোজন কর কি পান কর কিম্বা কিছু
৩২ কর সকলি ঈশ্বরের গৌরবার্থে করহ। তোমরা য়িহুদীরদিগকে কি য়ূনানীরদিগকে কিম্বা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে কাহাকে বিঘ্ন হওনের হেতু দিও না।
৩৩ যেমত আমি ও সকল কার্য্যে সকল মনুষ্যরদিগকে তোষাইয়া দি তাহাতে আপন লাভের চেষ্টা না করিয়া

অনেকের লাভ চেষ্টা করি যেন তাহারদের পরিত্রাণ হয়।

একাদশ অধ্যায়

তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও যেমত আমিও
২ খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী আছি। এখন ভ্রাতৃরা আমি তোমারদের প্রতিষ্ঠা করি যে তোমরা আমাকে সকল বিষয়েতে মনে রাখিতেছ এবং বিধান সকল যে রূপ আমি তোমারদের স্থানে সমর্পণ করিলাম সেই রূপ
৩ তোমরা রক্ষা করিতেছ। কিন্তু আমি চাহি যে তোমরা জ্ঞাত হও প্রতি মনুষ্যের মস্তক খ্রীষ্ট ও স্ত্রীর মস্তক
৪ পুরুষ এবং খ্রীষ্টের মস্তক ঈশ্বর। প্রতি পুরুষ আচ্ছাদিত মস্তকে প্রার্থনা করিলে কিম্বা ভবিষ্যদ্বাণী
৫ কহিলে আপন মস্তকের অপমান করে। কিন্তু প্রতি স্ত্রী অনাচ্ছাদিত মস্তকে প্রার্থনা করিলে কিম্বা ভবিষ্যদ্বাণী বলিলে সে আপন মস্তকের অপমান করে কেননা
৬ সেই তাহার মুণ্ডিত হওয়ার সমতুল্য। অতএব যদি স্ত্রী অনাচ্ছাদিত হইবে তবে তাহার মুণ্ডনও হউক কিন্তু যদি স্ত্রীর চাঁটা কিম্বা মণ্ডন করা লজ্জা হয় তবে সে
৭ আচ্ছাদিত হউক। কেননা পুরুষটা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও শোভা এতদর্থে তাহার মস্তকের আচ্ছাদন উচিত নহে
৮ কিন্তু স্ত্রীটা পুরুষের সোভা। কেননা স্ত্রী হইতে পুরুষ
৯ নহে কিন্তু পুরুষ হইতে স্ত্রী হয়। অপর স্ত্রীর কারণ

রূপে প্রভুর এই রুটী খায় কিম্বা এই বাটী পিয়ে সে
২৮ প্রভুর শরীর ও রক্তের দোষী হইবে। অতএব মনুষ্য
আপনার বিচার করুক ও তদনুক্রমে সেই রুটীতে
২৯ ভোজন করুক ও সেই বাটীতে পান করুক। কেননা
যে অযোগ্য রূপে ভোজন করে ও পান করে সে প্রভুর
শরীরকে বিশেষ জ্ঞান না করিয়া আপনার দণ্ডার্থ
৩০ ভোজন পান করে। ইহার কারণ তোমারদের মধ্যে
অনেকে দুর্ব্বল ও ব্যাধিত আছে এবং অনেকের নিদ্রা
৩১ হইয়াছে। কেননা যদি আমরা আপনারদিগকে
৩২ বিচার করিব তবে আমরা বিচারিত হইব না। কিন্তু
যখন আমরা বিচারিত হই তখন আমরা প্রভুতে শাস্তি
পাই যেন জগতের সহিত আমারদের দণ্ডের নিরূপণ
৩৩ না হয়। অতএব হে আমার ভ্রাতৃরা যখন তোমরা
ভোজন করিতে একত্র হও তখন এক জন অন্যের
৩৪ অপেক্ষাতে থাকহ। আর যদি কেহ ক্ষুধিত হয় তবে
সে আপনার ঘরে ভক্ষণ করুক যেন তোমারদের একত্র
হওয়া দণ্ডার্থে না হয় ও আর২ সকল যখন আমি
আসিব তখন তাহার শৃঙ্খলা করিয়া দিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

সম্প্রতি ভ্রাতৃরা আত্মিক দানের বিষয়ে তোমার
২ দের অজ্ঞাত থাকা আমার ইচ্ছা নহে। তোমরা
জানহ যে তোমরা ভিন্ন লোক ছিলা গুঙ্গা বিগ্রহের

পশ্চাতে চলিতা যদনুক্রমে তোমরা আকর্ষিত ছিলা।
৩ অতএব আমি তোমারদিগকে জানাই যে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা উক্তায়মান হইয়া কেহ য়িশুকে শাঁপ ভ্রষ্ট করিয়া কহে না এবং ধর্ম্মাত্মা ব্যতিরেকে কেহ
৪ য়িশুকে প্রভু করিয়া বলিতে পারিবেক না। পরন্তু
৫ নানা প্রকার দান আছে কিন্তু একই আত্মা। এবং
৬ নানা প্রকার সেবা আছে কিন্তু একই প্রভু। আর ভিন্ন প্রকার কর্ম্ম আছে কিন্তু একই ঈশ্বর যিনি সকলেতে
৭ সকল করিতেছেন। কিন্তু হিত সাধিবার কারণ আত্মার প্রকাশ প্রত্যেক জনকে দেওয়া যাইতেছে।
৮ কেননা আত্মা হইতে এক জনকে জ্ঞানের কথা দেওয়া যায় অন্যকে সেই আত্মা হইতে প্রজ্ঞানের
৯ কথা। অন্যকে সেই আত্মা হইতে প্রত্যয় অন্যকে
১০ সেই আত্মা হইতে স্বাস্থ্য দেওয়া। অন্যকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা অন্যকে ভবিষ্যদ্বাণী কহা অন্যকে আত্মার ঠাহর করা অন্যকে নানা প্রকার ভাষা কহা অন্যকে
১১ ভাষার অর্থ দেওয়া। কিন্তু সেই এক আত্মা আপনি আপন অভিমতক্রমে প্রত্যেক জনকে অংশাংশি করিয়া
১২ দিয়া এই সকল সাধিতেছেন। কেননা যাদৃশ দেহ এক হইয়া অনেক অঙ্গ ধরে কিন্তু সেই এক দেহের অঙ্গ সকল অনেক হইয়া এক দেহ হয় তাদৃশ খ্রীষ্ট ও
১৩ আছেন। কেননা আমরা য়িহোদী লোক বা ভিন্ন দেশী

লোক বদ্ধ বা মুক্ত আমরা সকলেই এক আত্মা হইতে
এক শরীরেতে বাপ্টাইজিত হই এবং এক আত্মায়
১৪ সকলের পান করা যায়। কেননা শরীরটা একাঙ্গ
১৫ নহে কিন্তু অনেক। যদি পদ বলে আমি হস্ত নহি
ইহার কারণ আমি শরীরের মধ্যে নহি তবে কি তাহা
১৬ শরীরের মধ্যে নহে। পরে যদি কর্ণ বলে আমি
চক্ষু নহি এই নিমিত্তে আমি দেহের মধ্যে নহি তবে
১৭ কি দেহের মধ্যে সে নহে। শরীর যদি সমুদায় চক্ষু তো
শ্রবণ কোথায় যদি সমুদায় শ্রবণ তো ঘ্রাণ কোথায়।
১৮ কিন্তু দেখ ঈশ্বর অঙ্গ সকল প্রত্যেক আপন ইচ্ছানুক্রমে
১৯ শরীরেতে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যদি সকল একাঙ্গ
২০ হয় তো শরীর কোথায়। কিন্তু দেখ অনেক অঙ্গ আছে
২১ তত্রাপি এক শরীর মাত্র। অতএব হস্তকে চক্ষু বলিতে
পারে না যে তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই অপর
মস্তক ও পায়েরদিগকে বলিতে পারে না যে তোমার
২২ দিগ হইতে আমার আবশ্যক নাই। বরঞ্চ শরীরেতে
যে অঙ্গ সকল অশক্ত দেখায় সে সকল ততোধিক
২৩ আবশ্যকীয় হয়। এবং শরীরেতে যে সকল দেশ
আমরা অধম করিয়া বুঝি সে সকল আমরা আর
প্রচুর মত শোভনে বেষ্টিত করি ও আমারদের
অসুন্দর দেশ সকল আর অত্যন্ত সৌন্দর্য্য পাইতেছি।
২৪ কেননা আমারদের সুন্দর দেশের আবশ্যক নাই কিন্তু

ঈশ্বর তিনি হীন দেশকে প্রচুরতর শোভা দিয়া শরীর
২৫ কে সমন্বয় পূর্ব্বক একত্র মিলাইয়াছেন। তাহাতে যেন
শরীরে কিছু ভিন্নভেদ না হয় কিন্তু অঙ্গ সকল যেন
২৬ পরস্পর সমতুল্য চেষ্টা করে। তাহাতে যদি এক অঙ্গ
দুঃখ পায় তাহার সহিত সকল অঙ্গ যেন দুঃখিত হয়
কিম্বা এক অঙ্গ সম্মান পায় সকল অঙ্গ তাহার সহিত
২৭ যেন আনন্দ করে। অতএব তোমরাই খ্রীষ্টের শরীর
২৮ এবং প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এবং ঈশ্বর কাহারদিগকে
মণ্ডলীতে রাখিয়াছেন প্রথমতঃ প্রেরিতেরদিগকে দ্বিতীয়
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণেরদিগকে তৃতীয় শিক্ষকেরদিগকে তাহার
পরে আশ্চর্য্য করণ শক্তি তৎপরে আরোগ্য দেওন
২৯ শক্তি সহায়ী শাসনত্ব নানা প্রকার ভাষা। কি সকলেই
প্রেরিত সকলেই ভবিষ্যদ্বক্তা সকলেই শিক্ষক সকলেই
৩০ আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী। সকলেই আরোগ্য করণ দান ধরে
৩১ সকলেই ভাষা২ বলে সকলেই অর্থ দেয়। তথাপি
তোমরা শ্রেষ্ঠ দানার্থে আকাঙ্ক্ষিত হও কিন্তু আমি
তোমারদিগকে তাহা হইতে উত্তম এক পথ দেখাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যদিও আমি মনুষ্যেরদের ও স্বর্গ দূতেরদের ভাষা
বলি কিন্তু প্রেম না রাখি তবে আমি ঝঞ্ঝন্যা কাঁসা
২ কিম্বা ঠঙ্ঠন্যা মন্দিরার মত হইয়াছি। এবং যদ্যপি
আমি ভবিষ্যদ্বাণী কহিবার শক্তি ধরি ও সকল নিগূঢ়

কথা ও সকল বিদ্যা জানি আর যদিস্তু আমার সকল
বিশ্বাস হয় তাহাতে পর্ব্বত সরাইতে পারি কিন্তু
৩ আমার প্রেম না হয় তবে আমি কিছুই না। অপর
যদি আমি আপন সম্পত্তি সমূহ ভিক্ষাতে বিতরণ
করি এবং যদি আমি আপন শরীরকে দগ্ধ হইবার
কারণ দি কিন্তু আমার প্রেম না হয় তাহাতে আমার
৪ কিছু লাভ হয় না। প্রেম চিরকাল সহিষ্ণুতা করে ও
কোমল হয় প্রেম পরশ্রীকাতর নহে প্রেম গর্ব্বিত হয়
৫ না ফুলে না। অবিহিত ব্যবহার করে না আত্ম চেষ্টা
৬ করে না উগ্রশালী হয় না মন্দ ভাব করে না। দুষ্কর্ম্মেতে
৭ আনন্দ পায় না কিন্তু সত্যেতে আনন্দ করে। সকলই
ক্ষমা করে সকলই প্রত্যয় করে সকলই ভরসা করে
৮ সকলই সহিষ্ণুতা করে। প্রেমের হানি কখন হয় না
কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী হয় তাহা নিবৃত হইবে কিম্বা ভাষা
হয় তাহার শেষ হইবে কিম্বা জ্ঞান হয় সে লুপ্ত
৯ হইবে। কেননা আমরা অংশ রূপে জানি এবং অংশ
১০ রূপে ভবিষ্যদ্বাণী কহি। কিন্তু যাহা সিদ্ধ আছে তাহা
যখন আসিবে তখন অংশ রূপ যাহা তাহা নিবর্ত্ত
১১ হইবে। যখন আমি বালক ছিলাম তখন আমি
বালকের মত কহিলাম বালকের মত বুঝিলাম
বালকের মত বিবেচনা করিলাম কিন্তু মনুষ্য হইলে
পরে আমি বালকের বিষয় সকল পরিত্যাগ

১২ করিলাম। কেননা সম্প্রতি আমরা দর্পণে যাদৃশ অপ্রসন্ন রূপে দেখিতে পাই কিন্তু তখন মুখামুখি দেখিব এখন আমি অংশ রূপে জানি কিন্তু তখন
১৩ আমি এমত জানিব যেমত আমিও জানা আছি। অতএব এখন প্রত্যয় ভরসা প্রেম এই তিন সার থাকিল কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেম বড়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

প্রেমের পশ্চাৎ ধাইয়া যাও এবং আত্মিক দান চাহ কিন্তু বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণী কহিবার শক্তি।
২ কেননা যে জন অজান ভাষায় বলে সে মনুষ্যের দিগকে না বলিয়া ঈশ্বরকে বলে কেননা সে আত্মাতে নিগূঢ় তত্ত্ব কহে বটে তথাপি তাহার কথা কেহ
৩ বুঝে না। কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী কহে সে মনুষ্যের দিগকে ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও উপদেশ ও প্রবোধ দেওনার্থে
৪ কহিতেছে। যে অজান ভাষাতে বলে সে আপনার ধর্ম্ম সাধিতেছে কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে মণ্ডলীর
৫ ধর্ম্ম সাধাইয়া দেয়। আমার ইচ্ছা যে তোমরা সকলেই ভাষা ২ বল কিন্তু বিশেষতঃ যে তোমরা ভবিষ্যাদ্বাণী কহ কেননা ভাষা বক্তা যদি মণ্ডলীর ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্তে অর্থ না দেয় তবে তাহা হইতে ভবিষ্যদ্বক্তা
৬ বড়তর আছে। অতএব হে ভ্রাতৃরা যদি আমি তোমারদের নিকটে আসিয়া ভাষা ২ কহিতে প্রবর্ত্ত

হই তবে বিনা তোমারদিগকে প্রকাশ বাণী কি জ্ঞান কি ভবিষ্যদ্বাণী কিম্বা শিক্ষা দিয়া বুঝাইয়া না
৭ কহিলে আমাতে তোমারদের কি লাভ হইবে। সেই মত ও জীব রহিত শব্দকারী বস্তু সকল কি বাঁশী হউক কিম্বা সেতারা হউক বিনা শব্দের ভেদ না দিলে তাহা কি বাজিতেছে কেমন করিয়া জানা যায়।
৮ অপর বাঁক যদি অনিশ্চিত শব্দ দেয় তবে যুদ্ধের
৯ নিমিত্তে কেটা প্রস্তুত করিবে। তন্মত যে কথা সহজে বোধ হয় তাহা যদি তোমরা ও জিহ্বাতে না বল তবে কি উক্তি করহ তাহা কিরূপে জানা যায় কেননা
১০ তোমরা বাতাসকে বলিবা। জগতের মধ্যে কত প্রকার ভাষা হয় কিন্তু তাহার মধ্যে অর্থ হীন একটাও নহে।
১১ তথাপি ভাষার অর্থ না জানিলে আমি বক্তার প্রতি মূঢ় হইব এবং বক্তা আমার প্রতিও মূঢ় হইবে।
১২ সেইমত তোমরাও যদি আত্মিক দান প্রতি এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষিত হও তবে মণ্ডলীর ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ
১৩ তাহার বাহুল্যতা চেষ্টা করহ। অতএব যে অজান
১৪ ভাষাতে বলে সে অর্থ দিতে প্রার্থনা করুক। কেননা যদি আমি অজান ভাষায় প্রার্থনা করি আমার আত্মা প্রার্থনা করিতেছে বটে কিন্তু আমার বুদ্ধি নিষ্ফল থাকে।
১৫ তবে কি না আমি সাত্মায় প্রার্থনা করিব এবং আমি সবুদ্ধিতে ও প্রার্থনা করিব আমি সাত্মায় গান করিব

১৬ এবং আমি সবুদ্ধিতে ও গাণ করিব। নতুবা যদি তুমি আত্মায় স্তব কর তবে যে ব্যক্তি ইতর লোকের স্থান ধরে সে তোমার স্তব করণে কিরূপে আমেন বলিবে
১৭ সেইতো জানে না তুমি কি কহিতেছ। কেননা তুমি ভাল মত ধন্যবাদ করিতেছ বটে কিন্তু অন্যের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়
১৮ না। আমি আপন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে আমি তোমা
১৯ সকলেরদিগ হইতে অধিক ভাষা কহিতেছি। কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে অন্যেরদের শিক্ষা করাইতে পারি এমত পাঁচগুলা কথা স্ববুদ্ধি পূর্ব্বক কহিতে যেমত বাঞ্ছা করি এমত অজান ভাষাতে দশ সহস্র
২০ কথা কহিতে আমার বাঞ্ছা নহে। হে ভ্রাতৃরা বুদ্ধিতে ছাওয়াল হইওনা তথাচ দ্বেষভাবে ছাওয়াল হও কিন্তু
২১ বুদ্ধিতে মনুষ্য হও। ব্যবস্থাতে লিপি আছে যে এলোকের দিগকে আমি অন্য ভাষাতে এবং অন্য ওষ্ঠাধরে কহিব তথাপিও তাহারা আমার কথা শুনিবে না
২২ য়িহুহা ইহা কহিতেছেন। এতদর্থে ভাষা সকল বিশ্বাসকেরদের প্রতি চিহ্ন নহে কিন্তু অবিশ্বাসকের দের প্রতি কিন্তু ভবিষদ্বাণী অবিশ্বাসকেরদের
২৩ কারণ নহে কিন্তু বিশ্বাসকেরদের কারণ। অতএব যদি মণ্ডলী সমূহ এক স্থানে আসিয়া একত্র হয় পরে সকলে ভিন্ন ২ ভাষা কহিতে লাগে ইহাতে অশিক্ষিত কিম্বা অবিশ্বাসকের মধ্যে কেহ ২ ভিতরে আইসে তবে

২৪ কি তাহারা বলিবে না যে তোমরা উন্মাদ। কিন্তু যদি সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী বলে পরে কোন অবিশ্বাসক কিম্বা অশিক্ষিত মনুষ্য ভিতরে আইসে সে সকলেতে
২৫ পুবোধিত হইবে সকলেতে বিচারিত হইবে। এইমত তাহার অন্তঃকরণের গুপ্ত কথা ব্যক্ত হয় পরে সে ভূমিতে অষ্টাঙ্গ হইয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া পুচার
২৬ করিবে যে ঈশ্বর তোমারদের মধ্যে নিতান্ত। তবে এ কি ভ্রাতৃরা যখন তোমরা আসিয়া একত্র হও তখন তোমারদের পুত্যেক জনের ধর্ম্ম গীত আছে শিক্ষা আছে ভাষা আছে পুকাশ বাণী আছে অর্থ আছে সমস্তই
২৭ ধর্ম্ম বৃদ্ধির হেতু করা যাউক। যদি কেহ অজান ভাষাতে বলে তবে দুই জনে কিম্বা অতিরেক করিয়া তিন জনেতে কহা যাউক এবং তাহাও পালা মতন
২৮ হউক পরে এক জন অর্থ দেউক। কিন্তু যদি অর্থ জ্ঞাপক কেহ না থাকে তবে সে মণ্ডলীর মধ্যে চুপ করিয়া থাকুক এবং আপনাকে ও ঈশ্বরকে কথা
২৯ কহুক। ভবিষ্যদ্বক্তারা দুই তিন জন করিয়া কহুক ও
৩০ অন্যেরা বিচার করুক। কিন্তু যদি সমীপে উপবিষ্ট আর এক জনকে কিছু পুকাশিত হয় তবে পুথমের
৩১ কথন সমাপ্ত হউক। কেননা তোমরা সকলেই এক ২ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে পারিবা তাহাতে সকলের
৩২ শিক্ষা ও সকলের শান্ত্বনা হইতে পারে। এবং

ভবিষ্যদ্বক্তারদের আত্মা ভবিষ্যদ্বক্তারদের বশীভূত
৩৩ হয়। কেননা ঈশ্বর তিনি গণ্ডগোলজনক নহেন
কিন্তু শান্তিজনক হন যেমন পুণ্যবানেরদের সকল
৩৪ মণ্ডলীতে আছে। তোমারদের স্ত্রীগণ মণ্ডলীর মধ্যে
চুপ থাকুক কেননা তাহারদের কহিবার আজ্ঞা নহে
কিন্তু বশীভূত থাকিবার আজ্ঞা আছে যেমত ব্যবস্থা
৩৫ ও বলে। আর যদি তাহারদের শিক্ষিবার মন হয়
তবে স্ববাটীতে আপনারদের স্বামিরদিগকে জিজ্ঞাসা
করুক কেননা মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকের কহা লজ্জার
৩৬ বিষয়। কি ঈশ্বরের বাণী তোমারদের নিকট হইতে
বাহিরাইল কিম্বা কেবল তোমারদের নিকট আইল।
৩৭ যদি তোমারদের মধ্যে কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা কিম্বা
আত্মিক লোক দেখায় তবে সে স্বীকার করুক যে আমি
যাহা তোমারদিগকে লিখিতেছি তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞা।
৩৮ কিন্তু যদি কেহ অজ্ঞাত থাকে তবে সে অজ্ঞাত থাকুক।
৩৯ অতএব ভ্রাতৃরা ভবিষ্যদ্বাণী কহিতে চাহ তথাপি
৪০ ভাষা২ কহিতে নিষেধ করিও না। সকল কর্ম্ম
বিহিত রূপে এবং শৃঙ্খলা পূর্ব্বক হউক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমি সেই মঙ্গল সমাচার তোমার
দিগকে জানাইয়া দি যাহা আমি তোমারদের নিকটে
প্রচার করিয়াছিলাম ও যাহা তোমরা গ্রহণ ও করিলা

২ ও যাহাতে তোমরা স্থির থাকহ। এবং যাহাতে তোমরা নিরর্থক প্রত্যয় না করিলে তোমারদের পরিত্রাণ ও হয় যদি তোমরা সে আনন্দ বার্ত্তা ধরিয়া রাখ যে
৩ আমি তোমারদিগকে শুনাইয়া দিলাম। অতএব যাহা আমি ও পাইয়াছিলাম তাহা আমি তোমারদিগকে প্রথমে সোঁপিয়া দিলাম যে খ্রীষ্ট তিনি গ্রন্থানুসারে
৪ আমারদের পাপের কারণ মরিলেন। এবং যে তিনি গাড়া গেলেন এবং যে তৃতীয় দিবসে তিনি গ্রন্থানুসারে
৫ পুনরায় উঠিলেন। এবং যে তিনি কাইফার স্থানে দেখা দিলেন তারপরে দ্বাদশ জনের স্থানে দর্শিত
৬ হইলেন। তৎপরে পাঁচশত ভ্রাতৃগণের অধিক একইবারে তাঁহার দেখা পাইল তাহারদের অধিক ভাগ বর্ত্তমান আছে কিন্তু কতেক জন নিদ্রায় পড়িয়াছে।
৭ অনন্তর তিনি য়াকুবের ঠাঁই দেখা দিলেন ও তাহার
৮ পরে সকল প্রেরিতগণে দর্শিত হইলেন। কিন্তু সকলের পাছে যাদৃশ এক জন অসময় জন্মিত তিনি আমার স্থানে
৯ দেখা দিলেন। কেননা আমি প্রেরিতগণের মধ্যে সকলের লঘু যে প্রেরিত নামে যোগ্য নহি কেননা
১০ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে শতাইয়া দিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে যাহা আছি তাহা আছি এবং তাঁহার অনুগ্রহ আমার প্রতি বৃথা হইল না কিন্তু সে সকল হইতে আমি বাহুল্যমত শ্রম করিলাম তথাচ

আমি নহি কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে আমার সহিত
১১ ছিল সেই। অতএব আমি বা তাহারা আমরা এইমত
প্রচার করিলাম ও তোমরা এইমত প্রত্যয় করিলা।
১২ কিন্তু যদি এই কথা প্রচারিত হইল যে খ্রীষ্ট মৃত্যু হইতে
উত্থান করিলেন তবে কতেক তোমারদের মধ্যে কেমনে
১৩ কহে যে মৃত লোকের পুনরুত্থান হয় না। কেননা
যদি মৃত লোকের পুনরুত্থান হয় না তবে খ্রীষ্টের উত্থান
১৪ হয় নাই। এবং যদি খ্রীষ্টের উত্থান হয় নাই তবে
আমারদের প্রচার করা বৃথা এবং তোমারদের প্রত্যয়ও
১৫ বৃথা। বরঞ্চ আমরা ঈশ্বরের মিথ্যা সাক্ষী ঠাহরা
গিয়াছি কেননা আমরা ঈশ্বরের প্রতি সাক্ষী দিয়াছি
যে তিনি খ্রীষ্টকে উঠাইলেন কিন্তু যদি মৃত লোকের
উত্থান নিতান্ত হয় না তবে তাঁহাকে তিনি উঠাইলেন
১৬ না। কেননা যদি মৃত লোকের উত্থান হয় না তবে
১৭ খ্রীষ্টের উত্থান হয় নাই। আর যদি খ্রীষ্টের উত্থান
হইল না তবে তোমারদের প্রত্যয় বৃথা তোমরা অদ্যাপি
১৮ ও আপনারদের পাপেতে আছ। অপর যে সকল
১৯ খ্রীষ্টেতে নিদ্রাগত হইয়াছে তাহারাও নষ্ট হইল। যদি
খ্রীষ্টেতে আমারদের ভরসা কেবল এই লোকেতে হয়
২০ তবে আমরা সকল মনুষ্য হইতে দুর্ভাগা। কিন্তু এখন
তো খ্রীষ্ট মৃত্যু হইতে উঠিয়াছেন এবং যে সকল নিদ্রিত
২১ ছিল তাহারদের প্রথম ফল হইলেন। কেননা যেমন

মনুষ্যের দ্বারা মৃত্যু আসিয়াছিল তেমন মনুষ্যের
২২ দ্বারা মৃতলোকের পুনরুত্থান ও হয়। কেননা যাদৃশ
আদমে সকল মরিয়াছে তাদৃশ খ্রীষ্টেতে সকলি জীবমান
২৩ হইবে। কিন্তু প্রতি জন আপনি ২ সময়ানুক্রমে প্রথম
ফল খ্রীষ্ট এবং পশ্চাতে তাঁহার আগমন কালে যাহারা
২৪ খ্রীষ্টের হয়। তৎপরে সর্ব্বশেষ হইবে যখন তিনি
ঈশ্বর পিতারই স্থানে রাজ্যকে সমর্পণ করিবেন যখন
তিনি সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত শাসনত্ব ও শক্তি নিবৃত্ত
২৫ করিয়া থাকিবেন। কেননা যাবৎ তিনি সকল শত্রুর
দিগকে আপন পদতল না করিবেন তাবৎ তাঁহার
২৬ সাম্রাজ্য থাকা আবশ্যক আছে। শেষ শত্রু যে নষ্ট
২৭ হইবে সে মৃত্যু। কেননা তিনি সকল বস্তুকে তাঁহার
পদতল করিয়া দিয়াছেন কিন্তু যখন তিনি কহিতেছেন
যে সকল বস্তু তাঁহার বশীভূত হইয়াছে তখন ব্যক্ত
আছে যে তিনি ছাড়া আছেন যিনি সকল বস্তু তাঁহার
২৮ বশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সকল বস্তু
তাঁহার বশীভূত হইবে তখন পুত্র আপনিও উহাঁর
বশীভূত হইবেন যিনি সকল বস্তুকে তাঁহার বশীভূত
করিয়াছিলেন তাহাতে যেন ঈশ্বর সর্ব্বেসর্ব্বা হন।
২৯ নতুবা যে সকল মৃতেরদের স্থানে বাপটাইজিত
হয় যদি মৃতলোকের উত্থান নিতান্ত হয় না তবে
তাহারা কি করিবে এবং কি জন্য তাহারা মৃতেরদের

৩০ মৃতের বাপ্টাইজিত হয়। আর আমরা বা প্রতি মুহূর্ত্তে কেন প্রাণের সংশয় স্বীকার করিয়া থাকি।
৩১ আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টেতে যে আনন্দ আমরা পাইতেছি তাহার দিব্যে আমি কহি যে আমি প্রত্যহ
৩২ মরিতেছি। যদি আমি এফেসসে মনুষ্যেরদের প্রকারে বন পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি তবে মৃতেরদের পুনরুত্থান না হইলে আমার লাভ বা কি আমরা তো
৩৩ ভোজন পান করি কেননা কল্য আমরা মরিব। ভ্রান্ত
৩৪ হইও না কদালাপেতে সদাচার ভ্রষ্ট হয়। ধর্ম্ম প্রতি জাগ্রত হইয়া পাপ করিও না কেননা কতেক জন ঈশ্বরের জ্ঞান রাখে না ইহা আমি তোমারদের লজ্জা কারণ
৩৫ কহি। কিন্তু কেহবা কহিবে যে মৃতেরদের উত্থান কি রূপে হয় এবং কি প্রকার শরীরেতে উঠিয়া আসিবে।
৩৬ রে অবোধ যে বীজ তুমি বুনিতেছ সে প্রথম না
৩৭ মরিলে পাছে জীয়ন্ত হইয়া উঠে না। অপর যাহা বুনিতেছ তাহা তাহার ভাবি মূর্ত্তি নহে কিন্তু দানা
৩৮ মাত্র গোমের কিম্বা অন্যপ্রকারের হউক। কিন্তু ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুক্রমে তাহাকে এক মূর্ত্তি দেন এবং প্রতি
৩৯ বীজ আপন২ মূর্ত্তি। সকল শরীর এক প্রকার নহে কিন্তু মনুষ্যের ও পশুর ও মৎস্যের ও পক্ষির শরীর
৪০ ভিন্ন২ প্রকার হয়। অপর স্বর্গীয় মূর্ত্তি আছে এবং পৃথিবীয় মূর্ত্তিও আছে কিন্তু স্বর্গীয় মূর্ত্তির তেজও

৪১ পৃথিবীয় মূর্ত্তির তেজ ভিন্ন ২ হয়। সূর্য্যের একমত তেজ ও চন্দ্রের একমত তেজ ও নক্ষত্রগণের একমত তেজ
৪২ আছে এবং নক্ষত্রে ২ ভিন্ন ২ তেজ ধরে। সেইমত মৃতেরদের পুনরুত্থান ও হয় তাহার রোপণ ক্ষয়েতে
৪৩ তাহার উত্থান অক্ষয়েতে। তাহার রোপণ অপমানেতে তাহার উত্থান প্রতাপেতে তাহার রোপণ নিৰ্ব্বলতায়
৪৪ তাহার উত্থান প্রবলতায়। জান্তিক শরীর হইয়া রোপিত আছে আত্মিক শরীর হইয়া উত্থিত হয় জান্তিক
৪৫ শরীর আছে। এবং আত্মিক শরীর ও আছে
৪৬ তদনুক্রমে লিপি আছে। যে প্রথম মনুষ্য আদম সে জীয়ন্ত প্রাণী হইয়াছিল দ্বিতীয় আদম জীবন দায়ক আত্মা হইলেন তত্রাপি আত্মিক যে সে প্রথম নহে
৪৭ কিন্তু জান্তিক ও তাহার পরে আত্মিক। প্রথম মনুষ্য পৃথিবী হইতে পৃথিবীয় ছিল দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে
৪৮ প্রভু আছেন। যেমত পৃথিবীয় ছিল সেইমত তাহারা যাহারা পৃথিবীয় আছেও যে রূপ স্বর্গীয় আছে সেই
৪৯ রূপ তাহারা যাহারা স্বর্গীয় হয়। এবং যে মত আমরা পৃথিবীয়ের আকৃতি ধারণ করিয়াছি সেইমত আমরা
৫০ স্বর্গীয়ের আকৃতি ও ধারণ করিব। কিন্তু ভ্রাতৃরা আমি ইহা কহি যে মাংস ও রক্ত ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাইতে পারিবেক না এবং ক্ষয়তা অক্ষয়তার অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না।

৫১।৫২ দেখ আমি তোমারদিগকে এক নিগূঢ় কথা জানাই আমরা সকলি নিদ্রা করিব না কিন্তু শেষ তুরীর বাজনে এক পল মাত্রে এক চক্ষুর নিমেষেই আমরা সকলি অন্যরূপ হইব কেননা তুরী বাজিবেই ও মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উঠিবে এবং আমরা অন্যরূপ
৫৩ হইয়া যাইব। কেননা এই ক্ষয়ের অক্ষয় পরিধান করা এবং এই মর্ত্ত্যের অমৃত্যুতা পরিধান করা
৫৪ আবশ্যক আছে। অতএব যখন এই ক্ষয় অক্ষয় পরিধান করিবে এবং এই মর্ত্ত্য অমৃত্যুতা পরিধান করিবে তখন এই লিপি কথা পূর্ণ হইবে যে মৃত্যু
৫৫ জয়েতে গ্রস্ত হইয়াছে। ওরে মৃত্যু তোর হুল কোথায়
৫৬ ওরে কবর তোর জয় কোথায়। মৃত্যুর হুল পাপ এবং
৫৭ পাপের শক্তি ব্যবস্থা। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমারদিগকে
৫৮ জয় দিতেছেন। অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতরা তোমরা স্থির ও নিশ্চল ও প্রভুর কর্ম্মেতে নিত্য ক্রিয়াবন্ত হও কেননা তোমরা জান যে প্রভুতে তোমারদের পরিশ্রম বৃথা নহে।

ষোড়শ অধ্যায়

সম্প্রতি পুণ্যবানেরদের কারণ অর্থ পুঞ্জী করার বিষয় যে ২ আজ্ঞা আমি গালাতিয়া মণ্ডলীরদিগকে
২ দিয়াছি তদনুক্রমে তোমরাও কর। সপ্তাহের প্রথমে

তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ অর্জ্জিত ধনের পরিমাণ পূর্ব্বক কিছু ২ সঞ্চয় করিয়া রাখ যেন আমার আগমন সময়ে কিছু সাধিয়া লওনের আবশ্যক না

৩ থাকে। আর যখন আমি পৌঁছিব তখন যাহাকে ২ তোমরা লিপিদ্বারা মনোনীত করিয়া নিরূপণ করিবা তাহারদিগকে আমি তোমারদের প্রসাদ য়িরোশলমে

৪ লইয়া যাইতে প্রেরণ করিব। এবং যদি আমারো যাওয়া উচিত হয় তাহারা আমার সঙ্গে যাইবে।

৫ কেননা আমি মাকিদনিয়া পার হইলে পরে তোমারদের নিকটে আসিব এবং আমি মাকিদনিয়া দিয়া

৬ যাত্রা করিতে উদ্যত আছি। ও কি জানিবা কিছু ব্যাজ করিয়া আমি তোমারদের মধ্যে শীতকাল কাটাইয়া থাকিব তাহার পরে আমার যাত্রা যে দিগে হউক তাহাতে তোমরা যেন আমাকে অগ্র বাড়াইয়া

৭ থোও। কেননা আমি তোমারদিগকে এখন পথে দেখিব না কিন্তু ঈশ্বর করেণ আমি তোমারদের সহিত

৮ কতেক কালযাপন করিতে আশা করি। কিন্তু পেন্তিকষ্ট পর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি এফেসসে থাকিব।

৯ কেননা অতিবড় ও সফল দ্বার আমার প্রতি খোলা

১০ গিয়াছে ও অনেক বিপক্ষ আছে। কিন্তু টিমোতিয়স যদি আইসে তবে দেখিও যে তোমারদের সঙ্গে সে নির্ভয় থাকে কেননা সে প্রভুর কর্ম্মেতে শ্রম করিতেছে

১১ যে মত আমি ও করি। অতএব কোন মনুষ্য তাহাকে অবজ্ঞা না করুক কিন্তু আমার স্থানে আসিবার কারণ তাহাকে কুশল পূর্ব্বক অগ্র বাড়াইয়া রাখুক কেননা আমি ভ্রাতৃগণের সমিভ্যারে তাহার

১২ পথ দেখি। ভাই আপল্লসের কথা এই আমি তাহাকে ভ্রাতৃগণের সহিত তোমারদের নিকটে যাইতে বহু উপরোধ করিলাম তত্রাপি এখন তাহার আসিবার ইচ্ছা কোনক্রমে হইল না কিন্তু অবকাশক্রমে সুযোগ

১৩ হইলে আসিবেই। সচকিত থাক ধর্ম্মেতে দৃঢ় স্থির

১৪ হও পুরুষার্থ ব্যবহার দেখাও বলবন্ত হও। তোমার

১৫ দের কর্ম্ম সকল সম্প্রীতি পূর্ব্বক করা যাউক। হে ভ্রাতৃরা তোমরা স্তিফানসের পরিজনেরদিগকে জ্ঞাত আছ যে তাহারা আখায়ার প্রথম ফল এবং যে পুণ্যবানেরদের সেবাতে তাহারা স্বয়ংনিবিষ্ট হইয়া

১৬ থাকে। অতএব আমি প্রার্থনা করি যে তোমরা এমত লোক এবং প্রত্যেক জন যে সেই কর্ম্মেতে ও

১৭ শ্রমেতে সহায়ী হয় তাহারদের বশীভূত হও। স্তিফানস ও ফর্ত্তুনাতস ও আখাইকসের আইসনে আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে কেননা তোমারদের অভাবে যে ত্রুটি

১৮ হইয়াছিল তাহা তাহারা পূর্ণ করিয়াছে। কেননা তাহারা আমার ও তোমারদের প্রাণকে জুড়াইয়াছে অতএব তোমরা এই প্রকার লোকেরদিগকে মান্য

১৯ করিয়া জান। আসিয়ার মণ্ডলী সকল তোমারদিগকে নমস্কার বলে আকলা ও প্রিস্কীলা আপনারদের ঘরস্থ মণ্ডলীর সহিত অতি স্নেহেতে তোমারদিগকে নমস্কার
২০ দেয়। সকল ভ্রাতৃগণ তোমারদিগকে নমস্কার দেয়
২১ তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পর নমস্কার করিও। আমি
২২ পাওল আপন স্বীয় হস্তে নমস্কার দি। যদি কোন মনুষ্য প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে প্রেম না করে সে অনাতিমা
২৩ মারানাতা হউক। আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের
২৪ অনুগ্রহ তোমারদের সহিত থাকুক। আমার প্রেম তোমা সকলের সঙ্গে য়িশু খ্রীষ্টে হউক আমেন।
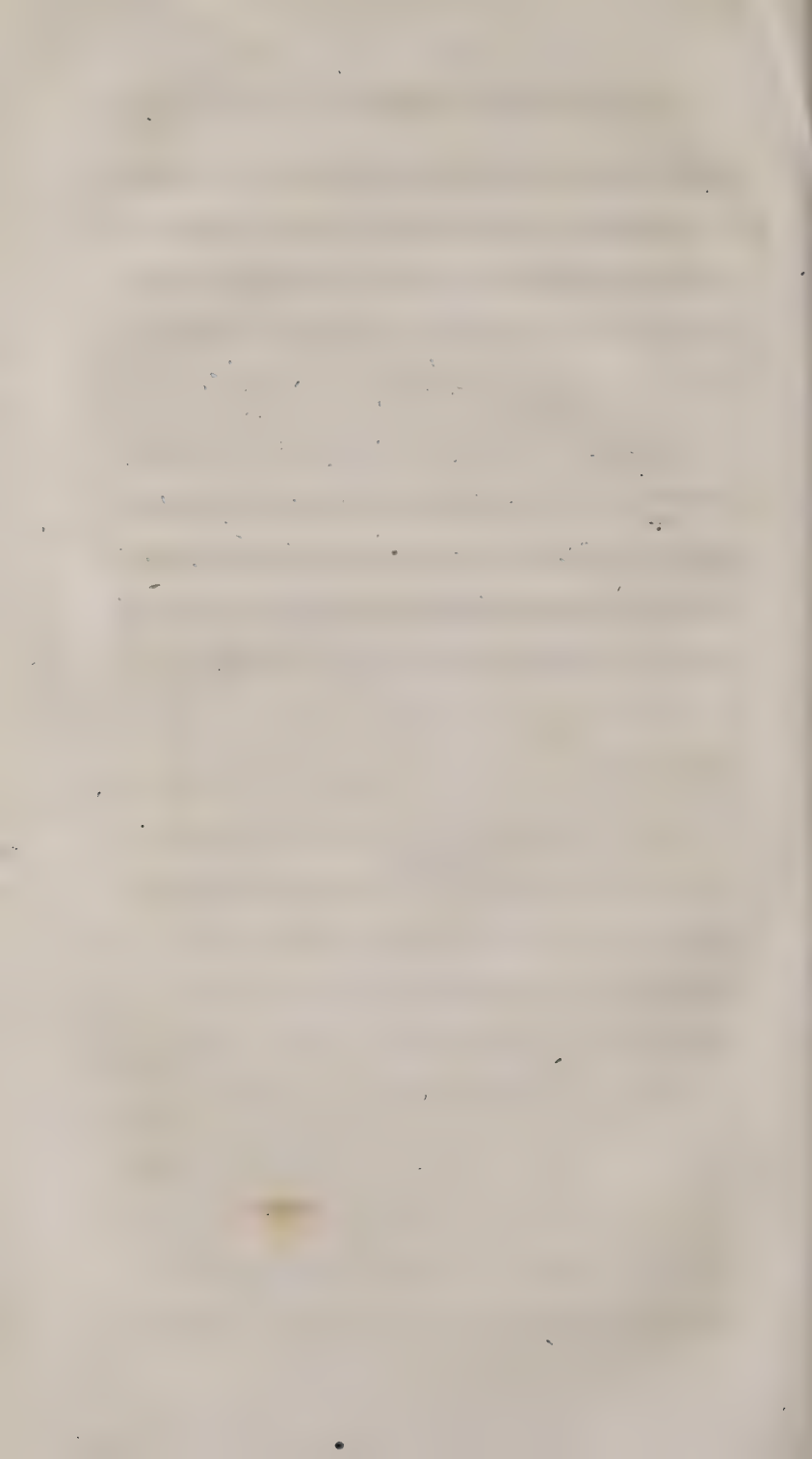
পাওল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র করিন্থীয়দিগকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছায় যিশু খ্রীষ্টের এক প্রেরিত এবং ভাই তিমোতিয়স ঈশ্বরের করিন্তে স্থিত মণ্ডলী ও সমস্ত আখায়া দেশে যত পুণ্যবান হয় তাহারদের
২ প্রতি। আমারদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রীষ্ট
৩ হইতে অনুগ্রহ এবং শান্তি তোমারদের প্রতি। ধন্য আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি
৪ দয়ার পিতা ও সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর। তিনি আমারদের সকল ক্লেশেতে আমারদিগকে সান্ত্বনা দিতেছেন তাহাতে যাহারা কোন দুঃখেতে হয় তাহারদিগকে যে সান্ত্বনাতে আমরা ঈশ্বর হইতে সান্ত্বিত হই তাহা
৫ দিয়া যেন আমরা সান্ত্বাইয়া দি। কেননা যেমত

খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ আমারদিগেতে বিস্তারিত হইতেছে সেই মত খ্রীষ্টেতে আমারদের সান্ত্বনাও বিস্তারিত ৬ হয়। কেননা যদিবা আমরা দুঃখিত হই তাহা তোমারদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণার্থে যে আমারদের ভুঞ্জনের স্বরূপ মত দুঃখ ভোগ সহিষ্ণুতা করাতে সাধিত হয় কিম্বা যদি আমরা সান্ত্বিত হই তাহাও তোমারদের ৭ সান্ত্বনা ও পরিত্রাণার্থে। আর যেমত তোমরা দুঃখ ভোগের সহভাগী আছ সেই মত তোমরা সান্ত্বনার সহভাগীও হইবা ইহাই জানিয়া আমারদের ভরসা ৮ তোমারদের কারণ দৃঢ় আছে। কেননা হে ভ্রাতৃরা আশিয়ায় কেমন ক্লেশ আমারদিগকে ঘটিল তাহা তোমরা অজ্ঞাত থাক সে আমারদের ইচ্ছা নহে যে আমরা স্বসাধ্যের অধিকে অত্যন্ত রূপে চাপা গেলাম তাহাতে আমরা জীবন রক্ষার নির্ভরসা করিলাম। ৯ এবং আমরা আপনারদের অন্তরমধ্যে মৃত্যুর আদেশ পাইলাম যেন আমরা আপনারদিগেতে ভরসা না রাখিয়া মৃতলোকের উত্থান কর্ত্তা ঈশ্বরেতে রাখি। ১০ তিনিই আমারদিগকে এমত দারুণ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন এবং করিতেছেন ও তাঁহাতে আমারদের ভরসা আছে যে তিনি পর পর ও রক্ষা করিবেন। ১১ তোমরাও একসঙ্গ প্রার্থনা করাতে আমারদের সহায় হইলা তাহাতে যে প্রসাদ আমারদের কারণ অনেকের

দ্বারাতে প্রাপ্ত হইল তাহার জন্য যেন আমারদের প্রস্তে
১২ অনেকের স্তবেতে স্বীকৃত হয়। কেননা আমারদের
আনন্দ করা এই যে আপনারদের অন্তঃকরণ সাক্ষী
থাকিলে আমারদের ব্যবহার জগৎ সংসারের মধ্যে
এবং বিশেষতঃ তোমারদের প্রতি সাংসারিক
জ্ঞানানুসারে না হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ পূর্ব্বক
১৩ সরলতায় ও ধর্ম্ম ভীত যাথার্থ্যে হইয়াছে। কেননা
যে কথা তোমরা প্রজ্ঞাত ও স্বীকৃত আছ তদ্ব্যতিরেক
আমরা আর কোন কথা তোমারদের নিকট লিখি না
এবং আমার ভরসা আছে যে তোমরা শেষ পর্য্যন্তই
১৪ তাহা স্বীকার করিবা। তদনুরূপে তোমরা আমার
দিগকেও কতেক পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছ যে প্রভু
য়িশুর দিনে আমরা তোমারদের গৌরব আছি যেমত
১৫ তোমরা আমারদেরও আছ। এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসে
আমি পূর্ব্বে তোমারদের নিকটে আসিতে মন
করিয়াছিলাম তাহাতে তোমারদের দ্বিতীয় হিত যেন
১৬ হয়। অপর তোমারদের ওখান দিয়া মাকিদনীয়ায়
যাইতে ও মাকিদনীয়া হইতে পুনশ্চ তোমারদের
নিকটে আসিতে ও য়িহোদা দেশের দিগে যাত্রা করিয়া
তোমারদিগ হইতে অগ্র বাড়াইয়া থোয়া যাইতে মনে
১৭ করিয়াছিলাম। অতএব যখন আমি ইহা মনস্থ
করিলাম তখন কি আমার চঞ্চল বুদ্ধি ছিল কিম্বা যে

কিছু আমি মনে স্থির করি তাহা কি আমি শরীরানুক্রমে স্থির করিতেছি যে আমাতে হাঁ ২ না ২
১৮ হয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি সত্য তবে তোমারদের প্রতি
১৯ আমারদের কথা হাঁ না হয় নাই। কেননা যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র যিনি আমাতে ও সিল্বানবে ও তিমতিয়সে আমারদিগেতেই তোমারদের মধ্যে প্রচারিত হইলেন তিনি হাঁ না ছিলেন না কিন্তু
২০ তাঁহাতে হাঁ বটে। কেননা ঈশ্বরের গৌরবার্থে আমার দের দ্বারা ঈশ্বরের সকল অঙ্গীকার তাঁহাতে হাঁ ও
২০ তাঁহাতে আমেন। অতএব যে আমারদিগকে তোমার দের সহিত খ্রীষ্টেতে স্থির করিতেছেন এবং আমার
২২ দিগকে অভিষেক করিয়াছেন তিনি ঈশ্বর। তিনি আমারদের উপর মোহরের ছাপ ও দিয়াছেন এবং
২৩ আমারদের মনে আত্মার বায়না দিয়াছেন। কিন্তু আমি ঈশ্বরকে আপন জীবাত্মার উপর সাক্ষির নিমিত্তে আহ্বান করি যে আমি তোমারদিগকে ক্ষমা
২৪ করিয়া অদ্যাপি করিন্তে আসি নাই। এমন যে তোমার দের প্রত্যয়ের উপর আমারদের কিছু প্রভুত্ব আছে তাহা নয় বরঞ্চ আমরা তোমারদের আনন্দের সহায়ী কেননা প্রত্যয়েতেই তোমরা স্থিরতর থাক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু আমি আপনার মনে স্থির করিলাম যে

আমি বিষণ্ণ হইয়া তোমারদের নিকটে পুনর্ব্বার
২ আসিব না। কেননা যদি আমি তোমারদিগকে
বিষাদিত করি তবে কে আমাকে আনন্দিত করিতে
পারে সেই জন ব্যতিরেকে যে আমা হইতে বিষাদিত
৩ হইয়াছে। এবং যে আমার আনন্দ তোমারদের
সকলের আনন্দ আছে ইহা তোমা সকলের কারণ দৃঢ়
বিশ্বাস করিয়া আমি এই রূপ তোমারদিগকে
লিখিয়াছি তাহাতে যাহারদের কারণ আমার আনন্দ
করা উপযুক্ত তাহারদের হেতু যেন আমার উদ্বেগ
৪ না হয়। কেননা আমি অত্যন্ত শোক ও মনোব্যথায়
বহু নেত্রজল বহিতে২ তোমারদিগকে লেখিলাম কিন্তু
যে তোমরা তাহাতে শোকিত হও এমত নয় বরং
তোমারদের প্রতি আমার প্রেম কিরূপ বাহুল্য আছে
৫ তাহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও। কিন্তু কেহ যদি শোক
জন্মাইয়াছে তথাচ সে আমাকে কেবল কতেক
শোকিত করিয়াছে ইহাতে যেন আমি তোমা
৬ সকলেরদিগকে ভারাপন্ন না করি। এমন লোকের
বিষয়ে যে দমন অনেক জনেতে হইয়াছে এই প্রচুর।
৭ অতএব এখন অন্য মত করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা ও
আশ্বাস দেওয়া তোমারদের উচিত নতুবা এমন লোক
৮ কি জানি অতিরেক শোকেতে গ্রস্ত বা হয়। এতদর্থে
আমি প্রার্থনা করি যে তোমরা তাহাকে আপনারদের

৯ প্রেম স্থৈর্য্য করিবা। কেননা আমি এই আশয়েতেও তোমারদিগকে লিখিয়াছিলাম যে তোমরা সকল কর্ম্মেতে আজ্ঞাবহ কি না তাহার পরীক্ষিত প্রমাণ যেন
১০ পাই। যাহাকে তোমরা কিছু ক্ষমা করহ তাহাকে আমিও ক্ষমা করি এবং যদি আমি কিছু ক্ষমা করি কাহাকে কেন হয় না তাহা আমি খ্রীষ্টের প্রতিনিধি
১১ হইয়া তোমারদের কারণে ক্ষমা করি। যে কি জানি শয়তান আমারদের উপর কিছু যোগ বা পায় কেননা
১২ তাহার সন্ধান সকল আমরা অজ্ঞাত নহি। অপর যখন আমি খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের পরিচর্য্যাতে ত্রোয়াসে আসিয়াছিলাম এবং প্রভুর কারণ আমার
১৩ প্রতি এক দ্বার খোলাগিয়াছিল। তখন আমার ভাই টিটসের সাক্ষাৎ না পাইয়া আমার আত্মায় কিছু শান্তি হইল না কিন্তু তাহারদের স্থানে বিদায় লইয়া
১৪ আমি সেখান হইতে মাকিদনীয়ায় গেলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যিনি খ্রীষ্টেতে সতত আমারদের জয়৻কার করাইতেছেন এবং আমারদের দ্বারা সর্ব্বত্রে তাঁহার জ্ঞানের সৌরভ প্রকাশ
১৫ করিতেছেন। কেননা আমরা ঈশ্বরের প্রতি ত্রাণ পাত্রেরদিগেতে এবং নাশ পাত্রেরদিগেতে খ্রীষ্টের এক
১৬ সুগন্ধামোদ আছি। এক লোকের প্রতি আমরা মৃত্যুর মরণার্থে বাস এবং অন্য লোকের প্রতি আমরা

জীবনের জীবনার্থ বাস হই কিন্তু এমন কর্মের পুযুক্তে
১৭ কেটা যোগ্যতাপন্ন আছে। কেননা ঈশ্বরের বাণী যে
মিশ্রিত করিয়া দেয় এমত অনেক লোকের সদৃশ
আমরা নহি কিন্তু সরলতা হইতে ও ঈশ্বর হইতে
যাদৃশ হয় তাদৃশ আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতেই খ্রীষ্টেতে
বলি——

তৃতীয় অধ্যায়

আমরা কি পুনর্ব্বার আপনারদের প্রতিষ্ঠা করিতে
আরম্ভ করি কিম্বা কতেক লোকের মত তোমারদের
প্রতি কিম্বা তোমারদিগ হইতে আমারদের প্রতিষ্ঠা
২ পত্রেতে আবশ্যক আছে। তোমরাই আমারদের পত্র
আমারদের মনেতে রচিত এবং সকল মনুষ্যে পঠিত।
৩ তোমরা সুব্যক্ত খ্রীষ্টের পত্র আমারদের দ্বারা চালিত
কালিতে লেখা নহে কিন্তু জীবমান ঈশ্বরের আত্মায়
প্রস্তরের তক্তিতে নহে কিন্তু চিত্তের মাংসীয় তক্তিতে।
৪ আমরা এমত দৃঢ় বিশ্বাস খ্রীষ্ট দিয়া ঈশ্বরের প্রতি রাখি।
৫ কিন্তু যে আপনারদিগ হইতে কিছু গণনা করিতে
আমারদের স্বয়ং যোগ্যতা আছে তাহা নয় কিন্তু
৬ আমারদের যোগ্যতা ঈশ্বর হইতে হয়। যিনি আমার
দিগকে নূতন নিয়মের ক্ষমতাপন্ন সেবকও করিয়া
দিয়াছেন অক্ষরের নহে কিন্তু আত্মার কেননা অক্ষরে
৭ প্রাণ নাশ করে কিন্তু আত্মায় জীবন দান হয়। আর

যদি মৃত্যুর সেবা প্রস্তরের উপরি খোদাকৃত অক্ষরে তেজোবান ছিল এমত যে মূশার বদনের তেজোনিমিত্তে য়িশরালের সন্তানেরা তাঁহার মুখ প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতে পারিল না তথাচ সে তেজের লোপ হওয়া
৮ ছিল। তবে আত্মার সেবা কতোধিকে তেজোময়
৯ হইবে। কেননা যদি দোষ বর্ত্তাইবার সেবা তেজোময় হয় তবে যাথার্থ্যের সাধনার্থ সেবা কতোধিকে
১০ তেজোময় হইবে। কেননা সেই প্রবল তেজের নিমিত্তে যাহা তেজস্কৃত হইয়াছিল তাঁহার তেজ এ বিষয়েতে
১১ নাস্তি। আর যদি তাহা তেজোযুক্ত ছিল যাঁহার নিবৃত্তি হইবার আবশ্যক ছিল তবে যাঁহার স্থায়ী থাকা আছে
১২ তাহা কতোধিকে তেজোময় হইবে। অতএব এমন ভরসা
১৩ রাখিয়া আমরা অতি স্পষ্ট কথা কহি। এবং মূশার মত নহে যিনি আপন বদনের উপর ঘোমটা দিলেন তাহাতে সেই নিবৃত্ত হইবার কর্ম্মের অন্তকে য়িশরাইলের বংশ স্থির দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পারিল
১৪ না। কিন্তু তাহারদের বুদ্ধি অন্ধ হইয়া গেল কেননা সেই ঘোমটা যে খ্রীষ্টেতে খণ্ডিয়া গিয়াছে তাহা পুরাতন নিয়মের পঠনে এখন পর্য্যন্তই অখণ্ডিত
১৫ থাকে। এবং অদ্যপর্য্যন্তই যখন মূশা পাঠ হইতেছে তখন তাহারদের অন্তঃকরণের উপর ঘোমটা আছে।
১৬ তত্রাপি যখন সে প্রভুর প্রতি ফিরিবে তখন ঘোমটা

১৭. খণ্ডিয়া যাইবে। অতএব প্রভু সেই আত্মা আছেন আর যেখানে প্রভুর আত্মা সেখানেই মুক্তি। এবং
১৮ আমরা সকল অনাচ্ছাদিত বদনে প্রভুর তেজ যাদৃশ দর্পণে চাহিতে ২ তেজে ২ অন্যরূপ ধরিয়া তাঁহারস্বরূপ হইয়া যাই যেমত প্রভু আত্মার দ্বারাতে করা যান।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব এমত সেবার ভার পাইয়া যেমত দয়া প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারে আমরা কাতর মন হই না।
২ কিন্তু চাতুর্য্যানুক্রমে না চলিয়া ও ঈশ্বরের বাণীকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক ব্যতিক্রম না করিয়া কিন্তু সত্যের প্রকাশ করাতে প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণ গোচরে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনারদের প্রকৃতার্থের প্রমাণ দেখাইয়া আমরা লজ্জার গুপ্ত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছি।
৩ কিন্তু যদিতু আমারদের মঙ্গল সমাচার আচ্ছাদিত হয় তবে বিনাশ পাত্রেরদের স্থানে তাহা আচ্ছাদিত
৪ হইয়াছে। ও তাহারদের মধ্যে সেই অপ্রত্যয়িরা আছে যাহারদের অন্তঃকরণ এই জগতের ঈশ্বর অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে কি জানি খ্রীষ্ট যিনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার তেজোময় মঙ্গল সমাচারের জ্যোতিঃ
৫ তাহারদের উপর প্রকাশিত বা হয়। কেননা আমরা আপনারদের কথা প্রচার করি না কিন্তু প্রভু যিশু খ্রীষ্টের কথা এবং আমরা আপনারা যিশুর বিষয়ে

৬ তোমারদের সেবক। কেননা ঈশ্বর যিনি দীপ্তিকে অন্ধকার হইতে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা দিলেন তিনি য়িশু খ্রীষ্টের বদনে ঈশ্বরের তেজের জ্ঞানের জ্যোতি ৭ আমারদের মনে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ধন আমরা মৃত্তিকার পাত্রে ধারণ করি যেন শক্তির প্রভাব ঈশ্বর হইতে হয় আমারদিগ হইতে নহে। ৮ আমরা সকল মতে দুঃখিত কিন্তু ব্যাকুল নহি সংশিত ৯ কিন্তু নির্ভরসা নহি। তাড়িত কিন্তু ত্যক্ত নহি অধঃ ১০ পাতিত কিন্তু নষ্ট নহি। আমরা শরীরেতে প্রভুর মরণ সতত বহিয়া ফিরি যেন য়িশুর জীবন ও আমার ১১ দের শরীরে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা যে জীবমান থাকি আমরা য়িশুর কারণ নিত্য২ মৃত্যুর স্থানে সমর্পিত হইতেছি তাহাতে যেন য়িশুর জীবন আমারদের মরণীয় শরীরেতে প্রকাশিত হয়। ১২ অতএব আমারদিগকে মৃত্যু আশ্রয় করিতেছে কিন্তু ১৩ তোমারদিগতে জীবন। আমরা একই প্রত্যয়ের আত্মা ধরি যদনুক্রমে লিপি আছে আমি প্রত্যয় করিলাম এতদর্থে আমি কহিয়াছি আমরাও প্রত্যয় করি ১৪ এতদর্থে আমরা কহি। ইহাতে এই প্রজ্ঞাত যে প্রভু য়িশুকে যিনি উঠাইলেন তিনি য়িশুর দ্বারা আমার দিগকেও উঠাইয়া দিবেন ও তোমারদের সহিত ১৫ সাক্ষাৎ করাইবেন। কেননা সকল কর্ম্ম তোমারদের

কারণ যেন অনুগ্রহের বাহুল্য ঈশ্বরের গৌরবার্থে
১৬ অনেকের স্তবেতে ব্যাপিত হয়। ইহার কারণ আমরা
কাতর হই না কিন্তু যদিতু আমারদের বাহ্যরূপ মনুষ্য
জীর্ণ হয় বটে তত্রাপি আন্তরিক মনুষ্যটা প্রত্যহ নবীন
১৭ হইতেছে। কেননা আমারদের এই ক্ষণেক মাত্র লঘুতর
দুঃখ আমারদের কারণ আর অত্যন্ত অতিরেক অনন্ত
১৮ ঐশ্বর্য্যের ভার সাধিতেছে। ইতোমধ্যে আমরা দৃষ্ট
বস্তুর সন্ধান না করিয়া অদৃষ্ট বস্তুর সন্ধান করিতেছি
কেননা দৃষ্ট বস্তু অনিত্য কিন্তু অদৃষ্ট বস্তু নিত্য।—

পঞ্চম অধ্যায়

কেননা আমরা জানি যে আমারদের এই তাম্বুরূপ
মৃত্তিকার বাস যদি গলিত হয় তবে আমারদের
ঈশ্বরকৃত এক অট্টালিকা আছে এক আলয় হস্ত
২ ব্যতিরেকে নির্ম্মিত ও স্বর্গেতে নিত্য স্থিত। এবং ইহায়
আমরা আপনারদের স্বর্গীয় বাসে আচ্ছাদিত হইতে
৩ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া একান্তরূপে কোঁকাইয়া থাকি। যে
এইমত আচ্ছাদিত হইয়া আমরা উলঙ্গ ঠাহরা যাইব
৪ না। কেননা আমরা এই তাম্বুতে থাকিয়া ভারাক্রান্ত
হইয়া কোঁকাইতেছি তথাপি আমরা অনাচ্ছাদিত হইতে
ইচ্ছা করি না কিন্তু উপরে আচ্ছাদিত হইতে ইচ্ছা
৫ করি মর্ত্যতা যেন জীবনে গুপ্ত হয়। পরন্তু যিনি এই
কর্ম্মের কারণ আমারদিগকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন

তিনি ঈশ্বর যিনি আমারদিগকে আত্মার বায়না ও
৬ দিয়াছেন। অতএব যাবৎ আমরা শরীরেতে প্রবাস
করি তাবৎ আমরা প্রভুর নিকট হইতে দূর
থাকিতেছি ইহা জানিয়া আমরা সতত সুসাহস
৭ থাকি। কেননা আমরা প্রত্যয়ের দ্বারাতে গতি করি
৮ দৃষ্টির দ্বারাতে নহে। আমি বলি যে শরীরেতে
অবর্ত্তমান হইয়া প্রভুর সহিত বর্ত্তমান থাকিতে
৯ আমরা সুসাহস ও স্বেচ্ছু আছি। অতএব সাক্ষাৎ
কিম্বা অসাক্ষাৎ হই তাহার গ্রাহ্য পাত্র হইতে
১০ আমারদের একান্ত চেষ্টা। কেননা খ্রীষ্টের বিচার
আসনের অগ্রে আমা সকলেরদের উপস্থিত হওনের
আবশ্যক আছে তাহাতে প্রত্যেক জন যে২ কর্ম্ম
শরীরেতে করিয়াছে তদনুসারে যেন প্রাপ্ত হয় ভাল
১১ হউক বা মন্দ হউক। অতএব প্রভুর ভয়ঙ্করতা
জানিয়া আমরা মনুষ্যেরদিগকে বুঝাই কিন্তু ঈশ্বরের
সাক্ষাতে আমরা ব্যক্ত আছি এবং আমার ভরসা যে
তোমারদের জ্ঞান গোচরে ও আমরা ব্যক্ত করা
১২ গিয়াছি। কেননা আমরা পুনর্ব্বার তোমারদের প্রতি
আপনারদের প্রতিষ্ঠা করি না কিন্তু আমারদের বিষয়ে
তোমারদিগকে গৌরব করিবার হেতু দি তাহাতে যে
সকল দেখাক্রমে গৌরব করে ও মনেতে করে না
তাহারদিগকে তোমারদের কিছু প্রত্যুত্তর থাকে।

১৩ কেননা যদি আমরা স্বজ্ঞান রহিত হই তাহাতো ঈশ্বরের প্রতি কিম্বা যদি সজ্ঞান হই সেইতো তোমারদের
১৪ কারণ। কেননা খ্রীষ্টের প্রেম আমারদিগকে আকর্ষণ করে কেননা আমরা এই মত বিচার করি যে এক জন যদি সকলের কারণ মরিলেন তবে সকলি মৃত ছিল।
১৫ এবং তিনি সকলের হেতু মরিলেন যে যাহারা জীবমান থাকে তাহারা আপনারদের কারণ না জীয়ে কিন্তু যিনি তাহারদের হেতু মরিলেন ও পুনরায়
১৬ উঠিলেন তাঁহার কারণ। অতএব এখন হইতে আমরা শরীরানুভাবে কাহাকে জানি না এবং যদি আমরা খ্রীষ্টকে শরীরানুভাবে জানিয়াছিলাম তথাপি এখন
১৭ হইতে আমরা আর তাঁহাকে জানি না। অতএব যদি কোন মনুষ্য খ্রীষ্টেতে হয় তবে সে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে পুরাতন বিষয় সকল বহিয়া গিয়াছে
১৮ দেখ সমস্তই নূতন হইয়াছে। এবং সকল বস্তু ঈশ্বর হইতে হইয়াছে যিনি যিশু খ্রীষ্ট দিয়া আমারদিগকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন এবং সম্মিলনের
১৯ সেবা আমারদিগকে গচ্ছাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাহারদের অপরাধ তাহারদের স্থানে না বর্ত্তাইয়া আপনার সঙ্গে জগতের সম্মিলন করাইতে খ্রীষ্টেতে ছিলেন এবং আমারদিগকে সম্মিলনের
২০ কথা গচ্ছাইয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা খ্রীষ্টের

দূত আছি যাদৃশ ঈশ্বর আমারদের দ্বারা তোমার দিগকে প্রার্থনা করেণ আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে তোমার দিগকে প্রার্থনা করি যে ঈশ্বরের সহিত তোমরা সম্মিলন ২১ করহ। কেননা যিনি পাপ জানিলেন না তাহাকে উনি আমারদের কারণ পাপ করিয়া ঠাহরাইলেন যেন তাহাতে আমরা ঈশ্বরের যাথার্থ্য করা যাই।—

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতএব আমরা তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়া কাকুতি করি যে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ নিরর্থক করিয়া না ২ লও। কেননা তিনি কহিতেছেন আমি গ্রাহ্য সময়ে তোমার কথা শুনিয়াছি এবং ত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিয়াছি দেখ এখনি গ্রাহ্য সময় দেখ এখনি ৩ ত্রাণের দিবস। আমরা কিছুতে ঠেষ বিষয় না দি ৪ সেবার কর্ম্ম যেন নিন্দিত না হয়। কিন্তু সকল বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবকের প্রমাণ দেখাই বহু ৫ ধৈর্য্যেতে ক্লেশেতে অনাটনে কষ্টেতে। প্রহারেতে বন্ধনে গোলমালেতে শ্রমেতে জাগ্রৎ থাকাতে অনাহারেতে। ৬ নির্ম্মলতাতে জ্ঞানেতে চির সহিষ্ণুতাতে কোমলতাতে ৭ ধর্ম্মাত্মাতে অকপট প্রেমেতে। সত্যের বাণীতে ঈশ্বরের শক্তিতে যাথার্থ্যের অস্ত্রশস্ত্র দক্ষিণ হস্তে ও ৮ বাম হস্তেতে। সম্মানে ও অপমানে সুখ্যাতিতে ও ৯ কুখ্যাতিতে যেমন প্রবঞ্চক তথাপি সত্য। যেমন

অপরিচিত তথাচ সুপরিচিত যেমন মৃতবৎ কিন্তু দেখ আমরা জীবমান যেমন শাসিত তত্রাপি অনাশিত।
১০ যেমন শোকাকুল তথাচ সদানন্দ যেমন দরিদ্র তথাচ অনেকের ধনদায়ক যেমত বস্তু হীন তত্রাপি সকল
১১ বস্তুর অধিকারী। হে করিন্থীরা তোমারদের প্রতি আমারদের মুখ খোলা আছে আমারদের মন প্রসন্ন
১২ হইয়াছে। আমারদিগেতে তোমরা আঁট নহ কিন্তু
১৩ তোমরা আপনারদের অন্তরে আঁট হইলা। অতএব তাঁহারি প্রতিফলার্থে তোমরাও প্রসন্ন হও আমি
১৪ ছাওয়ালেরদিগকে যাদৃশ তাদৃশ বলি। অবিশ্বাসকের দের সহিত তোমরা অসমান সংযোট হইওনা যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্যের মধ্যে কি অংশাংশী কিম্বা দীপ্তিতে ও
১৫ অন্ধকারেতে কি মীলন হয়। কিম্বা খ্রীষ্টেতে ও বেলিউলে কি সমতা কিম্বা অবিশ্বাসক জনের সহিত
১৬ বিশ্বাসক জনের কি অংশ আছে। আর দেবতার প্রতিমাতে ও ঈশ্বরের মন্দিরে কি সম্ভাবনা আছে কেননা তোমরাই জীয়ন্ত ঈশ্বরের মন্দির যেমন ঈশ্বর ও কহিয়াছেন যে আমি তাহারদের অন্তরে বাস করিব ও তাহারদের মধ্যে গতি করিব এবং আমি তাহারদের ঈশ্বর হইব ও তাহারা আমার লোক
১৭ হইবে। অতএব প্রভু কহিতেছেন যে তোমরা তাহারদের মধ্য হইতে বাহিরে আইস ও বিভিন্ন

হও ও অপবিত্র বস্তুকে স্পর্শ করিও না এবং আমি
১৮ তোমরদিগকে গ্রহণ করিব। ও তোমারদের প্রতি
পিতা হইব ও তোমরা আমার পুত্র ও কন্যাগণ হইবা
য়িহুহা সর্ব্বশক্তিমান্ ইহা কহিতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

অতএব হে প্রিয়রা এমত অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া
আমরা শরীর ও আত্মার সকল মল হইতে আপনার
দিগকে পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের ভয়েতে পুণ্য সিদ্ধ
২ করি। আমারদিগকে গ্রহণ কর আমরা কাহার অপচয়
করি নাই কাহাকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করাই নাই কাহার স্থানে
৩ ঠকামী করি নাই। আমি তোমারদিগকে দোষাইতে
ইহা কহি না কেননা আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি যে তোমার
দের সঙ্গে মরিতে ও জীয়িতে তোমরা আমারদের
৪ মনেতে আছ। তোমারদের প্রতি আমার কহিবার
সাহস বড় তোমারদের বিষয় আমার গৌরব করা
বড় আমি শান্তিতে পূর্ণহইয়াছি আমারদের সকল
৫ ক্লেশের মধ্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আছি। কেননা
যখন আমরা মাকিদনীয়ায় পৌঁছিয়াছিলাম তখন
আমারদের দেহের বিশ্রাম হয় নাই কিন্তু সর্ব্বত্র
আমরা ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম বাহিরে যুদ্ধ ভিতরে ভয়।
৬ তত্রাপি ঈশ্বর যিনি অধঃপাত জনেরদের সান্ত্বনা
দাতা তিনি টিটসের আইসনে আমারদিগকে সান্ত্বনা

৭ দিলেন। এবং কেবল তাহার আইসনেতে নহে কিন্তু যখন সে তোমারদের একান্ত আকিঞ্চন ও তোমারদের শোক বিলাপ ও আমার প্রতি তোমার দের মনোনিবেশ আমারদিগকে কহিল তখন যে সান্ত্বনায় তিনি তোমারদিগ হইতে সান্ত হইয়া ছিলেন তাহাতে আমি ততোধিকে আনন্দিত হইলাম।
৮ কেননা যদিতু আমি পত্র দ্বারা তোমারদের শোক জন্মাইয়াছিলাম ও যদিস্যাৎ পূর্ব্বে আমি দেখা করিয়া ছিলাম তথাপি এখন আমি খিদ্যমান নহি কেননা আমি বুঝিলাম যে সেই পত্র তোমারদিগকে মনস্তাপিত
৯ করিল বটে তত্রাপি অল্প কালের কারণ। কিন্তু আমি ইহাতে আনন্দিত হইলাম যে তোমরা মনস্তাপিত করা গিয়াছিলা তাহা নয় কিন্তু যে তোমারদের মনস্তাপ মনফিরাণের বিষয় ছিল কেননা তোমরা ঈশ্বর ভাবেতে শোকিত ছিলা অতএব তোমরা আমারদিগহইতে কিছু মাত্র অপচয় পাওনাই।
১০ কেননা ঈশ্বরার্থ শোক ত্রাণার্থ মনফিরাণ জন্মাইতেছে যাঁহার অনুশোচনা কখন ভবিতব্য নহে কিন্তু
১১ সংসারের শোক মৃত্যু জনক আছে। কেননা এই যে তোমারদের ঈশ্বরার্থ শোক ছিল দেখ কোন যত্ন কেমন দোষাদোষ ঠাহর কেমন কোপ কেমন ভয় কেমন একান্ত বাঞ্ছা কেমন আবেশ কেমন সমুচিত

সে তোমারদিগেতে জন্মাইল সকল মতে তোমরা এই বিষয়েতে আপনারদের পরিষ্কার হওয়ার প্রমাণ ১২ দিয়াছ। অতএব যদি আমি তোমারদিগকে লিখিয়াছি তবে সে অপকারিজনের বিষয়েও নয় অপকর্ম্ম প্রাপ্ত জনের বিষয়েও নয় কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমারদের উদ্যোগ তোমারদের কারণ যেন ব্যক্ত হয়। ১৩ অতএব তোমারদের সান্ত্বনায় আমরা সান্ত ছিলাম এবং টিটসের আনন্দে আমরা আরো অত্যন্ত আনন্দ করিলাম কেননা তোমা সকল হইতে তাহার প্রাণ ১৪ জুড়িয়া গেল। অতএব যদি আমি তোমারদের বিষয়ে তাহাকে কিছু গৌরব কথা কহিয়াছিলাম তথাচ আমি লজ্জিত হইলাম না কিন্তু যেমন আমরা সতত তোমারদিগকে সত্য করিয়া কহিয়াছি তেমন টিটসের স্থানে আমারদের গৌরব করাও সত্য ঠাহরা গিয়াছে। ১৫ এবং যখন সে তোমা সকলের আজ্ঞাবহত্ব স্মরণ করিতেছে যে কিরূপ তোমরা তাহাকে সভয়ে ও সকম্পে গ্রহণ করিলা তখন তাহার কারুণিক স্নেহ ১৬ তোমারদের প্রতি অত্যন্ত রূপে উথলিতেছে। অতএব আমি সানন্দিত আছি যে তোমারদিগেতে সকল বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

অষ্টম অধ্যায়

সম্প্রতি ভ্রাতৃরা আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে

মাকিদনিয়া দেশের মণ্ডলীর উপর প্রকাশ হইয়াছে
২ তাহা তোমারদিগকে জানাইয়া দেই। যে অতি বহু
দুঃখের পরীক্ষাতে তাহারদের আনন্দের বাহুল্য
এবং নিপট দরিদ্রতা কি রূপে তাহারদের দান শীলতার
৩ প্রশ্রুত্বের বিস্তারেতে প্রকাশ হইয়াছে। কেননা আমি
সাক্ষী আছি যে তাহারদের সাধ্যাবধি বরঞ্চ তাহার
৪ দের সাধ্যের অধিকে তাহারা স্বয়ং ইচ্ছু ছিল। ও
আমারদিগকে সে প্রদান ও পুণ্যবানেরদের সেবনার্থে
৫ ভাগ লইতে বহু উপরোধ প্রার্থনা করিল। এবং তাহা
আমারদের আশাক্রমে নহে কিন্তু প্রথমে তাহারা
আপনারদিগকেই প্রভুর নিকট সমর্পণ করিয়া পরে
ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমারদের স্থানে সোঁপিয়া দিল।
৬ এতদর্থে আমরা টিটসকে যাচ্ঞা করিলাম যে আপনি
যেমত আরম্ভ করিয়াছিল সেইমত সে তোমারদের মধ্যে
৭ এই প্রসাদকে সিদ্ধ করে। অতএব যেমত তোমারদের
সকল বিষয়েতে বাহুল্য আছে প্রত্যয়েতে ও
বাক্যোচ্চারণে ও জ্ঞানেতে ও যত্নেতে ও আমারদের
প্রেমেতে সেইমত এই প্রসাদেতে ও বিস্তারিত হও।
৮ আমি আজ্ঞানুক্রমে কহি না কিন্তু অন্যেরদের আবেশ
প্রযুক্তে এবং তোমারদের প্রেমের যাথার্থ্য পরীক্ষার্থে
৯ কহি। কেননা আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমরা জান যে তিনি যদ্যপি ধনবান্ ছিলেন

তথাপি তোমারদের কারণ দরিদ্র হইয়া গেলেন যে
১০ তাঁহার দারিদ্র্যেতে তোমরা ধনবান হও। এবং ইহাতে
আমি আপন পরামর্শ দিতেছি কেননা ইহা তোমার
দের উপযুক্ত যাহারা একর্ম্ম করিতে কেবল আরম্ভ
করহ নাই কিন্তু সম্বৎসর হইতে উদ্যুক্ত হইয়াছ।
১১ অতএব সম্প্রতি কর্ম্ম সিদ্ধ করহ তাহাতে যেমত স্থির
করিবার প্রস্তুত মন ছিল সেইমত তোমারদের
১২ সংস্থানুসারে তাহার সিদ্ধি হয়। কেননা যদি প্রথমে
ইচ্ছান্বিত মন থাকে তবে তাহার সাধ্যানুসারে মনুষ্য
১৩ গ্রাহ্য হয় এবং তাহার অসাধ্যানুসারে নয়। কেননা
অন্যেরদের সাহায্য করা ও তোমারদের ভার হওয়া
১৪ এই মত আমার আশয় নহে। কিন্তু শমতা যেন হয়
তাহাতে এই সময়ে তোমারদের বাহুল্য তাহারদের
হীনতার সহায় হয় পাছে তাহারদের বাহুল্য
তোমারদের হীনতার সহায় ও হয় তাহাতে শমতা যেন
১৫ থাকে। যেমন লিপি আছে যাহার বাহুল্য ছিল
তাহার অধিকতা হইল না এবং যাহার অল্পতা
১৬ ছিল তাহার ত্রুটি ও ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ
হউক যিনি টিটসের মনে তোমারদের কারণ সেই
১৭ যত্নরূপ চেষ্টা দিলেন। কেননা সেটা উপদেশ
মানিল বটে কিন্তু তাহার অগ্রশুচি প্রবৃত্ত হইয়া সে
১৮ স্বেচ্ছায় তোমারদের নিকটে গেল। এবং তাহার সঙ্গে

আমরা সেই ভ্রাতাকে প্রেরণ করিয়াছি যে মঙ্গল সমাচারেতে মণ্ডলী সমূহের মধ্যে প্রশংসিত আছে। এবং
১৯ তাহা কেবল নহে কিন্তু এই প্রসাদ যে একই প্রভুর প্রশংসনার্থে এবং তোমারদের নিবিষ্ট চিত্তের বিজ্ঞাপনার্থে আমারদের দ্বারা সেবিত আছে তাহার সহিত আমারদের সহগামী হইবার কারণ মণ্ডলী সকল তাহাকে
২০ নিযুক্ত ও করিয়াছে। ইহাতে আমারদের সাবধানতা আছে যে এই প্রচুরূপ প্রসাদ যাহা আমারদের দ্বারাতে সেবিত আছে তাহার কারণ কেহ যেন
২১ আমারদিগকে নিন্দা করিতে না পায়। আমরা সদ্বস্তুর আয়োজন করি কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাতে নহে
২২ কিন্তু মনুষ্যেরদের সাক্ষাতেও। এবং আমারদের ভাই যাহাকে আমরা অনেক বিষয়েতে বারম্বার পরীক্ষাইয়া সুচেষ্ট ঠাহরাইয়াছি কিন্তু সম্প্রতি তোমারদিগতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিমিত্তে আর অধিক চেষ্টান্বিত আছে তাহাকে আমরা তাহারদের সঙ্গে পাঠাইয়াছি।
২৩ যদি টিটসের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হয় সে তোমারদের কারণ আমার সঙ্গী ও সহকারী কিম্বা আমারদের ভ্রাতৃগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হয় তো তাহারা মণ্ডলীর
২৪ দূতগণ ও খ্রীষ্টের ঐশ্বর্য্য। অতএব তাহারদিগকে ও মণ্ডলী সকলের সাক্ষাতে তোমারদের প্রেম ও তোমারদের কারণ আমারদের গৌরব করা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাও।

নবম অধ্যায়

কিন্তু তোমারদিগকে পুণ্যবানেরদের উপকারি
২ সেবার বিষয় আমার লেখা প্রয়োজনাধিক। কেননা
আমি তোমারদের প্রস্তুত মন জানি ও তাহার বিষয়ে
মাকিদনীয়দের নিকট তোমারদের গৌরব করিতেছি
যে আখায়া দেশ সম্বৎসরাবধি প্রস্তুত হইয়াছে এবং
তোমারদের একান্ত মন অনেকেরদিগকে উস্কাইয়াছে।
৩ তত্রাপি আমি ভ্রাতৃগণেরদিগকে পাঠাইয়াছি যে
আমার কথানুক্রমে তোমরা যেন প্রস্তুত থাক
নতুবা কি জানি তোমারদের এবিষয়ে আমারদের
৪ গৌরব করা বৃথা বা ঠাহরে। কি জানি যদি
ঘটনাক্রমে মাকিদনীয়রা আমার সহিত আইসে ও
তোমারদিগকে অপ্রস্তুত দেখে তাহাতে তোমারদের
কথা থাকুক আমারদের এই নিশ্চিত গৌরব করাতে
৫ লজ্জা বা হয়। অতএব তোমারদের নিকটে অগ্র যাইতে
এবং তোমারদের পূর্ব্বোক্ত প্রসাদ অগ্রশূচি পূরাইয়া
রাখিতে আমি ভ্রাতৃগণেরদিগকে বুঝাইতে আবশ্যক
বুঝিলাম তাহা যেন কার্পণ্য মত দান না হইয়া স্বেচ্ছা
৬ পূর্ব্বক দান হইয়া প্রস্তুত থাকে। কিন্তু ইহা আমি
কহি যে জন অল্প করিয়া বুনে সে অল্পও কাটিবে
এবং যে বিস্তারিত করিয়া বুনে সে বিস্তারিত মতও
৭ কাটিবে। প্রতিজন আপন আপন মনেতে যেমত বাঞ্ছা

করে সেইমত দিউক সকাতরে কিম্বা আবশ্যকানুক্রমে
৮ নহে কেননা ঈশ্বর হৃষ্ট দাতাকে ভাল বাসেন। এবং
ঈশ্বর তোমারদের প্রতি সর্ব্বমত প্রসাদ পূর্ণরূপে
বিস্তারিত করিতে পারেন তাহাতে সকল বিষয়ে
সর্ব্বক্ষণে তোমারদের সুপ্রতুল হইলে তোমরা প্রতি
৯ সুক্রিয়াতে ক্রিয়াবন্ত যেন হও। যেমত লিপি আছে
তিনি বিতরণ করিয়াছেন তিনি দরিদ্রেরদিগকে ভিক্ষা
১০ দিয়াছেন তাঁহার ধর্ম্ম নিত্য থাকে। অতএব যিনি
বুননার্থ বীজ ও ভোজনার্থ অন্ন যোগাইয়া দেন তিনি
তোমারদের বুনন যোগান ও বাড়ান এবং তোমারদের
১১ ধর্ম্ম ফলের বৃদ্ধিও করান। যে সকল ঔদার্য্য নিমিত্তে
সকল বিষয়েতে তোমরা ধনবান্ হও যাহাতে আমার
১২ দের দ্বারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা যায়। কেননা
এই সেবার সাধনে কেবল পুণ্যবানেরদের দিন কুলায়
না কিন্তু অনেকের দ্বারাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ব্যাপক
১৩ মত হয়। ইতোমধ্যে তাহারা এই সেবার পরীক্ষিত
প্রমাণেতে তোমারদের য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের
স্বীকৃত বশ হওয়ার কারণ এবং তাহারদিগকে ও
সকলেরদিগকে তোমারদের ঔদার্য্য রূপ বিতরণ
১৪ করার কারণ ঈশ্বরের প্রশংসা করিতেছে। এবং
ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রসাদ যে তোমারদের অন্তর্গত আছে
তাহার বিষয়ে তোমারদের প্রতি একান্ত বাৎসল্য

বাসিয়া তাহারা তোমারদের কারণ প্রার্থনা করে।
১৫ ঈশ্বরের অকথ্য দানার্থে তাঁহার ধন্যবাদ হউক।—

দশম অধ্যায়

সম্প্রতি আমি আপনি পাওল খ্রীষ্টের নম্রতা ও কোমলতা দিয়া তোমারদিগকে কাকুতি মিনতি করি আমি যে তোমারদের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া নম্রবান কিন্তু অসাক্ষাৎ হইয়া তোমারদের প্রতি সাহসবান
২ হই। কিন্তু আমি তোমারদিগকে প্রার্থনা করি যে আমি সাক্ষাৎ হইলে পরে কেহ২ যাহারা গানা করে যে আমরা শরীরানুসারে গতি করি তাহারদের প্রতি যে সাহসে আমি সাহসবান হইতে মনে করিতেছি এমত সাহসবান আমি যেন না হই।
৩ কেননা যদিস্যু আমরা শরীরেতে গতি করি তথাপি
৪ আমরা শরীরানুসারেতে যুদ্ধ করি না। কেননা আমার দের যুদ্ধের সাজ শারীরিক নহে কিন্তু ঈশ্বর হইতে
৫ গড় মুরচাদির ভঞ্জন করিতে প্রবল। সকল ভাব্য ভাবনা ও উচ্চ বিষয় যে ঈশ্বরের জ্ঞান বিরুদ্ধে আত্মোন্নতি করে সে সকলের অধঃক্ষেপণ করিতে এবং সমস্ত অনুভব বশতাপন্ন করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞা
৬ বহ করিতে প্রবৃত্ত। এবং তোমারদের আজ্ঞাবহ পূর্ণ হইলে সকল অনাজ্ঞাবহনের সমুচিত করিতে প্রস্তুত।
৭ তোমরা কি বস্তুর প্রকট আকারের উপর দৃষ্টি করহ

যদি কোন জন আপনাতে বিশ্বাস করে যে আপনি খ্রীষ্টের আছে তবে সে পুনশ্চ আপনাতে ইহা বুঝুক যে আপনি যেমত খ্রীষ্টের আছে সেইমত আমরা ও
৮ খ্রীষ্টের আছি। কেননা যে যোগ্যতা প্রভু আমারদিগকে তোমারদের বিনাশার্থে না দিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ দিয়াছেন তাহার বিষয়ে যদি আমি আরো কিছু
৯ গৌরব করি তথাচ আমি লজ্জিত হইব না। আমি যেন পত্র দ্বারাতে তোমারদের আশঙ্কা জন্মাইবার
১০ মত না দেখাই। কেননা তাহারা বলে যে তাঁহার পত্র পাতি ভারী ও শক্ত বটে কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি
১১ অশক্ত এবং তাঁহার আলাপ তুচ্ছ রূপ আছে। এমত জন ইহা বুঝুক যে আমরা অসাক্ষাৎ থাকিয়া পত্রদ্বারা বাক্যেতে যেমত আছি সেইমত সাক্ষাৎ
১২ হইলে আমরা ক্রিয়াতেও হইব। কেননা আপনার দের প্রতিষ্ঠা আপনারা করে এমত কতেক লোকের সঙ্গে আমরা আপনারদের গণনা কিম্বা তুলনা করিতে সাহসী নহি কিন্তু তাহারা আপনারদিগেতে আমারদের পরিমাণ করিয়া এবং আপনারদের সহিত আপনারদের
১৩ তুলনা করিয়া জ্ঞানবান্ নহে। কিন্তু আমরা আপনার দের সীমানার বাহির বিষয় গৌরব করিব না কিন্তু সেই বিধির পরিমাণ পূর্ব্বক যে ঈশ্বর আমারদিগকে বিলি করিয়া দিয়াছেন সে এক পরিমাণ যে তোমারদের

১৪ নিকট পর্য্যন্তই যায় তদনুক্রমে গৌরব করি। কেননা আমারদের পরিমাণ যাদৃশ তোমারদের নিকট পর্য্যন্ত না যায় এমত আমরা আপনারদিগকে বিস্তার করি না কেননা আমরা য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার প্রচারেতে

১৫ তোমারদের নিকট পর্য্যন্তই পৌঁছিয়াছি। আমরা স্বপরিমাণান্তরে অন্যেরদের পরিশ্রমে গৌরব করি না কিন্তু ভরসা রাখি যে তোমারদের প্রত্যয়ের বৃদ্ধি হইলে পরে আমরা আপনারদের বিধিক্রমে তোমার

১৬ দিগহইতে ব্যাপক রূপে বিস্তারিত হইব। যে তোমারদের অগ্রদিগের অঞ্চলে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে পাই এবং যে অন্য মনুষ্যের সীমানাতে

১৭ প্রস্তুত কর্ম্মের বিষয়ে গৌরব করি তাহা নয়। কিন্তু যে

১৮ গৌরব করে সে প্রভুতে গৌরব করুক। কেননা যে জন আপনার প্রতিষ্ঠা করে সে জন মনোনীত নহে কিন্তু সেই যে প্রভুতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

একাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর করেন্ যে তোমরা আমার কিঞ্চিৎ মূর্খতা সহিতে পার এবং নিতান্তই আমাকে সহিষ্ণুতা কর।

২ কেননা আমি তোমারদের উপর ঈশ্বরার্থ চিন্তাতে চিন্তিত আছি যেন সতী কন্যার ন্যায় আমি তোমার দিগকে খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়াদেই কেননা আমি তোমারদিগকে এক স্বামির স্থানে বরণ করিয়া দিয়াছি।

৩ কেননা আমার শঙ্কা আছে যে কি জানি তাহার চাতুর্য্যতে সর্প যেমত হাওয়াকে ভুলাইয়াছিল সেইমত খ্রীষ্টের প্রতি তোমারদের মন সারল্য হইতে কোনক্রমে ৪ ব্যত্যয় বা হয়। কেননা যদি আগত ব্যক্তি অন্য যিশুকে প্রচার করে যাহাকে আমরা প্রচার করি নাই কিম্বা তোমরা অন্য আত্মাকে পাও যাহাকে তোমরা প্রাপ্ত হওনাই কিম্বা অন্য মঙ্গল সমাচার যাহা তোমরা গ্রহণ কর নাই তবে সুতরাং তাহাকে তোমারদের ৫ সহিষ্ণুতা করা সহজ বটে। কেননা আমি বুঝি যে প্রেরিতগণের সর্ব্ব প্রধান হইতে আমার কোন ৬ প্রকার ত্রুটি হয় নাই। কেননা যদি আমি আলাপেতে অপটু বটি তথাপি জ্ঞানেতে এমত নহি কিন্তু সকল বিষয়ে ও সর্ব্বতোভাবে আমরা তোমারদের গোচরে ৭ ব্যক্ত হইয়াছি। তোমারদের উন্নতি হওনার্থে আপনার নতি হওয়াতে কি আমি কিছু অপরাধ করিয়াছি ইহায় যে আমি ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার তোমার ৮ দিগকে অমনি প্রচার করিলাম। আমি তোমারদের সেবা করিয়া অন্য২ মণ্ডলী হইতে বেতন লইয়া ৯ চৌর্য্য করিয়াছি। এবং সাক্ষাৎ থাকিতে যখন আমার অনাটন ছিল তখন আমি কোন মনুষ্যের ব্যয়কারী ছিলাম না কেননা যে ভ্রাতৃগণ মাকিদনীয়া হইতে আসিয়াছিল তাহারা আমার দিন কুলাইল এবং সকল

বিষয়েতে আমি তোমারদের ভার না হইবার কারণ
১০ আপনাকে রক্ষা করিয়াছি ও করিব। আমাতে যেমত
খ্রীষ্টের সত্য আছে আখায়ার সকল অঞ্চলে আমার এই
১১ গৌরব করার লঙ্ঘন হইবেক না। সে কিজন্যে যে আমি
তোমারদিগকে প্রেম করি না কি ইহার কারণ ঈশ্বর
১২ তাহা জানেন। কিন্তু যাহা করি তাহা আমি করিব যে
ছিদ্র প্রয়াসিরদিগহইতে আমি যেন ছিদ্র ঘুচাইয়া
রাখি যে যাহাতে তাহারা গৌরব করে তাহাতে
১৩ তাহারা আমারদের তুল্য হইয়া যায়। কেননা
এমত লোক মিথ্যা প্রেরিতেরা প্রবঞ্চক কর্ম্মকারী
যাহারা নিজ রূপ ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের প্রেরিত রূপ
১৪ ধারণ করে। এবং তাহা অসম্ভব কথা নয় কেননা
শয়তান আপনি স্বরূপ পরিবর্ত্ত করিয়া দীপ্তির দূত
১৫ রূপ হইয়াছে। অতএব যদি তাহার অনুচরেরা অন্য
রূপ ধরিয়া ধর্ম্মের অনুচরেরদের স্বরূপ হইয়াছে ইহা
কোন বড় কথা নহে কিন্তু তাহারদের ক্রিয়ানুসারে
১৬ তাহারদের শেষ হইবে। আমি পুনশ্চ কহি যে কোন
মনুষ্য আমাকে মূর্খ করিয়া না বুঝুক অথবা আমাকে
মূর্খবৎ গ্রহণ করুক যেন আমি আপনার কিঞ্চিৎ গৌরব
১৭ করিতে পাই। যাহা আমি কহি তাহা আমি প্রভুর
বাক্যানুসারে কহি না কিন্তু অজ্ঞান রূপে এই গৌরব
১৮ করার সাহসে। অতএব অনেক লোকের শরীরানু

সারিক গৌরব করা দেখিয়া আমি ও গৌরব করিব।
১৯ এবং তোমরা জ্ঞানী বট অতএব মূর্খ লোকেরদিগকে
২০ তোমরা স্বচ্ছন্দে সহিতে পার। কেননা যদি কোন
মনুষ্য তোমারদিগকে বশতাপন্ন করিয়া দেয় যদি সে
খাইয়া ফেলে যদি সে তোমারদের সামগ্রী ধারণ করে
যদি সে আপনাকে মহৎ করিয়া দেখায় যদি সে
তোমারদের মুখে চড় মারে তাহা তোমরা সহিষ্ণুতা
২১ করহ। ইহা কি আমি অপমান ভাবে কহি যাদৃশ
আমরা অশক্ত হইতাম কিন্তু অবশ্য যাহাতে অন্য
কেহ সাহসী হয় আমি মূর্খবৎ কহি তাহাতে আমি ও
২২ সাহসী আছি। তাহারা কি এব্রী বটে আমি ও সেই
তাহারা কি য়িশরাইলী আমিও সেই তাহারা কি
২৩ আবরহামের বংশ আমি ও সেই। তাহারা কি খ্রীষ্টের
সেবক আমি মূর্খবৎ কহি আমি অধিক আছি শ্রমের
বাহুল্যেতে অধিক প্রহারেতে আরো অতিবাদ
কারাগার বন্ধনে আরো অধিক বার মৃত্যুতে বারম্বার।
২৪ য়িহোদীরদিগহইতে আমি পাঁচবার এক কম চল্লিশ
২৫ কোড়া প্রহার খাইয়াছি। তিনবার আমি আশাতে
প্রহারিত ছিলাম একবার আমি প্রস্তরাঘাত ছিলাম
তিনবার আমি জাহাজ ভগ্ন ক্লেশেতে ছিলাম এক
দিবা রাত্রি আমি গম্ভীর সমুদ্রে যাপন করিলাম।
২৬ অনেক বার যাত্রাতে জল সঙ্কটে চোরের সঙ্কটে স্বদেশি

লোকের সঙ্কটে পরদেশি লোকের সঙ্কটে নগরমধ্য সঙ্কটে বন মধ্য সঙ্কটে সমুদ্র মধ্য সঙ্কটে মিথ্যা ভ্রাতৃগণের
২৭ মধ্য সঙ্কটে। শ্রমেতে ও ক্লেশেতে অনেকবার জাগ্রৎ থাকাতে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অনেকবার অনাহারেতে
২৮ শীতে ও বিবসনে। আর বাহ্য বিষয় ছাড়া মণ্ডলী সকলের চিন্তা প্রত্যহ আমার উপর চাপিয়া পড়ে।
২৯ কেটা অশক্ত হইলে আমি অশক্ত নহি কেটা বিরক্ত
৩০ হইলে আমি সন্তপ্ত নহি। যদি গৌরব করিবার আবশ্যক হয় তবে আমি আপনার দৌর্ব্বল্যাদিতে
৩১ গৌরব করিব। আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি সর্ব্বদা নিত্যানন্দ তিনি জানেন যে
৩২ আমি মিথ্যা কথা কহি না। দমস্কেতে আরেতাস রাজার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা আমাকে ধরিতে স্থির করিয়া দমস্কীরদের নগরে সৈন্যের প্রহরিবর্গ রাখিয়া
৩৩ দিয়াছিলেন। এবং আমি খড়কী পথে এক তালাতে প্রাচীর হইতে ঊলিত হইয়া তাহার হাত এড়াইয়া গেলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমার গৌরব করা অবশ্য উপযুক্ত নহে কিন্তু আমি প্রভুর দৈব দর্শন ও প্রকাশিত কথাতে আসি।
২ চৌদ্দবৎসর গত হইয়াছে আমি খ্রীষ্ট গত এক মনুষ্যকে জানিলাম কিবা শরীরের মধ্যে ছিল তাহা

আমি জানি না কিবা শরীরের বাহিরে ছিল তাহা ও আমি জানি না ঈশ্বর জানেন এমত লোক তৃতীয় স্বর্গেতে
৩ আকর্ষিত হইয়া গেল। সত্যই এমন মনুষ্য আমি জানিলাম শরীরের ভিতরে কিম্বা শরীরের বাহিরে
৪ তাহা আমি জানি না ঈশ্বর জানেন। সে ফরদূষেতে আকর্ষিত হইয়াছিল এবং অকথ্য কথা শুনিলেক
৫ যাহার উক্তি করা মনুষ্যের অসাধ্য। এমত জনেতে আমি গৌরব করিব কিন্তু আপনাতে আমার দৌর্ব্বল্যাদি বিষয় ব্যতিরেক আমি গৌরব করিব না।
৬ কেননা যদিস্যাৎ আমি গৌরব করিতে স্থির করিব তথাচ আমি অজ্ঞান হইব না কেননা আমি সত্য কহি কিন্তু আমি ক্ষান্ত থাকি যে পাছে কেহ আমাতে যাহা দেখিয়া থাকে কিম্বা আমার বিষয়ে শুনিয়া থাকে
৭ তাহার অধিক বা আমাতে গণনা করে। এবং সে প্রকাশনের বাহুল্য হইতে আমার অতিরেক গৌরব যেন না হয় এই নিমিত্তে আমাকে শরীরেতে এক কণ্টক দেওয়া গেল শয়তানের দূত যেন আমাকে কীল মারে যে কি জানি আমার অত্যন্ত গৌরব বা
৮ হয়। এই বিষয়ে আমি প্রভুর স্থানে তিনবার প্রার্থনা করিলাম যে আমার নিকট হইতে তাহা দূর
৯ করা যায়। কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন যে আমার অনুগ্রহেতে তোমার প্রতুল হইবে কেননা

আমার শক্তি অশক্তিতে সিদ্ধ হয় অতএব আমি আপন দৌর্ব্বল্যেতে অতি আনন্দে গৌরব করিব যেন
১০ খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপর অধিষ্ঠান করে। অতএব খ্রীষ্টের কারণ আমি দৌর্ব্বল্যাদিতে নিন্দাতে অনাটনে তাড়নে কষ্টেতে সন্তোষ পাইতেছি কেননা যখন
১১ আমি দূর্ব্বল তখন আমি বলবান্। আমি গৌরব করাতে মূর্খ হইয়াগিয়াছি কিন্তু তোমরা আমার আবশ্যক করিলা কেননা আমার প্রতিষ্ঠা করা তোমারদের উপযুক্ত ছিল কেননা যদ্যপি আমি কিছু নহি তথাচ আমি কোন বিষয়েতে সর্ব্বোত্তম
১২ প্রেরিতের তুল্য হওনের ত্রুটি করি নাই। সত্যই তোমারদের মধ্যে প্রেরিতের লক্ষণ যাবতীয় ধৈর্য্যেতে চিহ্নেতে আশ্চর্য্যেতে ও মহৎ ক্রিয়াতে প্রকাশিত ছিল।
১৩ কেননা তোমরা অন্য২ মণ্ডলী হইতে কাহাতে অধম ছিলা এই মাত্র ব্যতিরেক যে আমি আপনি তোমার দের উপর ভার ছিলাম না এই অপরাধ আমাকে
১৪ ক্ষমা কর। দেখ আমি তৃতীয়বার তোমারদের নিকটে আসিতে উদ্যত আছি তথাপি আমি তোমার উপর ভার হইব না কেননা আমি তোমারদের সম্পদের চেষ্টা করি না কিন্তু তোমারদের আপনারদিগকেই কেননা পিতৃ মাতৃর কারণ সন্তানেরদের ধন সঞ্চয় করা উচিত নয় কিন্তু সন্তানেরদের কারণ পিতৃ মাতৃর সঞ্চয় করা

১৫ উচিত। এবং আমি তোমারদের কারণ সানন্দে ব্যয় করিব এবং ব্যয়িত হইব তাহাতে যতোধিক আমি তোমারদিগকে প্রীতি করি ততোধিকে আমাকে যদি
১৬ প্রীতির ন্যূনতা হয়। কিন্তু তাহা হউক যে আমি তোমার দের উপর ভার ছিলাম না তথাচ ধূর্ত্ত হইয়া আমি
১৭ তোমারদিগকে ছলে ধরিলাম। তবে যাহারদিগকে আমি তোমারদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম তাহারদের মধ্যে কি আমি কাহারো দ্বারা তোমারদিগ হইতে
১৮ কিছু লাভ পাইয়াছি। আমি টিটসকে প্রার্থনা করিলাম ও তাহার সঙ্গে এক ভ্রাতাকে প্রেরণ করিলাম কি তোমারদের স্থানে টিটস কিছু লাভ করিলেক আমরা একী আত্মায় এবং একী পাদ চিহ্নেতে গতি
১৯ করিলাম কি না। অপর তোমরা কি এই মত বুঝহ যে আমরা তোমারদিগকে বাহানা করিয়া কহি আমরা খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের শাক্ষাতে কহি এবং হে প্রিয়রা আমরা সকল কথা তোমারদের ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ
২০ কহি। কেননা আমি ভয় করি যে আমার আগমনে আমি তোমারদিগকে আপন ইচ্ছামত পাইব না এবং যে তোমরা আমাকে আপনারদের ইচ্ছামত পাইবা না যে কি জানি বিবাদ আড়াড়ি উগ্রা কলহ নিন্দা
২১ কাণফুস্কী গাফুলামী গোলমাল হয় বা। পাছে যখন আমি পুনশ্চ আসিব তখন আমার ঈশ্বর আমাকে

নম্র করেন্ তোমারদের মধ্যে এবং আমি অনেকের উপর শোক বিলাপ করি যাহারা অদ্যাপি পাপ করিয়াছে ও তাহারদের কৃত মলক্রিয়া ও পরদার ও কামাভিলাষ নিমিত্তে খেদিত হইয়া মন ফিরায়নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই তৃতীয়বার আমি তোমারদের নিকটে আসি দুই তিন শাক্ষির মুখে প্রত্যেক কথা স্থৈর্য্য করা
২ যাইবে। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম ও আপনার দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ হওয়া জ্ঞানে আমি অগ্রশূচি করিয়া কহি এবং অসাক্ষাৎ হইয়া যে সকল অদ্যাপি পাপ করিয়াছে তাহারদিগকে এবং আর সকলের দিগকে এখন আমি লিখি যে পুনশ্চ যদি আসি তবে
৩ আমি ক্ষমা করিব না। কেননা তোমরা খ্রীষ্টের আমাতে কহনের প্রমাণ ঢুঁড়িতেছ তিনি তো তোমার দের প্রতি অশক্ত নহেন কিন্তু তোমারদের মধ্যে
৪ শক্তিমান্। কেননা যদি তিনি অশক্তি দিয়া ক্রুশেতে টাঙ্গা গেলেন তথাচ তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে জীববান থাকেন এবং আমরাও তাহাতে অশক্ত আছি কিন্ত ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা তোমারদের প্রতি তাঁহার
৫ সহিত জীয়িব। আপনারদিগকে বিচার কর যে তোমরা ধর্ম্মেতে আছ কি না তোমরা আপনারদের পরীক্ষা করহ তোমরা আপনারা কি জানহ না যে

তোমরা যদি অগ্রাহ্য পাত্র না হও তবে খ্রীষ্ট তোমার
৬ দের অন্তর্গত আছেন। কিন্তু আমি ভরসা করি
তোমরা জ্ঞাত হইবা যে আমরা অগ্রাহ্য পাত্র নহি।
৭ কিন্তু ঈশ্বর করেন্ যে তোমরা কিছু মন্দ কর্ম্ম না কর
ইহা আমি চাহি আর যে আমরা গ্রাহ্য পাত্র
প্রকাশিত হই তাহা নয় বরং যে তোমরা বিশিষ্ট
কর্ম্ম কর যদিস্যু আমরা অগ্রাহ্য পাত্রের মত হই।
৮ কেননা আমরা সত্যের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি না
৯ কিন্তু সত্যের পক্ষে কেবল। কেননা আমরা দুর্ব্বল ও
তোমরা প্রবল হইলে আমারদের আহ্লাদ হয় এবং
আমরা ইহাও চাহি বরঞ্চ তোমারদের সিদ্ধি।
১০ অতএব আমি অসাক্ষাৎ হইয়া এই কথা লিখি যেন
সাক্ষাৎ হইলে পরে যে শক্তি প্রভু আমাকে বিনাশার্থে
না দিয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ দিয়াছেন তদনুক্রমে
১১ কঠিন না করি। অবশেষে ভ্রাতৃরা কুশলে থাক
সিদ্ধ হও সান্তমন হও এক কর্ম্মের সন্ধানে থাক ঐক্য
পূর্ব্বক থাক এবং প্রেমের ও ঐক্যের ঈশ্বর তোমার
১২ দের সঙ্গে থাকিবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পর নমস্কার
১৩ করহ। পুণ্যবানেরা সমূহ তোমারদের নমস্কার বলে।
১৪ প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং
ধর্ম্মাত্মার সঙ্গ তোমা সকলের সহিত হউক আমেন।

১৫ উচিত। এবং আমি তোমারদের কারণ সানন্দে ব্যয় করিব এবং ব্যয়িত হইব তাহাতে যতোধিক আমি তোমারদিগকে প্রীতি করি ততোধিকে আমাকে যদি
১৬ প্রীতির ন্যূনতা হয়। কিন্তু তাহা হউক যে আমি তোমার দের উপর ভার ছিলাম না তথাচ ধূর্ত্ত হইয়া আমি
১৭ তোমারদিগকে ছলে ধরিলাম। তবে যাহারদিগকে আমি তোমারদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম তাহারদের মধ্যে কি আমি কাহারো দ্বারা তোমারদিগ হইতে
১৮ কিছু লাভ পাইয়াছি। আমি টিটসকে প্রার্থনা করিলাম ও তাহার সঙ্গে এক ভ্রাতাকে প্রেরণ করিলাম কি তোমারদের স্থানে টিটস কিছু লাভ করিলেক আমরা একী আত্মায় এবং একী পাদ চিহ্নেতে গতি
১৯ করিলাম কি না। অপর তোমরা কি এই মত বুঝহ যে আমরা তোমারদিগকে বাহানা করিয়া কহি আমরা খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের শাক্ষাতে কহি এবং হে প্রিয়রা আমরা সকল কথা তোমারদের ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ
২০ কহি। কেননা আমি ভয় করি যে আমার আগমনে আমি তোমারদিগকে আপন ইচ্ছামত পাইব না এবং যে তোমরা আমাকে আপনারদের ইচ্ছামত পাইবা না যে কি জানি বিবাদ আড়াড়ি উষ্মা কলহ নিন্দা
২১ কাণফুস্কী গাফুলামী গোলমাল হয় বা। পাছে যখন আমি পুনশ্চ আসিব তখন আমার ঈশ্বর আমাকে

নম্র করেন্ তোমারদের মধ্যে এবং আমি অনেকের
উপর শোক বিলাপ করি যাহারা অদ্যাপি পাপ
করিয়াছে ও তাহারদের কৃত মলক্রিয়া ও পরদার ও
কামাভিলাষ নিমিত্তে খেদিত হইয়া মন ফিরায়নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই তৃতীয়বার আমি তোমারদের নিকটে আসি
দুই তিন শাক্ষির মুখে প্রত্যেক কথা স্থৈর্য্য করা
২ যাইবে। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম ও আপনার
দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ হওয়া জ্ঞানে আমি অগ্রশূচি
করিয়া কহি এবং অসাক্ষাৎ হইয়া যে সকল অদ্যাপি
পাপ করিয়াছে তাহারদিগকে এবং আর সকলের
দিগকে এখন আমি লিখি যে পুনশ্চ যদি আসি তবে
৩ আমি ক্ষমা করিব না। কেননা তোমরা খ্রীষ্টের
আমাতে কহনের প্রমাণ চুঁড়িতেছ তিনি তো তোমার
দের প্রতি অশক্ত নহেন কিন্তু তোমারদের মধ্যে
৪ শক্তিমান্। কেননা যদি তিনি অশক্তি দিয়া ক্রূশেতে
টাঙ্গা গেলেন তথাচ তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে জীববান
থাকেন এবং আমরাও তাহাতে অশক্ত আছি কিন্ত
ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা তোমারদের প্রতি তাঁহার
৫ সহিত জীয়িব। আপনারদিগকে বিচার কর যে
তোমরা ধর্ম্মেতে আছ কি না তোমরা আপনারদের
পরীক্ষা করহ তোমরা আপনারা কি জানহ না যে

তোমরা যদি অগ্রাহ্য পাত্র না হও তবে খ্রীষ্ট তোমার
৬ দের অন্তর্গত আছেন। কিন্তু আমি ভরসা করি
তোমরা জ্ঞাত হইবা যে আমরা অগ্রাহ্য পাত্র নহি।
৭ কিন্তু ঈশ্বর করেন্ যে তোমরা কিছু মন্দ কর্ম্ম না কর
ইহা আমি চাহি আর যে আমরা গ্রাহ্য পাত্র
প্রকাশিত হই তাহা নয় বরং যে তোমরা বিশিষ্ট
কর্ম্ম কর যদিস্তু আমরা অগ্রাহ্য পাত্রের মত হই।
৮ কেননা আমরা সত্যের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি না
৯ কিন্তু সত্যের পক্ষে কেবল। কেননা আমরা দুর্ব্বল ও
তোমরা প্রবল হইলে আমারদের আহ্লাদ হয় এবং
আমরা ইহাও চাহি বরঞ্চ তোমারদের সিদ্ধি।
১০ অতএব আমি অসাক্ষাৎ হইয়া এই কথা লিখি যেন
সাক্ষাৎ হইলে পরে যে শক্তি প্রভু আমাকে বিনাশার্থে
না দিয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ দিয়াছেন তদনুক্রমে
১১ কঠিন না করি। অবশেষে ভ্রাতৃরা কুশলে থাক
সিদ্ধ হও সান্তমন হও এক কর্ম্মের সন্ধানে থাক ঐক্য
পূর্ব্বক থাক এবং প্রেমের ও ঐক্যের ঈশ্বর তোমার
১২ দের সঙ্গে থাকিবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পর নমস্কার
১৩ করহ। পুণ্যবানেরা সমূহ তোমারদের নমস্কার বলে।
১৪ প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং
ধর্ম্মাত্মার সঙ্গ তোমা সকলের সহিত হউক আমেন।

পাওল প্রেরিতের পত্র গালাতীয়দিগকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল এক প্রেরিত মনুষ্যেরদিগ হইতে নহে মনুষ্যের দ্বারাতেও নহে কিন্তু যিশু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার মৃত্যু হইতে
২ উত্থানকর্ত্তা ঈশ্বর পিতা হইতে। আমি এবং আমার সঙ্গি ভ্রাতৃগণ সকল গালাতীয়ামণ্ডলী সকলের প্রতি।
৩।৪ ঈশ্বর পিতা ও আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমারদিগকে হউক সেই প্রভু যিনি আমার দিগকে এই বর্ত্তমান কুজগৎ হইতে উদ্ধার করিবার কারণ আপনাকে আমারদের পাপ প্রযুক্ত প্রদান করিলেন।
৫ ও তাহা আমারদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে
৬ যাহার প্রশংসা সর্ব্বক্ষণে হউক আমেন। আমি

বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি যে খ্রীষ্টের অনুগ্রহেতে যে ব্যক্তি তোমারদিগকে আহ্বান করিলেক তাহাকে তোমরা এমত শীঘ্র ছাড়িয়াগিয়া অন্য মঙ্গল সমাচারেতে প্রবৃত্ত
৭ হইয়াছ। সেইত অন্য নহে কিন্তু কতেক লোক তোমারদিগকে ব্যস্ত করিয়া দেয় এবং খ্রীষ্টের মঙ্গল
৮ সমাচারের বিপর্য্যয় করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যে মঙ্গল সমাচার আমরা তোমারদের স্থানে প্রচার করিয়াছি তদ্ব্যতিরেক যদি আমরা কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূত অন্য মঙ্গল সমাচার প্রচার করে
৯ তবে সে শাপভ্রষ্ট হউক। যেমত পূর্ব্বে কহিয়াছি সেইমত এখন ও আমি পুনশ্চ কহি যে মঙ্গল সমাচার তোমরা পাইয়াছ তাহা বই যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে
১০ প্রচার করে সে শাপগ্রস্ত হউক। কেননা এখন আমি মনুষ্যেরদিগের মন যোগাইতেছি কি ঈশ্বরের আমি কি মনুষ্যেরদের সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা করি কেননা যদি আমি মনুষ্যেরদের তুষ্টি করিতাম তবে আমি
১১ খ্রীষ্টের সেবক হইতাম না। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা যে মঙ্গল সমাচার আমার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে তাহা মনুষ্যানুক্রমে নহে ইহা আমি তোমারদিগকে
১২ নিশ্চিত জানাই। কেননা আমি মনুষ্য হইতে তাহা পাই নাই এবং য়িশু খ্রীষ্টের প্রকাশ বাণীর দ্বারা ব্যতিরেক তাহা আমি শিক্ষিত ও হই নাই।

১৩ কেননা তোমরা আমার গতকালের য়িহোদী ধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়াছ যে আমি ঈশ্বরের মণ্ডলী প্রতি অপরিমাণ রূপে দৌরাত্ম্য ও উৎপাত করিলাম।
১৪ এবং আমার পিতৃগণের পারম্পর্য্য উপদেশ নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাশক্ত হইয়া আমি য়িহোদী ধর্ম্মেতে অনেক স্বদেশি স্বসমান জন হইতে অধিক বিসারদ ছিলাম।
১৫ কিন্তু যে ঈশ্বর আমাকে আপনার মাতার গর্ব্ভ হইতে বিভিন্ন করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহেতে ডাকিলেন।
১৬ তিনি যখন আমাতে আপন পুত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন যে আমি তাঁহাকে ভিন্নদেশিবর্গের মধ্যে প্রচার করি তখন আমি রক্ত মাংসের সহিত
১৭ ক্ষণমাত্রে যুক্তি করিলাম না। এবং আমার পূর্ব্বে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তাহারদের নিকট আমি য়িরোশলম গেলাম না কিন্তু আর্ব্বা দেশে গমন
১৮ করিলাম ও পুনশ্চ দমস্কেতে ফিরিয়া আইলাম। পরে তিন বৎসর গত হইলে আমি পিতরের সহিত দেখা করিতে য়িরোশলমে গমন করিয়া তাহার স্থানে পনের
১৯ দিবস থাকিলাম। কিন্তু প্রভুর ভ্রাতা য়াকুব ব্যতিরেক আমি প্রেরিতেরদের মধ্যে অন্য কাহাকে দেখিলাম
২০ না। এখন যে কথা আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি দেখ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আমি মিথ্যা করিয়া লিখি না।
২১ তাহার পরে আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অঞ্চলে

২২ আগমন করিলাম। এবং য়েহোদা দেশস্থিত খ্রীষ্টের মণ্ডলী সকলের স্থানে আমি সবদনে পরিচিত ছিলাম
২৩ না। কিন্তু তাহারা শুনিয়াছিল কেবল যে গত সময়ে যে ব্যক্তি আমারদিগকে তাড়না করিলেক সে ব্যক্তি এখন সেই ধর্ম্ম পূচার করিতেছে যাঁহার উৎপাত সে
২৪ পূর্ব্বে করিয়াছিল। এবং আমার বিষয়ে তাহারা ঈশ্বরের পূশংসা করিতে লাগিল ——

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাহার পরে চৌদ্দবৎসর গত হইলে আমি বার্ণবার সহিত য়িরোশলমে পুনরায় গমন করিলাম এবং
২ টিটসকেও সঙ্গে লইয়া গেলাম। কিন্তু আমি ঈশ্বরের পূত্যাদেশে গেলাম এবং যে মঙ্গল সমাচার আমি ভিন্নদেশিরদের মধ্যে পূচার করিতেছি তাহা আমি তাহারদের গোচর করিলাম কিন্তু মর্য্যাদিক লোকের স্থানে গোপন রূপে যে কি জানি আমি নিরর্থক বা
৩ দৌড়ি কিম্বা দৌড়িয়াছিলাম। কিন্তু টিটস যে আমার সঙ্গে ছিল সে য়ুনানী হইয়া ও সুন্নত লইতে
৪ আবশ্যকাধীন করাগেল না। এবং তাহা ছলেতে পূবিষ্ট মিথ্যা ভ্রাতৃগণের বিষয়ে যাহারা আমারদের য়িশু খ্রীষ্টেতে প্রাপ্ত মুক্তি নেহালিতে সংগোপনে ঘুষড়িয়া ছিল তাহাতে যেন আমারদিগকে বন্ধনে আনিয়া দেয়।
৫ কিন্তু আমরা তাহারদের পূতি একক্ষণমাত্রে বশ

মানিয়া স্থান ছাড়িলাম না যে তোমারদের সঙ্গে মঙ্গল
৬ সমাচারের সত্য যেন থাকে। কিন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠমত
দেখাইল তাহারদের শ্রেষ্ঠতা যাহা হউক সে আমার
স্থানে কিছু গণনার বিষয় নয় ঈশ্বর কাহার মুখাব
লোকন করেন না কেননা যাহারা মান্যরূপ দেখাইল
৭ তাহারা আমার কোনমত বৃদ্ধি করিল না। বরং তা
না হইয়া যখন তাহারা দেখিল যে পিতরের স্থানে
যাদৃশ সুন্নতী লোকের শ্রবণার্থ মঙ্গল সমাচার গচ্ছিত
হইয়াছিল তাদৃশ আমার স্থানে অসুন্নতী লোকের
৮ শ্রবণার্থ মঙ্গল সমাচার গচ্ছিত হইয়াছিল। কেননা
যিনি সুন্নী বর্গের স্থানে দৌত্য কর্ম্ম সাধাইতে পিতরে
সফলকারী করিলেন তিনি ভিন্নদেশিবর্গের প্রতি
আমাতে ও সফলকারী করিয়া কর্ম্ম সাধাইয়া দিলেন।
৯ এবং আমাকে যে প্রসাদ দেওয়াগিয়াছিল তাহা দেখিয়া
য়াকুব ও কাইফা ও য়োহন যাহারা স্তম্ভ মত দেখাইল
তাহারা আমাকেও বার্ণবাকে সহজনতার দক্ষিণ হস্ত
দিলেন যে আমরা ভিন্নদেশিবর্গের স্থানে ও তাহারা
১০ সুন্নতী লোকের নিকটে যায়। কেবল তাহারা চাহিল
যে আমরা দরিদ্রেরদের প্রতি মনোযুক্ত থাকি ও তাহা
১১ করিতে আমিও উদ্যুক্ত ছিলাম। কিন্তু পিতর যখন
আন্টিয়খে আসিয়াছিলেন তখন তাহার নিন্দার
বিষয় হইলে আমি তাহাকে সম্মুখা সম্মুখি প্রতিরোধ

১২ করিলাম। কেননা য়াকুবের নিকট হইতে কতেক লোকের আগমন পূর্ব্বে তিনি ভিন্নদেশিলোকের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারদের আইসন পরে তিনি সুন্নতীরদিগকে ভয় করিয়া উঠিয়া গিয়া বিভিন্ন
১৩ হইলেন। এবং অন্য য়িহোদীরা তাঁহার সঙ্গে কপট ব্যবহার করিলেক এমত যে বার্ণবাও তাহারদের
১৪ কাপট্যেতে বিচলিত হইয়াগেল। কিন্তু যখন আমি দেখিলাম যে তাহারা মঙ্গল সমাচারের সত্যানুক্রমে যাথার্থ্য রূপে চলিল না তখন আমি পিতরকে সকলের সাক্ষাতে কহিলাম যে তুমি যদি য়িহোদী হইয়া ভিন্নদেশিবর্গের ধারাক্রমে আচরণ করহ তবে তুমি ভিন্নদেশিবর্গেরদিগকে য়িহোদীরদের ধারামত ব্যবহার করিতে আবশ্যকাধীন কেন করিতেছ।
১৫ আমরা যে ভিন্নদেশি বর্গের মধ্যকার পাপী না হইয়া
১৬ স্বধর্ম্মেতে য়িহোদী হই। এই যে ব্যবস্থার ক্রিয়াতে মনুষ্যের নির্দ্দোষ ঠাহরা হয় না কিন্তু য়িশু খ্রীষ্টের প্রত্যয়েতে হয় ইহা জানিয়া আমরাই য়িশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় করিয়াছি যেন খ্রীষ্টের প্রত্যয়েতে আমরা নির্দোষী ঠাহরা যাই এবং ব্যবস্থার ক্রিয়াতে নয় কেননা ব্যবস্থার ক্রিয়াতে কোন প্রাণী নির্দোষী ঠাহরা
১৭ যাইবেক না। কিন্তু খ্রীষ্টেতে আমারদের নির্দোষ ঠাহরা যাইবার চেষ্টা হইলে যদিতু আমরা আপনারা পাপী

ঠাহরা যাই তবে কি খ্রীষ্ট পাপের সেবক হন এমন
১৮ যেন না হয়। কিন্তু যে কর্ম্ম সকল আমি ভাঙ্গিয়া
ফেলিয়াছিলাম তাহা যদি পুনশ্চ গাঁথিয়া দেই তবে
১৯ আমি আপনাকে অপরাধী করিয়া মানিলাম। কেননা
আমি ব্যবস্থার দ্বারাতে ব্যবস্থার প্রতি মৃত হইয়াছি
২০ তাহাতে যেন আমি ঈশ্বরের প্রতি জীয়া থাকি। আমি
খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রূশেতে টাঙ্গা গিয়াছি তবে আমি
সজীব হইয়া থাকি তথাচ আমি নহি কিন্তু খ্রীষ্ট
আমাতে জীতেছেন এবং সম্প্রতি যে জীবনের ধারা
আমি শরীরেতে জী তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রের
প্রত্যয়েতে জীতেছি যিনি আমাকে প্রেম করিলেন
এবং আমার বিষয় আপনাকে প্রদান করিলেন।
২১ আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা করি না কেননা যদিস্যাৎ
ব্যবস্থার দ্বারাতে যাথার্থ্য হয় তবে খ্রীষ্ট নিরর্থক
মরিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হে অবিবেক গালাতীরা যাহারদের চক্ষু গোচরে
যিশু খ্রীষ্ট ক্রূশেতে টাঙ্গা হইয়া তোমারদের মধ্যে
ব্যক্ত রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন কে তোমারদিগকে
মোহিয়া দিয়াছেন যে তোমরা সত্যের আজ্ঞা বহ না
২ হও। কেবল ইহা তোমারদের স্থানে আমি শিক্ষিতে
চাহি যে তোমরা ব্যবস্থার ক্রিয়াতে কিম্বা প্রত্যয়ের

৩ শ্রবণে আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলা। তোমরা কি এমত অবিবেক আত্মাতে আরম্ভ করিয়া এখন তোমরা
৪ শরীরের দ্বারাতে সিদ্ধ হইলা। তোমরা কি এত কর্ম্মের সহিষ্ণুতা নিরর্থক করিয়াছ যদিতু সে অদ্যাপি
৫ নিরর্থক হয় বটে অতএব যে জন তোমারদিগকে আত্মাকে যোগাইতেছে এবং তোমারদের মধ্যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেছে সে কি ব্যবস্থার ক্রিয়াতে
৬ কিম্বা প্রত্যয়ের শ্রবণে তাহা করে। যদনুক্রমে আবরহাম ঈশ্বরকে প্রত্যয় করিলে সে তাহার প্রতি
৭ যাথার্থ্য নিমিত্তে গণনা হইল। অতএব তোমরা জ্ঞাত হও যে প্রত্যয়াবলম্বী যাহারা তাহারাই আবরহামের
৮ সন্তান। এবং যে ঈশ্বর প্রত্যয়ের দ্বারাতে ভিন্নদেশি বর্গেরদিগকে নিরপরাধী করিয়া ঠাহরাইবেন ইহা গ্রন্থেতে অগ্রদর্শিত হইলে সে আবরহামের স্থানে মঙ্গল সমাচারকে পূর্ব্বে প্রচার করিল যে তোমাতে
৯ সকল দেশের আশীর্ব্বাদ হইবেক। এতদর্থে যাহারা প্রত্যয়াবলম্বী হয় তাহারা বিশ্বাসী আবরহামের
১০ সহিত আশীর্ব্বাদ পাত্র হয়। কেননা ব্যবস্থার কর্ম্মাবলম্বী যতেক হয় তাহারা শাপের তলে আছে কি জন্যে না লিপি আছে যে ব্যবস্থার পুস্তকে যে সকল লেখা আছে সে সকলেতে যাহারা তাহারে পালন করিতে না থাকে তাহারদের প্রত্যেক জন

১১ শাপগ্রস্ত হইল। কিন্তু যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোন মনুষ্য ব্যবস্থা হইতে নিরপরাধী ঠাহরা যায় না ইহা ব্যক্ত আছে কেননা যাথার্থিক যে সে প্রত্যয়েতেই
১২ বাঁচিবেক। অতএব ব্যবস্থাটা প্রত্যয়ের ধারাতে নহে কিন্তু যে মনুষ্য তাহা পালন করে সেই সে তাহাতে
১৩ বাঁচিবে। খ্রীষ্ট আমারদের কারণ আপনি শাপকৃত হইয়া আমারদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন কেননা লিপি আছে প্রত্যেক জন যে
১৪ বৃক্ষেতে টাঙ্গা যায় সে শাপগ্রস্ত হয়। তাহাতে য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা ভিন্নদেশি বর্গের উপর আবরহামের আশীর্ব্বাদ যেন আইসে যে আমরা বিশ্বাস দ্বারাতে
১৫ আত্মার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হই। হে ভ্রাতরা আমি মনুষ্যেরদের ধারাক্রমে কহি যদি মনুষ্যেরি নিয়ম মাত্র হয় তথাচ কোন জন তাহার হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি
১৬ করে না। পরন্তু অঙ্গীকার সকল আবরহাম ও তাহার সন্তানকে করা গিয়াছিল তিনি এই কথা ও সন্তানেরদিগকে কহেন না যাহাতে অনেকের বোধ হয় কিন্তু তোমার সন্তানকে যাহাতে এক জনের বোধ
১৭ হয় সে কে না খ্রীষ্ট। এবং ইহা আমি কহি খ্রীষ্টের বিষয়ে যে নিয়ম ঈশ্বর পূর্ব্বে দৃঢ় স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাকে যে ব্যবস্থা চারি শত ত্রিশ বৎসর পশ্চাৎ হইয়াছে সে নিবর্ত্ত করিতে পারিবে না যে তাহাতে

১৮ অঙ্গীকারটা নিষ্ফল হয়। কেননা যদি অধিকারটা ব্যবস্থা হইতে হয় তবে সে অঙ্গীকার হইতে আর হয় না কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক
১৯ আবরহামকে দিলেন। তবে ব্যবস্থার প্রয়োজন কি তাহা অপরাধের কারণ বাড়া দেওয়া গেল যাবৎ সে বংশ না আইসে যাঁহাকে অঙ্গীকার করা গিয়াছিল এবং দূতগণের দ্বারা এক মধ্যস্থের হাতে
২০ নিযোজিত ছিল। তবু মধ্যস্থ যে সে একের প্রতি হয়
২১ না কিন্তু ঈশ্বর এক আছেন। তবে কি ব্যবস্থাটা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে আছে এমন যেন না হয় কেননা যদি জীবন দান করিবার সাধ্যযুক্ত কোন ব্যবস্থা দেওয়া যাইত তবে অবশ্য ব্যবস্থার দ্বারাতেই
২২ যাথার্থ্য হইত। কিন্তু গ্রন্থে সকলেরদিগকে পাপের বংশে বদ্ধ করিয়াছে তাহাতে যে অঙ্গীকার য়িশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস দ্বারাতে হয় তাহা যেন বৈশ্বাসিক জনের
২৩ দিগকে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যয়ের আইসনের পূর্ব্বে আমরা ব্যবস্থার বশে রক্ষিত হইয়া যে প্রত্যয় পশ্চাতে
২৪ প্রকাশিত হইবে তাহার প্রতি বদ্ধ ছিলাম। অতএব খ্রীষ্টের নিকট আকর্ষণ করিবার কারণ যেন প্রত্যয় দ্বারাতে আমারদের নির্দোষ ঠাহরা হয় ব্যবস্থা আমার
২৫ দের শিক্ষাগুরু ছিল। কিন্তু প্রত্যয় আইলে পরে আমরা
২৬ শিক্ষাগুরুর শাসন বশে আর হই না। কেননা য়িশু

খ্রীষ্টে প্রত্যয়ের দ্বারাতে তোমরা সকলি ঈশ্বরের সন্তান।
২৭ কেননা তোমরা যতেক লোক খ্রীষ্টেতে বাপ্টাইজিত
২৮ হইয়াছ ততেক খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। তাঁহাতে
য়িহোদী ও নাই য়ুনানী ও নাই তাঁহাতে বদ্ধ ও নাই
মুক্ত ও নাই তাঁহাতে পুরুষ নাই ও স্ত্রী ও নাই কেননা
২৯ য়িশু খ্রীষ্টেতে তোমরা সকলি এক। আর যদিতু খ্রীষ্টের
হও তবে তোমরা আবরহামের সন্তান এবং অঙ্গীকারের
গুণানুক্রমে উত্তরাধিকারী।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব আমি কহি যে উত্তরাধিকারী যদ্যপিস্যাৎ
সকলের প্রভু হন তথাচ যাবৎ ছাওয়াল হইয়া থাকেন
২ তাবৎ তাহাতে ও দাসেতে কিছু ভেদ নাই। কিন্তু
পিতার নির্ণীত কাল পর্য্যন্ত গুরু শাসনাদি কর্ত্তার
৩ অনুগত থাকেন। তদ্মত যখন আমরা ছাওয়াল
ছিলাম তখন আমরা ও পৃথিবীর সূত্ররূপ বিধানেতে
৪ বদ্ধ ছিলাম। কিন্তু কাল যখন পরিপূর্ণ হইয়া আইল
তখন ঈশ্বর স্ত্রীতে উপজিত ও ব্যবস্থার অনুগত হইয়া
৫ উৎপাদিত আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। যে
ব্যবস্থার অনুগত যাহারা ছিল তাহারদিগকে তিনি
মুক্ত করেন যে আমরা পোষ্য পুত্রের পদ যেন পাই।
৬ এবং তোমরা পুত্রগণ হইলা ইহার কারণ ঈশ্বর তোমার
দের মনেতে আব্বা পিতো ডাকিয়া উক্তায়মান আপন

৭ পুত্রের আত্মাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব তুমি আর দাস নহ কিন্তু পুত্র এবং যদি পুত্র তবে খ্রীষ্ট দিয়া ঈশ্বরের
৮ এক উত্তরাধিকারী। কিন্তু যখন তোমরা ঈশ্বরকে অজ্ঞাত ছিলা তখন তোমরা তাহারদের বশতাপন্ন
৯ হইয়াছিলা বটে যাহারা স্বপ্রকৃতিতে ঈশ্বর নহে। কিন্তু সম্প্রতি ঈশ্বরকে জানিলে পরে বরঞ্চ ঈশ্বরের স্থানে জানা গেলে পরে ঐ অশক্ত ও দৈন্যরূপ সূত্র সকল যাহার প্রতি পুনর্ব্বার বশতাপন্ন হওয়া তোমরা ইচ্ছা করহ
১০ তাহার নিকটে কেমনে ফিরিতেছ। তোমরা দিবস ও
১১ মাস ও সময় ও বৎসরাদি মানিতেছ। আমি তোমারদের প্রতি ভয় করি যে কি জানি আমি তোমারদের
১২ হেতু পরিশ্রমের ব্যয় নিরর্থক বা করিয়াছি। হে ভ্রাতৃরা আমি তোমারদের স্থানে প্রার্থনা করি যে তোমরা আমার সমত হও কেননা আমি তোমারদের সমত আছি তোমরা আমার কিছু ক্ষতি করহ নাই।
১৩ তোমরা জানহ যে আমি প্রথমে শরীরের দৌর্ব্বল্যে
১৪ তোমারদের মধ্যে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিলাম। এবং আমার শরীরস্থিত পরীক্ষা যে আছে তাহার প্রতি তোমরা অবজ্ঞা করিলা না এবং তুচ্ছ জ্ঞানে অগ্রাহও করিলা না কিন্তু ঈশ্বরের এক দূতের ন্যায় বরং
১৫ য়িশু খ্রীষ্টেরি ন্যায় আমাকে গ্রহণ করিলা। তখন তোমারদের ধন্য মানন কি রূপ ছিল কেননা আমি

তোমারদের সাক্ষী আছি যে তাহা যদি সাধ্য হইত
তবে তোমরা আপনারদের চক্ষু খসাইয়া লইয়া
১৬ আমাকে দিতা। আমি তোমারদিগকে সত্য কহিয়া দি
অতএব ইহার কারণ নাকিন আমি তোমারদের শত্রু
১৭ হইলাম। সে সকল তোমারদের প্রতি একান্ত রূপে
অনুরক্ত হয় কিন্তু ভাল মত নয় বরং তাহারা আমার
দিগকে বাহির করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে যেন
১৮ তোমরা তাহারদের প্রতি অনুরক্ত হও। কিন্তু ভাল
বিষয়েতে সতত একান্ত রূপে অনুরক্ত হওয়া ভাল
এবং যখন আমি তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাত হই
১৯ তখন কেবল নহে। হে আমার ছোট ছাওয়ালেরা
যাহারদের কারণ আমার প্রসববেদনা পুনর্ব্বার
হইতেছে যাবৎ খ্রীষ্টের আকৃতি তোমারদের অন্তরে
২০ সৃষ্ট না হয়। সম্প্রতি আমি তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
হইতে ও আপনার রব অন্যমত করিতে ইচ্ছা করি
২১ কেননা আমি তোমারদের প্রতি সন্দিগ্ধ থাকি। আমাকে
বল তোমরা যে ব্যবস্থার অনুগত হওনের ইচ্ছা করহ
২২ কি ব্যবস্থার কথা তোমরা শুনহ না। কেননা লিপি
আছে যে আবরহামের দুই পুত্র ছিল একটা দাসী
২৩ স্ত্রীর গর্ব্ভে এবং অন্যটা মুক্তা স্ত্রীর গর্ব্ভে। অতএব যে
দাসী হইতে হইয়াছিল সে শরীরানুক্রমে জন্মিল কিন্তু
যে মুক্তা স্ত্রী হইতে হইয়াছিল সে অঙ্গীকারের গুণে

২৪ জাত হইলেক। এই কথা নিদর্শনীয় আছে কেননা ইহারা নিয়ম দ্বয় বটে একটা শিনাই পর্ব্বত হইতে যে দাসত্ব বন্ধনের কারণ সন্তান প্রসব করে এইটা ২৫ হাগার। কেননা এই হাগার আর্ব্বী দেশস্থ শিনাই পর্ব্বত আছে এবং বর্ত্তমান য়িরোশলম যে আপন সন্তানের সহিত দাসত্ব বন্ধনে থাকে তাহার প্রতিরূপ ২৬ আছে। কিন্তু ঊর্দ্ধস্থিত য়িরোশলম তিনি মুক্তা স্ত্রীটা ২৭ যিনি আমা সকলের মাতা আছেন। কেননা লিপি আছে যে হে বন্ধ্যা যে অন্তরাপত্যা ছিলা না হৃষ্ট চিত্তা হও হে তুমি যে অপ্রসূতা ছিলা বিকসিত হইয়া মহাধ্বনি করহ কেননা সধবার ছাওয়াল হইতে ২৮ অনাথিনীর ছাওয়ালেরা বহু অধিক হইল। অতএব ভ্রাতৃরা আমরা য়িশহাকের মত অঙ্গীকারের সন্তান ২৯ আছি। কিন্তু তখনকার মত শরীরানুসারিক জাত ব্যক্তি যেমন আত্মানুসারিক জাত ব্যক্তিকে তাড়না করিল সেইমত এখনও আছে। কিন্তু গ্রন্থেতে কি কহে ৩০ দাসী স্ত্রীকে সপুত্রে বাহির করিয়া দেও কেননা দাসী স্ত্রীর পুত্র মুক্তা স্ত্রীর পুত্রের সহোত্তরাধিকারী হইবেক ৩১ না। অতএব হে ভ্রাতৃরা আমরা দাসী স্ত্রীর সন্তান নহি কিন্তু মুক্তা স্ত্রীর সন্তান।——

পঞ্চম অধ্যায়

অতএব যে মুক্তি দিয়া খ্রীষ্ট আমারদিগকে মোচন

করিয়াছেন তাহায় দৃঢ় মতে স্থির থাক এবং দাসত্বের
২ জোয়াইলেতে আরবার রোধিত হইও না। দেখ আমি
পাওল তোমারদিগকে কহি যে তোমরা যদি সুন্নত
গ্রহণ করহ তবে খ্রীষ্টেতে তোমারদের কিছু ফল
৩ হইবে না। কেননা আমি প্রত্যেক সুন্নত গ্রাহী জনকে
সাক্ষ্য কথা কহি যে সেই ব্যবস্থা সমূহ পালন করিতে
৪ দায়গ্রস্ত আছে। তোমারদের মধ্যে কেহ হয় না কেন
যাহারা ব্যবস্থা হইতে নির্দোষী ঠাহরা যাও তোমার
দের প্রতি খ্রীষ্ট নিষ্ফল হইয়াছেন তোমরা অনুগ্রহ
৫ হইতে পতিত হইলা। কেননা আমরা আত্মার
দ্বারা প্রত্যয় যোগে যাথার্থের ভরসার অপেক্ষাতে
৬ থাকি। কেননা য়িশু খ্রীষ্টেতে সৌন্নত্য কিছু করে না
অসৌন্নত্যও কিছু করে না কিন্তু প্রত্যয় যে প্রেমের
৭ দ্বারাতে কারী করে। তোমরা ভালরূপ ধাইলা কেটা
সত্যের আজ্ঞাকারী হইতে তোমারদিগকে বাধা
৮ করিয়াছে। এই লওয়ানী তোমারদের আহ্বান কর্ত্তা
৯ হইতে আইসে নাই। অল্প খমীরে ঢেলা সমুদায়
১০ খমীরী করে। প্রভু হইতে তোমারদিগেতে আমার
বিশ্বাস আছে যে তোমারদের অন্যমন হইবে না
কিন্তু যে তোমারদিগকে ব্যস্ত করিয়া দেয় সে আপনার
১১ দণ্ড ভুঞ্জিবে কেহ হয় না কেন। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা যদি
আমি অদ্যাপি সুন্নতের বিধান প্রচার করিয়া শিক্ষাই

তবে কি জন্যে আমি সম্প্রতিও তাড়না পাইতেছি তবেত
১২ ক্রূশের দ্বেষ নিবৃত্ত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে তোমার
১৩ দের ব্যস্তকারিরা বিচ্ছেদ হয়। কেননা ভ্রাতৃরা তোমরা
মুক্তিতে আহ্বানিত হইয়াছ কেবল সেই মুক্তির
উপলক্ষেতে শারীরিক বিষয়ের ব্যাপার যেন না কর
১৪ কিন্তু প্রেমেতে পরস্পর সেবা করিও। কিন্তু সমুদায়
ব্যবস্থা এক কথাতে পূর্ণ হয় তাহা এই তুমি আপন
১৫ পড়সিকে আত্মবৎ স্নেহ করিবা। কিন্তু যদি তোমরা
কামড়াকামড়ি করিয়া অন্য অন্যেরদিগকে গ্রাস
করহ তবে সাবধান যেন পরস্পর তোমরা নষ্ট না
১৬ হও। কিন্তু ইহা আমি কহি আত্মানুক্রমে গতি করহ
তবে তোমরা শরীরের কামাদি পালন করিবা না।
১৭ কেননা আত্মার বিরুদ্ধে শরীরের কামনা এবং
শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার কামনা এবং এই উভয়েতে
উভয়ের বিপর্য্যয় হয় তাহাতে যে কর্ম তোমরা ইচ্ছা
১৮ করহ তাহাই তোমরা করিতে পারহ না। কিন্তু যদি
তোমরা আত্মাতে আকর্ষিত হইয়া থাক তবে তোমরা
১৯ ব্যবস্থার অধীন নহ। পরন্তু শরীরের ক্রিয়া সুব্যক্ত
আছে তাহা এই পরদার বেশ্যাগমন মলক্রিয়া
২০ কামুকতা। বিগ্রহ পূজা মায়াবী দ্বেষ বিবাদ আড়াড়ি
২১ প্রতিকোপ প্রতিযোগিতা পক্ষপাৎ ভেদ। ঈর্ষা বধ
মত্ততা রঙ্গরসাদি ও আর ২ এইমত বিষয় যাহার

কারণ আমি তোমারদিগকে অগ্রেপূর্ব্বে চেতাইয়া দি যেমত আমি পূর্ব্বে জানাইয়া দিলাম যে এমত

২২ আচারিরা ঈশ্বরের রাজ্যাধিকার পাইবেক না। কিন্তু আত্মার ফল প্রেম আনন্দ শান্তি চিরক্ষমা কোমলতা

২৩ ঔদার্য্য প্রত্যয়। ক্ষান্তি প্রকৃত ভোগ এমত কর্ম্মের বিরুদ্ধে

২৪ কোন বিধান নাই। এবং যাহারা খ্রীষ্টের হয় তাহারা রাগ কামাদি স্বশরীরে ক্রুশেতে দমন করিয়াছে।

২৫ যদিস্যু আমরা আত্মাতে জীব তবে আত্মানুসারে যেন

২৬ গতি ও করি। আমরা পরস্পর উচানি ও পরস্পর ঈর্ষা করিয়া বৃথা গৌরব যেন না করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হে ভ্রাতৃরা যদি কোন মনুষ্য ঘটনাক্রমে কোন অপরাধেতে পড়ে তবে তোমরা যে আত্মিক লোক হও এমত জনকে আত্ম বিবেচনা করিয়া কোমলতা পূর্ব্বক পুনরায় স্থির করহ যে কি জানি তুমি আপনি

২ বা পরীক্ষিত হও। তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভারবাহক হও এবং এই মতে খ্রীষ্টের বিধান পালন

৩ করহ। কেননা যদি কেহ নাস্তি বস্তু হইয়া আপনাকে

৪ বস্তু জ্ঞান করে তবে সে স্বয়ং ভ্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিজন আপন২ কর্ম্মের পরীক্ষা করুক তবে সে কেবল আপনাতেই আনন্দ পাইবেক অন্যেতে নহে।

৫।৬ কেননা প্রতিজন আপন২ ভার বহিবে। যে জন

বাণীতে শিক্ষিত হইতেছে সে জন শিক্ষকের স্থানে
৭ ভাল সামগ্রী সকল যোগাইয়া দিউক। ভ্রান্ত হইও না
ঈশ্বর বঞ্চিত হন না কেননা মনুষ্যটা যে কিছু বুনে
৮ তাহাও কাটিবে। অতএব যে জন আপন শরীর প্রতি
বুনন করে সে শরীর হইতে ক্ষয়তানষ্ট হইবে কিন্তু
যে আত্মার প্রতি রোপণ করে সে আত্মা হইতে
৯ অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে। এবং সুকর্ম্মেতে আমরা
যেন পরিশ্রান্ত না হই কেননা কাতর না হইলে
১০ আমরা সময় কালে শস্য কাটিব। অতএব সাঙ্গত্যানু
ক্রমে আমরা সকল মনুষ্যেরদিগকে ভাল করি কিন্তু
বিশেষতঃ তাহারদিগকে যাহারা প্রত্যয়ের পরিবার
১১ জনেরদের মধ্যে হয়। তোমরা দেখহ আমি আপন
স্বহস্তে কেমন বড় পাতি তোমারদিগকে লিখিয়াছি।
১২ যতেক লোক শরীরেতে শিষ্ট রূপ দেখাইতে ইচ্ছা করে
তাহারা তোমারদিগের সুন্নত করাইতেছে তাহারা
১৩ আপনারা যেন তাড়িত না হয়। কেননা সুন্নতী সকল
আপনারাই ব্যবস্থার পালন করে না কিন্তু তোমার
দের সুন্নত হওয়া ইচ্ছা করে যেন তোমারদের শরীরেতে
১৪ তাহারদের গৌরব করনের হেতু হয়। কিন্তু আমার
গৌরব করা যেন না হয় কেবল আমারদের প্রভু য়িশু
খ্রীষ্টের ক্রূশেতে যাহা দিয়া জগৎ সংসার আমার প্রতি
এবং আমি জগৎ সংসারের প্রতি ক্রূশেতে টাঙ্গা গিয়াছি।

১৫ কেননা য়িশু খ্রীষ্টেতে সুন্নত কিছু করে না অসুন্নত ও
১৬ কিছু করে না কিন্তু নূতন সৃষ্টি। এবং এই বিধিক্রমে
যাহারা চলে তাহারদের উপর অর্থাৎ ঈশ্বরের
১৭ য়িশরালের উপর শান্তি ও দয়া থাকুক। ইহার পরে
কোন মনুষ্য আমাকে ব্যামোহ না দিউক কেননা আমি
আপন শরীরে প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের লক্ষণ বহিতেছি।
১৮ ভ্রাতৃরা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমার
দের আত্মার সঙ্গে হউক আমেন।—

পাওল প্রেরিতের পত্র এফিসীরদিগকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ঈশ্বরেচ্ছায় য়িশু খ্রীষ্টের প্রেরিত এফেসস
নিবাসি পুণ্যবান ও য়িশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি লোক
২ সকলেরদিগকে। ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়িশু
৩ খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমারদের প্রতি। ধন্য
আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি
খ্রীষ্টেতে স্বর্গীয় স্থানে আমারদিগকে সর্ব্ববিধ আত্মিক
৪ কল্যাণেতে কল্যাণী করিয়া দিয়াছেন। যদনুক্রমে
তিনি আমারদিগকে জগতের আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে

তাহাতে বাছিলেন যে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে পবিত্র
৫ ও প্রেমেতে অনিন্দ্য হই। যেমন আপন সদিচ্ছার
অভিমতক্রমে য়িশু খ্রীষ্টেতে আপনার স্ববিষয়ে পোষ্য
সন্তানেরদের পদ পাইবার কারণ আমারদিগকে পূর্ব্ব
৬ নির্ব্বন্ধনে স্থির করিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার গুণময়
অনুগ্রহের প্রশংসার নিমিত্তে যাহাতে তিনি আমার
দিগকে সেই পরম প্রিয়তে গ্রাহ্য পাত্র করিয়া দিয়াছেন।
৭ যাঁহাতে তাঁহার অনুগ্রহের নিধিক্রমে তাঁহার রক্তের
দ্বারা আমরা উদ্ধার অর্থাৎ পাপ মোচন পাইতেছি।
৮ ও তদনুক্রমে তিনি সর্ব্ব বুদ্ধিতে ও সুবিবেক জ্ঞানেতে
আমারদের প্রতি প্রচুর পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছেন।
৯ তাহাতে আপন সদিচ্ছা পূর্ব্বক যে অভিমত তিনি
পূর্ব্বে আপনার অন্তরে স্থির করিয়াছিলেন তাঁহার
নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি আমারদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।
১০ যে কালের পূর্ণতার শৃঙ্খলাক্রমে স্বর্গে ও পৃথিবীতে
উভয় স্থিত যতেক বস্তু আছে সকল খ্রীষ্টেতে মিলাইয়া
১১ একাধিবার কারণ। তাঁহায় বটে যাঁহাতে আমরাও
তাঁহার মনস্থানুসারে যিনি আপন স্বেচ্ছার পরামর্শ
পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম সাধিতেছেন পূর্ব্বে নির্ব্বন্ধনে
১২ নিযোজিত হইয়া অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে
আমরা যে খ্রীষ্টেতে প্রথম বিশ্বাস করিলাম তাঁহার
১৩ মহিমার প্রশংসার কারণ যেন হই। তাঁহাতে তোমরাও

বিশ্বাস করিলা যখন সত্যের বাণী যে তোমারদের পরিত্রাণের মঙ্গল সমাচার শুনিয়াছিলা এবং তাঁহাতে প্রত্যয় করিয়া তোমরা সে অঙ্গীকৃত ধর্ম্মাত্মার দ্বারা

১৪ মোহরে ছাপা গেলা। সেই আমারদের উত্তরাধিকারের বায়না যদবধি ক্রীত অধিকারের উদ্ধার না হয়

১৫ তাঁহার মহিমার প্রশংসনার্থে। ইহার কারণ আমি ও প্রভু যিশুতে তোমারদের প্রত্যয় ও সকল পুণ্যবানের

১৬ দের প্রতি তোমারদের প্রেমের বৃত্তান্ত শুনিয়া। তোমার দের বিষয় অনবরত স্তব করিয়া আপন প্রার্থনার

১৭ মধ্যে তোমারদের উক্তি করিতেছি। যে তাঁহার পরিচয়ার্থে আমার প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর যিনি ঐশ্বর্য্যের পিতা তিনি তোমারদিগকে বুদ্ধির ও তত্ত্ব

১৮ প্রকাশ করনের আত্মা যেন দেন। যে তোমারদের জ্ঞান চক্ষু প্রসন্ন হইলে তোমরা যেন প্রজ্ঞ হও যে তাঁহার আহ্বান করার ভরসা কি এবং পুণ্যবানের দিগেতে তাঁহার অধিকারের বৈভবের নিধি কি।

১৯ এবং তাঁহার মহৎ শক্তির কারিকরণ গুণানুক্রমে আমা সকল প্রত্যয়ি লোকেরদের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শক্তির

২০ মহিমা কি। সেই যে তিনি খ্রীষ্টেতে প্রকাশ করিলেন যখন তাঁহাকে মৃত্যু হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং আপন

২১ দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে স্বর্গীয় স্থানে রাখিলেন। সমস্ত প্রধানতা ও প্রবলতা ও মাহাত্ম্য ও প্রভুত্ব এবং যতেক

নাম উক্ত হয় কেবল এই জগতে নয় কিন্তু ভাবি জগতে
২২ সকল হইতে অতি উচ্চ। এবং তাঁহার পদতলে সকল
বস্তু বশ করিয়াছেন এবং মণ্ডলীর প্রতি তাঁহাকে সকল
২৩ বস্তুর মস্তক করিয়া দিয়াছেন। সেই তাঁহার শরীর
তাঁহার পূর্ণতা যিনি সমূহ সমূহে পূর্ণ করিতেছেন।—

দ্বিতীয় অধ্যায়

এবং তোমারদিগকে তিনি জীয়াইয়াছেন যাহারা
২ অপরাধেতে ও পাপেতে মৃত ছিলা। যাহাতে তোমরা
গত কালে এই জগতের ধারাক্রমে শূন্যের অধিকারা
ধিপের প্রকারে গতি করিলা সেই ভূত যে অনাজ্ঞাবহ
৩ সন্তানেরদের অন্তরে কারী করিতেছে। যাহারদের
মধ্যে আমরা সকলি শরীর ও অন্তঃকরণের অভিলাষ
পালন করিয়া আপনারদের শারীরিক কামেতে
আচার ব্যবহার করিলাম এবং স্বভাবেতে অন্যের
৪ দের মত দণ্ডকোপের সন্তান ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর
দয়ানিধি হইয়া যে পরম স্নেহেতে তিনি আমার
৫ দিগকে স্নেহ করিলেন। তদনুসারে যখন আমরা
পাপেতে মৃত ছিলাম তখনি তিনি আমারদিগকে
খ্রীষ্টের সহিত জীয়াইলেন কেননা তোমারদের
৬ পরিত্রাণ অনুগ্রহেতেই হয়। এবং আমারদিগকে
এক সঙ্গে উঠাইয়া যিশু খ্রীষ্টেতে স্বর্গীয় স্থানে এক সঙ্গে
৭ বসাইয়াছেন। যে যিশু খ্রীষ্টেতে তাঁহার আমার

দিগকে সানুকূল্য দ্বারাতে আপন অত্যন্ত অনুগ্রহের
৮ নিধি উত্তর কালেতে প্রকাশ করেন। কেননা অনুগ্রহ
হইতেই তোমারদের পরিত্রাণ প্রত্যয় দ্বারাতে এবং এই
ও তোমারদের আপনারদিগ হইতে হয় না তাহা
৯ ঈশ্বরের দান। ক্রিয়াতে নহে পাছে কেহ গৌরব বা
১০ করে। কেননা আমরা তাঁহারি কৃত কর্ম্ম য়িশু খ্রীষ্টেতে
সুক্রিয়ার বিষয়েতে সৃষ্ট যাঁহার কারণ ঈশ্বর পূর্ব্বে
আমারদিগকে প্রস্তুত করিলেন যে আমরা তাঁহাতে গতি
১১ করিব। অতএব স্মরণে রাখ যে তোমরা পূর্ব্ব সময়ে
ভিন্নলোক হইয়া শরীরেতে ছিলা এবং হস্তকৃত শরীরস্থ
সুন্নত যাকে বলে তাহা হইতে অসুন্নতী নাম ধরিলা।
১২ যে সেই সময়ে তোমরা খ্রীষ্ট রহিত ছিলা য়িশরাইলের
রাজ্য মণ্ডলী হইতে পরদেশী এবং অঙ্গীকারের নিয়মের
বহির্ভূত ভরসাহীন এবং জগতে ঈশ্বর বর্জ্জিত।
১৩ কিন্তু য়িশু খ্রীষ্টেতে তোমরা যে পূর্ব্বে দূরস্থিত ছিলা
১৪ এখন খ্রীষ্টের রক্তেতে সন্নিকট আনা গিয়াছ। কেননা
তিনি আমারদের মিলনকারী যিনি উভয়কে এক
করিয়াছেন এবং মধ্যস্থিত ভিন্ন কারণ প্রাচীরকে
১৫ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এবং আপন শরীরেতে
ঐরিতাকে অর্থাৎ বিধিক্রম আজ্ঞার ব্যবস্থাকে নিবৃত্ত
করিলেন তাঁহাতে সম্মিলন সাধিয়া আপনায় যেন
১৬ দুয়েতে এক নূতন মনুষ্য করেন। এবং ক্রূশেতে

ঐরিতাকে নষ্ট করিয়া আপনি যেন তাহা দিয়া ঈশ্বরের সহিত এক শরীরেতে উভয়ের সম্মিলন

১৭ করান। এবং তিনি আসিয়া তোমা দূরস্থ সকলের দিগকে ও নিকটস্থ সকলেরদিগকে সম্মিলন প্রচার

১৮ করিলেন। কেননা তাহা দিয়া পিতার নিকটে একী

১৯ আত্মায় আমারদের উভয়ের গম্য আছে। অতএব এখন তোমরা আর বিদেশী ও পরদেশী নহ কিন্তু পুণ্যবানের

২০ দের সহনিবাসী এবং ঈশ্বরের পরিজন। প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের নেওয়ের উপরে গ্রথিত য়িশু খ্রীষ্ট

২১ আপনি কোণার চূড়া। তাঁহাতে সমুদায় নির্ম্মাণ পরিপাটী রূপ সংলগ্নিত হইয়া প্রভুতে এক শুদ্ধময়

২২ মন্দির বাড়িয়া উঠে। তাঁহাতে তোমরাও আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের এক আলয়ের কারণ একসঙ্গে গাঁথা যাইতেছ।

তৃতীয় অধ্যায়

ইহার কারণ আমি পাওল তোমা ভিন্নদেশি বর্গের

২ বিষয়ে য়িশু খ্রীষ্টের বন্দী আছি। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিবর্ত্তন করনের ভার যে তোমারদের কারণ আমাকে দেওয়াগিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত তোমরা

৩ শুনিয়াছ। যে কি রূপে তিনি সে নিগূঢ় তত্ত্ব আমাকে দৈব প্রকাশনে অবগত করাইলেন যেমত আমি

৪ সঙ্ক্ষেপ রূপে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। যাহাতে পাঠ

করিলে তোমরা আমার খ্রীষ্টের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে
৫ পারিবা। ও যাহা অন্য২ পুরুষে মনুষ্যেরদের
সন্তানেরদের স্থানে বিদিত ছিল না যেমত সম্প্রতি
তাঁহার পুণ্যবান প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রতি
৬ আত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যে ভিন্নদেশিরা
মঙ্গল সমাচারের দ্বারা সহোত্তরাধিকারী ও একি
শরীরেতে সংযুক্ত এবং তাঁহার খ্রীষ্টার্থ অঙ্গীকারের
৭ সহভাগী হইবে। তাহাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রসাদ
যে তাঁহার কার্য্য করণ শক্তিতে আমাকে দেওয়া
গিয়াছিল তদনুসারে আমি সেই মঙ্গল সমাচারের
৮ সেবক করা গিয়াছিলাম। আমি যে সকল পুণ্যবানের
দের মধ্যে ছোট হইতে ছোট আমাকেই এই প্রসাদ
দেওয়া গিয়াছিল যে আমি ভিন্নদেশিগণের মধ্যে
৯ খ্রীষ্টের অসংখ্য নিধি প্রচার করি। এবং যে নিগূঢ়
কথা আদিকাল হইতে ঈশ্বরেতে গুপ্ত ছিল যিনি যিশু
খ্রীষ্টের দ্বারা সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন সেই নিগূঢ়ের
সহভাগ কি রূপ হয় তাহা সকলেরদিগকে গোচর
১০ করিয়া দি। যে মণ্ডলীর দ্বারাতে ঈশ্বরের নানাবিধ
বুদ্ধি স্বর্গস্থিত প্রধান ও মহৎ পদের প্রতি যেন
১১ জ্ঞাপিত হয়। সেই অনাদি মনস্থানুসারে যে তিনি
আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টেতে স্থির করিয়াছিলেন।
১২ যাঁহার দ্বারা তাঁহার প্রত্যয় যোগে আমারদের নির্ভয়

১৩ রূপ সাহসোক্তি ও সুগম আছে। এতদর্থে যে সকল ক্লেশ তোমারদের বিষয়ে আমাকে লাগে যাহা তোমারদের গৌরব ও হয় তাহার নিমিত্তে তোমরা
১৪।১৫ যেন সকাতর না হও এই আমি চাহি। ইহার কারণ আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের পিতা যাহা হইতে স্বর্গস্থিত ও পৃথিবীস্থিত যাবতীয় পরিজন নামধেয়
১৬ আছে তাঁহার অগ্রে আমি হাঁটু পাড়ি। যে তিনি আপন বৈভবের নিধিক্রমে প্রদান করেন যে আপন আত্মার দ্বারা তোমরা আন্তরিক মনুষ্যের মধ্যে প্রবল
১৭ রূপে দৃঢ় করা যাও। যে প্রত্যয় যোগে খ্রীষ্ট তোমার
১৮ দের মনেতে বাস করেন। ও তোমরা প্রেমেতে জড় বান্ধিয়া ও গাড়া গিয়া সকল পুণ্যবানেরদের সহিত অনুভব করিতে সাধ্যযুক্ত হও যে কিরূপ প্রস্থ ও দীর্ঘ
১৯ ও গভীরত্ব ও উচ্চত্ব। এবং খ্রীষ্টের প্রেম যে জ্ঞানের বহির্ভূত তাহা যেন জ্ঞাত হও যেন ঈশ্বরের সকল
২০ পূর্ণতাতে তোমরা পরিপূর্ণ হও। এখন তাঁহাকে যিনি আমারদের সকল যাচনা ও ভাবনা হইতে অত্যন্ত বাহুল্য করিতে পারেন সেই শক্ত্যনুক্রমে যে
২১ আমারদিগেতে কার্য্য করিতেছে। তাহাতে মণ্ডলীর মধ্যে যিশু খ্রীষ্টের দ্বারা সকল পুরুষ পুরুষান্তরে সদা সর্ব্বক্ষণে প্রশংসা আমেন।

অতএব আমি যে প্রভুর বন্ধী তোমারদিগকে কাকুতি করি যে আহ্বানেতে তোমরা আহ্বানিত হইয়াছ

২ তাঁহার উপযুক্ত রূপে যেন গতি করহ। সমস্ত নম্রতায় ও অনুগ্রহতায় ও চিরসহিষ্ণুতায় প্রেমেতে পরস্পর

৩ ক্ষান্ত। সম্মিলনের বন্ধনে আত্মার ঐক্যতা রাখিতে

৪ উদ্যুক্ত। এক শরীর ও এক আত্মা আছেন যেমত তোমারদের আহ্বানের এক ভরসায় তোমরা আহ্বানিত

৫ হইয়াছ। এক প্রভু এক প্রত্যয় এক বাপ্‌টিস্ম।

৬ সকলের এক ঈশ্বর ও পিতা যিনি সকলের উপর ও সকলে ব্যাপিত এবং তোমা সকলের অভ্যন্তরে।

৭ কিন্তু আমা প্রত্যেক জনেরদিগকে খ্রীষ্টের দানের

৮ প্রমাণানুক্রমে প্রসাদ দেওয়া গিয়াছে। এতদর্থে তিনি কহিতেছেন যখন সে উচ্চেতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন তখন তিনি বন্ধনকে বন্ধী করিয়া লইয়া গেলেন এবং

৯ মনুষ্যেরদিগকে দান দিলেন। অতএব এই কথা যে তিনি ঊর্দ্ধগমন করিলেন তাহার অর্থ কি না যে তিনি

১০ প্রথমে পৃথিবীর অধঃস্থলে নামিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নামিলেন সেই সে ব্যক্তি আছেন যিনি সকল স্বর্গের অত্যন্ত উচ্চেতে ঊর্দ্ধগমনও করিলেন তাঁহাতে যেন

১১ সমস্ত বস্তুকে পরিপূর্ণ করেন। এবং কাহারদিগকে প্রেরিতগণ কাহারদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কাহার দিগকে মঙ্গল সমাচার প্রচারক কাহারদিগকে পা ।ক

১২ ও শিক্ষক করিয়া দিলেন। তাহা পুণ্যবানেরদের সিদ্ধি নিমিত্তে সেবার কর্ম্ম প্রযুক্তে খ্রীষ্টের শরীরের ধর্ম্ম
১৩ বৃদ্ধির কারণ। যাবৎ আমরা সকলেই ধর্ম্মের এবং ঈশ্বরের পুত্রের পরিচয়ের ঐক্যেতে সিদ্ধ পুরুষের পর খ্রীষ্টের পূর্ণতার দীর্ঘতার পরিমাণ পর্য্যন্ত না পৌঁছি।
১৪ যে আমরা আর ছাওয়াল যেন না থাকি মনুষ্যেরদের ভণ্ডামীয় ফাকি ও ছলময় ধূর্ত্তামিতে এদিগেওদিগে আন্দোলিত ও প্রতি শিক্ষার বাতাসেতে ঠেলিয়া ২
১৫ ফেলিত। কিন্তু প্রেমেতে সত্যের পালন করিয়া খ্রীষ্ট যিনি মস্তক আছেন তাঁহায় যেন সর্ব্ব বিষয়েতে
১৬ বাড়িয়া উঠি। যাঁহা হইতে সমস্ত শরীর মিলান মত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক গিরার আয়োজনে যোড় পাইয়া প্রতি দেশের কারী করণ শক্তিক্রমে দেহের বৃদ্ধি করিয়া
১৭ আপনার ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রেমেতে সাধিতেছে। অতএব ইহা আমি কহি এবং প্রভুতে সাক্ষী দি যে অন্যোন্য ভিন্নদেশিরা যেমত আপনারদের মনের ব্যর্থেতে গতি
১৮ করে তোমরা আর সেই মত গতি যেন না কর। তাহারদের বুদ্ধি অন্ধকারময় ও তাহারদের অন্তঃকরণের অন্ধতার প্রযুক্তে যে অজ্ঞতা তাহারদিগেতে আছে তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের জীবন গতি হইতে অন্যমন
১৯ হইয়াছে। তাহারা পাষাণ মতি হইয়া সকল মল ক্রিয়া লালশা পূর্ব্বক পালন করিতে আপনারদিগকে

২০ কামাচারেতে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের
২১ কথা এইমত শিখিয়াছ না। কেননা তোমরা তাঁহার
কথা শুনিয়াছ এবং সত্য যেমত যিশুতে আছে
২২ তদনুরূপে তাঁহাতে শিক্ষিত হইয়াছ। যে পূর্ব্বকার
ব্যবহার বিষয় পুরাতন মনুষ্যটা যাহা ভণ্ডনীয়
কামাদিক্রমে ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহা খসাইয়া ফেলিতে
২৩ হয়। এবং আপনারদের জীবাত্মাতে নবীন হও।
২৪ এবং নূতন মনুষ্য যে ঈশ্বরানুরূপে যাথার্থ্যেতে ও শুদ্ধ
সত্ব নির্ম্মলতাতে সৃষ্ট হয় তাহা যেন পরিধান কর।
২৫ এতদর্থে মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজন
আপন২ পড়সির সঙ্গে সত্য কথা কহুক কেননা
২৬ আমরা পরস্পর অন্যোন্যের অঙ্গঅঙ্গ আছি। ক্রুদ্ধ
হইয়া পাপ করিও না তোমারদের কোপের উপর
২৭ সূর্য্য যেন অস্তগত না হয়। এবং শয়তানকে স্থান ও
২৮ দিও না। যে চোর করিয়াছিল সে আর চৌর্য্য কর্ম্ম না
করুক বরং স্বহস্তে কর্ম্ম কার্য্য করিয়া শ্রম করুক তাহাতে
দীনহীনকে তাহার দেওনের কিছু যোত্র থাকে।
২৯ তোমারদের মুখ হইতে কিছু কদালাপ যেন বাহির
না হয় কিন্তু ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্তে যাহা ভাল হয়
৩০ তাহাতে যেন শ্রোতারদিগকে প্রসাদ দেওয়া যায়। এবং
ঈশ্বরের ধর্ম্মাত্মা যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তি হওনের
দিন পর্য্যন্ত মোহরে ছাপা গিয়াছ তাঁহাকে বিমর্ষ

৩১ করিও না। তোমারদের নিকট হইতে সমস্ত দুর্ভাবের সহিত কটুতা ও উষ্মা ও কোপ ও গোলমাল ও কুৎসা
৩২ কথা দূর করা যাউক। এবং তোমরা এক জন অন্যের প্রতি অনুকূল ও কোমলান্তঃকরণ হও পরস্পার ক্ষমা করিতে প্রবৃত্ত যেমত ঈশ্বর খ্রীষ্টের কারণ তোমার দিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অতএব তোমরা প্রিয় ছাওয়ালেরদের ন্যায় ঈশ্বরের
২ পশ্চাদগ্রামী হও। এবং প্রেমেতে গতি কর যেমত খ্রীষ্ট আমারদিগকেও প্রেম করিয়াছেন ও আমার দের নিমিত্তে আপনাকে এক সুগন্ধি আমোদের কারণ ঈশ্বরের স্থানে নৈবেদ্য ও বলিদান করিয়া
৩ সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বেশ্যাগমন কি কোন প্রকার মলক্রিয়া কিম্বা লালশা ইহা বরং তোমারদের মধ্যে যেন উক্ত না হয় যেমন পুণ্যবানেরদের উপযুক্ত
৪ হয়। পরন্ত কদর্য্য ও নির্ব্বোধালাপ এবং হাস্য কৌতুকও না হউক যাহা কোনক্রমে বিহিত হয় না
৫ বরং তা না হইয়া স্তবাদি হউক। কেননা তোমরা ইহা জানহ যে কোন বেশ্যাগামী কি মলাচারী কিম্বা লালশ্যা যে বিগ্রহ পূজক ও আছে ইহারদের খ্রীষ্ট ও
৬ ঈশ্বরের রাজ্যেতে কিছু অধিকার হয় না। কেহ যেন বৃথা কথাতে তোমারদিগকে ভুলায় না কেননা এই

সকল কর্ম্মের কারণ ঈশ্বরের কোপ অনাজ্ঞাবহ
৭ সন্তানেরদের উপরে আসিয়া পড়ে। অতএব তোমরা
৮ তাহারদের সহভাগী হইও না। কেননা এক কালে
তোমরা অন্ধকারে ছিলা বটে কিন্তু এখন প্রভুতে
তোমরা দীপ্তিমান হইলা অতএব দীপ্তির সন্তানানুক্রমে
৯ গতি করহ। কেননা আত্মার ফল সকল ধর্ম্ম ও যাথার্থ্য
১০ ও সত্যেতে আছে। ঈশ্বরের তোষণীয় কর্ম্ম কি তাহা
১১ পরখাইয়া জানিতে প্রবৃত্ত। এবং অন্ধকারের বিফল
কর্ম্মেতে তোমরা সহভাগী হইও না বরং তাহারদিগকে
১২ ভর্ৎসনা দেও। কেননা যে সকল কর্ম্ম তাহারা গোপনে
১৩ করে তাহার উক্তি করা লজ্জা। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম
দূষিত হয় সে দীপ্তিতে ব্যক্ত করা যায় কেননা যাহা
১৪ ব্যক্ত করায় তাহাই দীপ্তি। এতদর্থে তিনি কহিতেছেন
ওহে নিদ্রিত তুমি জাগ্রৎ হওও মৃত্যু হইতে গাত্রোত্থান
১৫ কর এবং খ্রীষ্ট তোমাকে দীপ্তি দিবেন। অতএব
দেখিও যে তোমরা সাবধান পূর্ব্বক গতি কর নির্ব্বুদ্ধি
১৬ লোকের মত নহে কিন্তু জ্ঞানবানেরদের মতন। কাল
১৭ বাঁচাইয়া রাখ কেননা সময় মন্দ আছে। এতদর্থে
অবিবেক না হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা তোমরা
১৮ জ্ঞাত হইয়া থাক। এবং মদিরা পানে মত্ত হইও না
১৯ যাহাতে বিপর্য্যয় হয় কিন্তু আত্মাতে সম্পূর্ণ হও। আপ
নারদের সহিত ভজন কীর্ত্তন স্তবাদি পারমার্থিক গীত

গানেতে আলাপ করিয়া প্রভুর প্রতি আপনারদের
২০ মনের মধ্যে সংকীর্ত্তন ও সুতান করিতে থাক। ঈশ্বর
পিতাকে আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নামে সতত
২১ সকলের কারণ স্তব করিতে প্রবৃত্ত। ঈশ্বরের ভয়েতে
২২ পরস্পার এক জন অন্যের বশীভূত হও। হে স্ত্রীরা
তোমরা প্রভুর ভাবে আপনারদের স্বামিরদের
২৩ বশীভূতা থাক। কেননা স্বামিটা স্ত্রীর মস্তক আছে
যেমত খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক আছেন এবং তিনি শরীরের
২৪ রক্ষাকর্ত্তা হয়েন। অতএব যেমত মণ্ডলী খ্রীষ্টের
বশীভূত আছে সেইমত স্ত্রীগণ সকল বিষয়েতে
২৫ আপনারদের স্বামিরদের বশীভূতা হউক। হে স্বামিরা
তোমরা আপনারদের স্ত্রীরদিগকে প্রীতি করহ যেমত
খ্রীষ্ট আপনি মণ্ডলীকে প্রীতি করিলেন এবং তাহার
২৬ কারণ আপনাকে প্রদান করিলেন। যে তিনি বাণীর
দ্বারা জলপ্রক্ষালনে তাহাকে শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করেন।
২৭ যে তাহাকে এক পরিপাটী মণ্ডলী করিয়া আপন
সাক্ষাতে রাখেন এবং তাহার দাগ কি ঝোলা কিম্বা
আর কিছু এমত প্রকার দোষ না হইয়া সে যেন
২৮ নির্ম্মল ও নিখুঁত থাকে। স্বামি সকল যেমত আপনারদের
শরীরের প্রতি স্নেহ করে সেইমত আপনারদের স্ত্রীর
দিগকে তাহারদের স্নেহ করা উপযুক্ত যে জন আপন
২৯ স্ত্রীকে ভাল বাসে সে আপনাকে ভাল বাসে। কেননা

অদ্যাপি কোন মনুষ্য কখন আপন শরীরকে মন্দ বাসে না কিন্তু তাহার লালন পালন ও ভরণ পোষণ করে
৩০ যেমত প্রভু মণ্ডলীকে ও করেন। কেননা আমরা তাঁহার শরীরের ও তাঁহার মাংসের এবং তাঁহার অস্থি সকলের
৩১ অঙ্গ২ আছি। এই অনুক্রমে পুরুষটা আপন পিতা মাতাকে ছাড়িয়া আপন স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হইবে
৩২ এবং তাহারা এক শরীর হইবে। এই বড় নিগূঢ় কথা কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর বিষয়ে তাহা
৩৩ কহিতেছি। তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ স্ত্রীকে আপনার সমতুল্য যেন প্রীতি কর এবং স্ত্রীটা আপন স্বামিকে যেন সমাদর করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হে ছাওয়ালেরা তোমরা প্রভুতে আপনারদের পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করহ কেননা এই বিহিত।
২ প্রথম আজ্ঞা যে অঙ্গীকারযুক্ত সে এই তোমার পিতা
৩ ও মাতাকে সম্মান করহ। যেন তোমার কুশল হয় এবং
৪ পৃথিবীর উপর তোমার দীর্ঘ আয়ু হয়। এবং তোমরা হে পিতৃরা তোমারদের ছাওয়ালেরদিগকে রোষাইও না কিন্তু প্রভুর শিক্ষা ও উপদেশেতে তাহারদের
৫ অভ্যাস করাও। হে ভৃত্যেরা তোমরা খ্রীষ্টের ভাবে সভয় ও সকম্প হইয়া আপনারদের মনের সরলতায় আপনারদের শরীরানুসারিক কর্ত্তারদের আজ্ঞাকারী

৬ হও। দৃষ্টি সেবাতে মনুষ্য পরিতোষকেরদের মত নহে কিন্তু সান্তঃকরণে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিয়া
৭ খ্রীষ্টের সেবকগণের মতে। প্রসন্ন মনে সেবা করিও
৮ প্রভুর ভাবে মনুষ্যেরদের ভাবে নহে। ইহা জ্ঞাত হও যে কিছু ভাল কর্ম্ম কোন মনুষ্য করে সে দাস হউক বা
৯ মুক্ত হউক সেই রূপে প্রভুর স্থানে পাইবে। এবং তোমরা হে কর্ত্তারা তাহারদিগকে তদ্রূপ করিয়া ধমকানাদি হইতে ক্ষান্ত হও এই যে তোমারদের আপনারদেরও এক কর্ত্তা স্বর্গেতে আছেন তাহা জ্ঞাত হও এবং
১০ তাঁহার স্থানে প্রাণির ভিন্নভাব নাই। শেষে আমার ভ্রাতৃরা তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির প্রভাবেতে
১১ প্রবল হও। ঈশ্বরের যুদ্ধের পূর্ণ সাজ পরিধান করহ যেন শয়তানের ছল প্রতি তোমরা স্থির থাকিতে
১২ সাধ্যমান হও। কেননা রক্ত মাংসের সহিত আমারদের মল্লযুদ্ধ নহে কিন্তু প্রধানাধিকারিরদের সঙ্গে বিক্রমাধিকারিরদের সঙ্গে এই জগতের অন্ধকারের অধিপতিগণের সঙ্গে স্বর্গস্থিত দুরাত্মারদের সঙ্গে।
১৩ ইহার কারণ ঈশ্বরের পূর্ণ সাঁজওয়া আপনারদের নিকটে লও যেন মন্দ সময়ে তোমারদের স্থির থাকিবার সাধ্য হয় এবং সকল কর্ম্ম করিলে পরে স্থির
১৪ যেন থাক। অতএব স্থির হও তোমারদের মধ্যদেশ
১৫ সত্যেতে বেষ্টিত ও যাথার্থ্যের বুকীতে সজ্জিত। এবং

তোমারদের পা সম্মিলনের মঙ্গল সমাচারের সাজেতে
১৬ পাদুকাযুক্ত। সকলের উপর পুত্যয়ের ঢাল লও যাহাতে
দুরাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে সাধ্যযুক্ত
১৭ হইবা। এবং ত্রাণের টোপর ও আত্মার খড়্গ অর্থাৎ
১৮ ঈশ্বরের বাণী ধারণ করহ। সর্ব্ব প্রার্থনায় ও আত্মার
মধ্য আরাধনায় নিত্য প্রার্থনা করিতে পুবৃত্ত এবং
তাঁহাতে সকল অবিরত চেষ্টায় সকল পুণ্যবানেরদের
১৯ বিষয়ার্থ আরাধনায় সচেত। এবং আমার কারণ
যেন আমার উক্তি করিবার শক্তি হয় তাহাতে মঙ্গল
সমাচারের নিগূঢ় তত্ত্ব বিদিত করিতে আমি আপন
মুখ সাহস রূপে যেন খুলিতে পারি যাঁহার কারণ আমি
২০ জিঞ্জীরে বদ্ধ হইয়া আপন দৌত্য কর্ম্ম সাধিতেছি ইহাতে
যেমত আমার কহন উপযুক্ত আছে সেইমত আমি
২১ যেন সাহস রূপে কথা কহি। কিন্তু আমার বিষয়
সকল এবং কি২ কর্ম্মেতে আছি তাহা তোমরা যেন
জ্ঞাত হও টিখিকস এক প্রিয় ভাই ও পুভুতে বিশ্বাসী
কর্ম্মকারী তিনি তোমারদিগকে সমস্ত জানাইবেন।
২২ ইহার নিমিত্তেই আমি তাহাকে প্রেরণ করিয়াছি যে
তোমরা আমারদের বিষয়াদি যেন জ্ঞাত হও এবং যে
তিনি তোমারদের মনকে যেন সুশান্ত করিয়া দেন।
২৩ ভ্রাতৃগণের পুতি শান্তি এবং ঈশ্বর পিতা ও পুভু যিশু
২৪ খ্রীষ্ট হইতে পুত্যয়ের সহিত প্রেম হউক। যে সকল

আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে যাথার্থ্য প্রেম করে তাহারদের স্থানে অনুগ্রহ থাকুক আমেন।

পাওল প্রেরিতের পত্র ফিলিপীরদিগকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ও টিমোতিয়স য়িশু খ্রীষ্টের সেবক য়িশু খ্রীষ্টেতে পুণ্যবান যে সকল ফিলিপেতে আছে অধ্যক্ষ
২ ও ডিকনগণ সমেত তাহারদের সকলের প্রতি। ঈশ্বর আমারদের পিতা ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে তোমার
৩ দিগকে অনুগ্রহ ও শান্তি হউক। আমি তোমারদের মঙ্গল সমাচারের সহভাগার্থে তাহার প্রথম দিনাবধি।
৪।৫ এখন পর্য্যন্তই সতত আপনার সর্ব্ব প্রার্থনায় তোমা সকলের কারণ সানন্দে কাকুতি করিয়া তোমারদের উক্তি যতেক বার হয় ততেক বার আমি আপন ঈশ্বরের
৬ ধন্যবাদ করিতেছি। এই এক কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তোমারদিগেতে যিনি ভাল কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তিনি য়িশু খ্রীষ্টের দিবস
৭ পর্য্যন্ত তাহার শঙ্কোলন করিবেন। অতএব তোমা সকলের প্রতি আমার এই রূপ অনুভব করা উপযুক্ত

কেননা আমার বন্ধনে এবং মঙ্গল সমাচারের রক্ষা ও স্থাপন করনে উভয়ে তোমরা আমাকে আপনারদের মনে রাখিয়াছ যেমত আমার সঙ্গে তোমরা সকলি
৮ অনুগ্রহের সহভাগী ও আছ। কেননা তোমা সকলের প্রতি আমার কিরূপ হাপ্রত্যাশা আছে তাহা ঈশ্বর
৯ আমার সাক্ষী আছেন। এবং ইহা আমি প্রার্থনা করি যে জ্ঞানেতে ও সর্ব্ব বোধেতে তোমারদের প্রেম আর২
১০ ও বাড়ে। তাহাতে যেন তোমরা বিশেষ কথার পরখ কর যে তোমরা খ্রীষ্টের দিবস পর্য্যন্ত নিষ্কপট ও ঠেস
১১ লাগান রহিত যেন থাক। ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও প্রশংসা যাহাতে হয় এমত যিশু খ্রীষ্টের দ্বারাতে যে
১২ যাথার্থ্যের ফল তাহাতে পরিপূর্ণ। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা তোমারদের এই অবগত হওয়া আমি চাহি যে আমাকে যাহা২ ঘটিয়াছিল তাহা বরং মঙ্গল সমাচারের
১৩ বিস্তারার্থে ঘটিয়াছে। তাহাতে সমুদায় রাজধানিতে এবং আর২ সর্ব্বত্রে আমার খ্রীষ্টার্থ বন্ধন ব্যক্ত
১৪ হইয়াছে। এবং প্রভুতে অনেক ভ্রাতৃগণ আমার বন্ধনে দৃঢ় মন পাইয়া বাণী প্রচার করিতে আর
১৫ অত্যন্ত নির্ভয়ে সাহসিক হইয়াছে। কেহ২ ঈর্ষা ও বিরোধ ভাবেতে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতেছে বটে
১৬ এবং আর কেহ২ সম্ভাবেতেও করে। প্রথম জনেরা আমার বন্ধনের উপর দুঃখ লাগাইতে মনে করিয়া

খ্রীষ্টের কথা সারল্যে না করিয়া বিরোধেতে প্রচার
১৭ করিতেছে। কিন্তু অন্যেরা আমার মঙ্গল সমাচার
১৮ স্থাপনার্থ নিযুক্ত হওয়া জানিয়া স্নেহেতে করে। তবে
কি সকল প্রকারে কাপট্যে হউক বা সত্যে হউক খ্রীষ্টের
কথাতো প্রচারিত হইতেছে এবং ইহাতে আমি আহ্লাদ
১৯ করিতেছি ও করিব। কেননা আমি জানি যে তোমারদের
প্রার্থনাতে ও যিশু খ্রীষ্টের আত্মার আয়োজনে ইহার
২০ শেষ আমার পরিত্রাণেই হইবে। ও তাহা আমার
একান্ত আশা ও ভরসানুক্রমে যে আমি কিছুতে লজ্জিত
হইব না কিন্তু সকল সাহস বাণীতে যেমত সতত সেই
মত এখনো আমার শরীরেতে খ্রীষ্টের মহিমা প্রকাশিত
২১ হইবে জীবনে হউক বা মরণে হউক। কেননা
আমাকে জীবন থাকা খ্রীষ্ট এবং মৃত হওয়া লাভ।
২২ আর যদি আমি শরীরেতে জীয়ে থাকি তবে আমার
শ্রমের ফল এই কিন্তু ইহাতে কি গ্রাহ্য করিব তাহা
২৩ আমি জানি না। কেননা আমি দুয়ের মধ্যে বদ্ধ আছি
আমার এক বাঞ্ছা যে নির্ব্বন্ধ হইয়া খ্রীষ্টের সহিত
২৪ থাকি যাহা ভাল হইতে ভাল। কিন্তু তোমারদের
বিষয়ে শরীরেতে থাকা অধিক প্রয়োজন আছে।
২৫ এবং এই নিশ্চয় বুঝিয়া আমি জানি যে তোমারদের
প্রত্যয় ও আনন্দের বৃদ্ধি নিমিত্তে আমি তোমা সকলের
২৬ সহিত অবস্থিতি করিব ও থাকিব। তাহাতে তোমার

দের নিকট আমার পুনরাগমন হওয়াতে আমার বিষয়ে তোমারদের য়িশু খ্রীষ্টেতে আহ্লাদ করা যেন
২৭ আর বাহুল্য হয়। কেবল তোমারদের ব্যবহার য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারের উপযুক্ত মত যেন হয় তাহাতে যদি তোমারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি কিম্বা অসাক্ষাৎ থাকি আমি তোমারদের মঙ্গলাদি যেন শুনিতে পাই যে তোমরা মঙ্গল সমাচারের ধর্ম্ম নিমিত্তে এক মনেতে সহচেষ্টা করিয়া এক আত্মায়
২৮ দৃঢ় স্থির হইয়া থাক। এবং তোমারদের বৈরিগণের প্রতি কিছু মাত্র ভয়ান্বিত হইও না সে তাহারদের স্থানে সর্ব্বনাশের লক্ষণ কিন্তু তোমারদের প্রতি ত্রাণের লক্ষণ
২৯ এবং তাহা ঈশ্বরই হইতে। কেননা তোমারদিগকে খ্রীষ্টের প্রত্বে তাঁহার উপর কেবল বিশ্বাস করিতে প্রদান হয় না কিন্তু তাঁহার কারণ দুঃখও ভুঞ্জিতে
৩০ প্রসাদ দেওয়া গিয়াছে। কেননা তোমারদের সেইমত কক্ষাকক্ষি উপস্থিত হয় যাহা আমাতে দেখিয়াছিলা এবং সম্প্রতি শুনিতেছ যে আমাতে আছে।—

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব যদি খ্রীষ্টেতে কিছু সাশান্তনা হয় যদি কিছু প্রেমের আমোদ যদি কিছু আত্মার সহভাগ যদি কিছু
২ দয়া ও করুণা। তবে আমার আনন্দ পরিপূর্ণ কর যে তোমরা এক কর্ম্মের মনোযোগে এক প্রাণ হইয়া একী

৩ প্রেমের পালন করিয়া এক মন হও। কিছু কর্ম্ম বিরোধেতে কিম্বা বৃথা গৌরবে যেন করা যায় না কিন্তু অন্তঃকরণের নম্রতায় আপনারদিগ হইতে অন্যের
৪ দিগকে উত্তম করিয়া মানুক। তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ নিজ বিষয় প্রতি মনোযোগ করিও না কিন্তু প্রতিজন অন্যোন্যেরদের কর্ম্ম প্রতি ও মনোযোগ
৫ করিও। তোমারদিগেতে সেই মন হউক যে যিশু
৬ খ্রীষ্টেতে ছিল। যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের
৭ তুল্য হওয়া চৌর্য্য জ্ঞান করিলেন না। তথাপি আপনাকে হীন করিলেন এবং মনুষ্যাকারে সৃষ্ট হইয়া
৮ সেবকের বেশ ধারণ করিলেন। এবং আকৃতিতে মনুষ্য ঠাহরা গিয়া তিনি আপনাকে নম্র করিয়া মৃত্যুও স্বীকার করিয়া আজ্ঞাবহ হইলেন বরং ক্রুশের
৯ মৃত্যু। অতএব ঈশ্বর তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম পদেতে উন্নত করিয়াছেন এবং সকল নামের উপর তাঁহাকে এক নাম
১০ দিয়াছেন। যে যিশুর নামেতে স্বর্গস্থ এবং পৃথিবীর
১১ উপরস্থ ও নীচস্থ সকলের হাঁটু যেন পাড়ে। এবং ঈশ্বর পিতার ধন্যবাদার্থে সকল জীহ্বা যেন স্বীকার
১২ করে যে যিশু খ্রীষ্ট তিনি প্রভু আছেন। অতএব আমার প্রিয়রা যেমত তোমরা সতত আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ কেবল আমার সাক্ষাতে নহে কিন্তু সম্প্রতি আর অত্যন্ত রূপে আমার অসাক্ষাতে তোমরা

সভয় ও সকম্পে আপনারদের পরিত্রাণ সাধিয়া লও।
১৩ কেননা ঈশ্বর আপনি তেঁহ যিনি স্বভদ্র অভিমত্যানুক্রমে ইচ্ছা ও কর্ম্ম উভয় করিতে তোমারদের অন্তরে কারী
১৪ করিতেছেন। সকল কর্ম্ম বিনা কচকচী ও বাদানুবাদে
১৫ করিও। যে তোমরা নির্দ্দোষী ও অহিংসক ঈশ্বরের সন্তান হইয়া এক কুটিল ও বিপথগামিবংশের মধ্যে আনন্দিত যেন থাক কেননা তাহারদের মধ্যে তোমরা জীবনদায়ক বাণী ব্যক্ত করিয়া জগৎস্থিত দীপকের
১৬ ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করিতেছ। তাহাতে খ্রীষ্টের দিবসে আমার আনন্দ হয় যে আমি নিরর্থক দৌড়ি নাই এবং
১৭ নিরর্থক শ্রম ও করি নাই। আর যদি আমি তোমারদের প্রত্যয়ের যজ্ঞ সেবার উপরে আহুতি রূপে ঢালা যাই তাহাতে বরঞ্চ আমি উল্লাস করি এবং তোমা সকলের
১৮ সঙ্গে আনন্দিত হই। এবং ইহার কারণ তোমরাও
১৯ উল্লাস করহ এবং আমার সঙ্গে আনন্দিত হও। কিন্তু আমি টিমোতিয়স্কে তোমারদের নিকট শীঘ্র পাঠাইতে প্রভুতে আশা করিতেছি তাহাতে তোমারদের মঙ্গলাদি
২০ জ্ঞাত হইয়া আমিও প্রাণ জুড়াই। কেননা আমার নিকট আপন সমশীল আর কেহ নাই যে স্বস্বভাবে
২১ তোমারদের মঙ্গলাদির নিমিত্তে চিন্তা করিবেক। কেননা সকলেই আপন২ নিজ কর্ম্ম চেষ্টা করে য়িশু খ্রীষ্টের
২২ কর্ম্ম নহে। কিন্তু তাহার প্রমাণ তোমরা জানহ যে

পিতার সহিত পুত্র যেমন তেমনি সে আমার সঙ্গে
২৩ মঙ্গল সমাচারেতে সেবা করিয়াছে। অতএব আমার
কি গতি হয় তাহা দেখিলে পরে আমি তাহাকে শীঘ্র
২৪ পাঠাইতে আশা করি। কিন্তু প্রভুতে আমার আস্থা
আছে যে কিঞ্চিৎ কালান্তরে আমি আপনিও আসিব।
২৫ তত্রাপি এপাফ্রদীতস আমার ভ্রাতা ও সহকর্ম্মী ও
সহযোদ্ধা কিন্তু তোমারদের দূত ও আমার আবশ্যকীয়
দ্রব্যের আয়োজনকারী তাহাকে পাঠাইতে আমি
২৬ আবশ্যক বুঝিলাম। কেননা সে তোমাসকলের প্রতি
একান্ত হাপ্রত্যাশী ছিল এবং তোমরা শুনিয়াছিলা যে
সে ব্যাধিত হইয়াছে ইহার কারণ তাহার বড়ই
২৭ বিষাদ হইয়াছিল। এবং সে মৃতবৎ প্রায় পীড়িত
ছিল বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহার উপর দয়া করিলেন এবং
তাহার উপর কেবল নহে কিন্তু আমার উপরও করিলেন
২৮ যে আমার শোকের উপর শোক যেন না হয়। অতএব
আমি তাহাকে ততোধিক প্রযত্নে পাঠাইয়াছি যে
তাহাকে পুনরায় দেখিয়া তোমরা যেন আনন্দিত হও
২৯ এবং আমার শোক যে ক্ষীণ হয়। অতএব তাহাকে
সর্ব্বাহ্লাদে গ্রহণ করহ এবং এমত লোককে পরম আদর্য্য
পাত্র করিয়া মান। কেননা তিনি আমার প্রতি তোমার
দের সেবনের ত্রুটি কুলাইতে আপন প্রাণকে অবহেলা
করিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্ম প্রযুক্তে প্রায় মৃত হইলেন।—

শেষ কথা ভ্রাতৃরা পুভুতে আনন্দ করহ তোমার দিগকে তুল্য কথা পুনঃপুনঃ লেখিতে আমাকে ক্লেশ দেয় না এবং তোমারদের কারণ তাহা নিঃশঙ্ক দায়ক
২ হয়। কুক্কুরের পুতি সাবধান থাক কুকর্ম্মিরদের পুতি
৩ সাবধান থাক ছেদিবর্গের পুতি সাবধান থাক। কেননা আমরাই সৌন্নত্য ধর্ম্মী যে আত্মাতে ঈশ্বরের ভজনা করি ও য়িশু খ্রীষ্টেতে গৌরব করি ও শরীরেতে কিছু
৪ ভরসা রাখি না। তথাপি আমার শরীরেতে ভরসা হওনের অবলম্ব হইতে পারে যদি আর কেহ বুঝে যে শরীরেতে তাহার ভরসা রাখিবার অবলম্ব আছে তবে
৫ আমার অধিক হয়। অষ্টম দিবসে সুন্নত প্রাপ্ত য়িশরালী কুলেতে বেনিমনের গোত্রে উদ্ভূত এঁব্রিরদিগ হইতে এক এঁব্রি ব্যবস্থার ধর্ম্মেতে ফারিসী স্বধর্ম্মের
৬ তিতিক্ষায়। মণ্ডলীর উপদ্রবী ব্যবস্থার যাথার্থ্যেতে
৭ অনিন্দিত। কিন্তু যে২ কর্ম্ম সকল আমাকে লাভ হইয়াছিল তাহা আমি খ্রীষ্টের কারণ ক্ষতি করিয়া
৮ ৯ গণনা করিয়াছি। এবং নিঃসন্দেহ আমার পুভু য়িশু খ্রীষ্টের অত্যন্ত গুণময় পরিচয়ার্থে আমি সমস্ত বস্তু ক্ষতি করিয়া গণনা করি ও তাঁহার কারণ সকল দ্রব্যের হানি স্বীকার করিয়াছি এবং তাহা বিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করি যেন আমার খ্রীষ্ট লাভ হয় এবং আপন স্বীয় ব্যবস্থানুসারিক যাথার্থ্য না ধরিয়া খ্রীষ্টের প্রত্যয় দ্বারাতে

যাহা হয় সেই যাথার্থ্য যে প্রত্যয়যোগে ঈশ্বর হইতে
১০ হয় তাহাই প্রাপ্ত। যে তাঁহার মৃত্যুর সমত কর্‌্যা গিয়া
আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পুনরুত্থানের শক্তি ও তাঁহার
১১ দুঃখ ভুঞ্জানের সহভাগ যেন জ্ঞাত হই। যদি কোনক্রমে
আমি মৃত্যু হইতে পুনরুত্থানকে প্রাপ্ত হইতে পারি।
১২ এমত যে আমি অদ্যাপি প্রাপ্ত হইয়াছি কিম্বা অদ্যাপি
সিদ্ধ হইয়াছি সে নয় কিন্তু আমি তাঁহার পশ্চাৎ
ধাইতেছি যে যাহার কারণ আমি য়িশু খ্রীষ্টেতে ধৃত
১৩।১৪ হইয়াছি তাহাকে যেন যাইয়া ধারণ করি। হে
ভ্রাতৃরা যে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমি গণনা
করি না কিন্তু এক কথা আমি কহিতে পারি যে ৎ কর্ম্ম
সকল পশ্চাৎ ছাড়া গিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইয়া এবং অগ্র
কর্ম্মেরদিগকে আগে বাড়িয়া আমি য়িশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের
মহাআহ্বানের জিতপণ নিমিত্তে চিহ্নের নিকট ধাইয়া
১৫ যাই। অতএব আমরা যতেক জন সিদ্ধ হইয়াছি ইহার
প্রতি যেন মনোযোগ করি এবং তোমারদের মধ্যে কেহ
যদি অন্যমন হয় তবে ঈশ্বর ইহাও তোমারদিগকে
১৬ প্রকাশ করিবেন। তত্রাপি যে পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত
হইয়াছি সে পর্য্যন্ত আমরা একী বিধানানুক্রমে যেন
গতি করি আমরা একী কর্ম্ম প্রতি যেন মনোযুক্ত থাকি।
১৭ হে ভ্রাতৃরা আমার অনুগামী হও এবং যেমত আমরা
তোমারদের দৃষ্টান্ত আছি তদনুক্রমে যাহারা গতি করে

১৮ তাহারদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখ। কেননা অনেকের গতি আছে যাহারদের বৃত্তান্ত আমি তোমারদিগকে অনেক বার কহিয়াছি এবং এখন ক্রন্দনমান হইয়া
১৯ কহিতেছি যে তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের বৈরী। যাহারদের শেষ নাশ যাহারদের ঈশ্বর আপনারদের উদর যাহারদের গৌরব আপনারদের লজ্জায় ও যাহারা
২০ সাংসারিক বিষয়েতে মনোযুক্ত থাকে। কিন্তু আমার আলাপ ব্যবহার স্বর্গেতে আছে যেখান হইতে আমরা
২১ প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্ত্তার অপেক্ষা করিতেছি। যিনি সেই কারী করণ শক্তি যাহাতে তিনি সমস্ত বস্তুকে আপনার বশ করিতে পারেন তদনুক্রমে আমারদের ছার শরীরকে অন্যরূপ করিবেন যেন আপনার জ্যোতির্ময় শরীরানুরূপে নির্ম্মিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব হে আমার পরম প্রিয় ও প্রাণ তুল্য ভ্রাতৃরা আমার আনন্দ ও মুকুট এমত প্রভুতে দৃঢ় স্থির থাক
২ আমার প্রিয়েরা। আমি য়িহোদিয়াসকে কাকুতি করি এবং সিন্তখিকে কাকুতি করি যে তাহারা প্রভুতে এক
৩ মন হয়। এবং তুমি যে সত্যসহকারী আমি তোমাকেও মিনতি করি ঐ স্ত্রীগণ যে আমার সহিত মঙ্গল সমাচারের কর্ম্মেতে পরিশ্রম করিল ও ক্লেমেন্ত ও অন্য ২ আমার সহকারী যাহারদের নাম জীবনের পুস্তকে আছে

৪ তাহ্নারদের সাহার্য্য করিও। প্রভুতে সদানন্দ হও এবং
৫ পুনশ্চ আমি কহি আনন্দ করহ। তোমারদের সমতা
সকল মনুষ্যেরদের স্থানে যেন বিদিত হয় প্রভু যে
৬ সমীপে আছেন। কিছুর নিমিত্তে চিন্তিত হইও না
কিন্তু সকল বিষয়েতে স্তব স্তুতির সহিত আরাধনা ও
প্রার্থনা পূর্ব্বক তোমারদের নিবেদন ঈশ্বরের গোচর
৭ করা যাউক। এবং ঈশ্বরের শান্তি যে সকল বোধ
হইতে বাহির সে তোমারদের মন ও অন্তঃকরণ য়িশু
৮ খ্রীষ্টেতে রক্ষা করিবে। শেষ কথা ভ্রাতৃরা যে২
ব্যবহার সত্য যে২ ব্যবহার বিহিত যে২ ব্যবহার
প্রকৃত যে২ ব্যবহার নির্ম্মল যে২ ব্যবহার প্রীতিজনক
যে২ ব্যবহার সুখ্যাতান্বিত যদি কোন গুণ কিম্বা যদি
৯ কিছু প্রশংসা হয় তবে এই কথা মনে রাখ। এবং
আমাতে যে কিছু তোমরা শিখিয়াছ ও পাইয়াছ ও
শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ তাহা করিও এবং শান্তিময়
১০ ঈশ্বর তোমারদের সঙ্গে থাকিবেন। কিন্তু আমি প্রভুতে
বড়ই হৃষ্ট চিত্ত হইয়াছি যে সম্প্রতি পুনশ্চ তোমারদের
তত্ত্বাবধারণ প্রফুল্ল হইয়াছে ইহাতে তোমরা পূর্ব্বে
যত্নবান ছিলা বটে কিন্তু সংযোগের ত্রুটি হইয়াছিল।
১১ তত্রাপি আমি হীনতার বিষয়ে ইহা কহি না কেননা
যে কোন দশাতে আমি আছি তাহায় নিরাকাঙ্ক্ষিত
১২ থাকিতে আমি শিক্ষিত হইয়াছি। আমি নত হইয়া

থাকিতেও জানি এবং আমি উন্নত হইয়া থাকিতেও জানি আমি পূর্ণরূপ ভোজন করিতে এবং ক্ষুধার্ত্ত সহিতে পুচুর ধরিতে এবং ত্রুটিও ক্ষমিতে সর্ব্বত্রে
১৩ ও সকল বিষয়েতে আমি শিক্ষিত হইয়াছি। আমি সকলি করিতে পারিব য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা যিনি
১৪ আমাকে সাধ্যমান করিতেছেন। তথাপি আমার দুর্দশায় যে তোমরা উপকার করিলা সে ভাল করিলা।
১৫ কেননা হে ফিলিপীরা তোমরা ভাল জান যে মঙ্গল সমাচারের আরম্ভেতে যখন আমি মাকিদনীয়া হইতে পুস্থান করিতে উদ্যত ছিলাম তখন দেওয়া লওয়া বিষয়ে তোমরাই বিনা কোন মণ্ডলী আমার উপকার করিলেক
১৬ না। বরং তসলোনিকায় তোমরা আমার অনাটনের
১৭ কুলানার্থে পুনঃপুনঃ প্রেরণ করিলা। ইহাতে যে আমি দান চাহি তাহা নয় কিন্তু আমি তোমারদের বিষয়ে
১৮ ফল বৃদ্ধি চাহি। কেননা আমার সকল কিছু আছে এবং বাহুল্যও আছে আমি এপাফ্রদীতসের দ্বারা তোমারদের প্রেরিত সামগ্রী এক সুসৌরভ আমোদ ঈশ্বরের পরম পারিতোষিক এক মনোনীত যজ্ঞ তাহা
১৯ পাইয়া পরিপূর্ণ হইয়াছি। কিন্তু আমার ঈশ্বর আপন বৈভবের নিধিক্রমে য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমারদের
২০ সমস্ত অনাটন কুলাইয়া দিবেন। আমারদের ঈশ্বর ও পিতার প্রশংসা সদাসর্ব্বক্ষণে হউক আমেন।

২১ য়িশু খ্রীষ্টেতে পুণ্যবান প্রত্যেক জনকে নমস্কার বল যে ভ্রাতৃরা আমার সঙ্গে আছে তাহারা তোমারদিগকে
২২ নমস্কার বলে। পুণ্যবানেরা সকলি তোমারদিগকে নমস্কার দেয় কিন্তু বিশেষ মত যাহারা কাইসরের
২৩ পরিজনের মধ্যে। আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমা সকলের সঙ্গে হউক আমেন।

পাওল প্রেরিতের পত্র কলশীরদিগকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ঈশ্বরেচ্ছায় য়িশু খ্রীষ্টের প্রেরিত এবং ভাই
২ তিমোতিয়স। কলশে যে সকল য়িশু খ্রীষ্টেতে পুণ্যবান ও বিশ্বাসি ভ্রাতৃগণ থাকে তাহারদিগকে লেখে আমার দের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে তোমার
৩।৪ দের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি হউক। য়িশু খ্রীষ্টেতে তোমারদের প্রত্যয় ও পুণ্যবানেরদের প্রতি তোমার দের প্রেমের বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতাকে স্তব করিয়া তোমার
৫ দের কারণ সতত প্রার্থনা করিতেছি। সেই ভরসা প্রযুক্তে যে তোমারদের কারণ স্বর্গেতে সঞ্চিত হইয়াছে

ও যাহার বৃত্তান্ত তোমরা মঙ্গল সমাচারের সত্য
৬ বাণীতে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলা। ও যেমন সমুদায় জগতে
তেমন তোমারদের স্থানে প্রকাশ হইয়াছে ও ফলবান
হইতেছে যাদৃশ তোমারদের মধ্যে ও হয় যদবধি
তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ সত্যেতে শুনিয়াছ ও জ্ঞাত
৭ হইয়াছ। যেমত আমারদের প্রিয় সহভৃত্য এপাফ্রাস
যে তোমারদের কারণ খ্রীষ্টের বিশ্বাসী সেবক তাহার
৮ স্থানেও তোমরা অবগত হইয়াছ। সেও আমারদিগকে
৯ তোমারদের আত্মাগত প্রেম জানাইয়াছে। ইহার
কারণ আমরাও যখন শ্রবণ করিলাম তখন সেই
দিনাবধি তোমারদের কারণ প্রার্থনা করিতে ও যাচ্ঞা
নিবেদিতে নিরস্ত হই নাই যে তোমরা সকল জ্ঞান ও
আত্মিক বোধেতে তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ রূপে জ্ঞাত
১০ হও। যে তোমরা প্রভুর যোগ্যপাত্র মত সর্ব্বতোষণীয়
রূপ ব্যবহার যেন কর সকল সুক্রিয়াতে ফলবন্ত ও
১১ ঈশ্বরের জ্ঞাত হওনে বর্দ্ধমান। তাঁহার তেজোময় শক্ত্য
নুসারে প্রমোদ পূর্ব্বক সকল ক্ষান্তি ও চির সহিষ্ণুতা
১২ সাধনার্থে সকল সামর্থ্যেতে দৃঢ়তর। ঈশ্বর পিতার
ধন্যবাদেতে প্রবৃত্ত যিনি আমারদিগকে পুণ্যবানের
দের দীপ্তিস্থিত অধিকারের সহভাগার্থে উপযুক্ত পাত্র
১৩ করিয়া দিয়াছেন। ও যিনি আমারদিগকে অন্ধকারের
বশ হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রিয় পুত্রের রাজ্যেতে

১৪ উত্তীর্ণ করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার রক্তের দ্বারা
১৫ আমারদের মুক্তি অর্থাৎ পাপের ক্ষমা হইয়াছে। তিনি
অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি সমস্ত সৃষ্টির প্রথমোদ্ভব।
১৬ কেননা স্বর্গস্থ ও জগৎস্থ দৃশ্য এবং অদৃশ্য যাবৎ বস্তু
তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল কি রাজাসন কি প্রভুত্ব
প্রধানত্ব কি শাসনত্ব যাবৎ বস্তু তাঁহার দ্বারা ও
১৭ তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং তিনি সকলের
১৮ পূর্ব্বে ও তাঁহাতে সকলের স্থিতি আছে। এবং মণ্ডলী
যে শরীর তিনি তাহার মস্তক তিনি আপনি আদি ও
মৃতলোক হইতে প্রথমোদ্ভব যেন সকল বিষয়েতে
১৯ তাঁহার প্রাধান্য হয়। কেননা পিতার ইচ্ছা ছিল
২০ যে তাঁহাতে সকল পূর্ণতা অধিষ্ঠান করে। এবং তাঁহার
ক্রূশের রক্ত দিয়া সম্মিলন সাধাইয়া তাঁহার দ্বারা
জগৎস্থ বস্তু কিম্বা স্বর্গস্থ বস্তু যাবৎ বস্তুকে তাঁহারি
২১ দ্বারা যেন আপনার সঙ্গে মিলাইয়া দেন। এবং
তোমরা যে পূর্ব্ব কালে বহির্ভূত ও দুষ্কর্ম্মেতে মনের
২২ মধ্যে শত্রু ছিলা। সম্প্রতি তিনি তাঁহার মাংসিক
শরীরেতে মৃত্যুর দ্বারা তোমারদিগকে মিলাইয়া
দিয়াছেন তাহাতে যেন তিনি তোমারদিগকে আপন
গোচরে পরিষ্কৃত ও অনিন্দিত ও নির্দুষিত সাক্ষাৎ
২৩ করিয়া রাখেন। যদি তোমরা ধর্ম্মেতে স্থিরতর ও
স্থায়ী হইয়া থাক এবং মঙ্গল সমাচারের ভরসা যাহা

তোমরা শুনিয়াছ যাহা স্বর্গের নীচস্থ সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রচার হইয়াছে ও যাহাতে আমি পাওল এক সেবক হইয়া নিযুক্ত হইয়াছি তাহা হইতে বিচলিত না হও।
২৪ এখন আমি তোমারদের নিমিত্তক আপন দুঃখ ভোগেতে আনন্দ করিতেছি এবং খ্রীষ্টের ক্লেশেতে যাহা কমী আছে তাহা আমি তাঁহার শরীর অর্থাৎ
২৫ মণ্ডলীর বিষয়ে আপন দেহেতে পূরাইয়া দি। সেই মণ্ডলী যাঁহার এক সেবক আমি স্থির করা গিয়া ছিলাম ঈশ্বরের সেই নিবর্ত্তন করণের ভারানুক্রমে যে তোমারদের কারণ আমাকে দেওয়া গিয়াছিল যেন আমি
২৬ ঈশ্বরের বাণী পূর্ণরূপে প্রচার করি। সেই নিগূঢ় কথা যে কাল কালান্তরে ও পুরুষ পুরুষান্তরে গুপ্ত ছিল কিন্তু এখন তাঁহার পুণ্যবানেরদের প্রতি প্রকাশ হইয়াছে।
২৭ যাহারদিগকে ঈশ্বর এই নিগূঢ়ের মহিমার নিধি ভিন্নদেশিবর্গের মধ্যে কি তাহা জানাইতে স্থির করিলেন তাহা খ্রীষ্ট তোমারদের অন্তরে মোক্ষের
২৮ ভরসা। যাহার তত্ত্ব প্রচার করিয়া আমরা প্রতি মনুষ্যকে চেতাইয়া দি যেন আমরা প্রতি মনুষ্যকে
২৯ যিশু খ্রীষ্টেতে সিদ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ করাই। ইহাতে তাঁহার শক্তি যে আমাতে প্রবল রূপে কারী করিতেছে তদনুসারে আমি ও প্রাণ পণ করিয়া শ্রম করিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেননা আমার একান্ত ইচ্ছা যে তোমারদের কারণ ও লওদিকেয়া লোকের কারণ ও যতেক জন আমার শারীরিক বদন দেখে নাই তাহারদের কারণও আমার কিরূপ ছটফটান হয় ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও। ২ যে তাহারদের অন্তঃকরণ প্রেমেতে ও নিধিময় সুনিশ্চিত জ্ঞানেতে একত্র বান্ধা গিয়া আশ্বাসিত হয় তাহাতে ঈশ্বরের অর্থাৎ পিতার ও খ্রীষ্টের নিগূঢ় তত্ত্ব ৩ স্বীকৃত হয়। যাহাতে সমস্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের নিধি ৪ গুপ্ত আছে। এবং ইহা আমি কহিতেছি যেন কোন ৫ মনুষ্য প্রপঞ্চ কথাতে তোমারদিগকে ভুলায় না। কেননা যদিচ আমি শরীরেতে অসাক্ষাৎ হই বটে তত্রাপি আত্মাতে আমি তোমারদের সঙ্গে আছি এবং তোমারদের সুপর্য্যায়ে ও খ্রীষ্টেতে তোমারদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ৬ দেখিয়া আনন্দ করিতেছি। অতএব যেমত তোমরা য়িশু খ্রীষ্ট প্রভুকে গ্রহণ করিয়াছ সেইমত তাঁহাতে ৭ গতি করহ। তাঁহাতে মূল বান্ধিয়া ও উপরে গ্রথিত হইয়া এবং ধর্ম্মেতে যেমত শিক্ষিত হইয়াছ তদনুক্রমে ৮ স্থায়ী হইয়া তাঁহার সংস্তবে বাড়িতে থাক। সাবধান যে কোন মনুষ্য জ্ঞানাদি বিদ্যাতে ও বৃথা কল্পনাতে তোমারদিগকে লুটিয়া লয় না সে সকল বিষয় মনুষ্যেরদের পারম্পর্য্য শিক্ষানুক্রমে জগতের সূত্রানু

৯ সারে কিন্তু খ্রীষ্টানুসারে নহে। কেননা তাঁহাতে ঈশ্বরত্বের সম্যক পূর্ণতা মূর্ত্তিমান হইয়া বাস করিতেছে।
১০ এবং তিনি যিনি সমস্ত প্রাধান্য ও পরাক্রমের মস্তক
১১ আছেন তাঁহায় তোমরা সিদ্ধ আছ। এবং তাহাতে ও তোমরা খ্রীষ্টের সুন্নতে শারীরিক পাপের দেহ খসাইয়া
১২ ফেলিয়া অহস্তকৃত সৌন্নত্যে সুন্নতীকৃত হইয়াছ। ও তাঁহার সঙ্গে বাপ্‌টাইজিত হওয়াতে গাড়া গিয়া তাহায় তাঁহার মৃত্যু হইতে উত্থান কর্ত্তা ঈশ্বরের কারী করণ শক্তির প্রত্যয়েতে তোমরা তাঁহার সঙ্গে উত্থিতও
১৩ হইয়াছ। এবং তোমরা যে স্বপাপেতে ও স্বীয় শরীরের অসৌন্নত্যেতে মৃত ছিলা তিনি তোমারদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া তাঁহার সঙ্গে তোমারদিগকে
১৪ জীয়াইয়াছেন। এবং সেই বিধানের লিখন যে আমার দের বিরুদ্ধে ছিল তাহা আমারদের বিষয়ে মিটাইয়া দিয়া তাঁহার ক্রুশের উপর ঠুঁকিয়া দিয়া দূরকরিয়া
১৫ ছেন। এবং প্রধান পদ ও শাসনপদস্থেরদিগকে লুটপুট করিয়া তাহাতেই তাহারদের উপর জয়জয়কার করিয়া তাহারদিগকে কৌতুক নিমিত্তে প্রকাশমান করিলেন।
১৬ অতএব ভক্ষ্য দ্রব্যকি পেয় দ্রব্য কিম্বা পর্ব্ব কিম্বা নবীন চন্দ্র কিম্বা বিশ্রামবার এসকলের বিষয়ে কেহ
১৭ তোমারদিগকে বিচার না করুক। এসকল ভাবী কর্ম্মের
১৮ প্রতিছায়া বটে কিন্তু মূর্ত্তি খ্রীষ্টের। কাহাকে স্বেচ্ছাকৃত

নম্রতায় ও স্বর্গীয় দূতগণের পূজায় তোমারদিগকে স্বপ্রতিফল বঞ্চিত করিতে দেও না সে আপন শারীরিক মনেতে ব্যর্থমত গর্ব্বিত হইয়া যাহা দেখে নাই
১৯ তাহাতেই প্রবিষ্ট হয়। এবং মস্তক যাহা হইতে সমুদায় শরীর গিরা রগাদিতে আয়োজিত ও সংযোজিত হইয়া ঈশ্বরের বৃদ্ধিতে বাড়িতেছে তাহাকে
২০ ধারণ করে না। অতএব যদি তোমরা জগতের সূত্রের প্রতি খ্রীষ্টের সহিত মৃত হইলা তবে জগতের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিলে যাদৃশ হয় তাদৃশ এ সকল বিধানের
২১ অনুগত কেন হও। যে ছুঁইও না চাকিও না হাতে
২২ ধরিও না। যাহার সমূহ মনুষ্যেরদের উপদেশ ও শিক্ষানুক্রমে ব্যবহারেতে ব্যত্যয় পাইয়া ক্ষয় নিমিত্ত
২৩ হয়। সে সকল স্বেচ্ছিত পূজায় ও নম্রতায় ও শারীরিক তপস্যায় ও দেহের তর্পণাবজ্ঞায় জ্ঞানরূপ দেখায় বটে।

তৃতীয় অধ্যায়

অতএব যদি তোমরা খ্রীষ্টের সহিত উত্থিত হইয়াছ তবে যে বস্তু উর্দ্ধেতে আছে যেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন তাহার অনুসন্ধান
২ করহ। উর্দ্ধস্থিত বস্তুর প্রতি মনোযোগ কর জগৎস্থ বস্তুর
৩ প্রতি নহে। কেননা তোমরা মৃত হইলা এবং তোমার
৪ দের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত আছে। যখন খ্রীষ্ট আমারদের জীবন প্রকাশিত হইবেন তখন

তোম্রা তাঁহার সহিত মোক্ষেতে প্রকাশমান হইবা।
৫ অতএব তোমারদের জগৎস্থ ইন্দ্রিয়াদি সকল দমন করিয়া রাখ ইহার মধ্যে বেশ্যাগমন মলক্রিয়া অতিবাদ স্নেহ কুলোভ এবং লালসা যে প্রতিমা
৬ পূজাবৎ আছে। যাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের কোপানল অনাজ্ঞাবহ সন্তানেরদের উপর আসিয়া পড়ে।
৭ যাহারদের মধ্যে তোমরাও এক সময়ে গতি করিলা যখন তাহারদের মধ্যে তোমারদের অবস্থিতি ছিল।
৮ কিন্তু সম্প্রতি তোমরা রাগ রোষ দ্বেষ কুৎসাবাক্য কদর্য্যালাপ এই সকল ও আপনারদের মুখ হইতে
৯ পরিত্যাগ করহ। এবং তোমরা অন্যোন্যেতে মিথ্যা কথাও কহিও না কেননা তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে
১০ স্বস্বকর্ম্মেতে খসাইয়া ফেলিয়াছ। এবং নূতন মনুষ্য যে তাঁহার সৃষ্টি কর্ত্তার স্বরূপানুক্রমে জ্ঞানেতে নবীন হইয়াছে তাহাকে তোমরা পরিধান করিয়াছ।
১১ যেখানে য়ুনানীও নাই য়িহোদীও নাই সৌন্নত্যও নাই অসৌন্নত্যও নাই গুঁয়ার স্কুতি বন্ধ মুক্তও নাই কিন্তু
১২ খ্রীষ্ট সর্ব্বাসর্ব্বেতেই। অতএব ঈশ্বরের মনোনীত পুণ্যবান ও প্রিয়লোক হইয়া যেমত উচিত হয় সকরুণ দয়া ও কোমলতা ও অন্তঃকরণের নম্রতা ও
১৩ ধীরতা ও চির সহিষ্ণুতাকে পরিধান করহ। এবং কোন মনুষ্যের সঙ্গে যদি কাহার কিছু বাদ থাকে

তবে পরস্পর ধৈর্য্য ও পরস্পর ক্ষমা করা যাউক যেমত খ্রীষ্ট তোমারদিগকে অমনি ক্ষমা করিলেন
১৪ সেইমত তোমরাও কর। এবং এ সকলের উপর প্রেম
১৫ যাহা সিদ্ধির বন্ধন তাহা পরিধান কর। ও তোমারদের মনেতে ঈশ্বরের শান্তি অধিকার করুক যাহার নিমিত্তে তোমরা এক শরীরেতে আহূত ও হইয়াছ
১৬ এবং স্তাবক হও। তোমারদের মনেতে ধর্ম্মপ্রসাদ রাখিয়া প্রভুর প্রতি সংকীর্ত্তন করিয়া ভজনগীত ও স্তব গীত ও পরমার্থিক গীত গানেতে পরস্পর শিক্ষাইতে ও চেতাইতে প্রবৃত্ত হইয়া খ্রীষ্টের বাণী সর্ব্ব বুদ্ধিতে
১৭ তোমারদের অভ্যন্তরে পুষ্করূপে থাকুক। এবং তাঁহার দ্বারা ঈশ্বর পিতাকে স্তব করিয়া যে কিছু তোমরা কর কিবা কথায় কিবা ক্রিয়ায় সমস্তই প্রভু যিশুর
১৮ নামেতে করহ। হে স্ত্রীরা তোমরা আপনারদের নিজ ২ স্বামিরদের বশীভূতা হও যেমত প্রভুতে উচিত হয়।
১৯ হে স্বামিরা তোমারদের স্ত্রীরদিগকে স্নেহ কর ও তাহার
২০ দের প্রতি কটু হইওনা। হে ছাওয়ালেরা তোমরা সকল বিষয়েতে আপনারদের পিতা মাতারদিগের আজ্ঞাবহ
২১ হও কেননা ইহা প্রভুর অতি তোষণীয় হয়। হে পিতৃরা তোমারদের ছাওয়ালেরদিগকে রোষাইও না যেন
২২ তাহারা মনোভঙ্গ না হয়। হে ভৃত্যেরা তোমারদের শারীরানুসারিক কর্ত্তারদিগের সকল বিষয়ে আজ্ঞা

কারী হও দৃষ্টি সেবাতে মনুষ্যেরদের মন যোগানের
দের মত নহে কিন্ত ঈশ্বরভীত হইয়া অন্তঃকরণের
২৩ সরলতায়। এবং যে কোন কর্ম্মেতে তোমরা পুবর্ত্ত হও
তাহা মনুষ্যেরদের ভাবে না করিয়া পুভুর ভাবেতে
২৪ সমনে কর। কেননা তোমরা পুভু হইতে উত্তরা
২৫ ধিকারের পুতিফল পাইবা ইহা জ্ঞাত আছ। কিন্ত
যে জন অসঙ্গত করে সে আপন কৃত অসঙ্গতানুসারে
ফল পুাপ্ত হইবে এবং তথায় ব্যক্তির ভিন্নভাব নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

হে কর্ত্তারা তোমারদের ও এক কর্ত্তা স্বর্গেতে আছেন
ইহা জানিয়া স্বকীয় ভৃত্যেরদিগকে যাহা ন্যায় ও
২ পুকৃত তাহা করহ। সস্তবেতে পুার্থনায় সচকিত
৩ হইয়া অবিরত থাকহ। তাহার মধ্যে আমারদের
কারণও পুার্থনা করহ যে খ্রীষ্টের নিগূঢ় তত্ত্ব যাহার
বিষয়ে আমি বন্ধনে আছি তাহা কহিতে ঈশ্বর আমার
দের কারণ এক উক্তি করিবার দ্বার যেন খুলিয়া দেন।
৪ যেন আমি আপন কহিবার উচিত মতে তাহা ব্যক্ত
৫ করিয়া দি। তোমরা সময় বাঁচাইয়া রাখিয়া বহির্ভূত
৬ লোকের পুতি সবুদ্ধিতে গতি করহ। তোমারদের
আলাপ লবণে স্বাদযুক্ত হইয়া সতত অনুগ্রহ পূর্ব্বক
হউক যে পুতি মনুষ্যকে তোমারদের কিরূপ পুত্যুত্তর
৭ দেওনের উচিত হয় তাহা যেন জ্ঞাত হও। আমার

মঙ্গলাদি বৃত্তান্ত টিখিকস এক প্রিয় ভ্রাতা ও প্রভুতে বিশ্বাসী সেবক ও সহভৃত্য তোমারদিগকে জানাইবেক।

৮ তাহাকে আমি তোমারদের নিকট এই বিষয়েতেই পাঠাইয়াছি যে সে তোমারদের গতি যেন জ্ঞাত হয়

৯ এবং তোমারদের মন সুশান্ত করে। ওনিসিমস এক বিশ্বাসী ও প্রিয় ভ্রাতা যে তোমারদের মধ্যকার এক লোক সে সঙ্গে আছে তাহারা এখানকার সকল গতিক

১০ তোমারদিগকে জ্ঞাত করাইবেক। আরিষ্টার্খস আমার সহবন্দী তোমারদিগকে নমস্কার বলে এবং বার্ণবার ভাগিনেয় মার্কস যাহার বিষয়ে তোমরা আদেশ পাইয়াছ যদি সে আইসে তবে তাহাকে তোমরা গ্রহণ

১১ করহ। এবং যিশু যাহাকে যষ্টস করিয়া বলে ইহারাই কেবল সৌন্নত্যের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যেতে আমার সহকারী হইয়া আমার সন্তোষজনক হইয়াছে।

১২ এপফ্রাস যে তোমারদের মধ্যে এক জন যিশু খ্রীষ্টের সেবক তোমারদিগকে নমস্কার বলে সে সতত তোমারদের কারণ স্বপ্রার্থনায় একান্ত যাচমান আছে যে তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত অনুমতিতে সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইয়া যেন

১৩ স্থির থাক। কেননা আমি তাঁহার সাক্ষী আছি যে তোমারদের কারণ এবং লাওদিকেয়া ও হিয়রাপলিসী লোকের কারণ তাঁহার বড়ই মনোনিবেশ আছে।

১৪ প্রিয় চিকিৎসক লূক ও দেমস তোমারদিগকে নমস্কার

১৫ বলে। লাওদিকেয়াস্থিত ভ্রাতৃগণ ও নম্ফাস ও তাহার
১৬ ঘরস্থ মণ্ডলীকে নমস্কার বলিও। এবং এই পত্র তোমার
দের মধ্যে পঠিত হইলে পরে লাওদিকেয়া মণ্ডলীর
প্রতি তাঁহার অধ্যয়ন করাও ও লাওদিকেয়া হইতে যে
১৭ পত্র তাহা তোমরাও পাঠ করহ। এবং আর্খিপসকে
বল যে সেবার ভার তুমি প্রভুতে পাইয়াছ তাঁহার
প্রতি সচেষ্ট হইয়া থাক তাহা যেন তুমি সম্পন্ন করহ।
১৮ আমা পাওলের আপনার নিজ হস্তে নমস্কার আমার
বন্ধন স্মরণে রাখ তোমারদের সঙ্গে অনুগ্রহ থাকুক।
আমেন।

পাওল প্রেরিতের প্রথম পত্র তসলোনীরদিগকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ও সল্‌বানস ও টিমোতিয়স তসলোনীরদের
মণ্ডলী যে ঈশ্বর পিতা ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্টেতে আছে
তাহাকে লেখে তোমারদের প্রতি আমারদের পিতা ঈশ্বর
২ ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি হউক। আমরা
আপনারদের প্রার্থনার মধ্যে তোমারদের উক্তি করিয়া
তোমা সকলের কারণ ঈশ্বরকে সতত স্তব করিতেছি।

৩।৪ কেননা হে প্রিয় ভ্রাতৃরা তোমারদের ঈশ্বরেতে বাঞ্ছিত হওয়া জ্ঞাত হইয়া আমারদের ঈশ্বর অর্থাৎ পিতার গোচরে তোমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়ের কর্ম্ম ও প্রেমের শ্রম ও ভরসার সহিষ্ণুতা অনবরতে স্মরণ
৫ করিতেছি। কেননা আমারদের মঙ্গল সমাচার তোমারদের স্থানে কেবল কথাতে আইল না কিন্তু শক্তিতে ও ধর্ম্মাত্মাতে ও বহু নিশ্চয় প্রমাণেতে তাহাতে আমরা তোমারদের মধ্যে তোমারদের হেতু কি প্রকার মনুষ্য
৬ ছিলাম তাহা তোমরা ভাল মত জানহ। এবং তোমরা ধর্ম্মাত্মার আনন্দের সহিত বহু দুঃখেতে বাণীকে গ্রহণ করিয়া আমারদের ও প্রভুর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলা।
৭ তাহাতে তোমরা মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশস্থ সকল
৮ বিশ্বাসি লোকের দৃষ্টান্ত ছিলা। কেননা তোমারদিগ হইতে প্রভুর বাণীর ধ্বনি বাহিরাইল কেবল মাকিদনিয়া ও আখায়ায় নহে কিন্তু সর্ব্বত্র তোমারদের প্রত্যয় ঈশ্বরের প্রতি এমত রটনা হইল যে আমারদের কিছু
৯।১০ কহিবার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা আপনারাই আমারদের বিষয়ে জ্ঞাপন করাইতেছে যে তোমারদের মধ্যে আমারদের কিরূপ প্রবেশ হইয়াছিল এবং যে জীবমান ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে ও তাঁহার পুত্র যাঁহাকে তিনি মৃত্যু হইতে উঠাইয়াছেন অর্থাৎ য়িশু যিনি আমারদিগকে আগত কোপ হইতে রক্ষা

ঈরিতেছেন তাঁহার স্বর্গ হইতে আগমনের অপেক্ষা থাকিতে তোমরা কিমতে বিগ্রহাদি হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেননা হে ভ্রাতৃরা তোমরা আপনারাই জান যে আমারদের প্রবেশ তোমারদের মধ্যে নিরর্থক ছিল না।
২ কিন্তু যখন আমরা পূর্ব্বে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম এবং ফিলিপিতে বড় দৌরাত্ম্য ব্যবহার পাইয়াছিলাম যেমত তোমরা জ্ঞাত আছ তবেই আমরা অনেক বাদানুবাদে তোমারগিদকে ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার
৩ কহিতে আপনারদের ঈশ্বরে সাহসী ছিলাম। কেননা আমারদের উপদেশ প্রবঞ্চনাতে কিম্বা মল ক্রিয়াতে
৪ কিম্বা চাতুর্য্যেতে ছিল না। কিন্তু যেমত আমারদের স্থানে মঙ্গল সমাচারের গচ্ছিত হওনের কারণ আমরা ঈশ্বরেতে গ্রাহ্য পাত্র গণিত ছিলাম সেইমত আমরা কথা কহিতেছি মনুষ্যেরদিগকে তোষাইবার মত নহে কিন্তু ঈশ্বর যিনি আমারদের অন্তঃকরণে পরীক্ষা
৫ করেণ তাঁহাকে। এবং আমরা কোন সময়ে মনোরঞ্জক কথার কিম্বা লোভের বাহানা কথার ব্যাপার করি নাই
৬ যেমত তোমরা জানহ ঈশ্বর সাক্ষী আছেন। এবং মনুষ্যেরদের স্থানে কিম্বা তোমারদের স্থানে কিম্বা অন্যেরদের স্থানে আমরা গৌরবের প্রয়াস করিলাম

না তথাপি খ্রীষ্টের প্রেরিত হইয়া আমরা ব্যয়ব্যসনের
৭ ভার দিতে পারিতাম। কিন্তু ধাত্রী যাদৃশ আপনার
শিশুরদিগকে লালনপালন করে তাদৃশ আমরা তোমার
৮ দের মধ্যে কোমল ছিলাম। তদ্মত তোমারদের প্রতি
আমারদের মায়াবৎ স্নেহ হইলে আমরা তোমার
দিগকে ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার ছাড়া বরঞ্চ আপনার
দের জীবকে ও দিতে স্বেচ্ছিত ছিলাম কেননা তোমরা
৯ আমারদের প্রাণ তুল্য ছিলা। কেননা ভ্রাতৃরা হে আমার
দের পরিশ্রম ও প্রযত্ন তোমারদের স্মরণে আছে যে
তোমারদের কোন জনের ব্যয়ভার যেন না দি আমরা
দিবা রাত্রি শ্রম করিয়া তোমারদিগকে ঈশ্বরের মঙ্গল
১০ সমাচার প্রচার করিলাম। তোমরা এবং ঈশ্বরও
সাক্ষী আছেন যে আমারদের ব্যবহার কিরূপ তোমা
প্রত্যয়িলোকের মধ্যে শুদ্ধ ও প্রকৃত ও অনিন্দ্য ছিল।
১১ সেই মতও তোমরা জ্ঞাত আছ যে পিতা যাদৃশ আপন
ছাওয়ালেরদিগকে দেন তাদৃশ আমরা তোমারদের
প্রত্যেক জনকে প্রবোধ ও আশ্বাস ও উপদেশ দিলাম।
১২ যে ঈশ্বর যিনি তোমারদিগকে আপন রাজ্য ও বৈভবের
মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার যোগ্য মত আচরণ
১৩ যেন কর। ইহার কারণও আমরা ঈশ্বরকে অনবরত
ধন্যবাদ করিতেছি যে তোমরা যখন আমারদের
প্রমুখাৎ ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিলা

তখন তোমরা মনুষ্যেরদের বাক্য জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিলা না কিন্তু যেমন সত্যেই আছে ঈশ্বরেরি বাণী যাহা তোমা প্রত্যয়িসকলের মধ্যে সফলকারী
১৪ করিতেছে। কেননা ভ্রাতৃরা হে তোমরা ঈশ্বরের মণ্ডলী সকল যে যিশু খ্রীষ্টে য়িহোদা দেশে আছে তাহারদের পশ্চাদ্গামী হইলা কেননা তোমরা আপনারদের স্বদেশি লোক হইতে সেইমত দুঃখ পাইয়াছ যে
১৫ তাহারা য়িহোদী লোক হইতে পাইয়াছিল। যাহারা প্রভু য়িশু ও আপনারদের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ উভয়েরদিগকে বধ করিল এবং আমারদিগকে ও তাড়না করিয়াছে পরন্ত তাহারা ঈশ্বরের তুষ্টি করে না এবং
১৬ সকল মনুষ্যেরদের বিরুদ্ধে আছে। নিরন্তর আপনারদের পাপ সম্পূর্ণ করিতে ভিন্নদেশিবর্গের পরিত্রাণ যাহাতে হয় এমত কথা তাহারদিগকে কহিতে তাহারা
১৭ আমারদিগকে নিষেধ করে। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমরা মনেতে নয় কিন্তু শরীরেতে তোমারদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কাল বিভিন্ন হইলে তোমারদের মুখ দেখিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত হইয়া তাহার চেষ্টা যথাসাধ্যেতে
১৮ করিলাম। অতএব আমরা বরং আমি যে পাওল এক বার দুই বার তোমারদের নিকটে আসিতে ইচ্ছা করিলাম কিন্তু শয়তান আমারদিগকে রোধন করিল।
১৯ কেননা আমারদের ভরসা কিআনন্দ কিম্বা আনন্দের ও

মুকুট বা কি তোমরাই নাকি আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের দর্শন সময়ে তাঁহার সাক্ষাতে সেই নহ।
২০ অবশ্য তোমরাই আমারদের গৌরব ও আনন্দ।

তৃতীয় অধ্যায়

অতএব আর ধৈর্য্য করিতে না পারিয়া আমরা আতেনসে একাকী ছাড়া যাইতে স্বীকৃত হইলাম।
২ এবং আমারদের ভাই ও ঈশ্বরের সেবক ও য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচারেতে আমারদের সহকারি টিমোতিয়সকে তোমারদের প্রত্যয়ের বিষয়েতে তোমার দিগকে দৃঢ় করিতে ও আশ্বাস দিতে প্রেরণ করিলাম।
৩ এসকল ক্লেশেতে কোন মনুষ্য যেন অস্থির না হয় কেননা তোমরা আপনারাই জান যে তাঁহার কারণ
৪ আমরা নিযুক্ত ছিলাম। কেননা যখন আমরা তোমার দের সঙ্গে ছিলাম তখনি আমরা তোমারদিগকে কহিলাম যে আমরা ক্লেশ পাইব যেমত তাহা ঘটিয়াছে এবং
৫ তোমরা জান। ইহার কারণ আমি আর ধৈর্য্য করিতে না পারিয়া তোমারদের বিশ্বাস জানিতে পাঠাইলাম যে কি জানি পরীক্ষক কোনক্রমে তোমারদিগকে ভুলাইয়া বা থাকে ও তাহাতে আমারদের শ্রম নিরর্থক বা হয়।
৬ কিন্তু এখন টিমোতিয়স তোমারদের নিকট হইতে আমারদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমারদের প্রত্যয় প্রেমের সুসমাচার এবং যেমত তোমারদের দর্শন পাইতে

আমারদের আকাঙ্ক্ষা আছে সেইমত আমারদের দর্শন পাইতে তোমরা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত হইয়া সতত আমারদিগকে মনে রাখিতেছ এই সুসমাচার আনিলে
৭ হে ভ্রাতৃরা ইহাতে আমরা আপনারদের সমস্ত ক্লেশে ও কষ্টেতে তোমারদের প্রত্যয়ের দ্বারা তোমারদের বিষয়ে
৮ সান্ত্বনা পাইলাম। কেননা সম্প্রতি আমরা জীয়া থাকি
৯ যদি তোমরা প্রভুতে দৃঢ়স্থির থাক। কেননা তোমারদের বিষয়ে যে সকল আনন্দে আমরা আপনারদের ঈশ্বরের গোচরে আনন্দিত হই ইহাতে আমরা তোমারদের কারণ
১০ ঈশ্বরকে কি স্তব করিব। তোমারদের মুখ দেখিতে ও তোমারদের প্রত্যয়ের ত্রুটি পূরাইতে দিবারাত্রি একান্ত
১১ রূপ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত আছি। যে ঈশ্বর আপনি আমারদের পিতা ও আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আমারদের পথ তোমারদের নিকটে যেন সুগম
১২ করেন। এবং প্রভু তোমারদের প্রেম পরস্পর এবং সকলেরদিগকে যেন বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত করাণ যেমত
১৩ আমারদের প্রেম তোমারদের প্রতিও আছে। যে তোমারদের অন্তঃকরণ সদৃঢ় হইয়া যখন আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আপন সকল পুণ্যবানেরদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিবেন তখন ঈশ্বর আমারদের পিতার গোচরে তোমরা পবিত্রতায় অনিন্দ্য যেন থাক।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব হে ভ্রাতৃরা অবশেষ কথা এই আমরা তোমারদিগকে মিনতি করি ও বুঝাইয়া দি যে আমার দিগ হইতে যেমত শিক্ষিত হইয়াছ কিরূপ আচরণ ও ঈশ্বরের সন্তোষ করণ তোমারদের কর্ত্তব্য আছে তদনুক্রমে তোমরা আর আরো বিস্তার মত করিবা।
২ কেননা আমরা প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের প্রহে তোমারদিগকে কিরূপ আজ্ঞা দিলাম তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ।
৩ কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমারদের পরিষ্কৃত হওয়া যে
৪ তোমরা পরদার হইতে ত্যজ্যমান থাক। যে তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ আধারকে পবিত্রতায় ও সম্মানেতে
৫ রক্ষা করিতে জান। এবং ঈশ্বরকে অজ্ঞাত ভিন্নদেশি
৬ বর্গের মত কামাভিলাষের লালসাতে নহে। যে কোন বিষয়েতে কেহ আপন ভ্রাতাকে ধূর্ত্তাম ও ঠগাম না করে কেননা ঈশ্বর এমন লোক সকলের সমুচিত ফলদাতা আছেন যেমত আমরা তোমারদিগকে অগ্রে
৭ কহিলাম ও প্রমাণ দিলাম। কেননা ঈশ্বর আমার দিগকে মলাচারেতে আহ্বান করেন নাই কিন্তু পবিত্র
৮ আচরণার্থে। অতএব যে ব্যক্তি অবহেলা করে সে মনুষ্যকে অবহেলা করে না কিন্তু ঈশ্বরকে যিনি আমার
৯ দিগকে আপন ধর্ম্মাত্মা দিয়াছেন। কিন্তু ভ্রাতৃক প্রেম বিষয়ে আমার লেখনে তোমারদের আবশ্যক নাই

কেমনা তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে আপনারাই
১০ ঈশ্বরে শিক্ষিত হইয়াছ। এবং তোমরা সমস্ত মাকিদনিয়া
বস্থিত ভ্রাতৃগণ সকলেরদিগকে তাহাই করিতেছ বটে
কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমরা তোমারদিগকে মিনতি করি যে
১১ তোমরা আর আরো বিস্তার মত করিবা। এবং যেমত
আমরা তোমারদিগকে আজ্ঞা দিলাম তদনুক্রমে ক্ষান্ত
থাকিতে ও আপন ২ কর্ম্ম কার্য্য করিতে ও স্বহস্তে শ্রম
১২ করিতে তোমারদের মনোভীষ্ট যেন হয়। যে বহির্ভূত
লোকেরদের প্রতি তোমরা বিশিষ্ট রূপে গতি কর ঐ
১৩ কিছুতে যেন তোমারদের ত্রুটি না হয়। কিন্তু হে
ভ্রাতৃরা নিদ্রাগত জনের বিষয়ে তোমারদের অজ্ঞাত
থাকা আমার ইচ্ছা নহে যে তোমরা অন্য ২ ভরসা
১৪ রহিত লোকের মত শোক বিলাপ না কর। কেননা
যদি আমরা প্রত্যয় করি যে য়িশু মরিলেন ও পুনরায়
উঠিলেন তবে যাহারা য়িশুতে নিদ্রিত হয় তাহার
দিগকে ঈশ্বর সেই প্রকারে তাঁহার সঙ্গে আনয়ন
১৫ করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর বাণীতে ইহা তোমার
দিগকে কহি যে আমরা যে প্রভুর আগমন কালে
জীবমান থাকিব আমরা নিদ্রিত জনেরদিগকে বাধা
১৬ করিব না। কেননা প্রভু আপনি স্বধ্বনিতে ও সর্ব্ব
প্রধান দূতের নাদেতে ও ঈশ্বরের রণশিঙ্গার শব্দেতে স্বর্গ
হইতে নামিবেন পরে খ্রীষ্টেতে যে সকল মৃত হয়

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব হে ভ্রাতৃরা অবশেষ কথা এই আমরা তোমারদিগকে মিনতি করি ও বুঝাইয়া দি যে আমার দিগ হইতে যেমত শিক্ষিত হইয়াছ কিরূপ আচরণ ও ঈশ্বরের সন্তোষ করণ তোমারদের কর্ত্তব্য আছে তদনুক্রমে তোমরা আর আরো বিস্তার মত করিবা।
২ কেননা আমরা প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের প্রস্থে তোমারদিগকে কিরূপ আজ্ঞা দিলাম তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ।
৩ কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা তোমারদের পরিষ্কৃত হওয়া যে
৪ তোমরা পরদার হইতে ত্যজ্যমান থাক। যে তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ আধারকে পবিত্রতায় ও সম্মানেতে
৫ রক্ষা করিতে জান। এবং ঈশ্বরকে অজ্ঞাত ভিন্নদেশি
৬ বর্গের মত কামাভিলাষের লালসাতে নহে। যে কোন বিষয়েতে কেহ আপন ভ্রাতাকে ধূর্ত্তাম ও ঠগাম না করে কেননা ঈশ্বর এমন লোক সকলের সমুচিত ফলদাতা আছেন যেমত আমরা তোমারদিগকে অগ্রে
৭ কহিলাম ও প্রমাণ দিলাম। কেননা ঈশ্বর আমার দিগকে মলাচারেতে আহ্বান করেন নাই কিন্তু পবিত্র
৮ আচরণার্থে। অতএব যে ব্যক্তি অবহেলা করে সে মনুষ্যকে অবহেলা করে না কিন্তু ঈশ্বরকে যিনি আমার
৯ দিগকে আপন ধর্ম্মাত্মা দিয়াছেন। কিন্তু ভ্রাতৃক প্রেম বিষয়ে আমার লেখনে তোমারদের আবশ্যক নাই

কেমনা তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে আপনারাই
১০ ঈশ্বরে শিক্ষিত হইয়াছ। এবং তোমরা সমস্ত মাকিদনিয়া
বস্থিত ভ্রাতৃগণ সকলেরদিগকে তাহাই করিতেছ বটে
কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমরা তোমারদিগকে মিনতি করি যে
১১ তোমরা আর আরো বিস্তার মত করিবা। এবং যেমত
আমরা তোমারদিগকে আজ্ঞা দিলাম তদনুক্রমে ক্ষান্ত
থাকিতে ও আপন ২ কর্ম্ম কার্য্য করিতে ও স্বহস্তে শ্রম
১২ করিতে তোমারদের মনোভীষ্ট যেন হয়। যে বহির্ভূত
লোকেরদের প্রতি তোমরা বিশিষ্ট রূপে গতি কর ও
১৩ কিছুতে যেন তোমারদের ত্রুটি না হয়। কিন্তু হে
ভ্রাতৃরা নিদ্রাগত জনের বিষয়ে তোমারদের অজ্ঞাত
থাকা আমার ইচ্ছা নহে যে তোমরা অন্য ২ ভরসা
১৪ রহিত লোকের মত শোক বিলাপ না কর। কেননা
যদি আমরা প্রত্যয় করি যে য়িশু মরিলেন ও পুনরায়
উঠিলেন তবে যাহারা য়িশুতে নিদ্রিত হয় তাহার
দিগকে ঈশ্বর সেই প্রকারে তাঁহার সঙ্গে আনয়ন
১৫ করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর বাণীতে ইহা তোমার
দিগকে কহি যে আমরা যে প্রভুর আগমন কালে
জীবমান থাকিব আমরা নিদ্রিত জনেরদিগকে বাধা
১৬ করিব না। কেননা প্রভু আপনি স্বধ্বনিতে ও সর্ব্ব
প্রধান দূতের নাদেতে ও ঈশ্বরের রণশিঙ্গার শব্দেতে স্বর্গ
হইতে নামিবেন পরে খ্রীষ্টেতে যে সকল মৃত হয়

১৭ তাহারা প্রথম উঠিবে। তখন আমরা যে জীবমান থাকিব আমরা শূন্যেতে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাহারদের সহিত মেঘের উপর আকর্ষিত হইব ও সেইমত আমরা সদাসর্ব্বক্ষণে প্রভুর সঙ্গে থাকিব।
১৮ অতএব এই বাক্যেতে তোমরা পরস্পর অন্যোন্যের সান্ত্বনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কিন্তু কাল সময়ের বিষয়ে হে ভ্রাতৃরা আমার
২ লেখনে তোমারদের কিছু আবশ্যক নাই। কেননা তোমরা আপনারাই নিশ্চয় জান যে প্রভুর দিন যাদৃশ
৩ রাত্রির মধ্যে চোর তাদৃশ আসিবে। কেননা যখন তাহারা মঙ্গল ও নির্ব্বিঘ্ন বলিবে তখন গর্ব্ভবতী স্ত্রীর প্রসব বেদনা যেরূপ হয় সেরূপেই তাহারদের উপর সর্ব্ব নাশ অকস্মাৎ আসিয়া পড়িবে এবং তাহারা বাঁচিবেক
৪ না। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা তোমরা তো অন্ধকারের মধ্যে নহ যে সেই দিন চোরের সদৃশ তোমারদের উপর আসিয়া
৫ পড়ে। তোমরা তো সকলি দীপ্তির সন্তান ও দিনের সন্তান আমরা রাত্রির কিম্বা অন্ধকারের লোক নহি।
৬ অতএব আমরা অন্যেরদের মত নিদ্রা না করি কিন্তু
৭ সচেতন ও সজ্ঞান যেন থাকি। কেননা যাহারা নিদ্রাভোগ করে তাহারা রাত্রির মধ্যে নিদ্রা করে ও যাহারা মাতাল হয় তাহারা রাত্রি সময়ে মত্ত হয়।

৮ কিন্তু আমরা যে দিবসীয় লোক আমরা প্রত্যয় ও প্রেমের বুকপাটা এবং টোপরের কারণ ত্রাণের ভরসা
৯ পরিধান করিয়া সজ্ঞান যেন থাকি। কেননা ঈশ্বর আমারদিগকে কোপের কারণ নিযুক্ত করেন নাই কিন্তু ত্রাণ প্রাপ্তি করিবার কারণ আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের
১০ দ্বারা। যিনি আমারদের কারণ মরিলেন যেন আমরা তাঁহার সঙ্গে একত্রে জীয়া থাকি কিবা জাগ্রৎ কিবা
১১ নিদ্রিত হই। অতএব পরস্পর সান্ত্বনা ও অন্যোন্যের ধর্ম্ম বৃদ্ধি করহ ও সেইমত তোমরা করিতেছ বটে।
১২ কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমরা তোমারদিগকে প্রার্থনা করি যে তোমারদের মধ্যে যাহারা শ্রম করে ও প্রভুতে তোমারদের উপর অধ্যক্ষ হয় ও তোমারদিগকে চেতাইয়া দেয় তাহারদিগকে তোমরা যেন জানিয়া
১৩ থাক। এবং তাহারদের কর্ম্ম প্রযুক্তে তাহারদিগকে সপ্রেমে অতি আদরীয় করিয়া মান আর পরস্পর
১৪ মিলিয়া থাক। পরন্তু ভ্রাতৃরা আমরা তোমারদিগকে উপদেশ দি যে ক্রমব্যত্যয়ি জনেরদিগকে চেতাইয়া দেও অশক্তমতিরদিগকে আশ্বাস দেও দুর্ব্বলজনেরদের
১৫ সহায় হও সকলেরদিগকে চির সহিষ্ণুতা কর। সাবধান যে মন্দের কারণ কেহ কাহাকে মন্দ না করে কিন্তু আপনারদের মধ্যে পরস্পর এবং সকল মনুষ্যেরদের প্রতি যাহা ভাল হয় তাহার অনুসন্ধান সতত করহ।

১৬।১৭ তোমরা সর্ব্বদা আনন্দিত হও। অনবরত প্রার্থনা
১৮ কর। সকলেতেই ধন্যবাদ করহ কেননা এই তোমার
দের বিষয় য়িশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে।
১৯।২০ আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না। ভবিষ্যদ্বাণী কহা
২১ তুচ্ছ করিও না। সকল কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া যাহা
২২ ভাল হয় তাহা দৃঢ় মত ধরিয়া রাখ। মন্দের লক্ষণ
২৩ মাত্র হইতে দূর থাক। এবং সম্মীলনের ঈশ্বর আপনি
তোমারদিগকে পূর্ণরূপ পরিষ্কার করুণ এবং আমি
প্রার্থনা করি যে তোমারদের সমুচ্চয় জীবাত্মা ও প্রাণ
ও শরীর আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের আগমন
২৪ পর্য্যন্ত অনিন্দ্য হইয়া রক্ষিত হয়। যিনি তোমার
দিগকে আহ্বান করিয়াছেন তিনি বিশ্বাসী আছেন
২৫ এবং তাহাও করিবেন। হে ভ্রাতৃরা আমারদের কারণ
২৬ প্রার্থনা করহ। সকল ভ্রাতৃগণেরদিগকে পুণ্য চুম্বন
২৭ দিয়া নমস্কার কর। এই পত্র সকল পুণ্যবান ভ্রাতৃরদিগের
স্থানে যেন পাঠ হয় ইহা আমি প্রভুর দিব্যেতে তোমার
২৮ দিগকে ভারিয়া দি। আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহ তোমারদের সঙ্গে থাকুক আমেন।—

প্রথম অধ্যায়

পাওল ও সল্বানস ও টিমোতিয়স আমারদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্টেতে তসলোনীরদের মণ্ডলীর
২ প্রতি। আমারদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট
৩ হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমারদের প্রতি। হে ভ্রাতৃরা আমরা তোমারদের বিষয়ে বিহিতানুক্রমে ঈশ্বরের প্রতি সদা স্তব করিতে বদ্ধ আছি কেননা তোমারদের প্রত্যয় অত্যন্তরূপ বাড়িতেছে এবং পরস্পর তোমারদের সকলের প্রেম সকলেরদিগকে বাহুল্য হইতেছে।
৪ এমত যে আমরা আপনারাই তোমারদের কারণ ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে গৌরব করিতেছি তোমারদের সেই ক্ষান্তি ও বিশ্বাস নিমিত্তে যে তোমরা আপনারদের সমস্ত উৎপাত ও ক্লেশ পাওয়ার মধ্যে ধারণ
৫ করিতেছ। তাহা ঈশ্বরের প্রকৃত বিচারের স্পষ্ট লক্ষণ যে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত পাত্র যেন গণিত হও
৬ যাহার কারণ তোমরা দুঃখভোগও করিতেছ। কেননা তোমারদের ক্লেশদায়কেরদিগকে ক্লেশের প্রতিফল দেওয়া এবং তোমরা যে দুঃখ ভুঞ্জিতেছ তোমারদিগকে আমার
৭।৮ দের সঙ্গে বিশ্রাম দেওয়া তাহা ঈশ্বরের নিকটে যথার্থ বিষয়ে সেই সময়ে যখন প্রভু য়িশু আপন পরাক্রান্ত দূতগণ সঙ্গে করিয়া স্বর্গ হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রকাশিত হইয়া তাহারদিগকে সমুচিত ফল দিবেন যাহারা

ঈশ্বরকে জানে না এবং আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের
৯।১০ মঙ্গল সমাচার ও মানে না। যাহারা প্রভুর মুখ হইতে
ও তাঁহার তেজোময় শক্তি হইতে অনন্ত নাশের দণ্ডে
মজিবে সেই সময়ে যখন তিনি আপন পুণ্যবান
লোকের মধ্যে প্রশংসিত হইতে এবং সকল প্রত্যয়ি
জনেতে আশ্চর্য্য মানা যাইতে আসিবেন কেননা তোমার
১১ দের মধ্যে আমারদের সাক্ষী প্রামাণ্য মানা গেল। সেই
বিষয়েতে আমরা তোমারদের কারণ সতত প্রার্থনা
করিতেছি যে আমারদের ঈশ্বর তোমারদিগকে এই
আহ্বানের যোগ্যপাত্র করিয়া দেন ও আপনার ভদ্রতার
সদিচ্ছা এবং প্রত্যয়ের কর্ম্ম সশক্তিতে পূর্ণ করিয়া দেন।
১২ যে আমারদের ঈশ্বর ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
পূর্ব্বক আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নাম তোমার
দিগেতে যেন প্রশংসিত হয় ও তোমরা তাঁহাতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের
আগমন ও তাঁহার নিকট আমারদের একত্র হওনের
২ বিষয় আমরা তোমারদিগকে প্রার্থনা করি। যে
খ্রীষ্টের দিন নিকট আছে ইহা আমারদিগ হইতে কিবা
আত্মা কিবা কথা কিবা পত্রের দ্বারা জ্ঞাপিত হইল
বুঝিয়া তোমরা শীঘ্র অস্থির মন কিম্বা হতাশযুক্ত যেন
৩ না হও। কোন মনুষ্য তোমারদিগকে কোনক্রমে যেন

ভুলাইতে পায় না কেননা বিনা প্রথমে মতান্তর না হইলে এবং ঐ পাপীব্যক্তি সে সর্ব্বনাশের বেটা যে
৪ ঈশ্বর নামধেয় কিম্বা যে কিছু পূজিত হয়। সে সকলের প্রতিরোধ করিয়া আপনাকে তাহারদের উপর উন্নত করে এমত যে আপনি ঈশ্বরবৎ ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া দেখায় ইহার প্রকাশ
৫ না হইলে সে দিন আসিবে না। কি তোমারদের স্মৃতি হয় না যে আমি তোমারদের নিকট থাকিয়া এই
৬ কথা তোমারদিগকে কহিয়াছিলাম। এবং সম্প্রতি তোমরা জান যে তাহার আপন সময়ে প্রকাশ হওনের
৭ কি বাধা আছে। কেননা দুষ্কৃতের নিগূঢ় তত্ত্ব এখনো কারী করিতেছে কেবল এক রোধক আছে যে আপন স্থানান্তর করা যাবৎ না হয় তাবৎ রোধন করিবে।
৮ তখন সেই পাপাত্মা প্রকাশিত হইবে যাহাকে প্রভু আপন মুখের ফুঁ দিয়া ভস্ম করিবেন এবং আপন
৯ আগমনের তেজেতে বিনাশ করিবেন। সেই ব্যক্তি যাঁহার আইসা শয়তানের কারী করণ গুণানুক্রমে সকল মিথ্যা শক্তি ও লক্ষণ ও আশ্চর্য্য কর্ম্মেতে।
১০ এবং নাশপাত্রেরদের মধ্যে সকল প্রকার অযথার্থ প্রবঞ্চনায় কেননা আপনারদের পরিত্রাণ হওনের
১১ কারণ তাহারা সত্যের শ্রদ্ধা গ্রহণ করিল না। অতএব ইহার কারণ ঈশ্বর তাহারদের স্থানে শক্ত ভ্রান্তিজনক

পাঠাইবেন এমত যে তাহারা মিথ্যাকথা প্রত্যয়
১২ করিবে। তাহাতে যে সকল সত্যকে প্রত্যয় না করিয়া
অযাথার্থ্যেতে শ্লাঘ্য পাইল তাহারা যেন দণ্ড প্রাপ্ত হয়।
১৩ কিন্তু হে ভ্রাতৃরা প্রভুর প্রিয়েরা তোমারদের কারণ
ঈশ্বরের প্রতি আমারদের নিত্য স্তব করা উপযুক্ত
কেননা ঈশ্বর প্রথম হইতেই তোমারদিগকে আত্মার
পরিষ্কার করাতে এবং সত্যের প্রত্যয় দ্বারাতে পরিত্রাণ
১৪ পাইতে বাছিয়াছেন। এতদর্থে তিনি তোমারদিগকে
আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে
আমারদের মঙ্গল সমাচার দ্বারাতে আহ্বান করিয়াছেন।
১৫ অতএব হে ভ্রাতৃরা দৃঢ় স্থির থাক এবং উক্তির দ্বারা
কিবা আমারদের পত্র দ্বারাতে যে২ উপদেশ তোমরা
১৬ শিক্ষা করিয়াছ তাহা ধরিয়া রাখ। এবং আমারদের
প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আপনি ও আমারদের পিতা ঈশ্বর
যিনি আমারদিগকে প্রেম করিয়াছেন এবং অনুগ্রহ
পূর্ব্বক নিত্য স্থায়ী সান্ত্বনা ও সুভরসা দিয়াছেন।
১৭ তিনি তোমারদের মন সুশান্ত করুণ এবং তোমার
দিগকে সকল সুবচনে ও সুকর্ম্মেতে দৃঢ় করিয়া দিউন।

তৃতীয় অধ্যায়

হে ভ্রাতৃরা অবশেষ কথা এই আমারদের কারণ
প্রার্থনা কর যে প্রভুর বাণী যেন চলিত হয় এবং যাদৃশ
মান তোমারদের মধ্যে পাইতেছে তাদৃশ মান পায়।

২ যে আমরা মতিচ্ছন্ন ও দুষ্টলোক হইতে রক্ষা পাই
৩ কেননা সকল মনুষ্যের আস্থা নাই। কিন্তু প্রভু বিশ্বাসী আছেন ও তিনি তোমারদিগকে দৃঢ় করিয়া দিবেন ও
৪ মন্দ হইতে রক্ষা করিবেন। এবং প্রভুতে আমারদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তোমারদের প্রতি যে আমরা যে২ কর্ম্ম তোমারদিগকে ভারিয়া দিয়াছি তাহা তোমরা
৫ পালন করিতেছ এবং করিবা। আর প্রভু তোমারদের মন ঈশ্বরের প্রেমেতে ও খ্রীষ্টাপেক্ষিক ধৈর্য্যেতে প্রবেশ
৬ করাইয়া দেন। কিন্তু হে ভ্রাতৃরা যে২ ভাই ব্যতিক্রম রূপে গতি করে এমত প্রত্যেক জনের নিকট হইতে তোমরা যেন ভিন্ন হইয়া থাক ইহা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নামেতে আমরা তোমারদিগকে ভারিয়া
৭ দি। কেননা তোমরা আপনারাই জান যে আমারদের পশ্চাদ্গামী হওয়া তোমারদের কিরূপ উপযুক্ত আছে কেননা আমরা তোমারদের মধ্যে ব্যত্যয় রূপে চলিলাম
৮ না। এবং নির্ব্যয়ে আমরা কাহারো অন্ন খাইলাম না কিন্তু সশ্রম ও সযত্নে দিবারাত্রি কর্ম্ম কার্য্য করিলাম যেন তোমারদের কাহার উপরে আমরা ব্যয় ভার না দি।
৯ তাহাতে আমারদের যোগ্যতা ছিল না এমত নহে কিন্তু তোমরা আমারদের পশ্চাদ্গামী যেন হও এই ভাবে আমরা তোমারদের প্রতি আপনারদিগকে এক দৃষ্টান্ত
১০ করিয়া দেখাইতে তাহা করিলাম। কেননা যখন

আমরা তোমারদের সঙ্গে ছিলাম তখন আমরা তোমারদিগকে এই আজ্ঞা ভারিলাম যে কোন জন যদিস্যাৎ কর্ম্ম কার্য্য না করে তবে সে খাইতে যেন পায়
১১ না। কেননা আমরা শুনিতে পাই যে তোমারদের মধ্যে কেহ ২ ব্যত্যয় রূপে চলে এবং কিছু কর্ম্ম কার্য্য না
১২ করিয়া সালক্যামধ্যস্থ হয়। অতএব এইমত জনের দিগকে আমরা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে আজ্ঞা দি ও প্রার্থনা করি যে তাহারা শান্তরূপ কর্ম্ম
১৩ করিয়া আপনারদের নিজ অন্ন খায়। এবং তোমরা
১৪ হে ভ্রাতৃরা ভাল কর্ম্মেতে সকাতর হইও না। কিন্তু যদি কেহ আমারদের এই পত্রদ্বারা বাক্যের আজ্ঞা বহ না হয় তবে সেই মনুষ্যকে চিনিয়া রাখ এবং তাহার লজ্জা জন্মাইবার কারণ তাহার সঙ্গে সংলাপ করিও
১৫ না। তত্রাপি তাহাকে বিপক্ষ করিয়া গনিও না কিন্তু
১৬ ভ্রাতৃ ভাবে তাহাকে চেতাইয়া দেও। এখন শান্তির অধিকারী আপনি তোমারদিগকে সর্ব্বক্ষণে সকল মতে
১৭ শান্তি দেন প্রভু তোমাসকলের সঙ্গে হউন। পাওলের নমস্কার আপনার স্বীয় হস্তে যাহা প্রতি পত্রেতে চিহ্ন
১৮ আছে এই মতে আমি লিখি। আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাসকলের সঙ্গে হউক আমেন।

পাওল প্রেরিতের প্রথম পত্র টিমোতিয়সকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল আমারদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর ও আমারদের ভরসা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নিযোজন পূর্ব্বক যিশু খ্রীষ্টের
২ প্রেরিত। ধর্ম্মেতে আপন স্বকীয় পুত্র টিমোতিয়সকে আমারদের পিতা ঈশ্বর ও আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্ট
৩ হইতে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি। আমার মাকিদনিয়ায় যাওন সময়ে আমি তোমাকে এফেসসে থাকিতে প্রার্থনা করিলাম যে তুমি কাহার কাহারদিগকে অন্য
৪ শিক্ষা শিক্ষাইতে যেন নিষেধ কর। ও যে তাহারা প্রবন্ধ কল্পনা ও অশেষ বংশাবলির প্রতি মনোযোগ না করে যাহাতে ধর্ম্মবৃদ্ধির সাধন প্রত্যয়ানুক্রমে হয় না বরং বাদানুবাদের বিষয় অতএব সেইমত করহ।

৫ কিন্তু আজ্ঞার তদন্ত এই নির্ম্মলান্তঃকরণ ও নির্দ্দোষিত মন ও নিষ্কপট বিশ্বাস হইতে যে প্রেম যাহা হইতে কেহ বিচলিত হইয়া গিয়া বৃথা আলাপেতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে।
৬।৭ তাহারা কি কথা কহে কিম্বা কি প্রতিজ্ঞা স্থির করে তাহার আশয় না বুঝিয়া আপনারা ব্যবস্থার শিক্ষক
৮ হওনের ইচ্ছা করে। কিন্তু আমরা জানি যে ব্যবস্থাটা ভালই বটে যদিতু মনুষ্য তাহাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য
৯ জ্ঞানানুক্রমে স্বব্যবহারেতে আনে। কেননা এই জানা আছে যে ব্যবস্থা যাথার্থিক মনুষ্যের হেতু করা যায় না কিন্তু অনাচারী ও অনাজ্ঞাবহ ও অধর্ম্মী ও পাপী ও অপবিত্র ও পাষণ্ড ও পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক ও
১০ বধী। ও বেশ্যাগামী ও গাঁড়্যা ও মনুষ্যাপহারক ও মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাদিব্যকারী ও যে কিছু যথার্থ
১১ শিক্ষার বিপর্য্যয় হয় এই সকলের হেতু। ইহা সেই সদানন্দ ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচারানুসারে যে আমার
১২ স্থানে গচ্ছিত হইয়াছে। এবং আমি আপন শক্তি দাতা য়িশু খ্রীষ্ট আমারদের প্রভুকে স্তব করিতেছি যে তিনি আমাকে বিশ্বাসী জানিয়া সেবার কর্ম্মেতে নিযুক্ত
১৩ করিলেন। যে পূর্ব্বে নিন্দক ও উপদ্রবী ও হিংসক ছিলাম কিন্তু আমি না জানিয়া অপ্রত্যয়েতে তাহা
১৪ করিলাম এই নিমিত্তে আমি দয়া পাইলাম। এবং যিশু খ্রীষ্টেতে যে প্রত্যয় ও প্রেম হয় তাহার সহিত

আমারদের প্রভুর অনুগ্রহ অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছিল।
১৫ এই কথা বিশ্বাসী এবং সর্ব্বগ্রাহ্য যে পাপিলোক যাহারদের প্রধান আমি আছি তাহারদিগকেই পরিত্রাণ করিতে যিশু খ্রীষ্ট জগতের মধ্যে আইলেন।
১৬ কিন্তু ইহার কারণ আমি দয়া পাইলাম যে তাঁহার উপর যাহারা অনন্ত জীবনার্থে পর পর বিশ্বাস করিবে তাহারদের দৃষ্টান্ত প্রযুক্তে যিশু খ্রীষ্ট আপন চিরসহিষ্ণুতা
১৭ প্রথম আমাতেই যেন প্রকাশ করেন। সম্প্রতি যে রাজা অনাদি অমর অদৃশ্য সেই অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ঈশ্বরকে সম্মান ও গৌরব সদা সর্ব্বক্ষণে হউক
১৮ আমেন। হে পুত্র টিমোতিয়স এই ভার আমি তোমাকে দিলাম যে তোমার বিষয়ার্থ পূর্ব্ব ভবিষ্যৎ কথানুসারে
১৯ তুমি যেন ভাল যুদ্ধ কর। এবং প্রত্যয়ের সহিত নির্দ্দোষিত অন্তঃকরণ রাখ যাহাকে কেহ২ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যয়ের বিষয়ে তরণী ভঙ্গ পাইয়াছে।
২০ তাহারদের মধ্যে হুমেনীয়স ও আলেক্সান্দ্র যাহার দিগকে আমি শয়তানের স্থানে সমর্পণ করিলাম যেন তাহারা নিন্দা না করিতে শিখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব আমার উপদেশ আছে যে প্রথমতঃ সকল মনুষ্যের কারণ কাকুতি মিনতি ও প্রার্থনা ও প্রতি
২ সাধনা ও স্তবস্তুতি করা যায়। বিশেষতঃ রাজাগণের

ও মহৎপদস্থ ব্যক্তির কারণ যেন সকল মত ধর্ম্মেতে ও
সচ্চরিত্রে আমারদের পরমায়ু নির্ব্বিরোধ ও শান্তরূপে
৩ বহিয়া যায়। কেননা ইহা আমারদের ত্রাণকর্ত্তা
৪ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভাল ও গ্রাহ্য। ও তাঁহার ইচ্ছা যে সকল
মনুষ্যেরা পরিত্রাণ পায় এবং সত্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।
৫ কেননা এক ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যেরদের মধ্যে
৬ এক মনুষ্য অর্থাৎ য়িশু খ্রীষ্ট মধ্যস্থ আছেন। যিনি
আপনাকে সকলেরদের মুক্তির মূল্যার্থ প্রদান করিলেন
৭ যেমত সময়ানুক্রমে প্রামাণ্য হইতে হয়। যাহাতে আমি
প্রচারক ও প্রেরিত নিযুক্ত করা গিয়াছি প্রত্যয়েতে ও
সত্যেতে ভিন্নদেশিবর্গের শিক্ষক আমি খ্রীষ্টেতে সত্য
৮ কথা কহি আমি মিথ্যা কথা কহি না। অতএব
আমার ইচ্ছা যে পুরুষেরা কোপ ও সন্দেহ ব্যতিরেক
৯ পবিত্র হাত উঠাইয়া সর্ব্বত্র প্রার্থনা করে। এবং
স্ত্রীলোকেরাও তদনুসারে সলজ্জ ও সজ্ঞানে বিহিত
বস্ত্রাদিতে যেন ভূষিতা হয় বিনীত কেশ কি স্বর্ণ কি
১০ মুক্তা কিম্বা বহু মূল্য পরিচ্ছদে নহে। কিন্তু যেমত
ঈশ্বরের স্বীকৃত ভক্তা স্ত্রীগণের উচিত হয় সুক্রিয়াতে
১১ ভূষিতা। স্ত্রীটা মৌন করিয়া সকল বশীভূত ভাবে
১২ শিক্ষা করুক। কিন্তু স্ত্রীকে শিক্ষা করাইতে কিম্বা
পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব ধরিতে আমি দি না বরং মৌন
১৩ থাকিতে আজ্ঞা দি। কেননা আদম প্রথমে নির্ম্মিত ছিল

১৪ তারপরে হাওয়া। এবং আদম ভ্রান্ত ছিল না কিন্তু স্ত্রীটা
১৫ ভ্রান্তা হইয়া আজ্ঞার লঙ্ঘনে ছিল। তত্রাপি সে অপত্য প্রসবেতে পরিত্রাণ পাইবে যদি তাহারা সধৈর্য্যেতে প্রত্যয় ও প্রেম ও পবিত্রতাতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

এই কথা সত্য বটে যদি কেহ মণ্ডলাধ্যক্ষের কর্ম্ম
২ চাহে তবে সে ভাল কর্ম্ম চাহিতেছে। অতএব আবশ্যক আছে যে মণ্ডলাধ্যক্ষ অনিন্দিত হয় এক স্ত্রীর স্বামী সচকিত সুবিবেক সদাচারী আতিথ্যশালী শিক্ষা
৩ করাইতে নিপুন। মদিরা পানেতে অনাশক্ত আশু প্রহারক নহে ছার লাভের প্রতি লালসাযুক্ত নহে কিন্তু
৪ ক্ষান্ত শীল বিবাদী নহে ধনলোভী নহে। এমত ব্যক্তি যে আপন ছাওয়ালেরদিগকে সগাম্ভীর্য্যে বশ করিয়া আপনার পরিজনেরদিগকে সুশাসিত করিয়া রাখে।
৫ কেননা যদি কেহ আপনার পরিবারের শাসন করিতে না পারে তবে সে ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ কি রূপে
৬ করিবে। নূতন ব্রতী না হয় যে কি জানি অহঙ্কারেতে
৭ ফুলিয়া সে শয়তানের দণ্ডবিচারেতে বা পড়ে। পরন্তু বহির্ভূত লোকেতে তাহার সুখ্যাতি হওনের আবশ্যক আছে নতুবা পাছে সে নিন্দায় ও শয়তানের ফাঁদেতে
৮ বা পড়ে। সেই মত আবশ্যক আছে যে দিকনেরাও গম্ভীর হয় দ্বিজিহ্বা লোক নহে বহু মদিরা পানেতে

আশক্ত নহে ছার লাভের প্রতি লালসাযুক্ত নহে।
৯ এবং ধর্ম্মের নিগূঢ় কথা নির্ম্মলান্তঃকরণে ধারণ করে।
১০ পরে ইহারাও প্রথমে পরীক্ষিত হউক তার পরে অনিন্দ্য ঠাহরা গেলে দীকনের কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হউক।
১১ সেই মত ও চাহে যে তাহারদের স্ত্রীরা গম্ভীরা হয় মিথ্যা অপবাদী নহে সজ্ঞানা সকল বিষয়েতে বিশ্বাসী।
১২ দীকনেরা এক স্ত্রীর স্বামী হইয়া আপনারদের ছাওয়াল ও নিজ পরিজনেরদিগকে সুশাসিত করিয়া রাখুক।
১৩ কেননা যাহারা দীকনের কর্ম সুন্দর রূপ সাধিয়াছে তাহারা আপনারদের কারণ ভাল পদ এবং য়িশু খ্রীষ্টের
১৪ ধর্ম্মেতে বড় সাহসের লাভ করিতেছে। আমি তোমার নিকটে শীঘ্র আসিতে আশা করিয়া এই কথা তোমাকে
১৫ লিখিতেছি। কিন্ত যদি আমি বিলম্ব করি তবে ঈশ্বরের ঘরেতে তোমার কিরূপ আচরণ উপযুক্ত হয় ইহার যেন তুমি জানিতে পার সেই ঘর জীবমান ঈশ্বরের
১৬ মণ্ডলী সত্যের স্তম্ভ ও নেও। এবং নিঃসন্দেহ ধর্ম্মের নিগূঢ় বড়ই আছে ঈশ্বর শরীরেতে প্রকাশমান ছিলেন আত্মাতে যাথার্থ্য ঠাহরা গেলেন স্বর্গের দূতগণে দৃষ্ট হইলেন ভিন্নদেশি লোকের মধ্যে প্রচারিত হইলেন জগতের মধ্যে আপনার প্রতি বিশ্বাস পাইলেন তেজেতে উত্থান গেলেন।———

কিন্তু আত্মা নিশ্চয় কহিতেছন যে শেষ সময়েতে কেহ ২ ধর্ম্ম হইতে মতান্তর হইয়া পুবঞ্চক আত্মার
২ দিগকে ও ভূতাদির শিক্ষা পুতি পুণিধান করিবে। তাহা মিথ্যাবাদী জনের কাপট্যেতে যাহারদের দোষাদোষ জ্ঞান তপ্ত লোহাতে দগ্ধ হইয়া অবোধ হইয়াছে।
৩ যাহারা বিবাহ করিতে নিষেধ করে এবং যে ভক্ষ্যদ্রব্য বিশ্বাসী ও সত্যজ্ঞ জনেরদের সস্তবেতে গ্রাহ্য করিবার
৪ কারণ ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন তাহার বারণ করে। কেননা ঈশ্বরের যাবদীয় সৃষ্টি বস্তু ভাল হয় এবং কিছুই ত্যজ্য
৫ নহে যদিতু সস্তবেতে গ্রাহ্য হয়। কেননা তাহা ঈশ্বরের
৬ বাণীতে ও আরাধনাতে পবিত্র হয়। যদি তুমি এই সকল কথা ভ্রাতৃগণেরদের মনে দেও তবে তুমি আপন কৃত প্রাপ্ত পুত্যয়ের ও সুশিক্ষার কথাতে পালিত হইয়া য়িশু খ্রীষ্টের ভাল এক সেবক হইবা।
৭ কিন্তু বিধর্ম্ম ও বুঢ়ী লোকের গপ্প কাহিনী ত্যাগ
৮ করিয়া তুমি আপনি ধর্ম্মাচরণ সাধিতে পুবর্ত্ত থাক। কেননা শারীরিক সাধনে অল্প ফল হয় কিন্তু ধর্ম্মাচরণ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবনের অঙ্গীকার প্রাপ্ত
৯ হইয়া সকল বিষয়েতে ফলদায়ক হয়। এই কথা
১০ নিষ্ঠা এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ যোগ্য। কেননা জীবন্ত ঈশ্বর যিনি সকলেরদের ত্রাণকর্ত্তা আছেন ও বিশেষতঃ বিশ্বাসী লোকেরদের তাঁহাতে আমরা ভরসা রাখিয়াছি

ইহার কারণ আমরা শ্রমও করিতেছি এবং নিন্দাও সহিতেছি। ১১ এই সকল কথা ভারিয়া দেও ও শিক্ষা ১২ করাও। কোন জন তোমার যুবতা যেন তুচ্ছ করিতে না পায় কিন্তু কথাতে ব্যবহারেতে প্রেমেতে আত্মাতে প্রত্যয়েতে নির্ম্মলতাতে তুমি বিশ্বাসিরদের দৃষ্টান্ত হও। ১৩ আমার আগমন পর্য্যন্ত অধ্যয়নে উপদেশ দেওনে শিক্ষা করাণেতে প্রবর্ত্ত হইয়া মনোযুক্ত থাক। ১৪ তোমাকে মণ্ডলাধ্যক্ষগণের হাত উপর দেওয়ার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারাতে দত্ত হওয়া যে দান তোমাতে ১৫ আছে তাহার প্রতি তুমি হেলা করিও না। এই সকল কথা স্বমনেতে ধ্যান কর সতত তাহাতে প্রবর্ত্ত হও যেন ১৬ সকলেতে তোমার ফল বৃদ্ধি প্রকাশিত হয়। আপনার প্রতি ও আপনার শিক্ষার প্রতি সুসাবধানে থাক এবং তাহাতে স্থায়ী হও কেননা এই মত করিলে তুমি আপনার পরিত্রাণ ও আপন শ্রোতারদের পরিত্রাণ করিবা।

পঞ্চম অধ্যায়

১।২ প্রাচীন মনুষ্যকে ভর্ৎসনা করিও না কিন্তু তাহাকে পিতৃবৎ ও যুবকেরদিগকে ভ্রাতৃবৎ বৃদ্ধা স্ত্রীরদিগকে মাতৃবৎ ও যুবতীরদিগকে ভগিনীবৎ সর্ব্ব পবিত্র ৩ ভাবেতে বুঝাইয়া দেও। যে বিধবারা বিধবা নিতান্ত ৪ হয় তাহারদিগকে মর্য্যাদা করহ। কিন্তু যদি কোন

বিধবার পুত্র পৌত্রাদি থাকে তবে সে সকল আপনার দের স্বস্থানে ভক্তি করিতে ও আপনারদের পিতা মাতার দিগকে হিত পরিশোধ করিতে শিক্ষা করুক কেন না ইহা বিশিষ্ট ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনোনীত।
৫ তবে যে জনা বিধবা ও অনাথা নিতান্ত সে ঈশ্বরেতে ভরসা রাখিয়া দিবারাত্রি প্রার্থনায় ও আরাধনায় প্রবর্ত্ত
৬ থাকে। কিন্তু যে জনা সুখ বিলাসেতে কালক্ষেপ করে
৭ সে জীবিত থাকিয়াও মৃতা হইল। এই সকল কথা তাহারদিগকে ভারিয়া দেও যেন তাহারা অনিন্দ্য
৮ থাকে। কিন্তু যদি কেহ আপন আত্মীয় লোকের এবং বিশেষতঃ আপন পরিজনেরদের ভার না কুলায় তবে সে ধর্ম্মটাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং অপ্রত্যয়ি হইতে
৯ মন্দতর আছে। যে ২ বিধবা জায়ের মধ্যে গ্রাহ্য হয় তাহার ষষ্ঠি বৎসরের বয়স হইতে যেন কম্‌তর না
১০ হয় যে এক স্বামির স্ত্রী হইয়াছিল। যে সুক্রিয়ার কারণ সুখ্যাতান্বিতা হইয়াছে যদি ছাওয়ালেরদের প্রতিপালন করিয়া থাকে যদি অতিথিরদিগকে প্রবাস দিয়া থাকে যদি পুণ্যবানেরদের পদ প্রক্ষালন করিয়া থাকে যদি দুঃখিত লোকের উপকার করিয়া থাকে যদি যত্ন পূর্ব্বক যাবদীয় সুকর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া থাকে।
১১ কিন্তু যুবতী বিধবারদিগকে লইও না কেননা যখন তাহারা কামার্থিনী হইতে লাগিবে তখন তাহারা বিবাহ

১২ করিবে। এবং তাহারদের পূর্ব্ব বিশ্বাস ব্যর্থ করিয়া
১৩ দোষ গ্রস্তা হয়। পরন্তু তাহারা অলস হইয়া ঘরে ঘরে
বেড়াইয়া ফিরিতে শিক্ষা করে এবং কেবল অলস
নহে কিন্তু গল্পপ্যা ও সালক্যা মধ্যস্থা হইয়া অবিহিত
১৪ আলাপ করে। অতএব আমার ইচ্ছা যে যুবতী
বিধবারা বিবাহ করে ও অপত্যেরদিগকে প্রসব হয় ও
গৃহ কর্ম্মের শাসন করে যেন বিপক্ষ ব্যক্তি কিছু খোঁটা
১৫ দেওনের ছিদ্র না পায়। কেননা এখনো কেহ ২ পথ
১৬ ছাড়িয়া শয়তানের পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। যদি কোন
বিশ্বাসি পুরুষ কিম্বা স্ত্রীর স্থানে বিধবারা থাকে তবে
সেই তাহারদের তত্ত্বাবধারণ করুক যেন মণ্ডলীর উপর
ভার না হয় কিন্তু তাহা সেই সকলের তত্ত্বাবধারণ
১৭ করে যাহারা বিধবা নিতান্তই। যে প্রাচীনেরা সুন্দর
মত শাসন করে তাহারা দ্বিগুণ সম্ভ্রমের যোগ্য পাত্র
গণিত হউক বিশেষতঃ সেই সকল যাহারা বাণীতে ও
১৮ শিক্ষাতে শ্রম করে। কেননা গ্রন্থ কহিয়াছে যে তুমি
শস্য দলান্যা বলদের মুখ বদ্ধ করিবা না এবং খাটন্যা
১৯ আপন বেতন যোগ্য আছে। প্রাচীন জনের বিরুদ্ধে দুই
তিন সাক্ষির প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন অপবাদ শুনিও
২০ না। যাহারা পাপ করে তাহারদিগকে সকলের গোচরে
২১ ভর্ৎসনা দেও যেন অন্যেরা ভয় পায়। আমি ঈশ্বরের
ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের ও মনোনীত স্বর্গীয় দূতগণের

সাক্ষাতে তোমাকে এই আজ্ঞা ভারিয়া দি যে তুমি ভিন্নভাবে কিছু কর্ম্ম না করিয়া এই সকল কথা অভেদ
২২ মতে যেন রক্ষা কর। কোন মনুষ্যের উপর সহসা হাত দিও না এবং অন্যেরদের পাপেতে সহভাগী ও হইও
২৩ না আপনাকে পবিত্র করিয়া রাখ। শুধু জল আর পান করিও না কিন্তু তোমার উদরস্থ ভাণ্ডারের হেতু ও তোমার অনেক বার দৌর্ব্বল্য হওয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ
২৪ মদিরা পান কর। কোন ২ মনুষ্যেরদের পাপ পূর্ব্বব্যক্ত হইয়া বিচারেতে অগ্র হইয়া যায় এবং কাহার ২
২৫ পাপ পশ্চাতে চলে। তদ্মত কাহার ২ সুক্রিয়াও পূর্ব্বে প্রকাশমান হয় এবং যে সকল অন্যমত থাকে সেও গুপ্ত হইতে পারিবেক না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যতেক ভৃত্যেরা জোঁয়াইলের বশে আছে তাহারা আপনারদের স্বকীয় কর্ত্তারদিগকে সকল সম্মানের যোগ্য পাত্র করিয়া মানুক যেন ঈশ্বরের নাম ও শিক্ষা নিন্দিত
২ না হয়। এবং যাহারদের প্রত্যয়ী কর্ত্তারা হয় সে সকল তাহারদিগকে ভাই হওয়ার কারণে অবজ্ঞা যেন না করে বরং বিশ্বাসী ও প্রিয় এবং প্রসাদের সহভাগী হওয়াতে তাহারদিগকে ততোধিকে সেবা করুক এই
৩ কথা শিখাও এবং উপদেশ দেও। যদি কেহ অন্যমত শিখায় এবং যথার্থ কথা অর্থাৎ আমারদের প্রভু

য়িশু খ্রীষ্টের কথা ও ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা স্বীকৃত না
৪ হয়। তবে সে অহঙ্কৃত আছে ও কিছু না জানিয়া
বাক্যার্থ প্রশ্নও বাদানুবাদ বিষয়ের বাতিকা হয় যাহা
৫ হইতে ঈর্ষা বিরোধ গালাগালি দুশ্চিন্তা হয়। সেইতো
জ্ঞান ভ্রষ্ট ও সত্যবর্জ্জিত লোকের বিপরীত বাদানুবাদ
যাহারা লাভকে ধর্ম্মাচরণ করিয়া বুঝে এমত লোক
৬ হইতে স্থানান্তর হইয়া থাক। কিন্তু নিরাকাঙ্ক্ষার
৭ সহিত ধর্ম্মাচরণ বড়ই লাভ। কেননা আমরা জগতের
মধ্যে কিছু আনিলাম না এবং নিশ্চয় আমরা তাহার
৮ বাহিরে কিছু লইয়া যাইতে পারিব না। অতএব
ভক্ষ্য বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া ইহাতেই আমরা যেন শান্ত
৯ থাকি। কিন্তু যাহারা আপনারদিগকে ধনবান হইতে
বাঞ্ছা করে তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদেতে এবং অনেক
অনর্থ ও অপকারি লোভেতে পড়ে যে মনুষ্যেরদিগকে
১০ সর্ব্বক্ষয়েতে ও সর্ব্বনাশেতে মজাইয়া দেয়। কেননা
ধনের স্নেহ সকল মন্দের মূল যাহার প্রতি কতেক ২
লুব্ধ হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রম হইয়া গিয়াছে এবং অনেক
শোকেতে আপনারদিগকে হাড়ে হাড়ে বিন্ধিয়াছে।
১১ কিন্তু হে ঈশ্বরের মনুষ্য তুমি এসকল বিষয় হইতে
এড়াইয়া যাও এবং যাথার্থ্য ভক্তি প্রত্যয় প্রেম সহিষ্ণুতা
১২ নম্রতা এসকলের পশ্চাৎ ধাইয়া যাও। প্রত্যয়ের ভাল
সংগ্রামের যুদ্ধ কর সেই অনন্ত জীবনকে ধারণ কর

যাহাতে তুমি আহ্বানিত হইয়াছ এবং অনেক সাক্ষির
১৩ দের সাক্ষাতে ভাল মত স্বীকার করিয়াছ। আমি সকল
বস্তুর জীবন দায়ক ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং য়িশু খ্রীষ্ট
যিনি পন্তিয়স পীলাতের অগ্রে ভাল স্বীকারের সাক্ষী
দিলেন তাঁহারো সাক্ষাতে তোমাকে ইহা ভারিয়া দি।
১৪ যে তুমি আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ হওন পর্য্যন্ত
১৫ এই আজ্ঞা নিখুঁত ও অনিন্দ্য যেন রক্ষা কর। এবং
তাহা তিনি আপন সময়ে প্রকাশ করিবেন তিনি যে
নিত্যানন্দ ও একাধিপতি রাজারদের রাজা ও প্রভুরদের
১৬ প্রভু। যিনি একা অমৃত্যুতা ধারণ করিয়া অগম্য দীপ্তির
মধ্যে বাস করেন যাঁহাকে কোন মনুষ্য দেখিতে পায়
নাই এবং দেখিতে পারিবেও না তাঁহাকে সম্মান ও
১৭ শক্তি সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। যাহারা এই জগতে
ধনবান হয় তাহারদিগকে আজ্ঞা ভারিয়া দেও যে
তাহারা মনোগর্ব্বিত না হয় ও অনিত্য ধনেতে বিশ্বাস
না রাখে কিন্তু সেই জীয়ন্ত ঈশ্বর যিনি আমারদিগের
ভোগ নিমিত্তে সকল বস্তু প্রচুর মত যোগাইতেছেন
১৮ তাঁহাতেই বিশ্বাস করে। যে তাহারা হিত কর্ম্ম করে যে
তাহারা সুক্রিয়াতেই ধনবান হয় বিতরণ করিতে
১৯ প্রস্তুত বীলাইতে ইচ্ছু। পরকালার্থে আপনারদের
কারণ এক ভাল পোতা প্রস্তুত করিয়া রাখে যেন
তাহারা অনন্ত জীবনকে ধারণ করে। হে টিমোতিয়স

তুমি বিধর্ম্ম ও বৃথা বকবক এবং সেই কল্পনার প্রতিরোধন যাকে মিথ্যা করিয়া বিদ্যা কহে ও যাহা কেহ ২ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রম হইয়া গিয়াছে। তাহা ত্যাগ করিয়া যাহা তোমার স্থানে গচ্ছিত হইয়াছে তাহা রক্ষা করহ অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে থাকুক আমেন।

পাওল পেরিতের দ্বিতীয় পত্র টিমোতিয়সকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে য়িশু খ্রীষ্টের এক পেরিত সেই জীবনের অঙ্গীকারানুসারে যে য়িশু খ্রীষ্টেতে ২ আছে। আপন প্রিয় পুত্র টিমোতিয়সকে ঈশ্বর পিতা ও আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ দয়া ও ৩ শান্তি হউক। যে ঈশ্বরকে আমি আপন পিতৃ লোকানুসারে নির্দ্দোষ জ্ঞানে সেবা করিতেছি তাঁহার ধন্যবাদ আমি করি যে আপন প্রার্থনার মধ্যে দিবা ৪ রাত্রি অনবরত আমি তোমাকে মনে করিতেছি। ও তোমার নেত্রজলে মনোযোগ করিয়া তোমাকে দেখিতে আমার একান্ত বাসনা আছে যেন আমি আনন্দে ৫ পরিপূর্ণ হই। কেননা আমি তোমার অন্তরস্থ নিষ্কপট

প্রত্যয় যে তোমার মাতামহী লোইসে ও তোমার মাতা ইউনিকিতে বাস করিয়াছিল তাহা স্মরণে রাখিতেছি এবং আমি নিশ্চয় বুঝি যে তোমাতে সে আছেই। ৬ অতএব তোমাতে আমার হাত উপর দেওয়াতে যে দান আছে তাহার উস্কানী করিতে আমি তোমাকে ৭ চেতাইয়া দি। কেননা ঈশ্বর আমারদিগকে ভীরুক আত্মা দেন নাই কিন্তু বিক্রম ও প্রেম ও সজ্ঞান দায়ক ৮ আত্মা দিয়াছেন। অতএব তুমি প্রভুর সাক্ষিতে ও তাঁহার বন্ধী আমাতে লজ্জিত হইও না কিন্তু মঙ্গল সমা ৯ চারের ক্লেশেতে সহভাগী হও। সেই ঈশ্বরের শক্ত্যনুসারে যিনি আমারদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন এবং পবিত্র আহ্বানেতে আহ্বান করিয়াছেন আমারদের ক্রিয়ানু ক্রমেতে নহে কিন্তু আপনার মনস্থ ও অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে যিশু খ্রীষ্টেতে অনাদি কাল হইতেই আমারদিগকে ১০ দেওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমারদের ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের প্রকাশ হওয়াতে ব্যক্ত করা গিয়াছে যিনি মঙ্গল সমাচারের দ্বারাতে মৃত্যুকে নিবৃত্ত করিয়া ১১ জীবন ও অমৃত্যুতাকে প্রকাশমান করিয়াছেন। যাহার কারণ আমি প্রচারক ও প্রেরিত ও ভিন্নদেশিবর্গের ১২ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছি। এবং যাহার কারণ আমি এই ২ দুঃখ ভোগও পাইতেছি তত্রাপি আমি লজ্জিত নহি কেননা যাঁহাকে আমি বিশ্বাস করিয়াছি তাঁহাকে

আমি জানি এবং যাহা আমি তাঁহার স্থানে গচ্ছিত করিয়াছি তাহা তিনি সেই দিবস পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে
১৩ সাধ্যমান আছেন ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিলাম। সে যথার্থ বাক্যের প্রকরণ যে তুমি আমার স্থানে শুনিয়াছিলা তাহা যিশু খ্রীষ্টের প্রত্যয় ও প্রেমেতে
১৪ দৃঢ়মত ধরিয়া রাখ। সেই ভাল বস্তু যে তোমার স্থানে গচ্ছিত হইয়াছে তাহা তুমি আমারদের অন্তর্নিবাসী
১৫ ধর্ম্মাত্মার দ্বারাতে রক্ষা কর। তুমি ইহা জ্ঞাত আছ যে আশিয়ায়ি সকল আমা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে তাহারদের মধ্যে ফুগল্লস ও হর্ম্মগনীস আছে।
১৬ ওনেসিফরসের পরিজনের উপর ঈশ্বর দয়া করুণ কেননা সে অনেক বার আমার প্রাণকে স্নিগ্ধ করিল
১৭ এবং আমার জিঞ্জীরেতে লজ্জিত হইলেক না। কিন্তু রূমেতে উপস্থিত হইয়া সে আমাকে যত্ন পূর্ব্বক
১৮ অন্বেষণ করিয়া আমার উদ্দেশ পাইলেক। প্রভু তাহাকে এই অনুগ্রহ দেন যে সেই দিনেতে সে প্রভু হইতে দয়া পায় পরন্তু এফেসসে কত বিষয়েতে সে আমার সেবা করিল তাহা তুমি ভাল মত জান।—

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব হে আমার পুত্র যে অনুগ্রহ যিশু খ্রীষ্টেতে
২ আছে তাহাতে তুমি দৃঢ় হও। এবং যে২ কথা তুমি আমার স্থানে অনেক সাক্ষির গোচরে শুনিয়াছ তাহা

তুমি বিশ্বাসি মনুষ্যেরদের স্থানে গচ্ছিত করিয়া দেও যাহারা অন্যোন্যেরদিগকে ও শিক্ষাইতে পারে। ৩ অতএব তুমি য়িশু খ্রীষ্টের ভাল এক যোদ্ধার মত ৪ ক্লেশের সহিষ্ণুতা করহ। কোন জন যে রণ করিতে যায় সে সাংসারিক ব্যাপারের জালেতে আপনাকে আটকায় না যে আপনার সেনানীকে যেন তোয়াইয়া ৫ দেয়। এবং কেহ যদি মল্লযুদ্ধ করে তবে সে বিধান মতে যুদ্ধ না করিলে জয় মুকুট পায় না। ৬ কৃষকটা পুথমে শ্রম করে তবেই সে ফলোৎপন্নের ৭ অংশ পায়। আমি যে কথা কহি তাহার বিবেচনা তুমি করহ এবং পুভু তোমাকে সকল বিষয়ের বুদ্ধি ৮ দেন। সস্মৃতি থাক যে দাউদের ঔরস বংশ য়িশু খ্রীষ্ট আমার মঙ্গল সমাচারানুসারে মৃত লোক হইতে ৯ উত্থিত হইলেন। তাহাতে আমি দুষ্কর্ম্মির সদৃশ দুঃখ ভুগিতেছি বরঞ্চ বন্ধন পর্য্যন্ত কিন্তু ঈশ্বরের বাণী বদ্ধ ১০ হয় না। অতএব আমি মনোনীতেরদের বিষয়েতে সকলকে সহিষ্ণুতা করিতেছি যে তাহারা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে যে পরিত্রাণ য়িশু খ্রীষ্টেতে আছে তাহা ১১ যেন পুাপ্ত হয়। এই কথা নিষ্ঠা যে তাঁহার সঙ্গে যদি মরি তবে তাঁহার সঙ্গে ও আমরা জীয়া থাকিব। ১২ যদি আমরা সহিষ্ণুতা করি তবে আমরা তাঁহার সহিত রাজত্ব করিব যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি তবে তিনি

১৩ আমারদিগকে ও অস্বীকৃত হইবেন। যদিতু আমরা অবিশ্বাসী হই তথাচ তিনি বিশ্বাসী থাকেন তিনি
১৪ আপনার প্রতি অস্বীকৃত হইতে পারিবেন না। এই সকল কথার প্রতি তাহারদের মন চেতাইয়া দেও ও প্রভুর সাক্ষাতে আজ্ঞা ভারিয়া দেও যে তাহারা নিষ্ফল কথার বাদানুবাদ না করে যাহা শ্রোতারদের উৎপাটন
১৫ করার বিষয় মাত্র। তুমি সত্যের বাণী যথার্থ মতে ভেদ করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে লজ্জার হেতু রহিত ভাল এক কর্ম্ম কারী দেখাইতে যত্নরূপ চেষ্টা
১৬ করহ। কিন্তু বিধর্ম্ম ও অনাহত প্রস্তাব হইতে দূর থাক
১৭ কেননা তাহা অধিক অধর্ম্মেতে বাড়িবে। এবং তাহার দের সংলাপ নীনা ঘায়ের মত ক্ষয় করিবে ইহারদের
১৮ মধ্যে হমেনাইয়স ও ফলীতস। যাহারা সত্যের বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া কহিতেছে যে মৃতলোকের পুনরুত্থান গত হইয়া গিয়াছে এবং কাহারৎ প্রত্যয় উৎখাত করে।
১৯ তথাপি ঈশ্বরের গোড়া অচল থাকে এই মুদ্রার ছাপেতে অঙ্কিত যে ঈশ্বর আপন আত্মীয়েরদিগকে জানেন এবং খ্রীষ্টের নাম যাহারা লয় তাহারা প্রত্যেক জন
২০ দুরিত হইতে দূর থাকুক। কেননা বড় ঘরেতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র কেবল নহে কিন্তু কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার পাত্রও আছে প্রথম প্রকার উত্তম কর্ম্মের বিষয়ে এবং অন্য
২১ প্রকার নীচ কর্ম্মের বিষয়ে। অতএব যদি কেহ এসকল

হইতে আপনাকে পরিষ্কার করিয়া রাখে তবে সে পবিত্র ও কর্ত্তার কর্ম্ম যোগ্য এক মর্য্যাদা পাত্র হইবে
২২ সকল বিশিষ্ট কার্য্যার্থে প্রস্তুত। কিন্তু যুবাবস্থার কামাদি হইতে পলাইয়া যাও এবং যাহারা নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রভুকে আহ্বান করে তাহারদের সহিত যাথার্থ্য বিশ্বাস প্রেম শান্তি এসকলের পশ্চাৎ ধাইয়া যাও।
২৩ কিন্তু অবোধ ও অবিদ্য উত্তর প্রত্যুত্তর প্রতিবাদ জন্মায়
২৪ ইহা জ্ঞাত হইয়া তাহা ছাড়িয়া দেও। কেননা প্রতিবাদ করা প্রভুর সেবকের কর্ত্তব্য নহে কিন্তু তাহাকে সকল মনুষ্যেরদিগকে কোমল শীল হইতে হয় শিক্ষা
২৫ করাইতে ও মন্দ সহিতে প্রস্তুত। প্রতিরোধিরদিগকে নম্রতা পূর্ব্বক শিক্ষাইতে প্রবর্ত্ত যে কি জানি ঈশ্বর তাহারদিগকে সত্যকে স্বীকার করিবার কারণ মন
২৬ ফিরাণ বা দেন। এবং যাহারা শয়তানের ইচ্ছাক্রমে তাহাতে ধৃত হইয়া বশতাপন্ন হয় তাহারা যেন সচেতন হইয়া তাহার ফাঁদ হইতে এড়াইয়া যায়।—

তৃতীয় অধ্যায়

কিন্তু ইহা জ্ঞাত হও যে শেষ কালেতে দুঃসময়
২ উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্মশ্লাঘী লোভী গর্ব্বী ঈশ্বর নিন্দুক পিতামাতা অমানক অস্তাবক
৩ অপবিত্র। নির্ম্মায়ীক সত্যলঙ্ঘক মিথ্যাঅপবাদক
৪ অক্ষান্ত তেজাল ধার্ম্মিক লোকের তুচ্ছকারী। বিশ্বাস

ঘাতক ঢেঁটা গাফুল্যা হইবে এবং ঈশ্বরকে ভাল না
৫ বাসিয়া সুখ বিলাসকে ভাল বাসিবে। ধর্ম্মের প্রকরণ
ধারী বটে কিন্তু তাহার সারাৎসার অস্বীকৃত এমত
৬ লোক হইতে ভিন্ন হইয়া থাক। কেননা এমত লোকের
মধ্যে সেই সকল হয় যাহারা ঘরে ২ ঘুষড়িয়া পাপেতে
৭ ভারাক্রান্ত ও নানা কামেতে বিচলিত। সতত শিখিতে
প্রবর্ত্ত কিন্তু সত্যের তত্ত্বজ্ঞ হওনের কারণ কথন সাধ্যযুক্ত
নহে এমত ইতর স্ত্রীগণেরদিগকে বশ করিয়া রাখে।
৮ এবং যাদৃশ যান্নস ও যাম্ব্রুস মোশাকে প্রতিরোধ করিল
তাদৃশ ইহারাও সত্যের রোধন করে মনোভ্রষ্ট ব্যক্তিরা
৯ ধর্ম্মের বিষয়েতে অগ্রাহ্য। কিন্তু তাহারা আর অগ্রে
বাড়িবে না কেননা যেমত উহারদের মূর্খতা প্রকাশ
করা গিয়াছিল সেইমত ইহারদেরো মূর্খতা সকলের
১০ দিগকে ব্যক্ত করা যাইবে। কিন্তু আমার শিক্ষা ও
আচরণ ও সন্ধান ও বিশ্বাস ও চির সহিষ্ণুতা ও প্রেম
১১ ও ক্ষান্তি। এবং যে উপদ্রব ও ক্লেশ আণ্টিওখে ও
ষ্রিকোনিয়ায় ও লস্ত্রায় আমাকে ঘটিল এসকল তুমি
বিশেষ বিশেষণ রূপে জ্ঞাত আছ যে কিমত উপদ্রব
আমি সহিষ্ণুতা করিলাম কিন্তু প্রভু সে সকল হইতে
১২ আমাকে উদ্ধার করিলেন। এবং নিশ্চয় বটে যাহারা
য়িশু খ্রীষ্টেতে ধর্ম্মাচরণ করিতে মনস্থির করে সে
১৩ সকলেরাই উপদ্রব পাইবে। কিন্তু দুষ্ট ও প্রবঞ্চক জনেরা

ভ্রান্তি জন্মাইতে ২ ও ভ্রান্তি খাইতে ২ আর আরো মন্দ
১৪ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যে ২ কথা শিক্ষা করিয়াছ
ও যাহাতে তোমার নিষ্ঠা হইয়াছে এবং কাহার স্থানে
তাহা শিক্ষিত হইয়াছ ইহা জ্ঞাত হইয়া তাহাতে স্থায়ী
১৫ থাক। এবং যে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল য়িশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়
করিলে তোমাকে পরিত্রাণার্থে জ্ঞানবান করিতে পারে
তাহা তুমি আপন বাল্যাবস্থা হইতে জ্ঞাত আছ।
১৬ যাবতীয় গ্রন্থ ঈশ্বরের প্রকাশিত বাণী আছে এবং
শিক্ষার্থে ও দোষজ্ঞার্থে ও দমনার্থে ও যাথার্থ্য শিক্ষাই
১৭ বার উপদেশার্থে হয়। তাহাতে যেন ঈশ্বরের মনুষ্য সিদ্ধ
হইয়া প্রতি সুকর্ম্মের নিমিত্তে পূর্ণ রূপে সজ্জমান হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট
যিনি আপন দর্শন দেওন ও রাজ্য প্রকাশ করণ সময়েতে
জীবৎ ও মৃতলোকের বিচার করিবেন তাঁহার সাক্ষাতে
২ তোমাকে আজ্ঞা ভারিয়া দি। যে তুমি বাণীটা প্রচার
কর সময়ে অসময়ে নিবিষ্ট হও সকল সহিষ্ণুতা ও
শিক্ষা পূর্ব্বক দোষ বুঝাও ও ভর্ৎসনা কর এবং
৩ চেতাইয়া দেও। কেননা সময় আসিবে যখন তাহারা
যথার্থ শিক্ষা সহিবে না কিন্তু সুড়সুড়্যা কাণে তাহার
দের কামানুসারে আপনারদের নিকট শিক্ষকেরদিগকে
৪ সঞ্চয় করিবে। এবং তাহারা সত্য হইতে কাণ ফিরাইয়া

৫ পুরবস্ককল্পনার প্রতি মনোযুক্ত হইবে। কিন্তু তুমি সকল বিষয়েতে সচেত হইয়া থাক ক্লেশাদির সহিষ্ণুতা কর মঙ্গল সমাচার প্রচারকের কর্ম্ম সাধিয়া দেও তোমার
৬ সেবা নিষ্পন্ন করহ। কেননা আমি সম্প্রতি উৎসর্গ হইতে প্রস্তুত আছি এবং আমার প্রস্থান করণ সময় উপস্থিত
৭ হইল প্রায়। আমি ভাল সংগ্রামের যুদ্ধ করিয়াছি আমি আপন দৌড় সমাপ্ত করিয়াছি আমি ধর্ম্মের
৮ রক্ষা করিয়াছি। এখন হইতে আমার কারণ এক যাথার্থ্যের মুকুট রাখা গিয়াছে যাহা প্রভু যাথার্থিক বিচার কর্ত্তা সেই দিনে আমাকে দিবেন এবং কেবল আমাকে নহে কিন্তু যে সকল তাহার প্রকাশ হওয়া
৯ ভাল বাসে সে সকলেরদিগকেও দিবেন। তুমি আমার
১০ নিকটে শীঘ্র আসিতে চেষ্টা কর। কেননা দেমস এই বর্ত্তমান সংসারকে ভাল বাসিয়া আমাকে বর্জ্জন করিয়া তসলোনীকায় গিয়াছে ক্রেস্কেষ গালাতিয়ায় ও
১১ টীটস দালমাতিয়ায় গিয়াছে। কেবল লূক আমার সঙ্গে থাকিল তুমি মার্ককে লইয়া সঙ্গে করিয়া আইস কেননা সে আমার সেবা সাধনার্থ উপযোগী
১২ আছে। তিখিকসকে আমি এফেসসে পাঠাইয়াছি।
১৩ যখন তুমি আসিবা তখন ঐ আচ্ছাদনী যে আমি ত্রোয়াসে কার্পসের ঘরে ছাড়িয়া আইলাম তাহা এবং পুস্তক গুলাকে কিন্তু বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক আপন

১৪ সঙ্গে আন। আলেকসান্দ্র কাঁসারি আমাকে অনেক মন্দ করিয়াছে তাহার কর্ম্মানুসারে প্রভু তাহাকে প্রতিফল
১৫ দেউন। এবং তাহার প্রতি তুমিও সাবধান থাক কেননা সে যথেষ্ট রূপে আমারদের কথা প্রতিরোধ করিয়াছে।
১৬ আমার প্রথম প্রতিবাক্য দেওন সময়ে কেহ আমার সঙ্গে থাকিল না কিন্তু সকলেই আমাকে ছাড়িয়া গেল এই
১৭ যেন তাহারদের দাওয়ার বিষয় না থাকে। তত্রাপি প্রভু আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাকে দৃঢ়াইয়া দিলেন যে আমার দ্বারা মঙ্গল সমাচার পূর্ণরূপে প্রচারিত হয় এবং দেশ সকল যেন শুনে আর আমি
১৮ সিংহের মুখ হইতে নিস্তার পাইলাম। এবং প্রভু আমাকে সকল কুকর্ম্ম হইতে নিস্তার করিবেন ও আপন স্বর্গীয় রাজ্য পর্য্যন্তই রক্ষা করিবেন তাঁহাকে
১৯ প্রশংসা সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। প্রস্কল্লা ও আকল্লা এবং ওনেসিফরসের পরিজন লোকেরদিগকে নমস্কার
২০ বল। এরাস্তস করিন্তে থাকিল কিন্তু ত্রোফিমসকে
২১ আমি মিলেতসে পীড়িত ছাড়িয়া আইলাম। তুমি শীতকালের পূর্ব্বে আসিতে চেষ্টা কর ইয়ুবলস ও পুদেঁস ও লীনস ও ক্লদিয়া ও ভ্রাতৃগণ সকলেই তোমাকে
২২ নমস্কার করে। প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট তোমার আত্মার সঙ্গে হউন আমেন।

পাওল প্রেরিতের পত্র টীটসকে

প্রথম অধ্যায়

পাওল ঈশ্বরের মনোনীত লোকের বিশ্বাসার্থে এবং ধর্ম্মাচারাণুক্রমে যে সত্য তাহার স্বীকারার্থে ঈশ্বরের
২ সেবক ও য়িশু খ্রীষ্টের প্রেরিত। সেই অনন্ত জীবনের ভরসায় যাহা ঈশ্বর যিনি মিথ্যা কহিতে পারেন না তিনি জগদারম্ভের পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।
৩ কিন্তু কাল সময়ানুক্রমে আপনার বাণী সেই ঘোষণা দেওয়া যে আমারদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী আমাকে ভারা গিয়াছে তাঁহার দ্বারা প্রকাশ করিয়া
৪ ছেন। সাধারণ ধর্ম্মানুক্রমে আমার স্বকীয় পুত্র টীটসকে ঈশ্বর পিতা ও আমারদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি হউক।
৫ আমি তোমাকে ইহার কারণ ক্রেতে ছাড়িয়া আইলাম যে তথায় যে২ কর্ম্মের ত্রুটি থাকিল তাহা যেন তুমি

শৃঙ্খলা পূৰ্ব্বক ব্যবস্থিত করিয়া দেও এবং যেমত আমি তোমাকে ভারিয়াছিলাম তদনুক্রমে যেন প্রত্যেক
৬ নগরে প্রাচীনগণকে নিযুক্ত কর। যদিতু কেহ অনিন্দিত ও এক স্ত্রীর স্বামী হয় যাহার ছাওয়ালেরা বৈশ্বাসিক হইয়া রঙ্গরসাদিতে কিম্বা অদম্য স্বভাবেতে অপবাদিত
৭ না হয়। কেননা আবশ্যক আছে যে মণ্ডলাধ্যক্ষ ঈশ্বরের পাত্রবৎ অনিন্দিত হয় আত্ম বুদ্ধি মানক নহে আশু ক্রুদ্ধ নহে মদিরাপানাশক্ত নহে প্রহারক নহে
৮ ছার লাভের প্রতি লালসাযুক্ত নহে। কিন্তু আতিথেয় সাধু লোকেতে অনুরক্ত শান্তশীল প্রকৃতার্থ শুদ্ধসত্ত্ব
৯ সাম্যভোগী। যে নিষ্ঠা বাণী সে শিক্ষিত হইয়াছে তাহা দৃঢ়মত ধারণ করিয়া প্রতিরোধকেরদিগকে যথার্থ শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এবং তাহারদের প্রবোধ
১০ জন্মাইতে যেন ক্ষমতাপন্ন হয়। কেননা অনেক অমানক ও বৃথা বক্‌বক্যা ও প্রবঞ্চক লোক আছে
১১ বিশেষতঃ সুন্নতীবর্গের মধ্যে। যাহারদের মুখ বন্ধ করিতে হয় যাহারা ছার লাভ নিমিত্তে অনুপযুক্ত কথা শিখাইয়া স্বপরিজন শুদ্ধা ঘর ঘরের উৎপাটন করে।
১২ তাহারদের আপনারদের মধ্যে এক স্বদেশী ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছে যে ক্রেতীয়েরা সতত মিথ্যাবাদী দুষ্ট পশু
১৩ অলশ পেটালু হয়। এই প্রমাণ সত্য অতএব তাহার দিগকে তীক্ষ্ণ ভৎসনা দেও যেন ধৰ্ম্মেতে তাহারা যথার্থ

১৪ হয়। এবং য়িহোদীর প্রবন্ধ কল্পনা ও সত্যের ব্যত্যয় কারি মনুষ্যেরদের আদেশ প্রতি যেন মনোযোগ না
১৫ করে। পবিত্র লোকেরদের প্রতি সকল বস্তু পবিত্র আছে কিন্তু অপবিত্র ও অপ্রত্যয়ি জনেরদের প্রতি কোন বস্তু পবিত্র হয় না বরং তাহারদের মন ও অন্তঃ
১৬ করণ অপবিত্র আছে। তাহারা ঈশ্বরকে আপনার দের জ্ঞাত হওয়া স্বীকার করে কিন্তু কদর্য্য ও অনাজ্ঞাবহ এবং সকল সুকর্ম্মের প্রতি অগ্রাহ্য হইয়া তাহারা ক্রিয়ার
১৭ দ্বারা তাহাকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু তুমি যথার্থ শিক্ষার যোগ্য কথা কহ।
২ যে বৃদ্ধ পুরুষেরা সচেতন ও গম্ভীর ও সাম্যভোগী হয়
৩ প্রত্যয়েতে ও প্রেমেতে ও ধৈর্য্যেতে প্রকৃতার্থ। এবং বৃদ্ধা স্ত্রীগণ ও সেই মত পুণ্যবতীরদের যোগ্য মত ব্যবহার যেন করে মিথ্যা অপবাদক না হয় বহু মদিরা পানেতে আশক্তা না হয় ভাল প্রসঙ্গের শিক্ষক হয়।
৪ যে তাহারা যুবতী স্ত্রীগণেরদিগকে আপনারদের স্বামিরদের প্রতি স্নেহ করিতে ও আপনারদের ছাওয়া
৫ লেরদিগকে প্রেম করিতে। এবং সুবিবেকা পতিব্রতা স্ববাটীস্থিতা ভদ্রা স্বস্বামিরদের আজ্ঞাবহা হইতে সুবোধ রূপে চেতাইয়া দেয় যেন ঈশ্বরের বাণী অপনিন্দিত না
৬ হয়। সেই মত যুবকেরদিগকে ও বুঝাইয়া দেও যে

৭ তাহারা সচেতন থাকে। তুমি আপনি সকল বিষয়েতে সুকর্ম্মের নিদর্শন হইয়া শিক্ষাতে অব্যত্যয় ও গাম্ভীর্য্য
৮ ও সরলতা এবং অকাট্য যথার্থ বচন দেখাও। তাহাতে যে ব্যক্তি অন্য পক্ষেতে হয় সে তোমারদের বিষয়ে
৯ কিছু মন্দ না কহিতে পাইয়া যেন লজ্জিত হয়। ভৃত্য গণেরদিগকে আপনারদের স্বীয় কর্ত্তারদের আজ্ঞাকারী হইতে এবং সকল বিষয়েতে তাহারদিগকে তোষাইয়া
১০ দিতে বুঝাইয়া দেও তাহারা প্রত্যুত্তর না দেয়। এবং অপহরণ না করিয়া সকল সুবিশ্বাস পূর্ব্বক কর্ম্ম করে যেন সকল বিষয়ে আমারদিগের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের
১১ শিক্ষা তাহারদিগ হইতে শোভা পায়। কেননা ঈশ্বরের ত্রাণ কারি অনুগ্রহ সকল মনুষ্যের প্রতি প্রকাশ
১২ হইয়াছে। ও আমারদিগকে শিখাইতেছে যে সেই আনন্দময় ভরসার অপেক্ষায় এবং পরমেশ্বর ও খ্রিস্ত খ্রীষ্ট আমারদের ত্রাণকর্ত্তা যিনি আমারদিগকে সকল
১৩ কুকর্ম্ম হইতে মুক্ত করিতে। এবং আপনার কারণ সুকর্ম্মেতে রত এক বৈশেষিক লোককে পরিষ্কৃত করিতে আপনাকে আমারদের কারণ প্রদান করিলেন।
১৪ তাহার তেজোময় প্রকাশ হওনের অপেক্ষায় থাকিয়া সকল অধর্ম্ম ও সাংসারিক কামাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া আমরা এই বর্ত্তমান জগতে ধৈর্য্য ও যাথার্থ্য
১৫ ও ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক যেন কাল যাপন করি। এই সকল

কথা কহিয়া উপদেশ দেও এবং সকল যোগ্যতা পূর্ব্বক ভর্ৎসনা দেও কেহ তোমাকে অবজ্ঞা করিতে যেন না পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

তাহারদিগকে চেতাইয়া দেও যে তাহারা প্রধান পদ ও মহৎ পদের বশীভূত হয় দেশাধ্যক্ষের আজ্ঞাবহ ২ হয় প্রতি সুকর্ম্মেতে প্রস্তুত হয়। কোন মনুষ্যের কলঙ্ক না দেয় বিবাদী না হইয়া মৃদু হয় সকল মনুষ্যের ৩ দিগকে কোমলতা দেখায়। কেননা আমরা আপনারাই পূর্ব্বে অজ্ঞান অনাজ্ঞাবহ ভ্রান্ত নানা বিধ কাম ও রঙ্গরসাদির বশতাপন্ন ছিলাম দ্বেষ ও ঈর্ষাতে কাল যাপন করিয়া ঘৃণা যোগ্য এবং পরস্পর ঘৃণিত ৪ হইয়া থাকিলাম। কিন্তু যখন আমারদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের দয়া ও স্নেহ মনুষ্যের প্রতি প্রকাশিত হইল। ৫ তখন তিনি আমারদের কৃত ধর্ম্মের ক্রিয়া দ্বারাতে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিলেন তাহা নহে কিন্তু আপনার দয়ানুযায়ি পুনর্জন্মের প্রক্ষালনে এবং সেই ৬ ধর্ম্মাত্মার নবীনত্ব করণে। যাহা তিনি আমারদের ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারাতে আমারদের উপর ৭ প্রচুর মতে ঢালিয়া দিলেন। যে তাঁহার অনুগ্রহেতে নির্দোষী ঠাহরা গিয়া আমরা অনন্ত জীবনের ভরসা ৮ পূর্ব্বক উত্তরাধিকারী যেন হই। এই কথা নিষ্ঠা

এবং এ সকল কথার বিষয়ে যাহারা ঈশ্বরেতে প্রত্যয় করিয়াছে তাহারা সুক্রিয়াতে নিপুন হওনের যত্ন করে ইহা তোমার নিত্য ২ দৃঢ় কহা আমার ইচ্ছা কেননা এ সকল কর্ম্ম ভাল এবং মনুষ্যেরদের হিত
৯ কারি। কিন্তু অজ্ঞান প্রশ্নাদি ও বংশাবলি ও ব্যবস্থা বিষয়ের বাক্যযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হইতে দূর থাক
১০ কেননা এ সকল নিষ্ফল ও বৃথা। যে জন ধর্ম্মেতে ভিন্নকারী হয় তাহাকে একবার দুইবার উপদেশ দিলে
১১ পরে পরিত্যাগ করহ। ইহাতে জান যে এমন ব্যক্তি ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আত্মদূষিত হইয়া পাপ করে।
১২ যখন আমি আর্ত্তেমস কিম্বা তিখিকসকে তোমার নিকট পাঠাইব তখন তুমি আমার নিকট নিকপলিসে আসিতে চেষ্টা করহ কেননা আমি সেখানে শীতকাল
১৩ কাটাইতে স্থির করিয়াছি। জেনস ব্যবস্থাবেত্তা এবং আপল্লসকে তাহারদের যাত্রায় সযত্নে আগে বাড়াইয়া
১৪ থোও যেন তাহারদের কিছু অনাটন না হয়। এবং আমারদের আত্মীয় বর্গও প্রয়োজনি কার্য্যার্থে সুকর্ম্মেতে বিচক্ষণ হইতে শিক্ষা করুক যেন তাহারা
১৫ নিষ্ফল না থাকে। আমার সমিভ্যারি সকল তোমাকে নমস্কার দেয় যে সকল আমারদিগকে ধর্ম্মেতে প্রেম করে তাহারদিগকে নমস্কার বল অনুগ্রহ তোমা সকলের সঙ্গে থাকুক আমেন।——

পাওল পেরিতের পত্র ফিলিমনকে

পাওল য়িশু খ্রীষ্টের বন্দী এবং ভাই টিমোতীয়স
২ আমারদের প্রিয়তম ও সহকর্ম্মী ফিলিমনকে। এবং
আমারদের প্রিয় অপ্পিয়া ও সহযোদ্ধা আর্খিপসকে
৩ এবং তোমার ঘরস্থিত মণ্ডলীকে। আমারদের পিতা
ঈশ্বর ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার
৪।৫ দের প্রতি। প্রভু য়িশুর প্রতি তোমার প্রত্যয় এবং সকল
পুণ্যবানেরদিগকে তোমার প্রেমের কথা শুনিয়া আমি
আপনার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া আমার প্রার্থনার
৬ মধ্যে সতত তোমার উক্তি করিতেছি। যে য়িশু খ্রীষ্টের
প্রতি তোমারদের যাবতীয় অন্তরস্থ সদ্গুণের স্বীকার
করণেতে তোমার ধর্ম্মেতে সহভাগ যেন সার্থক হয়।
৭ কেননা যে হেতু তোমা হইতে হে ভাই পুণ্যবানেরদের
নাড়ীভুঁড়ী স্নিগ্ধ হয় ইহার কারণ আমরা তোমার
৮ প্রেমেতে অত্যন্ত আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইতেছি। অতএব
যাহা উচিত হয় তাহা যদ্যপিস্যাৎ আমি অতি সাহসে

৯ তোমাকে ভারিতে পারি। তত্রাপি পাওল প্রাচীন এমন জন হইয়া এবং সম্প্রতি খ্রীষ্টের বন্দীও হইয়া বরং তা না করিয়া আমি প্রেম পূর্ব্বক তোমাকে মিনতি করি।
১০ ওনেসিমস আমার এক পুত্র যাহাকে আমি আপন বন্ধনে থাকিয়া জন্ম দিয়াছি তাহার বিষয়ে আমি তোমাকে
১১ কাকুতি করি। সে পূর্ব্বকালে তোমার অলাভক ছিল কিন্তু এখন তোমার আমার উভয়ের লাভক হইয়াছে।
১২ আমি তাহাকে পুনশ্চ পাঠাইয়াছি অতএব আমার
১৩ নাড়ীভুঁড়ীবৎ তাহাকে গ্রহণ কর। আমি তাহাকে স্বনিকটে রাখিতে ইচ্ছা করিলাম যেন মঙ্গল সমাচারের বন্ধনে সে তোমার পরিবর্ত্তে আমার সেবা করে।
১৪ কিন্তু তোমার সম্মতি ব্যতিরেক আমি কিছু করিতে চাহিলাম না যে তোমার উপকারি কর্ম্ম আবশ্যক মতন
১৫ না দেখাইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যেন হয়। কেননা সে কি জানি বা ইহার কারণ তোমা হইতে কিঞ্চিৎ কাল বিভিন্ন হইয়াছিল যে তুমি তাহাকে সদাসর্ব্বদা প্রাপ্ত
১৬ হইয়া থাক। এখন দাসবৎ নহে কিন্তু দাস হইতে শ্রেষ্ঠতর এক প্রিয় ভাই বিশেষতঃ আমার কিন্তু কতোধিকে শরীরেতে ও প্রভুতে উভয়েতে তোমার।
১৭ অতএব যদি তুমি আমাকে সহভাগী করিয়া জান তবে
১৮ তাহাকে আমার তত্তুল্য গ্রহণ করহ। যদি সে তোমার কিছু অপচয় করিয়া থাকে কিম্বা কিছু ধার রাখে

১৯ তবে তাহা আমার নামে লেখ। আমি পাওল আপন সহস্তে ইহা লিখিয়াছি আমি তাহার পরিশোধ করিব তথাপি যে তুমি আপন প্রাণ শুদ্ধা আমার ঋণী আছ
২০ ইহা আমি তোমাকে কহি না। হাঁ ভাই তোমা হইতে প্রভুতে আমার আনন্দ যেন হয় প্রভুতে আমার নাড়ী
২১ ভুঁড়ী স্নিগ্ধ কর। আমি যত কহি তাহার অধিক ও তুমি করিবা ইহা জানিয়া আমি তোমার আজ্ঞা
২২ বহনের দৃঢ় বিশ্বাসেতে তোমাকে লিখিয়াছি। কিন্তু আমার কারণ এক প্রবাস স্থান ও প্রস্তুত কর কেননা আমার ভরসা আছে যে তোমারদের প্রার্থনার দ্বারাতে
২৩।২৪ আমি তোমারদের নিকট দত্ত হওয়া যাইব। যিশু খ্রীষ্টেতে আমার সহবন্দি এপফ্রাস এবং আমার সহকর্ম্মি মার্কস অরিষ্টার্খস দেমস ও লুক তোমাকে
২৫ নমস্কার বলে। আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমারদের আত্মার সঙ্গে থাকুক আমেন।—

পাওল প্রেরিতের পত্র এব্রিরদিগকে
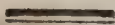
প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর যিনি পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণেরদের দ্বারা পিতৃগণেরদিগকে অনেক বার এবং নানা প্রকারে

২ কহিলেন। তিনি এই শেষ সময়ে আমারদিগকে পুত্রের দ্বারাতে কহিয়াছেন যাঁহাকে তিনি সকল বস্তুর অধিকারী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যাঁহার ৩ দ্বারা তিনি জগদাদির সৃষ্টি করিলেন। যিনি তাঁহার তেজের ছটা এবং তাঁহার মূর্ত্তির স্বরূপ এবং তাঁহার শক্তিময়বাণীতে সমস্ত বস্তু ধারণ করিয়া রহিয়া আমার দের পাপ সকল আপনা দিয়া মোচন করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত ৪ মহিমার দক্ষিণ দিকে বসিয়া আছেন। যিনি স্বর্গ দূতগণ হইতে ততোধিকে মহৎ করা গেলেন যতোধিকে তিনি পৈতৃক অধিকারানুক্রমে তাহারদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ ৫ তর নামলব্ধ হইয়াছেন। কেননা তিনি দূতগণের মধ্যে কাহাকে কখন কহিলেন যে তুমি আমার পুত্র আছ অদ্যই আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি আর পুনশ্চ আমি তাহার পুতি পিতা হইব ও সেই আমার পুত্র হইবে। ৬ কিন্তু যখন তিনি পুনশ্চ আপন পুথমজাত পুত্রকে জগতের মধ্যে আনয়ন করিতেছেন তখন তিনি ইহা কহেন এবং ঈশ্বরের যাবতীয় দূতগণ তাঁহাকে ভজনা ৭ করুক। এবং দূতগণের বিষয়ে তিনি কহিতেছেন তিনি আপন দূতেরদিগকে বায়ু করেন এবং আপন অনুচরের ৮ দিগকে অগ্নি শিখা করেন। কিন্তু পুত্রকে তিনি কহেন হে ঈশ্বর তোমার সিংহাসন সদা সর্ব্বদা স্থায়ি তোমার ৯ রাজ্য দণ্ড যাথার্থ্যের দণ্ড আছে। তুমি যাথার্থ্যকে

ভাল বাসিয়া অযাথার্থ্যকে মন্দ বাসিয়াছ অতএব ঈশ্বর তোমারি ঈশ্বর আনন্দের তৈলেতে তোমাকে আপনার সখাগণ হইতে সুন্দর রূপ অভিষেক
১০ করিয়াছেন। আর হে য়িহুহা তুমিতো আদিকালে পৃথিবীর নেও দিয়াছ এবং স্বর্গাদি তোমার হস্তের কর্ম।
১১ সে সকল ক্ষয় হইবে কিন্তু তুমি স্থায়ী সে সকল বস্ত্রের
১২ ন্যায় জীর্ণ হইয়া যাইবে। এবং পাছুড়ির মত তুমি তাহারদিগকে তো করিবা ও তাহারা অন্যরূপ হইবে কিন্তু তুমি যেমনকার তেমনি এবং তোমার কালের
১৩ ক্ষয় হইবে না। কিন্তু তিনি দূতগণের মধ্যে কাহাকে কখন কহিলেন যে তোমার শত্রুরদিগকে যদবধি আমি তোমার পদের পিড়ী না করিয়া দি তদবধি
১৪ আমার দক্ষিণ দিগে বসিয়া থাক। সে সকল তো সেবাকারি আত্মা ত্রাণাধিকারিরদের সেবা করিতে প্রেরিত কি না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব যে সকল প্রসঙ্গ আমরা শুনিয়াছি তাহার প্রতি আমারদের একান্ত প্রনিধান করা কর্ত্তব্য যে কি জানি বা আমরা কোনক্রমে তাহা বহিয়া যাইতে দি।
২ কেননা যদিচ দূতগণের উক্ত বাণী অটল ছিল এবং প্রতি আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ও অনাজ্ঞাবহন করা সমুচিত
৩ প্রতিফল প্রাপ্ত ছিল। তবে আমরা কি রূপে বাঁচিব

যদি আমরা এমন মহৎ পরিত্রাণকে হেলা করি যে তাহার প্রথমারম্ভে প্রভুতে উক্ত ছিল এবং তাহার শ্রোতারদের দ্বারা আমারদের নিকট প্রতিপন্ন করা
৪ গেল। তাহাতে ঈশ্বর অদ্ভুত লক্ষণাদি ও নানা আশ্চর্য্য কর্ম্ম এবং আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মাত্মার বিতরণ করার দ্বারা আপনি ও তাহারদের
৫ সাক্ষী হইলেন। কেননা সেই আগত জগৎ যাহার কথা আমরা কহি তাহাকে তিনি দূতগণের বশে
৬ করেন নাই। কিন্তু এক ব্যক্তি কোন স্থানে প্রমাণ পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে মনুষ্যটা বা কি যে তুমি তাহাকে মনে কর আর মনুষ্যের সন্তানও বা কি যে তুমি
৭ তাহার প্রতি মনোযোগ করহ। তুমি তাহাকে দূতবর্গ হইতে কিঞ্চিৎ নীচ করিয়াছ তাহার মস্তকে মহামহিমা ও সম্মানের মুকুট দিয়া তুমি আপনার হস্তকৃত সৃষ্টির
৮ উপর তাহাকে কর্ত্তা করিয়া দিয়াছ। তুমি সকল বস্তুকে তাহার পদতল করিয়া দিয়াছ কেননা সমস্তকে তাহার করতল করাতে তিনি তাহার অবশীভূত কিছুই রাখিলেন না তত্রাপি সকল বস্তু তাহার করতল হইয়াছে
৯ তাহা অদ্যাপি আমরা দেখি নাই। কিন্তু যিশু যিনি দূতগণ হইতে কিঞ্চিৎ নীচ করা গিয়াছিলেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি প্রতি মনুষ্যের কারণ মৃত্যুর রস যেন চাকেন তাঁহার মৃত্যুর বেদনা সহিষ্ণুতা

করাতে আমরা তাঁহাকে মহিমা ও সম্মানের মুকুটে
১০ শোভান্বিত দেখিতেছি। কেননা যাঁহার কারণ সকল
বস্তু ও যাঁহা হইতে সকল বস্তু তাঁহার উপযুক্ত ছিল
যে অনেক পুত্রের মোক্ষ আনয়নে তিনি তাহারদের
ত্রাণের সেনানীকে যেন দুঃখ ভোগেতে সিদ্ধ করেন।
১১ কেননা যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্র করা
যায় তাহারা এক শ্রেণী হয় ইহার কারণ তিনি তাহার
দিগকে ভ্রাতৃরা করিয়া কহিতে লজ্জিত হয়েন না।
১২ যে আমি আপন ভ্রাতারদিগকে তোমার নাম জ্ঞাপন
করিব আমি মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা গাইব।
১৩ আর পুনশ্চ এই যে আমি তাহাতে বিশ্বাস করিব ও
আরবার এই দেখ আমিও আমার ঈশ্বর দত্ত সন্তানেরা।
১৪ এতদর্থে সন্তানেরা রক্তমাংসের ভাগী হইলে তিনি
আপনিও তাহার সহভাগী হইলেন তাহাতে যেন
তিনি মৃত্যুর অধিকারী অর্থাৎ শয়তানকে নিবর্ত্ত
১৫ করেন। এবং যাহারা স্বপরমায়ু পর্য্যন্ত মৃত্যুর ভয়
বন্ধনে বশীভূত ছিল তাহারদিগকে মুক্ত করেন।
১৬ কেননা তিনি অবশ্য দূতগণেরদের প্রকৃতি ধারণ
করিলেন না কিন্তু তিনি আবরহামের বীর্য্যকে ধারণ
১৭ করিলেন। অতএব আপন ভ্রাতৃগণের সর্ব্বতোভাবে
সমতুল্য হওয়া তাঁহার আবশ্যক ছিল তাহাতে যেন
লোকেরদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি ঈশ্বরের

কর্ম্ম বিষয়ে দয়ালু ও বিশ্বাসী মহাযাজক হন।
১৮ এবং এই যে আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখিত হইলেন ইহাতে তিনি পরীক্ষিত জনেরদিগের সাহায্য করিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অতএব হে পুণ্যবান ভ্রাতৃরা স্বর্গীয় আহ্বানের সহভাগি আমারদের ধর্ম্মের প্রেরিত ও মহাযাজক যিশু
২ খ্রীষ্টের প্রতি বিবেচনা কর। তিনি আপন নিযোজক কর্ত্তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন যেমত মোশাও তাঁহার
৩ সমুদায় ঘরের কারণ ছিল। কেননা তিনি মোশা হইতে অধিক সম্ভ্রম যোগ্য গণিত হইলেন যদনুক্রমে
৪ ঘর হইতে ঘরের স্থপতি অধিক সম্ভ্রান্ত হয়। কেননা প্রতি ঘর কোন স্থপতির নির্ম্মাণ হইয়া আছে কিন্তু
৫ সকলের স্থপতি ঈশ্বর। এবং মোশা অবশ্য ভবিষ্যদ্বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণার্থ সেবক হইয়া তাহার
৬ সমুদায় ঘরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট তিনি পুত্র হইয়া আপন ঘরেতে ছিলেন যাহার ঘর আমরাই আছি যদি আমরা ধর্ম্মের সাহস ও ভরসার গৌরব করা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়মতে ধারণ করিয়া রাখি।
৭ অতএব ধর্ম্মাত্মা যেমত কহেন অদ্যই যদি তোমরা
৮ তাঁহার রব শুনিতে চাহ। তবে তোমারদের মন কঠিন করিও না যেমত উষ্মা করণ সময়ে প্রান্তর মধ্য

৯ পরীক্ষা করণ দিবসে হইয়াছিল। যখন তোমারদের পিতৃরা চল্লিশ বৎসরাবধি আমাকে পরখাইল ও
১০ যাচিল ও আমার কর্ম্ম দেখিল। অতএব আমি সেই বর্গ প্রতি রুষ্ট ছিলাম ও কহিলাম যে তাহারা সতত মতিভ্রম থাকে এবং আমার পথ সকল তাহারা জানে
১১ নাই। তবে আমি স্বকোপে দিব্য করিলাম যে তাহারা আমার বিশ্রামেতে কখন প্রবেশ করিতে পাইবে না।
১২ হে ভ্রাতৃরা সাবধান যেন তোমারদের কাহারো অন্তরে জীয়ন্ত ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাওনের অপ্রত্যয়ি কুচিত্ত না
১৩ হয়। কিন্তু তোমরা প্রত্যহ যাবৎ আজি করিয়া কহা যায় পরস্পার চেতাইয়া দেও যে কি জানি তোমারদের
১৪ মধ্যে কেহ পাপের ভণ্ডনায় কঠিন বা হয়। কেননা যদি আমরা আপনারদের দৃঢ় বিশ্বাসের আরম্ভ শেষ পর্য্যন্ত স্থৈর্য্য রূপে ধৃত করিয়া রাখি তবে আমরা
১৫ খ্রীষ্টের সহভাগী হই। এবং যাবৎ কথিত আছে যে অদ্যই যদি তোমরা তাহার রব শুনিতে চাহ তবে তোমারদের মন কঠিন করিও না যেমত উষ্মা করণ
১৬ সময়ে হইয়াছিল। কেননা কতেক ২ শুনিয়া রোষাইল কিন্তু যত মোশার দ্বারা মিশ্বর দেশ হইতে আসিয়া
১৭ ছিল সকলি নহে। কিন্তু কাহারদের প্রতি তিনি চল্লিশ বৎসর রুষ্ট ছিলেন সে কি তাহারদের প্রতি ছিল না যাহারা পাপ করিয়াছিল ও যাহারদের শব সকল বন

১৮ প্রান্তরে পড়িয়া থাকিল। এবং কাহারদিগকে তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন যে আমার বিশ্রামে তোমরা প্রবেশ করিতে পাইবা না সেই সকল ব্যতিরেক যে ১৯ প্রত্যয় করিল না। অতএব আমরা দেখি যে অপ্রত্যয়ের কারণ তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না।—

চতুর্থ অধ্যায়

এতদর্থে আমরা যেন ভয় করি যে তাহার বিশ্রামের মধ্যে প্রবেশ পাইবার অঙ্গীকার থাকিলেও পাছে আমারদের মধ্যে কেহ বা পৌছিবার ত্রুটি দেখায়। ২ কেননা সেই মঙ্গল বার্ত্তা যেমত তাহারদের প্রতি সেই মত আমারদের প্রতিও প্রচার করা গিয়াছিল কিন্তু সে শ্রুত কথা শ্রোতারদের প্রত্যয়েতে মিশ্রিত না হইলে ৩ তাহারদের প্রতি নিষ্ফল থাকিল। কেননা আমরা প্রত্যয় করিয়া বিশ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি যেমত তিনি ইহা কহিলেন অতএব আমি স্বকোপেতে দিব্য করিলাম যে তাহারা আমার বিশ্রামেতে প্রবেশ করিতে পাইবে না তথাপি তাঁহার কর্ম্ম সকল জগতের ৪ আরম্ভাবধি সমাপ্ত হইয়াছিল। কেননা তিনি কোন স্থানে সপ্তম দিবসের বিষয়ে এইমত কহিতেছেন যে ঈশ্বর আপন সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া সপ্তম দিবসে ৫ বিশ্রাম করিলেন। এবং পুনশ্চ এই স্থানে যে আমার ৬ বিশ্রামে তাহারা প্রবেশ করিতে পাইবে না। অতএব

এই অপেক্ষা থাকিল যে তাহার মধ্যে কাহারদের প্রবেশ করণের আবশ্যক আছে এবং যাহারদিগকে মঙ্গল বার্ত্তা প্রথমে জ্ঞাপিত ছিল তাহারা অপ্রত্যয়ের
৭ হেতু প্রবেশ করিল না। পুনরায় তিনি এক দিন স্থির করিয়া দাউদে কহিতেছেন যে অদ্যই এত চিরকাল পরে যেমত উল্লেখ আছে অদ্যই যদি তোমরা তাহার রব শুনিতে চাহ তবে আপনারদের মন কঠিন করিও
৮ না। কেননা যদি য়হোশুয়া তাহারদিগকে বিশ্রাম দিতেন তবে তিনি পশ্চাতে আর এক দিবসের কথা
৯ কহিতেন না। অতএব ঈশ্বরের লোকের কারণ এক
১০ বিশ্রামের অপেক্ষা আছে। কেননা যে জন আপন বিশ্রামে প্রবিষ্ট হইয়াছে সে আপনার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছে যেমত ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে নিরস্ত
১১ হইয়াছিলেন। অতএব সেই বিশ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমরা যেন পরিশ্রম করি নতুবা পাছে সেই অপ্রত্যয়ের দৃষ্টান্তানুক্রমে কেহবা অধঃপতন হয়।
১২ কেননা ঈশ্বরের বাণী সতেজ ও প্রবল দুই ধারের খড়্গ হইতে তীক্ষ্ণবান প্রাণ ও জীবাত্মার এবং গিরাদি ও মজ্জার বিচ্ছেদকারি ভেদক এবং অন্তঃকণের ভাবনা
১৩ ও কল্পনার নিরীক্ষক। এবং কোন জীব জন্তু তাঁহার সাক্ষাতে অপ্রকাশ নহে কিন্তু সকল বস্তু নেংটা ও উদলা তাঁহার দৃষ্টিতে যাঁহার সঙ্গে আমারদের বিষয় আছে।

১৪ অতএব যে হেতু আমারদের স্বর্গগত মহৎ এক প্রধান যাজক ঈশ্বরের পুত্র যিশু আছেন আমরা আপনারদের স্বীকৃত ধর্ম্মকে যেন দৃঢ় মতে ধারণ করি। ১৫ কেননা আমারদের দৌর্ব্বল্যাদিতে যে সহদুঃখিত হইতে না পারে এমত মহাযাজক আমারদের নহেন কিন্তু সর্ব্বতোভাবে আমারদের মত পরীক্ষিত ছিলেন তত্রাপি পাপ রহিত। ১৬ অতএব আমরা দয়াপ্রাপ্ত হইতে এবং আবশ্যক কালানুক্রমে সাহায্যের অনুগ্রহ পাইতে অনুগ্রহের সিংহাসনের নিকট নির্ভয় আসি।—

পঞ্চম অধ্যায়

কেননা যে ২ মহাযাজক মনুষ্যেরদের মধ্য হইতে লওয়া যায় তাহারা প্রতি জন মনুষ্যেরদের প্রস্থে ঈশ্বর বিষয়ক কর্ম্মের উপর নিযুক্ত হয় সে যেন পাপের ২ কারণ দান ও বলি ইত্যাদি উৎসর্গ করে। যে অজ্ঞান ও পথ ভ্রান্ত লোকের প্রতি দয়ালু হইতে পারে কেননা ৩ আপনি যে দৌর্ব্বল্যেতে বেষ্টিত হয়। এবং ইহার কারণ তাহার আবশ্যক যেমত লোকের প্রস্থে সেই ৪ মত আপনার হেতু ও পাপার্থ উৎসর্গ করে। এবং আহারণের সদৃশ ঈশ্বরের আহ্বানিত জন ব্যতিরেক ৫ কোন মনুষ্য এই পদ স্বয়ং ধারণ করে না। সেইমত খ্রীষ্ট আপনিও মহাযাজক হওনের গৌরব করিলেন না কিন্তু যিনি তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি আমার পুত্র

অদ্যই আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি তিনিই করিলেন।
৬ যেমত তিনি আর এক স্থানেও করিতেছেন যে তুমি
৭ মলক্সদকের ধারাক্রমে নিত্য যাজক আছ। যিনি
আপন শরীরগত সময়ে মহা আর্ত্তস্বরেতে ও নেত্রজলেতে
সেই ব্যক্তিকে প্রার্থনা ও কাকুতি মিনতি করিলেন
যিনি তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সাধ্যবান
ছিলেন এবং যে হেতু তিনি ভয় করিয়াছিলেন তাহাতে
৮ শুনা গেলেন। তিনি যদ্যপিও পুত্র ছিলেন বটে তত্রাপি
যে সকল দুঃখ ভোগ পাইলেন তাহাতে তিনি আজ্ঞা
৯ বহনের শিক্ষা করিলেন। এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার
আজ্ঞাকারিরদের প্রতি তিনি অনন্ত ত্রাণের কারণ
১০ হইলেন। মলক্সদকের ধারাক্রমে ঈশ্বরের আহ্বানিত
১১ মহাযাজক। যাহার বিষয়ে আমারদের বিস্তর প্রসঙ্গ
কহিতে আছে যে তোমারদের ভারী শ্রবণ হওয়াতে
১২ বুঝিতে কঠিন হয়। কেননা যদ্যপিও সময়ানুক্রমে
তোমারদের আপনি শিক্ষক হওনের উপযুক্ত হয় বটে
তথাপি তোমারদের আবশ্যক আছে যে আর কেহ
তোমারদিগকে ঈশ্বরের বাণীর প্রথম সূত্র পুনর্ব্বার
শিক্ষায় এবং তাদৃশ লোক হইয়া গিয়াছ যাহারদের
শক্ত ভক্ষ্য ব্যতিরেক দুগ্ধ পান করণের আবশ্যক
১৩ থাকে। কেননা দুগ্ধাহারি প্রত্যেক জন যাথার্থ্যের
১৪ কথাতে অপটু আছে কেননা সে তো বালক। কিন্তু

শক্ত ভক্ষ্য যুবক লোকের কারণ যাহারদের ইন্দ্রিয়াদি ভাল মন্দ উভয়ের বোধ করিতে অভ্যাসেতে সাধিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১।২ অতএব মৃত কর্ম্ম হইতে মন ফিরাণ ও ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যয় ও বাপ্টাইজাদির শিক্ষা ও হাত উপর দেওয়া ও মৃতলোকের পুনরুত্থান ও অনন্ত কালার্থ বিচার এ সকলের নেও পুনশ্চ না দিয়া আমরা খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রথম সূত্র ছাড়িয়া সিদ্ধি পর্য্যন্ত যেন অগ্রে
৩ বাড়িয়া যাই। এবং ঈশ্বর যদি করিতে দেন তবে
৪ আমরা এই মত করিবই। কেননা যাহারা একবার দীপ্তিমান হইয়াছে ও স্বর্গীয় প্রসাদের আস্বাদ পাইয়াছে
৫ ও ধর্ম্মাত্মার ভাগী হইয়াছে। এবং ঈশ্বরের উত্তম বাণী ও আগত জগতের শক্তির রস চাকিয়াছে।
৬ তাহারা যদি অধঃপতন হইয়া মতান্তর হয় তবে পুনশ্চ মন ফিরাণ যাহাতে হয় এমত তাহারদের পুনঃপ্রবৃত্তি জন্মাইবার সাধ্য নাই কেননা তাহারা ঈশ্বরের পুত্রকে আরবার আপনারদের প্রতি ক্রুশেতে টাঙ্গায় এবং তাঁহাকে প্রকাশিত লজ্জাকর কৌতুক
৭ করিয়া দেয়। কেননা যে ভূমি আপন উপরের বারম্বার পতিত বৃষ্টি শোষণ করিয়া তাহার কৃষকের দের যোগ্য মত শাকাদি উৎপত্তি দেয় তাহা ঈশ্বরের

৮ আশীর্ব্বাদ পায়। কিন্তু যে ভূমি কণ্টক ও বাবলুচ্যাদি উৎপত্তি দেয় সে ত্যক্ত ও শাপভ্রষ্ট হওনের নিকট হয়
৯ এবং তাহার শেষ দগ্ধ হওয়া। কিন্তু হে প্রিয়েরা যদিও আমরা এইমত কহি তথাচ তোমারদের প্রতি আমারদের ভাল বিষয়ের প্রবোধ বরঞ্চ ত্রাণের সম্বলিত
১০ বিষয়ের প্রবোধ আছে। কেননা তোমরা পুণ্যবানেরদের সেবা করিয়াছ ও করিতেছ ইহাতে তোমারদের কার্য্য ও প্রেমের শ্রম যাহা তোমরা ঈশ্বরের নাম প্রতি দেখাইয়াছ তাহা তিনি বিস্মৃত হইতে অযথার্থ
১১ নহেন। এবং আমারদের ইচ্ছা যে তোমরা প্রত্যেক জন ও সেইমত যত্ন কর তাহাতে ভরসার পূর্ণরূপ
১২ নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত যেন থাকে। যে তোমরা অলস না হইয়া যাহারা প্রত্যয় ও সহিষ্ণুতার দ্বারা অঙ্গীকারের উত্তরাধিকারী হয় তাহারদের পশ্চাদ্গামী হও।
১৩ কেননা যখন ঈশ্বর আবরহামকে অঙ্গীকার করিলেন তখন আর বড়তর কাহার দিব্য করিতে না পারিলে
১৪ তিনি আপনার দিব্য করিয়া কহিলেন। যে কল্যাণে ২ আমি তোমার মঙ্গল করিব এবং বাড়াইতে২ তোমার
১৫ বংশ বৃদ্ধি করিব। এবং সে তদনুক্রমে চিরকাল ধৈর্য্য করিয়া থাকিলে পরে সেই অঙ্গীকৃত ফল পাইল।
১৬ কেননা মনুষ্যেরা অবশ্য আপনা হইতে মহদ্ব্যক্তির দিব্য করে এবং নির্দ্ধার্য্যার্থ দিব্য তাহারদের স্থানে

১৭ বিবাদের শেষ হয়। অতএব ঈশ্বর অঙ্গীকারের উত্তরাধিকারিরদিগকে আপন পরামর্শের অমোঘতা যথোচিত মত দেখাইতে স্বেচ্ছিত হইয়া তাহা দিব্যেতে
১৮ স্থৈর্য্য করিলেন। তাহাতে দুই অটল বিষয় যাহাতে ঈশ্বরের মিথ্যা কহা অসাধ্য তাহা দিয়া আমরা যে শরণার্থে আপনারদের অগ্রে স্থাপিত ভরসা ধরিতে
১৯ পলাইয়াছি যেন পূর্ণরূপ সান্ত্বনা পাই। সেই ভরসা আমরা যাদৃশ প্রাণের লঙ্গর ধারণ করিতেছি অসংশিত ও দৃঢ়তর ও যাহার প্রবেশ কাণ্ডারের মধ্যে আছে।
২০ যেখানে য়িশু অগ্রগামী আমারদের কারণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন ও যিনি মলক্সদকের শ্রেণী পূর্ব্বক নিত্য মহাযাজক করা গিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

কেননা এই মলক্সদক শালমের রাজা ও সর্ব্ব প্রধান ঈশ্বরের যাজক যিনি আবরহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন ও তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিলেন যখন
২ উনি রাজাগণের সংহার করিয়া বাহুড়িতে ছিলেন। ও যাহাকে আবরহাম সকল দ্রব্যের দশমাংশ দিলেন তিনি নাম ভেদ করিয়া প্রথমতঃ যাথার্থ্যের রাজা ও তাহার পরে শালমের রাজা অর্থাৎ শান্তির রাজা।
৩ পিতৃ রহিত মাতৃ রহিত বংশাবলি রহিত যাহার পরমায়ুর আদিও নাই অন্তও নাই কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের

৪ তুল্য কৃত হইয়া নিত্য যাজক থাকেন। অতএব বুঝ
এ কেমন বড় মনুষ্য যাহাকে বরঞ্চ মহা পিতৃ
৫ আবরহাম লুটিত দ্রব্যের দশমাংশ দিলেন। এবং
লোইর বংশেতে যাহারা যাজক পদ পায় তাহারা
অবশ্য ব্যবস্থানুসারে লোকেরদিগ হইতে অর্থাৎ
আপনারদের ভ্রাতৃগণ হইতে দশমাংশ লওনের আজ্ঞা
ধরিতেছে যদ্যপি তাহারা আবরহামের ঔরস সন্তান
৬ হয় তথাপিও। কিন্তু সেই ব্যক্তি যাহার বংশাবলি
তাহারদিগ হইতে গণিত হয় না তিনি আবরহাম
হইতেই দশমাংশ পাইলেন এবং অঙ্গীকার প্রাপ্ত
৭ ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। এবং নিঃসন্দেহ গুরু
৮ তর হইতে লঘুতর ব্যক্তি আশীর্ব্বাদিত হয়। এবং
এথা মরণীয় মনুষ্যেরা দশমাংশ পাইতেছে কিন্তু তথা
তিনি তাহা পান যাহার জীবৎ থাকার প্রমাণ আছে।
৯ এবং ইহাও কহিতে পারা যায় যে আবরহামের
দ্বারা লোই যিনি দশমাংশের গ্রাহক ছিলেন তিনি ও
১০ বরঞ্চ দশমাংশ দিলেন। কেননা তিনি স্বপিতৃর
কাঁকালির মধ্যে ছিলেন যখন মলক্সদক তাহার সঙ্গে
১১ সাক্ষাৎ করিলেন। কেননা যদিতু লোইয়ের শ্রেণীমত
যাজকতা দ্বারা সিদ্ধি হইত কেননা তাহারি
অধিকারেতে লোকেরা ব্যবস্থা প্রাপ্ত ছিল তবে
মলক্সদকের পর্য্যায়ানুক্রমে আর এক যাজকের উদয়

হওনের আবশ্যক কি আহারণের পর্য্যায়ানুসারে
১২ তাহার গণনা কেন হয় না। কেননা যাজকত্বের
পর্য্যায় অন্যমত করা গেলে ব্যবস্থার অন্যমত হওনের
১৩ আবশ্যকও আছে। কেননা যাহার বিষয়ে এ সকল
প্রসঙ্গ উক্ত আছে তিনি অন্যগোত্রের মধ্যে যাহার
মধ্যে কোন জন যজ্ঞকুণ্ডের সেবাতে প্রবর্ত্ত হয়
১৪ নাই। এবং স্পষ্ট আছে যে আমারদের প্রভু য়িহোদা
কুলেতে উদ্ভূত ছিলেন সেই গোত্র যাহার প্রসঙ্গেতে
মোশা কিছু যাজকতা বিষয়ের কথা কহিলেন না।
১৫ এবং আরো স্পষ্ট আছে যে মলক্‌সদকের দৃষ্টান্তা
১৬ নুক্রমে অন্যেক যাজকের উদয় হয়। যাহার সৃষ্টি
শারীরিক আদেশের বিধানানুক্রমে নহে কিন্তু অনন্ত
১৭ পরমায়ুর বলানুসারে হয়। কেননা তিনি এই প্রমাণ
কহেন যে তুমি মলক্‌সদকের শ্রেণীমত নিত্য যাজক
১৮ আছ। অতএব পূর্ব্বকার আজ্ঞার নির্ব্বলতা ও
১৯ নিষ্ফলতা প্রযুক্তে সেই আজ্ঞার নিবৃত্ত হয়। কেননা
ব্যবস্থাটা কিছুর সিদ্ধি করিল না কিন্তু সেই সুভরসার
মধ্য আনয়মে যাহা দিয়া আমরা ঈশ্বরের নিকট
২০ যাইতে পাই তাহাই করিল। এবং যে হেতু তিনি
দিব্য ব্যতিরেক পদার্পিত ছিলেন না কেননা তাহারা
২১ দিব্য রহিত যাজক করা গিয়াছে। কিন্তু ইনি
সদিব্যেতে করা গেলেন তাঁহার দ্বারা যে তাঁহাকে

এ কথা কহিয়াছিলেন যিহুদা দিব্য করিয়াছেন এবং মন ফিরাইবেন না যে তুমি মলক্সদকের শ্রেণীমত
২২ নিত্যার্থ যাজক হইয়াছ। এতোধিকে যিশু তাহা
২৩ হইতে আর ভাল নিয়মের জামিন হইয়াছেন। পরন্তু তাহারদের থাকা মৃত্যুতে রোধিত হইলে তাহারা
২৪ অনেক যাজক ছিল। কিন্তু ইনি আপন নিত্য
২৫ থাকার নিমিত্তে অটল যাজকত্ব ধারণ করেন। এতদর্থে তাঁহার দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে আইসে তিনি তাহারদিগকে যাবৎ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিতে সাধ্যবান আছেন কেননা তিনি তাহারদের কারণ প্রতিসাধনা
২৬ করিতে সতত জীয়ন্ত থাকেন। কেননা যে ব্যক্তি শুদ্ধসত্ব অহিংসক নির্ম্মল পাপিলোক হইতে বিভিন্ন এবং স্বর্গ হইতে উচ্চতর এইমত মহাযাজক আমারদের যোগ্য
২৭ ছিলেন। যিনি প্রত্যহ সেই মহা যাজকেরদের মতন প্রথমত আপন পাপার্থে ও তারপরে লোকেরদের পাপার্থে বলিদানাদি উৎসর্গ করিবার আবশ্যক রাখিলেন না কেননা ইহা তিনি একীবারে সকল বার করিলেন যখন তিনি আপনাকে দিয়া উৎসর্গ
২৮ করিলেন। কেননা ব্যবস্থাটা দৌর্ব্বল্যযুক্ত মনুষ্যের দিগকে মহাযাজক করিয়া নিযুক্ত করে কিন্তু যে দিব্যের বাণী ব্যবস্থার পরে ছিল তাহা নিত্যার্থ অভিষিক্ত পুত্রকে নিযুক্ত করেণ।——

অতএব এ সকল উক্ত প্রসঙ্গের সারাৎসার এই যে আমারদের এমত মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গস্থিত মহিমার সিংহাসনের দক্ষিণ ভিতে বসিয়া আছেন।
২ পুণ্য স্থানের এবং সেই সত্য তাম্বুর সেবক যে ঈশ্বর
৩ খাড় করিলেন মনুষ্য নয়। কেননা প্রতি মহাযাজক বিতরণ ও বলিদানাদি উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত হয় অতএব কোনদ্রব্যের উৎসর্গ করিতে ইঁহারো আবশ্যক
৪ ছিল। কিন্তু যদি পৃথিবীর মধ্যে থাকিতেন তবে তিনি যাজক হইতেপারিতেন না কেননা যাজকগণ আছেই
৫ যাহারা ব্যবস্থানুক্রমে দানাদি উৎসর্গ করে। ও তাহারা স্বর্গীয় কর্ম্মের দৃষ্টান্তে ও প্রতিচ্ছায়া নিমিত্তে সেবা করে যেমন মোশা যখন তিনি তাম্বু বানানের নিষ্পন্ন করিতে উদ্যত ছিলেন তখন ঈশ্বরের স্থানে উপদেশ পাইলেন কেননা তিনি কহিলেন যে দেখিও ওই নিদর্শন যে তোমাকে পর্ব্বতের উপর দেখান গেল
৬ তদনুরূপে তুমি সকল বস্তুর নির্ম্মাণ যেন কর। কিন্তু ইনি যতোধিক ভাল নিয়মের মধ্যস্থ হইয়াছেন ও যাহা তদুত্তম অঙ্গীকারেতে স্থৈর্য্য করা গিয়াছিলেন তিনি ততোধিক পরম সেবার পদ পাইয়াছেন।
৭ কেননা যদিস্যু সে প্রথম নিয়মের অত্রুটী হইত তবে দ্বিতীয়ের কারণ স্থানের অন্বেষণ করা যাইত না।
৮ কিন্তু তাহারদের দোষ ধরিয়া তিনি কহিতেছেন যে

দেখ সেই সময় আসিতেছে য়িহুহা কহেন যখন আমি য়িশরালের গোত্র ও য়হোদার গোষ্ঠীর সঙ্গে

৯ এক নূতন নিয়ম করিব। যে নিয়ম আমি তাহারদের পিতৃরদের সঙ্গে সেই দিবসে করিলাম যখন আমি তাহারদিগকে মিশ্বর দেশ হইতে আনিতে তাহারদের হাত ধরিলাম তদনুক্রমে নহে কেননা তাহারা আমার নিয়মে স্থির থাকিল না এবং আমি তাহারদের প্রতি

১০ মনোযোগ করিলাম না। কিন্তু য়িহুহা কহিতেছেন যে নিয়ম আমি সেই সময়ান্তরে য়িশরালের গোত্রের সঙ্গে করিব তাহা এই আমি আপন বিধি বিধান তাহারদের অন্তঃকরণে রাখিব ও তাহারদের মনে লিখিব এবং আমি তাহারদের ঈশ্বর হইব ও তাহারা আমার লোক

১১ হইবে। এবং তাহারা প্রতিজন আপন ২ পড়সীকে ও প্রতিজন আপন ২ ভ্রাতৃকে তুমি য়িহুহাকে জান কহিয়া শিখাইবে না কেননা তাহারা ক্ষুদ্রতর অবধি

১২ বড়তর পর্য্যন্ত সকলি আমাকে জানিবে। কেননা আমি তাহারদের অযথার্থ কর্ম্মের প্রতি দয়ালু হইব এবং তাহারদের পাপ ও অপরাধ আর স্মরণে রাখিব না।

১৩ ইহাতে নূতন নিয়ম কহিয়া তিনি প্রথমটাকে পুরাতন করিয়া দিয়াছেন অতএব যাহা জীর্ণ ও বৃদ্ধাবস্থাগত হইয়াছে তাহা লুপ্ত হইতে উদ্যত আছে।—

প্রথম তাম্বুতে অবশ্য ঐশ্বরিক উপাসনার বিধান
২ ও পৃথিবীয় পুণ্যস্থান ছিল। কেননা প্রথমে এক তাম্বু
বানান গেল যাহাতে প্রদীপ ও তেপায়ী ও দর্শন রুটী
৩ ছিল ইহাকে পুণ্যস্থান বলে। তারপরে দ্বিতীয়
কাণ্ডারের মধ্যে সেই তাম্বু ছিল যাকে পুণ্যের পুণ্য
৪ কহে। তাহাতে সুবর্ণ ধুনাচি ও স্বর্ণ মণ্ডিত নিয়মের
সেন্দুক যাহার ভিতর সেই কাঞ্চন ঘট যাহাতে মান্না
থাকিল ও আহারণের মুকুলবন্ত আসা ও নিয়মের
৫ তক্তী। এবং তাহার উর্দ্ধেতে দয়াসনের ছায়াকারী
তেজস্কর করব যাহার বিশেষ বিশেষণ এখন কহিবার
৬ সময় নাই। অতএব এ সকল বস্তু এই শৃঙ্খলা মত
স্থাপিত হইলে পরে যাজকবর্গ ঈশ্বরের সেবা
৭ সাধিতে ২ প্রথম তাম্বুতে নিত্য যাইত। কিন্তু দ্বিতীয়ের
মধ্যে কেবল মহাযাজক বৎসরে ২ একবার যাইয়া
আপনার ও লোক সকলের ভুল ভ্রান্তির অপরাধ
নিমিত্তে রক্তের উৎসর্গ করিতেন কিন্তু রক্ত ব্যতিরেকে
৮ তিনি যাইতেন না। ইহাতে ধর্ম্মাত্মা ইঙ্গিতে বুঝাইলেন
যে প্রথম তাম্বুর যাবৎ থাকা তাবৎ পুণ্যের পুণ্য স্থানেতে
৯ পথ প্রকাশ ছিল না। সেই তাম্বাদি বর্ত্তমান কালের
বিষয়ের উপমা ছিল কেননা তাহাতে বিতরণ ও বলি
দানাদি উৎসর্গ হয় যাহা দোষাদোষ জ্ঞান বিষয়ে সেই
১০ সেবার সাধককে সিদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু কেবল

ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য ও স্নানাদি শারীরিক বিধান মাত্র যাবৎ সুধরা করণ সময় না আইসে তাবৎ পর্য্যন্তই

১১ ব্যবস্থিত। কিন্তু খ্রীষ্ট বিনা হস্তে নির্ম্মিত অর্থাৎ এই সৃষ্টির বহির্ভূত আর বড়তর ও সিদ্ধতর তাম্বুতে ভবিষ্যদ্ভূ

১২ বিষয়ের মহাযাজক হইয়া। আমারদের কারণ অনন্ত মুক্তির প্রাপ্তি করিয়া ছাগের কিম্বা বাছুরের রক্ত না দিয়া আপনার রক্তের দ্বারা পুণ্য স্থানেতে একীবারে

১৩ প্রবেশ করিলেন। কেননা যদিতু বৃষাদি ও ছাগাদির রক্ত এবং বৎসের ভস্ম অপবিত্র জনের উপর ছিটাইয়া

১৪ দিলে শরীরের শোধন ভাবেতে পবিত্র করায়। তবে খ্রীষ্ট যিনি অনন্ত আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আপনাকে উৎসর্গ করিলেন তাহার রক্ত তোমারদের অন্তঃকরণকে জীয়ন্ত ঈশ্বরের সেবা করণার্থে

১৫ কত্তোধিকে পবিত্র করাইবে। পরন্ত ইহার কারণ তিনি নূতন নিয়মের মধ্যস্থ হইয়াছেন যে পূর্ব্ব নিয়মের লঙ্ঘনাপরাধ মোচনার্থে মৃত্যুযোগে যাহারা আহ্বানিত হয় তাহারা অনন্ত অধিকারের অঙ্গীকার যেন প্রাপ্ত

১৬ হয়। কেননা যেথানে নিয়ম পত্র স্থির হয় সেথানে নিয়মকর্ত্তার মরণোপেক্ষা অবশ্য হয় কেননা মৃত্যু

১৭ হইলেই নিয়ম পত্রের সাধ্য হয় নতুবা নিয়মকর্ত্তা

১৮ জীয়ন্ত থাকিতে তাহার কিছুই সাধ্য নাই। ইহার কারণ রক্ত ব্যতিরেকে প্রথম নিয়মও স্থির করা গেল

১৯ না। কেননা যখন মোশা ব্যবস্থানুক্রমে প্রতি আজ্ঞা লোকেরদিগকে কহিয়া শুনাইলেন তখন তিনি জল ও সিন্দুরবর্ণের লোম ও আঁইজব গাছের সঙ্গে বাছুরের ও ছাগের রক্ত লইয়া পুস্তকেরি উপর ও লোক
২০ সকলের উপর ছিটাইয়া কহিলেন। এই সে নিয়মের রক্ত যে ঈশ্বর তোমারদের কারণ নিরূপণ করি
২১ য়াছেন। এবং তাম্বুর উপর ও সেবার যাবদীয়
২২ পাত্রের উপরো তিনি রক্ত ছিটাইয়া দিলেন। এবং ব্যবস্থানুক্রমে প্রায় সকল বস্তু রক্তেতে পরিষ্কৃত হয়
২৩ আর রক্তপাৎ ব্যতিরেক পাপ ক্ষমা হয় না। অতএব স্বর্গস্থ বস্তুর নিদর্শন সকল এইং দ্রব্যেতে পরিষ্কৃত কিন্তু স্বর্গীয় বস্তু আপনি তাহা হইতে উত্তম বলির দ্বারা
২৪ পরিষ্কৃত হওনের আবশ্যক ছিল। কেননা হস্তে নির্ম্মিত পুণ্য স্থান যে প্রকৃত পুণ্য স্থানের উপমা তাহার মধ্যে খ্রীষ্ট প্রবেশ করেন না কিন্তু স্বর্গেতেই প্রবিষ্ট হইলেন যেন সম্প্রতি তিনি আমারদের কারণ ঈশ্বরের সাক্ষাতে
২৫ দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু যে তিনি আপনাকে বারং উৎসর্গ করেন যেমত মহাযাজক অন্যের রক্ত লইয়া পুণ্যস্থানের মধ্যে বৎসরেং প্রবেশ করে তাহা নয়।
২৬ কেননা যদি এমত হয় তবে জগতের আরম্ভাবধি তাহার অনেকবার বধ হওনের আবশ্যক হইত কিন্তু সম্প্রতি জগতের শেষাবস্থায় তিনি আপনাকে

বলি দিলে পাপ নাশ করিতে একীবারে প্রকাশিত
২৭ হইয়াছেন। আর যেমত মনুষ্যেরদের একবার মরণ
২৮ ও তদনন্তরে বিচার হওন নিরূপিত হইয়াছে। সেইমত
খ্রীষ্ট অনেকের পাপ বহনার্থে একীবারে উৎসর্গিত
হইয়া আপন আইসনাপেক্ষী লোকের নিকট পাপ
রহিত পরিত্রাণার্থে দর্শন দিবেন।

দশম অধ্যায়

কেননা ব্যবস্থাটা ভবিষ্যদ্ভাল বিষয়ের প্রকৃত
স্বরূপ না রাখিয়া তাহার প্রতিচ্ছায়া মাত্র ধরিয়া যে
সকল বলিদানাদি তাহারা বৎসরে২ নিত্য উৎসর্গ
করে সে সকল দিয়া তাহার আগত আশ্রিতেরদিগকে
২ কথন সিদ্ধ করিতে পারিবে না। অথবা তাহার
উৎসর্গ করণের নিবৃত্তি হইত কেননা সেই উপাসকেরা
একবার পরিষ্কৃত হইলে পরে পাপের জ্ঞান আর
৩ থাকিত না। কিন্তু তাহার মধ্যে পাপের স্মৃতি করা
৪ বার্ষিক হয়। কেননা পাপ দূর করিতে বৃষ ছাগের
৫ রক্তেতে অসাধ্য। অতএব তিনি জগতের মধ্যে
প্রবেশ করিয়া কহিতেছেন বলিদান ও নৈবেদ্যাদি
তুমি চাহিলা না কিন্তু আমার কারণ তুমি এক
৬ শরীর প্রস্তুত করিয়াছ। হোমাদিতে ও পাপার্থ
৭ বলিদানেতে তোমার সন্তোষ হয় নাই। তখন
আমি কহিলাম যে হে ঈশ্বর দেখ তোমার ইচ্ছা

পালিতে আমি আসিতেছি পুস্তকের কাণ্ডেতে আমার
৮ কথার উল্লেখ আছে। উপরে যখন কহিলেন যে বলি
ও নৈবেদ্যাদি কিবা হোম কিবা পাপার্থ বলিদানাদি
যাহা ব্যবস্থানুক্রমে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করা গেল
সে সকলকে তুমি চাহিলা না এবং সন্তুষ্টও হইলা না।
৯ তখন তিনি বলিলেন হে ঈশ্বর দেখ তোমার ইচ্ছা
পালন করিতে আমি আসিতেছি তিনি দ্বিতীয়কে
১০ স্থাপন করিতে প্রথমকে উঠাইয়া দেন। এবং সেই
ইচ্ছাতে য়িশু খ্রীষ্টের দেহের একীবার উৎসর্গ করণ
১১ দ্বারা আমরা পবিত্র করা যাই। অপর প্রতি যাজক
সেবা করিতে ও বারে২ সেই বলিদানাদি যাহাতে
পাপ কখন দূর করিতে পারা যায় না তাহা উৎসর্গ
১২ করিতে প্রত্যহ দাঁড়াইয়া প্রবর্ত্ত হয়। কিন্তু উনি পাপের
কারণ এক বলিকে উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ
১৩ পার্শ্বে সদা সর্ব্বক্ষণে বসিয়া আছেন। এবং তাহার
অরি সকল যদবধি তাহার পদের পীড়ি না করা যায়
১৪ তাবৎ মাত্র অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কেননা
যাহারা পরিষ্কৃত করা যায় তাহারদিগকে তিনি এক
১৫ নৈবেদ্যের দ্বারা সদা সিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে
ধর্ম্মাত্মা ও আমারদিগকে প্রমাণ দেন সেই কথাতে
১৬ যাহার পূর্ব্বউক্তি এই। য়িহুহা কহিতেছেন যে সেই
সময়ান্তরে তাহারদের সঙ্গে যে নিয়ম আমি করিব

তাহা এই আমি আপন বিধান সকল তাহার মনে
১৭ রাখিব ও তাহারদের অন্তঃকরণে তাহা লিখিব। এবং
তাহারদের পাপ ও অপরাধ সকল আমি স্মরণে আর
১৮ রাখিব না। কিন্তু ইহার মোচন যেখানে হয় সেখানে
১৯ পাপার্থ বলিদান আর হয় না। অতএব হে ভ্রাত্রা
য়িশুর রক্তের দ্বারা আমারদের পুণ্য স্থানেতে প্রবেশ
২০ করিবার যুক্তগতি হওনে। ও এক নূতন ও জীয়ন্ত পথ
যে তিনি আমারদের কারণ কাণ্ডার অর্থাৎ আপন
২১ শরীর দিয়া স্থাপন করিয়াছেন তাহা পাওনে। এবং
ঈশ্বরের আলয়ের অধ্যক্ষ এক মহৎ যাজক থাকেন।
২২ আইস আমারদের অন্তঃকরণ দোষ জ্ঞান হইতে
ছিটান গেলে ও আমারদের দেহ সকল নির্ম্মল জলেতে
ধৌত হইলে আমরা সত্য মনে ও নিষ্ঠাময় প্রত্যয়েতে
২৩ সন্নিকটে যাই। আমরা দোলায়মান না হইয়া
আপনারদের ভরসার স্বীকার দৃঢ় মতে ধরিয়া রাখি
কেননা যিনি অঙ্গীকার করিলেন তিনি বিশ্বাসী।
২৪ এবং আমরা পরস্পর প্রেম ও সৎকর্ম্ম জন্মাইবার
উস্কানী দিতে অন্যোন্যেরদের প্রতি বিবেচনা করি।
২৫ ও কাহার ২ মত আমরা আপনারদের সভাকরণ যেন
পরিত্যাগ না করি কিন্তু যেমন তোমরা সেই দিবসের
আগত পৌঁছা সন্নিকট দেখিতেছ তেমন আমরা অন্যো
ন্যেরদিগকে আর অধিক মত যেন চেতাইয়া দি।

২৬ কেননা সত্যের জ্ঞান পাইলে পরে যদি আমরা জানিয়া শুনিয়া পাপ করি তবে পাপের কারণ আর বলিদান
২৭ থাকিল না। কিন্তু এক দণ্ড বিচার ও প্রজ্বলিত কোপের ভয়ঙ্কর অপেক্ষা যে শত্রুরদিগকে খাইয়া
২৮ ফেলিবে। যে কেহ মোশার ব্যবস্থাকে তুচ্ছ করিল সে দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষিরদের প্রমাণেতে মারা
২৯ যাইত তাহাকে ক্ষমা করা যাইত না। তবে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলাইয়াছে ও সে নিয়মের রক্ত যাহাতে সে ব্যক্তি পবিত্র করা গিয়াছিল তাহা সামান্য বস্তু জানিয়াছে এবং অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করিয়াছে এমত ব্যক্তি কতোধিক ঘোর দণ্ডের
৩০ যোগ্য হয় তোমরা বুঝ। কেননা আমরা জানি কেটা এ কথা কহিলেন যে সমুচিত করা আমার কর্ম্ম আমিই প্রতিফল দিব য়িহুহা কহিতেছেন আর পুনশ্চ য়িহুহা আপন লোকেরদিগকে বিচার করিবেন।
৩১ জীয়ন্ত ঈশ্বরের হাতে পড়া অতি ভয়ানক বিষয়।
৩২ কিন্তু পূর্ব্ব সময়ের কথা স্মরণ করহ যখন তোমরা দীপ্তিমান হইলে পরে বড়ই ক্লেশের যুদ্ধেতে সহিষ্ণুতা
৩৩ করিলা। কখন ২ কুৎসাবাক্য ও দুঃখ খাইয়া ২ লোকের কৌতুক করা যাওয়াতে ও কখন ২ সেই মত
৩৪ ব্যবহার ভোগিরদের সঙ্গ্যানী হওয়াতে। কেননা আমার বন্ধনে তোমরা আমার সহ দুঃখী ছিলা এবং

স্বর্গেতে আপনারদের আর উত্তম ও স্থায়িতর সম্পত্
জানিয়া তোমরা আপনারদের সামগ্রীর লূট করা
৩৫ সানন্দে স্বীকার করিলা। অতএব তোমারদের দৃঢ়
বিশ্বাস যে বড়ই প্রতিফল প্রাপক হয় তাহাকে পরি
৩৬ ত্যাগ করিও না। কেননা তোমারদের ধৈর্য্য করার
আবশ্যক আছে যে ঈশ্বরের অভিমত পালন করিয়া
৩৭ তোমরা অঙ্গীকার প্রাপ্ত যেন হও। কেননা কিঞ্চিৎ
কাল ব্যাজে যিনি আসিতেছেন তিনি আসিবেনই ও
৩৮ বিলম্ব করিবেন না। এবং প্রকৃতার্থিক যে সে
প্রত্যয়েতে বাঁচিবেক কিন্তু যদ্যপি সে পাছাইয়া যায়
তবে আমার প্রাণ তাহাতে কিছু সন্তোষ পাইবে না।
৩৯ কিন্তু আমরা সে সকলের মধ্যে নহি যাহারা সর্ব্ব
নাশেতে পাছাইয়া যায় কিন্তু তাহারদের মধ্যে যাহারা
প্রাণের পরিত্রাণ প্রাপক প্রত্যয় করে।

একাদশ অধ্যায়

অতএব প্রত্যয় যে সে প্রত্যাশিত কর্ম্মের নিশ্চিত
২ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রমাণ। কেননা তাহা
৩ হইতে প্রাচীনগণ সুখ্যাতি পাইলেন। প্রত্যয়ের দ্বারাতে
আমরা বুঝিতে পাই যে জগদাদি সকল ঈশ্বরের
বাণীতে রচিত ছিল ও যে দর্শিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ
৪ বস্তু হইতে নির্ম্মিত ছিল না। ৮ প্রত্যয়েতে কীনের বলি
দান হইতে হাবল এক উত্তম বলিদান ঈশ্বরের প্রতি

উৎসর্গ করিলেন তাহাতে ঈশ্বর তাহার নৈবেদ্যের প্রতি
সাক্ষী দিলে তিনি আপন যাথার্থ্য হওয়ার প্রমাণ পাই
লেন এবং তাহা দিয়া তিনি মৃত হইয়াও অদ্যাবধি কহি
৫ তেছেন। প্রত্যয়েতে হনোক মর্ত্ত্যান্তর করা গেলেন যেন
মৃত্যুর দর্শন না পান এবং তিনি অনুদ্দেশ হইয়া গেলেন
কেননা ঈশ্বর তাহাকে মর্ত্ত্যান্তর করিয়া লইয়াছিলেন
কেননা আপন মর্ত্ত্যান্তর হওনের পূর্ব্বে তিনি এই
প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে ঈশ্বর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট
৬ ছিলেন। কিন্তু বিনা প্রত্যয়েতে তাঁহার সন্তোষ করা
অসাধ্য কেননা যে জন ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রবর্ত্ত হয় সে
জনের ইহা প্রত্যয় করণের আবশ্যক হয় যে তিনি
আছেন এবং যে আপন যত্ন পূর্ব্বক উদ্দেশ কারির
৭ দিগকে তিনি প্রতিফল দাতা হয়েন। প্রত্যয়েতে নূহ
অদৃষ্ট কর্ম্ম বিষয়ে ঈশ্বরের বাণীতে চেতনা পাইয়া
ভয়াপন্ন হইয়া স্বপরিবারের রক্ষার্থে এক ভেলাঘর
বানাইয়া প্রস্তুত করিলেন তাহাতে তিনি জগৎ সংসারের
দোষ বর্ত্তাইলেন এবং প্রত্যয়ের দ্বারাতে যে যাথার্থ্য
৮ হয় তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন। প্রত্যয়েতে
আবরহাম এক স্থান যাহা পশ্চাতে আপন অধিকারের
কারণ তিনি পাইবেন সেই স্থানে যাইতে আহ্বানিত
হইয়া আজ্ঞাবহ হইলেন এবং কোথায় গমন করেন
তাহা না জানিয়া স্বস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

৯ প্রত্যয়েতে তিনি অঙ্গীকৃত ভূমিতে বিদেশিবৎ অবস্থিতি করিয়া আপনার সেই একী অঙ্গীকারের সহোত্তরাধিকারি য়িশহাক ও য়াকুবের সঙ্গে তাম্বুতে বাস
১০ করিলেন। কেননা তিনি এক নগরের অপেক্ষা করিলেন যাহার নেও আছে ও যাহার স্থপতি ও
১১ নির্ম্মাণকর্ত্তা ঈশ্বর। প্রত্যয়েতে শারাও গর্ব্ভেতে বীর্য্য ধারণ করিবার শক্তি পাইলেন এবং যে হেতুক তিনি অঙ্গীকার কর্ত্তাকে বিশ্বাসি করিয়া জানিলেন ইহার কারণ তিনি সাময়িক বয়স গত হইলে পরে সন্তান
১২ প্রসব হইলেন। তাহাতে এক জন এবং সেও মৃতবৎ তাহা হইতে আকাশের নক্ষত্রের তুল্য ও সিন্ধুকূলের
১৩ বালির সদৃশ অসংখ্য বংশোদ্ভব হইল। এই সকল অঙ্গীকারের ফল না পাইয়া কিন্তু তাহা দূর হইতে দেখিয়া ও হৃদ্বোধ হইয়া ও কোলে ধারণ করিয়া এবং আপনারদিগকে জগতের বিদেশি ও ভ্রমাচারি বলিয়া
১৪ স্বীকার করিয়া সপ্রত্যয়ে মরিলেন। কেননা যাহারা এমন কথা কহে তাহারা সপষ্টরূপে জ্ঞাপন করে যে
১৫ আমরা এক স্বদেশের অন্বেষণ করি। আর সত্যই বটে যে দেশ হইতে তাহারা আসিয়াছিলেন সে দেশ প্রতি যদ্যপি তাহারদের মনোযোগ হইত তবে তাহারদের বাহুড়া করিবার সাঙ্গত্য হইতে পারিত।
১৬ কিন্তু তাহারা তাহা হইতে এক উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয়

দেশ বাঞ্ছা করিলেন এতদর্থে ঈশ্বর তাহারদেরি ঈশ্বর কহা যাইতে লজ্জিত হয়েন না কেননা তিনি তাহারদের
১৭।১৮ কারণ এক পুরী পুস্তত করিয়াছেন। পুত্যয়েতে আবরহাম যখন পরীক্ষিত হইলেন তখন তিনি ইশহাককে উৎসর্গ করিলেন এবং যে ব্যক্তি অঙ্গীকার সকল পাইয়াছিলেন তিনি আপনার একী ঔরস পুত্র যাহার বিষয় এই কথা উক্ত ছিল যে য়িশহাকেতে তোমার বংশ নাম হইবে তাহাকে উৎসর্গ করিলেন।
১৯ কেননা তিনি বিবেচনা করিলেন যে ঈশ্বর তাহাকে মৃত্যু হইতে উঠাইতে শক্তিমন্ত আছেন যথা হইতে
২০ ও তিনি উপমা ভাবে পাইয়াছিলেন। পুত্যয়েতে য়িশহাক ভবিষ্যৎ ঘটনার পুসঙ্গ কহিয়া য়াকুব ও
২১ এঁশাকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। পুত্যয়েতে য়াকুব আপন মরণ সময়ে য়ুশফের পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ দিলেন ও আপন আসার আগাতে ভর দিয়া ভজনা করিলেন।
২২ পুত্যয়েতে য়ুশফ আপন মরণ সময়ে য়ীশরালী বংশের পুস্থান করণের কথা কহিলেন এবং আপনার অস্থি
২৩ গুলার বিষয়ে আজ্ঞা ভারিলেন। পুত্যয়েতে মোশা ভূমিষ্ঠ হইলে পরে তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতি সুলক্ষণযুক্ত বালক দেখিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত সংগোপন করিয়া রাখিল এবং রাজার আজ্ঞাতে তাহারা শঙ্কিত
২৪ ছিল না। পুত্যয়েতে মোশা যুবককাল হইলে পরে

ফারোয়ার কন্যার পুত্র কহিয়া নাম ধরিতে অস্বীকার
২৫ করিলেন। তিনি পাপের অল্পকালার্থে সুখভোগ
হইতে ঈশ্বরের লোকের সঙ্গে দুঃখভোগ করিতে
২৬ গ্রাহতর মানিলেন। এবং মিস্বরের যাবতীয় ধন
হইতে খ্রীষ্টের নিন্দা মহানিধি জানিলেন কেননা তিনি
২৭ প্রতিফল বুঝিয়া মনস্থির করিলেন। প্রত্যয়েতে রাজার
কোপ না মানিয়া তিনি মিস্বর দেশ ছাড়িয়া গেলেন
কেননা যেটা অদৃশ্য তাহাকে দৃষ্টি করিয়া তিনি
২৮ সহিষ্ণুতা করিলেন। প্রত্যয়েতে তিনি পেশাক্ষের
বিধান ও রক্তের ছিটান পালন করিলেন যেন প্রথম
সন্তানেরদের নাশক তাহারদিগকে স্পর্শ না করে।
২৯ প্রত্যয়েতে তাহারা শুষ্ক ভূমির উপর যাদৃশ হয় তাদৃশ
গতি করিয়া আরবী সমুদ্র পার হইলেন কিন্তু মীশ্বরিরা
৩০ তাহা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া ডুবিয়া মরিল। প্রত্যয়েতে
য়িরিখোর প্রাচীর সপ্তম দিবস প্রদক্ষিণ করিলে পরে
৩১ পতন হইল। প্রত্যয়েতে রাহব বেশ্যা চরেরদিগকে
কুশল পূর্ব্বক স্বস্থানেতে লইয়া অপ্রত্যয়ি লোকের সঙ্গে
৩২ নষ্ট হইল না। আর কি কহিব কেননা এ সকল
গদয়ন ও বরাক ও শমশোন ও য়িফতঃ ও দাউদ ও
শমূয়েল ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ প্রভৃতি ইহারদের প্রস্তাব
৩৩ কহিতে সময় কুলাইবে না। তাহারা প্রত্যয়ের দ্বারা
রাজ্য রাজ্যের দমন করিলেন যাথার্থ্য কর্ম্ম করিলেন

অঙ্গীকার পাইলেন সিংহের মুখ বন্ধ করিলেন।
৩৪ অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ করিলেন খড়্গের ধার এড়াইয়া গেলেন দৌর্ব্বল্যেতে বলবান হইয়া গেলেন সংগ্রামেতে বীর্য্যবন্ত হইলেন পরসৈন্যেরদিগকে নিবারণ করি
৩৫ লেন। স্ত্রীলোকেরা আপনারদের মরারদিগকে পুনরায় সজীব পাইল ও অন্যোন্যেরা আর উত্তম পুনরুত্থান পাইবার কারণ উদ্ধার না লইয়া যন্ত্রনা স্বীকার করিল।
৩৬ এবং আর আর লোক তিরস্কার ও প্রহারাদির পরীক্ষা
৩৭ পাইলেন বরং নিগড় ও কারাগার বন্ধন। তাহারা প্রস্তরাঘাতে হত্যা হইয়াছিলেন করাতেতে চিরা গিয়াছিলেন পরীক্ষিত ছিলেন খড়্গেতে মারা গিয়াছিলেন তাহারা দীনহীন ও ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া মেষের চর্ম্ম
৩৮ ও ছাগের চর্ম্মাচ্ছাদনে ভ্রমিয়া ফিরিলেন। জগৎ সংসার যাহারদের অযোগ্য তাহারা তেপান্তরে ও পর্ব্বতের মধ্যে ও গুহাতে ও ভূমির গর্ত্তেতে ভ্রমণ
৩৯ করিয়া বেড়াইলেন। এবং এ সকল প্রত্যয়ের দ্বারা সুখ্যাতি পাইয়া অঙ্গীকারের সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন না।
৪০ কেননা ঈশ্বর আমারদের কারণ আর ভাল বিষয়ের আয়োজন করিয়াছেন যে আমারদের সঙ্গ ব্যতিরেক তাহারা যেন সিদ্ধ না হয়।———

দ্বাদশ অধ্যায়

অতএব এত বড় সাক্ষী মেঘেতে আবৃত হইয়া

আমরা প্রতি ভার ও যে ২ পাপ সহজে আমারদিগকে ঘেরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমারদের ধর্ম্মের
২ অগ্রগামী ও সঙ্কুলনকারী। য়িশু যিনি আপনার অগ্রস্থিত আনন্দের কারণ ক্রুশের লজ্জাকে তুচ্ছ করিয়া তাহার দুঃখ ভোগ সহিষ্ণুতা করিলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণ ভিতে বসিয়া আছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা আপনারদের অগ্রস্থিত দৌড় যেন
৩ ক্ষান্তি পূর্ব্বক ধাইয়া যাই। কেননা যিনি আপনার বিরুদ্ধে পাপিরদের এমন বিপরীত সহিয়াছিলেন তাহার প্রতি বিবেচনা করিয়া বুঝ যেন তোমরা পরিশ্রান্ত
৪ এবং স্বমনেতে কাতর না হও। তোমরা পাপের বিরুদ্ধ প্রাণপণ করিয়া অদ্যাপি রক্ত ব্যয় পর্য্যন্ত বারণ
৫ করহ নাই। এবং সেই উপদেশ যে তোমারদিগকে পুত্রবৎ কহিতেছে তাহা তোমরা বিস্মৃতি হইয়াছ যে হে আমার পুত্র তুমি য়িহুহার শাস্তিকে তুচ্ছ করিও না এবং তাহা হইতে যখন দমন পাও তখন
৬ কাতর মন হইও না। কেননা যাহাকে য়িহুহা প্রেম করেন তাহাকে তিনি শাস্তি ও দেন এবং যে ২ পুত্রকে
৭ তিনি গ্রাহ্য করেন তাহাকে তিনি প্রহার ও করেন। যদি তোমরা শাস্তি সহিষ্ণুতা কর তবে ঈশ্বর তোমারদের সঙ্গে পুত্রবৎ ব্যবহার করেন কেননা পিতা যে সে
৮ কোন্ পুত্রকে শাস্তি দেয় না। কিন্তু যদি তোমরা

শাস্তি রহিত থাক যাহাতে সকলের সহভাগ আছে
৯ তবে তোমরা পুত্র না হইয়া জারজ আছ। পরন্তু
আমারদের শারীরিক পিতা সকল যাহারা আমার
দিগকে শাস্তি দিত তাহারদিগকে যদ্যপি আমরা
সমাদর করিলাম তবে কি তদপেক্ষায় আমরা আত্মা
সকলের পিতার আজ্ঞা বশীভূত হইব না যাহাতে
১০ বাঁচিব কেননা তাহারা অল্প দিবস পর্য্যন্ত অবশ্য
আপনারদের অভিমতক্রমে আমারদিগকে শাস্তি দিল
কিন্তু তিনি আমারদের লাভার্থে তাহা দেন যেন
১১ আমরা তাহার ধর্ম্মেতে অংশাংশি পাই। কিন্তু বর্ত্তমান
সময়ে কোন শাস্তি সুখের বিষয় দেখায় না বরং
দুঃখের বিষয় তত্রাপি পরিনামে তাহার সাধিত লোকের
পৃতি তাহা যাথার্থ্যের শান্তিময় ফলোদ্ভব করে।
১২ অতএব পতিত হস্ত উঠাও ও দূর্ব্বল জানু দৃঢ় কর।
১৩ এবং আপনারদের চরণের কারণ সমান পথ বানাও
যেন খোঁড়াদি ব্যক্তি পথান্তর না হয় বরঞ্চ সুস্থতা
১৪ পায়। সকল মনুষ্যের সঙ্গে নির্ব্বিরোধের চেষ্টা
করহ এবং পবিত্রতা যাহার অভাবে কোন মনুষ্য
পৃভুকে দেখিতে পাইবে না তাহার চেষ্টাও কর।
১৫ যত্নরূপে সাবধান কর যে পাছে কি জানি ঈশ্বরের
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওনের কাহার ত্রুটী বা হয় পাছে কোন
তিক্ততার মূল বাড়িয়া উঠিয়া ব্যামোহ দেয় ও তাহাতে

১৬ অনেকে অপবিত্র হয়। পাছে কোন পরস্ত্রীগামী কিম্বা অধর্ম্মী বা হয় যাদৃশ এঁশা যে মাত্র একবারের ভোজন নিমিত্তে আপনার জ্যেষ্ঠোত্তরী বিক্রয় করিল।
১৭ কেননা তোমরা জানহ যে পাছে যখন সে ব্যক্তি সেই আশীর্ব্বাদের উত্তরাধিকার চাহিল তখন সে ত্যক্ত ছিল কেননা যদ্যপি ও সে সজলনেত্রে একান্ত রূপে তাহার চেষ্টা করিল তত্রাপি সে মন ফিরাণের স্থান
১৮ পাইল না। কেননা তোমরা সেই স্পর্শনীয় পর্ব্বত ও প্রজ্বলিত অগ্নি ও ঘোরতর মেঘ ও অন্ধকার ও
১৯ আঁধী। ও তুরীর নাদ ও সেই বাণীর রব যে যাহারা শুনিয়াছিল তাহারা কাকুতি করিল যে সেই বাণী
২০ আর আমারদের প্রতি যেন উক্ত না হয়। কেননা যাহা উক্ত ছিল তাহা তাহারা সহিতে পারিল না এবং যদি এক পশুমাত্র সেই পর্ব্বতকে স্পর্শ করে তবে সে প্রস্তরাঘাতে মারা যায় কিম্বা শূলেতে বিদ্ধিয়া যায়।
২১ এবং সে দর্শন এমত ভয়ঙ্কর ছিল যে মোশা কহিলেন আমি অত্যন্ত ভয়াপন্ন ও কম্পমান আছি এই সকলের
২২ নিকট তোমরা আইলা না। কিন্তু তোমরা শীয়ন পর্ব্বত ও জীয়ন্ত ঈশ্বরের পুরী স্বর্গীয় য়িরোশলম ও
২৩ স্বর্গ দূতের অসংখ্য ঘটা। ও সেই প্রথম জাতেরদের মহাসভা ও মণ্ডলী যাহারদের নাম সকল স্বর্গেতে অঙ্কিত আছে ও সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর ও

২৪ প্রকৃতার্থিক মনুষ্যেরদের সিদ্ধকৃত আত্মা। ও নূতন নিয়মের মধ্যস্থ য়িশু এবং সে ছিটানের রক্ত যে হাবলের রক্ত হইতে ভাল বিষয়ের কথা কহিতেছে
২৫ এ সকলের নিকট তোমরা আসিয়াছ। সাবধান যে তোমারদিগকে যিনি বাণী কহিতেছেন তাঁহাকে তোমরা যেন হেলা না কর কেননা যদি তাহারা বাঁচিল না যাহারা সেই ব্যক্তিকে অবহেলা করিল যিনি জগতের মধ্যে বাণী প্রকাশ করিলেন তবে আমরা কিরূপে বাঁচাউ পাইব যদি আমরা তাঁহার প্রতি পরাঙ্মুখ হই যিনি আমারদিগকে স্বর্গ হইতে
২৬ বাণী কহিতেছেন। যাঁহার রব তখন পৃথিবীকে হেলাইয়া দিল কিন্তু এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন যে আর একবার কেবল পৃথিবী নহে কিন্তু
২৭ স্বর্গকেও আমি হেলাইয়া দিব। এবং এই কথা আর একবার তাহা সেই হেলিত বস্তু সকল কৃত্রিম বস্তুর জ্ঞান করিয়া তাহার স্থানান্তর করা বোধ দেয় তাহাতে যে বস্তু সকল হেলান যায় না সে সকল যেন থাকে।
২৮ অতএব আমরা এক অটল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে আমরা সঙ্কোচ পূর্ব্বক ও ধর্ম্ম ভয় রূপে ঈশ্বরের গ্রাহ্য যোগ্য সেবা করিতে পারি এমত প্রসাদ আমরা যেন ধারণ করি। কেননা আমারদের ঈশ্বর ভস্ম কারি অগ্নি আছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভ্রাতৃক প্রেম স্থায়ী হউক। আতিথ্য ব্যবহার করিতে বিস্মৃতি হইও না কেননা তাহাতে কেহ ২ না জানিয়া স্বর্গীয় দূতেরদিগকে অতিথি করিয়াছে।
৩ যাহারা বন্ধনে হয় তাহারদিগকে আপনারদের সহবন্ধি জানিয়া ও যাহারা ক্লেশ পায় তাহারদিগকে তোমারদের আপনারদের শরীরেতে অবস্থিতি বুঝিয়া
৪ স্মরণে রাখ। বিবাহ করা সকলেতে ভাজন আছে এবং তাহার শয্যা পবিত্র কিন্তু বেশ্যাগামী ও পরস্ত্রী
৫ গামিরদিগকে ঈশ্বর দণ্ড বিচার করিবেন। তোমার দের আচরণ নির্লোভে হউক এবং যে ২ সামগ্রী তোমারদের স্থানে আছে তাহাতে শান্ত মন থাক কেননা তিনি কহিয়াছেন যে আমি তোমাকে কদাচ ছাড়িয়া যাইব না আমি কখন তোমাকে পরিত্যাগ
৬ করিব না। এতদর্থে আমরা নির্ভয় বলিতে পারিব যে প্রভু আমার সহায় আছেন আর মনুষ্যটা যে কিছু আমাকে করিবে তাহার ভয় আমি করিব না।
৭ তোমারদের উপর যাহারা অধ্যক্ষতা করিয়া তোমার দিগকে ঈশ্বরের বাণী কহিয়া শুনাইয়াছে তাহার দিগকে স্মরণে রাখ ও তাহারদের আচরণের শেষ বিবেচনা করিয়া তাহারদের প্রত্যয়ের অনুগামী হও।
৮ য়িশু খ্রীষ্ট কল্য ও আজি ও সদাসর্ব্বদা যেমনকার

৯ তেমনি। তোমরা নানা বিধ ও অন্যমত শিক্ষাতে এথা ওথা চলিত হইও না কেননা ধর্ম্মগুণ প্রসাদেতে অন্তঃকরণের দৃঢ়তা হওয়া ভাল ভক্ষণাদিতে নহে যে তাহার ব্যাপারিরদিগের কিছু লাভ করে নাই।
১০ আমারদের একটা যজ্ঞকুণ্ড আছে যাহার ভাগ তাম্বুর
১১ সেবকেরদের খাইবার যোগ্যতা নাই। কেননা সেই পশুরদের রক্ত যাহা পাপ প্রযুক্তে মহাযাজকের দ্বারা পুণ্য স্থানেতে বহিয়া আনা যায় তাহারদের দেহ সকল
১২ শিবিরের বাহিরে দগ্ধ হয়। এতদর্থে আপনার রক্ত দিয়া লোকবর্গকে যেন পরিষ্কার করেন য়িশুও দ্বারের
১৩ বাহিরে মারা গেলেন। অতএব আইস তাঁহার কলঙ্ক বহিয়া আমরা শিবিরের বাহিরে তাঁহার নিকটে
১৪ যাই। কেননা এথায় আমারদের কোন স্থায়ি পুরী নাই কিন্তু আমরা এক আগত পুরীর অন্বেষণ
১৫ করিতেছি। অতএব তাঁহার দ্বারা আমরা নিত্য ২ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসার নৈবেদ্য উৎসর্গ করি অর্থাৎ আমারদের ওষ্ঠাধরের ফল যে তাঁহার নাম প্রতি ধন্য
১৬ বাদ করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কিন্তু উপকার ও বিতরণাদি করিতে বিস্মৃতি হইও না কেননা এইমত নৈবেদ্যেতে
১৭ ঈশ্বর অতি সন্তুষ্ট হয়েন। তোমারদের উপর যাহারা অধ্যক্ষতা করে তাহারদের আজ্ঞাবহ এবং বশীভূত হও কেননা তাহারা আপনারদের কর্ম্মের নিকাশ দেওনের

আবশ্যক জানিয়া যাদৃশ হয় তাদৃশ তোমারদের জীবাত্মার তত্ত্বাবধারণে সচেতন থাকে অতএব তাহারা যেন সানন্দে তাহা করে আর শোকেতে নয় কেননা ইহা তোমারদের অলাভ নিমিত্তে হইবে। ১৮ আমারদের কারণ প্রার্থনা করহ কেননা আমারদের নিশ্চিত বোধ আছে যে আমরা সদ্‌জ্ঞানে সকল বিষয়েতে বিশিষ্ট ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ১৯ এবং বিশেষতঃ আমি কাকুতি করি যে তোমরা তাহা কর যেন আমি শীঘ্রতর তোমারদের নিকট পুনশ্চ দেওয়া যাই। ২০ এখন তো কুশলের ঈশ্বর যিনি নিত্য নিয়মের রক্ত দিয়া মেষগণের মহামেষ পালক আমারদের প্রভু য়িশুকে মৃতলোক হইতে পুনশ্চ আনয়ন করিলেন। ২১ তিনি য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা যাহা২ আপন দৃষ্টিতে মনোনীত আছে তাহা তোমারদের অন্তরে জন্মাইয়া আপন ইচ্ছা পালন করিতে তোমারদিগকে প্রতি সুকর্ম্মেতে সিদ্ধ করুণ তাহার প্রশংসা সদা সর্ব্বদা হউক আমেন। ২২ কিন্তু হে ভ্রাতৃরা আমি তোমারদিগকে প্রার্থনা করি যে তোমরা উপদেশ কথাকে স্বীকার করিয়া লও কেননা আমি অল্প বচনের পত্র তোমারদিগকে লিখিয়াছি। ২৩ জান তোমরা যে আমারদের ভাই টিমোত্তিয়স মুক্ত হইয়াছে যাহার সঙ্গে যদি সে শীঘ্র আইসে আমি তোমারদিগকে দেখিব।

২৪ যে সকল তোমারদের উপর অধ্যক্ষতা করে তাহার দিগকে ও সকল পুণ্যবানেরদিগকে নমস্কার বল ইতালী
২৫ দেশীয়েরা তোমারদিগকে নমস্কার বলে। তোমা সকলের উপর অনুগ্রহ হউক আমেন।

য়াকুবের সাধারণ পত্র

প্রথম অধ্যায়

য়াকুব ঈশ্বরের ও প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের সেবক দ্বাদশ
২ দিগ্বিদিগ ছিন্নভিন্ন গোত্রেরদিগকে নমস্কার। হে আমার ভ্রাতৃরা তোমরা আপনারদের নানাবিধ পরীক্ষায়
৩ পড়াতে সর্ব্বাহ্লাদ করিয়া জান। কেননা তোমারদের প্রত্যয়ের পরীক্ষা করা সহিষ্ণুতাকে সাধিতেছে
৪ জানিবা। কিন্তু সহিষ্ণুতার সাধনের সিদ্ধি হউক
৫ যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ ও অত্রুটি হও। কিন্তু যদি তোমারদের মধ্যে কাহার জ্ঞানের ত্রুটি হয় তবে ঈশ্বর যিনি খোঁটা না দিয়া প্রসন্ন পূর্ব্বক সকল মনুষ্যের দিগকে প্রদান করেন তাঁহার নিকট সেই ব্যক্তি যাচ্ঞা
৬ করুক এবং তাহাকে সেই দেওয়া যাইবেক। কিন্তু সে দোলায়মান না হইয়া প্রত্যয় পূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক

কেননা যে জন দোলায়মান থাকে সেতো সমুদ্রের বায়ুতে ঠেলিত ও আন্দোলিত তরঙ্গের সদৃশ আছে।
৭ অতএব যে প্রভু হইতে কিছু পাইবে এমন অনুভব
৮ সেই মনুষ্য না করুক ; দ্বিমতি মনুষ্য যে সে আপন
৯ সকল ব্যাপারে অস্থির আছে। নীচ পদস্থ ভাই
১০ আপনার উন্নতি করাতে হৃষ্ট মন হউক। কিন্তু ধনবান যে সে আপনার নতি হওয়াতে আনন্দ করুক কেননা
১১ সে তৃণ পুষ্পের ন্যায় বহিয়া যাইবে। কেননা সূর্য্য নিদাঘ রৌদ্রেতে উদিত হইবা মাত্র তৃণ শুষ্ক হইয়া যায় ও তাহার পুষ্প গলিয়া পড়ে এবং তাহার রূপের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় তাদৃশ ধনবানও আপন ব্যাপারের
১২ মধ্যে ম্লাঁউরিয়া যাইবেক। যে মনুষ্য পরীক্ষা সহিতেছে সেই মনুষ্য ধন্য কেননা সে ঠাহরিয়া গেলে পরে সেই জীবনের মুকুট পাইবে যাহা প্রভু আপন প্রেমি
১৩ সকলেরদিগকে দেওনের অঙ্গীকার করিলেন। কোন মনুষ্য পরীক্ষিত হইলে এ কথা না কহুক যে আমি ঈশ্বর হইতে পরীক্ষিত আছি কেননা ঈশ্বর আপনি মন্দেতে পরীক্ষিত হইতে পারিবেন না এবং কাহাকে
১৪ পরীক্ষা করেনও না। কিন্তু প্রতি মনুষ্য আপন ২ কামাভিলাষেতে আকর্ষিত ও বিচলিত হইয়া পরীক্ষিত
১৫ হয়। কেননা কাম গর্ব্ভধারণ করিয়া পাপ প্রসব হয়
১৬ এবং পাপ পূর্ণ হইলে তাহার অন্তরাপত্য মৃত্যু। হে

১৭ আমার প্রিয় ভ্রাতৃরা ভ্রান্ত হইও না। প্রতি উত্তম দান ও প্রতি পদার্থ দান উপর হইতে হয় এবং দীপ্তির জনক হইতে আইসে যাঁহাতে কিছু ফেরা ঘোরা নাই
১৮ এবং পাক হওনের ছায়া ও নাই। তিনি সত্যের বাণী দিয়া আপন স্বেচ্ছায় আমারদিগকে জন্মাইলেন যে আমরা তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার প্রথম ফল
১৯ যেন হই। অতএব হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃরা প্রতি জন শুনিতে দ্রুত কহিতে ধীর কোপেতে ধীর হউক।
২০ কেননা মনুষ্যের ক্রোধে ঈশ্বরের যাথার্থ্যের সাধন
২১ হয় না। অতএব সমস্ত কদর্য্য ও নষ্টতার উবলান ছাড়িয়া দিয়া সেই কলম লাগা বাণী যে তোমারদের প্রাণ বাঁচাইতে শক্তিমন্ত আছে তাহা সনম্রতায় গ্রহণ
২২ করহ। পরন্তু তোমরা স্বয়ং ভ্রান্ত হইয়া কেবল বাণীর
২৩ শ্রোতা হইও না কিন্তু তাহার পালক হও। কেননা যদি কেহ বাণীর শ্রোতা হইয়া তাহার পালক না হয় তবে সে এক মনুষ্যের সদৃশ যে আপন স্বরূপ বদন
২৪ দর্পণে দেখিতেছে। কেননা সে আপনাকে অবলোকন করিয়া চলিয়া গিয়া স্থানান্তর হইবা মাত্র সে কি
২৫ প্রকার জন ছিল তাহা বিস্মৃতি হইয়াছে। কিন্তু যে কেহ মুক্তির সিদ্ধময় বিধানেতে দৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্থায়ী থাকে সেই অস্মারক শ্রোতা না হইয়া কর্ম্মের
২৬ পালক হয় এই মনুষ্য স্বক্রিয়াতে ধন্য হইবে। যদি

কেহ তোমারদের মধ্যে ভক্তিমান দেখাইয়া আপন মুখে লাগাম না দিয়া আপনার মনের ভ্রান্তি জন্মায়

২৭ এই মনুষ্যের ভক্তি বৃথা। ঈশ্বর ও পিতার গোচরে যে ভক্তি শুদ্ধ ও নির্ম্মল সে এই তাহারদের দুর্দ্দশায় অনাথ ও বিধবারদিগের তত্ত্বাবধারণ করা এবং সংসার হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হে আমার ভ্রাতৃরা আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট যে ঐশ্বর্য্যের প্রভু তাঁহার ধর্ম্মকে জনেরদের ভিন্ন ভাবে

২ রাখিও না। কেননা যদ্যপি তোমারদের সভাতে এক মনুষ্য স্বর্ণের অঙ্গুরী ও দিব্য বস্ত্রেতে আইসে এবং

৩ এক দরিদ্র মনুষ্য কুচ্ছিত কাপড়ে আইসে। আর তোমরা সেই সুন্দর পরিছদান্বিত ব্যক্তিকে সমাদর করিয়া বল যে আপনি ওখানে উত্তম স্থানে বৈসেন আর সেই দরিদ্রকে বল যে তুই ওঠাঁই দাঁড়াইয়া থাক্

৪ কিম্বা এথা আমার পায়ের পীড়ির তলে বৈস্। তবে কি তোমরা আপনারদের অন্তরে ভিন্ন ভাব করহ না

৫ এবং কুবিবেক ন্যায় কর্ত্তারা হও নাই। হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃরা অবধান কর ঈশ্বর এই জগতের দরিদ্রের দিগকে প্রত্যয়েতে ধনী ও সেই রাজ্য যে তিনি আপন প্রেমি লোকেরদিগকে দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার উত্তরাধিকারী হওনের কারণ কি মনোনীত

৬ করেন নাই। কিন্তু তোমরা দরিদ্র ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিয়াছ কি ধনবানেরা তোমারদের উপর অতিক্রমণ করে না এবং আপনারদের বিচার স্থানে তোমারদিগকে
৭ আকর্ষণ করিয়া আনায় না। সেই পূজনীয় নাম যাহা তোমারদিগকে কহাইতেছে তাহার অপনিন্দা
৮ কি তাহারা করে না। তোমরা এই রাজিক বিধান যে তুমি আপন পড়সীকে আত্মবৎ স্নেহ করিবা ইহা যদি গ্রন্থানুক্রমে পালন কর তবে তোমরা ভাল কর
৯ বটে। কিন্তু যদি তোমরা জনেরদের ভিন্ন ভাব করহ তবে তোমরা পাপ করিতেছ এবং ব্যবস্থা হইতে আজ্ঞা
১০ লঙ্ঘক ঠাহরা গিয়াছ। কেননা যে কেহ ব্যবস্থা সমুদায় পালন করে কিন্তু এক ক্রমের লঙ্ঘন করে তবে
১১ সে সকলের দোষী হইল। কেননা যে ব্যক্তি কহিলেন তুমি পরদার করিবা না তিনি ইহাও কহিলেন যে তুমি বধ করিবা না অতএব যদ্যপি তুমি পরদার না করিয়া বধ করহ তবে তুমি ব্যবস্থার লঙ্ঘক হইলা।
১২ তোমরা সেই লোক যাহারা মুক্তির বিধানেতে বিচারিত হইবে এমত জ্ঞান করিয়া কথাও কহ এবং কর্ম্মও
১৩ কর। কেননা যে ব্যক্তি দয়া করে নাই সে ব্যক্তি দয়া ব্যতিরেক দণ্ড বিচার পাইবে এবং দণ্ড বিচারের
১৪ উপর দয়া জিতানন্দ করিতেছে। হে আমার ভ্রাতৃরা যদি কেহ বলে যে আমার প্রত্যয় আছে কিন্তু ক্রিয়া

নাই তবে তাহার ফল বা কি প্রত্যয় না কি তাহাকে
১৫ বাঁচাইতে পারে। যদি কোন ভাই কি ভগিনী বস্ত্র
১৬ হীন ও নিত্যাহার রহিত হয়। এবং তোমারদের
মধ্যে কেহ তাহারদিগকে কহে যে কুশলে চলিয়া যাও
তোমরা সুতপ্ত ও পরিতৃপ্ত হও তথাচ তোমরা তাহার
দিগকে শরীরের আবশ্যকীয় দ্রব্য না দেও তবে কি
১৭ ফল হয়। সেইমত প্রত্যয়ও যদি তাহার ক্রিয়া না হয়
১৮ সে একাকী থাকিয়া মৃত হইল। অতএব কেহ কহিতে
পারে যে তোমার প্রত্যয় আছে ও আমার ক্রিয়া
আছে ভাল তুমি আপনার প্রত্যয় আপনার ক্রিয়ার
দ্বারাতে আমাকে দেখাও পরে আমি আপন প্রত্যয়
১৯ আপনার ক্রিয়ার দ্বারাতে তোমাকে দেখাইব। তুমি
প্রত্যয় করিতেছ যে এক ঈশ্বর আছেন তুমি ভাল
করিতেছ শয়তানেরাও প্রত্যয় করে এবং কম্পমান
২০ থাকে। কিন্তু হে বাতিকা মনুষ্য তুমি না কি ইহা
২১ বুঝিবা যে ক্রিয়া বর্জ্জিত প্রত্যয় মৃত আছে। আমার
দের পিতৃ আবরহাম যখন তিনি আপন পুত্র
য়িশহাককে যজ্ঞকুণ্ডের উপর উৎসর্গ করিলেন তখন
তিনি ক্রিয়ারি দ্বারাতে প্রকৃতার্থ ঠাহরা গেলেন কি
২২ না। তুমি দেখিতেছ যে তাহার প্রত্যয় তাহার কর্ম্মের
সহকারী ছিল এবং কর্ম্মেতে প্রত্যয়ের সিদ্ধি হইয়া
২৩ ছিল। তাহাতে সেই গ্রন্থ পূর্ণ ছিল যে কহিতেছে

আবরহাম ঈশ্বরকে প্রত্যয় করিলেন ও তাহা তাহার প্রতি যাথার্থ্যের কারণ গণা গেলেন এবং তাহাকে ২৪ ঈশ্বরের বন্ধু করিয়া কহিলেন। অতএব তোমরা দেখিতেছ যে মনুষ্যটা কর্ম্মের দ্বারাতে পুকৃতার্থ ঠাহরা ২৫ যায় ও কেবল প্রত্যয়ের দ্বারাতে নহে। তদনুসারে রাখব বেশ্যাও যখন চরেরদিগকে অতিথি করিয়া সে তাহারদিগকে অন্যপথ দিয়া পাঠাইয়াছিল তখন সে কর্ম্মেরি দ্বারাতে পুকৃতার্থ ঠাহরা গেল কি না। ২৬ কেননা যেমত প্রাণ রহিত শরীর মরা আছে সেইমত কর্ম্ম রহিত প্রত্যয়ও মরা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

হে আমার ভ্রাতৃরা তোমরা অনেক গুরু হইও না ২ কেননা আমরা ততোধিক দণ্ডে মজিব ইহা বুঝ। কেননা আমরা অনেক বিষয়ে সকলি দোষ করিতেছি যদি কেহ বাক্যেতে দোষ না করে তবে সেই ব্যক্তি সিদ্ধ মনুষ্য বটে এবং সমস্ত শরীরকে বশ করিতে সাধ্যমান ৩ হয়। দেখ তো আমরা ঘোড়ার মুখেতে লাগাম দিতেছি যেন তাহারা আমারদের হস্তবশ হয় এবং আমরা তাহারদের সমুদায় শরীরকে ঘুরাইয়া দি। ৪ জাহাজ গুলাও দেখ যে এত বড়২ হয় এবং প্রচণ্ড বায়ুতে সবেগে চালিত হয় তথাপি অতি ছোট কাণ্ডার দিয়া কাণ্ডারী যে দিগে ইচ্ছা করে সে দিগে ঘুরে

৫ ফিরে। সেইমত জিহ্বাও অতিঅল্প অঙ্গ বটে তত্রাপি বড়ই দর্প কথা কহিতেছে দেখতো যৎকিঞ্চিৎ
৬ অগ্নিতে কত বৃহৎ বস্তু রাশি জ্বলাইতেছে। এবং জিহ্বা এক অগ্নি আছে বরং পাপের এক ভুবন জিহ্বাটা আমারদের ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এমত স্থাপিত আছে যে তাহা সমস্ত শরীরকে অপবিত্র করায় ও সৃষ্টির চক্রকে জ্বালিয়া দেয় এবং আপনি নরক হইতে প্রজ্বলিত হয়।
৭ কেননা মনুষ্যের দ্বারাতে সকল প্রকার বন পশু ও পক্ষী ও ভুজঙ্গ ও মৎস্যাদি বশ করা যায় এবং করা
৮ গিয়াছে। কিন্তু জিহ্বাকে কোন মনুষ্য বশ করিতে পারে না সেতো অদম্য দুষ্ট ও প্রাণান্তক গরলে পরি
৯ পূর্ণ। তাহার দ্বারা আমরা ঈশ্বর পিতাকে ধন্যবাদ করি এবং তাহার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিরূপ
১০ সৃজিত মনুষ্যেরদিগকে শাপ দি। এক মুখ হইতে আশীর্ব্বাদ ও শাপ বচন বাহিরায় হে আমার ভ্রাতৃরা
১১ এমত হওয়া উপযুক্ত নহে। তলশুষি যে সে কি একী
১২ মুখেতে মিষ্ট ও তিক্ত জল উবলাইয়া দেয়। হে আমার ভ্রাতৃরা আঞ্জীরের বৃক্ষ জৈতুনের ফল কিম্বা অঙ্গুরের গাছ আঞ্জিরের ফল না কি দিতে পারে সেই মতও কোন তলশুষি ক্ষারজল ও মিষ্টজল উভয়কে নির্গত
১৩ করে না। তোমারদের মধ্যে কেটা জ্ঞানবন্ত ও বুদ্ধি মন্ত আছে সেতো বিশিষ্ট ব্যবহারে জ্ঞানের কোমলতায়

১৪ আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করুক। কিন্তু যদি কটু আড়াআড়ি ও বাদানুবাদ তোমারদের অন্তঃকরণে থাকে তবে গৌরব করিও না সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা কহিও
১৫ না। এই জ্ঞান তো উপর হইতে আইসে না কিন্তু সাংসারিক ও ঐন্দ্রিয়িক ও শায়তানিক আছে।
১৬ কেননা যেখানে আড়াআড়ি ও বাদানুবাদ হয় সেখানে
১৭ গোলমাল ও যাবতীয় মন্দ কর্ম্ম উপস্থিত আছে। কিন্তু যে জ্ঞান উপর হইতে হয় তাহা প্রথমতঃ নির্ম্মল তার পরে মিলনশালী কোমল সহজে প্রবোধিত দয়াতে ও উপকারী ফলেতে পূর্ণ ভিন্নভাব রহিত ও কাপট্য
১৮ বিহীন। এবং মিলনকারিরদের কারণ যাথার্থ্যের ফল সম্মিলনেতে বুনা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

তোমারদের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কোথা হইতে আইসে সে কি তোমারদের ইন্দ্রিয়াদির মধ্যের যুদ্ধকারি কামাদি
২ হইতে আইসে না। তোমরা লোভ করহ কিন্তু প্রাপ্ত হও না তোমরা বধ করহ ও লালসা করহ তথাপি পাইতে পারহ না তোমরা যুদ্ধ আর সমরণ করিতেছ কিন্তু যাচ্ঞা না করাতে তোমরা প্রাপ্ত হও না।
৩ তোমরা যাচ্ঞা করহ কিন্তু পাও না কেননা তোমরা আপনারদের কামাভিলাষ পালনার্থে তাহার অপব্যয়
৪ করিতে অবিহিত যাচ্ঞা করিতেছ। হে পরদারী

ও ব্যভিচারিণী সকল তোমরা কি জ্ঞাত নহ যে সংসারের মিত্রতা ঈশ্বরের শত্রুতা আছে অতএব যে কেহ সংসারের মিত্র হইতে ইচ্ছা করে সে ঈশ্বরের শত্রু
৫ নিশ্চিত ঠাহরা গিয়াছেন। তোমরা না কি ইহা বুঝহ যে গ্রন্থটা নিরর্থক কথা কহিতেছে যে আত্মা আমারদের অন্তরে বাস করে সে কি ঈর্ষ্যা ভাবেতে
৬ কল্পিতেছে। কিন্তু তিনি আরও প্রসাদ দেন যেমত উক্ত আছে যে ঈশ্বর অহঙ্কারিরদিগকে নিবারণ করেন কিন্তু নম্রমানেরদিগকে তিনি প্রসাদ দেন।
৭ এতদর্থে তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞার বশীভূত হও শয়তানকে প্রতিরোধ কর তবে সে তোমারদের নিকট
৮ হইতে পলায়ন করিবে। তোমরা ঈশ্বরের নিকট যাও তখন তিনি তোমারদের নিকট আসিবেন হে পাপিরা তোমারদের হস্ত পবিত্র কর হে দ্বিমতিরা
৯ তোমারদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করহ। তোমরা শোচনা ও বিলাপ ও ক্রন্দন করহ তোমারদের হাস্য পরিহাস্য শোক বিলাপ হইয়া যাউক এবং তোমার
১০ দের আনন্দ বিষাদ হইয়া যাউক। ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে তোমরা আপনারদিগকে নম্র কর এবং তিনি
১১ তোমারদিগকে উন্নত করিবেন। হে ভ্রাতৃরা তোমরা এক জন অন্যের মন্দ কথা কহিও না কেননা যে জন আপন ভ্রাতৃর মন্দ কহে ও আপন ভ্রাতৃকে বিচার

করে সে ব্যবস্থার মন্দ কহে ও ব্যবস্থার বিচার করে কিন্তু যদি ব্যবস্থার বিচার করহ তবে তুমি ব্যবস্থার
১২ পালক নহ কিন্তু বিচার কর্ত্তা হইলা। এক বিধান কর্ত্তা তো আছেন যিনি রক্ষা করিতে পারেন এবং বিনাশও করিতে পারেন তুমি বা কেটা যে অন্যের
১৩ বিচার করহ। আইস তোমরা যে কহ অদ্য কিম্বা কল্য আমরা অমুক নগরে যাইয়া সেইখানে বৎসরেক থাকিয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া ২ লাভার্জন করিব।
১৪ তথাচ কল্যকার দিবসে কি ২ হইবে তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ কেননা তোমারদের প্রাণ বা কি সে তো এক ভাপ মাত্র যে কিঞ্চিৎ কাল ব্যক্তরূপ থাকে ততঃপরে অন্তরীক্ষ হইয়া যায়। বরং তোমারদের
১৫ এইমত কহা উপযুক্ত যে ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া এ কর্ম্ম কিম্বা ও কর্ম্ম করিব।
১৬ কিন্তু তোমরা আপনারদের দর্প কথায় আহ্লাদ
১৭ করিতেছ এমত উল্লাস করা সকলি মন্দ। অতএব যে জন ভাল কর্ম্ম করিতে জানিয়া তাহা না করে তাহাকে পাপ বর্ত্তিতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

হে তোমরা ধনবান সকল আইস তোমারদের উপর যে সকল বিড়ম্বন ঘটিবে তাহার নিমিত্তে
২ ক্রন্দন ও হাহাকার করহ। তোমারদের ধন বিগড়িয়া

গিয়াছে ও তোমারদের পরিচ্ছদ কীটে খাইয়া
৩ ফেলিয়াছে। তোমারদের স্বর্ণ রূপ্যাদি মরচ্যা ধরিয়াছে
এবং সেই মরচ্যা তোমারদের বিপক্ষে সাক্ষী হইবে
এবং অগ্নির তুল্য তোমারদের মাংসাদি খাইয়া ফেলিবে
তোমরা শেষ কালের কারণ ধন সঞ্চয় করিয়াছ।
৪ দেখ যে খাটন্যারা তোমারদের ক্ষেত্র সকল কাটিয়াছে
যাহারদের বেতন তোমরা ছলেতে দাবাইয়া রাখিয়াছ
সে বেতন চেঁচাইতেছে এবং সেই শস্য কাটন্যারদের
৫ চীৎকার বলের প্রভুর কর্ণপুট হইয়াছে। তোমরা জগতের
মধ্যে সুখবিলাস ও রঙ্গরসাদিতে কাল যাপন করিয়াছ
তোমরা আপনারদের অন্তঃকরণকে যাদৃশ যাতন
৬ সময়ের কারণ তাদৃশ হৃষ্টপুষ্ট করিয়াছ। তোমরা
প্রাকৃতার্থিক ব্যক্তিকে দোষী ঠাহরাইয়া বধ করিয়াছ
৭ এবং সে তোমারদিগকে রোধন করে না। অতএব হে
ভ্রাতৃরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যবান হইয়া থাক
দেখ কৃষকটা ভূমির উত্তম ফলের অপেক্ষা করিতেছে
সেতো চিরকাল তাহার বিষয়ে ধৈর্য্য করিতেছে
৮ যাবৎ অগ্র ও পশ্চাৎ বৃষ্টি না পায়। তোমরাও
সধৈর্য্য থাক আপনারদের মন দৃঢ় করিয়া রাখ
৯ কেননা প্রভুর প্রকাশ হওয়া সন্নিকট আছে। হে
ভ্রাতৃরা তোমরা পরস্পরে তাপিত হইও না যেন
তোমরা দোষী না ঠাহরা যাও দেখ তো বিচার কর্ত্তা

১০ আপনি দ্বারের অগ্রে উপস্থিত হইয়া আছেন। হে আমার ভ্রাতৃরা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ যাহারা যিহুহার নামেতে বাণী কহিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহারদিগকে দুর্দশার সহিষ্ণুতা ও সক্ষান্তি থাকার দৃষ্টান্ত করিয়া

১১ জান। দেখ যাহারা সহিষ্ণুতা করে তাহারদিগকে আমরা ধন্য করিয়া মানি তোমরা তো আইয়বের সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়াছ এবং প্রভুর অভিপ্রায় ও দেখিয়াছ যে প্রভু তিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু

১২ হয়েন। কিন্তু হে আমার ভ্রাতৃরা সকলের আদৌ তোমরা কোন কিরা করিও না কিবা স্বর্গ কিবা পৃথিবী কিবা আর কাহারও দিব্য হউক কিন্তু তোমার দের হাঁ হাঁ হাঁই ও তোমারদের না না নাই হউক

১৩ যেন তোমরা দোষ বর্ত্তনে না পড়। কেহ তোমার দের মধ্যে দুঃখিত থাকে সে প্রার্থনা করুক কেহ

১৪ হর্ষিত হয় সে ধর্ম্ম গীত গাউক। কেহ তোমারদের মধ্যে ব্যাধিত থাকে সে মণ্ডলীর প্রাচীন লোককে ডাকাইয়া আনুক ও সে সকল প্রভুর নামেতে তাহার শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া তাহার উপর প্রার্থনা

১৫ করুক। এবং বিশ্বাস যুক্ত প্রার্থনা সেই ব্যাধিতকে বাঁচাইবে ও প্রভু তাহাকে উঠাইয়া দিবেন আর যদি সে পাপ করিয়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষমা করা

১৬ যাইবে। তোমরা পরস্পারে আপনারদের অপরাধ

স্বীকার কর ও এক জন অন্যের কারণ পরস্পরে প্রার্থনা কর যেন তোমারদের সুস্থতা হয় প্রাকৃতার্থিক জনের একান্ত স্বার্থক প্রার্থনা অতি ফল দায়ক হয়।
১৭ আলীহা আমারদের মত দৌর্ব্বল্যাদি যুক্ত মনুষ্য ছিলেন এবং তিনি যাচ্ঞা করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে বৃষ্টি না হউক তাহাতে তিন বৎসর ছয় মাস
১৮ পর্য্যন্ত দেশেতে বৃষ্টি হইল না। এবং পুনশ্চ তিনি প্রার্থনা করিলে আকাশটা জল বর্ষাইল এবং ভূমিটা
১৯ ফলোদ্ভব করিলেন। হে ভ্রাতৃরা কেহ তোমারদের মধ্যে যদি সত্য হইতে ভ্রম হইয়া যায় ও আর কেহ
২০ তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। তবে সে জানুক যে তাহার পথভ্রম হইতে যে জন পাপিকে ফিরাইয়া দেয় সে এক প্রাণকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইবেক ও পাপ রাশিকে আচ্ছাদন করিবেক।

পিতরের প্রথম সাধারণ পত্র

প্রথম অধ্যায়

পিতর য়িশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পন্তস ও গালাতিয়া ও কাপ্পদকিয়া ও আশীয়া ও বতনিয়া দেশের দিগ্বিদিগ
২ ছিন্নভিন্ন বিদেশি সকল। যাহারা ঈশ্বর পিতার পূর্ব্ব

পুজ্ঞানানুসারে আত্মার দ্বারা আজ্ঞা বহনার্থ পবিত্রতা করাতে ও য়িশু খ্রীষ্টের রক্ত ছিটানেতে মনোনীত তাহারদের উদ্দেশ লেখে তোমারদের পুতি অনুগুহ ও
৩ শান্তি বিস্তারিত হউক। ধন্য আমারদের পুভু য়িশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি আপনার অসীম দয়াতে য়িশু খ্রীষ্টের মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান দ্বারাতে আমার দিগকে জীয়ন্ত ভরসার পুতি জন্মাইয়া দিয়াছেন।
৪ এক অক্ষয় অমল ও অজর অধিকার পুতি যে তোমার
৫ দের কারণ স্বর্গেতে রাখা গিয়াছে। যাহারা শেষ কালের পুকাশিত হওনের পুস্তুত থাকা পরিত্রাণার্থে পুত্যয়ের দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিতে সংরক্ষিত হইয়াছ।
৬ ও যাহাতে তোমরা অত্যন্ত আনন্দ করিতেছ যদ্যপিও সম্পৃতি কিঞ্চিৎ কালার্থে তোমরা আবশ্যকক্রমে নানা
৭ পরীক্ষাতে বিষাদিত হইয়াছ। সে যেন তোমারদের পুত্যয়ের পরীক্ষা ক্ষয়স্বর্ণ যদ্যপিও অগ্নিতে পরীক্ষিত হয় তথাচ তাহা হইতে অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া য়িশু খ্রীষ্টের পুকাশ হওন সময়ে পুশংসা ও সম্মান ও
৮ গৌরবের যোগ্য মত ঠাহরা যায়। সেই য়িশু খ্রীষ্ট যাঁহাকে তোমরা না দেখিয়া প্রেম করহ ও যাঁহাতে তোমরা যদ্যপিও সম্পৃতি তাঁহাকে না দেখ তথাপি পুত্যয় করিয়া তোমরা অকথ্য ও মোক্ষময় আনন্দে
৯ আনন্দ করিতেছ। এবং তোমারদের বিশ্বাসের আশয়

১০ অর্থাৎ আপনারদের প্রাণের পরিত্রাণ পাইতেছ। সেই পরিত্রাণ যাহার কারণ সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ যাহারা তোমারদের প্রাপ্য অনুগ্রহের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারা যত্ন পূর্ব্বক তত্ত্ব ও অনুসন্ধান
১১ করিলেন। যে খ্রীষ্টের আত্মা তাহারদের অন্তরস্থ হইয়া যখন খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ ও তাঁহার পশ্চাতের মোক্ষ হওনের প্রমাণ দিলেন তখন তিনি কখনকার ও কি প্রকার সময় বুঝাইলেন ইহার অনুসন্ধানে
১২ থাকিলেন। এবং তাহারদিগকে প্রকাশ করা গেল যে সেই সকল প্রসঙ্গ যাহা সেই জনেরা তোমারদিগকে জ্ঞাপন করে যাহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত ধর্ম্মাত্মার দ্বারা মঙ্গল সমাচার তোমারদের প্রতি প্রচার করিয়াছে তাহা তাহারা আপনারদের প্রতি যোগাইল না কিন্তু আমারদের প্রতি এবং এই প্রসঙ্গের গম্য করিতে স্বর্গের দূতগণ
১৩ বাঞ্ছা করেন। অতএব আপনারদের অন্তঃকরণের কোমর বন্ধ কর ও সবোধ থাক এবং যিশু খ্রীষ্টের প্রকাশ হওন সময়ে যে প্রসাদ তোমারদের নিকট আনা যাইবে তাহার ভরসা শেষ পর্য্যন্তই রাখ।
১৪ তোমরা আজ্ঞাবহ সন্তানেরদের মত আপনারদের অজ্ঞান সময়ের পূর্ব্ব কামাদিক্রমে সমশীল হইও না।
১৫ কিন্তু যেমত তোমারদের আহ্বান কর্ত্তা পবিত্র আছেন সেই মত তোমরাও সর্ব্ব ব্যবহারেতে পবিত্র হও।

১৬ কেননা লিপি আছে যে আমি পবিত্র আছি অতএব
১৭ তোমরাও পবিত্র হও। এবং যদি তোমরা তাঁহাকে
পিতা বলিয়া আহ্বান কর যিনি জনের ভিন্নভাব না
করিয়া প্রতি জনের কর্ম্মানুসারে বিচার করেন তবে
তোমারদের এখানকার তিষ্ঠিবার সময় পর্য্যন্ত সভয়েতে
১৮ কাল ক্ষেপণ করহ। কেননা তোমরা জানহ যে
আপনারদের পিতৃগণের পারম্পর্য্য উপদেশ দ্বারাতে
যে বৃথা ব্যবহার তোমারদের ছিল তাহা হইতে
তোমরা স্বর্ণ রূপ্য ইত্যাদি ক্ষয় বস্তু দিয়া উদ্ধার পাইলা
১৯ না। কিন্তু নিখুঁত ও নির্দাগ মেষপাঁঠার ন্যায় খ্রীষ্টের
২০ অমূল্য রক্তেতেই। যিনি জগতের আরম্ভ হইতে পূর্ব্বে
নিযোজিত ছিলেন অবশ্য কিন্তু তোমারদের নিমিত্তে
২১ এই অবশেষ কালে প্রকাশিত হইয়াছেন। ও তোমরা
তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরেতে আস্থা কর যিনি তাঁহাকে
মৃত্যু হইতে উঠাইয়া ঐশ্বর্য্য দিলেন যেন তোমারদের
২২ বিশ্বাস ও প্রত্যয় ঈশ্বরেতে হয়। অতএব নিষ্কপট
ভ্রাতৃক প্রেম পর্য্যন্ত তোমরা আত্মার দ্বারা সত্যের
আজ্ঞা পালন করাতে আপনারদের জীবাত্মাকে
পরিষ্কার করিয়া তোমরা নির্ম্মলান্তঃকরণে পরস্পর
এক জন অন্যেরদিগকে একান্ত মতে প্রেম করহ।
২৩ তোমারদের পুনর্জন্ম ক্ষয় বীর্য্য হইতে না হইয়া অক্ষয়
বীর্য্য হইতে হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের নিত্য জীয়ন্ত ও নিত্য

২৪ স্থায়ি বাণীর দ্বারা। কেনন৷ সর্ব্ব প্রাণ তৃণবৎ আছে এবং মনুষ্যের যাবতীয় শোভা তৃণের পুষ্পের সদৃশ মাত্র তৃণ তো শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহার পুষ্প
২৫ গলিয়া পড়ে। কিন্তু প্রভুর বাণী নিত্য স্থায়ী এবং এই সে বাণী যে মঙ্গল সমাচারেতে তোমারদের নিকট প্রচারিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতএব সমস্ত দ্বেষ ও প্রবঞ্চনা ও কাপট্য ও ঈর্ষা
২ ও কুচ্ছালাপ পরিত্যাগ করিয়া নবীন বালকের সদৃশ বাণীর শুধু দুগ্ধ চাহ যেন তাহাতে তোমরা বাড়িয়া
৩ উঠ। কেননা তোমরা প্রভুর অনুগ্রহের স্বাদ পাইয়াছ।
৪ যাঁহার নিকট যাদৃশ এক জীয়ন্ত প্রস্তরের নিকট যে মনুষ্যেরদের স্থানে অগ্রাহ্য বটে কিন্তু ঈশ্বরের মনোনীত
৫ ও বহু মূল্য তাদৃশ আসিয়া তোমরাও জীয়ন্ত প্রস্তরবৎ গাঁথা গিয়া এক আত্মিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছ এবং যিশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের গ্রহণীয় মত আত্মিক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে এক পবিত্র যাজককুল হও।
৬ অতএব গ্রন্থেতেও উল্লেখ আছে যে দেখ আমি শীয়নে মনোনীত ও বহুমূল্য এক প্রস্তর কোণের চূড়া করিয়া স্থাপন করিতেছি এবং যে কেহ তাহাতে আস্থা
৭ করে সে লজ্জিত হইবে না। অতএব তোমা প্রত্যয়ি লোকের স্থানে তাহা বহুমূল্য আছে কিন্তু অনাজ্ঞা

কারিরদের প্রতি যে প্রস্তর স্থপতিরা অগ্রাহ্য করিল
৮ সেতো কোণের চূড়া হইয়াছে। এবং তাহারদের
প্রতি উচোট খাওয়াইবার প্রস্তর ও ঠেষ লাগাইবার
পাষাণ কেননা তাহারা অনাজ্ঞাবহ হইয়া বাণীতে
ঠেষ খায় যাহার নিমিত্তে তাহারা নিযুক্তও করা
৯ গিয়াছিল। কিন্তু তোমরা এক মনোনীত বর্গ এক
রাজিক পুরোহিত কুল এক পবিত্র রাজ্য এক বিশেষ
লোক যেন তোমরা তাঁহার গুণানুবাদ কর যিনি
তোমারদিগকে অন্ধকার হইতে আপন আশ্চর্য্য দীপ্তির
১০ মধ্যে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। যাহারা
পূর্ব্বে লোকই ছিলা না কিন্তু সম্প্রতি ঈশ্বরেরি লোক
হইয়াছ যাহারা দয়া প্রাপ্ত ছিলা না কিন্তু এখন দয়া
১১ প্রাপ্ত হইয়াছ। হে প্রিয়েরা আমি কাকুতি করি যে
তোমরা বিদেশী ও অতিথিবৎ হইয়া শারীরিক
কামাভিলাষ হইতে ক্ষান্ত থাক কেননা সে সকল
১২ জীবাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করে। ভিন্নদেশিবর্গের মধ্যে
তোমারদের সদ্ব্যবহার যেন হয় তাহাতে যে হেতুক
তাহারা কুকারী করিয়া তোমারদের মন্দ বলে তাহারা
তোমারদের শুক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া দর্শন
১৩ দেওন সময়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে। তোমরা প্রভুর
ভাবে প্রতি লৌকিক বিধানের বশীভূত হও কিবা
১৪ রাজাধিরাজের হউক তাঁহাকে সর্ব্ব প্রধান বুঝিয়া।

কিবা শাসনাধিকারিরদের হউক যে তাঁহারা কুকারির দের দণ্ডার্থে ও সুকারিরদের প্রতিষ্ঠার্থে তাঁহা হইতে
১৫ প্রেরিত হন এই জ্ঞানে। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই মত আছে যে তোমরা সুকর্ম্মের দ্বারাতে অজ্ঞান
১৬ লোকেরদের অজ্ঞতা নিরুত্তর কর। আপনারদিগকে মুক্ত জানিয়া তথাপি আপনারদের মুক্তি দুষ্কর্ম্মের আচ্ছাদনী না করিয়া ঈশ্বরের সেবক মত থাক।
১৭ সকলেরদিগকে মর্য্যাদা কর ভ্রাতৃবর্গকে প্রেম কর
১৮ ঈশ্বরের প্রতি ভয়মান থাক রাজাকে সম্মান দেও। হে ভৃত্যেরা তোমরা সকল শঙ্কোচ পূর্ব্বক আপনারদের কর্ত্তারদের আজ্ঞা বশীভূত হও কেবল ভাল ও কোমল
১৯ স্বভাবিরদের নয় কিন্তু উগ্র শালিরদেরও হও। কেননা কেহ যদি ঈশ্বরার্থ দোষাদোষ জ্ঞান নিমিত্তে অসঙ্গত দণ্ড পাইয়া দুঃখ সহিষ্ণুতা করে সেইতো প্রতিষ্ঠা যোগ্য
২০ হয়। কেননা,তোমরা আপনারদের ঘাইট নিমিত্তে মারিপীট খাইয়া যদ্যপিও সহিষ্ণুতা কর তাহাতে কি প্রতিষ্ঠা বা হয় কিন্তু যখন ভাল কর্ম্ম করহ তখন যদি দুঃখ পাইয়া তোমরা সহিষ্ণুতা কর এইতো
২১ ঈশ্বরের সাক্ষাতে শোভনীয় হয়। এবং ইহার নিমিত্তে তোমরা আহ্বানিত ছিলা কেননা খ্রীষ্ট আপনি তোমার দের কারণ দুঃখ ভোগ করিয়া তোমারদের নিকট এক দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্ন

২২ দিয়া পশ্চাদ্গমন করহ। তিনি কিছুই পাপ করিলেন না এবং তাঁহার মুখে কোনহ ফাকী ছিল না।
২৩ তিনি তিরস্কৃত হইয়া তিরস্কার করিলেন না ও দুঃখ ভোগ পাইয়া সমুচিত প্রতিজ্ঞা করিলেন না কিন্তু আপনাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন যিনি প্রকৃত
২৪ বিচার করেন। তিনি আপনি আমারদের পাপের ভার আপন শরীরে ধারণ করিয়া বৃক্ষের উপর টাঙ্গা গেলেন তাহাতে যেন আমরা পাপের প্রতি মৃত হইয়া যাথার্থ্যের প্রতি জীয়া থাকি যাঁহার প্রহারেতে তোমরা
২৫ সুস্থ হইলা। কেননা তোমরা ভ্রম হইয়া যাওনের মেষবৎ ছিলা কিন্তু সম্প্রতি তোমরা আপনারদের প্রাণের মেষ পালক ও রক্ষকের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছ।

তৃতীয় অধ্যায়

তদনুক্রমে হে স্ত্রীরা তোমরাও আপন ২ স্বামিরদের আজ্ঞা বশীভূতা হও তাহাতে যদি কেহ বাণীর
২ অনাজ্ঞাবহ হয়। তাহারা তোমারদের সভয় পাতিব্রত্য ব্যবহার দেখিয়া স্বস্ত্রীর চরিত্রে যেন লওয়ান
৩ যায়। যাহারদের ভূষা কেশ বিনন কি স্বর্ণালঙ্কার কিম্বা দিব্য বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি বাহ্যমত বিভূষণে
৪ যেন না হয়। কিন্তু অন্তঃকরণের গুপ্ত মনুষ্য যাহা অক্ষয় অর্থাৎ নম্রশীল ও শান্তশীল আত্মা যাহা

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান হয় এই বিভূষণে
৫ ভূষিতা হউক। কেননা পূর্ব্বকালের পুণ্যা স্ত্রীগণ যাহারা
ঈশ্বর প্রত্যাশী ছিল তাহারাও আপন আপন নিজ
স্বামিরদের আজ্ঞা বশীভূতা হইয়া এইমতে আপনার
৬ দিগকে ভূষাইয়া দিল। যেমত শারা আবরহামকে
প্রভু কহিয়া তাহার আজ্ঞাকারিণী ছিলেন ও যাঁহার
কন্যাগণ তোমরাই আছ যতক্ষণে তোমরা সাতঙ্কে
৭ বিস্মিতা না হইয়া ভাল কর্ম্ম করহ। সেইমত হে
স্বামিরা তোমরাও প্রতিজন স্বস্ত্রীর সঙ্গে জ্ঞান পূর্ব্বক
সহবাস করিয়া তাহাকে অবলা পাত্র জানিয়া এবং
উভয়কে জীবন প্রসাদের সহোত্তরাধিকারীও জানিয়া
স্ত্রীকে সম্ভ্রম দেও যেন তোমারদের প্রার্থনার বাধা না
৮ হয়। শেষ কথা সকলেই এক মন হও পরস্পারে সকরুণ
৯ ভ্রাতৃক প্রেমেতে পূর্ণ দয়াশীল ও শানুকূল। মন্দের
কারণ মন্দ করিয়া কিম্বা নিন্দার কারণ নিন্দা করিয়া
প্রতীকার করিও না বরং তাহা না করিয়া আশীর্ব্বাদ
দেও কেননা তোমরা জানহ যে এক আশীর্ব্বাদীয়
উত্তরাধিকার পাইতে তোমরা আহ্বানিত ছিলা।
১০ কেননা যে কেহ জীবনে প্রীতি পাইতে চাহে ও শুভ
কাল দেখিতে ইচ্ছা করে সে আপন জিহ্বাকে মন্দ
হইতে ও আপন ওষ্ঠাধরকে প্রপঞ্চ কথা কহিতে রোধন
১১ করুক। সে মন্দ হইতে ফিরিয়া যাউক ও ভাল কর্ম্মে

প্রবর্ত্ত হউক সে সম্মিলনের অনুসন্ধান করুক ও তাহার
১২ পশ্চাতে ধাইয়া যাউক। কেননা যাথার্থিক লোকের
উপর য়িহুহার দৃষ্টি আছে এবং তাহারদের প্রার্থনার
প্রতি তাহার কর্ণ লাগিয়া থাকে কিন্তু কুকারিরা যে
১৩ তাহারদের প্রতি য়িহুহার নিগ্রহ বদন আছে। আর
যদি তোমরা ধর্ম্মের অনুসন্ধানী হও তবে কেটা তোমার
১৪ দের অপকার করিবে। কিন্তু যদিতু তোমরা যাথার্থ্যের
কারণ দুঃখ পাও তবে ধন্য তোমরা অতএব তাহারদের
ভয়েতে ভীত হইও না এবং ভাবাপন্নও হইও না।
১৫ কিন্তু আপনারদের অন্তঃকরণে প্রভু ঈশ্বরকে ভয় পাত্র
করিয়া জান এবং তোমারদের অন্তরস্থ ভরসার তদন্ত
যাহারা জিজ্ঞাসা করে এমত প্রত্যেক জনকে নম্রতা ও
১৬ শঙ্কোচ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিতে সতত প্রস্তুত থাক। এবং
নির্দ্দোষিত জ্ঞান রাখ যে যাহাতে তাহারা কুকারী
করিয়া তোমারদের মন্দ বলে সে সকল যে তোমারদের
খ্রীষ্টস্থ সদ্ব্যবহার নিন্দা করে সে সকল যেন লজ্জিত
১৭ হয়। কেননা যদি ঈশ্বরেচ্ছা হয় তবে কুকর্ম্মের জন্য
দুঃখ ভুঞ্জন হইতে সৎকর্ম্মের কারণ দুঃখ ভোগ করা
১৮ ভাল। কেননা খ্রীষ্টও পাপের হেতু যাথার্থিক
অযথার্থিকেরদের কারণ একবার দুঃখ ভোগ করিলেন
যেন তিনি আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনয়ন
করেন তিনি শরীরেতে মারা গেলেন কিন্তু আত্মার

১৯ তাহাতে সজীব হইলেন। যাহার দ্বারা তিনি যাইয়া
২০ বন্দুয়ান আত্মারদিগকে উপদেশ দিলেন। যাহারা
অনেককাল পূর্ব্বে অনাজ্ঞাবহ ছিল যখন ঈশ্বরের
চির সহিষ্ণুতা নূহের সময়ে তাহারদের অপেক্ষায়
থাকিতেছিল অর্থাৎ যাবৎ সেই ভেলাঘর প্রস্তুত করা
যাইতেছিল যাহাতে অল্প অর্থাৎ অষ্ট প্রাণী জলেতে
২১ তরিয়া গেল। এবং তাহার প্রতিনিদর্শন সম্প্রতি
আমারদিগকে ত্রাণ করিতেছে সে কি না বাপ্‌টিস্ম
তথাচ শরীরের মলা ছাড়াইয়া ফেলা তাহা নয় কিন্তু
ঈশ্বরের প্রতি নির্দোষিত জ্ঞানের প্রত্যুত্তর দেওয়া য়িশু
২২ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হওয়ার দ্বারা। যিনি দূতগণ ও
শাসন পদ ও মহিম পদাদির উপর অধিকার পাইয়া
স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ ভিতে বর্ত্তমান আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অতএব যেমত খ্রীষ্ট আমারদের কারণ স্বশরীরেতে
দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তদনুক্রমে তোমরাও তত্তুল্য
মনেতে সসজ্জ হইয়া থাক কেননা যেটা স্বশরীরেতে
দুঃখ ভোগ করিয়াছে সেটা পাপ হইতে নিরস্ত
২ হইয়াছে। তাহাতে সে আপন শরীরস্থ থাকার বক্রী
সময় আর মনুষ্যেরদের কামাভিলাষানুক্রমে না
কাটাইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী যেন ক্ষেপণ করে।
৩ কেননা ভিন্নদেশি লোকের বাঞ্ছিত কর্ম্মের পালনে

আমারদের গত বয়সের সময় বহুত হইল তাহাতে যখন আমরা লাম্পট্যেতে বিপরীত কামেতে অতিবাদ মদিরাপানেতে রঙ্গরসেতে মাতলামিতে বিরুদ্ধ বিগ্রহ

৪ পূজাতে কাল যাপন করিলাম। ইহাতে যে তোমরা তন্মত বিপরীত রঙ্গরসাদিতে তাহারদের সঙ্গে ধাইয়া যাওনা তাহা আশ্চর্য্য মানিয়া তাহারা তোমারদের

৫ মন্দ বলে। কিন্তু তাহারদিগকে স্বকর্ম্মের নিকাশ তাঁহার নিকট দিতে হইবে যিনি জীয়ন্ত লোক ও মৃত

৬ লোকেরদিগকে বিচার করিতে পুস্তুত আছেন। কেননা ইহার কারণ মঙ্গল সমাচার মৃতলোকেরদিগকেও পুচার করা গিয়াছিল যেন শরীরেতে তাহারদের বিচার মনুষ্যেরদের মতন হয় কিন্তু আত্মায় তাহারা

৭ ঈশ্বরানুসারে জীয়ে। কিন্তু সকল বিষয়ের শেষ সন্নিকট হইয়াছে অতএব সবোধ থাক ও পুার্থনা

৮ সাধিতে সচেতন হইয়া রহ। এবং সকলের অগ্রে আপনারদের মধ্যে পরস্পর কারুণিক পেুম পালন করহ কেননা পেুম বিস্তারিত পাপের আচ্ছাদন

৯ করিবে। তোমরা পরস্পর এক জন অন্যেরদিগকে

১০ অকার্কশ্য রূপে আতিথ্যাদি ব্যবহার করহ। পুত্যেক জন যেমত ২ পুসাদ পাইয়াছে সেই ২ মতে ঈশ্বরের বিবিধ পুসাদের সুপাত্র জ্ঞানে তাহা দিয়া পরস্পরে

১১ অন্যোন্যের হিত যেন সাধে। যদি কেহ কথা

প্রস্তাব করে তবে সে ঈশ্বরের বাণীর জ্ঞানে কহুক যদি কেহ সেবা করে তবে তাহা ঈশ্বরের দত্ত সাধ্যানুসারে করা যাউক তাহাতে যেন সকল কর্ম্মে ঈশ্বরের মহিমা য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রশংসা ও প্রভুত্ব সদা সর্ব্বদা হউক আমেন।

১২ হে প্রিয়েরা সে অগ্নিবৎ পরীক্ষা যাহাতে তোমরা পরীক্ষিত হইবা তাহাতে চমৎকৃত হইও না যাদৃশ কোন অসম্ভব গতিক তোমারদিগকে ঘটিয়াছে।

১৩ বরঞ্চ আনন্দ করহ যে তাহাতে তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের সহভাগী হইলা যে তাঁহার মহিমা যখন প্রকাশিত হইবে তখন তোমরা অত্যন্ত আনন্দে যেন

১৪ পুলকিত হও। যদিতু তোমরা খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্তে নিন্দিত হও তবে ধন্য তোমরা কেননা প্রতাপের ও

১৫ ঈশ্বরের আত্মা তোমারদের উপর বর্ত্তিতেছেন। কিন্তু তোমারদের মধ্যে কেহ যেন বধী কি চোর কি দুষ্কর্ম্মী কিম্বা অন্যেরদের কর্ম্মেতে সালক্যামধ্যস্থ হইয়া দুঃখ

১৬ না পায়। কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া দুঃখ পায় তবে সে লজ্জিত না হউক বরং তাহার বিষয়ে

১৭ সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করুক। কেননা সেই সময় উপস্থিত আছে যখন দণ্ড বিচার ঈশ্বরের ঘরেতেই আরম্ভ হইবে এবং যদি আমারদের স্থানে তাহার আরম্ভ হইবে তবে ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচারের

অনাজ্ঞাবহ যাহারা হয় তাহারদের শেষ কি হইবে।
১৮ আর যদিতু যাথার্থিকেরা কষ্টেতে ত্রাণ পায় তবে
১৯ অধর্ম্মী ও পাপী কোথায় উপনীত হইবে। অতএব
যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দুঃখ ভোগ করে তাহারা
সুক্রিয়া করিতে২ তাঁহার নিকট বিশ্বাসি সৃষ্টিকর্ত্তার
জ্ঞানে আপনারদের প্রাণকে সমর্পণ করুক।

পঞ্চম অধ্যায়

তোমারদের মধ্যে যে প্রাচীন লোক হয় আমিও
এক প্রাচীন এবং খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের সাক্ষী ও যে
ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইবে তাহার সহভাগী হইয়া
২ তাহারদিগকে চেতাইয়া দি। যে তোমারদের মধ্যকার
ঈশ্বরের পাল্‌কে প্রতিপালন কর এবং তাহার তত্ত্বাব
ধারণের ভার উপরোধ ভাবেতে না লইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক
গ্রহণ করহ ছার লাভের নিমিত্তে নহে কিন্তু সুরত
৩ মনেতে প্রবর্ত্ত। অপর প্রভুর অধিকারের উপর প্রভুত্ব
৪ না ধরিয়া পালের দৃষ্টান্ত যেন থাক। এবং প্রধান
মেষপালক যখন প্রকাশিত হইবেন তখন তোমরা
এক ঐশ্বর্য্যের মুকুট পাইবা যাহা আউঁরিয়া যায় না।
৫ তদ্রূপ তোমরা হে যুবকেরা বৃদ্ধ লোকেরদের বশীভূত
হও বরঞ্চ তোমরা সকলেই এক জন অন্যের বশে থাক
এবং নম্রতাকে পরিধান করহ কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিকে
৬ রোধন করেন কিন্তু নম্রমানকে প্রসাদ দেন। অতএব

তোমরা ঈশ্বরের প্রবল ভুজের নীচে নত হইয়া থাক তাহাতে তিনি সময়ানুক্রমে তোমারদিগকে যেন উন্নত
৭ করেন। তোমারদের সমস্ত চিন্তা তাঁহার উপর রাখিয়া দেও কেননা তিনি তোমারদের কারণ চিন্তা করেন।
৮ সবোধ হও সচেতন থাক কেননা তোমারদের বিপক্ষ শয়তান সংগর্জ্জিত সিংহের ন্যায় কাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে ইহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়া
৯ ফিরে। অতএব ধর্ম্মেতে দৃঢ় হইয়া তাহাকে প্রতিরোধ করহ এবং যে তত্তুল্য ক্লেশ তোমারদের জগতিস্থ ভ্রাতৃ গণেরদিগকে পূর্ণ রূপে ঘটিয়াছে ইহা জ্ঞাত হও।
১০ কিন্তু সর্ব্ব প্রসাদ দাতা ঈশ্বর যিনি য়িশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমারদিগকে আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্যেতে আহ্বান করিয়াছেন তিনি তোমারদের কিঞ্চিৎ কালের দুঃখ ভোগ হইলে পরে তোমারদিগকে সিদ্ধ ও স্থির ও দৃঢ়
১১ ও স্থায়ী করুণ। তাঁহার প্রভাব ও প্রভুত্ব সদাসর্ব্বদা
১২ হউক আমেন। সিল্বানস যে আমার অনুমানে বিশ্বাসি ভাই আছে তাহার দ্বারা আমি তোমারদিগকে সংক্ষেপ মতে বুঝাইয়া ও প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছি যে যাহাতে তোমরা স্থির হইয়া আছ তাহা ঈশ্বরের সত্য
১৩ প্রসাদ আছে। বাবেলে যে মণ্ডলী তোমারদের সঙ্গে মনোনীত হইয়াছে সে তোমারদিগকে নমস্কার বলে এবং
১৪ আমার পুত্র মার্কস ও তাহা বলে। তোমরা প্রেমের

চুম্বনে পরস্পরে এক জন অন্যের নমস্কার করহ য়িশু খ্রীষ্টেতে যত আছ তোমাসকলেরদিগকে শান্তি হউক আমেন।

পিতরের দ্বিতীয় সাধারণ পত্র

প্রথম অধ্যায়

শীমন পিতর য়িশু খ্রীষ্টের সেবক ও প্রেরিত যে সকল আমারদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্টের যাথার্থ্যেতে আমারদের সঙ্গে একীমত পরম নিধি রূপ ২ প্রত্যয় পাইয়াছে তাহারদের প্রতি। আমারদের ঈশ্বরের ও প্রভু য়িশুর প্রজ্ঞানে তোমারদিগকে অনুগ্রহ ৩ ও শান্তি বিস্তারিত হউক। যদনুক্রমে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি আমারদিগকে সকল জীবনার্থ ও ধর্ম্মাচরণার্থ সামগ্রী দিয়াছেন তাঁহার প্রজ্ঞান দ্বারা যিনি আমার দিগকে ঐশ্বর্য্যেতে ও ধর্ম্মেতে আহ্বান করিয়াছেন। ৪ যাঁহা দিয়া আমারদিগকে অত্যন্ত মহৎ ও পরম নিধি রূপ অঙ্গীকার দেওয়া গিয়াছিল যেন ইহার দ্বারা জগতিস্থ কামোদ্ভূত নষ্টতা এড়াইয়া গিয়া তোমরা ৫ ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশী হও। অতএব ইহার কারণ

তোমরা সর্ব্ব মত যত্ন করিয়া আপনারদের প্রত্যয়ের
৬ উপর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের উপর জ্ঞান। ও জ্ঞানের উপর
শাম্যতা ও শাম্যতার উপর ক্ষান্তি ও ক্ষান্তির উপর
৭ ভক্তি। ও ভক্তির উপর ভ্রাতৃক স্নেহ এবং ভ্রাতৃক
৮ স্নেহের উপর প্রেম বাড়াইয়া দেও। কেননা যদিস্যু
এই সকল তোমারদের অন্তরে বর্ত্তমান ও বাহুল্যরূপ
থাকে তবে সে তোমারদিগকে আমারদের প্রভু য়িশু
খ্রীষ্টের পরিচয়ে নিষ্কর্ম্মা ও নিষ্ফলা হইতে দিবেক না।
৯ কিন্তু যে ব্যক্তি এ সকলেতে বিহীন থাকে সে তো অন্ধ
আছে ও দূর দেখিতে পারে না এবং তাহার পূর্ব্ব পাপ
হইতে আপনার পরিষ্কার হওয়া বিস্মৃতি হইয়াছে।
১০ অতএব হে আমার ভ্রাতৃরা তোমরা আপনারদের
আহ্বান ও মনোনীত হওয়ার নিশ্চয় করিতে ততোধিক
যত্ন করহ কেননা যদি তোমরা এই সকলের পালন
১১ কর তবে তোমরা কখন পতিত হইবা না। কেননা
এমন করিলে আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্টের
নিত্য রাজ্যেতে এক প্রসন্ন রূপ প্রবেশ তোমারদের প্রতি
১২ যোগান যাইবে। অতএব যদ্যপিও তোমরা এই
সকল কথা জানিয়া থাক এবং সাম্প্রতিক সত্যেতে
সাব্যস্ত হও তথাপি তাহা তোমারদিগকে সতত স্মরণ
১৩ দেওয়াইতে আমি হেলা করিব না। বরঞ্চ যাবৎ
পর্য্যন্ত আমি এই তাম্বুতে থাকি তাবৎ তোমারদের

স্মৃতি উস্কাইয়া ২ তোমারদিগকে সচেতন করিতে আমি
১৪ আপনার উচিত বুঝি। কেননা আমারদের প্রভু যিশু
খ্রীষ্ট যেমত আমাকে প্রকাশ করিয়াছেন তদনুক্রমে
আমি জানি যে কিঞ্চিৎ কাল পরে আমার এই তাম্বু
১৫ আমাকে খসাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে আমার
মৃত্যু পরে এ সকল কথা তোমারদের স্মরণে সতত থাকে
১৬ ইহার চেষ্টা আমি করিব। কেননা যখন আমরা
আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের শক্তি ও আগমনের কথা
তোমারদিগকে জানাইয়া দিলাম তখন আমরা কোন
চিত্র বিচিত্র কাহিনীর পশ্চাতে গেলাম না কিন্তু তাঁহার
১৭ মহিমার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলাম। কেননা যখন সেই পরম
তেজস্ হইতে এমত রব বাহিরাইল যে এইটা আমার
প্রিয় পুত্র যাহাতে আমার পরম সন্তোষ তখন তিনি
১৮ ঈশ্বর পিতা হইতে সম্মান ও তেজ পাইলেন। এবং
এই রব যে স্বর্গ হইতে আইল তাহা আমরা শুনিলাম
যখন আমরা তাঁহার সঙ্গে পুণ্য পর্ব্বতে ছিলাম।
১৯ অপর আমারদের স্থানে ভবিষ্যদ্বাণীর আরও নিশ্চিত
কথা আছে যাহার প্রতি যাদৃশ অন্ধীকৃত স্থানে প্রজ্বলিত
প্রদীপের প্রতি তোমরা দৃষ্টি রাখিয়া ভাল করহ যাবৎ
প্রত্যূষ না দেখায় ও প্রভাতি তারা তোমারদের
২০ অন্তঃকরণে উদিত না হয়। ইহাতে প্রথমতঃ জ্ঞাত হও
যে গ্রন্থের কোন ভবিষ্যৎ কথা প্রাণির স্বয়ংউক্ত হয়

২১ না। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্বকালে মনুষ্যের স্বেচ্ছাতে আইল না কিন্তু ঈশ্বরের পুণ্য ব্যক্তিরা যেমন ধর্ম্মাত্মা কহাইলেন তেমনি কহিলেক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু লোকেরদের মধ্যে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তারা ছিল যেমত তোমারদের মধ্যে মিথ্যা শিক্ষকও হইবে যাহারা গোপন রূপে নাশক ধর্ম্মব্যতিরিক্ত শিক্ষা ঘুষড়াইয়া দিবে বরঞ্চ যে প্রভু তাহারদিগকে ক্রয় করিলেন তাহাকে অস্বীকার করিয়া আপনারদের ২ উপর সর্ব্বনাশ ত্বরিত আনাইবে। এবং অনেকে তাহারদের কুপথ গমনের অনুগামী হইবে যাহারদের কারণ সত্যের পথ নিন্দিত হইবে। এবং তাহারা ৩ লোভেতে ফাকি কথার দ্বারা তোমারদিগকে বাণিজ্য সামগ্রী করিয়া ব্যাপার করিবে কিন্তু তাহারদের দণ্ড বিচার চিরকাল বিলম্ব করে না ও তাহারদের সর্ব্বনাশ ৪ ঘুমায় না। কেননা যদি ঈশ্বর পাতকী দূতগণের দিগকে রক্ষা না করিয়া নরকে ফেলিয়া দিয়া দণ্ড বিচারার্থে অন্ধকারের বেড়িতে রক্ষিত হইতে সমর্পণ ৫ করিলেন। এবং আদি সংসারকে না ছাড়িয়া অধর্ম্মি জগতের উপর জলপ্রলয় আনিয়া অষ্টম জন যাথার্থ্যের ৬ প্রচারক নূহকে রক্ষা করিলেন। এবং শদম ও অমরা পুরী ভস্ম করিয়া উত্তরকালের অধর্ম্মি লোকের প্রতি

৭ দৃষ্টান্ত করিয়া দিয়া সর্ব্বনাশেতে দণ্ড করিলেন। এবং সেই ভ্রষ্ট লোকের কদর্য্য ব্যবহারেতে মনোব্যথিত যাথার্থিক লোট যে তাহাকে নিস্তার করিলেন। ৮ কেননা সেই যাথার্থিক মনুষ্য তাহারদের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া দিনে দিনে দেখিয়া শুনিয়া তাহার সাত্ত্বিক প্রাণ তাহারদের অকর্ত্তব্য ক্রিয়াতে ব্যথিত ৯ ছিল। প্রভু তো ভক্ত লোকেরদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে এবং অসৎ লোকেরদিগকে দণ্ড ভুঞ্জিবার কারণ বিচার দিবস পর্য্যন্ত রাখিতে জানেন। ১০ কিন্তু বিশেষতঃ সেই সকল যাহারা অপবিত্র কামেতে ইন্দ্রিয়গামী হয় এবং শাসনাধিপত্যকে অবজ্ঞা করে তাহারা ঢেটা আপ্তমতি ও মহৎ পদের মন্দ বলিতে ১১ ভয় করে না। তথাপি স্বর্গীয় দূতগণ যাহারা শক্তিতে ও সামর্থ্যেতে বড়তর হয় তাহারা প্রভুর গোচরে কুৎসা কথা কহিয়া উহারদের অপবাদ করে ১২ না। কিন্তু ইহারা ধরা যাইবার ও নাশ হইবার জ্ঞানরহিত পশুবৎ হইয়া যাহা তাহারা বুঝে না তাহা তাহারা নিন্দা করিয়া আপনারদের নষ্টতায় ১৩ সমূলে নষ্ট হইবে। এবং দিন পর্য্যন্ত রঙ্গরসাদি করিতে বিলাস মানিয়া অযাথার্থ্যের প্রতিফল পাইবে তাহারা খুঁত ও কলঙ্ক যে তোমারদের সঙ্গে ভোজ সভাতে সভাস্থ হইয়া আপনারদের প্রপঞ্চনায় হাস্য

১৪ কৌতুক করিতেছে। তাহারদের চক্ষু কুলটা স্ত্রীর অধিষ্ঠান ও পাপ হইতে নিরস্ত হইতে পারে না চপলা প্রাণিরদিগকে ভুলাইতে থাকে তাহারদের অন্তঃকরণ লুব্ধ কল্পনা সাধিতে প্রবর্ত্ত শাপভ্রষ্ট সন্তানেরা।

১৫ তাহারা সরল পথ ত্যাগ করিয়া ভ্রম হইয়া গিয়া বোশরের পুত্র বলাঃমের পথানুগামী হইয়াছে সেই ব্যক্তি যে অযাথার্থ্যের বেতন ভাল বাসিয়াছিল।

১৬ কিন্তু সে আপন দুরিতের উপযুক্ত ভর্ৎসনা পাইল কেননা অবোলা গাধাটা মনুষ্যের রবেতে কথা কহিয়া ভবিষ্যদ্বক্তার বাতুলামী রোধন করিল।

১৭ ইহার জলহীন কূপ আঁধীতে উড্ডীয়মান মেঘ যাহার কারণ নিত্য অন্ধকারের ঘোরতা রক্ষিত হইয়াছে।

১৮ কেননা তাহারা অনর্থের গুমানী কথা কহিয়া যাহারা ভ্রান্তিতে কালক্ষেপণ করে তাহারদের নিকট হইতে যে সকল এড়াইয়া গিয়াছিল তাহারদিগকে শারীরিক

১৯ কামাভিলাষ লাম্পট্যাদির ফাঁদেতে বাজাইতেছে। কিন্তু ইহারদিগকে মুক্তি দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহারা আপনারাই নষ্টতার কিঙ্কর থাকে কেননা যাহা হইতে কেহ পরাস্ত হয় তাহা হইতে সে বশতাপন্নও হইয়াছে।

২০ কেননা যদিতু প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্টের পরিচয়েতে জগৎ সংসারের মল সকল ছুটিলে পরে তাহারা পুনর্ব্বার তাহাতে আটকিয়া গিয়া বশতাপন্ন

হয় তবে পূর্ব্ব গতিক হইতে তাহারদের শেষ গতিক
২১ মন্দ। কেননা তাহারদের ভাগ্যে যাথার্থ্যের পথ
জানিলে পরে যে পবিত্র আজ্ঞা তাহারদের নিকট
সমর্পণ করা গিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া ঘুরিয়া গেলে
যেমত হয় তাহার অপেক্ষা বরঞ্চ সে পথের না জানা
২২ ভাল। কিন্তু তাহারদিগকে সেই সত্য দৃষ্টান্তানুক্রমে
ঘটিয়াছে যে কুক্কুর আপন বমির নিকট বাহুড়িয়া
গিয়াছে এবং ধৌত শূকরী আপন পঙ্ক মধ্য গড়াগড়িতে
পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

হে প্রিয়েরা এই যে দ্বিতীয় পত্র আমি সম্প্রতি
তোমারদিগকে লিখিতেছি তাহাতে আমি তোমারদের
২ নির্ম্মলান্তঃকরণ স্মরণার্থে উস্কাইয়া দি। যে পুণ্য
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ যে সকল কথা পূর্ব্বে কথিত
ছিল তাহার প্রতি এবং প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তার প্রেরিতগণ
আমাসকলের আজ্ঞার প্রতি তোমরা যেন প্রণিধান
৩ করিয়া থাক। আর প্রথমে ইহা জান যে শেষ
কালেতে পরিহাসকেরা উদিত হইয়া আসিয়া আপনার
৪ দের কামাভিলাযানুসারে গমন করিবে। এবং কহিবে
যে উঁহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায় কেননা
পিতৃগণের নিদ্রাগত হওনাবধি সমস্ত বস্তু যেরূপ সৃষ্টি
৫ কালের আরম্ভে ছিল সেইরূপ অদ্যাপিও আছে। কিন্তু

ইহা তাহারা স্বেচ্ছায় অজ্ঞাত থাকে যে ঈশ্বরের বাণীর দ্বারা আকাশাদি পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং যে পৃথিবী
৬ জলের বাহির ও ভিতরে স্থিত ছিল। তাহাতে তখন
৭ কার জগৎ জলেতে প্লাবিত হইয়া নষ্ট হইল। কিন্তু যে আকাশাদি ও পৃথিবী বর্ত্তমান আছে তাহারা সেই বাণীতে সঞ্চিত হইয়া বিচারের দিবস ও অধর্ম্মি লোকেরদের সর্ব্বনাশ হওন পর্য্যন্ত অগ্নির কারণ
৮ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু হে প্রিয়েরা এই কথা যেন তোমারদের অগোচর না থাকে যে প্রভুর নিকট এক দিবস সহস্র বৎসরের সমতুল্য ও সহস্র বৎসর
৯ এক দিবসের সমতুল্য আছে। প্রভু তো আপন প্রতিজ্ঞাতে শিথিল নহেন যেমত কতেক লোক শৈথিল্যের গণনা করে কিন্তু কাহারো সর্ব্বনাশ না চাহিয়া সকলেরদের মন ফিরাণ ইচ্ছা করিয়া আমার
১০ দের প্রতি চির ক্ষান্তি করেন। কিন্তু প্রভুর দিন যাদৃশ রাত্রিকালে চোর তাদৃশ আসিবে তাহাতে স্বর্গাদি মহা শব্দেতে স্থানান্তর হইয়া যাইবে ও মৃত্তিকাদি মহা ধাতু সকল দগ্ধ হইয়া গলিয়া যাইবে এবং পৃথিবী সৰ্বকর্ম্মে
১১ জ্বলিয়া যাইবে। অতএব যদি এ সকল বস্তু দ্রব হইয়া যাইবে তবে পবিত্র ব্যবহারেতে ও ধর্ম্মাচরণে কি
১২ প্রকার লোক হইতে তোমারদের কর্ত্তব্য হয়। ঈশ্বরের দিবসের আগমনের অপেক্ষায় ইঁাপ্রত্যাশী ও সত্বরিত

সেই দিবস যাহাতে স্বর্গাদি প্রজ্বলিত হইয়া দূর হইবে এবং মহাধাতু সকল প্রখর তাপেতে গলিয়া যাইবে।
১৩ কিন্তু আমরা তাহার অঙ্গীকারানুযায়ী এমত নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষা করি যাহাতে যাথার্থ্য
১৪ বাস করে। অতএব হে প্রিয়েরা তোমরা এমন দ্রব্যের প্রত্যাশী হইয়া যত্ন পূর্ব্বক চেষ্টা কর যে তোমরা নিখুঁৎ ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে সশান্তি
১৫ পূর্ব্বক ঠাহরিতে পার। এবং আমারদের প্রভুর চির ক্ষান্তি পরিত্রাণ করিয়া জান যেমত আমারদের প্রিয় ভাই পাওল ও আপন দান প্রাপ্ত জ্ঞানানুসারে তোমার
১৬ দিগকে লিখিয়াছে। ও যেমত তাহার সমস্ত পত্রেতে ইহার প্রসঙ্গ ও কহিতেছে যাহার মধ্যে কোন ২ কথা বুঝিতে কঠিন হয় যাহার প্রকৃতার্থ অশিক্ষ্য ও অস্থির লোকেরা আপনারদের বিনাশার্থে ব্যত্যয় করে যেমত
১৭ অন্য২ গ্রন্থেরও করে। অতএব হে প্রিয়েরা তোমরা এ সকল অগ্রশূচি জানিয়া সাবধান যে তোমরা অধর্ম্মি লোকের ভ্রমেতে বিচলিত হইয়া আপনারদের দৃঢ়তা
১৮ হইতে পতিত না হও। কিন্তু ধর্ম্ম প্রসাদেতে ও আমার দের প্রভু ত্রাণকর্ত্তার জ্ঞানেতে বাড় তাহার কীর্ত্তি এখন ও সদাসর্ব্বদা হউক আমেন।——

য়োহনের প্রথম সাধারণ পত্র
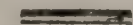
প্রথম অধ্যায়

সেই জীবনের বাণী যাহা আদি হইতে হইয়াছিল যাহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি যাহাকে আমরা স্বচক্ষুতে দেখিয়াছি যাহার উপর আমরা স্থির দৃষ্টি করিয়াছি ও
২ যাহাকে আমারদের হস্ত স্পর্শ করিয়াছে। কেননা সেই জীবন প্রকাশিত ছিল এবং আমরা তাহাকে দেখিয়াছি ও প্রমাণ দিতেছি ও সেই অনন্ত জীবন যে পিতার নিকট ছিল ও আমারদের স্থানে প্রকট করা গিয়াছিল
৩ তাঁহাকে তোমারদের প্রতি বিদিত করিয়া দি। যাহা আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা আমরা তোমার দিগকে জানাইয়া দি যেন আমারদের সঙ্গে তোমারদের সংসর্গ হয় এবং সারোদ্ধার আমারদের সংসর্গ পিতার
৪ ও তাঁহার পুত্র য়িশু খ্রীষ্টের সঙ্গে আছে। এবং এই সকল কথা আমরা তোমারদিগকে লিখিতেছি যেন
৫ তোমারদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়। অতএব যে বার্ত্তা

আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি ও তোমারদিগকে করিয়া শুনাই তাহা এই যে ঈশ্বর দীপ্তি আছেন এবং
৬ তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশও নাই। যদি আমরা বলি যে তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গ আছে ও অন্ধকারের মধ্যে গমন করি তবে আমরা মিথ্যাবাদী
৭ ও সত্যের পালন করি না। কিন্তু যদি আমরা দীপ্তির মধ্যে গমন করি যেমত তিনি আপনিও দীপ্তিতে আছেন তবে আমারদের পরস্পর সংসর্গ আছে ও তাঁহার পুত্র য়িশু খ্রীষ্টের রক্ত আমারদিগকে সকল
৮ পাপ হইতে পরিষ্কার করে। যদি আমরা বলি যে আমারদের পাপ নাই তবে আমরা স্বয়ং ভ্রান্ত আছি
৯ এবং সত্যটা আমারদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপনারদের পাপ স্বীকার করি তবে আমারদের পাপ ক্ষমা করিতে ও আমারদিগকে সমস্ত অযাথার্থ্য হইতে পরিষ্কার করিতে তিনি বিশ্বাসী ও প্রকৃতার্থ আছেন।
১০ যদি আমরা বলি যে আমরা পাপ করি নাই তবে আমরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়া ঠাহরাই এবং তাঁহার বাণী আমারদের মধ্যে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হে আমার বাছারা আমি এই কথা তোমারদিগকে লিখিতেছি যে তোমরা পাপ যেন না কর কিন্তু যদিস্যু কেহ পাপ করিয়া থাকে তবে পিতার নিকট এক

যাথার্থিক ব্যক্তি য়িশু খ্রীষ্ট আমারদের প্রতিসাধক
২ আছেন। এবং তিনি আমারদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত
আছেন কিন্তু আমারদের কেবল নহেন বরঞ্চ সমুদায়
৩ জগতেরও হয়েন। এবং যদি আমরা তাঁহার আজ্ঞা
পালন করি তবে ইহাতেই আমারদের প্রবোধ হয়
৪ যে আমরা তাঁহাকে জানি। যে জন তাঁহার আজ্ঞা
পালন না করিয়া কহে যে আমি তাঁহাকে জানি সে
৫ মিথ্যাবাদী আছে ও সত্যটা তাহার মধ্যে নাই। কিন্তু
যে কেহ তাঁহার কথা পালন করে সেই জনেতে
ঈশ্বরের প্রেম অবশ্য সিদ্ধ আছে ইহাতেই আমরা
৬ জানি যে আমরা তাঁহার মধ্যে আছি। যে জন কহে
যে আমি তাঁহাতে স্থিত আছি সে জনের কর্ত্তব্য যে
উনি যেমত গমন করিলেন সেইমত আপনিও গমন
৭ করে। হে ভ্রাতৃরা আমি তোমারদিগকে কোন নূতন
আজ্ঞা লিখি না বরঞ্চ সে পুরাতন আজ্ঞা যে প্রথমাবধি
তোমারদের স্থানে ছিল সে পুরাতন আজ্ঞা তো সেই
৮ বাক্য যাহা তোমরা প্রথম হইতেই শুনিয়াছ। পুনশ্চ
আমি তোমারদিগকে এক নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি
যে তাঁহাতে ও তোমারদিগেতে সত্য আছে কেননা
অন্ধকারটা বহিয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি সত্য দীপ্তি
৯ প্রকাশমান আছে। যে জন বলে যে আমি দীপ্তিতে
আছি কিন্তু আপনার ভ্রাতাকে মন্দ বাসে সেতো

১০ অদ্যাপিও অন্ধকারের মধ্যে আছে। যে জন আপন
ভাইকে প্রেম করে সে দীপ্তির মধ্যে থাকে এবং তাহাতে
১১ কোন উচোট খাওনের হেতু নাই। কিন্তু যে জন
আপন ভাইকে মন্দ বাসে সে অন্ধকারের মধ্যে আছে
ও অন্ধকারেতে গমন করিতেছে এবং কোথা যাইতেছে
তাহা সে জানে না কেননা সেই অন্ধকার তাহার চক্ষুকে
১২ অন্ধ করিয়া দিয়াছে। হে বাছারা তোমারদের পাপ
সকল তাঁহার নামার্থে ক্ষমা হইয়াছে এই নিমিত্তে
১৩ আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি। হে পিতারা যিনি
আদি হইতে হইয়াছেন তাঁহাকে তোমরা জানিয়াছ
ইহার কারণ আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি হে
যুবকেরা তোমরা পাপাত্মাকে পরাভব করিয়াছ এই
প্রযুক্তে আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি হে ছোট
বালকেরা তোমরা পিতাকে জ্ঞাত আছ এই নিমিত্তে
১৪ আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি। হে পিতারা
আমি তোমারদিগকে লিখিয়াছি কেননা যিনি আদি
হইতে হইয়াছেন তাঁহাকে তোমরা জানিয়াছ হে
যুবকেরা আমি তোমারদিগকে লিখিয়াছি কেননা
তোমরা বলবন্ত ও ঈশ্বরের বাণী তোমারদের অন্তরে
বর্ত্তিতেছে এবং তোমরা পাপাত্মাকে পরাজয়
১৫ করিয়াছ। জগৎকে কিম্বা জগতিস্থ বস্তুকে ভাল বাসিও
না কেননা যদি কেহ জগৎকে প্রীতি করে তবে পিতার

১৬ প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতের মধ্যে যত্ত আছে অর্থাৎ শরীরের কাম ও চক্ষুর কাম এবং সংসারের মাৎসর্য্য তাহা পিতা হইতে হয় না কিন্তু
১৭ জগৎ হইতে হয়। এবং জগৎটা সম্বকামেতে বহিয়া যাইতেছে কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে
১৮ সে নিত্য স্থায়ী হয়। হে বাছারা এইটা শেষ সময় আর যেমত তোমরা শুনিয়াছ যে খ্রীষ্টারি আসিতেছে সেইমত এখনো অনেক খ্রীষ্টারি হইয়াছে ইহাতে
১৯ আমরা জানি যে এইটা শেষ সময় বটে। তাহারা আমারদের মধ্য হইতে বাহিরাইয়া গেল কিন্তু তাহারা আমারদের মধ্যকার লোক ছিল না কেননা যদি তাহারা আমারদের মধ্যকার লোক হইত তবে অবশ্য তাহারা আমারদের সঙ্গে থাকিত কিন্তু তাহারা যেন ব্যক্ত হয় যে সকলি আমারদের মধ্যকার
২০ লোক নহে এই নিমিত্তে তাহা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মময় হইতে তোমারদের এক অভিষেক আছে
২১ তাহাতে তোমরা সকল কথা জানহ। তোমরা সত্যকে জানহ না এই নিমিত্তে আমি তোমারদিগকে লিখিয়াছি তাহা নয় কিন্তু যে তোমরা সত্যকে জানহ এবং যে কোন মিথ্যা কথা সত্য হইতে হয় না ইহার
২২ কারণ। যে ব্যক্তি যিশুকে খ্রীষ্ট করিয়া অস্বীকার করে তাহা ব্যতিরেক কেটা মিথ্যাবাদী হয় সেই সে

২৩ খ্রীষ্টারি যে পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার করে। যে কেহ পুত্রকে অস্বীকার করে সেটা পিতা প্রাপ্ত হয় না কিন্তু যে জন পুত্রকে স্বীকার করে সে জন পিতাকে ও
২৪ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহা তোমরা প্রথম হইতে শুনিয়াছ তাহা যেন তোমারদের অন্তরে থাকে আর যদিতু তাহা তোমারদের অন্তরে থাকে যাহা তোমরা প্রথমাবধি শুনিয়াছ তবে তোমরাও পুত্র ও পিতাতে
২৫ থাকিবা। এবং যে অঙ্গীকৃত কথা তিনি আমার দিগকে অঙ্গীকার করিলেন সে কি না নিত্য জীবন।
২৬ যে সকল তোমারদিগকে ভুলাইতেছে তাহারদের বিষয়ে আমি এই সকল প্রসঙ্গ তোমারদের প্রতি
২৭ লিখিয়াছি। কিন্তু তাঁহা হইতে যে অভিষেক তোমরা পাইয়াছ সে তোমারদিগেতে থাকিতেছে এবং কাহারও শিক্ষাতে তোমারদের আবশ্যক নাই কিন্তু যেমত সেই অভিষেক তোমারদিগকে সকল বিষয়ের কথা শিক্ষাইতেছে এবং সত্য আছে ও তাহাতে কিছু মিথ্যা নাই যদনুক্রমে তাহা তোমার দিগকে শিক্ষা করাইয়াছে তদনুক্রমেই তাঁহাতে থাক।
২৮ হাঁ বাছারা তাঁহাতেই থাক যেন তাঁহার প্রকাশ হওন সময়ে আমরা তাঁহার আগমনে লজ্জিত না হইয়া
২৯ সুসাহসী হই। যদি তোমরা জান যে তিনি যথার্থ হন তবে প্রতি জন যে যাথার্থ্য করে সে তাঁহা হইতে

জন্মিত আছে ইহাও তোমরা জান।

তৃতীয় অধ্যায়

দেখ তো কি প্রকার প্রেম পিতা আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান নামধেয় হই অতএব এ বিষয়ে জগৎ সংসার আমারদিগকে ২ জানে না কেননা সে তাঁহাকে জানে না। হে প্রিয়েরা এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি পরন্তু আমরা কি হইব তাহা সম্প্রতি প্রকাশ হয় নাই কিন্তু আমরা জানি যে তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন তখন আমরা তাঁহার সদৃশ হইব কেননা তিনি যেমত ৩ আছেন সেইমত আমরা তাঁহাকে দেখিব। এবং প্রত্যেক জন যে তাঁহাতে এই প্রত্যাশা রাখে তিনি যেমত পরিষ্কৃত আছেন সেইমত সেই জনও আপনাকে ৪ পরিষ্কার করে। যে কেহ পাপাচার করে সে ব্যবস্থার ৫ লঙ্ঘন করে কেননা পাপই ব্যবস্থার লঙ্ঘন। এবং তোমরা জান যে তিনি আমারদের পাপ দূর করিয়া দিতে প্রকাশিত ছিলেন এবং তাঁহাতে কিছুই পাপ ৬ নাই। যে কেহ তাঁহাতে তিষ্ঠে সে পাপ করে না যে কেহ পাপ করে সে তাঁহাকে দেখে নাই এবং ৭ জানেও নাই। হে বাছারা কেহ তোমারদিগকে যেন ভুলাইতে না পায় যে পুকৃতাচার করে সে প্রকৃতার্থ ৮ আছে যেমত তিনি আপনিও প্রকৃতার্থ হন। যে

পাপাচার করে সে শয়তান হইতে হয় কেননা শয়তান প্রথম হইতে পাপ করিয়া আসিতেছে অতএব ইহার কারণ ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হইলেন
৯ যে তিনি শয়তানের কর্ম্ম সকল নাশ করেন। যে কেহ ঈশ্বরেতে জাত হয় সে পাপাচার করে না কেননা তাঁহার বীর্য্য সেই জনেতে থাকে এবং সে ঈশ্বর হইতে জন্মিত হইয়াছে ইহার কারণ সে পাপ করিতে
১০ পারে না। ইহাতে ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তান ব্যক্ত হয় যে কেহ সত্যাচার না করে এবং যে আপন ভ্রাতাকে প্রেমও না করে সে ঈশ্বর হইতে
১১ নহে। কেননা যে বার্ত্তা তোমরা প্রথমাবধি শুনিয়াছ তাহা এই যে আমরা পরস্পর এক জন অন্যেরদিগকে
১২ প্রেম করি। কীনের সদৃশ নয় যে পাপাত্মা হইতে হইয়া আপন ভ্রাতাকে বধ করিল ও সে তাহাকে বধ করিল কি নিমিত্তে না আপনার ক্রিয়া মন্দ ছিল ও আপন ভ্রাতার ক্রিয়া প্রকৃতার্থ ছিল এই নিমিত্তে।
১৩ হে আমার ভ্রাতৃরা যদিতু জগৎ সংসার তোমার দিগকে মন্দ বাসে তাহাতে তোমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান
১৪ করিও না। আমরা তো ভ্রাতৃগণেরদিগকে প্রেম করি এই নিমিত্তে আমরা জানি যে মৃত্যু হইতে আমরা জীবনেতে উত্তীর্ণ হইয়াছি যে আপন ভ্রাতাকে
১৫ প্রেম না করে সে মৃত্যুতে থাকে। যে কেহ আপন

ভ্রাতাকে মন্দ বাসে সে বধী আছে এবং তোমরা জান যে কোন বধিতে অনন্ত জীবন থাকে না।
১৬ ইহাতে আমরা তাঁহার প্রেম জানি যে তিনি আমারদের কারণ আপনার প্রাণকে সমর্পণ করিয়াছেন এবং ভ্রাতৃগণের কারণ আপনারদের প্রাণকে সমর্পণ করা
১৭ আমারদেরও উপযুক্ত আছে। অতএব যে কেহ এ সংসারের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আপন ভ্রাতার নির্ব্বাহের অনাটন দেখিয়া তাহার প্রতি আপন অন্তরস্থ ভাণ্ডারকে রুদ্ধ করে এমন জনেতে ঈশ্বরের
১৮ প্রেম কিমতে বাস করে। হে আমার বাছারা আমরা বাক্যেতে ও মুখেতে প্রেম না করিয়া ক্রিয়াতে ও
১৯ সত্যেতে যেন করি। ইহাতেই আমরা জানি যে আমরা সত্যের সম্পর্কে আছি এবং তাঁহার সাক্ষাতে
২০ আপনারদের অন্তঃকরণ স্থির করিয়া রাখিব। কেননা যদি আমারদের অন্তঃকরণ আমারদিগকে দোষায় তবে ঈশ্বর আমারদের অন্তঃকরণ হইতে মহৎ আছেন ও
২১ সকলি জানেন। হে প্রিয়েরা যদি আমারদের অন্তঃকরণ আমারদিগকে না দোষায় তবে ঈশ্বরের প্রতি আমার
২২ দের নির্ভর আছে। এবং যে কিছু আমরা যাচ্ঞা করি তাহা আমরা তাঁহার নিকট পাইতেছি কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছি এবং যে২ কর্ম্ম তাঁহার
২৩ দৃষ্টিতে তোষণীয় হয় তাহা আমরা পালিতেছি। এবং

তাঁহার আজ্ঞা এই যে আমরা তাঁহার পুত্র য়িশু খ্রীষ্টের নামেতে প্রত্যয় করি ও পরস্পর প্রেম করি যদনুক্রমে তিনি আমারদিগকে ভারিয়া দিয়াছেন। ২৪ এবং যে জন তাঁহার আজ্ঞা পালন করে সে তাঁহাতে বর্ত্তিতেছে ও তিনি সেই জনেতে বর্ত্তিতেছেন এবং যে আত্মা তিনি আমারদিগকে দিয়াছেন ইহাতে আমরা জানি যে তিনি আমারদিগেতে বর্ত্তিতেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

হে প্রিয়েরা প্রতি আত্মাকে প্রত্যয় করিও না কিন্তু তাহারা ঈশ্বর হইতে হয় কি না ইহার নিরাকরণ করিতে আত্মারদের পরীক্ষা করহ কেননা অনেক মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা জগতের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ২ ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানহ প্রতি আত্মা যে য়িশু খ্রীষ্টের সশরীরাগমন স্বীকার করে ৩ সে ঈশ্বর হইতে হয়। এবং প্রতি আত্মা যে য়িশু খ্রীষ্টের সশরীরাগমন স্বীকার না করে সে ঈশ্বর হইতে নয় বরং এই সে খ্রীষ্টারি আত্মা যাহার আইসনের কথা তোমরা শুনিয়াছ এবং সম্প্রতিও ৪ জগতের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। হে বাছারা তোমরা তো ঈশ্বর হইতে আছ এবং তাহারদিগকে পরাজয় করিয়াছ কেননা যিনি তোমারদের অন্তরস্থ আছেন ৫ তিনি জগতিস্থ ব্যক্তি হইতে মহৎ আছেন। তাহারা

জগৎ হইতে হয় অতএব তাহারা জগতের কথা কহে
৬ এবং জগৎটা তাহারদের কথা শুনে। আমরা ঈশ্বর
হইতে হই যে জন ঈশ্বরকে জানে সে আমারদের কথা
শুনে যে জন ঈশ্বর হইতে নহে সে আমারদের কথা শুনে
না ইহায় আমরা সত্যের আত্মা ও ভ্রমের আত্মা জানি।
৭ হে পিুয়েরা আমরা পরস্পর যেন পেুম করি কেননা
পেুম ঈশ্বর হইতে হয় এবং যাহারা পেুম করে তাহারা
৮ পুত্যেক জন ঈশ্বর হইতে জাত হয়। যে জন পেুম না
করে সে ঈশ্বরকে জানে না কেননা ঈশ্বর আছেন পেুম।
৯ এবং ঈশ্বরের পেুম আমারদের পুতি ইহাতে ব্যক্ত ছিল যে
ঈশ্বর আপন একাজাত পুত্রকে জগতের মধ্যে পেুরণ
করিলেন যেন তাঁহার দ্বারা আমরা জীবন পাুপ্ত হই।
১০ ইহাতে পেুম হয় যে আমরা তাঁহাকে পেুম করিলাম
তাহা নয় কিন্তু যে তিনিই আমারদিগকে পেুম করিলেন
এবং আপন পুত্রকে আমারদের পাপের পাুয়শ্চিত্ত
১১ হইবার কারণ পেুরণ করিলেন। হে পিুয়েরা ঈশ্বর যদি
আমারদিগকে এমত পেুম করিলেন তবে আমারদের
১২ পরস্পর পেুম করা কেমন উপযুক্ত হয়। ঈশ্বরকে কেহ
কখনও দেখে নাই যদিতু আমরা পরস্পর পেুম করি
তবে ঈশ্বর আমারদের অন্তরে বাস করেন এবং তাঁহার
১৩ পেুম আমারদিগেতে সিদ্ধ হয়। ইহাতে আমরা জানি
যে আমরা তাঁহাতে বর্ত্তিতেছি ও তিনি আমারদিগেতে

বর্ত্তিতেছেন যে তিনি আমারদিগকে আপন আত্মার
১৪ সঙ্গ দিয়াছেন। এবং যে পিতা পুত্রকে জগতের
ত্রাণকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করিলেন ইহা আমরা
১৫ দেখিয়াছি ও প্রমাণ দিতেছি। যে কেহ যিশুকে
ঈশ্বরের পুত্র করিয়া স্বীকার করে তাহাতে ঈশ্বর বাস
১৬ করেন ও ঈশ্বরেতে সেও বাস করে। এবং ঈশ্বরের প্রেম
যে আমারদের প্রতি আছে তাহা আমরা জানি ও
প্রত্যয় করি ঈশ্বর প্রেমই আছেন এবং যে জন প্রেমেতে
বাস করে সে ঈশ্বরেতে বাস করে ও ঈশ্বর তাহায়।
১৭ ইহাতে আমারদের প্রেম সিদ্ধ হয় যে বিচারের
দিবসে আমারদের সাহস থাকে কেননা যেমত তিনি
১৮ আছেন সেইমত আমরা এই জগতে আছি। প্রেমেতে
কিছু ভয় নাই কিন্তু প্রেম সিদ্ধ হইয়া ভয়কে দূর
করে কেননা ভয়েতে বেদনা আছে যে জন ভয়
১৯ করে সে প্রেমেতে সিদ্ধ নহে। তিনি প্রথম আমার
দিগকে প্রেম করিলেন এই নিমিত্তে আমরা তাঁহাকে
২০ প্রেম করিতেছি। কেহ আপনার ভ্রাতাকে মন্দ
বাসিয়া যদি বলে যে আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি তবে
সে মিথ্যাবাদী হয় কেননা আপনার ভাই যাহাকে
দেখিয়াছে তাহাকে যে প্রেম করিতে পারে না সে
ঈশ্বর যাঁহাকে না দেখিয়াছে তাঁহাকে কি রূপে প্রেম
২১ করিতে পারে। এবং তাঁহা হইতে আমরা এই

আজ্ঞা পাইয়াছি যে ঈশ্বরকে যে কেহ প্রেম করে সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করে।

পঞ্চম অধ্যায়

যে কেহ য়িশুকে খ্রীষ্ট করিয়া প্রত্যয় করে সে ঈশ্বর হইতে জন্মিত আছে এবং প্রতি জন যে জনককে
২ প্রেম করে সে তাঁহার জন্মিতকেও প্রেম করে। যখন আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করি তখন আমরা জানি যে ঈশ্বরের সন্তানেরদিগকে
৩ আমরা প্রেম করি। কেননা ঈশ্বরের প্রেম এই যে আমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করি এবং তাঁহার আজ্ঞা
৪ কঠিন নহে। কেননা যাহা ঈশ্বর হইতে জন্মিত তাহা জগৎ সংসারকে পরাভব করে এবং জগৎ সংসার যাহাতে পরাজিত হয় সে পরাজয় কি না আমার
৫ দের প্রত্যয়। যে জন য়িশুকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া প্রত্যয় করে সেই জন ব্যতিরেক কেটা জগৎ সংসারকে
৬ পরাজয় করে। এই সেই যিনি সজল ও সরক্তেতে আইলেন অর্থাৎ য়িশু খ্রীষ্ট কেবল সজলে নহে কিন্তু সজল ও সরক্তেতেই এবং যাহা প্রমাণ দেয় সেইতো
৭ আত্মা কেননা আত্মা তিনি সত্য। কেননা স্বর্গেতে তিনটা সাক্ষী আছেন পিতা ও বাণী ও ধর্ম্মাত্মা এবং
৮ এই তিন এক। অপর পৃথিবীর মধ্যে তিনটা সাক্ষী দেয় আত্মা ও জল ও রক্ত এবং এই তিন একেতে

৯ মিলন হয়। যদি আমরা মনুষ্যেরদের পুমাণ লই তবে ঈশ্বরের পুমাণ বড়তর আছে কেননা ঈশ্বরের পুমাণ যাহা তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষী
১০ দিয়াছেন তাহা এই। যে জন ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সেই জন আপন অন্তরে সাক্ষী রাখিতেছে যে জন ঈশ্বরের কথা পুত্যয় না করে সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়া ঠাহরাইয়াছে কেননা ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে পুমাণ দিয়াছেন তাহার পুতি
১১ সেতো পুত্যয় করে নাই। এবং সেই পুমাণ এই যে ঈশ্বর আমারদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন এবং সেই
১২ জীবন তাঁহার পুত্রেতে আছে। যাহার নিকট পুত্রটা আছেন তাহার নিকট জীবনও আছে এবং যাহার নিকট ঈশ্বরের পুত্র নহেন তাহার নিকট জীবনও
১৩ নাই। তোমরা যে ঈশ্বরের পুত্রের নামেতে পুত্যয় করহ তোমারদেরি নিকট আমি এই সকল পুসঙ্গ লিখিয়াছি তাহাতে তোমরা আপনারদের অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হওয়া যেন জ্ঞাত হও এবং ঈশ্বরের পুত্রের
১৪ নামেতে যেন বিশ্বাস কর। এবং তাঁহাতে আমারদের এই সাহস আছে যে তাঁহার ইচ্ছামত যদি আমরা কোন বিষয়ের যাচ্ঞা করি তবে তিনি আমারদের
১৫ কথা শুনেন। এবং যদি আমরা জানি যে তিনি আমারদের কথা শুনেন তবে যাহা যাচ্ঞা করি কিছু

কেন হয় না আমরা জানি যে আমরা আপনারদের
১৬ যাচিত নিবেদন প্রাপ্ত হই। যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে
কোন অমরণার্থ পাপে পাপ করিতে দেখে তবে সে
যাচ্ঞা করিবে এবং যাহারা মরণার্থ পাপ না করে
তাহারদের হেতু তিনি তাহাকে প্রাণদান করিবেন এক
মরণার্থ পাপ আছে ও তাহার কারণ সে প্রার্থনা
১৭ করিবে তাহা আমি কহি না। সমস্ত অযাথার্থ্য
পাপই বটে কিন্তু এমন পাপ আছে যে মরণার্থ নহে।
১৮ আমরা জানি যে ঈশ্বর হইতে যে কেহ জন্মিত হয়
সে পাপ করে না কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জন্মিত সে
আপনাকে সংরক্ষণ করে এবং পাপাত্মা তাহাকে
১৯ স্পর্শ করিতে পায় না। আমরা জানি যে আমরা
ঈশ্বর হইতে হইয়াছি আর যে জগৎ সমুদয় পাপেতে
২০ পড়িয়া আছে। এবং আমরা জানি যে ঈশ্বরের
পুত্র আসিয়াছেন ও যিনি সত্য আছেন তাঁহাকে
জানিতে আমারদিগকে বোধ দিয়াছেন অপর যিনি
সত্য আছেন তাঁহাতে ও তাঁহার পুত্র য়িশু খ্রীষ্টেতে
আমরা আছি ইঁনি যে সত্য ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন।
২১ হে বাছারা বিগ্রহাদি হইতে ত্যজ্যমান থাক আমেন।

য়োহনের দ্বিতীয় পত্র

প্রাচীন ব্যক্তি সেই মনোনীতা ঠাকুরাণীর প্রতি ও

তাহার ছাওয়ালেরদের প্রতি যাহারদিগকে আমি সত্যেতে প্রেম করিতেছি কিন্তু কেবল আমি নহি বরঞ্চ যে
২ সকল সত্যকে জানে তাহারাও সেইমত করে। সেই সত্যের কারণ যে আমারদের অন্তরে বাস করিতেছে ও আমার
৩ দের অভ্যন্তরে নিত্য থাকিবে। ঈশ্বর পিতা হইতে ও পিতার পুত্র প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও দয়া ও শান্তি তোমারদের সঙ্গে সত্যেতে ও প্রেমেতে থাকুক।
৪ তোমার কতেক ছাওয়ালেরদিগকে আমারদের পিতার প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে সত্যেতে গতি করিতে দেখিয়া
৫ আমি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম। অতএব হে গো ঠাকুরাণী সম্প্রতি আমি তোমাকে কোন নূতন এক আজ্ঞা লিখিতেছি তাহা নয় কিন্তু সেই যে প্রথমাবধি আমরা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি অর্থাৎ যে আমরা পরস্পর প্রেম করি ইহাই লিখিয়া আমি তোমাকে কাকুতি
৬ করিতেছি। এবং প্রেম তো এই যে আমরা তাঁহার আজ্ঞানুক্রমে গমন করি এবং এই সে আজ্ঞা যেমত তোমরা প্রথমাবধি শুনিয়াছ যে তাহাতে তোমারদিগের
৭ গমন করা কর্ত্তব্য। কেননা অনেক প্রবঞ্চক জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে যাহারা য়িশু খ্রীষ্টের সশরীরাগমন স্বীকার করে না এই এক প্রবঞ্চক ও খ্রীষ্টারি
৮ ব্যক্তি। তোমরা সসাবধান থাক যে আমরা আপনারদের কৃত কর্ম্মের ক্ষতি না পাই কিন্তু পূর্ণরূপ প্রতিফল

৯ যেন প্রাপ্ত হই। যে কেহ বিপর্য্যয় করিয়া খ্রীষ্টের শিক্ষাতে সাব্যস্ত না থাকে সে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না যে জন খ্রীষ্টের শিক্ষাতে স্থির থাকে সে তো পিতা ও

১০ পুত্র উভয়কে প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ তোমারদের নিকট আসিয়া এই শিক্ষা সঙ্গে না আনে তবে তাহাকে স্ববাটীতে লইও না এবং তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ

১১ হউক করিয়া তাহাকে বলিও না। কেননা যে কেহ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হউক করিয়া তাহাকে বলে সেই

১২ তাহার কুকর্ম্মের সহভাগী হয়। আমার অনেক প্রসঙ্গ তোমারদিগকে লিখিতে থাকিলে আমি কাগজ ও কালীতে তাহা করিতে চাহিলাম না কিন্তু তোমার দের নিকট আসিয়া মুখামুখি কহিতে আমার আশা আছে তাহাতে যেন আমারদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

১৩ তোমার মনোনীতা ভগিনীর ছাওয়ালেরা তোমাকে নমস্কার বলে আমেন।

য়োহনের তৃতীয় পত্র

প্রাচীন ব্যক্তি প্রিয়তম গায়সের প্রতি যাহাকে আমি

২ সত্যেতে প্রেম করি। হে প্রিয় আমার প্রার্থনা আছে যে তোমার জীবাত্মা যেমত সফল হইতেছে সেই মত তুমি সর্ব্বতো ভাবেও সফল এবং সুস্থ হও।

৩ কেননা যখন ভ্রাতৃগণ আসিয়া তোমার সত্যেতে

যাদৃশ চলন আছে তোমার তাদৃশ অন্তরস্থ সত্যের প্রমাণ দিল তখন আমি অত্যন্ত আনন্দে আনন্দিত
৪ ছিলাম। আমার ছাওয়ালেরদের সত্যেতে গতি করার শ্রবণে যেমত হয় ইহা হইতে আমার কিছু আনন্দ
৫ বড় হয় না। হে প্রিয় তুমি ভ্রাতৃগণের প্রতি ও বিদেশিগণের প্রতি যে কিছু করহ তাহা তুমি
৬ বৈশ্বাসিক মত করিতেছ। ও তাহারা মণ্ডলীর অগ্রে তোমার প্রেমের প্রমাণ দিয়াছে এবং তুমি যদি তাহার দিগকে আপনারদের যাত্রায় ঈশ্বরের যোগ্য রূপে
৭ আগে বাড়াইয়া থোও তবে তুমি ভাল করিবা। কেননা তাহারা ভিন্নদেশিরদের স্থানে কিছু গ্রহণ না করিয়া
৮ তাঁহার নামার্থে দিগ্বিদিগ চলিয়া গেল। এতদর্থে এমতেরদিগকে আমারদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যেন
৯ আমরা সত্যেতে সহকারী হই। আমিতো মণ্ডলীর প্রতি লিখিয়াছিলাম কিন্তু দিয়ত্রিফস যে তাহারদের মধ্যে পরামাণিক হইতে ইচ্ছা করে সে আমারদিগকে
১০ স্বীকার করে না। অতএব যদি অমি আসি তবে আমারদের বিরুদ্ধে তাহার দ্বেষ বাক্যের বক্‌বকাদি যে কৃতকর্ম্ম আছে তাহার প্রতি আমি মনোযোগ করিব অপর তাহাতে শান্ত না হইয়া সে আপনি ভ্রাতৃগণেরদিগকে গ্রহণ করে না এবং তাহা করিতে যাহারা ইচ্ছু হয় তাহারদিগকে সে নিষেধ করে ও

১১ মণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া দেয়। হে প্রিয় যাহা মন্দ আছে তাহার অনুগামী হইও না কিন্তু যাহা ভাল হয় তাহার অনুগমন করহ যে ভাল করে সে ঈশ্বর হইতে হয় কিন্তু যে মন্দ করে সে ঈশ্বরকে
১২ দেখে নাই। দেমেত্রিয়স্কে সকলি এবং সত্য আপনি ভাল কহিয়া প্রমাণ দেয় বরং আমরাও প্রমাণ দিতেছি এবং তোমরা জান যে আমারদের প্রমাণ সত্য আছে।
১৩ আমার অনেক প্রসঙ্গ লিখিতে আছে কিন্তু আমি
১৪ কালী ও কলম দিয়া তোমাকে লিখিব না। কিন্তু আমার আশা আছে যে শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া
১৫ আমরা মুখামুখি কহিব শুনিব। তোমাকে শান্তি হউক এখানকার বন্ধুবান্ধব সকল তোমার নমস্কার বলে ওখানকার বন্ধুবান্ধবেরদিগকে নাম ২ করিয়া নমস্কার বল।

য়হূদার সাধারণ পত্র

য়হূদা য়িশু খ্রীষ্টের সেবক ও য়াকুবের ভাই সে সকলের প্রতি যাহারা ঈশ্বর পিতায় পরিষ্কৃত এবং য়িশু খ্রীষ্টেতে আহ্বানিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে।
২ তোমারদের প্রতি দয়া ও শান্তি ও প্রেম বিস্তারিত হউক।
৩ হে প্রিয়েরা আমি তোমারদিগকে সাধারণ পরিত্রাণের

বিষয়াদি লিখিতে একান্ত যত্ন করিয়া সেই ধর্ম্ম যে পুণ্যবানেরদের স্থানে পূর্ব্বে সমর্পিত ছিল তাহার কারণ যেন তোমরা প্রাণপণে যুদ্ধ কর ইহা তোমার দিগকে উপদেশ দিয়া লিখিতে আমি আপনার
৪ আবশ্যক জানিলাম। কেননা কতেক ব্যক্তি আসিয়া ঘুষড়িয়া গিয়াছে যাহারা পূর্ব্ব কালে নিরূপিত হইয়া এই দণ্ডার্থে স্থির করা গিয়াছিল অধর্ম্মিলোক যে আমারদের ঈশ্বরের প্রসাদকে লাম্পট্যাদি করিয়া অন্যথা করে এবং একাধিপতি ঈশ্বরকে ও আমারদের
৫ প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে। অতএব যদ্যপিও তোমরা একবার ইহা জানিলা বটে তথাপি আমি তোমারদিগকে স্মরণ দেওয়াইতে ইচ্ছা করি যে প্রভু মিশ্বর দেশ হইতে লোকেরদিগকে উদ্ধার করিয়া পশ্চাতে যে সকল প্রত্যয় না করিল তাহারদিগকে
৬ নষ্ট করিলেন। এবং যে ২ স্বর্গীয় দূতগণ আপনার দের প্রথমাবস্থায় না থাকিয়া আপন ২ বাস স্থান পরিত্যাগ করিল তাহারদিগকে তিনি মহা দিনের বিচারার্থে নিত্য বন্ধনে অন্ধকারের মধ্যে রাখিয়া
৭ দিয়াছেন। যেমত সদম ও অমরা ও তাহারদের নিকটস্থ নগর সকল যে তাহারদের সদৃশ পরস্ত্রীগমন করিয়া ও জাতি বিরুদ্ধ শরীরানুগামী হইয়া অনির্ব্বাণানলের সমুচিত দণ্ড পাইয়া দৃষ্টান্তার্থে ব্যক্ত

৮ রূপে স্থাপিত করা গিয়াছে। তদনুক্রমে এই স্বপ্নকেরা শরীরকে অপবিত্র করে ও কর্ত্তৃত্বকে অবজ্ঞা করে
৯ এবং মহৎ পদের মন্দ বলে। তথাপি মুখ্য দূত মিখাল যখন মোশার শরীরার্থে শয়তানের সহিত বাদানুবাদ করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন তখন তিনি তাহার প্রতি তিরস্কার বাক্যের দ্বারা কোন অপবাদ করিতে সাহস করিলেন না কিন্তু কহিলেন
১০ যে প্রভু তোমাকে ধম্‌কাইয়া দেন। কিন্তু ইহারা যে ২ বিষয়কে না জানে তাহাকে তাহারা নিন্দা করে এবং যাহা তাহারা অবোধ পশুর সদৃশ স্বস্বভাবে জানে
১১ তাহাতে তাহারা আপনারদের ভ্রষ্টতা করে। ধিক ২ তাহারদিগকে কেননা তাহারা কীনের পথে গমন করিয়াছে ও বলাঃমের পুরস্কার লোভে তাহার ভ্রমের পাছে সবেগে ধাইয়া গিয়াছে এবং করাখের নষ্টতায়
১২ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহারা তোমারদের প্রেমার্থ ভোজ্যের কলঙ্ক হয় যে তোমারদের সঙ্গে ভোজনাদিতে সভায় হইয়া নির্ভয়ে আপনারদের উদর পূর্ণ করে তাহারা জলহীন মেঘ বায়ুতে চতুর্দ্দিগে উড্ডীয়মান ফলঝরা বৃক্ষ ফলরহিত দ্বিবার মৃত সমূলে উৎপাটনীয়।
১৩ সমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গ যে আপন লজ্জা নির্গত করিয়া সফেন হয় ভ্রমণীয় নক্ষত্র যাহারদের কারণ নিত্য
১৪ অন্ধকারের ঘোরত্ব অপেক্ষা করিয়া থাকে। এবং

আদম হইতে সপ্তম পুরুষ যে হ্নোক তিনিও ইহার দের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কহিলেন যে দেখ প্রভু আপন কোটি ২ পুণ্যবানেরদিগকে সঙ্গে করিয়া।

১৫ সকলের উপর দণ্ড বিচার করিতে এবং তাহারদের মধ্যকার অধর্ম্মি সকলেরদিগকে তাহারদের দুষ্কৃত অধর্ম্ম ক্রিয়ার নিমিত্তে ও সেই সকল দুর্ব্বাক্য যে অধর্ম্মি পাপিগণ তাঁহার বিপক্ষে কহিয়াছে সে সকলের কারণ প্রবোধ পূর্ব্বক দোষ বুঝাইতে আসিতেছেন।

১৬ ইহারা আপনারদের কামাভিলাষানুক্রমে গতি করিয়া কচ্‌কচ্যা ইত্যাদি স্বভাগ্য নিন্দুক হয় এবং লাভ নিমিত্তে মনুষ্যেরদের মূর্ত্তিকে মানিয়া স্বমুখে বাড়ান কথা

১৭ কহে। কিন্তু হে প্রিয়েরা যে কথা পূর্ব্বে আমারদের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগণেতে উক্ত ছিল তাহা স্মরণ

১৮ করহ। কেননা তাহারা তোমারদিগকে কহিল যে শেষ কালেতে পরিহাসকেরদের উদ্ভব হইবে যাহারা

১৯ আপনারদের দুষ্ট কামানুযায়ি গতি করিবে। এই সকল সেই বর্গ যাহারা স্বতন্ত্র হইয়া থাকে ঐন্দ্রিয়িক

২০ লোক যাহারা আত্মাকে রাখে না। কিন্তু হে প্রিয়েরা তোমরা তো আপনারদের পবিত্রময় ধর্ম্মেতে আপনার

২১ দের ধর্ম্মবৃদ্ধি সাধিয়া ধর্ম্মাত্মায় প্রার্থনা করিয়া। আমার দের প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের নিত্য জীবনার্থ দয়ার অপেক্ষায় থাকিয়া ঈশ্বরের প্রেমেতে আপনারদিগকে রক্ষা

২২ করহ। এবং বিশেষ বুঝিয়া কাহার২ উপর সকরুণ
২৩ হও। এবং শরীর হইতে বরং যে বস্ত্র দাগী হয় তাহাকেও ঘৃণা করিয়া অন্যেরদিগকে অগ্নি হইতে
২৪ টানিয়া লইয়া সভয়ে বাচাঁইয়া দেও। সম্প্রতি যিনি তোমারদিগকে পতন হইতে রক্ষা করিতে এবং আপন প্রভাবের বিদ্যমানে অত্যন্ত আনন্দে সাক্ষাৎ করাইতে
২৫ শক্তিবন্ত আছেন। সেই একা জ্ঞানবান ঈশ্বর আমারদের ত্রাণকর্ত্তাকে প্রশংসা ও প্রতাপ ও প্রভুত্ব ও পরাক্রম এখন ও সদাসর্ব্বদা আমেন।

দৈবব্য প্রকাশিত

প্রথম অধ্যায়

যে২ ঘটনা শীঘ্র ভবিতব্য তাহা আপনার সেবকেরদিগকে দেখাইবার কারণ য়িশু খ্রীষ্টের দৈব প্রকাশন যে ঈশ্বর তাঁহাকে দিলেন ও যাহা তিনি আপন দূত দ্বারা আপনার সেবক য়োহনকে অবগত করিয়া
২ পাঠাইলেন। সেই য়োহন যে ঈশ্বরের বাণীর ও য়িশু খ্রীষ্টের সাক্ষির প্রতি এবং যে কিছু সে দেখিয়া
৩ ছিল তাহার প্রমাণ দিল। যে জন পাঠ করে ও

যাহারা এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে এবং তাহার মধ্যকার লিপি কথা পালন করে তাহারা ধন্য কেননা
৪ সময়টা সন্নিধান হইল। য়োহন আশীয়ায়স্থিত সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি লেখে যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁহা হইতে এবং তাঁহার সিংহাসনের অগ্রবর্ত্তী সপ্ত
৫ আত্মা হইতে। এবং বিশ্বাসি সাক্ষী ও মৃতলোক হইতে প্রথমোদ্ভব ও ভূপতিগণের রাজা য়িশু খ্রীষ্ট তাঁহা হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমারদের প্রতি।
৬ যিনি আমারদিগকে প্রেম করিলেন ও আপন রক্তেতে আমারদের পাপ সকল ধুইয়া ফেলিলেন ও আপনার ঈশ্বর ও পিতার নিকট আমারদিগকে রাজা ও যাজক গণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে প্রভাব ও প্রভুত্ব সদা
৭ সর্ব্বক্ষণে হউক আমেন। দেখ তিনি মেঘেতে আসিতেছেন ও প্রতি চক্ষু তাঁহাকে দৃষ্টি করিবে এবং তাঁহাকে যাহারা বিন্ধিয়াছিল তাহারাও দেখিবে এবং পৃথিবীর যাবতীয় গোত্র তাঁহার বিষয়ে হাহাকার
৮ করিবে এমনি হউক আমেন। প্রভু ইহা কহিতেছেন আমি আল্‌ফা ও অমিগা আদি ও অন্ত যিনি বর্ত্তমান
৯ ও ভূত ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বশক্তিমান। আমি য়োহন যে তোমারদের ভাই এবং য়িশু খ্রীষ্টের দুঃখ ও রাজ্য ও সহিষ্ণুতার সহভাগী আমি ঈশ্বরের বাণীর প্রযুক্ত এবং য়িশু খ্রীষ্টের সাক্ষির নিমিত্তে সেই দ্বীপ ছিলাম

১০ যাহাকে পাটমস বলে। আমি প্রভুর দিনে আত্মাগত ছিলাম এবং আমার পশ্চাদ্দিগে তুরীর শব্দবৎ এক
১১ মহৎ শব্দ শুনিলাম। তাহাতে উক্ত হইল যে আমি আল্ফা ও অমিগা আদি ও অন্ত এবং যাহা তুমি দেখিতেছ তাহা এক পুস্তকে লিখিয়া আশীয়ায়স্থিত সপ্ত মণ্ডলীর নিকট পাঠাও এফিসস ও স্মর্ণা ও পর্গামস ও তিয়াতীরা ও সার্দস ও ফিলাদেল্ফিয়া ও
১২ লাওদেকেয়া এ সকলের নিকট। তখন সে রব যে আমার প্রতি কথা কহিতেছিল তাহাকে দেখিতে আমি ঘুরিলাম এবং ঘুরিয়া আমি সপ্ত সুবর্ণ প্রদীপ
১৩ দেখিলাম। এবং সেই সপ্ত প্রদীপের মধ্যখানে এক ব্যক্তি মনুষ্য পুত্রের সদৃশ একখান বস্ত্রে পা পর্য্যন্ত পরা এবং বক্ষদেশে এক স্বর্ণ পটুকায় বেষ্টিত
১৪ দেখিলাম। তাঁহার মস্তক ও কেশ মেষলোমের সদৃশ ধবল বরং হিমানীর সমতুল্য শুক্ল বর্ণ এবং
১৫ তাঁহার নয়ন অগ্নির শিখাবৎ ছিল। তাঁহার পদদ্বয় আফরে সন্তপ্ত চাঁদী পিতলের ন্যায় এবং তাঁহার রব
১৬ বিস্তর জলের কল্লোল যাদৃশ। এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তিনি সপ্ত নক্ষত্র ধরিয়া আছিলেন ও তাঁহার মুখ হইতে একটা তীক্ষ্ণবান দ্বিধার তলওয়ার বাহিরাইল এবং তাঁহার বদন যাদৃশ সতেজ সূর্য্যের প্রকাশ।
১৭ এবং তাঁহাকে দেখিয়া আমি তাঁহার চরণে মৃতবৎ

পড়িলাম তখন তিনি আপন দক্ষিণ হস্ত আমার উপর দিয়া আমাকে কহিলেন যে ভয় করিও না আমি তো
১৮ প্রথম এবং শেষ। আমি সেই যে জীয়ন্ত আছি ও মৃত ছিলাম এবং দেখ আমি সদা সর্ব্বক্ষণে জীয়ন্ত থাকি আমেন আর নরক ও মৃত্যুর ছোড়ান আমার
১৯ নিকট আছে। অতএব যে ২ কর্ম্ম তুমি দেখিতেছ আর যে ২ হইতেছে এবং যে ২ কর্ম্ম পশ্চাতে হইবে
২০ তাহা লিখিয়া রাখ। আমার দক্ষিণ হস্তগত সপ্ত নক্ষত্র ও সে সপ্ত প্রদীপ যাহা তুমি দেখিতেছ তাহার নিগূঢ় এই সেই সপ্ত নক্ষত্র সপ্ত মণ্ডলীর দূত আছে এবং সেই সপ্ত প্রদীপ সপ্ত মণ্ডলী আছে।—

দ্বিতীয় অধ্যায়

এফিসসের মণ্ডলীর দূতকে লেখ যিনি আপন দক্ষিণ হস্তে সপ্ত নক্ষত্রকে ধরিয়া রাখেন ও যিনি সপ্ত প্রদীপের মধ্যখানে গতি করেন তিনি এই কথা
২ কহিতেছেন। তোমার কর্ম্ম ও তোমার শ্রম ও তোমার ক্ষান্তি ও যে তুমি মন্দ লোকেরদিগকে সহিতে পার না এ সকল আমি জানি এবং যাহারা প্রেরিত না হইয়া কহে যে আমরা প্রেরিত আছি তাহারদিগকে
৩ তুমি পরীক্ষা করিয়া মিথ্যাবাদী ঠাহরাইয়াছ। এবং তুমি সহিষ্ণুতা করিয়াছ ও ক্ষান্তিযুক্ত আছ এবং আমার নামার্থে পরিশ্রম করিয়া হতচেষ্টা হও নাই।

৪ কিন্তু তোমার কিছু অপবাদ আমার স্থানে আছে
৫ কেননা তুমি আপন পুথম পেুম হারিয়াছ। অতএব
কোথা হইতে পতিত হইলা তাহা মনে কর ও সখেদ
হইয়া মন ফিরাও এবং পুথম ক্রিয়া করহ নতুবা
তুমি সখেদ হইয়া মন না ফিরাইলে আমি তোমার
নিকট ত্বরিত আসিয়া তোমার পুদীপ তাহার স্বস্থান
৬ হইতে লইয়া যাইব। কিন্তু তোমার এই আছে
যে তুমি নিখলাইতী বর্গের ক্রিয়া ঘৃণা করিতেছ
৭ যেমত আমি ও ঘৃণা করি। যাহার কর্ণ আছে সেই
শুনুক যে মণ্ডলী সকলের পুতি আত্মা কি কহিতেছেন
যে জন পরাজয় করে তাহাকে আমি ঈশ্বরের
ফরদুসের মধ্যস্থিত জীবন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে
৮ দিব। এবং স্মর্ণার মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে পুথম ও
শেষ যিনি মৃত ছিলেন ও জীবমান আছেন তিনি এই
৯ কথা কহিতেছেন। তোমার কর্ম্ম ও দুঃখ ও দরিদ্রতা
আমি জানি তথাপি তুমি ধনবান এবং যাহারা বলে যে
আমরা য়িহোদী আছি কিন্তু তাহা না হইয়া শয়তানের
১০ সভা হয় তাহারদের অপনিন্দা আমি জানি। যে ২
দুঃখ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে তাহার কোন
বিষয়ের কারণ ভয় করিও না দেখ শয়তান তোমার
দের পরীক্ষার্থে তোমারদের কতেক জনেরদিগকে
কারাগারেতে ফেলিয়া দিবে এবং তোমারদের ক্লেশ

দশ দিন হইবে তুমি মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বাসী হও তবে
১১ আমি তোমাকে এক জীবনের মুকুট দিব। যাহার
কর্ণ আছে সেই শুনুক যে মণ্ডলী সকলের প্রতি আত্মা
কি কহিতেছেন যে জন পরাভব করে সেই দ্বিতীয়
১২ মৃত্যুতে আঘাৎ পাইবেক না। এবং পর্গামসের
মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে তীক্ষ্ণবান দ্বিধার তলওয়ার
যিনি ধরিয়া আছেন তিনি এই কথা কহেন।
১৩ তোমার কর্ম্ম আমি জানি এবং যে তোমার বাস
স্থান যথা শয়তানের অধিষ্ঠান এবং আমার নাম তুমি
দৃঢ়মত ধারণ কর এবং আমার ধর্ম্মকে অস্বীকার করহ
নাই বরঞ্চ সেই সময়েও নাই যখন আমার বিশ্বাসি
সাক্ষী আন্তিপাস তোমারদের মধ্যে হত্যা হইয়াছিল
১৪ যেখানে শয়তান বাস করিতেছে। কিন্তু তোমার
কতেক অপবাদের বিষয় আমার নিকট আছে কেননা
বলাঃম যে বিগ্রহাদির উৎসর্গিত সামগ্রী খাইতে ও
পরস্ত্রীগমন করিতে য়িসরালী বংশের অগ্রে ঠেস
খাওয়া পাতর ফেলিতে বলাক্‌কে শিখাইয়াছিল
তাহার শিক্ষা ধারি লোক তোমার ওখানে আছে।
১৫ তদনুক্রমে নিখলাইতী বর্গের শিক্ষা যাহাকে আমি
ঘৃণা করিতেছি সেও শিক্ষা ধারি লোক তোমার স্থানে
১৬ আছে। সখেদ হইয়া মন ফেরাও নতুবা আমি
তোমার নিকট ত্বরিত আসিয়া আপন মুখের তলওয়ার

১৭ দিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। যাহার কর্ণ আছে সেই শুনুক যে মণ্ডলী সকলের প্রতি আত্মা কি কহিতেছেন যে পরাভব করে তাহাকে আমি গুপ্ত মান্নকে খাইতে দিব এবং তাহাকে একটা শুক্ল প্রস্তর ও সেই প্রস্তরে নূতন এক অঙ্কিত নাম যে তাহার
১৮ গ্রাহক ব্যতিরেক কেহ জানে না তাহাও দিব। এবং তিয়াতীরায় স্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে ঈশ্বরের পুত্র যাঁহার নয়ন অগ্নির শিখার সদৃশ এবং তাঁহার চরণ চাঁদী পিতলের ন্যায় তিনি এই কথা কহেন।
১৯ তোমার কর্ম্ম ও প্রেম ও সেবা ও বিশ্বাস এবং তোমার ক্ষান্তি আমি জানি ও যে তোমার শেষ কর্ম্ম প্রথম
২০ হইতে অধিক আছে। তত্রাপি তোমার অল্পা অপবাদের বিষয় আমার স্থানে আছে কেননা তুমি সে স্ত্রী যজাবেল যে আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্ত্রী করিয়া কহিতেছে তাহাকে আমার সেবকেরদিগকে পরদার করিতে এবং বিগ্রহাদির উৎসর্গিত সামগ্রী খাইতে
২১ শিখাইয়া মোহিয়া লইতে দিয়াছ। এবং আমি তাহাকে মন ফিরাইবার অবকাশ দিলাম কিন্তু সে
২২ মন ফিরাইল না। দেখ তাহারা আপনারদের ক্রিয়ার নিমিত্তে সখেদ হইয়া মন না ফিরাইলে আমি সে স্ত্রীকে এক শয্যার উপর এবং তাহার সঙ্গে যাহারা পারদার্য্য করিয়াছে তাহারদিগকে বিষম

২৩ দুঃখে ফেলিয়া দিব। এবং তাহার ছাওয়ালেরদিগকে আমি সপ্রাণে বধ করিব এবং মণ্ডলী সমুদয় জানিবেই যে আমি সেই ব্যক্তি যিনি মর্ম্মদেশ ও হৃদয়ের বিচার করিতেছেন এবং আমি তোমারদের প্রত্যেক জনকে
২৪ আপন ২ কর্ম্মানুসারে প্রতিদান করিব। কিন্তু আমি তোমারদিগকে এবং থিয়াতীরায় অন্যোন্য সকল যত এই শিক্ষার ধারণ না করে ও যাহারা উহারদের কথানুক্রমে শয়তানের গম্ভীর ২ বিষয় না জানে তাহারদিগকে বলি যে আমি তোমারদের উপর আর
২৫ ভার দিব না। কিন্তু যাহা তোমারদের স্থানে আছে তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ় মত ধারণ করহ।
২৬ আর যে জন পরাজয় করে ও শেষ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম পালন করে তাহাকে আমি দেশাদির উপর শাসনাদি সাধ্য দিব যেমত আমি আপন পিতা হইতে
২৭ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং সে তাহারদের উপর লৌহদণ্ডে কর্তৃত্ব করিবে এবং তাহারা কুম্ভকারের পাত্রের সদৃশ
২৮ চূর্ণ রূপে ভাঙ্গা যাইবে। এবং আমি তাহাকে
২৯ প্রভাতের তারা প্রদান করিব। যাহার কর্ণ আছে সেই শুনুক যে মণ্ডলী সকলের প্রতি আত্মা কি কহিতেছেন।——

ততীয় অধ্যায়

এবং সার্দ্দিশের মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে ঈশ্বরের

সপ্ত আত্মা ও সপ্ত নক্ষত্র যিনি ধরিয়া আছেন তিনি এই কথা কহেন তোমার কর্ম্ম আমি জানি যে তোমার
২ জীয়ন্ত থাকা নাম আছে কিন্তু তুমি মৃত হইলা। সচেতন হও এবং মরিতে উদ্যত যে ২ বিষয় থাকিল তাহা সদৃঢ় করিয়া দেও কেননা আমি তোমার কর্ম্ম ঈশ্বরের
৩ সাক্ষাতে সিদ্ধ মত পাই নাই। অতএব তুমি কি রূপ গ্রহণ ও শ্রবণ করিয়াছ তাহা স্মরণ কর ও দৃঢ় মতে ধারণ কর ও মন ফিরাও অতএব যদি তুমি সচেতন না থাক তবে আমি চোরের ন্যায় আসিয়া তোমার উপর চাপিয়া পড়িব এবং কোন দণ্ডে আমি আসিব
৪ তাহা তুমি জানিতে পাইবা না। তোমার অল্প নাম বরঞ্চ সার্দ্দিসে আছে যাহারা আপনারদের পরিচ্ছদ মলিন করে নাই এবং তাহারা আমার সঙ্গে শুক্ল বস্ত্রে
৫ গতি করিবে কেননা তাহারা ভাজন পাত্র। যে জন পরাভব করে সে ধবল পরিচ্ছদে পরা যাইবে এবং তাহার নাম আমি জীবনের পুস্তক হইতে মিটাইয়া ফেলিব না কিন্তু আমার পিতা ও তাঁহার দূতগণের
৬ সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক যে মণ্ডলী সকলের প্রতি আত্মা কি
৭ কহিতেছেন। এবং ফিলাদেল্‌ফিয়ায় স্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে সেই ব্যক্তি যিনি পুণ্যময় সত্যময় দাউদের ছোড়ান ধারী যিনি খুলিয়া দিলে কেহ বন্ধ

করে না এবং বন্ধ করিলে কেহ খুলিয়া দেয় না তিনি
৮ এই কথা কহিতেছেন। তোমার কর্ম্ম আমি জানি
দেখ আমি এক খোলা দ্বার তোমার অগ্রে রাখিয়াছি
এবং কেহ তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারিবেক না কেননা
তোমার কিঞ্চিৎ বল আছে এবং আমার বাণী তুমি
পালন করিয়াছ এবং আমার নামকে অস্বীকার কর
৯ নাই। দেখ শয়তানের সভাসদেরা যাহারা কহে যে
আমরা য়িহোদী আছি কিন্তু তাহা না হইয়া মিথ্যাবাদী
হয় আমি তাহারদিগকে আনাইয়া তোমার চরণাগ্রে
ভজনা করাইব এবং যে আমি তোমাকে প্রেম
১০ করিয়াছি তাহা জানাইব। তুমি তো আমার ক্ষান্তির
বাণীকে রক্ষা করিয়াছ ইহার কারণ আমি তোমাকে
সেই পরীক্ষার ক্ষণ হইতে রক্ষা করিব যে পৃথিবী
নিবাসিরদিগকে পরখাইবার কারণ সমুদয় জগতের
১১ উপর আসিয়া পড়িবে। দেখ আমি সত্বরিত আসি
যাহা তোমার স্থানে আছে তাহাকে দৃঢ় মতে ধারণ
কর যেন তোমার মুকুট কেহ হরণ করিয়া না লয়।
১২ যে জন পরাজয় করে তাহাকে আমি আপন ঈশ্বরের
মন্দিরের মধ্যে এক স্তম্ভ করিব এবং সে আর বাহিরে
যাইবে না এবং আমি আপন ঈশ্বরের নাম ও আমার
ঈশ্বরের পুরী সেই নূতন য়িরোশলম যে স্বর্গ হইতে
আমার ঈশ্বরের নিকট হইতেই নামিতেছে তাহারি নাম

১৩ এবং আপন নূতন নাম তাহার উপর লিখিব। যাহার কর্ণ থাকে সেই শুনুক যে মণ্ডলী সকলের প্রতি আত্মাঃ
১৪ কি কহিতেছেন। এবং লাওদিকেয়ার মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে যিনি আমেন আর বিশ্বাসী ও সত্য সাক্ষী এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির আরম্ভ তিনি এই কথা কহিতেছেন।
১৫ তোমার কর্ম্ম আমি জানি যে তুমি শীতল ও নহ তপ্ত ও নহ আমার ইচ্ছা যে তুমি শীতল হও কিম্বা
১৬ তপ্ত হও। অতএব তুমি শীতল কিম্বা তপ্ত না হইয়া কুসম ২ হও এই নিমিত্তে আমি তোমাকে আপন মুখ
১৭ হইতে উদ্গার করিয়া ফেলিব। কেননা তুমি কহিতেছ যে আমি ধনবান আছি ও অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছি এবং আমার কিছুতে অনাটন নাই এবং যে তুমি দুর্গত ও দুঃখিত ও দীনহীন ও অন্ধ ও উলঙ্গ
১৮ আছ ইহা তুমি জানহ না। অতএব আমি তোমাকে এই পরামর্শ দি যে আমার স্থানে সেই অগ্নিতে পরীক্ষিত স্বর্ণক্রয় কর যাহাতে তুমি ধনবান হইতে পার এবং সেই শুক্ল বস্ত্র যাহাতে তোমার পরিধান হয় ও তোমার উলঙ্গতার লজ্জা প্রকাশ না হয় এবং তোমার চক্ষুতে সেই অঞ্জনের প্রলেপ দেও যাহাতে
১৯ তোমার দৃষ্টি হয়। আমি যাহাকে ২ প্রেম করি তাহাকে আমি ভর্ৎসনা করি ও শাস্তি দি অতএব
২০ তুমি নিবিষ্ট হইয়া মন ফিরাও। দেখ আমি দ্বারের

কাছে দাঁড়াইয়া ঘা দিতেছি যদি কেহ আমার রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয় তবে আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে ভোজন করিব এবং সে
২১ আমার সঙ্গে ভোজন করিবে। যে জন পরাভব করে তাহাকে আমি আপন সিংহাসনে আপনার সঙ্গে বসিতে দিব যেমত আমিও পরাভব করিয়া আমার
২২ পিতার সঙ্গে তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছি। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক যে মণ্ডলী সকলের প্রতি আত্মা কি কহিতেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তদনন্তর আমি অবলোকন করিয়া দেখিলাম যে স্বর্গেতে এক দ্বার খোলা আছে এবং যে শব্দ আমি প্রথম শুনিলাম সে আমার সঙ্গে কহিতে উক্তায়মান এক তূরীর শব্দের ন্যায় ছিল এবং সে কহিল যে তুমি উঠিয়া এখানে আইস এবং আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ
২ ঘটনা দেখাইব। এবং তৎক্ষণাৎ আমি আত্মাগত হইলাম আর দেখ স্বর্গেতে এক সিংহাসন স্থাপিত ছিল এবং তাহার উপর এক ব্যক্তি বিরাজমান আছেন।
৩ এবং সে বিরাজিত ব্যক্তি সূর্য্যকান্ত ও আকীক মণির ন্যায় দেখাইলেন এবং সেই সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে এক
৪ মেঘ ধনুক যে হরিণ্মণির মত দর্শাইল। এবং সেই সিংহাসনের চতুর্ভীতে চতুর্বিংশতি আসন ও সেই

আসনের উপর শুক্ল বস্ত্র পরা ও স্বমস্তকের উপর স্বর্ণ মুকুট ধরা চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীনেরদিগকে আমি ৫ উপবিষ্ট দেখিলাম। এবং সেই সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন ও রবাদি নির্গত হইল এবং সিংহাসনের অগ্রদিগে নিত্য প্রজ্বলিত সপ্তটা অগ্নিপ্রদীপ ছিল যে ৬ ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। এবং সিংহাসনের অগ্রে স্ফটিকের ন্যায় একটা কাচ সমুদ্র ছিল এবং সিংহাসনের মাঝখানে ও সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে চারি জন্তু অগ্র ও ৭ পশ্চাৎ দুই দিগে চক্ষুপূর্ণ ছিল। প্রথম জন্তু সিংহের ন্যায় দ্বিতীয় জন্তু বাছুরের সদৃশ তৃতীয় জন্তুর মনুষ্য স্বরূপ বদন ছিল এবং চতুর্থ জন্তু উড্ডীয়মান নশ্বর ৮ পক্ষির সদৃশ। এবং সেই চারি জন্তু প্রত্যেকে স্বশরীর বেষ্টন করিয়া ছয় ২ পাখাতে যুক্ত ছিল এবং তাহার অন্তর্দ্দিগে চক্ষুপূর্ণ এবং তাহারা অহর্নিশী অবিরত কহে যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ধর্ম্মময় প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ৯ যিনি ভূত ও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। এবং সে চারি জন্তু সেই সিংহাসনে বিরাজিত ব্যক্তি যিনি নিত্যজীবিত তাঁহার প্রশংসা ও সম্মান ও ধন্যবাদ যখন করে। ১০ তখন সে চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীনগণ সেই সিংহাসনে বিরাজিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়িয়া সেই নিত্য জীবিত ব্যক্তির ভজনা করে এবং আপনারদের মুকুট সকল ১১ সিংহাসনের অগ্রে ফেলিয়া দিয়া কহে। হে প্রভো তুমি

প্রতাপ ও সম্মান ও মহিমা পাইতে যোগ্য বট কেননা তুমি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তোমার ইচ্ছায় তাহারা সৃষ্ট হয় এবং ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

এবং সেই সিংহাসনে বিরাজিত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে আমি এক পুস্তক ভিতর ও বাহিরে লেখা ও সপ্ত
২ মুদ্রায় ছাপ করা দেখিলাম। এবং এক প্রবল দূত মহা নাদে এই কথা প্রচার করিতে আমি দেখিলাম যে পুস্তক খান খুলিতে ও তাহার মুদ্রার ছাপ খসাইতে
৩ কেটা যোগ্য হয়। এবং স্বর্গে কিম্বা পৃথিবীতে কিম্বা পৃথিবীর নীচে সেই পুস্তক খুলিতে কিম্বা তাহার উপর
৪ দৃষ্টি করিতে কাহারো সাধ্য ছিল না। অতএব সেই পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতে কিম্বা তাহার উপর দৃষ্টি করিতে যোগ্য পাত্র কেহ টাহরা না গেলে আমি বহু
৫ রোদন করিতে লাগিলাম। তখন সে প্রাচীনগণের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন যে কান্দিও না দেখ য়িহোদা গোষ্ঠীর সিংহ দাউদের মূল তিনি সে পুস্তক খান খুলিতে ও তাহার সপ্ত মুদ্রার ছাপ খসাইতে
৬ পরাজয় করিয়াছেন। তখন আমি অবলোকন করিলাম ও দেখ এক মেষশাবক যাদৃশ পূর্ব্বে বধিত ছিল সেই সিংহাসন ও চারি জন্তুর মাঝখানে ও প্রাচীন গণের মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়াছিল তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত

চক্ষু ছিল যাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা সমুদয় পৃথিবীতে
৭ প্রেরিত। এবং তিনি আসিয়া সেই সিংহাসনে বিরাজিত
ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত হইতে সেই পুস্তক খান লইলেন।
৮ এবং তিনি পুস্তক খান লইবা মাত্র সে চারি জন্তু ও
চতুর্বিংশতি প্রাচীনেরা প্রত্যেক জন বীনা ও সুগন্ধি
দ্রব্যে অর্থাৎ পুণ্যবানেরদের প্রার্থনায় পূরিত স্বর্ণ বাটী
৯ স্বহস্তগত হইয়া সেই পাঁঠার সম্মুখে পড়িল। এবং
তাহারা এক নূতন গীত গাইয়া কহিল তুমি সে পুস্তক
খান লইতে এবং তাহার মুদ্রার ছাপ খুলিতে যোগ্য
বট কেননা তুমি আমারদিগকে আপন রক্তের দ্বারা
সকল কুল ও ভাষা ও লোক ও দেশ হইতে ঈশ্বরের
১০ প্রতি উদ্ধার করিয়াছ। এবং আমারদিগকে আপনার
দের ঈশ্বরের নিকট রাজা ও যাজকগণ করিয়া
দিয়াছ এবং আমরা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিবই।
১১ পরে আমি দৃষ্টি করিয়া সেই সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে
যথেষ্ট দূতগণ ও সেই জন্তু ও প্রাচীনগণ যাহারদের
সমূহ লক্ষ লক্ষ ও সহস্র সহস্র তাহারদের ধ্বনি
১২ শুনিলাম। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে প্রতাপ ও ধন
ও জ্ঞান ও পরাক্রম ও সম্মান ও ঐশ্বর্য্য ও ধন্যবাদ
পাইতে সেই মেষপাঁঠা যোগ্য হন যিনি বধ করা গিয়া
১৩ ছিলেন। অপর স্বর্গস্থ ও জগৎস্থ ও জগতের নীচস্থ ও
সমুদ্রের মধ্যে যে ২ প্রকার হয় যাবতীয় জীব জন্তু এবং

সে সকলের মধ্যকার যাবতীয় বস্তু আমি ইহা কহিতে শুনিলাম যে সিংহাসনে যিনি বিরাজমান তাঁহাকে ও মেষপাঁঠাকে ধন্যবাদ ও সম্মান ও ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ সদাসর্ব্বদা হউক। ১৪ এবং সে চারি জন্তু কহিল আমেন আর সে চতুর্বিংশতি প্রাচীনেরা পড়িয়া নিত্য জীবিত যে ব্যক্তি তাহাকে ভজনা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনন্তর যখন মেষপাঁঠা সেই মুদ্রার এক ছাপ খুলিলেন তখন আমি দেখিলাম এবং সেই চারি জন্তুর মধ্যে এক জন্তুকে মেঘনাদের সদৃশে এই কথা কহিতে শুনিলাম যে আইস দেখসিয়া। ২ এবং আমি দৃষ্টি করিলাম ও দেখ একটা শ্বেত ঘোড়া উপস্থিত এবং তাহার আরোহিত ব্যক্তি একটা ধনুক ধারণ করিয়া আছে ও তাহাকে এক মুকুট দেওয়া গেল এবং সে জয়বিজয় করিতে প্রস্থান করিল। ৩ পরে তিনি দ্বিতীয় ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি দ্বিতীয় জন্তুকে কহিতে শুনিলাম যে আইস দেখসিয়া। ৪ এবং আর এক ঘোড়া নির্গত হইল রক্তবর্ণের এবং তাহার আরোহিত ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে সম্মিলন হরণ করিতে ও যাহাতে তাহারদের পরস্পর বধ হয় এমত শক্তি দেওয়া গেল এবং তাহাকে এক বৃহৎ খড়্গ প্রদান হইল। ৫ অনন্তর তিনি তৃতীয় ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি

তৃতীয় জন্তুকে কহিতে শুনিলাম যে আইস দেখসিয়া এবং আমি অবলোকন করিলাম ও দেখ এক কাল ঘোড়া উপস্থিত এবং তাহার আরোহিত ব্যক্তির হাতে
৬ দাঁড়ীপাল্লা ছিল। এবং সেই চারি জন্তুর মধ্যস্থলে আমি এক রব উত্তায়মান শুনিলাম যে গম দুই আনা সের ও যব দুই আনায় তিন সের ও সাবধান তুমি তৈল
৭ ও দ্রাক্ষা রসের হানি যেন না কর। অনন্তর তিনি চতুর্থ ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি চতুর্থ জন্তুর
৮ কথনের রব শুনিলাম যে আইস দেখসিয়া। এবং আমি অবলোকন করিলাম ও দেখ এক পাণ্ডু বর্ণের ঘোড়া এবং তাহার আরোহিত ব্যক্তির নাম মৃত্যু ও নরক তাহার পাছে২ চলিল এবং তাহারদিগকে তলওয়ার ও দুর্ভিক্ষ্য ও মড়ক ও বন্যপশুর দ্বারা পৃথিবীর এক চৌথ্কে নাশ করিবার শক্তি দেওয়া
৯ গেল। পরে তিনি পঞ্চম ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি যজ্ঞকুণ্ডের নীচে সেই সকলের জীবাত্মাকে দেখিলাম যাহারা ঈশ্বরের বাণীর নিমিত্তে ও আপনার
১০ দের ধৃত সাক্ষির নিমিত্তে হত্যা হইয়াছিল। এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল হে প্রভো ধর্ম্ম ও সত্য তুমি কতক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎ নিবাসিরদিগকে বিচার করিয়া আমারদের রক্তের সমুচিত করিয়া দিবা না।
১১ এবং তাহারদের প্রত্যেক জনকে শ্বেত পরিচ্ছদ

দেওয়া গেল এবং তাহারদিগকে এ কথা কহা গেল যে তোমারদের সহভৃত্য ও ভ্রাতৃগণ যাহারা তোমারদের সদৃশ হত্যা হইবে যদবধি তাহারদের গণনা সম্পূর্ণ না হয় তদবধি তোমারদিগকে কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত

১২ হইয়া থাকিতে হইবে। তদনন্তর আমি দৃষ্টি করিলাম আর ষষ্ঠ ছাপ যখন তিনি খুলিলেন তখন দেখ মহা ভূমিকম্প হইল এবং সূর্য্যটা চুলবিনান চটের সমতুল্য

১৩ কাল এবং চন্দ্রটা রক্তবৎ লাল হইয়া গেল। এবং যাদৃশ আঞ্জীরের বৃক্ষ প্রচণ্ড বাতাসেতে লড়িত হইয়া আপন অসাময়িক আঞ্জীর ফল সকল ঝরাইয়া ফেলে তাদৃশ

১৪ আকাশের তারা ভূমিতে পড়িল। এবং কাগজের তা যেমত লপ্টা যায় সেইমত স্বর্গ মণ্ডল ও লপ্টা গিয়া বহিয়া গেল এবং প্রতি পর্ব্বত ও দীপ উপদ্বীপাদি

১৫ সরিয়া গিয়া স্থানান্তর হইল। এবং পৃথিবীর অধিপেরা ও মহৎ লোকেরা ও ধনবানেরা ও প্রধান ২ সেনানীরা ও পরাক্রান্ত জনেরা ও প্রতিদাস্যজীবি ও প্রতিমুক্তজীবি তাহারা পর্ব্বতের গুহাতে ও শিলাদ্রিতে সংগোপন

১৬ করিল। এবং পর্ব্বত ও শিলাদ্রির প্রতি বলিল যে আমারদের উপর পড়সিয়া এবং সেই সিংহাসনে বিরাজিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইতে ও মেষপাঁঠার

১৭ কোপানল হইতে লুকাইয়া রাখ। কেননা তাহার কোপানলের মহা দিন আসিয়াছে আর যে ঠাহরিতে

পারে এমত কাহার সাধ্য হয়।

সপ্তম অধ্যায়

তাহার পরে আমি চারি দূতকে পৃথিবীর চারি কোণায় পৃথিবীর চারি বায়ুকে ধারণ করিয়া রাখিতে দেখিলাম যে ভূমির উপর কিম্বা সমুদ্রের উপর কিম্বা
২ কোন বৃক্ষের উপর বাতাস যেন না বহে। পরে আমি আর এক দূতকে জীবমান ঈশ্বরের মুদ্রা হস্তগত হইয়া পূর্ব্বদিগ হইতে উঠিতে দেখিলাম এবং সেই চারি দূত যাহারদিগকে ভূমি ও সমুদ্রের ক্ষতি করিবার শক্তি দেওয়া গিয়াছিল তাহারদিগকে তিনি মহা নাদে
৩ ডাক ছাড়িলেন। যে আমারদের ঈশ্বরের সেবকেরদের কপালে যাবৎ আমরা মুদ্রার ছাপ না দি তাবৎ তোমরা ভূমির কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষাদির ক্ষতি করিও না।
৪ এবং যাহারা ছাপান গেল তাহারদের গণনা আমি শুনিলাম যে য়িশরালী বংশের সকল গোত্র হইতে এক
৫ শত চৌয়াল্লিশ সহস্র জন ছাপান গেল। য়িহোদা গোত্রের মধ্যে দ্বাদশ সহস্র ছাপান গেল রাউবনের গোত্রে দ্বাদশ সহস্র ছাপান গেল গদের গোত্রে দ্বাদশ সহস্র
৬ ছাপান গেল। আশরের গোত্রে দ্বাদশ সহস্র ছাপান গেল নপ্তলির গোত্রে দ্বাদশ সহস্র ছাপান গেল মনসার গোত্রে
৭ দ্বাদশ সহস্র ছাপান গেল। শিমূনের গোত্রে দ্বাদশ সহস্র ছাপান গেল লূইর গোত্রে দ্বাদশ সহস্র ছাপান

গেল য়িস্খকারের গোত্রে দ্বাদশ সহসু ছাপান গেল।
৮ জবুলনের গোত্রে দ্বাদশ সহসু ছাপান গেল যুশফের গোত্রে দ্বাদশ শহসু ছাপান গেল বিন্যামনের গোত্রে
৯ দ্বাদশ সহসু ছাপান গেল। তদনন্তর আমি দৃষ্টি করিলাম এবং দেখ পুতি রাজ্য ও গোত্র ও লোক ও ভাষা হইতে মহাৎ ঘটা যাহার সংখ্যা করিতে কাহার সাধ্য নাই তাহারা শুক্ল বস্ত্রে পরিধিত হইয়া এবং তালবাগুড়া স্বহস্তে ধারণ করিয়া সিংহাসনের
১০ সম্মুখে এবং মেষপাঁঠার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এবং তাহারা মহা পুণাদ করিয়া কহিল যে আমারদের সিংহাসনে বিরাজমান ঈশ্বরকে এবং মেষপাঁঠাকে
১১ পরিত্রাণের পুশংসা হউক। এবং দূতগণ সকল সিংহাসনের ও প্রাচীন গণের ও চারি জন্তুরদের চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান হইয়া সিংহাসনের সম্মুখে মুখের ভরে
১২ পড়িল এবং ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া কহিল। আমেন ধন্যবাদ ও কীর্ত্তি ও বুদ্ধি ও স্তবস্তুতি ও সম্মান ও পুভাব ও শক্তি আমারদের ঈশ্বরের নিত্য হউক আমেন।
১৩ এবং সেই প্রাচীনগণের মধ্যে এক জন আমাকে পুশ্ন করিলেন এই যে শুক্ল বস্ত্রে পরা আছে তাহারা কে
১৪ এবং কোথা হইতে আইল। আমি তাহাকে কহিলাম হে মহাশয় আপনি জানেন তখন তিনি আমাকে কহিলেন ইহারা সেই সকল যে বড়ই ক্লেশ হইতে

আসিয়াছে এবং আপনারদের পরিচ্ছদ মেষপাঁঠার
১৫ রক্তেতে ধৌত করিয়া ধবল করিয়াছে। অতএব
তাহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের অগ্রে থাকে এবং তাঁহার
মন্দিরে দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করে এবং যিনি
সিংহাসনে বিরাজমান থাকেন তিনি তাহারদের উপর
১৬ অধিষ্ঠান করিবেন। তাহারা আর ক্ষুধার্ত্ত হইবে
না এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না আর তাহারদের উপর
১৭ রৌদ্র কিম্বা কোন প্রকার তাপ ও পড়িবে না। কেননা
সিংহাসনের মধ্যস্থ মেষপাঁঠা যিনি তিনিই তাহার
দিগকে ভোজন করাইবেন এবং জীয়ন্ত জলের
উলশুষার নিকট নীয়া যাইবেন এবং ঈশ্বর তাহার
দের চক্ষু হইতে সকল নেত্র জল মুচিয়া ফেলিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

আর যখন তিনি সপ্তম ছাপকে খুলিলেন তখন
২ স্বর্গেতে অর্দ্ধেক দণ্ড পর্য্যন্ত নিরব হইল। পরে আমি
ঈশ্বরের সাক্ষাদ্বর্ত্তি সপ্তজন দূতকে দেখিলাম ও তাহার
৩ দিগকে সপ্তটা তুরী দেওয়া গেল। এবং আর এক
দূত একটা সুবর্ণ ধুনাচি লইয়া আসিয়া বেদীর অগ্রে
দাঁড়াইল এবং তাহাকে বহু ধূপাদি দেওয়া গেল যে
তাহাকে সকল পুণ্যবানেরদের প্রার্থনাদির সঙ্গে
সিংহাসনের অগ্রস্থিত স্বর্ণবেদীর উপর যেন উৎসর্গ
৪ করে। এবং সে দূতের হস্ত হইতে ধূপাদির ধূমা

পুণ্যবানেরদের প্রার্থনাদির সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাতে
৫ উঠিল। এবং সে দূত ধুনাচিটা লইয়া যজ্ঞকুণ্ডের
অগ্নিতে ভরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিল তাহাতে কলরব
৬ ও মেঘনাদ ও বিদ্যুৎ হইল। এবং সে সপ্ত তুরীধারি
৭ সপ্ত দূত বাজাইতে প্রস্তুত করিতে লাগিল। প্রথম দূত
বাজাইলে রক্তে মিশ্রিত শিলাবৃষ্টি ও অগ্নি হইল
এবং সে ভূমিতে আছাড় দিয়া অধঃক্ষেপণ করা গেল
তাহাতে বৃক্ষাদির তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইল ও হারা
৮ তৃণাদি সমস্তই পোড়ান গেল। পরে দ্বিতীয় দূত
বাজাইলে অগ্নিতে প্রজ্বলিত বৃহৎ এক পর্ব্বত সমুদ্রেতে
ক্ষেপণ হইলে যাদৃশ হয় তাদৃশ হইল এবং সমুদ্রের
৯ তৃতীয় ভাগ রক্ত হইয়া গেল। এবং সমুদ্রের
মধ্যকার জীবযুক্ত জন্তু সকলের তৃতীয়াংশ মরিল
১০ ও জাহাজাদির তৃতীয়াংশ নষ্ট হইল। পরে তৃতীয়
দূত বাজাইলে বড়ই নক্ষত্র প্রজ্বলিত ডামরের ন্যায়
আকাশ হইতে অধঃপতন হইল এবং সে নদনদী
ও জলের তলশুষাদির তৃতীয় ভাগের উপর পড়িল।
এবং সেই নক্ষত্রের নাম নাগদানা করিয়া কহে এবং
১১ জলের তৃতীয় ভাগ নাগদানা হইয়া গেল এবং অনেক
মনুষ্য তাহার তিক্ত হওয়া প্রযুক্তে সে জল হইতে
১২ মরিল। অনন্তর চতুর্থ দূত বাজাইলে সূর্য্যের তৃতীয় অংশ
ও চন্দ্রের তৃতীয় অংশ এবং নক্ষত্রগণের তৃতীয় অংশের

আঘাৎ হইল তাহাতে তাহারদের তৃতীয় ভাগ অন্ধীকৃত হইয়া গেল এবং দিনের প্রকাশের তৃতীয় অংশ হইল

১৩ না এবং রাত্রি ও সেইমত হইল। পরে আমি দৃষ্টি করিয়া এক দূতকে স্বর্গের মধ্যদেশ দিয়া উড়িয়া যাইতে২ মহানাদে এ কথা কহিতে শুনিলাম যে বাজাইবার বক্রী থাকা অন্য তিন দূতের তুরীর শব্দ প্রযুক্তে প্রমাদ প্রমাদ প্রমাদ পৃথিবীর নিবাসিরদের উপর।

নবম অধ্যায়

অনন্তর পঞ্চম দূত বাজাইলে আমি এক নক্ষত্রকে স্বর্গ হইতে ভূমিতে পড়িতে দেখিলাম এবং তাহাকে অতলস্পর্শ গর্ত্তের ছোড়ান দেওয়া গেল। এবং সে

২ অতলস্পর্শ গর্ত্তকে তিনি খুলিয়া দিলেন তাহাতে গর্ত্ত হইতে বৃহৎ আফরের ধূমা যেমত হয় সেই মত ধূমা উঠিল এবং সে গর্ত্তের ধূমায় সূর্য্য ও শূন্য

৩ সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। এবং সে ধূমা হইতে পঙ্গফড়িং নির্গত হইয়া ভূমিতে আসিয়া থাকিল ও ভূমির বিছা যেমত শক্তি ধরে সেইমত শক্তি তাহার

৪ দিগকেও প্রদান হইল। এবং তাহারদিগকে আজ্ঞা দেওয়া গেল যে তোরা ভূমির তৃণ কি কোন হারা বস্তু কিম্বা কোন বৃক্ষের হানি করিবি না কিন্তু কেবল সেই মনুষ্যেরদিগকে যাহারদের কপালে ঈশ্বরের

৫ মুদ্রার ছাপ নাই। কিন্তু ইহারদিগকে প্রাণে মারিয়া ফেলিতে উহারদিগকে আজ্ঞা হইল না কিন্তু যে তাহারা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যেন যন্ত্রণা পায় এবং তাহারদের যন্ত্রণা বিছাতে মনুষ্য দংশিত হইলে যাদৃশ বেদনা হয়
৬ তাদৃশ ছিল। এবং সেই সময়ে মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিয়াও তাহার উদ্দেশ পাইবে না ও তাহারা মরিতে ইচ্ছা করিবে কিন্তু মৃত্যু তাহারদিগ হইতে
৭ পলায়ন করিবে। এবং সেই পঙ্গফড়িঙ্গের আকৃতি যুদ্ধার্থ সসজ্জ অশ্বের ন্যায় ও তাহারদের মস্তকের উপর সুবর্ণ কিরীটের মত দেখাইল ও তাহারদের
৮ বদন মনুষ্যবদনের স্বরূপ ছিল। ও তাহারদের কেশ বেণী ছিল যাদৃশ স্ত্রীলোকেরদের বেণী হয় ও তাহার
৯ দের দন্ত সিংহের দন্তের ন্যায়। এবং তাহারদের বুকপাটী লৌহ বুকপাটীর মত ছিল এবং তাহারদের পাখার ধ্বনি যাদৃশ সংগ্রামেতে বহু অশ্ব রথাদির চাপাচাপির
১০ শব্দ হয়। এবং বিছার মত তাহারদের লাঙ্গুল ছিল ও তাহারদের লাঙ্গুলে হুল ছিল এবং তাহারদের শক্তি এই যে মনুষ্যেরদিগকে তাহারা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত হিংসা
১১ করিতে পারে। এবং তাহারদের এক রাজা ছিল সেই অতলস্পর্শ গর্ত্তের দূত যাহার নাম এব্রি ভাষাতে আবাদ্দন কিন্তু য়ুনানী ভাষাতে তাহার নাম আপল্লিয়ন।
১২ এক প্রমাদ গিয়াছে আর দেখ তাহার পাছে আর দুই

১৩ প্রমাদ আসিতেছে। তদনন্তর ষষ্ঠ দূত বাজাইলে ঈশ্বরের অগ্রস্থিত স্বর্ণবেদীর চারি শৃঙ্গ হইতে আমি এক রব সেই ষষ্ঠ তুরীধারি দূতকে কহিতে শুনিলাম।
১৪ যে ও চারি দূত যাহারা বড় নদী ফরাতে বদ্ধ আছে
১৫ তাহারদিগকে মুক্ত করিয়া দেও। এবং সে চারি দূত মুক্ত করা গেল যাহারা মনুষ্যেরদের তৃতীয় অংশকে সংহার করিতে এক ঘড়ী ও এক দিন ও এক মাস ও
১৬ এক বৎসরের কারণ প্রস্তুত করা গিয়াছিল। এবং সে অশ্বারূঢ় বাহিনীর সমূহ দুই অর্ব্বুদ ছিল এবং
১৭ তাহার সংখ্যা আমি শুনিলাম। এবং সেই অশ্ব ও তাহারদের আরোহিত ব্যক্তি সকলের রূপ বেশ আমি এইমত দেখিলাম তাহারদের অগ্নি ও নীলা ও গন্ধকের বুকপাটী ছিল এবং সেই অশ্ব সকলের মস্তক সিংহের মস্তকের সদৃশ ও তাহারদের মুখ হইতে অগ্নি ও ধূমা
১৮ ও গন্ধক বাহিরাইল। এই তিনের দ্বারা অর্থাৎ তাহারদের মুখ হইতে নির্গত সেই অগ্নির ও সেই ধূমার ও সেই গন্ধকের দ্বারা মনুষ্যেরদের তৃতীয়
১৯ ভাগ নষ্ট হইল। কেননা তাহারদের শক্তি তাহারদের মুখ ও লাঙ্গুলে থাকে কেননা তাহারদের লাঙ্গুল সর্পবৎ ও মাথাযুক্ত ছিল এবং তাহা দিয়াই তাহারা
২০ হিংসা করে। তথাপিও বক্রী মনুষ্যেরা যে এ সকল বিড়ম্বনে মরিল না তাহারা আপনারদের হস্তকৃত কর্ম্ম

পুযুক্তে সখেদ হইয়া মন ফিরাইল না তাহাতে যেন দেবতাগণের আর স্বর্ণ রূপ্য পিতল পাতর কাষ্ঠাদি গঠিত বিগ্রহ সকল যাহারদের দেখিবার কি শুনিবার কিম্বা হাঁটিবার সাধ্য নাই ইহারদের পূজা না করে।
২১ এবং তাহারদের কৃত বধ ও গুণী কর্ম্ম ও পরস্ত্রীগমন ও চৌর্য্যাদির কারণও তাহারা সখেদ হইয়া মন ফিরাইল না।

দশম অধ্যায়

অতঃপরে আমি আর এক পরাক্রান্ত দূতকে মেঘেতে পরিধিত ও তাহার মস্তক মেঘ ধনুকে বেষ্টিত স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিলাম এবং তাহার বদন সূর্য্যের
২ ন্যায় ছিল ও তাহার চরণ অগ্নি স্তম্ভের সদৃশ। এবং তাহার হস্তে একটা ছোট খোলা পুস্তক ছিল পরে তিনি আপন দক্ষিণ পদ সমুদ্রের উপর ও বাম পদ
৩ ভূমির উপর স্থাপন করিলেন। পরে তিনি সংগর্জ্জিত সিংহের ন্যায় মহানাদে ডাক ছাড়িলেন এবং তিনি ডাক ছাড়িলে পরে সপ্ত মেঘ গর্জ্জন স্বস্বনাদ করিতে
৪ লাগিল। এবং সেই সপ্ত মেঘ গর্জ্জন আপন ২ নাদ করিলে পরে আমি লিখিতে উদ্যত ছিলাম ইত্যবসরে আমি স্বর্গ হইতে আপনার পুতি এক রব কহিতে শুনিলাম যে ও সপ্ত গর্জ্জনের উক্ত পুসঙ্গ তুমি ছাপ
৫ দিয়া রাখ তাহা লিখিও না। এবং যে দূতকে আমি

সমুদ্রের উপর ও ভূমির উপর দণ্ডায়মান দেখিয়া
৬ ছিলাম। তিনি আপন বাহু স্বর্গেরদিগে উঠাইয়া যিনি
স্বর্গ ও তাহার মধ্যস্থ বস্তু এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যস্থ
বস্তু এবং সমুদ্র ও তাহার মধ্যস্থ বস্তু এ সকলেরদিগকে
সৃষ্টি করিলেন সেই নিত্য জীবির দিব্য করিয়া কহিলেন
৭ যে আর সময় হইবে না। কিন্তু যে সপ্তম দূত
যাহার বাজাইবার ক্ষণ শীঘ্র হইবে তাহার শব্দের
সময়ে ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয় সম্পূর্ণ হইবে যদনুসারে
তিনি আপন সেবক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণেরদিগকে প্রকাশ
৮ করিয়াছিলেন। পরে যে রব স্বর্গ থাকিয়া আমি
আপনার প্রতি উক্তি করিতে শুনিয়াছিলাম সে পুনর্ব্বার
আমাকে বলিতে লাগিল যে তুমি যাইয়া ওই সমুদ্র
ও পৃথিবীর উপরস্থ দণ্ডায়মান দূতের হস্ত হইতে ঐ
৯ ছোট খোলা পুস্তক খান লওগা। অতএব আমি সে
দূতের নিকট যাইয়া তাহাকে কহিলাম যে ঐ ছোট
পুস্তক আমাকে দেন এবং তিনি আমাকে কহিলেন
লও ও তাহাকে খাইয়া ফেল সে তোমার উদর তিক্ত
করিবে কিন্তু তোমার মুখে মধুবৎ মিষ্ট হইবে।
১০ অতএব আমি সেই ছোট পুস্তক দূতের হস্ত হইতে
গ্রহণ করিয়া খাইয়া ফেলিলাম এবং সে আমার মুখে
মধুবৎ মিষ্ট ছিল কিন্তু তাহা খাইবা মাত্র আমার
১১ উদর তিক্ত হইল। পরে তিনি আমাকে কহিলেন

যে তোমাকে অনেক লোক ও দেশ ও ভাষা ও রাজা
গণের প্রতি পুনর্ব্বার ভবিষ্যদ্বাণী কহিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

তাহার পরে কাঠির মত এক নল আমাকে দেওয়া
গেল এবং সে দূত উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন
যে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞকুণ্ড ও
২ তাহার মধ্যকার পূজকেরদিগকে পরিমাণ কর। কিন্তু
মন্দিরের বাহিরে যে উঠান আছে তাহাকে ছাড়িয়া
দিয়া পরিমাণ করিও না কেননা সে ভিন্নদেশিবর্গের
দিগকে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহারা বেয়াল্লিশ মাস
৩ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পুরীকে পদতলে দলাইবে। এবং আমি
আপন দুই সাক্ষিকে শক্তি দিব ও তাহারা চট পরিধানে
এক সহস্র দুই শত ষাইট দিবস পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী
৪ কহিবে। এই সে দুই জৈতুন বৃক্ষ ও দুই প্রদীপ যে
৫ পৃথিবীর ঈশ্বরের অগ্রস্থিত আছে। এবং যদি কেহ
তাহারদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার
দের মুখ হইতে অগ্নি বাহিরাইয়া তাহারদের শত্রুর
দিগকে খাইয়া ফেলিবে অতএব যদিস্যাৎ তাহারদের
হিংসা করিতে কাহার বাঞ্ছা হয় তবে তাহাকে এই
৬ রূপ হত্যা হইতে হইবে। ইহারা আকাশ রুদ্ধ
করিবার শক্তি রাখে যেন তাহারদের ভবিষ্যদ্বাণী
কহন সময়ে কিছু বৃষ্টি না হয় এবং যতবার ইচ্ছা

করে ততবার জল সকল রক্ত করিতে আর পৃথিবীকে সকল প্রকার বিড়ম্বন দিয়া হনন করিতে তাহারদের
৭ শক্তি আছে। এবং তাহারদের সাক্ষী দেওনের সমাপন করিলে পরে সে পশু যে অগাধ হইতে উঠে তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে ও তাহারদিগকে পরাস্ত করিয়া
৮ বধ করিবে। এবং তাহারদের শব সেই মহৎ নগরের সড়কে পড়িয়া থাকিবে যাহাকে আত্মিক ভাবেতে সদম ও মিশ্বর করিয়া কহে যেখানে আমার
৯ দের প্রভু ক্রূশেতে টাঙ্গা গিয়াছিলেন। এবং লোক ২ ও জাতি ২ ও ভাষা ২ ও দেশ ২ তাহারদের মৃত দেহ সাড়ে তিন দিবস দৃষ্টি করিতে থাকিবে এবং তাহার
১০ দের শবকে কবরে পুতিয়া রাখিতে দিবে না। এবং পৃথিবীর নিবাসিরা তাহারদের উপর আনন্দ করিবে ও হর্ষিত হইবে ও পরস্পারে উপহার সামগ্রী প্রেরণ করিবে কেননা সেই দুই ভবিষ্যদ্বক্তা পৃথিবী নিবাসির
১১ দিগকে ব্যথিত করিয়াছিল। অনন্তর সাড়ে তিন দিবস গত হইলে পরে ঈশ্বর হইতে জীবনের আত্মা তাহারদের অন্তরে প্রবেশ করিলে তাহারা পায়ের ভরে দাঁড়াইল তাহাতে যে সকল তাহার দের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল তাহারদের উপর বড়ই
১২ শঙ্কা পড়িল। পরে তাহারা মহারব স্বর্গ থাকিয়া তাহারদিগকে কহিতে শুনিল যে এখানে উঠিয়া

আইস এবং তাহারা মেঘগত হইয়া স্বর্গেতে উর্দ্ধগমন করিল ও তাহারদের শত্রুরা তাহারদের প্রতি দৃষ্টি
১৩ করিল। এবং সেই দণ্ডে বড়ই ভূমিকম্প হইল তাহাতে নগরের দশম অংশ পড়িল এবং সেই ভূমিকম্পে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত্যা হইল আর বক্রী সকল আতঙ্কিত
১৪ ছিল এবং স্বর্গের ঈশ্বরকে প্রশংসাদি করিল। দ্বিতীয় প্রমাদ গত হইয়াছে আর দেখ তৃতীয় প্রমাদ ত্বরিত
১৫ আসিতেছে। অনন্তর সপ্তম দূত বাজাইলে স্বর্গেতে বড় ২ ধ্বনি হইল যে এই জগতের রাজ্য সকল আমারদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের অধিকার হইয়া গিয়াছে
১৬ এবং তিনি সদা সর্ব্বদা সমরাজ করিবেন। এবং সেই চতুর্বিংশতি প্রাচীনেরা যে ঈশ্বরের সম্মুখে আপন ২ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন তাহারা মুখের
১৭ ভরে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিলেন। হে প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান যে বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ আমরা তোমার ধন্যবাদ করি কেননা তুমি আপনার মহাশক্তি ধারণ করিয়া সমরাজ করিয়াছ।
১৮ অতএব রাজ্য সকল ক্রুদ্ধ ছিল এবং তোমারি ক্রোধানল আসিয়াছে ও সেই সময়ও পৌঁছিয়াছে যখন মৃত লোকের বিচার হইতে হয় এবং তোমাকে তোমার সেবক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণেরদিগকে ও পুণ্যবানেরদিগকে ও তোমার নামভীত ছোট বড় সকলেরদিগকে প্রতিফল

দিতে হয় ও পৃথিবীর নাশকেরদিগকে নষ্ট করিতে
১৯ হয়। অনন্তর ঈশ্বরের মন্দির স্বর্গেতে খোলা গেল ও
মন্দিরের মধ্যে তাহার সাক্ষি সিন্দুক দেখা গেল পরে
বিদ্যুত ও কলরব ও মেঘগর্জ্জন ও ভূমিকম্প ও বড়
শিলাবৃষ্টি হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

তাহার পরে বড় এক আশ্চর্য্য স্বর্গেতে প্রকাশিত
হইল এক স্ত্রীলোক সূর্য্যেতে পরিধানা ও তাহার
চরণের নীচে চন্দ্রটা এবং তাহার মস্তকের উপর দ্বাদশ
২ নক্ষত্রের মুকুট প্রত্যক্ষ হইল। এবং সে গর্ব্ভবতী
হইয়া অপত্য জন্মানেতে প্রসব বেদনায় আর্ত্তস্বর
৩ করিতে লাগিল। অনন্তর আর এক আশ্চর্য্য স্বর্গেতে
প্রত্যক্ষ হইল দেখ সপ্ত মাথা ও দশ শৃঙ্গ এবং তাহার
মাথার উপর সপ্ত মুকুট এমত লক্ষণযুক্ত বৃহৎ এক
৪ রাঙ্গা নাগ দেখা গেল। এবং তাহার লাঙ্গুল আকাশের
নক্ষত্রের তৃতীয় ভাগকে আকর্ষণ করিয়া ভূমিতে
ফেলিয়া দিল এবং সে নাগ সেই প্রসব হওনের উদ্যতা
স্ত্রীলোকের সম্মুখে যাইয়া থাকিল যে তাহার অপত্যটা
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সে তাহাকে যেন খাইয়া ফেলে।
৫ অনন্তর তিনি এক পুরুষ সন্তানকে প্রসব হইলেন
যিনি সকল রাজ্যের উপর লৌহ দণ্ডে শাসন করিবেন
এবং তাহার বালক ঈশ্বরের নিকট ও তাহার

৬ সিংহাসনের নিকট আকর্ষিত হইয়া উঠিল। পরে সে স্ত্রীটি বন প্রান্তরে পলায়ন করিলেন যেখানে ঈশ্বর তাহার নিমিত্তে এক স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে তথায় তিনি এক সহস্র দুই শত ষাইট দিবস যেন
৭ প্রতি পালিত হন। এবং স্বর্গেতে সংগ্রাম হইল মিখাল স্বর্গদূতগণে সেই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন এবং নাগ
৮ ও তাহার দূতেরা যুদ্ধ করিল। কিন্তু পারিল না এবং স্বর্গেতে তাহারদের আর স্থান পাওয়া গেল না।
৯ এবং সে বড় নাগটা বাহিরে ফেলা গেল সেই বৃদ্ধ সর্প যাহাকে ইবলীস ও শয়তান করিয়া কহে যে সমুদয় পৃথিবীকে ভুলাইতেছে সে তো বাহির করিয়া পৃথিবীতে অধঃক্ষেপণ হইল এবং তাহার সঙ্গে তাহার
১০ দূতেরাও বাহিরে ফেলা গেল। পরে আমি স্বর্গেতে এক মহারব উক্তায়মান শুনিলাম যে এখন পরিত্রাণ ও আমারদের ঈশ্বরের শক্তি ও রাজত্ব ও তাঁহার খ্রীষ্টের প্রভুত্ব আসিয়াছে কেননা আমারদের ভ্রাতৃগণের অপবাদক যে তাহারদিগকে আমারদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে দিবারাত্রি অপবাদ করিত সেতো বাহির
১১ করিয়া ফেলা গিয়াছে। এবং তাহারা মেষপাঁঠার রক্তের দ্বারা ও আপনারদের সাক্ষি কথার দ্বারা তাহাকে পরাভব করিয়াছে এবং আপনারদের প্রাণকে
১২ ভাল না বাসিয়া মৃত্যু স্বীকার করিল। অতএব হে

স্বর্গাদি ও তোমাসকল তাহার নিবাসিরা আনন্দিত হও কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের অবস্থিত সকলেরদিগকে প্রমাদ থাকে কেননা ইবলীস তোমারদের স্থানে বিষম কোপেতে অধোগতি করিয়াছে কেননা সে
১৩ জানে যে তাহার অল্পকাল আছে। অনন্তর সে নাগ যখন দেখিল যে আপনি পৃথিবীতে অধঃক্ষিপ্ত হইয়াছে তখন ওই পুরুষ সন্তানের প্রসূতিকা জননীকে
১৪ সে শন্তাইতে লাগিল। তখন সেই স্ত্রীকে বৃহৎনখর পক্ষির দুই পাখা দেওয়া গেল যে তিনি বন প্রান্তরে আপন স্বস্থানে যেন উড়িয়া যান যেখানে সে সর্পের মুখ হইতে এক সময় ও দ্বিসময় ও অর্দ্ধ সময় পর্য্যন্ত
১৫ তিনি প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। এবং স্ত্রীর পশ্চাতে সর্পটা আপন মুখ হইতে নদীবৎ জলের প্রবাহ বাহির করিয়া দিল যেন তাহার শ্রোতেতে তাহাকে
১৬ ভাষাইয়া লইয়া যায়। তাহাতে ভূমিটা সে স্ত্রীর সাহায্য করিল কেননা ভূমি আপন মুখ মেলিয়া সেই
১৭ নাগমুখ নির্গত জল প্রবাহকে পান করিল। অতএব সে স্ত্রীর প্রতি নাগ অতি ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং তাহার বক্রী সন্তান যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে ও য়িশু খ্রীষ্টের সাক্ষি কথা ধরিয়া রাখে তাহার দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর আমি সমুদ্রের বালীর উপর দাঁড়াইয়া সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ ও তাহার শৃঙ্গের উপর দশ মুকুট এবং তাহার মস্তকের উপর ঈশ্বরাপমাণক নাম এমত লক্ষণযুক্ত এক পশুকে সমুদ্র হইতে উঠিতে দেখিলাম।
২ এবং যে পশুকে আমি দেখিলাম সে চিতা ব্যাঘ্রের মত ছিল ও তাহার পা সকল ভল্লুকের পায়ের সদৃশ ও তাহার মুখ সিংহের মুখের ন্যায় পরে সে নাগ আপন মহিমা ও সিংহাসন ও যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব তাহাকে দিল।
৩ অনন্তর আমি দেখিলাম যে তাহার এক মস্তক মরিবার মত ঘাইল হইয়াছে তথাপি তাহার অন্তক ঘা সুস্থ হইয়া গেল এবং জগৎ সমুদয় সে পশুর পাছে গিয়া
৪ আশ্চর্য্য ভাবিল। পরে তাহারা সে পশুর শক্তিদাতা নাগকে ভজনা করিল এবং তাহারা সে পশুকেও ভজনা করিয়া কহিল যে এ পশুর সমতুল্য কেটা তাহার
৫ সহিত যুদ্ধ করিতে কাহার সাধ্য। অনন্তর বড়ই দর্প কথা ও ঈশ্বরাপমাণক কথা কহনের এক মুখ তাহাকে দেওয়া গেল এবং বেয়াল্লিশ মাসের সংগ্রাম করিবার
৬ শক্তিও তাহাকে প্রদান হইল। এবং সে ঈশ্বরের নিন্দায় আপন মুখ খুলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার স্থান ও যে সকল স্বর্গেতে বাস করে তাহারদিগকে
৭ নিন্দা করিতে লাগিল। অপর তাহাকে পুণ্যবানেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ও তাহারদিগকে পরাস্ত করিতে

দেওয়া গেল এবং যাবত্তীয় কুল ও ভাষা ও রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সাধ্য তাহাকে দেওয়া গেল।
৮ এবং পৃথিবীর যাবত্তীয় নিবাসিরা তাহার পূজা করিবে যাহারদের নাম সেই মেষপাঁঠার জীবনের পুস্তকে লেখা যায় নাই যিনি জগতের আরম্ভাবধি হত্যা
৯ হইয়াছিলেন। যদিতু কাহার কর্ণ থাকে তবে সে
১০ শুনুক। যেটা বন্ধনে নিয়া যায় সেটা বন্ধনে চলিত হইবে যে ব্যক্তি তলওয়ার দিয়া বধ করে সে ব্যক্তি তলওয়ারেতে হত্যা হইবে এথায় পুণ্যবানেরদের ক্ষান্তি
১১ ও পুত্যয়। অনন্তর আমি আর এক পশুকে ভূমি হইতে উঠিতে দেখিলাম এবং তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল মেষপাঁঠার ন্যায় কিন্তু তাহার বোলী নাগের সদৃশ।
১২ এবং পুথম পশুর যত সাধ্য শক্তি ছিল তাহা এইটা তাহার সাক্ষাতে সাধিতেছে এবং সমস্ত পৃথিবী ও তাহার মধ্যকার নিবাসি সকলেরদিগকে সেই পুথম পশুর পূজা করাইল যাহার অন্তক ঘা সুস্থ হইয়া
১৩ গিয়াছিল। এবং সে বড়ই আশ্চর্য্য করিতেছে এমত যে তাহার করাণেতে অগ্নি মনুষ্যেরদের পুত্যক্ষে
১৪ আকাশ হইতে ভূমিতে পড়ে। অতএব সে পশুর সম্মুখে যে আশ্চর্য্য করিতে তাহার শক্তি ছিল তাহার দ্বারা সে জগন্নিবাসিরদিগকে ভ্রান্ত করাইয়া সেই তলওয়ারেতে ঘা পাইয়া বাঁচা পশুর পুতিমা নির্ম্মাণ

১৫ করিতে জগন্নিবাসিরদিগকে আজ্ঞা দিল। অপর সেই পশুর পুতিমাকে সজীব করিতে শক্তি পাইল তাহাতে সে পশুর পুতিমা যেন বলিতে পায় এবং যত লোক সে পশুর পুতিমার পূজা করিতে অনিচ্ছু হয়

১৬ তাহারদিগকে বধ করায়। এবং সে ছোট বড় ধনী দরিদ্র মুক্ত ও বদ্ধি সকলেরদিগকেই আপন২ দক্ষিণ হস্তে কিম্বা কপালেতে এক চিহ্নের গ্রহণ করায়।

১৭ এবং সেই পশুর চিহ্ন কি নাম কিম্বা তাহার নামের সংখ্যা ধারি ব্যতিরেক কেহ যেন ক্রয় বিক্রয় করিতে

১৮ না পায়। ইহাতে বুদ্ধি আছে অতএব যেটা বুদ্ধিমান হয় সেই সে পশুর সংখ্যা গণনা করুক কেননা তাতো মনুষ্যের সংখ্যা আছে এবং তাহার সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টী।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অনন্তর আমি অবলোকন করিলাম এবং দেখ এক মেষপাঁঠা ও একশত চৌয়াল্লিশ সহস্র জন যাহারদের কপালে তাঁহার পিতার নাম অঙ্কিত ছিল তাঁহার সঙ্গে

২ শীয়ন পর্ব্বতে দণ্ডায়মান ছিল। পরে আমি স্বর্গ হইতে এক রব বহু জলের কল্লোল ও বড় মেঘ গর্জ্জনের সদৃশ শুনিলাম এবং স্ববীণা বাজাইতে পুসর্ত্ত বীণা

৩ বাদকেরদের ধ্বনি আমি শ্রবণ করিলাম। এবং তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও চারি জন্তুর ও প্রাচীনগণের

সম্মুখে যেমত নূতন এক গীত গাইতে লাগিল কিন্তু সেই গীত সে পৃথিবী হইতে একশত চৌয়াল্লিশ সহস্র মুক্ত জন
৪ ব্যতিরেক কেহ শিখিতে পারিল না ইহারা সেই সকল যাহারা স্ত্রীগণেতে অপবিত্র হয় নাই কেননা তাহারা আইবড় সকল ইহারা সেই যাহারা মেষপাঁঠার পশ্চাৎ গামী হয় তিনি যথাতথা যান ইহারা মনুষ্যেরদের মধ্য হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ও মেষপাঁঠার প্রতি প্রথম
৫ ফল হয়। এবং তাহারদের মুখেতে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা ঠাহরা গেল না কেননা তাহারা ঈশ্বরের
৬ সিংহাসনের অগ্রে নির্দোষী আছে। অনন্তর আমি আর এক দূতকে নিত্য মঙ্গল সমাচারকে ধারণ করিয়া জগন্নিবাসি যাবতীয় রাজ্য ও কুল ও ভাষা ও বর্গের প্রতি প্রচার করিতে স্বর্গের মধ্য দেশে উড়িতে
৭ দেখিলাম। এবং সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার প্রশংসা কর কেননা তাঁহার দণ্ড বিচারের ক্ষণ আসিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিকে ভজনা কর যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও জলাশয়াদির সৃষ্টি
৮ করিলেন। পরে আর এক দূত তাহার পশ্চাৎ হইয়া চলিতে২ কহিল মহৎ পুরী বাবেল পড়িয়াছে২ কেননা সে যাবতীয় রাজ্যকে আপন রাগময়
৯ ব্যভিচারের মদ পান করাইয়াছিল। তাহার পরে তৃতীয় এক দূত তাহারদের পাছে২ চলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

কহিল যদি কেহ সেই পশুকে ও তাহার পুতিমাকে
ভজনা করে এবং তাহার চিহ্ন আপন কপালে কিম্বা
১০ হস্তে গুহণ করে। তবে সে ঈশ্বরের রাগের মদ
পান করিবে যাহা তাঁহার কোপের বাটীতে অমিশ্রিত
ঢালা গিয়াছে এবং সে ধর্ম্ম দূতেরদের সাক্ষাতে ও
মেষপাঁঠার সাক্ষাতে অগ্নিতে ও গন্ধকে যন্ত্রণা ভোগ
১১ করিবে। ও তাহারদের যন্ত্রণার ধূমা নিত্য ২ উঠে এবং
সেই পশু ও তাহার পুতিমাকে যাহারা ভজনা করে
আর যে কেহ তাহার নামাঙ্ক গুহণ করে তাহারদের
১২ বিশ্রাম দিবাতেও হয় না রাত্রিতেও হয় না। এথায়
পুণ্যবানেরদের ক্ষান্তি এথায় সেই সকল যাহারা
১৩ ঈশ্বরের আজ্ঞা ও য়িশুর ধর্ম্ম পালন করে। অনন্তর
আমি স্বর্গ হইতে এক রব আমাকে কহিতে শুনিলাম
যে লেখ এখন হইতে পুভুতে যাহারা মরে সে মৃতেরা
ধন্য আত্মা কহিতেছেন হাঁ বটে তাহারা আপনারদের
শ্রম হইতে যেন বিশ্রাম পায় এবং তাহারদের কর্ম্ম
১৪ সকল তাহারদের পশ্চাদ্গামি হয়। পরে আমি
অবলোকন করিলাম ও দেখ একটা শুক্লমেঘ ও সে
মেঘের উপর মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি স্বমস্তকে
সুবর্ণ মুকুট এবং স্বহস্তে তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ধারণ করিয়া
১৫ বসিয়া আছেন। অতঃপরে আর এক দূত মন্দির
হইতে বাহিরাইয়া সেই মেঘারোহিত ব্যক্তিকে মহা

নাদে ডাক ছাড়িলেন যে তোমার কাস্ত্যা লাগাইয়া কাট তোমার কাটনের সময় তো আসিয়াছে কেননা
১৬ পৃথিবীর শস্য সকল পরিপক্ব হইয়াছে। এবং সে মেঘারোহিত ব্যক্তি হস্ত বিস্তার করিয়া আপন কাস্তা ভূমিতে লাগাইয়া দিলেন এবং ভূমির শস্য সকল
১৭ কাটা গেল। অনন্তর আর এক দূত স্বর্গস্থিত মন্দির হইতে নির্গত হইলেন এবং তিনি ও তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা
১৮ ধরিয়া আছেন। তদনন্তর আর এক দূত যাহার অগ্নির উপর অধিকার ছিল তিনি সেই তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ধারি দূতকে বড়ই চীৎকার করিয়া ডাক ছাড়িলেন যে তোমার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষার থোকা সকল ছিঁড়িয়া লও কেননা তাহার দ্রাক্ষা ফল
১৯ সকল সুপক্ব হইয়াছে। এবং সে দূত ভূমির উপর হস্ত বিস্তার করিয়া আপন কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষা ছিণ্ডন করিলেন এবং তাহাকে ঈশ্বরের কোপের
২০ বৃহৎ দ্রাক্ষা চাপেতে ফেলিয়া দিলেন। এবং সে দ্রাক্ষা চাপ নগরের বাহিরে চাপা গেল ও সে দ্রাক্ষা চাপ হইতে রক্ত নির্গত হইয়া পরিমাণে এক সহস্র ছয় শত তীর ভূমি যুড়্যা অশ্বের লাগাম পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অনন্তর আমি আর এক মহৎ ও অদ্ভুত লক্ষণ স্বর্গেতে দেখিলাম সপ্ত দূত যাহারদের স্থানে সপ্ত শেষ

বিড়ম্বন ছিল কেননা তাহাতে ঈশ্বরের কোপানল
২ পরিপূর্ণ হয়। এবং আমি যাদৃশ অগ্নিতে মিশ্রিত এক
কাঁচ সমুদ্রকে দেখিলাম এবং যে সকল সেই পশুকে ও
তাহার প্রতিমাকে ও তাহার চিহ্নকে ও তাহার নামের
সংখ্যাকে পরাজয় করিয়াছিল তাহারা ঈশ্বরের বীণা
লইয়া সেই কাঁচ সমুদ্রের উপর দণ্ডায়মান ছিল।
৩ এবং তাহারা ঈশ্বরের সেবক মোশার গীত ও মেষ
পাঁঠার গীত গাইয়া কহিতে লাগিল যে হে প্রভো ঈশ্বর
সর্ব্বশক্তিমান তোমার কর্ম্ম সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য হে
পুণ্যবানেরদের রাজা তোমার পথ সকল প্রকৃত ও সত্য।
৪ হে প্রভো তোমাকে কেটা ভয় না করিবে ও তোমার
নাম কাহার দ্বারাতে প্রশংসিত না হইবে কেননা
তুমিই কেবল ধর্ম্ম অতএব সকল রাজ্য আসিয়া
তোমার সাক্ষাতে ভজনা করিবে কেননা তোমার
৫ যথার্থ বিচার ব্যক্ত করা গিয়াছে। তাহার পরে আমি
অবলোকন করিলাম এবং দেখ সাক্ষি তাম্বুর মন্দির
৬ স্বর্গেতে খোলা গেল। এবং সেই সপ্ত দূত যাহারদের
নিকট সে সপ্ত বিড়ম্বন ছিল তাঁহারা নির্ম্মল ও চকমক্যা
বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত ও বক্ষদেশেতে স্বর্ণ পটুকায় বেষ্টিত
৭ হইয়া মন্দির হইতে বাহিরাইলেন। পরে ঐ চারি
জন্তুর মধ্যে এক জন্তু সাতটা সুবর্ণ বাটী নিত্য জীবিত
ঈশ্বরের কোপানলে পূর্ণ সেই সপ্ত দূতেরদিগকে দিলেন।

৮ এবং মন্দিরটা ঈশ্বরের তেজ ও শক্তি হইতে ধূমায় ভরিয়া গেল তাহাতে সেই সপ্ত দূতেরদের সপ্ত বিড়ম্বন যাবৎ সিদ্ধ না হয় তাবৎ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না।

ষোড়শ অধ্যায়

অনন্তর আমি একটা বড়ই রব মন্দিরে থাকিয়া সেই সপ্ত দূতেরদিগকে কহিতে শুনিলাম যে যাও ঈশ্বরের কোপানলের বাটী পৃথিবীর উপর ঢাল গিয়া।

২ এবং প্রথমটা যাইয়া আপন বাটী পৃথিবীর উপর ঢালিয়া দিলে সেই পশুর চিহ্ন যাহারা ধারণ করিয়াছিল ও তাহার প্রতিমাকে পূজা করিয়াছিল তাহারদের উপর অতি মন্দ ও পীড়াদায়ক ঘা হইল। পরে

৩ দ্বিতীয় দূত আপনার বাটী সমুদ্রের উপর ঢালিয়া দিলে সে মৃত মনুষ্যের রক্তবৎ হইয়া গেল এবং

৪ সমুদ্রের যাবতীয় জীয়ন্ত প্রাণী মরিল। অনন্তর তৃতীয় দূত আপন বাটী নদনদী ও জলাশয়াদির

৫ উপর ঢালিলে সে সকলও রক্ত হইয়া গেল। এবং আমি জলের দূতকে কহিতে শুনিলাম যে হে প্রভো বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ তুমি যথার্থ যে এমত

৬ বিচার করিয়াছ। কেননা তাহারা পুণ্যবান ও ভবিষ্যদ্বক্তগণের রক্তপাত করিয়াছিল অতএব তুমি তাহারদিগকে পান করিবার কারণ রক্ত দিয়াছ কেননা

৭ তাহারা তাহাতে যোগ্য। এবং আমি আর একটাকে যজ্ঞকুণ্ড হইতে কহিতে শুনিলাম যে হাঁ বটে তোমার বিচার সত্য ও প্রকৃত হে প্রভো ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।
৮ অনন্তর চতুর্থ দূত আপন বাটী সূর্য্যের উপর ঢালিয়া দিলে সে মনুষ্যেরদিগকে অগ্নিতে ঝলসাইয়া দিতে
৯ শক্তি পাইল। এবং মনুষ্যেরা বড়ই তাপেতে ঝলসান গিয়া যে ঈশ্বরের বশে এ সকল বিড়ম্বন ছিল তাঁহার নামের অপনিন্দা করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে
১০ প্রশংসাদি করিতে তাহারা মন ফিরাইল না। তদনন্তর পঞ্চম দূত আপন বাটী ঐ পশুর সিংহাসনের উপর ঢালিয়া দিলে তাহার রাজ্য অন্ধকারময় হইয়া গেল এবং তাহারা স্ববেদনার জ্বালাতে আপনারদের জিহ্বা
১১ কামড়াইতে লাগিল। ও তাহারদের ব্যথা ও ঘা সকলের নিমিত্তে স্বর্গের ঈশ্বরকে অপনিন্দা করিয়া আপনারদের ক্রিয়া প্রযুক্তে সখেদ হইয়া মন ফিরাইল
১২ না। ততঃপরে ষষ্ঠ দূত আপন বাটী মহানদী ফরাতের উপর ঢালিয়া দিলে তাহার জল শুষ্ক হইয়া গেল তাহাতে পূর্ব্বদিগের রাজাগণের পথ যেন প্রস্তুত হয়।
১৩ অনন্তর আমি সে নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার মুখ হইতে ভেকের সদৃশ তিন অপবিত্র
১৪ ভূতকে বাহিরাইতে দেখিলাম। কেননা ইহারা শয়তানগণের আশ্চর্য্যকারি আত্মা যাহারা জগৎ

সমুদয়ের ভূপতিরদিগকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহৎ
দিনের যুদ্ধার্থে একত্র করিবার কারণ তাহারদের নিকট
১৫ গমনাগমন করে। দেখ আমি চোরের সদৃশ আসিতেছি
ধন্য সেই যে জাগরণ করিয়া আপনার পরিচ্ছদ রক্ষা
করে তাহাতে যেন আপনি উলঙ্গ হইয়া না বেড়ায়
১৬ যে মনুষ্যেরা তাহার লজ্জা দেখে। পরে তিনি তাহার
দিগকে এক স্থানে একত্র করিলেন যাহাকে এব্রি
১৭ ভাষাতে হারমগিদন কহে। অতঃপরে সপ্তম দূত
আপন বাটী শূন্যের মধ্যে ঢালিয়া দিলে স্বর্গের মন্দির
হইতে সিংহাসনের নিকট হইতেই মহৎ এক রব
১৮ উচ্চায়মান আসিয়া কহিল যে হইয়াছে। অনন্তর
কলরব ও মেঘনাদ ও বিদ্যুৎ হইল এবং বড়ই ভূকম্প
এমত যে পৃথিবীর উপর মনুষ্যেরদের বর্ত্তমান
হওনাবধি সেই পর্য্যন্ত তাদৃশ দারুণ মহদ্ভূমিকম্প
১৯ কখনও হয় নাই। এবং মহৎ নগর তিন ভাগ হইয়া
ভিন্ন ২ হইয়া গেল ও ভিন্নদেশিবর্গের নগরাদি সকল
অধঃপতন হইল এবং মহাবাবেল ঈশ্বরের স্মরণে
সাক্ষাতে আইল যে আপন প্রচণ্ডতর কোপের মদের
২০ বাটী তাহাকে দেন। তাহাতে যাবতীয় দ্বীপ
উপদ্বীপাদি উড়িয়া গেল এবং পর্ব্বতাদি সকল অনুদ্দেশ
২১ হইল। পরে আকাশ হইতে বিপরীত শিলাবৃষ্টি
মনুষ্যেরদের উপর পড়িল এক ২ প্রস্তর এক ২ মোন

পরিমাণ এবং সেই শিলের বিড়ম্বনার্থে মনুষ্যেরা ঈশ্বরের অপনিন্দা করিতে লাগিল কেননা তাহার বিড়ম্বন অত্যন্ত বিপরীত ছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

অনন্তর সেই সপ্ত বাটীধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন আসিয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া কহিলেন আইস আমি তোমাকেও অনেক জলের উপর বিরাজমানা মহতী বেশ্যার দণ্ড বিচার দেখাইব।
২ যাহার সঙ্গে পৃথিবীর রাজাগণ ব্যভিচার করিয়াছে ও যাহার ব্যভিচারের মদে জগন্নিবাসিরা মত্ত
৩ হইয়াছে। অতএব তিনি আত্মার যোগে আমাকে বন প্রান্তরে লইয়া গেলেন এবং আমি এক স্ত্রী লোককে ঈশ্বরাপমাণক নামেতে পরিপূর্ণ এবং সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গেতে যুক্ত এক সিন্দূর বর্ণ পশুর উপর
৪ আরোহিত দেখিলাম। এবং সে স্ত্রীটা বাগুণী বর্ণ ও সিন্দূর বর্ণের বস্ত্রে বস্ত্রান্বিতা ও স্বর্ণ রত্ন মুক্তাদি অভরণে ভূষিতা হইয়া স্বহস্তে আপন ব্যভিচারের কদর্য্যেতে ও মলাতে পরিপূর্ণ একটা সুবর্ণ বাটী ধারণ করিয়া
৫ আছিল। এবং তাহার কপালে এক নাম লেখা ছিল যে নিগূঢ় বিষয় মহাবাবেল বেশ্যাগণের ও পৃথিবীর
৬ কদর্য্য বিষয়ের জননী। পরে আমি সেই স্ত্রীকে পুণ্যবানেরদের রক্তে ও য়িশুর সাক্ষিরদের রক্তেতে মত্তা

দেখিলাম এবং তাহাকে দেখিয়া আমি বড় অসম্ভব
৭ জ্ঞানেতে বিস্মিত হইলাম। তখন সে দূত আমাকে
কহিলেন যে তুমি অসম্ভব জ্ঞান কেন করিলা সে স্ত্রীর
এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গে যুক্ত বাহন্যা পশুর
৮ নিগূঢ় বিষয় আমি তোমাকে কহিয়া দিব। যে পশু
তুমি দেখিলা সে ছিল ও এখন নাই এবং অগাধ গর্ত্ত
হইতে উঠিয়া সর্ব্ব নাশেতে যাইবে এবং জগন্নিবাসি
সকল যাহারদের নাম জগতের আরম্ভাবধি জীবনের
পুস্তকে লেখা যায় নাই তাহারা সেই পশু যে ছিল ও
এখন নাই তথাপিও আছে তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য
৯ জ্ঞান করিবে। এথায় জ্ঞান যুক্ত বুদ্ধি সেই সপ্ত মস্তক
সপ্ত পর্ব্বত আছে যাহার উপর স্ত্রীটা বসিয়া থাকে।
১০ এবং সপ্ত রাজা আছে পাঁচটা পতিত হইয়াছে একটা
আছে এবং অন্যটা অদ্যাপি আইসে নাই আর যখন
১১ আসিবে তখন সে কিঞ্চিৎ কাল থাকিবে। এবং যে
পশু ছিল ও এখন নাই সেইটা অষ্টম হয় ও সপ্তের
১২ মধ্যে ছিল এবং সর্ব্ব নাশেতে যাইতেছে। অপর যে
দশ শৃঙ্গ তুমি দেখিলা সে দশ রাজা যে আপনারদের
রাজ্যকে অদ্যাপি প্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু তাহারা এক
দণ্ড নিমিত্তে সেই পশু হইতে রাজাবৎ শক্তি পায়।
১৩ ইহারদের এক মন আছে এবং তাহারা আপনারদের
শক্তি ও সামর্থ্য সেই পশুর নিকট সমর্পণ করিবে।

১৪ ইহারা মেষপাঁঠার সঙ্গে যুদ্ধ সাধিবে এবং মেষপাঁঠা তাহারদিগকে পরাজয় করিবেন কেননা তিনি প্রভুর- দের প্রভু ও রাজারদের রাজা এবং তাঁহার সমভ্যারিরা
১৫ আহ্বানিত ও মনোনীত ও বিশ্বাসী। পরে তিনি আমাকে কহিলেন যে জল সকল তুমি দেখিলা যাহার উপর বেশ্যাটা বসিয়াছিল সেতো লোক ও
১৬ জনতা ও রাজ্য ও ভাষা সকল। এবং ও দশ শৃঙ্গ যে তুমি পশুর উপর দেখিলা সে সকল সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করিবে ও তাহাকে উচ্ছন্ন ও উলঙ্গ করিয়া তাহার মাংশ খাইবে ও অগ্নিতে তাহাকে পোড়াইয়া দিবে।
১৭ কেননা ঈশ্বর আপনার মনস্থ সিদ্ধ করিতে এবং ঈশ্বরের কথা সকল যাবৎ পূর্ণ না হয় তাবৎ আপনার দের রাজ্য সকল সেই পশুকে এক বাক্যতা করিয়া
১৮ প্রদান করিতে তাহারদের মনে দিয়াছেন। এবং যে স্ত্রীকে তুমি দেখিলা সেতো সেই মহানগর যে পৃথিবীর রাজাগণের উপর রাজত্ব করিতেছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তদনন্তরে আমি আর এক দূতকে অতি প্রবল হইয়া স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিলাম এবং তাহার
২ তেজেতে পৃথিবী দীপ্তিমান হইয়া গেল। এবং সে অতি গম্ভীর নাদে ডাক ছাড়িয়া কহিতে লাগিল যে মহা বাবেল পড়িয়াছে পড়িয়াছে এবং শয়তানাদির নিবাস

স্থান ও প্রতি অপবিত্র ভূতের গর্ত্ত ও প্রতি অপবিত্র ও
৩ কুৎসিত পক্ষির পিঞ্জরা হইয়া গিয়াছে। কেননা সে
আপন রাগময় ব্যভিচারের মদ দিয়া সমস্ত রাজ্যকে
পান করাইয়াছে এবং পৃথিবীর রাজাগণ তাহার সঙ্গে
ব্যভিচার কর্ম্ম করিয়াছে এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার
পরমান্নাদির বাহুল্যতা প্রযুক্তে ধনবান হইয়াছে।
৪ পরে আমি আর এক রব স্বর্গ হইতে উক্তায়মান
শুনিলাম যে হে আমার লোক উহার মধ্য হইতে
আইস যেন তোমরা তাহার পাপের সহভাগী না হও
ও যে তোমরা তাহার বিড়ম্বনেরও সহভাগী না হও।
৫ কেননা তাহার পাপ স্বর্গ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং তাহার
৬ দুষ্কৃতি কর্ম্ম সকল ঈশ্বরের স্মরণে পড়িয়াছে। সেই
যাদৃশ তোমারদিগকে দান করিল তাহাকে তাদৃশ
তোমরা প্রতিদান কর এবং তাহার ক্রিয়ানুযায়ী
তাহাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দেও যে বাটী সেটা ভরিয়া
ছিল তাহায় তাহার প্রতি দ্বিগুণ ভরিয়া দেও।
৭ সেই যত আত্মগৌরব করিয়াছে ও সুখ বিলাসে
কাল যাপন করিয়াছে তত যন্ত্রণা ও পীড়া তাহাকে
দেও কেননা সে আপন মনে কহিয়াছে যে আমি
রাজ্ঞী হইয়া বিরাজমানা বসিয়া আছি আমি বিধবা
৮ নহি এবং শোকের দর্শন পাইব না। এতদর্থে তাহার
বিড়ম্বন সকল একী দিনেতে আসিবে মৃত্যু ও শোক

বিলাপ ও দুর্ভিক্ষ্য এবং সে অগ্নিতে পোড়ান যাইবে কেননা তাহার বিচার কর্ত্তা প্রভু ঈশ্বর বলবন্ত
৯ আছেন। এবং যে পৃথিবীর রাজাগণ তাহার সঙ্গে ব্যভিচার কর্ম্ম ও সুখ বিলাসে কাল যাপন করিয়াছে তাহারা তাহার দাহনের ধূমা দেখিয়া তাহার কারণ বিলাপ করিতে ও তাহার প্রতি বিনিয়া ২ কাঁদিতে
১০ লাগিবে। এবং তাহার যন্ত্রণার ভয়েতে দূরে দাঁড়াইয়া কহিবে হায় হায় ও বৃহৎ নগর বাবেল সে মহৎ নগর কেননা তোমার দণ্ড বিচার এক দণ্ড মাত্রে
১১ আসিয়াছে। এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার বিষয়ে ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে কেননা কেহ তাহারদের
১২ বাণিজ্যের সামগ্রী আর ক্রয় করিবে না। স্বর্ণ ও রূপ্য ও রত্ন ও মুক্তা ও মিহী কাপড় ও সিন্দূর বর্ণ কাপড় ও পট্টবস্ত্র ও বাগুনি বর্ণ কাপড় ও চন্দনাদি কাষ্ঠ সকল ও হস্তি দন্তের পাত্র ও বহুমূল্য কাষ্ঠের ও পিতলের ও লৌহের ও মরমরের প্রতি প্রকার পাত্র।
১৩ ও দারুচিনী ও সৌরভ ও মর ও লবান ও মদিরা ও তৈল ও সুজী ও গম ও গরু ও মেষ ও অশ্ব ও রথ ও দাস দাসী ও মনুষ্যেরদের জীবাত্মা এ সকল সামগ্রী।
১৪ এবং তোমার প্রাণের বাঞ্ছিত ফল সকল তোমার নিকট হইতে গিয়াছে এবং যাবতীয় মনোরম্য ও পরিপাটী দ্রব্য তোমার নিকট হইতে গিয়াছে ও

তাহা সকলের উদ্দেশ তুমি আর কখন পাইবা না।
১৫ এ সকল সামগ্রীর বণিকেরা যে তাহা হইতে ধনার্জ্জন
করিয়াছিল তাহারা তাহার যন্ত্রণার আশঙ্কাতে দূরে
১৬ দাঁড়াইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে ২ কহিবে। হায়
হায় সে মহা নগর যে মিহী কাপড় ও বাগুণি বর্ণের
বস্ত্রে ও সিন্দূর বর্ণের বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত এবং স্বর্ণ ও রত্ন
১৭ ও মুক্তাদি অভরণে বিভূষিত ছিল। কেননা এ
সকল সম্পত্তি এক দণ্ডে লোপ হইয়াছে অপর প্রতি
জাহাজাধ্যক্ষ্য ও জাহাজের জন সমূহ ও খালাসী
সকল ও সমুদ্রের উপর যত ব্যবসা করে সকলেই দূরে
১৮ দাঁড়াইল। এবং তাহার দাহনের ধূমা দেখিয়া
চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল যে কোন নগর এই মহা
১৯ নগরের সমতুল্য আছে। পরে তাহারা স্বমস্তকে
ধূলা ছিটাইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে ২ চীৎকার
করিয়া কহিল হায় ২ সেই মহৎ নগর যাহার ঐশ্বর্য্য
বিষয়ের ব্যয়ব্যসনেতে সমুদ্রের জাহাজের কর্ত্তারা
সকল ধনবান করা যাইত কেননা এক দণ্ডমাত্রে সে
২০ উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। হে স্বর্গ মণ্ডল ও ধর্ম্ম প্রেরিত
এবং ভবিষ্যদ্বক্তা সকল তাহার উপর তোমরা আনন্দ
করহ কেননা ঈশ্বর তাহাকে তোমারদের কারণ
২১ সমুচিত ফল দিয়াছেন। অনন্তর এক বলবন্ত দূত
বড় জাঁতার এক পাটের সদৃশ একটা প্রস্তর উঠাইয়া

সমুদ্রে ক্ষেপণ করিয়া কহিলেন যে এই মত সে বৃহৎ নগর বাবেল প্রচণ্ড রূপে অধঃক্ষেপণ হইবে এবং তাহার উদ্দেশ আর কখন পাওয়া যাইবেক না।
২২ এবং বীণাদি বাদক ও নানা যন্ত্র বাদক ও মুরলী বাদক ও শিঙ্গাদি বাদকেরদের শব্দ তোমার মধ্যে আর শুনা যাইবে না এবং কোন প্রকার ব্যবসার কোন কারিকর আর তোমার মধ্যে পাওয়া যাইবেক না এবং জাঁতার শব্দ ও তোমার মধ্যে আর শুনা
২৩ যাইবে না। এবং প্রদীপের জ্যোতিও তোমার মধ্যে আর দেখা যাইবে না এবং বর কন্যার রবও তোমার মধ্যে আর শুনা যাইবেক না কেননা তোমার বনিকেরা পৃথিবীর মহৎ লোক ছিল কেননা সকল
২৪ রাজ্য তোমার মায়াতে মোহিত ছিল। এবং তাহার মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তারদের ও পুণ্যবানেরদের বরঞ্চ পৃথিবীর মধ্যে যতেকের বধ হইয়াছে সকলেরদের রক্ত পাওয়া গেল।

ঊনবিংশতি অধ্যায়

তদনন্তর আমি স্বর্গে যাদৃশ বড় ঘটার এক ধ্বনি শুনিলাম তাহাতে এই কথিত হইল যে হালিলুয়া পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও সম্মান ও শক্তি আমারদের প্রভু
২ ঈশ্বরের হউক। কেননা তাঁহার বিচার সকল সত্য ও প্রকৃত তিনি সেই মহা বেশ্যাকে বিচার করিয়াছেন

যে তাহার ব্যভিচার ক্রিয়াতে পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিয়া
ছিল এবং আপন সেবকেরদের রক্তের সমুচিত তাহার
৩ হস্তেতে করিয়া লইয়াছেন। এবং পুনর্ব্বার তাহারা
কহিল হালিলুয়া আর উহার ধূমা নিত্য২ উঠিল।
৪ পরে সে চৌবিশ প্রাচীনগণ ও চারি জন্তু উভড় হইয়া
পড়িয়া সিংহাসনে বিরাজমান ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া
৫ কহিলেন আমেন হালিলুয়া। ততঃপরে সেই সিংহাসন
হইতে এক রব নির্গত হইয়া কহিল যে হে তাঁহার
সেবকেরা ও তাঁহার ভয়কারিরা ছোট বড় সকলেরাই
৬ তোমরা আমারদের ঈশ্বরের প্রশংসা করহ। তখন
আমি বড়ই ঘটার কলরব ও অনেক জলের কোলাহল
ও দারুণ মেঘনাদের শব্দ যাদৃশ হয় তাদৃশ রব বলিতে
শুনিলাম যে হালিলুয়া কেননা প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান
৭ সমরাজ করেন। আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি
এবং তাঁহাকে সম্মান দি কেননা মেষপাঁঠার বিবাহ
সময় হইয়াছে এবং তাঁহার পাত্রী আপনাকে সজ্জ
৮ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এবং তাঁহাকে মিহী কাপড়
নির্ম্মল ও চক্‌মক্যা পরিধান করিতে দেওয়া গেল এবং
৯ সেই মিহী কাপড় পুণ্যবানেরদের যাথার্থ্য। পরে
তিনি আমাকে কহিলেন যে লেখ ধন্য সেই সকল
যাহারা মেষপাঁঠার বিবাহের ভোজ্যে নিমন্ত্রিত হয়
অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন যে এ সকল ঈশ্বরের

১০ সত্য বচন। তখন আমি তাহাকে ভজনা করিতে তাহার চরণে পড়িলাম কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন যে সাবধান এমত যেন না কর আমি তো তোমার সঙ্গে এবং তোমার য়িশুর সাক্ষি ধারি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে সহভৃত্য আছি ঈশ্বরকে ভজনা কর কেননা য়িশুর

১১ সাক্ষী ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা। অনন্তর আমি স্বর্গকে খোলা দেখিলাম এবং দেখ এক শ্বেত ঘোড়া ও তাহার উপর যিনি আরোহিত ছিলেন তাহাকে বিশ্বাসী ও সত্য করিয়া কহিল এবং তিনি যাথার্থ্যেতে বিচার

১২ করেন ও যুদ্ধ করেন। তাঁহার চক্ষু অগ্নি শিখার ন্যায় ও তাঁহার মাতার উপর অনেক মুকুট ছিল ও এক নাম লেখা যাহা আপনি ব্যতিরেক কেহ জানিল

১৩ না। এবং তিনি রক্তে চুবিত বস্ত্রে পরিধিত ছিলেন

১৪ ও তাঁহার নাম ঈশ্বরের বাণী করিয়া কহে। এবং স্বর্গস্থ বাহিনী সকল শ্বেত ঘোড়ার উপর আরোহিত ও মিহী শুক্ল নির্ম্মল কাপড়ে বস্ত্রান্বিত হইয়া তাঁহার

১৫ পাছে ২ গমন করিল। এবং তাঁহার মুখ হইতে একটা তীক্ষ্ন তলওয়ার বাহিরাইয়া যায় যে তাহা দিয়া তিনি রাজ্য রাজ্যের হনন করেন এবং তিনি লৌহ দণ্ডে তাহারদিগকে শাসন করিবেন ও তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রচণ্ড রাগ ও কোপের দ্রাক্ষা

১৬ চাপ দলিয়া দেন। এবং তাঁহার পরিচ্ছদ ও জঙ্ঘার

উপর তাঁহার এক নাম লেখা আছে যে রাজারদের
১৭ রাজা ও প্রভুরদের প্রভু। অনন্তর আমি এক দূতকে
সূর্য্যেতে দণ্ডায়মান দেখিলাম এবং সে মহানাদে ডাক
ছাড়িয়া আকাশের মধ্যদেশে উড্ডীয়মান যাবতীয়
পক্ষিগণের প্রতি কহিলেন যে আইস পরমেশ্বরের
ভূরিভোজ্যে তোমরা একত্র হইয়া সভাস্থ হওসিয়া।
১৮ তোমরা রাজাগণের মাংস ও সেনাপতিরদের মাংস ও
বিক্রমি লোকেরদের মাংস ও সঘোটকে অশ্বারূঢ়ের
দের মাংস এবং মুক্ত ও দাস্য ছোট বড় সকলেরি মাংস
১৯ যেন ভক্ষণ কর। পরে আমি সেই পশু ও পৃথিবীর
ভূপতিরা ও তাহারদের সৈন্যসামন্ত সকলেরদিগকে
এই অশ্বারোহিত ব্যক্তি ও তাঁহার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ
করিবার কারণ আসিয়া একত্র হইতে দেখিলাম।
২০ এবং সে পশুটা ধরা গেল এবং তাহার সঙ্গে ঐ মিথ্যা
ভবিষ্যদ্বক্তা যে তাহার সাক্ষাতে সেই সকল আশ্চর্য্য
করিয়াছিল যাহা হইতে পশুটার চিহ্ন গ্রাহিরদিগকে
ও তাহার প্রতিমার পূজকেরদিগকে ভুলাইয়াছিল সেও
ধরা গেল এই দুই সগন্ধক জ্বলন্ত অগ্নির হ্রদে জীয়ন্ত
২১ ফেলা গেল। এবং বক্রী সকলেরা সেই অশ্বারোহিত
ব্যক্তির মুখের নির্গত তলওয়ারেতে হত্যা হইল এবং
পক্ষি সকল তাহারদের মাংসেতে পরিতৃপ্ত হইল।

অনন্তর আমি এক দূতকে অতলস্পর্শ গর্ত্তের ছোড়ান ও বড় এক জিঞ্জীর স্বহস্তগত হইয়া স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিলাম। ২ এবং তিনি সেই নাগ সেই বৃদ্ধ সর্প যে ইবলিস ও শয়তান তাহাকে ধরিয়া এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বদ্ধ করিলেন। ৩ এবং তাহাকে অগাধ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া বদ্ধ করিলেন ও তাহার উপর মুদ্রার ছাপ ও দিলেন যে সেই সহস্র বৎসর যাবৎ পূর্ণ না হয় তাবৎ সে রাজ্য সকলেরদিগকে আর যেন ভ্রান্ত না করায় তাহার পরে তাহাকে কিঞ্চিৎ কালার্থে মুক্ত করিতে হইবে। ৪ পরে আমি সিংহাসন গুলা ও তাহার উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তিরদিগকে দেখিলাম ও তাহারদিগকে বিচার সাধনের ভার দেওয়া গেল এবং য়িশুর সাক্ষি নিমিত্তে ও ঈশ্বরের বাণী প্রযুক্ত যাহারদের মস্তক চ্ছেদন হইয়াছিল ও যাহারা সেই পশুকে কিম্বা তাহার প্রতিমাকে পূজা করিয়াছিল না এবং আপনারদের কপালে কিম্বা হস্তে তাহার চিহ্নও লইয়াছিল না ইহারদের জীবাত্মা সকলেরদিগকে দেখিলাম এবং তাহারা খ্রীষ্টের সঙ্গে এক সহস্র বৎসর জীয়ন্ত হইয়া রাজত্ব করিল। ৫ কিন্তু বক্রী মৃত লোকেরা যাবৎ পর্য্যন্ত সে এক সহস্র বৎসর পূর্ণ না হইল তাবৎ তাহারা সজীব হইল না এই প্রথম পুনরুত্থান। ৬ ধন্য ও পুণ্যবান সেই যে প্রথম পুনরুত্থানের অংশী

হয় এমতের উপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কিছু অধিকার নাই কিন্তু তাহারা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে ও তাঁহার সঙ্গে সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবে।
৭ এবং সেই সহস্র বৎসর সাঙ্গ হইলে পরে শয়তান
৮ আপন বন্ধন হইতে মুক্ত করা যাইবে। এবং সে বাহিরাইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিগস্থ রাজ্য সকল অর্থাৎ জুজ ও মাজুজ যাহারদের গণনা সমুদ্রের বালীর সদৃশ তাহারদিগকে সংগ্রামার্থে একত্র করিবার কারণ ভুলাইতে
৯ চলিয়া যাইবে। এবং তাহারা পৃথিবীর প্রস্থ হইয়া গিয়া পুণ্যবানেরদের শিবির ও প্রিয় নগরকে ঘেরিয়া লইল তখন ঈশ্বরের নিকট হইতে অগ্নি স্বর্গের বাহির হইয়া আসিয়া তাহারদিগকে খাইয়া ফেলিল।
১০ এবং তাহারদের বঞ্চক শয়তান সগন্ধক অগ্নির হ্রদে ফেলা গেল যেখানে সে পশু ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল এবং তাহারা দিবারাত্রি সদাসর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ
১১ করিবে। অনন্তর আমি বড় শুক্লময় এক সিংহাসন ও তাহার উপর বিরাজমান এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও স্বর্গ উড়িয়া গেল এবং
১২ তাহারদের আর স্থান পাওয়া গেল না। পরে আমি মৃত লোক ছোট বড় সকলেরদিগকেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান দেখিলাম এবং পুস্তক গুলা খোলা গেল এবং আর এক পুস্তক যে জীবনের হয় তাহাও খোলা গেল

এবং সে পুস্তক গুলার লিখিত কথা হইতে মৃত লোকেরা
১৩ আপন ২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। এবং সমুদ্র
আপন মধ্যস্থ মৃতেরদিগকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া
দিল আর মৃত্যু ও নরক স্বমধ্যস্থ মৃতলোকেরদিগকে
বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিল এবং তাহারা প্রতিজন
১৪ আপন ২ ক্রিয়ানুসারে বিচারিত হইল। পরে মৃত্যু
ও নরক অগ্নির হ্রদে ক্ষেপণ হইল এই দ্বিতীয় মৃত্যু।
১৫ এবং যে কাহার নাম জীবনের পুস্তকে লেখা যায়
নাই সে অগ্নির হ্রদে ফেলা গেল।

একবিংশতি অধ্যায়

অনন্তর আমি একটা নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীকে
দেখিলাম কেননা প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বহিয়া
২ গিয়াছিল এবং সমুদ্রও আর ছিল না। এবং যাদৃশ
কন্যা বরের কারণ বিভূষিতা হইয়া প্রস্তুত থাকে
তাদৃশ আমি য়োহন সেই ধর্ম্ম নগর নূতন য়িরো
শলমকে ঈশ্বরের নিকট হইতে স্বর্গের বাহির হইয়া
৩ নামিয়া আসিতে দেখিলাম। এবং স্বর্গ হইতে আমি
বড় এক রব এই কথা কহিতে শুনিলাম যে দেখ
ঈশ্বরের তাম্বু মনুষ্যেরদের মধ্যে আছে এবং তিনি
তাহারদের মধ্যে আপন বাসস্থান করিবেন এবং
তাহারা তাঁহার লোক হইবে ও তিনি তাহারদের
৪ ঈশ্বর হইবেন। এবং ঈশ্বর তাহারদের চক্ষু হইতে

সকল নেত্রজল মোছিয়া ফেলিবেন এবং আর মরণ হইবে না ও শোক কিম্বা রোদন কিম্বা কোন প্রকার ব্যথা আর কখনও হইবে না কেননা পূর্ব্ব বিষয় সকল
৫ বহিয়া গিয়াছে। পরে সে সিংহাসনের উপর যিনি বিরাজমান ছিলেন তিনি কহিলেন যে দেখ আমি সমস্ত বস্তুকে নূতন করিয়া দি এবং তিনি আমাকে কহিলেন যে লেখ কেননা এই কথা সত্য ও
৬ বিশ্বাসী। অপর তিনি আমাকে কহিলেন যে হইয়াছে আমি আল্‌ফা ও ওমিগা আদি ও অন্ত এবং যে জন তৃষ্ণিত আছে তাহাকে আমি জীবনের জলস্রুষার
৭ জল অমনি দিব। যেটা পরাজয় করে সেটা সকল বস্তুর অধিকার ভোগ পাইবে এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব ও সেই আমার পুত্র হইবে। কিন্ত
৮ ভীরু ও অপ্রত্যয়ী ও কদর্য্যকারী ও বধিক ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও বিগ্রহপূজক ও মিথ্যাবাদি সকল ইহারা সেই সগন্ধক জ্বলন্ত অগ্নির হ্রদে আপনার
৯ দের অংশ পাইবে যে দ্বিতীয় মৃত্যু আছে। অনন্তর সেই সপ্ত শেষ বিড়ম্বনে সম্পূর্ণ সপ্ত বাটীধারি সপ্ত দূতের দের মধ্যে এক জন আমার নিকট আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে আইস আমি সে কন্যাটি যে মেষপাঁঠার স্ত্রী তোমাকে
১০ দেখাইব গিয়া। এবং সে আত্মা যোগে আমাকে এক

বৃহৎ ও উচ্চতর পর্ব্বতে লইয়া গিয়া সেই মহৎ নগর
ধর্ম্ময় য়িরোশলমকে ঈশ্বরের নিকট হইতে স্বর্গের
বাহির হইয়া নামিয়া আসিতে আমাকে দেখাইলেন।
১১ তাহাতে ঈশ্বরের তেজ বর্ত্তিল এবং তাহার জ্যোতি
বহুমূল্য রত্নের ন্যায় সূর্য্যকান্তেরি সদৃশ ও স্ফটিকের
১২ তুল্য নির্ম্মল। এবং তাহার প্রাচীর বৃহৎ ও উচ্চতর
ছিল ও তাহাতে দ্বাদশ দ্বার ও সেই দ্বারের ঊর্দ্ধেতে
দ্বাদশ দূত যাহারদের উপর য়িশরালী বংশের দ্বাদশ
১৩ গোষ্ঠীর নাম সকল লেখা ছিল। পূর্ব্বদিগে তিন দ্বার
ও উত্তরদিগে তিন দ্বার দক্ষিণদিগে তিন দ্বার ও পশ্চিম
১৪ দিগে তিন দ্বার। এবং নগরের প্রাচীরের দ্বাদশ নেও
ছিল ও তাহার মধ্যে মেষপাঁঠার প্রেরিতেরদের নাম।
১৫ পরে যিনি আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন
তাঁহার হস্তে সেই নগর ও তাহার দ্বার ও প্রাচীরকে
১৬ মাপ করিবার কারণ একটা সুবর্ণ নল ছিল। এবং সে
নগর চৌকোণা ছিল তাহার দীর্ঘ প্রস্থ সমান ও তিনি
সেই নলেতে নগরকে মাপ করিলেন দ্বাদশ সহস্র তীর
১৭ পরিমাণ তাহার দীর্ঘ ও প্রস্থ ও উচ্চ এক সমান। পরে
তিনি তাহার প্রাচীরকে মাপ করিলেন তাহাতে মনুষ্যের
অর্থাৎ সে দূতের পরিমাণানুসারে সে এক শত চৌয়াল্লিশ
১৮ হাত হইল। এবং তাহার প্রাচীরের গাঁথন সূর্য্যকান্ত
মণির ছিল ও নগরটা চাঁদি সুবর্ণ নির্ম্মল কাঁচের ন্যায়।

১৯ এবং প্রাচীরের নেও সকল সর্ব্বপ্রকার মূল্যবান রত্নেতে মণ্ডিত ছিল প্রথম নেও সূর্য্য কান্তের দ্বিতীয় নীল
২০ কান্তের তৃতীয় লালডির চতুর্থ হরিমণির। পঞ্চম অকীকের ষষ্ঠ পদ্মরাগের সপ্তম চন্দ্রকান্তের অষ্টম ফিরোজের নবম ভূপাজের দশম খৃসপ্রাসের একাদশ
২১ হায়াসিন্তের দ্বাদশ য়াকুতের ছিল। এবং দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশ মুক্তা ছিল এক২ দ্বার এক২ মুক্তা ও নগরের
২২ সড়ক চাঁদি স্বর্ণ ছিল কাঁচের তুল্য পরকলা। অপর তাহার মধ্যে আমি কোন মন্দির দেখিলাম না কেননা প্রভু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও মেষপাঁঠা তাহার মন্দির।
২৩ এবং সেই নগরের সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের প্রকাশনে আবশ্যক ছিল না কেননা ঈশ্বরের তেজ তাহাকে দীপ্তিমান করিল এবং মেষপাঁঠাই তাহার জ্যোতি।
২৪ এবং ত্রাণ প্রাপ্ত রাজ্য সকল তাহার জ্যোতিতে গতি করিবে ও পৃথিবীর ভূপতিরা আপনারদের ঐশ্বর্য্য
২৫ ও মহিমা তাহার মধ্যেতে আনিতেছে। এবং দিবাতে তাহার দ্বার সকল কদাচ রুদ্ধ করা যায় না
২৬ কেননা তথায় রাত্রি হয় না। ও তাহারা রাজ্য সকলের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা তাহার মধ্যে আনিবে।
২৭ এবং তাহার মধ্যে কোন অপবিত্র কিম্বা কদর্য্য কিম্বা মিথ্যাকারি বস্তু কোন ক্রমে প্রবেশ করিতে পাইবে না কিন্তু সেই সকল কেবল যাহারা মেষপাঁঠার

জীবনের পুস্তকে লেখা গিয়াছে।——

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

তদনন্তর তিনি আমাকে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল জীবনের জলের পবিত্র নদী ঈশ্বরের ও মেষপাঁঠার সিংহাসন ২ হইতে বাহিরাইতে দেখাইলেন। এবং তাহার সড়কের মধ্যে ও নদীর দুইতীরে জীবনের দ্বাদশ প্রকার ফল দায়ক বৃক্ষ ছিল যে এক ২ মাসে এক ২ ফল দিল এবং সে বৃক্ষের পাত সকল রাজ্য সকলের সুস্থতার নিমিত্তে ৩ হয়। এবং কোন শাপ আর হইবে না কিন্তু ঈশ্বরের ও মেষপাঁঠার সিংহাসন তাহার মধ্যে হইবে এবং তাঁহার ৪ সেবকেরা তাঁহাকে সেবা করিবে। এবং তাঁহার মুখ তাহারা দেখিতে পাইবে ও তাঁহার নাম তাহার ৫ দের কপালে হইবে। ও সেখানে আর রাত্রি হইবে না এবং প্রদীপে কিম্বা সূর্য্যেতে তাহারদের আবশ্যক নাই কেমনা প্রভু ঈশ্বর তাহারদিগকে দীপ্তি দেন ও ৬ তাহারা নিত্য ২ রাজত্ব করিবে। পরে তিনি আমাকে কহিলেন এই সকল কথা বিশ্বাসী ও সত্য এবং ধার্ম্মিক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রভু ঈশ্বর তিনি আপন সেবকেরদিগকে যে ২ কর্ম্ম শীঘ্র হইবে তাহা দেখাইতে ৭ আপনার দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখ আমি শীঘ্র আসি ধন্য সেই যে এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ ৮ কথা সকল রাখে। এবং আমি য়োহন এই সকল

কর্ম্ম দেখিলাম এবং শুনিলাম এবং তাহা দেখিয়া শুনিয়া যে দূত আমাকে এই সকল দেখাইয়াছিলেন তাহাকে ভজিতে আমি তাহার চরণাগ্রে পড়িলাম।
৯ তখন তিনি আমাকে কহিলেন যে সাবধান এমত করিও না কেননা আমি তোমার সঙ্গে ও তোমার ভবিষ্যদ্বক্তা ভ্রাতৃগণের সঙ্গে ও এই পুস্তকের কথার মানকেরদের সঙ্গে সহভৃত্য আছি ঈশ্বরকে ভজনা
১০ কর। পরে তিনি আমাকে কহিলেন যে এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ কথা সকল তুমি ছাপদিয়া বদ্ধ করিও না
১১ কেননা সময়টা সন্নিধান আছে। যেটা অন্যায়ী হয় সেটা অন্যায়ী থাকুক ও যেটা কদর্য্য হয় সেটা কদর্য্যই থাকুক এবং যেটা পুকৃতার্থ হয় সেটা পুকৃতার্থই থাকুক
১২ ও যেটা পবিত্র হয় সেটা পবিত্রই থাকুক। দেখ আমি শীঘ্র আসিতেছি এবং আমার পুতিফল আমার সঙ্গে আছে আমি পুতি মনুষ্যকে তাহার কর্ম্মানুসারে পুতিফল
১৩ দিব। আমি আল্‌ফা ও ওমিগা আদি ও অন্ত পুথম ও
১৪ শেষ। ধন্য তাহারা যে তাঁহার আজ্ঞা পালন করে তাহাতে যেন জীবনের বৃক্ষেতে তাহারা স্বত্ব পায় এবং
১৫ দ্বার সকল দিয়া নগরের মধ্যে পুবেশ করে। কেননা কুক্কুর ও গুণিরা ও বেশ্যাগামিরা ও বধিরা ও বিগ্রহ পূজকেরা এবং যে কেহ মিথ্যাকে ভাল বাসে এবং
১৬ উদ্ভব করে এ সকল বহির্ভূত হয়। আমি য়িশু এ সকল

কথা তোমারদিগকে মণ্ডলী সকলের মধ্যে প্রমাণ দিয়া কহিতে আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছি আমি দাউদের

১৭ মূল ও ফল এবং ঝক্‌মক্যা প্রভাতী তারা। এবং আত্মা ও পাত্রীটি কহিতেছে যে আইস ও যেটা শুনে সেটা কহুক যে আইস ও যেটা তৃষ্ণার্ত্ত হয় সেইটা আইসুক এবং যে কেহ ইচ্ছা করে সে জীবনের জল অমনি লউক।

১৮ আর এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ কথা সকল যতেক মনুষ্য শুনে তাহারদের প্রত্যেক জনকে আমি সাক্ষি করিয়া কহি যে যদি কেহ এই কথার অধিকে আর কথা বাড়াইয়া দেয় তবে ঈশ্বর এই পুস্তকের লিখিত বিড়ম্বন সকল তাহাকেই অধিক করিয়া বাড়াইয়া দিবেন।

১৯ আর যদিস্যাৎ কেহ এই ভবিষ্যৎ পুস্তকের কথা হইতে কিছু কাটিয়া লয় তবে ঈশ্বর তাহার ভাগ জীবনের পুস্তক হইতে ও ধর্ম্ম নগর হইতে এবং এই

২০ পুস্তকে লিখিত কথা হইতে কাটিয়া লইবেন। এই কথা যিনি সাক্ষি করিয়া কহেন তিনি বলিতেছেন যে অবশ্য আমি শীঘ্র আসিতেছি আমেন তথাস্তু

২১ আইস প্রভো যিশু। আমারদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমা সকলের সঙ্গে হউক আমেন।—